২০০৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট

বারাক ওবামা

আমার পিতার স্বপ্ন থেকে

বর্ণ এবং উত্তরাধিকারের গল্প

অনুবাদ : গোলাম রসুল ফিরোজ

ভাবপ্রবণতাহীন এই গীতধর্মী স্মৃতিকথায় আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ পিতা আর আমেরিকান শেতাঙ্গ মায়ের এক পুত্র একজন আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর জীবনের উপযুক্ত মানে। এর শুরু নিউইয়র্কে, যেখানে বারাক ওবামা জানতে পারেন তাঁর পিতা নিহত হয়েছেন একটি গাড়ি দুর্ঘটনায়– যাঁকে তিনি যতটা না একজন মানুষ হিসেবে জানতেন তার চেয়ে বেশি জানতেন একটি মিথ হিসেবে। আর এই হঠাৎ মৃত্যুতেই তিনি অনুপ্রাণিত হন এক আবেগময় দীর্ঘ অভিযাত্রায়– প্রথম শুরু করেন কানসাস থেকে যেখান থেকে তাঁর মায়ের পরিবার চলে আসেন হাওয়াই-এ, এবং এরপর চলে যান কেনিয়ায়, সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তার আফ্রিকান স্বজনদের সাথে, সেখানেই তিনি মুখোমুখি হন তাঁর পিতার জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সাথে এবং শেষপর্যন্ত সমঝোতায় নিয়ে আসেন তাঁর দ্বিধাবিভক্ত উত্তরাধিকারীদের।

www.pathagar.com

২০০৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট

বারাক ওবামা

আমার পিতার স্বপ্ন থেকে

বর্ণ এবং উত্তরাধিকারের গল্প

অনুবাদ : গোলাম রসুল ফিরোজ

সন্দেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সন্দেশ

ISBN-978-984-8088-62-3

আমার পিতার স্বপ্ন থেকে

মূল : বারাক ওবামা

অনুবাদ : গোলাম রসুল ফিরোজ

Dreams from My Father by Barack Obama
Copyright © 1995, 2004 by Barack Obama
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১৩

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ১০০৬

প্রচ্ছদ : স্টিভেন ডানা
প্রচ্ছদের ছবি (মাঝের) : ডেভিড ক্যাট্জ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৬৭৫.০০ টাকা

www.pathagar.com

অনুবাদকের উৎসর্গ

বন্ধু শাহাদত হোসেন টিপু

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরো বই :

অন্ধকার যুগ / মূল : আইজাক আসিমভ
তরুণ চে : চে গুয়েভারার বাবার স্মৃতিচারণ / মূল : আর্নেস্তো গুয়েভারা লিঞ্চ
দ্য কাইট রানার / মূল : খালেদ হুসাইনি

www.pathagar.com

"আমরা তোমার চোখে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষদের মতোই পরদেশী বাসীন্দা।"

১. বংশাবলি ২৯ : ১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার পিতার স্বপ্ন থেকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২০০৪ সংস্করণের মুখবন্ধ

এই বইটি প্রথম প্রকাশনার প্রায় এক দশক পেরিয়ে গেছে। মূল ভূমিকাতে আমি যেমনটা বলেছি যে এই বইটি লেখার সুযোগ এসেছিলো যখন আমি ল স্কুলে, আর সুযোগ আসার কারণ হলো হাভার্ড ল রিভিউয়ের একজন সর্বপ্রথম আফ্রো-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। মাঝারি গোছের একটা প্রচারণাও পেয়েছিলাম আমি, আর সে কারণেই প্রকাশক আমাকে কিছু অগ্রিম দিলেন, আর আমিও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এই বিশ্বাসে যে আমার পারিবারিক গল্প এবং এসব গল্প উপলব্ধির জন্য আমার প্রচেষ্টা, জাতিগত ভাঙন যা আমার আমেরিকান অভিজ্ঞতাকে এক বিশেষ চরিত্রদান করেছে আর এসব কিছুই হয়তো আমি বিশেষভাবে তুলে ধরতে পারব ঠিক যেমন তুলে ধরতে পারব আমার ভাসমান আত্মপরিচয় যা দিনকে দিন আরও প্রকট হয়ে উঠছে, প্রকট হয়ে উঠছে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব যা আমাদের আধুনিক জীবনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অধিকাংশ প্রথম লেখকদের মতো আমিও বইটির প্রকাশনা নিয়ে আশা ও নিরাশার দোলাচলে ছিলাম– আশাবাদী ছিলাম এ কারণে যে বইটির সফলতা হয়তো আমার তারুণ্যের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যাবে, আর নিরাশাবাদী ছিলাম এ কারণে যে আমার বক্তব্য যত সুন্দর করে বলা যেত তত সুন্দর করে বলতে মনে হয় ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা এ দুটোর মাঝামাঝি ছিলো। সমালোচনা ছিলো মৃদু সন্তোষজনক। আসলে যে ক'জন লোক আমার বইটি পড়েছিলেন তা আমার প্রকাশকের কল্যাণেই। বই বিক্রির সংখ্যা ছিলো হতাশাব্যঞ্জক এবং কয়েক মাস পর আমি আমার নিজের জীবন নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়লাম। পেশাজীবী লেখক হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত তিরোহিত, কিন্তু প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখতে পেরে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম আর আমার মর্যাদাও কমবেশি অক্ষুণ্ন ছিলো।

পরবর্তী দশ বছর আমার ফিরে তাকানোর কোনো সময়ই ছিলো না। ১৯৯২-এর ইলেকশন সাইকেলে একটি ভোটার নিবন্ধিকরণ প্রকল্প চালাচ্ছিলাম, সিভিল

www.pathagar.com

রাইট্স প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবিধানিক আইন পড়ানো শুরু করেছিলাম। আমি আর আমার স্ত্রী মিলে একটা বাড়ি কিনলাম, আমাদের ঘরে ফুটফুটে, হৃষ্টপুষ্ট আর ভীষণ দুষ্টু দু'টি মেয়ের জন্ম হলো, আমরা নানাবিধ বিল মেটাতে হিমশিম খেয়ে যেতাম। ১৯৯৬ সালে রাজ্য বিধান সভায় যখন একটি আসন ফাঁকা হলো আমার কতিপয় বন্ধু ওই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাকে বেশ করে ধরল এবং আমি নির্বাচনে জিতে গেলাম। অফিসে বসার আগে কেউ কেউ আমাকে সতর্ক করেছিলেন যে এখানকার রাজনীতি ওয়াশিংটনের রাজনীতির মত অতটা মোহনীয় নয়; এখানে একজনের শ্রম বেশির ভাগই অস্পষ্ট ধাঁচের, অধিকাংশই এমন সব বিষয় নিয়ে যা হয়তো কারও কারও কাছে অনেক বেশি কিছু কিন্তু রাস্তার সাধারণ নারী-পুরুষদের এখানে খুব নিরাপদে উপেক্ষা করা যায় (যেমন স্থানান্তরযোগ্য ঘরবাড়ির নিয়ন্ত্রণ, কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য হ্রাসের কারণে ট্যাক্সের ওপর প্রভাব)। যাই হোক, কাজটা আমার ভালোই লাগছিলো, কারণ রাজ্যের রাজনীতির ধরনটা এমন ছিলো, যা বাস্তবভিত্তিক কাজের অনুমোদন করতো, যেমন দরিদ্র শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য বীমার প্রসার, কিংবা আইনের সংস্কার যেসব আইনের কারণে নির্দোষ লোকজনের মৃত্যুদণ্ড হতে পারতো আর এসব কিছুই করা যেতো একটা সুনির্দিষ্ট কার্যকরী সময়ের ভেতর। এছাড়াও আমার ভালো লাগছিলো এ কারণে যে একটা বড় শিল্পরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবনে প্রতিদিনই দেখা যেত পুরো জাতির মুখটাকে, যারা অনবরত কথোপকথনরত : ওখানে আসত শহরের অভ্যন্তরে বসবাসকারী মায়েরা, গম, ভুট্টা আর শিম চাষিরা, অভিবাসী শ্রমিক আর তাদের পাশাপাশি শহরতলির বিনিয়োগকারী ব্যাংক কর্মকর্তারা— সবাই এখানে ভিড় ঠেলাঠেলি করে আসত আর প্রত্যেকেই তাদের গল্প বলার জন্য উন্মুখ থাকত।

কয়েক মাস আগে, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর নির্বাচনের জন্য ইলিনয়েজে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে মনোনয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলাম। ভীষণ কঠিন এক লড়াই, একদল ধনী, দক্ষ ও নামকরা সব প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আসলেই ভীষণ কঠিন ছিলো, যেখানে আমার ছিলো না কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি ভূমি কিংবা নিজস্ব কোনো ধনসম্পদ। আমি ছিলাম কালো একটা মানুষ তার ওপর আমার নামটাও বেশ হাস্যকর রকমের, আমাকে বিবেচনা করা হতো একজন লং-শর্ট হিসেবে। সুতরাং, ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে আমি যখন জয়লাভ করলাম, কালোদের এলাকার মতো সাদাদের এলাকাতেও জয়লাভ করলাম, শিকাগোর মতো শহরতলিতেও জয়লাভ করলাম, তখন ল রিভিউ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি হলো যেনো, মূলধারার ভাষ্যকাররা বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং সত্যিকার অর্থেই এমন আশা পোষণ করলেন যে আমার বিজয় আমাদের জাতিগত রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করবে। কালোদের কমিউনিটিতে আমার সাফল্য নিয়ে এক প্রকার চাপা অহংকার বিরাজ করছে, এ অহংকারের সাথে যুক্ত হয়েছে হতাশাও, কারণ ব্রাউন ভি.বোর্ড অব

www.pathagar.com

এডুকেশনের পঞ্চাশ বছর পর এবং ভোটাধিকার আইনের চল্লিশ বছর অতিক্রমণের পরও আমরা এখনও এই সম্ভাবনাকে উদ্‌যাপন করার অপেক্ষায় আছি যে (এবং একমাত্র সম্ভাবনা এই যে আগামী একটি কঠিন নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছি) আমি হয়তো একমাত্র আফ্রো-আমেরিকান হিসেবে— এবং রিকন্সট্রাকশনের পর একমাত্র তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সিনেটে যেতে পারব। আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আমি সবার মনোযোগের কারণে কিঞ্চিৎ হতভম্ব এবং সবসময়ই সতর্ক ছিলাম গণমাধ্যমের চাকচিক্যপূর্ণ প্রতিবেদন আর জীবনের নীরস বিশৃঙ্খল বাস্তবতার ভেতরের অনৈক্য নিয়ে, আর সত্যিকার অর্থে ব্যাপারটা ওরকমই ছিলো।

একদশক আগে প্রচারণা পাওয়ার কারণে প্রকাশকের আগ্রহ ঠিক যেভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলো, ঠিক সেভাবেই একগাদা তরতাজা সংবাদপত্রের ক্লিপিংস প্রকাশককে বইটি পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তুলল। অনেক বছর পর এই প্রথম আমি বইটির এক কপি হাতে তুলে নিলাম এবং কয়েক অধ্যায় পড়েও ফেললাম এটা দেখতে যে এই ক'বছরে আমার ধ্যানধারণা কতটা পাল্টেছে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমার শব্দচয়ন কতটা শোচনীয় ছিলো, গুরুতর ভুলবাক্য আর আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিলো বেশ প্রশ্রয়পূর্ণ কিংবা বলা যায় অতিরিক্ত অনুশীলিত। বইটি থেকে পঞ্চাশটির মতো পৃষ্ঠা আমি বাদ দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলাম, কারণ সংক্ষিপ্তকরণে আমি বেশ দক্ষ এবং গভীর আগ্রহী, একথা বলার সাহস আমার নেই যে এই বইয়ের বক্তব্য আমার নিজস্ব নয়— তবে দশ বছর আগে যা বলেছিলাম এখন তা বলতে পারব অনেক আলাদা রকম করে, এমনকি কিছু কিছু বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক এবং পণ্ডিত ধারাভাষ্যকারদের আর বিরোধী দলের গবেষকদের জন্য বেশ উপাদেয়।

পরিবর্তন যা কিছু এসেছে তা অবশ্যই নাটকীয় এবং সুস্পষ্ট, আর এসব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই বইটিকে এখন পড়া যেতে পারে। আমি লেখা শুরু করলাম সিলিকন ভ্যালির প্রেক্ষাপট আর স্টকমার্কেটের দ্রুত উত্থান নিয়ে; বার্লিনের দেয়াল এবং ম্যান্ডেলাকে নিয়ে— ম্যান্ডেলা তখন খুব ধীরগতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে আবির্ভূত হচ্ছেন কারাগার থেকে এবং নেতৃত্ব দেবেন একটি দেশের; এবং লেখা শুরু করলাম অসলো শান্তি চুক্তির ঐকমত্যের ওপর। আর অভ্যন্তরীণভাবে, আমাদের সাংস্কৃতিক বিতর্ক বিশেষ করে বন্দুক, গর্ভপাত আর র‍্যাপ সংগীতকে ঘিরে— বিল ক্লিনটনের থার্ড ওয়ের কারণে বোধ করি ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো, পিঠে আঁশযুক্ত একটা কল্যাণ রাষ্ট্র যার কোনো মহিমান্বিত উচ্চাভিলাষ নেই কিন্তু তার প্রান্তসীমাও ধারালো নয়, রুটি রুজির ইস্যুকে এক বিস্তৃত,মৌলিক ঐকমত্যের বিবরণ বলেই মনে হয়, যে ঐকমত্যের ওপর জর্জ ডব্লিউ বুশ সর্বপ্রথম প্রচারণা চালিয়েছিলেন তাঁর 'করুণাময় রক্ষণশীলতা' দ্বারা এবং আমাদের উচিত ছিলো এর প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করা। আন্তর্জাতিকভাবে লেখকরা ইতিহাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন, এবং ঘোষণা করেছেন মুক্তবাজার আর উদারনৈতিক গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

ঊর্ধ্বগমনের কথা, যা জাতিগুলোর মধ্যকার প্রচলিত পুরোনো বিদ্বেষ, বিভিন্ন গোত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর মার্কেট শেয়ারের জায়গা দখল করবে।

এবং তারপর, ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর, ধরণী চুরমার হয়ে গেলো।

একজন লেখক হিসেবে ওই দিনটির এবং তার পরবর্তী কয়েকটা দিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বর্ণনা করা আমার দক্ষতার বাইরে— গোটা কয়েক প্লেন ভূতের মতো করে ইস্পাত আর কাচের ভেতর ঢুকে পড়লো; শ্লথগতির জলপ্রপাতের মতো টাওয়ারগুলো ধসে পড়ল, ছাইমাখা মানুষেরা রাস্তায় ছুটোছুটি শুরু করলো; চোখে মুখে নিদারুণ যন্ত্রণা আর আতঙ্ক, কোন্ কঠিন নাস্তিবাদ সন্ত্রাসীদের সেই দিন তাড়িত করেছিলো কিংবা তাদের ভ্রাতৃবর্গকে এখনো তাড়া করে চলে তা আমি বলতে পারব না, ওটা যে বুঝেছি এমন দাবিও আমি করি না। আমার সমবেদনা জানানোর সক্ষমতা, অন্যের হৃদয়ে পৌঁছানোর সামর্থ্য কোনো কিছু দিয়েই ওই সব মানুষ শূন্য দৃষ্টিতে প্রবেশ করতে পারি না যারা কোনো এক বিমূর্ত, প্রশান্ত পরিতৃপ্তি নিয়ে নিষ্পাপদের হত্যা করে চলে।

আমি যা জানি তা হলো ইতিহাস ওই দিনটায় এক ভীষণ প্রতিহিংসা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো; আর ফকনার ঠিক ওই কথাটিই আমাদের মনে করিয়ে দেন, যে অতীতের কখনো মৃত্যু হয় না এবং অতীতকে চাপাও দেয়া যায় না আর এই ঘটনা তো এখনও অতীতই হয়ে উঠেনি। এই সম্মিলিত ইতিহাস, এই অতীত আমার হৃদয়কে প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দেয়। বোমা মেরে আল-কায়েদা চিহ্নিত হয়েছে বলেই শুধু নয়, এক সূক্ষ্ম রহস্যময়তাসহ আমার জীবনের কিছু দৃশ্যাবলি যেমন নাইরোবি, বালি, ম্যানহ্যাটানের সেসব ভবন, রাস্তাঘাট, নানান মুখচ্ছবি, আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিলো। শুধু এ কারণেই নয় যে ৯/১১-এর ঘটনার পর, আমার নামটা ওয়েবসাইটে ঈর্ষান্বিত রিপাবলিকানদের এক অপ্রতিরোধ্য উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে বরং কতিপয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমাকে ব্যথিত উদ্বিগ্ন করে তোলে—ধনী বিশ্বের সাথে দরিদ্র বিশ্বের; আদিম বিশ্বের সাথে আধুনিক বিশ্বের; সংঘাত সংঘর্ষ তাদের ভেতর যাদের একদল আমাদের এই জনবহুল, সংঘাতময়, বিরক্তিকর বৈচিত্র্যতাকে মেনে নিয়েছে, যদিও এখনও কতিপয় মূল্যবোধের ওপর জোর গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যেগুলো আমাদের একতাবদ্ধ করে রেখেছে, আর যেখানে আরেক দল, কোনো এক স্লোগানের অধীনে এসে, কোনো এক পতাকা কিংবা কোনো এক পবিত্র বাণীর অধীনে এসে, এখন তা যেরকমই হোক না কেনো, খোঁজে এমন এক নিশ্চয়তা, এমন এক সরলসমীকরণ যা দিয়ে সে ঠিক আমাদের মতো নয় যারা তাদের ওপর যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয় সেই নিষ্ঠুরতার প্রতি একটা বৈধতা আরোপ করতে পারে আর এসব সংগ্রামের কথাই এই বইটিতে ক্ষুদ্র পরিসরে বলা হয়েছে।

আমি জানি এবং দেখেছি, ক্ষমতাহীনদের বেপরোয়া মনোভাব আর উচ্ছৃঙ্খলতা : আর এই মনোভাব কিভাবে নষ্ট করে ফেলছে জাকার্তা কিংবা নাইরোবির রাস্তার শিশুদের, আর অনেকটা একই রকম ভাবেই নষ্ট করে ফেলছে শিকাগোর সাইথ

www.pathagar.com

সাইডের শিশুদের জীবন, অবমাননা আর অপ্রতিরোধ্য ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের পথ কী ভয়ানক সংকীর্ণ তাদের জন্য, কী সহজেই না তাদের পা পিছলে যায়, পড়ে যায় নৈরাশ্য আর সন্ত্রাসের ভয়াল খপ্পরে। আমি জানি ক্ষমতাবানরা এই বিশৃঙ্খলার জবাবে যা করেন— এক নির্বোধ আত্মতুষ্টি আর নিষিদ্ধ গণ্ডি থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়া বিশৃঙ্খলার যে পলাবদল আর তার প্রতি যে এক দৃঢ়, অবিবেচনামূলক শক্তির প্রয়োগ, যে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড এবং উপরন্তু অত্যাধুনিক সামরিক শক্তির যে প্রয়োগ— ওই সব কিছুই এই ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত। আমি জানি যতোই কঠোরতা আরোপিত হবে ততোই উসকে দেয়া হবে মৌলবাদের, যা আমাদের সবার জন্য ডেকে আনবে ভয়াবহ বিপর্যয়।

সুতরাং, অভ্যন্তরীণ যে ব্যাপারটি ছিলো, এই সংগ্রাম বুঝে উঠতে আমার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং এই সংগ্রামের ভেতর আমার নিজস্ব অবস্থান বুঝে ওঠার যে প্রচেষ্টা আমার ছিলো তার সাথে মিলে গিয়েছিলো খোলামেলা পাবলিক বিতর্ক, যে বিতর্কের সাথে আমি পেশাগতভাবেই জড়িত, আর এই বিতর্কই গড়ে তুলবে আমাদের জীবন, গড়ে তুলবে আগামী বহু বছর ধরে জন্ম নেয়া শিশুদের জীবন।

এসব কর্মপন্থার ভাবার্থ আমি আমার অন্য একটি বইয়ের বিষয়বস্তু করেছি। এখন এসব বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে বরং ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক। এই বইয়ের বেশির ভাগ চরিত্রই আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যদিও মাত্রাগতভাবে তাদের পার্থক্য রয়েছে— কাজের ফাংশনে, শিশু, ভূগোল আর নিয়তির নানান বাঁকগুলো।

শুধু ব্যতিক্রম হলেন আমার মা, যাকে আমরা হারিয়েছি এক নিষ্ঠুর দ্রুততায়, এই বই প্রকাশের মাত্র কয়েক মাস পরই তিনি মারা যান।

গত দশ বছর তিনি যা করতে ভালোবাসতেন তাই করেছেন। তিনি ভ্রমণ করেছেন বিশ্বের নানান প্রান্তে, কাজ করেছেন এশিয়া ও আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে, নারীদের সাহায্য করেছেন নানাভাবে, কখনও কিনে দিয়েছেন সেলাই মেশিন, কখনও দুধের গাই গরু, কিংবা চেষ্টা করেছেন ন্যূনতম একটা শিক্ষা দিতে যেন তারা এই বিশ্বের অর্থনীতিতে অন্তত পা রাখার মতো একটা জায়গা করে নিতে পারে। সমাজের উঁচু-নিচু সব স্তর থেকেই তিনি বন্ধু জোগাড় করে নিতেন, দীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে বেড়াতেন, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন চাঁদের দিকে, দিল্লি কিংবা মারাকেনোর স্থানীয় বাজারগুলোয় খুঁজে বেড়াতেন তুচ্ছ সব জিনিসপত্র, স্কার্ফ কিংবা স্টোন কার্ভিং যেগুলো দেখে তিনি খুশিতে টইটম্বুর হতেন ওসবে তাঁর চোখ জুড়িয়ে যেতো। তিনি প্রতিবেদন লিখতেন, নোভেল পড়তেন, তাঁর সন্তানদের উৎপাত করতেন এবং স্বপ্ন দেখতেন নাতি-নাতনীদের। আমাদের দেখা হতো খুব ঘন ঘন, আমাদের বন্ধন ছিলে অবিচ্ছিন্ন। এই বই লেখার সময় তিনি খসড়াগুলো পড়ে দেখতেন, গল্পের নানান জায়গায় সংশোধনী নিয়ে আসতেন যেসব ক্ষেত্রে আমি ভুল বুঝে থাকতাম, আমি তাঁকে যেভাবে চরিত্রায়ন করেছি সে ব্যাপারে মন্তব্য করতেন

www.pathagar.com

না, মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সবসময়ই সতর্ক থাকতেন, কিন্তু আমার বাবার চরিত্রের বেলায় মোটামুটি স্বল্প তৃপ্তিদায়ক যেকোনো ক্ষেত্রেই তিনি দ্রুত বাধা দিতেন কিংবা ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। তিনি তাঁর অসুস্থ অবস্থাকে প্রসন্ন চিত্তে আর তাঁর দারুণ রসবোধ দিয়ে নিজের বশে আনতে পেরেছিলেন, তিনি আমার বোনকে, আমাকে দারুণ সাহায্য করেছেন যেন আমরা নিজ নিজ জীবন নিয়ে মগ্ন থাকতে পারি, আমাদের অস্বীকৃতি, আতঙ্ক আর হৃদপিণ্ডের আকস্মিক সংকোচন সত্ত্বেও তিনি তা করেছেন।

মাঝে মধ্যেই একটা কথা আমার মনে হয়েছে, আমি যদি জানতাম তিনি আর বাঁচবেন না তাহলে আমি হয়তো অন্য ধরনের কোনো বই লিখতাম– এখানে পিতামাতার একজনের অনুপস্থিতি নিয়ে যে গভীর চিন্তা সেটা খুব বেশি না থেকে বরং থাকতো যিনি আমার জীবনে একমাত্র ধ্রুব হয়ে ছিলেন তাঁর সম্পর্কিত এক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আমার দুই কন্যার ভেতর আমি তাঁকে প্রতিদিন দেখি, আমি দেখি তাঁর হাসি উল্লাস, তাঁর আশ্চর্য হওয়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁর মৃত্যুতে আমি কতটা শোকগ্রস্ত তার বর্ণনায় আমি যেতে চাই না। আমি যা জানি তা হলো, তিনি হলেন আমার দেখা সবচেয়ে দয়ালু, এবং এক মহৎ আত্মা, আর আমার ভেতর উত্তম যা কিছু আছে তার জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।

www.pathagar.com

ভূমিকা

মূলত আমার উদ্দেশ্য ছিলো খুব ভিন্ন ধরনের একটা বই লেখা। বইটি লেখার প্রথম সুযোগ আসে যখন আমি ল স্কুলে, হাভার্ড ল রিভিউ-এর সর্বপ্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরে— হার্ভাড ল রিভিউ হলো একটি বৈধ সাময়িক পত্রিকা, তবে আইন পেশার বাইরের লোকদের কাছে পত্রিকাটি একেবারেই অপরিচিত। এই নির্বাচনকে ঘিরে তুমুল হৈ চৈ হয়েছিলো, কয়েকটা পত্রিকায় এ ব্যাপারে আর্টিকেল লেখা হয়েছিলো যেগুলো আমার অনুদ্ধত অর্জনকে যতটা না সমর্থন করেছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলো আমেরিকান মিথলজিতে হার্ভার্ড ল স্কুলের এক অদ্ভুত অবস্থানকে, সেই সাথে গুরুত্ব পেয়েছিলো রেসিয়াল ফ্রন্ট থেকে আসা কোনো আশাবাদী সংকেতের জন্য আমেরিকার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সেই ব্যাপারটি— যাই হোক, খুব সামান্য হলেও কিছুটা অগ্রগতিতো হয়েছেই। বেশ ক'জন প্রকাশকের ফোন পেলাম, তখন ভাবতে শুরু করলাম যে সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে, সুতারাং আমি রাজি হয়ে গেলাম, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বছর খানেক আমি সময় দেবো এবং আমার চিন্তাভাবনাগুলো লিখে ফেলব।

ল স্কুলের ওই শেষ বর্ষে, আমি এক ভয়ানক আত্মবিশ্বাস নিয়ে মনের ভেতর বিষয়গুলো সাঁজাতে শুরু করলাম, যে বইটা ঠিক কিভাবে এগুবে। সিভিল-রাইট্স লিটিগেশন-এর সীমাবদ্ধতার একটা রচনা থাকতে পারে যা জাতিগত সমতা অনয়ন করতে পারে, আমি ভাবতে শুরু করলাম কমিউনিটির অর্থটা কী এবং তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমানুষের জীবন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় কিভাবে, আমি গভীরভাবে ভেবেছি ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা এবং আফ্রোসেনট্রিজম এর কথা— নানান শিরোনামে পুরো একটা পৃষ্ঠা ভরে গেলো। আর অবশ্যই আমি এতে অন্তর্ভূক্ত করব আমার ব্যক্তিগত কাহিনী, এবং বিশ্লেষণ করব আমার পুনরাবৃত্তময় নানান আবেগের উৎসগুলো। কিন্তু যত যাইহোক না কেন এটা

www.pathagar.com

ছিলো একটা বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রা যে অভিযাত্রা আমার নিজের জন্য কল্পনা করেছিলাম, যে অভিযাত্রা মানচিত্র, বিশ্রাম স্থান আর এক সুস্পষ্ট ভ্রমণবৃত্তান্তে পরিপূর্ণ থাকবে : প্রথম অধ্যায় শেষ হলো মার্চে, দ্বিতীয় অধ্যায় প্রুফ দেখার জন্য পাঠালাম আগস্টে...

মূলত যখন আমি লেখার জন্য বসলাম, দেখলাম আমার মন আমাকে কেবলই টেনে নিয়ে যাচ্ছে শিলাময় বেলাভূমির দিকে। আমার প্রথম প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়েকে ছুঁয়ে গিয়েছিলো। দূরের কণ্ঠস্বরগুলো ভেসে আসে, হারিয়ে যায়, আবারও ফিরে আসে। মায়ের এবং তাঁর বাবা-মার বলা ছেলেবেলার গল্পগুলো আমার মনে পড়ে, একটি পরিবারের নানান কাহিনী, যেখানে চেষ্টা করা হয়েছে ওই পরিবারকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর। আমার মনে পড়ে প্রথম বর্ষের কথা, যখন শিকাগোতে আমি ছিলাম একজন কমিউনিটি সংগঠক, এবং মনে পড়ে পূর্ণ যৌবনের দিকে আমার এক বিব্রতকর পদক্ষেপ। শুনতে পাই দাদিমার গল্প, আম গাছের নিচে বসে আমার বোনের চুলের খোপা ঠিকঠাক করতে করতে তিনি বলছেন বাবার কথা, যাঁকে আমি কখনই সত্যিকার ভাবে জেনে উঠতে পারিনি।

এই স্মৃতির বন্যায়, আমার সমস্ত সুবিন্যস্ত তত্ত্বগুলোকে মনে হতে লাগলো তুচ্ছ আর অপরিপক্ব। তবুও আমার অতীতকে কোনো বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আমি দৃঢ়ভাবে অনিচ্ছুক, এ এমন এক অতীত মনে হয় যেন আমি এক বিতাড়িত শিশু, এমন কি এই অতীত নিয়ে আমি কিঞ্চিত লজ্জিতও। শুধু এ কারণেই নয় যে অতীত এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা কিংবা বিকৃত একটা ব্যাপার বরং একারণে যে এই অতীত আমার এমন কিছু দিক নিয়ে কথা বলে যা আমার সচেতনভাবে কোনো কিছু বেছে নেওয়ার অধিকারকে প্রতিহত করে– অন্তত, ভাসাভাসাভাবে বলতে গেলে– আমি এখন যে বিশ্বে বাস করি তার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। যত যাই হোক না কেন আমার বয়স তো এখন তেত্রিশ; আমি কাজ করি একজন আইনবিদ হিসেবে, শিকাগোর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আমি দারুণ সক্রিয়, শিকাগো তার জাতিগত বৈষম্যের ক্ষতের সঙ্গে নিজেকে খাপখাইয়ে নিয়েছে আর এরকম বোধশূন্যহীন মনোভাবে নিজেকে গর্বিত করে তুলেছে। যদি আমি আমার মন থেকে নৈরাশ্যবাদকে তাড়াতে সক্ষম হতাম, তবুও, আমি নিজেকে এই বিশ্বে একজন বাস্তববাদী ভাবতে পছন্দ করতাম, সতর্ক থাকতাম খুব বেশি কিছু আশা না করার।

এবং তবুও, আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে যে ব্যাপারটি তা হলো আমার পরিবারের গল্প, গল্পগুলো অপাপবিদ্ধতার এক চলমান সংগীত, এমন নিষ্পাপতা বোধ হয় অকল্পনীয়, এমনকি শৈশবের সারল্যের মাপকাঠিতেও। আমার স্ত্রীর চাচাতো ভাইয়ের বয়স মাত্র ছয়, কিন্তু এই বয়সেই সে তার সারল্য

www.pathagar.com

হারিয়ে ফেলেছে, সপ্তাহ কয়েক আগে সে তার বাবা-মাকে জানালো যে তার সঙ্গে তার ফার্স্ট গ্রেডের সহপাঠিরা খেলতে নারাজ কারণ তার চামড়ার রঙ নিখুঁত কালো। অবশ্যই তার বাবা-মা জন্মেছেন এবং বেড়ে ওঠেছেন শিকাগো ও গ্যারিতে, তাঁরা অনেক আগেই নিজেদের সারল্য হারিয়েছেন, এবং এ নিয়ে তাঁদের মনে যদিও কোনো তিক্ততা নেই— তাঁদের দু'জনই আমার চেনাজানা আর দশজন পিতামাতার মতই শক্তিমান, গর্বিত এবং সম্পদশালী হয়ে উঠেছেন— কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে বেদনার সুর। কেননা তাঁরা এই শহর ছেড়ে চলে যেতে চান আরও বেশি সাদা অধ্যুষিত এলাকায়, এই যেতে চাওয়ার কারণ তাঁরা তাঁদের সন্তানদের গোলাগুলির হাত থেকে রক্ষা করতে চান এবং নিম্নমানের স্কুলের হাত থেকে রেহাই পেতে চান।

ওরা আমার বাবা-মার সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবন দেখে— একজন কালো পুরুষ এবং একজন সাদা রমণী দেখে, একজন আফ্রিকান পুরুষ এবং একজন আমেরিকান রমণী দেখে যেনো খুব বেশি কিছু জেনে ফেলেছে, আমরা যেনো সবাই খুব বেশি কিছু দেখে ফেলেছি। যার ফলে, কিছু কিছু মানুষ আমার মুখ দেখে ঠিকমতো কিছু বুঝে উঠতে পারেন না। যে সব লোকজন আমাকে ভালোমতো চেনেন না, যে আমি কালো নাকি সাদা, তখন তারা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজে বের করতেন (তারা যখন এসব খুঁজে বের করতো, তখন আমি আমার বারো কি তেরো বছর বয়সে গিয়ে আমার মায়ের বংশের প্রচারণা বাদ দিয়ে দিলাম, কারণ আমার সন্দেহ হতে লাগলো যে মায়ের বংশের কথা বলে আমি আসলে সাদাদের অনুগ্রহভাজন হওয়ার চেষ্টা করছি), আমি দেখতাম ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তারা আমার চোখে গোপন কোনো কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন, তারা জানতেই পেতেন না আমি কে, মনে মনে তারা ধরেই নিতেন যে আমি বিব্রত এবং দ্বিধাগ্রস্ত একজন মানুষ, আমার মনে হয় এই মিশ্র রক্ত, এই বিভক্ত আত্মা, এই ট্র্যাজিক বর্ণ সংকরের এক ভৈতিক ইমেজ এই দুই বিশ্বের ফাঁদে পড়ে গেছে এবং আমি যদি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারতাম যে, না, এই ট্র্যাজেডি আমার নয়, অন্তত আমার একার নয়, এই ট্র্যাজেডি তোমাদের, পলিমাউথ রক অ্যান্ড এলিস আইল্যান্ডের পুত্র কন্যাদের, আফ্রিকার শিশুদের, এই ট্র্যাজেডি আমার স্ত্রীর চাচাতো ভাইয়ের এবং তার ফার্স্ট গ্রেড সহপাঠীদের, সুতরাং তোমাদের প্রয়োজন নেই আমার ভেতরের অস্বস্তি অনুমান করে নেয়ার, এটা হলো নৈশ সংবাদের মতো যে সংবাদ প্রতিটি মানুষের দেখার জন্য, এবং আমরা যদি বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে পারতাম, তাহলে অন্তত এই ট্র্যাজিক চক্র ভেঙে পড়তে শুরু করতো...। যাই হোক, আমার সন্দেহ যে আমার কথাবার্তাগুলো শুনতে খুবই সাধাসিধে শোনাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি নিরাশাবাদী হতে অক্ষম, ঠিক ওইসব কমিউনিস্টদের মতো, যারা

www.pathagar.com

নানান কলেজ টাউনের উপকণ্ঠে গিয়ে পত্রিকা ফেরি করে বেড়ায়। কিংবা আরও খারাপ কথা হলো, আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি নিজের কাছ থেকে নিজেকেই লুকোনোর চেষ্টা করছি।

মানুষের এরকম সন্দেহের জন্য আমি তাদের দোষারোপ করি না। অনেক আগেই আমি শিখে গেছি আমার শৈশবকে অবিশ্বাস করতে এবং যেসব গল্প আমার শৈশবকে গড়ে তুলেছিলো সেসবকে অবিশ্বাস করতে। শুধু অনেক বছর পর, আমার বাবার কবরে বসে, আফ্রিকার রক্তিম ভূমির ভেতর দিয়ে তাঁর সাথে অনেক কথা বলে কয়ে এখন আমি বৃত্তাকারে ঘুরে আসতে পারি এবং নিজের জন্য ওই সব আদিম গল্পের মূল্যায়ন করতে পারি। কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, ঠিক ওই সময়ই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি আসলে আমার জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছি কেবল ওই সব গল্প পুনঃলিখনের প্রচেষ্টায়, গল্পের নানান ছিদ্র পূরণ করেছি, অপ্রীতিকর খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছি, ইতিহাসের অন্ধ বিচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি এককের পছন্দের পরিকল্পনা করেছি আর এসব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য, কঠিন গ্র্যানিট শিলাখণ্ডের মতো কিছু সত্যকে বের করে আনা যার ওপর আমার অনাগত সন্তানেরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, নিজেকে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের হাত থেকে রক্ষার একগুয়েমি আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, সমস্ত প্রকল্পকে পরিত্যক্ত করার পর্যায়ক্রমিক তাড়না সত্ত্বেও, এসব পৃষ্ঠায় যা রয়ে গেছে তা হলো আমার ব্যক্তিগত অন্তর্যাত্রা যেখানে একজন বালক তার পিতার অনুসন্ধানে রত, এবং এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে সে তার কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান জীবনের ওপর একটা কার্যকরী অর্থ আরোপ করতে চায়। ফলে বইটি হয়ে উঠেছে আত্মজীবনীমূলক রচনা, যদিও গত তিন বছরে যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে বইটি আসলে কী বিষয় নিয়ে লেখা, তখন আমি সাধারণত এসব বর্ণনা প্রদান থেকে বিরত থেকেছি। একটা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে সাধারণত যা থাকে তা হলো রেকর্ড করে রাখার যোগ্য কতিপয় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব, বিখ্যাত নানান মানুষের সাথে কথোপকথন, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোয় একটা কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু এখানে এসবের কিছুই নেই। একটা আত্মজীবনীতে কমপক্ষে একটা সারসংক্ষেপের ইঙ্গিত তো থাকেই, একটা সমাপ্তি থাকে, যা আমার বয়সী কারো জন্য কখনই উপযুক্ত হতে পারে না, যে এখনও পৃথিবীতে তার নিজস্ব মানচিত্র খুঁজে বেড়ানোতে মগ্ন। এমনকি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলো আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করেনা ('যাই বলুন না কেন, আপনি কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত সমাজ থেকে উঠে আসেননি,' ম্যানহাটনের এক প্রকাশক ব্যাপারটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন), বাস্তবিক, ওই সুনির্দিষ্ট সত্যকে গ্রহণ করতে শেখা—

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে সত্য দিয়ে আমি আমার কৃষ্ণাঙ্গ ভাই বোনদের আলিঙ্গন করতে পারি, সে এখন এ দেশেরই হোক আর আফ্রিকারই হোক, এবং শুধু কথার কথা না বলে সবার জন্য একটি সর্বজনীন নিয়তি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা কিংবা আমাদের প্রত্যেকের নানান সংগ্রামের কথা বলা– আর এসবই হচ্ছে এই বইটির বিষয়বস্তু।

সবশেষে আত্মজীবনী লেখার কিছু বিপজ্জনক দিকও রয়েছে : এখানে লেখকের পছন্দনীয় কিছু ঘটনাবলীকে আরও বেশি রঞ্জিত করার প্রলোভন লেখক সহজে এড়িয়ে যেতে পারেন না, লেখক তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অতিমূল্যায়ন করে তা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চান, এছাড়াও থাকে নৈর্বাচনিক স্মৃতিগত ভ্রান্তি , আর এসব ঝুঁকি আরও বেশি বড় আকারে দেখা দেয় যখন লেখকের বয়সজনিত প্রাজ্ঞতার ঘাটতি থাকে; তবে সময়ের ব্যবধান ওই সব আত্মশ্লাঘা সারিয়ে তুলতে পারে। আমি বলছি না যে আমি ওই সব ঝুঁকি কিংবা ওই সব ঝুঁকির কোন একটাও সফলভাবে এড়িয়ে যেতে পেরেছি যদিও এই বইয়ের অধিকাংশই সমকালীন জার্নাল কিংবা আমার পরিবারের মৌখিক ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে লেখা, সংলাপগুলো অপরিহার্যভাবেই বাস্তবে যা বলা হয়েছিলো কিংবা আমার সঙ্গে সম্পর্কিত তার অনেকটা নিকটবর্তী। সংক্ষিপ্তকরণের খাতিরে আমার চেনা কতিপয় চরিত্র এখানে এসেছে সংমিশ্রিতভাবে, এবং কিছু কিছু ঘটনার কালানুক্রম ওলটপালট হয়ে গেছে। শুধু ব্যাতিক্রম আমার পরিবারের লোকজন এবং কতিপয় সাধারণ মানুষজন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য বেশির ভাগ চরিত্রেরই নাম বদলে দিতে হয়েছে।

এই বইটিকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন– আত্মজীবনী, স্মৃতিচারণ, পারিবারিক ইতিহাস কিংবা অন্য যে কোনো কিছুই হোক না কেন এখানে আমি যা করার চেষ্টা করেছি তা হলো আমি আমার জীবনের সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকা নিয়ে সত্যিকার অর্থে কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। যখন আমি পথভ্রষ্ট হতাম, তখন আমি আমার এজেন্ট জেন ডিস্টেল-এর ওপর নির্ভর করতে পারতাম, তার বিশ্বস্ততা এবং তার অপার ধৈর্যশীলতার কারণে; নির্ভর করতে পারতাম আমার সম্পাদক, হেনরি ফেরিস-এর ওপর তাঁর মৃদু নম্র অথচ দৃঢ় সংশোধনের কারণে, রুথ্ ফেসিক এবং টাইমস্ বুকের স্টাফদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাদের উৎসাহ ও পাণ্ডুলিপির নানান কিছু তদারকি করার ব্যাপারে তাঁদের ছিলো অতুলনীয় মনোযোগ; আমি কৃতজ্ঞ আমার বন্ধুদের প্রতি বিশেষ করে রবার্ট ফিশার-এর প্রতি, কেননা তিনি ভীষণ আন্তরিকতা নিয়ে আমার বইটি পড়েছেন, এবং আমি কতৃজ্ঞ আমার স্ত্রী মিশেল-এর প্রতি, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সাবলীলতা, স্পষ্টবাদিতার জন্য এবং আমার প্রেরণাকে আরও বেশি উৎসাহিত করে তুলতে তিনি ছিলেন অব্যর্থ একজন মানুষ।

www.pathagar.com

আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের প্রতি, যদিও আমার মা, আমার মাতামহ-মাতামহী আমার ভাইবোন সবাই মহাদেশ আর মহাসাগরের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে— আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রতিই আমি এই বইটি উৎসর্গ করেছি। তাদের অবিরল ভালোবাসা ও সমর্থন ছাড়া, তাঁরা যদি তাদের গান আমাকে গাইতে না দিতেন, আমার মাঝেমধ্যে ভুল সুরে গাওয়া গান সহ্য করে না যেতেন তাহলে আমি কখনই এই বইটি শেষ করতে পারতাম না। যদি কোন কিছু নাও হয়, অন্তত আমি এটুকু আশা করতে পারি যে আমি তাদের কতটা ভালোবাসি কতটা শ্রদ্ধা করি, তা এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

www.pathagar.com

প্রথম পর্ব

.....

উৎপত্তি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আমার একুশতম জন্মদিনের মাস কয়েক পর, অপরিচিত একজন খবরটা আমাকে দিলেন। ওই সময় আমি থাকতাম নিউ ইয়র্কে, সেকেন্ড এবং ফার্স্টের মাঝামাঝি নাইন্টি ফোরথ-এ, যার একাংশের কোনো নাম ছিলো না, এর সীমান্ত ধরে নেয়া যেতো পূর্ব হারলেম এবং ম্যানহাটনের বাদবাকি অংশগুলোর মাঝামাঝি কোথাও, আকর্ষণহীন একটা ব্লক, গাছপালা নেই, কেমন ঊষর মরুময়, ধোয়ার কালির ঝুলের মতো রাস্তার রং, ওখানে দিনের অধিকাংশ সময়ই ঘন ছায়া হয়ে থাকতো। অ্যাপার্টমেন্টটা ছিলো ছোট, ঢালু ছাদ, তাপমাত্রা তখন বেশ ওঠানামা করছিলো, এবং নিচতলার কাজার (বৈদ্যুতিক সংকেতযন্ত্র)টা ঠিকমতো কাজ করত না যার কারণে অতিথিদের ওই মোড়ের গ্যাস স্টেশনে গিয়ে পে-ফোন থেকে ফোন করতে হতো, যেখানে নেকড়ে বাঘের সমান এক কালো ডোবারম্যান সতর্ক নৈশপ্রহরীর মতো ঘোরাফেরা করতো, তার দুই চোয়ালের মধ্যে পিষ্ঠ হতো শূন্য বিয়ারের বোতল।

ওসবে আমার কোনো যায় আসতো না কারণ আমার সঙ্গে খুব কম লোকই দেখা করতে আসতো। ওই সব দিনগুলোয় আমি ভীষণ অস্থির ছিলাম, প্রচুর কাজ আর নানান উদ্ভট পরিকল্পনা নিয়ে মহাব্যস্ত থাকতাম, আর অন্য লোকজনদের অযথা বিরক্তিকর মনে হতো। এর মানে এই নয় যে, আমি লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করতাম না। আমি আমার পুয়ের্তোরিকান প্রতিযোগীদের সাথে স্প্যানিশ রসিকতা উপভোগ করতাম, এবং ক্লাশ থেকে ফেরার পথে সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে স্টুপ-এ বসে থাকা ছেলেদের সাথে কথা বলার জন্য থামতাম, ওরা কথা বলত গতরাতের ঘটে যাওয়া নিক্স কিংবা গোলাগুলির ঘটনা নিয়ে। আবহাওয়া যখন ভালো থাকতো, আমি এবং আমার রুমমেটরা ফায়ার স্কেপ-এ বসে সিগারেট ধরাতাম এবং বসে বসে দেখতাম সন্ধার প্রাক্কাল শহরের নীলাকাশ ধুয়ে মুছে ফেলছে, কিংবা দেখতাম আশেপাশের উন্নত পাড়াগুলো থেকে শ্বেতাঙ্গরা তাদের কুকুর সাথে করে নিয়ে আমাদের ব্লকে এসে কুকুরগুলোকে মল ত্যাগ করাতো— 'হাতা

www.pathagar.com

দিয় খেদলা, হারামজাদা!' আমার রুমমেট ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠত। আর আমরা ওই জানোয়ার আর তার প্রভুর মুখটা দেখে হো হো করে হেসে উঠতাম, উবু হয়ে মলত্যাগ করতে বসার মতোই নির্মম এবং আত্মপক্ষ সমর্থনহীন তাদের মুখভঙ্গি।

এসব মুহূর্ত আমি উপভোগ করতাম কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। আলোচনা যখন এলোমেলো বিষয়ের দিকে এগোতো কিংবা আমার পরিচিত বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতো তখন আমি কোনো এক অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়তাম। একা হতে পারলেই ভীষণ স্বস্তি পেতাম, নিঃসঙ্গতাকেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হতো।

আমার মনে পড়ে পাশের বাড়িতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন, মনে হতো তাঁর সাথে আমার স্বভাবের মিল আছে। উনি থাকেন একা একা, দুর্বল, সামনের দিকে নুয়ে পড়া শরীর, উনি পরতেন এক বিশাল কালো ওভারকোট, বাড়ি থেকে কদাচিৎ বের হতেন এবং বের হওয়ার সময় গায়ে চাপাতেন বেঢপ আকৃতির এক ফেডোরা। মাঝে-মধ্যে উনি যখন দোকান থেকে বাড়ি ফিরে আসতেন আমি দৌড়ে তাঁর কাছে চলে যেতাম, এবং তাঁর মালপত্র উঁচু সিঁড়ি বেয়ে তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব করতাম। উনি আমার দিকে তাকাতেন এবং কাঁধ ঝাঁকাতেন, তারপর আমরা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করতাম, প্রতিটা ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে পড়তাম যেন তিনি তাঁর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরে পান। শেষমেশ যখন তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে যেতাম, তখন আমি খুব সাবধানে ব্যাগগুলো মেঝেতে রেখে দিতাম, উনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাথা ঝাঁকাতেন, তারপর পা টেনে টেনে ভিতরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিতেন, আমাদের মধ্যে একটি বাক্যও বিনিময় হতো না, এবং আমাকে উনি কখনই ধন্যবাদ জানাতেন না।

বুড়ো ভদ্রলোকটার এরকম নীরবতা আমাকে মুগ্ধ করত; তাঁকে মনে হতো তিনি আমার জ্ঞাতি সম্পর্কের কোনো এক সুহৃদ ব্যক্তি। পরে আমার রুমমেট দেখতে পেলো যে তিনি থার্ডফ্লোর ল্যান্ডিং-এর ওপর বিধ্বস্ত পড়ে আছেন, চোখ দুটো খোলা, হাতপা সব শক্ত কঠিন হয়ে আছে, শিশুর মতো কুঁকড়ে শুয়ে আছেন, লোকজন ভিড় জমিয়ে দেখছে তাঁকে, দু-একজন মহিলা অবশ্য পাশ কেটে চলে গেলেন, আর ছোট বাচ্চারা উত্তেজিত হয়ে ফিসফিস করতে লাগলো। অবশেষে প্যারামেডিক্স এসে তার দেহটা নিয়ে চলে গেলো এবং পুলিশ এসে ঢুকলেন বুড়ো ভদ্রলোকের অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে। পরিচ্ছন্ন একটা ঘর, বলতে গেলে একেবারেই ফাঁকা— একটা চেয়ার, একটা ডেস্ক, বিশাল ভ্রূ-ওয়ালা এক মহিলার ম্লান পোর্ট্রেট, মুখে নম্র হাসি নিয়ে ম্যান্টলপিসের ওপর স্থির হয়ে আছেন। কেউ একজন রেফ্রিজারেটরটা খুললো, প্রায় হাজারখানেক ডলারের ছোট ছোট বিল পুরোনো নিউজ পেপার দিয়ে মোড়ানো, মায়োনিজ আর আচারের বয়ামের পেছনে খুব সতর্কভাবে রাখা।

আমি ওই দৃশ্যের একাকিত্বে আক্রান্ত হলাম, এবং খুব সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্য মনে হলো লোকটার নামটা যদি জানতে পারতাম! তারপর, তার কিছুক্ষণ পরেই, আমি আমার এই আকাঙ্ক্ষার জন্য অনুতপ্ত হলাম, সঙ্গে এই সমমনা ব্যাক্তির তীব্র শোক

www.pathagar.com

আমাকে আচ্ছন্ন করলো। মনে হলো আমাদের দু'জনের ভেতর যে বোঝাপড়া ছিলো তা ভেঙে গেলো— যেনো ওই নির্জন কক্ষে বুড়ো লোকটা তার না বলা ইতিহাস ফিসফিস করে বলে চলেছেন, আমাকে এমন কিছু বলছেন যা আমার শুনতে ভালো লাগে না।

এর ঠিক মাসখানেক পর কিংবা তারও পরে, নভেম্বরের এক ঠাণ্ডা, বিষণ্ন সকালে, সূর্য তখন একরাশ মেঘের আড়ালে ম্লান হয়ে আছে, ঠিক তখন ফোনটা এলো। আমি তখন আমার সকালের নাস্তা তৈরির মাঝ পথে। স্টোভে তুলে দিয়েছি কফির পানি আর কড়াইয়ে ছেড়ে দিয়েছি গোটা দুয়েক ডিম, আমার রুমমেট আমাকে ফোনটা এগিয়ে দিলো, ভারি গম্ভীর ও দৃঢ় কণ্ঠ।

"বেরি? তুমি কি বেরি বলছ?"

"হ্যাঁ .... কে বলছেন?"

"হ্যাঁ, বেরি ... তোমার জেন আন্টি বলছিলাম। নাইরোবি থেকে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?"

"দুঃখিত— আপনি যেন কে হন বলছিলেন?"

"তোমার জেন আন্টি। শোনো, বেরি, তোমার বাবা মারা গেছেন। উনি কার অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। হ্যালো? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আমি বলছি যে, তোমার বাবা মারা গেছেন। বেরি, তুমি প্লিজ তোমার বোস্টনের আঙ্কেলকে ফোন দিয়ে কথাটা বলো, আমি এখন কথা বলতে পারছি না। ঠিক আছে, বেরি, আমি তোমাকে আবার ফোন দেবার চেষ্টা করব..."

ব্যাস, এ পর্যন্তই। লাইনটা কেটে গেলো, আমি সোফার ওপর বসে পড়লাম, রান্নাঘর থেকে ডিম পোড়ার গন্ধ বেরিয়ে আসছে, দেয়ালের ভাঙা প্লাস্টারের দিকে তাকিয়ে আমার ক্ষতির পরিমাণটা যাচাই করে দেখতে লাগলাম।

মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বাবা ছিলেন আমার কাছে পৌরাণিক উপকথার মতো, যতটা না তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে ভেবেছি। ১৯৬৩-তে তিনি হাওয়াই ছেড়েছিলেন, তখন আমার বয়স ছিলো দু-বছর, সুতরাং একজন শিশু হিসেবে আমি তাঁকে ঠিক ততটুকুই চিনতাম যতটুকু গল্প তাঁর সম্পর্কে মা আর নানা-নানীরা বলতেন। তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ প্রিয় বিষয় ছিলো, প্রত্যেকেই ছিলেন অখণ্ড সন্ধিহীন, বারংবার ব্যবহারের ফলে তা ছিলো উজ্জ্বল মসৃণ। আমি এখনও পরিষ্কার দেখতে পাই ডিনারের পর গ্রামপ্‌স তার পুরোনো নরম গদির চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, চুমুক দিয়ে হুইস্কি গিলছে আর সিগারেটের প্যাকেটের সেলোফেন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছে, আর ওই সময়ের কথা বলছে যখন বাবা একটা পাইপের জন্য একজন লোককে পালি লুকআউটে প্রায় ফেলেই দিয়েছিলেন ...।

"শোনো, তোমার মা আর বাবা সিদ্ধান্ত নিলো যে ওরা ওই দ্বীপ ঘুরে ঘুরে দেখবে এবং ওরা ওদের এই বন্ধুটিকে সঙ্গে নিলো। গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো লুকআউট-এ, আর বারাক সম্ভবত পুরো রাস্তাই রং সাইডে গাড়ি চালাচ্ছিলো ..."

www.pathagar.com

"তোমার বাবা ছিলো ভয়ানক একটা ড্রাইভার", মা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন।

"সে শেষ পর্যন্ত বাম-দিক দিয়েই গাড়ি চালাতো, ব্রিটিশরা যেভাবে চালায় আর কী, আর এ সম্পর্কে তাকে কিছু বললেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো, আমেরিকানদের এই বোকার মতো নিয়মকানুন সে সহ্যই করতে পারতো না— "

"হ্যাঁ, ঠিক এরকমই একটা সময়ে তারা দ্বীপের একটাতে গিয়ে উঠলো, গাড়ি থেকে নেমে রেলিং-এর ধার ঘেঁষে দাঁড়ালো, চারদিককার দৃশ্যের প্রশংসাও করতে লাগলো। আর বারাক সে তার পাইপ টেনেই যাচ্ছিলো, ওই পাইপটা আমি তাকে তার জন্মদিনে দিয়েছিলাম, সি-ক্যাপ্টেনের মতো সে পাইপের স্টেম দিয়ে বিভিন্ন দিক দেখাচ্ছিলো।"

"তোমার বাবার পাইপটা নিয়ে খুব গর্ব ছিলো," কথার মাঝখানে মা আবারও বলে উঠলেন। "পড়ার সময় সারারাত ধরে ওই পাইপ টানতো, আর মাঝে মধ্যে—"

"শোনো, এ্যান, গল্পটা কি তুমিই বলতে চাও নাকি আমাকে শেষ করতে দেবে?"

" সরি, ড্যাড, তুমিই চালিয়ে যাও।"

"যাই হোক, এই বেচারা লোকটা— আচ্ছা, সেও তো মনে হয় আরেক আফ্রিকান ছাত্র, তাই না? বেচারা মনে হয় বারাকের পাইপ খাওয়ার ধরন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো, কারণ লোকটা বারাকের কাছে পাইপটা চেয়েছিলো, সেও একটু টেনে দেখতে চায়। তোমার বাবা মিনিট খানেক ভাবলো, শেষমেশ রাজিও হলো, লোকটা প্রথম দম মারতেই কাশতে কাশতে অস্থির, কাশির চোটে হাত ফসকে পাইপটা পড়েই গেলো, খাড়া পাহাড় থেকে প্রায় একশ ফুট নিচে।"

গ্রামপস একটু থামলেন, ফ্লাস্ক থেকে আরেক চুমুক ঢেলে নিয়ে আবারও শুরু করলেন, "তবে তোমার বাবা বেশ উদারতা দেখিয়েছিলো, লোকটার কাশি না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলো, তারপর তাকে বলল যে রেলিং টপকে পাইপটা নিয়ে আসো। লোকটা ওই খাড়া নব্বই ডিগ্রি ঢালের দিকে একবার উঁকি দিয়েই বলল যে সে তাকে এর বদলে আরেকট কিনে দেবে—"

"বেশ করেছে," টুট রান্নাঘর থেকে বললেন (আমরা আমাদের নানীকে টুটু বলে ডাকতাম, সংক্ষেপে টুট; হাওয়াইন ভাষায় এর অর্থ হলো "ঠাকুরমা", আমার জন্মের দিন তিনি যেহেতু বলেছিলেন যে তাঁর এখনও নানি হওয়ার বয়সই হয়নি, সে জন্যই তাঁকে ওইনামে ডাকা)। গ্রামপস্ ভ্রু-কুঁচকে তাকালেও তাঁকে পাত্তা দিলেন না।

"কিন্তু বারাক ওটা নিয়েই ছাড়বে, কারণ পাইপটা ছিলো গিফ্‌ট-এর, এর কোনো বদল হয় না। লোকটা আরও একবার নিচে তাকালো তাকিয়েই মাথা ঝাঁকালো আর তখনই তোমার বাবা লোকটাকে শূন্যে তুলে রেলিং-এ ঝোলানো শুরু করলো!"

গ্রামপস হো হো করে হাসতে হাসতে খুশির চোটে হাঁটু থাপড়াতে লাগলেন। তিনি যখন হাসছিলেন তখন আমি কল্পনায় বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, উজ্জ্বল

www.pathagar.com

সূর্যের বিপরীতে এক অন্ধকার, এক সীমালঙ্ঘনকারীর উদ্ধত হাত। ন্যায়বিচারের এক ভয়ঙ্কর দর্শন।

"ড্যাড, ও কিন্তু রেলিংয়ের ওপর লোকটাকে ঝোলায় নি", মা বললেন, আমার দিকে তাকালেন, তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন, কিন্তু গ্রামপস আরেক চুমুক হুইস্কি গিলে চালিয়ে যেতে থাকলেন।

"আশেপাশের সব লোকজন হা করে তাকিয়ে আছে, তোমার মা খুব চেষ্টা করছিলো বারাককে থামানোর। আমার ধারণা লোকটার দম আটকে গিয়েছিলো, ভগবানকে ডাকা ছাড়া ওর কিছুই করার ছিলো না। যাই হোক, প্রায় মিনিট দুয়েক পর, তোমার বাবা লোকটাকে রেহাই দিলো, লোকটা পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো, বারাক ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আমরা সবাই মিলে বিয়ার খেতে যাব।' তুমি জান না টুরের শেষ সময় পর্যন্ত তোমার বাবা এমন ভাব ধরেছিলো যেনো কিছুই হয়নি। তোমার মা কিন্তু ঘাবড়ে গিয়েছিলো। তোমার বাবার সাথে তোমার মায়ের খুব একটা কথাবার্তা চলত না, তোমার মা যখন আমাদের কাছে ঘটনা খুলে বলতে লাগলো তখন সে চুপচাপ মাথা নেড়ে হাসতে শুরু করলো। 'রিল্যাক্স অ্যান', তোমার মাকে সে বলল– ভারি গলা আর খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে"। আমার নানা এ সময় এসে তাঁর গলা খাকরে নিলেন, যেন হুবুহু বাবার মতো করেই বলা যায়। "রিল্যাক্স, অ্যান, আমি ওই ছোড়াটাকে শেখাতে চাচ্ছিলাম যে জিনিসপত্র অন্যের হলেও ওটার ঠিকঠাক যত্ন নিতে হয়!"

গ্রামপস আবারও হাসতে শুরু করবেন, যতক্ষণ না কাশির দমক শুরু হয়, আর টুট আপন মনে বিড়বিড় করবেন, যে ভাগ্যিস বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে পাইপটা দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়েছিলো, নয়ত ওখানে অন্যরকম কিছু একটা ঘটে যেতো, আর মা আমার দিকে তাকিয়ে বলবেন, "এদের কথা শোননা, এরা সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে।"

"তোমার বাবা অবশ্য একটু দাম্ভিক প্রকৃতির ছিলো," মা একটা মুচকি হাসি দিয়ে কথাটা স্বীকার করতেন। "কিন্তু, ও আসলে খুবই সৎ মানুষ ছিলো আর সে জন্যই মাঝে মধ্যে কম্প্রোমাইজ করতে পারতো না।"

বাবা সম্পর্কে মা সবসময় একটা ভদ্র গোছের চিত্র কল্পনা করতে ভালোবাসতেন। মা ওই গল্পটাও বলতেন যখন বাবা ফি বেটা কাপ্পা সূরে গান গাইতে রাজি হলেন তাঁর সবচেয়ে সেরা পোশাকটা পরে– জিন্স আর লিওপার্ড প্রিন্ট প্যাটার্নের একটা পুরোনো বুনোনো শার্ট। "তাকে কেউ বলেনি যে এটা খুব বড় ধরনের এক সম্মানজনক অনুষ্ঠান, সে হেঁটে ভেতরে চলে গেলো এবং দেখলো যে ওই অভিজাত রুমটায় প্রত্যেকেই টাক্সীডো (ডিনার জ্যাকেট) পরে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনে ওই 'একবারই' আমি ওকে লজ্জা পেতে দেখেছিলাম।" তখন গ্রামপস, হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠে আপন মনে মাথা ঝাঁকাতেন।

www.pathagar.com

"এটা একটা ফ্যাক্ট, বেরি," উনি বলতেন, "তোমার বাবা যে কোনো সিচুয়েশনই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতো, আর এজন্যই সবাই ওকে পছন্দ করতো। ওই সময়ের কথাটা একবার ভাবো, ওকে একটা ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ফেস্টিভালে গান গাইতে হবে? সে একটা আফ্রিকান গান গাইতে রাজি হয়েছিলো কিন্তু গাইতে এসে দেখল, ওরেব্বাস– বিশাল ব্যাপার, তার আগে যে মহিলাটি গেয়ে গেলো সে একজন সেমি-প্রফেশনাল সিঙ্গার, হাওয়াইন মেয়ে, একটা পুরো ব্যান্ড দল তার ব্যাকআপে ছিলো। অন্য যে কেউ হলেই ওখানে গান গাওয়া থামিয়ে দিতো, এবং একটা অজুহাত দেখিয়ে দিতো যে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু বারাক ওরকম নয়। সে দাঁড়িয়ে এক ভিড় মানুষের সামনে গাওয়া শুরু করলো– এটা খুব সোজা কথা নয়; আমি তোমাকে বলি– সে কোনো বড় শিল্পী ছিলো না– কিন্তু নিজের সম্পর্কে সে খুবই নিশ্চিত ছিলো– সে অন্য শিল্পীদের মতই প্রশংসা পেয়েছিলো।"

নানা মাথা ঝাঁকাতেন, তারপর চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে টিভি ছাড়তেন। "তোমার বাবার কাছ থেকে একটা জিনিস তোমার শেখার আছে– আত্মবিশ্বাস। পুরুষের সফলতার গোপন রহস্য।"

এভাবেই গল্প বলা চলতো– কখনও সংক্ষিপ্ত, কখনও সন্দেহজনক, আর বলা হতো কোনো এক সন্ধ্যায় বসে খুব ঝড়ের বেগে, তারপর মাসখানেক সব চুপচাপ, কখনও বা বছরখানেক, আর গল্পগুলো গেঁথে থাকত আমার পরিবারের স্মৃতিতে ঠিক আমাদের বাড়িতে পাওয়া বাবার কতিপয় ফটোগ্রাফের মতো, পুরোনো সাদা-কালো স্টুডিও প্রিন্টের ফটোগ্রাফ, যেগুলো আমি হয়তোবা ক্লজিটের ভেতর ক্রিসমাস অর্নামেন্টস কিংবা পুরোনো কোনো স্নরকেল সেট তন্নতন্ন করে খুঁজতে গিয়ে দৈবক্রমে পেয়ে যেতাম। ঠিক ওই সময়ই আমার নিজস্ব স্মৃতিগুলো কাজ করতে শুরু করতো, আমার মা ইতিমধ্যেই তাঁর দ্বিতীয় হবু স্বামীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত, এবং আমি কোনো রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই বেশ বুঝতে পারতাম কেন ওই সব ফটোগ্রাফগুলোকে আড়াল করা হয়েছে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই, আমার মায়ের সাথে মেঝের ওপর বসে, ভঙ্গুর অ্যালবাম থেকে ভেসে আসা ধুলো আর ন্যাপথালিনের গন্ধে, আমি আমার বাবার প্রতিরূপের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকতাম, কালো হাসি খুশি মুখ, দীপ্যমান ললাট আর পুরু চশমার কারণে তাঁকে বয়সের তুলনায় আরও বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে– এবং শুনতে পেতাম তাঁর জীবনের নানান ঘটনাবলি হোঁচট খেয়ে খেয়ে অবশেষে পরিণত হয়েছে একটি একক উপাখ্যানে।

তিনি ছিলেন একজন আফ্রিকান, আমি শিখতাম, লউ উপজাতির একজন কেনিয়ান, ভিক্টোরিয়া হ্রদের অ্যালেগো নামক একটি জায়গায় তাঁর জন্ম। গ্রামটি ছিলো দরিদ্র, কিন্তু তাঁর পিতা, আমার দাদা হুসেন ওনিয়েংগো ওবামা ছিলেন একজন নামকরা কৃষক, উপজাতীদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, একজন কবিরাজ এবং

www.pathagar.com

রোগ সারানোর মতো ক্ষমতাসম্পন্ন। আমার বাবা বড় হয়েছেন তাঁর পিতার ছাগল চরাতে চরাতে, পাশাপাশি পড়াশোনা করতেন স্থানীয় একটি স্কুলে, ব্রিটিশ কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলো, আর ওখানেই উনি তাঁর দুর্দান্ত মেধার পরিচয় দেন। শেষ পর্যন্ত নাইরোবিতে পড়ার জন্য বৃত্তি পেয়ে যান; এরপর, কেনিয়ার স্বাধীনতা লাভের শুরুর দিকে কেনিয়ান নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মনোনিত হয়ে এবং আমেরিকান পৃষ্ঠপোষকতায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান, সেখানে তিনি যোগদান করেন প্রথম বৃহৎ আফ্রিকান আন্দোলনের সঙ্গে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিলো পশ্চিমা প্রযুক্তি রপ্ত করে একটি নতুন আধুনিক আফ্রিকা গড়ে তোলার জন্য।

১৯৫৯ সালে, তেইশ বছর বয়সে, তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন ওই ইনস্টিটিউটের একজন প্রথম আফ্রিকান ছাত্র হিসেবে। তিনি পড়তেন গানিতিক অর্থনীতি, কাজ করতেন অখণ্ড মনোযোগসহকারে, গ্র্যাজুয়েট লাভ করেন তিন বছরে এবং তাঁর ক্লাসের শীর্ষে ছিলেন তিনি, অজস্র বন্ধু ছিলো তাঁর, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনে তিনি ব্যাপক সহযোগিতা করতেন, ওই সংগঠনের তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, একটি রাশিয়ান ল্যাংগুয়েজ কোর্সে তাঁর সাথে দেখা হয় এক নম্র, লাজুক আমেরিকান মেয়ের সাথে, মেয়েটির বয়স তখন মাত্র আঠারো, পরস্পর প্রেমে পড়ে গেলেন। মেয়েটির বাবা-মা প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রীতিকর বৈশিষ্ট আর বুদ্ধিদীপ্ততায় তাদের মন জয় করে ফেলেন; এই তরুণ জুটি অবশেষে বিয়ে করে ফেলেন, এবং মেয়েটি জন্ম দিলো একটি পুত্রসন্তানের এবং সন্তানটির নাম রাখলেন বাবার নামে। তিনি আরেকটি বৃত্তি পেলেন— এবার বৃত্তি পেলেন হার্ভার্ডে, পিএইচডির জন্য, কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে তিনি তাঁর নতুন পরিবারকে নিয়ে যেতে পারলেন না, বিচ্ছেদের পালা শুরু হলো, এবং তিনি ফিরে গেলেন আফ্রিকায়, ওই মহাদেশের প্রতি তাঁর দ্বায়বদ্ধতা বজায় রাখতে। পেছনে পড়ে রইল মা আর সন্তান, কিন্তু এই দূরত্ব প্রেমের বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেনি...।

তারপর অ্যালবাম বন্ধ হয়ে যেতো, আমি খেই হারিয়ে ফেলতাম, গল্পের বিপুল এবং সুশৃঙ্খল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আমি কেমন পেঁচিয়ে যেতাম। এমনকি ওই সব সংক্ষিপ্ত ভার্সনগুলোর মধ্যেও নিজেকে গুলিয়ে ফেলতাম, যেগুলো আমার মা আর নানা গল্পে গল্পে বলতেন, আর এরকম অজস্র জিনিস আমি বুঝে উঠতে পারতাম না, আমি কখনই বিস্তারিত জানতে চাইতাম না, জানতে চাইলে হয়তো জানতে পারতাম "পিএইচডি"র মানে কী, কিংবা "কলোনিয়ালিজম" এর মানে কী, কিংবা হয়তো মানচিত্রে অ্যালেগো খুঁজে বের করতাম। কিন্তু তার বদলে, আমার বাবার জীবনের গতিপথ ওই একই ভূখণ্ড দখল করে আছে যে ভূখণ্ড দখল করে আছে "উৎপত্তি" নামক ওই বইটি, বইটি আমার মা আমাকে এনে দিয়েছিলেন, বইটিতে সারাবিশ্বের নানান প্রান্তের সৃষ্টিতত্ত্বের গল্প রয়েছে, রয়েছে জেনেসিস আর একটা গাছের গল্প

www.pathagar.com

যেখানে মানুষ প্রথম জন্ম নেয়, রয়েছে প্রমিথিউস আর তার আগুন চুরির গল্প, হিন্দু পৌরাণিক গল্প যেখানে একটা কচ্ছপ মহাবিশ্বে ভাসমান, সে তার বিরাট পিঠে এই পৃথিবীর ভার বহন করে আছে। পরবর্তীকালে, যখন আমি টেলিভিশনে আর সিনেমার জগতে গিয়ে সুখী হওয়ার সংকীর্ণ পথের সাথে পরিচিত হলাম তখন কিছু প্রশ্ন আমাকে অস্বস্তিতে ফেলতো। কচ্ছপ কেনো পৃথিবীকে ঠেস দিয়ে রাখতে যাবে? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেনো একটা তুচ্ছ সাপকে দিয়ে এমন বেদনার সৃষ্টি করাবেন? আমার বাবা কেন ফিরে আসলেন না? কিন্তু আমি আমার পাঁচ বছর বয়সে পরিতৃপ্তিতে ছিলাম এ কারণে যে আমি ওই সুদূর রহস্যময় গল্পগুলো আমার মনের ভেতর অক্ষত রাখতে পেরেছিলাম, প্রতিটা গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একটি আরেকটির মতোই সত্য, আর এসব গল্প দিয়ে মনোরম স্বপ্নে বিভোর হওয়া যেতো।

আমার বাবার কোনো কিছুর সাথেই আমার আশেপাশের মানুষের কোনো মিল নেই— বাবা হলেন আলকাতরার মতো কালো, মা দুধের মতো ফর্সা আর এসব আমার মনে তেমন একটা রেখাপাত করতো না।

বস্তুত আমি কেবল একটা গল্পই স্মরণ করতে পারি, যা স্পষ্টতই জাতিগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত : যেহেতু আমি বড় হচ্ছিলাম, সেহেতু প্রায়শইই এটার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারতো, যেনো আমার বাবার জীবন যেরকম নীতিগল্পে পরিণত হয়েছিলো তার সবটুকু নির্যাস এটা শুষে নিয়েছিলো। ওই গল্পানুসারে, আমার বাবা অনেক সময় ধরে পড়াশোনা করার পর দাদার সঙ্গে এবং আরও বেশ ক'জন বন্ধুর সঙ্গে একটা স্থানীয় ওয়াইকিকি পানশালায় গিয়েছিলেন, সবাই তখন উৎসবমুখর, ঢিল-তারের গিটারের তালে তালে চলছিলো ভোজন আর মদ্যপান। তখন আচমকা এক শ্বেতাঙ্গ এসে বারটেন্ডারকে ডেকে ঘোষণা দিলো যে "একজন নিগ্রোর পাশে" মদ খাওয়া তার উচিত হয়নি, সবাই শুনতে পাওয়ার মতো বেশ জোরেই বলেছিলো সে কথাটা। পুরো পানশালা চুপ মেরে গেলো এবং সবাই তাকালো বাবার দিকে, প্রত্যেকেই আশা করছিলো যে তখন একটা মারামারি বাধবে। কিন্তু ওরকম কিছুই হলো না, বাবা উঠে দাঁড়ালেন, হেঁটে হেঁটে গেলেন ওই শ্বেতাঙ্গর কাছে, তারপর এরকম নির্বোধ গোঁড়ামি, আমেরিকান স্বপ্নের প্রতিজ্ঞা আর মানুষের সর্বজনীন অধিকার নিয়ে বেশ একটা লেকচার ঝেড়ে দিলেন। "বারাক কথা শেষ করার পর লোকটার মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিলো", গ্রামপস বলতেন, "লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওখানেই বারাককে একশ ডলার দিয়ে দিলেন। আমাদের সবার মদের দাম আর সারারাত ফুর্তি করার দাম দিয়ে দিয়েছিলো আর তোমার বাবা ওই পুরো মাস ওই পানশালা ভাড়া করেছিলেন।"

কিন্তু আমি যখন কৈশোরে উপনিত হলাম, তখন আমার এই গল্পের সত্যতা নিয়ে কেমন যেনো সন্দেহ হতে লাগলো, এবং এই গল্পটিকে আমি অন্য সব গল্প থেকে আলাদা করে ফেললাম। এরকম অবস্থায় অনেক বছর থাকার পর আমার কাছে একটা ফোন এসেছিলো, ফোন করেছিলেন একজন জাপানিজ আমেরিকান,

www.pathagar.com

উনি জানালেন যে উনি হাওয়াই এ বাবার ক্লাশমেট ছিলেন, এখন উনি মিডওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। দারুণ অমায়িক একটা মানুষ। নিজের আবেগপ্রবৃত্ততার কারণে কিঞ্চিৎ লাজুক স্বভাবের, তিনি আমাকে বললেন যে তাঁদের ওখানকার একটা স্থানীয় পত্রিকায় তিনি আমার সাক্ষাৎকার পড়েছেন এবং ওখানে আমার বাবার নাম চোখে পড়তেই তিনি স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেছিলেন। কথোপকথনের একপর্যায়ে আমার নানার বলা ওই গল্পটা তিনি আবারও বললেন, শ্বেতাঙ্গ লোকটি সম্পর্কেও বললেন যে কি না আমার বাবার ক্ষমা ভিক্ষা কিনে নেয়ার চেষ্টা করেছিলো। "ওই ঘটনা আমি কখনই ভুলব না," ফোনে উনি আমাকে বলেছিলেন; এবং গ্রাস্পসের কণ্ঠে যে সুর আমি শুনতে পেয়েছিলাম অনেক বছর আগে তাঁর কণ্ঠেও সেই একই সুর শুনতে পেলাম, এ এক অবিশ্বাসের সুর এবং এক আশার সুর।

বর্ণসাংকর্য। শব্দটা কুঁজোর মতো কুৎসিত একটা শব্দ, এক উৎকট পরিণতির পূর্বলক্ষণ : ঠিক antebellum কিংবা octoroon-এর মতো, এটা অন্য একযুগের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, ঘোড়ার চাবুক ও অগ্নিশিখার এক দূরবর্তী পৃথিবীর স্মৃতি, মৃত ম্যাগ্নোলিয়া আর ধুলোয় লুটিয়ে পড়া দ্বারমণ্ডপের স্মৃতি। তখনও ১৯৬৭ সাল শুরু হয়নি— যে বছর আমি আমার ষষ্ঠতম জন্মদিন পালন করলাম আর জিমি হ্যান্ডরিক্স পারফর্ম করলেন মনটিরে-তে, ড. কিং নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার বছর তিনেক পরে, এ এমন এক সময় যখন আমেরিকা ইতিমধ্যেই কালোদের সমঅধিকারের দাবিতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। বৈষম্যের সমস্যা ধরে নেয়া যায় সমাধান হয়ে গেছে— কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট স্টেট অব ভার্জিনিয়াকে যে কথাটা বলতে যাচ্ছে তা হলো ভিন্ন জাতির বিবাহের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে তা সংবিধান পরিপন্থী। ১৯৬০ সাল, যে বছর আমার বাবা মা বিয়ে করেন, বর্ণসাংকর্য, তখনও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক অংশজুড়ে এক গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। দক্ষিণের অনেক এলাকাতেই, আমার বাবা যদি আমার মায়ের দিকে স্রেফ একটু অন্য নজরে তাকাতেন তাহলেই তাঁকে হয়তোবা গাছে ঝুলিয়ে দেয়া হতো; সবচেয়ে পরিশীলিত অবস্থা হচ্ছে উত্তরের শহরগুলোতে, ওখানে মানুষের বৈরি চাহনি, আর কানাঘুষায় আমার মায়ের মতো দশা যে কোনো নারীই বাধ্য হতো কোনো পেছন-গলিতে গিয়ে গর্ভপাত ঘটাতে— কিংবা নিদেনপক্ষে চলে যেতেন দূরবর্তী কোনো এক মঠে যেখানে তার বাচ্চার দত্তকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। তাদের এ ধরনের ইমেজকে ধরে নেওয়া হতো ভয়ংকর এবং পথভ্রষ্ট হিসেবে, মুষ্টিমেয় নির্বোধ উদারপন্থীদের প্রতি এ এক সমুচিত জবাব যারা সিভলরাইট্স এজেন্ডাকে সমর্থন করতো।

অবশ্যই— কিন্তু আপনি কি আপনার মেয়েকে এরকম বিয়ে করতে দেবেন?

ঘটনা হলো আমার নানা-নানীরা এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছিলেন। কতটা অনিচ্ছাসত্ত্বে বলেছিলেন তা ব্যাপার নয়, কিন্তু উত্তরটি আমাকে স্থায়ীভাবে বিভ্রান্ত

www.pathagar.com

করে রেখেছে। তাদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড-এ এমন কিছু নেই যে এরকম উত্তর তাদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে, তাদের বংশে নব্য ইংল্যান্ডীয় অতীন্দ্রিয়বাদীও নেই কিংবা বন্য চোখের কোনো সমাজতান্ত্রিকও নেই। সত্যি। গৃহযুদ্ধে কানসাস ইউনিয়নের পক্ষে লড়াই করেছিলো, গ্রামপস আমাকে একটা জিনিস স্মরণ করিয়ে দিতে ভালোবাসতেন যে, পরিবারের নানান গতিশীলতার ধারাতেই অতি উৎসাহী অ্যাবোলিশনিস্টের (নিগ্রো দাস প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী) দেখা মেলে। আর টুটকে জিজ্ঞেস করলে তো উনি তাঁর ঘাড় ঘুরিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো তার নাকটা দেখিয়ে দেবেন, আর তার সঙ্গে দেখাবেন তাঁর গভীর কালো এক জোড়া চোখ, যা স্পষ্টতই বলে দেয় যে তাঁর শরীরে চেরোকি (Cherokee) রক্ত প্রবাহিত।

কিন্তু বুকশেল্ফের ওপর এক পুরোনো সিপিয়া রঙের ফটোগ্রাফের দিকে তাকালে খুব স্পষ্টভাবেই তাঁদের শেকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এটাতে দেখা যায় যে টুটের পিতামহ হলেন স্কটিশ এবং ইংলিশ, জরাজীর্ণ এক খামারবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, গম্ভীর মুখ আর গায়ে মোটা উলের পোশাক, সূর্যের আলোর বিপরীতে ত্যারচা চোখে তাকিয়ে আছেন, এক অগ্নিপ্রস্তরময় জীবন তাদের সামনে ছড়িয়ে আছে। তাদের চেহারায় আমেরিকান গথিকের ছাপ, ডব্লিউএএসপি রক্তসম্পর্কের দরিদ্র জেঠতুতো ভাইয়েরা এবং তাদের চোখের দিকে তাকালে একটা সত্য সহজে ধরা পড়ে যা আমাকে পরবর্তীকালে সত্য ঘটনা হিসেবে জানতে হয়েছিলো : যে, কানসাস ইউনিয়নে যুক্তভাবে প্রবেশ করেছিলো শুধু গৃহযুদ্ধের একটা প্রবল অগ্রদূত হওয়ার পরই; ওই যুদ্ধে আমার অন্যতম এক প্র-প্র-মাতামহ, ক্রিস্টোফার কলম্বাস ক্লার্ক ছিলেন একজন সুসজ্জিত সৈনিক, তাঁর স্ত্রীর মাতা সম্পর্কে একটা গুজব আছে যে তিনি জোটের প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিসের সেকেন্ড কাজিন; সেটা যদিও আরেক দূরবর্তী পূর্বপুরুষ কিন্তু ওই বংশে পুরোমাত্রায় চেরোকি রক্ত প্রবাহিত, আর এরকম যোগসূত্রের কারণে টুটের মা ভয়ানক বিব্রত ছিলেন, ওই প্রসঙ্গে কথা উঠলেই তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেতেন এবং কবরেও গিয়েও তিনি এ ব্যাপারটা গোপন রাখার আশা পোষণ করতেন।

এরকমই একটা বিশ্বে আমার মাতামহরা বেড়ে উঠেছিলেন, দেশের এক স্থলাবদ্ধ কেন্দ্রভূমিতে, এ এমন এক জায়গা যেখানে শিষ্টাচার, সহিষ্ণুতা আর পথিকৃৎ-এর অন্তর কোনো এক কটিদেশে এসে মিলিত হয়েছিলো প্রথাগত রীতি মেনে, সংশয় সন্দেহ নিয়ে এবং নিষ্ঠুরতার এক প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা জাগিয়ে রেখে। মাতামহ এবং মাতামহিদের বসবাস স্থানের দূরত্ব ছিলো বিশ মাইলেরও কম— আমার নানি থাকতেন অউগুস্টাতে, আর নানা থাকতেন এল ডোরাডোতে, শহরগুলো এতই ক্ষুদ্র যে কোনো রোডম্যাপের নিশ্চয়তা দেয়া খুবই কঠিন ছিলো এবং শৈশবের যে বর্ণনা তারা দিতেন তাতে আমি সুস্পষ্টভাবেই ওই ছোট্ট শহরের চিত্র কল্পনা করতে পারতাম। মন্দা-যুগের আমেরিকা তার সমস্ত সরল নিষ্পাপতা

www.pathagar.com

নিয়ে গৌরবান্বিত ছিলো : ফোরথ্ অব্ জুলাই প্যারেড, গোলাবাড়ির কিছু অংশ, বয়ামে রাখা জোনাকি পোকা, আপেলের মতো মিষ্টি পাকা টমেটো; ধুলোর ঝড়, শিলাঝড় আর ক্লাসরুম ভরে থাকত খামারের বালকেরা, উলের আন্ডারওয়ার মনে হয় ওদের গায়ে সেলাই করে দেয়া হতো, সেই শীতের শুরুতে পরতো আর যতোই দিন যেতো ওদের গা দিয়ে খবিসের মতো বিকট দুর্গন্ধ বেরোতো।

এমনকি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এবং বন্ধকি রাখা খামারগুলো হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সেই দুঃখজনক অবিস্মরণীয় স্মৃতিগুলোও মাতামহদের স্মৃতিচারণে রোমান্টিক হয়ে ওঠে, এ এমন এক সময়, যখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতো, এক মহান সাম্য আনয়নকারী সময় যা প্রত্যেককে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছিলো। সুতরাং খুব সতর্কভাবে শুনতে হতো ওই চতুর স্তরবিন্যাস বুঝে ওঠার জন্য আর ওই সব অব্যক্ত গূঢ়সংকেতগুলো বুঝে ওঠার জন্য যেগুলো তাঁদের বাল্যকাল নিয়ন্ত্রণ করতো, মানুষের ভেতর পার্থক্য, অর্থাৎ যারা ভাগ্যহীন এবং মূলত অবস্থানহীন তাদের বুঝে ওঠার জন্য। এ আর এজন্য প্রয়োজন এমন কিছুর যাকে বলে সম্ভ্রম। তবে শ্রদ্ধেয় লোকজনও যেমন আছে তেমনি অশ্রদ্ধেয় লোকজনও রয়েছে এবং যদিও শ্রদ্ধেয় হতে হলে ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনি যদি অশ্রদ্ধেয় হয়ে থাকেন তবে আপনাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠার জন্য। টুটের পরিবার ছিলো শ্রদ্ধাভাজন, তাঁর পিতা ওই মন্দা যুগেও বেশ ভালো একটা চাকরি করতেন, স্ট্যান্ডার্ড অয়েলের জন্য তিনি একটা তেলের খনি লিজ নিতে পেরেছিলেন। তাঁর মা বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার আগে একটা নর্মাল স্কুলে পড়াতেন। বাড়িটাকে উনারা রাখতেন একেবারে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন এবং ডাকযোগে ভালো ভালো বইপত্রের অর্ডার করতেন; বাইবেল পড়তেন কিন্তু টেন্ট রিভাইভাল সার্কিট এড়িয়ে চলতেন, বরং পছন্দ করতেন মেথোডিজমের সোজাসাপটা ফর্ম (form), এতে ভাবাবেগ আর সংযমের চাইতে যৌক্তিকতার প্রাধান্য বেশি।

আমার নানার অবস্থান ছিলো আরও বেশি পীড়াদায়ক। কেউ নিশ্চিত ছিলো না যে কেনো নানা ও নানার বড় ভাইকে তার যে পিতামহরা মানুষ করেছেন তাঁরা খুব একটা সচ্ছল ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা ছিলেন ভদ্র ধর্মভীতু বাপটিস্ট, উইচিটার আশেপাশের তেলের খনিতে কাজ করে সংসার চালাতেন। যেভাবেই হোক গ্রামপ্স একটু বন্য স্বভাবের হয়ে উঠেছিলেন, প্রতিবেশী কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে তাঁর মায়ের আত্মহত্যার কারণে উনি ওরকমটা হয়েছিলেন। এই সেই স্টানলি, ওই সময় যার বয়স ছিলো মাত্র আট, এই বয়সেই তিনি তাঁর মায়ের মৃতদেহ দেখলেন। অন্যরা, যারা একটু কম দয়াদাক্ষিণ্যময় তাঁরা একটু অবজ্ঞাভরেই বলতেন : ছেলেটা তার বাবার মতোই, মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। তাদের মতে, তাঁর বাবার ওরকম স্বভাবের কারণেই তার মায়ের এই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু। কারণ যাই হোক না কেনো, গ্রামপসের সুনাম আপাতত ন্যায়সংগত। পনেরো বছর বয়সে অধ্যক্ষের নাকে ঘুসি

www.pathagar.com

মারায় তাঁকে হাইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তী তিন বছর তিনি এটা সেটা করে জীবিকা অর্জন করেছেন, রেলকারে চড়ে ভেগে যেতেন শিকাগো, কখনও ক্যালিফোর্নিয়া, তারপর আবার ফিরে আসতেন, মদ, তাস আর নারী নিয়ে মেতে থাকতেন। তিনি যেমনটা বলতেন যে, উইচিটার আশেপাশের সব কিছু তাঁর চেনা, ওই সময় ওখানে তাঁর এবং টুটের পরিবার বসবাস শুরু করেছিলেন এবং টুট তাঁর অবাধ্য হননি; তবে অবশ্যই টুটের বাবা মা এই লোকটা সম্পর্কে যেসব গল্প শুনতেন সেগুলো বিশ্বাসও করতেন এবং তাঁদের এই প্রাক-বৈবাহিক প্রেম কখনই মেনে নেননি। প্রথমবার টুট যখন গ্রামপসকে বাড়িতে নিয়ে আসেন তাঁর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য, তখন টুটের বাবা আমার নানার কালো, পেছন দিকে সিঁথি করা মসৃণ চুল আর তাঁর অন্তহীন জ্ঞানী-ব্যক্তিসুলভ দেতো হাসির দিকে যেনোতেনো ভাবে মাত্র একবারই তাকিয়েছিলেন।

"দেখতে তো উদ্ভট।"

নানি এই মন্তব্যকে মোটেও পাত্তা দিলেন না। তিনি সদ্য হোম ইকোনোমিক্সে হাইস্কুল পাস করেছেন এবং সম্ভ্রম নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন। আমার নানার ফিগার অবশ্যই ড্যাশিং হিরোর মতো ছিলো। যুদ্ধের আগে আমেরিকার ওই সব শহরে আমি তাঁদের দু'জনকে মাঝে মধ্যে কল্পনায় দেখতাম, নানা পরে আছেন ব্যাগি প্যান্ট আর একটা স্ট্রেচড আন্ডারশার্ট, মাথায় পেছন দিকে উল্টানো ব্রিম হ্যাট, যিনি এই স্মার্ট-টকিং মেয়েটাকে সিগারেট অফার করছেন, মেয়েটার ঠোঁটে টকটকে গাঢ় লাল লিপিস্টিক, সোনালি চুল এবং চমৎকার ঊরু, খুব সহজেই মেয়েটা স্থানীয় ডিপার্টম্যান্ট স্টোরের হোসিয়ারিতে মডেল হতে পারতো। ছেলেটা মেয়েটাকে বড় বড় শহরের গল্প শোনাচ্ছে, প্রান্তহীন হাইওয়ে, ফাঁকা, ধুলো-মাখা সমতল থেকে তার আসন্ন পালিয়ে যাওয়ার গল্প, তখন বৃহৎ পরিকল্পনা বলতে বোঝাতো ব্যাংক ম্যানেজারের চাকরি এবং বিনোদন বলতে বোঝাতো একটা আইসক্রিম সোডা এবং একটা সানডে ম্যাটিনি, যেখানে ভয় এবং কল্পনাশক্তির অভাব সে জায়গা তোমার স্বপ্নের টুটি চেপে ধরবে, তুমি যে দিন জন্মেছো সে দিনই তুমি জেনে যাবে তোমার মৃত্যু কোথায় হবে এবং কারা তোমাকে কবর দেবে। কিন্তু ছেলেটা তার জীবন ওভাবে গচ্চা দিতে চায় না, আমার নানা জোর দিয়ে বলতেন; তাঁর স্বপ্ন আছে, তাঁর পরিকল্পনা আছে, তিনি আমার নানির ভেতর সংক্রমিত করবেন ইতস্তত ভ্রমণের অস্থির বাসনা যে বাসনা অনেক অনেক বছর আগে তাদের উভয়ের পূর্বপুরুষদেরকেই নিয়ে বেড়িয়েছিলো আটলান্টিকের ওপারে এবং একটা মহাদেশের অর্ধেক অংশজুড়ে।

তাঁরা ঠিক সময়মতো পালিয়ে বিয়ে করলেন, তখন পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ হচ্ছিলো, নানা সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হলেন। এই পয়েন্টে এসে আমার মনের ভেতর গল্পগুলোর গতিবেগ দ্রুততর হলো, ঠিক ওই সব পুরোনো সিনেমার মতো যেখানে দেখা যায় এক অদৃশ্য হাত খুব দ্রুত একের পর এক ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছে, সংবাদ শিরোনামে হিটলার, চার্চিল,

www.pathagar.com

রুজভেল্ট, নরমান্ডি, বোমাবর্ষণ নিয়ে এক ঘেয়ে উত্তপ্ত বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন, এডওয়ার্ড আর মুরোর আর বিবিসির কণ্ঠস্বর। আমি দেখতে পাই সামরিক ঘাঁটিতে মা জন্ম নিলেন, আর ওখানেই গ্রামপস অবস্থান করছিলেন; আমার নানি হলেন রোজি দ্যা রিভার্টার, কাজ করছেন বোম্বার অ্যাসেমব্লি লাইনে; আমার নানা ফ্রান্সের কাদার ভেতর থেকে প্রাণপণে উঠে আসার চেষ্টা করছেন, যেটা ছিলো প্যাটনস সেনাবাহিনীর একটা অংশ।

গ্রামপস যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ তিনি কখনই দেখে আসতে পারেননি, তারপর পরিবার নিয়ে চলে গেলেন ক্যালিফোর্নিয়াতে, ওখানে জিআই বিলের অধীনে বেকারলিতে ভর্তি হলেন। কিন্তু ক্লাসরুম তাঁর উচ্চাভিলাষ পূরণে ব্যর্থ হলো এবং তাঁর অস্থিরচিত্তার সঙ্গে খাপ খেয়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং পরিবার নিয়ে তিনি আবারও রওনা দিলেন, প্রথমে গেলেন কানসাস, তারপর ট্রেক্সাসের বেশ কয়েকটা ছোট ছোট শহরে এবং শেষ অবধি গিয়ে উঠলেন সিয়াটলে, ওখানে তাঁরা দীর্ঘদিন ছিলেন, আমার মা তাঁর হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছিলেন। গ্রামপস একটা আসবাবের দোকানের সেলস্‌ম্যানের চাকরি নিয়েছিলেন; এখানে তাঁরা বাড়ি কিনেছিলেন এবং ব্রিজ খেলার পার্টনার জোগাড় করে ফেলেছিলেন। মা হাইস্কুলে খুব ভালো করছিলেন, সে কারণে উনারা দারুণ সন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অগ্রিম ভর্তির প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো, আমার নানা তাঁকে যেতে নিষেধ করেছিলেন, তাঁর ধারণা ছিলো মা এত অল্প বয়সে নিজ খরচে চলতে সক্ষম হবেন না।

এখানেই গল্পটা থেমে যেতে পারতো : একটা বাড়ি, একটা পরিবার, সম্মানজনক একটা জীবন। শুধু কিছু বিষয় ব্যতীত যা আমার নানার মনে তখনও খচখচ করে ওঠে। আমি তাঁকে কল্পনায় দেখতে পাই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে, তাঁর ধূসর অকালপক্ব চুল, লম্বা এবং রোগা পাতলা শরীর এখন কিছুটা স্থূল হয়ে উঠেছে। তাকিয়ে আছেন দিগন্তের দিকে যতক্ষণ না সমুদ্রের বাঁক তাঁর চোখে পড়ছে এবং আজও নাসারন্ধ্রের অনেক গভীরে সেই সব তেলের খনির, শস্যের তুষের আর সেই পোড় খাওয়া জীবেনর ঘ্রাণ নিচ্ছেন, যে জীবন, তিনি মনে করেন, ফেলে এসেছেন অনেক অনেক পেছনে। যে ফার্নিচার কম্পনিতে তিনি কাজ করতেন তার ম্যানেজার একদিন জানালো যে হনলুলুতে একটা নতুন স্টোর খোলা হবে, ওখানে ব্যবসা মনে হয় খুব ভালো জমবে, এই রাজ্যে পড়ে থেকে লাভ কী, তিনি সেদিনই দৌড়ে বাড়ি গেলেন, নানির সঙ্গে কথা বললেন যে এই বাড়ি বিক্রি করে এখানকার পাট চুকাতে হবে। আবারও রওনা দেবেন, এবার রওনা দেবেন পশ্চিমে, যেদিকে সূর্য অস্ত যায়...।

তিনি এরকমই একটা মানুষ, আমার নানা, সবসময় নতুন কিছু করতে চান, সবসময়ই পালিয়ে বেড়াতে চান পরিচিত জগৎ থেকে, এই পরিবার যখন হাওয়াই-

www.pathagar.com

এ এসে পৌঁছালো তখন তার চরিত্র একটি নির্দিষ্ট কাঠামো পেতে পারতো, আমার মনে হয় উদারতা আর পরিতৃপ্তি জন্য আকুলতা, দুনিয়াদারিত্ব আর প্রাদেশিক চালচলনের এক উৎকট মিশ্রণ এবং আবেগের স্থূলতা তাঁকে করে তুলতে পারতো নৈপুণ্যহীন এবং সহজেই তিনি চুরমার হয়ে যেতে পারতেন। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান চরিত্র, তাঁর প্রজন্মের এক প্রতিনিধিত্বকারী মানুষ, যারা আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন স্বাধীনতার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের এবং মুক্তপথের ধারণাকে, আর এসবই ধারণ করতো এসবের কোনো মূল্য না বুঝেই। তাঁদের উদ্দীপনা তাঁদের নিয়ে যেতে পারতো কাপুরোষোচিত Mc Carthyism-এর দিকে ঠিক যেমন নিয়ে যেতে পারতো বীরোচিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে। এসব মানুষ ছিলো একই সাথে বিপজ্জনক আবার একই সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এর কারণ হলো তাঁদের মৌলিক সারল্য; শেষপর্যন্ত এদের প্রবণতা হতো হতাশাব্যঞ্জক।

১৯৬০ সাল, আমার নানার জীবন তখনও পরীক্ষিত নয়; তাঁর জীবনের হতাশাগুলো দেখা দেবে আরও বেশ পরে, এমনকি সেগুলো আসবেও খুব ধীরগতিতে, কোনোরকম সহিংসতা ছাড়াই সেগুলো তাঁকে বদলে দিতে পারতো, এমনকি তা খারাপই হোক আর ভালোই হোক। তাঁর মনের চিন্তা অনুযায়ী তিনি নিজেকে বিবেচনা করতেন একজন মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে এমনকি নিজেকে বহেমিয়ানও ভাবতেন। মাঝে মধ্যে তিনি কবিতা লিখতেন, জ্যাজ শুনতেন, ফার্নিচার ব্যবসা করতে গিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে কতজন ইহুদির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে সে সব গুণে গুণে রাখতেন। তাঁর একমাত্র খণ্ডযুদ্ধ সংগঠিত ধর্ম নিয়ে, তবে তিনি তাঁর পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করবেন স্থানীয় ইউনিটারিয়ান ইউনিভারসালিস্ট (একেশ্বরবাদী সর্বজনীনতাবাদ)-এর ধর্মসভায়, সকল মহান ধর্মগ্রন্থেই একেশ্বরবাদীর বিষয়টা রয়েছে এবং এই আইডিয়াটা তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন ("ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে পাঁচটা ধর্মকে আপনি একটা ধর্মের ভেতরে পাবেন।" তিনি বলতেন)। টুট শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর চার্চ সম্পর্কে যে ধারণা ছিলে তা থেকে বিরত রাখতেন ("খ্রিষ্টের দোহাই, স্ট্যানলি, ধর্ম সকাল বেলার নাস্তা কেনার মতো কোনো কিছু নয়!") কিন্তু আমার নানি যদি আরও বেশি সংশয়বাদী হতেন, এবং যদি গ্রামপসের যত্তসব অদ্ভুত প্রবণতার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন, তাঁর নিজের একগুঁয়ে স্বাধীনতা তাঁর নিজের জন্য কিছু ভাবার জন্য তাঁর নিজের দৃঢ়তা, তাঁদেরকে মোটামুটি একটা লাইনে নিয়ে আসতো।

এসব কিছু তাঁদেরকে অস্পষ্টভাবে উদারপন্থি হিসেবে চিহ্নিত করতো, যদিও তাদের আইডিয়াগুলো কখনই কোনো দৃঢ় ভাবাদর্শ আকারে জমাট বাঁধতে পারেনি; এক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন আমেরিকান। সুতরাং যেদিন মা বাড়িতে এসে জানালেন যে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সঙ্গে একজনের বন্ধুত্ব হয়েছে, সে একজন আফ্রিকান ছাত্র, নাম বারাক, তখন এতে তাঁদের প্রথম যে প্রতিক্রিয়াটি ছিলো তা হলো 'তাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করো'। গ্রামপস হয়তো ভেবেছিলেন যে আমার বাচ্চা মেয়েটা বাড়ি

www.pathagar.com

ছেড়ে অতদূর গিয়ে সম্ভবত একা একাই থাকে। আর টুট হয়তো ভেবেছিলেন ছেলেটাকে একবার দেখাই যাক না। বাবা যখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন গ্রামপস হয়তো চমকে উঠেছিলেন ন্যাট কিং কোলির সাথে বাবার চেহারার হুবহু মিল দেখে, কিং কোলি নানার অন্যতম এক প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী; আমি কল্পনায় দেখতে পাই যে উনি বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন যে বাবা গান গাইতে জানেন কি না, মায়ের চোখে মুখে সলজ্জভাব তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। গ্রামপস সম্ভবত খুবই ব্যস্ত ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় কৌতুক বলা নিয়ে কিংবা টুটের সঙ্গে স্টেক রান্না করা নিয়ে তর্কবিতর্কে, উনি খেয়ালই করেননি যে আমার মা তাঁকে হাত দিয়ে চেপে রাখানোর চেষ্টা করছিলেন কিন্তু টুট খেয়াল করেছিলেন, তিনি ঠোঁটে কামড় দিয়েই তাদের ডেজার্ট অফার করলেন, তাঁর সহজবুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন যে কোনোরকম আবেগের বাড়াবাড়ি করা যাবে না। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে, তাঁরা দু'জনই মন্তব্য করবেন যে এই ছেলেটা দারুণ বুদ্ধিমান, আর কী গম্ভীর, পায়ের ওপর পা তুলে কী সুন্দর করে বসেছিলো— আর উচ্চারণ দেখেছো!

কিন্তু তাঁরা কি তাঁদের কন্যাকে এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে দেবেন?

আমরা তা এখনও জানি না; গল্পের এই পর্যায়ে এসে এ ব্যাপারে খুব বেশি একটা বোঝা যাবেনা। সত্যি কথা বলতে কি, ওই সময়ের অধিকাংশ আমেরিকানদের মতই, তারা কখনই কালো লোকদের বিষয় নিয়ে অতটা চিন্তাভাবনা করতেন না। জিম ক্রো কানসাসের উত্তরে এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন আমার নানা-নানির জন্মের ঢের আগে, কিন্তু অন্তত উইচিটাতে ব্যাপারটির আগমন ঘটেছিলো আরও অনানুষ্ঠানিকভাবে, এক পরিশীলিত কাঠামোয়, দক্ষিণের মধ্যভাগের মতো অতটা প্রচণ্ডতা নিয়ে নয়। ওই একই অব্যক্ত গূঢ়সংকেত দ্বারা সাদাদের জীবন পরিচালিত ছিলো যা দিয়ে তারা ন্যূনতম সম্পর্ক বজায় রাখতো; কানসাসের কালোরা আমার নানা-নানির স্মৃতিতে ছিলো অনেকটা এরকম : তেলের খনিতে কালো পুরুষেরা মাঝে মধ্যেই আসতো, কাজের খোঁজে কিংবা চাকরির খোঁজে; কালো মহিলারা সাদাদের কাপড়-চোপড় কেচে দিতো কিংবা সাদাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখতো। কালোরা সেখানে থেকেও ছিলো না, ঠিক পিয়ানোবাদক স্যামের মতো কিংবা চাকরানি বেউলাহ্‌র মতো, কিংবা রেডিওর আমোস আর অ্যান্ডির মতো— অস্পষ্ট, নীরব উপস্থিতি, যা কারো মনেই আবেগ কিংবা ভীতি সৃষ্টি করেনি।

আমার পরিবারের ট্রেক্সাস যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধরনের বিষয় নিয়ে কোনো কথা শুরু হয়নি, যুদ্ধের পর, এই জাতিগত প্রশ্ন তাঁদের জীবনে অনাহূতভাবে প্রবেশ করে। ওখানে চাকরির প্রথম সপ্তাহেই, গ্রামপস তাঁর এক সহকর্মী ফার্নিচার সেলসম্যান-এর কাছ থেকে একটা বন্ধুসুলভ উপদেশ পেলেন, উপদেশটা ছিলো কালো এবং ম্যাক্সিকান কাস্টমারদের ব্যাপারে: "যদি কোনো অশ্বেতাঙ্গ আসবাবপত্র দেখতে আসে তাহলে তাদের বলবেন ঘণ্টাখানেক পরে আসতে এবং তারা যেনো

www.pathagar.com

তাদের জিনিস নিজেরাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে," পরবর্তীকালে, টুট যে ব্যাংকে কাজ করতেন সেখানে তিনি এক দারোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন, লম্বা এবং গম্ভীর প্রকৃতির, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন ভেট, টুট তাঁকে মিস্টার রিড বলে সম্বোধন করেছিলেন। একদিন হলওয়েতে ওই দু'জন কথা বলছিলেন তখন একজন সেক্রেটারি টুটের কানে ক্ষোভের সাথে ফিসফিস করে বললেন "একজন নিগ্রোকে 'মিস্টার' বলে ডাকবেন না"। তার খুব বেশি পরে নয়, টুট দেখলেন যে মিস্টার রিড ভবনের এক কর্নারে দাড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। উনি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে কী হয়েছে তখন তিনি তাঁর পিঠ সোজা করলেন, চোখ দুটো মুছলেন তারপর নিজেই একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

"আমরা কী এমন করেছি যে আমাদের নিচ চোখে দেখা হয়?"

সেদিন আমার নানি ওই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পেরেছিলেন না, কিন্তু এই প্রশ্নটি তাঁর মনে রেখাপাত করেছিলো, আমার মা ঘুমাতে যাওয়ার সময় তাঁরা হয়তো ওই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে টুট মিস্টার রিড কে "মিস্টার" বলেই সম্বোধন করবেন, যদিও তিনি ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছিলেন একটা মুক্তি এবং বেদনার সংমিশ্রণ নিয়ে। হলঘরে পরস্পর মুখোমুখি হলে ওই দারোয়ান তখন একটা সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখতেন। গ্রাম্পস তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বাইরে বিয়ার খাওয়ার আমন্ত্রণে যাওয়া অনেকটা কমিয়ে দিলেন, অজুহাত দেখাতেন যে তাঁকে বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাঁরা ক্রমশ অর্ন্তমুখী, এবং অস্থির হয়ে উঠলেন, কী যেনো অস্পষ্ট একটা ভয় তাঁদেরকে গ্রাস করলো, যেনো তাঁরা এই শহরের অচেনা মানুষ।

এই নতুন মন্দ বায়ুতে সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হলেন আমার মা। ওই সময় তাঁর বয়স এগারো কী বারো, তিনি ছিলেন বাবা-মার একমাত্র সন্তান যিনি বেড়ে উঠছিলেন অ্যাজমা নিয়ে, তাঁর এই অসুখ এবং এই অসুখের কারণে নানান জায়গায় ঘোরাফেরা করতে গিয়ে তিনি ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠেন, তিনি ছিলেন উচ্ছল এবং শান্ত মেজাজের মানুষ কিন্তু বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে থাকতে ভালোবাসতেন কিংবা কোথাও গিয়ে একা একা হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসতেন— টুট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে এই সর্বশেষ স্থানান্তরের কারণে তাঁর কন্যার খামখেয়ালিপনা আরও বেড়ে গেছে। মা তাঁর নতুন স্কুলে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নামের কারণে সবাই তাঁকে ভীষণ ক্ষেপাত, স্ট্যানলি অ্যান (গ্রামপসের আরেক নিবোর্ধ আইডিয়া তিনি একটা পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন)। সবাই তাঁকে "স্ট্যানলি স্টিমার", "স্ক্যান দ্যা ম্যান" বলে ডাকতো। টুট কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে দেখতেন যে আমার মা সামনের উঠোনে একা একা বারান্দা থেকে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন কিংবা হয়তো শুয়ে আছেন ঘাসের ওপর, তিনি তাঁর নিজস্ব নিঃসঙ্গ একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। সেদিন বেশ গরম পড়ছিলো, কোনো বাতাস নেই, টুট তাঁর অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন যে তার বাড়ির পিকেট বেড়ার

www.pathagar.com

বাইরে একদল ছেলেমেয়ে। টুট যতই কাছে যাচ্ছিলেন ততই শুনতে পাচ্ছিলেন আনন্দ উল্লাসহীন হাসির শব্দ, বাচ্চাগুলোর চোখে মুখে কেমন ক্রোধ আর ঘৃণা। ওরা খুব জোরে জোরে সুর করে চিৎকার করছিলো :

"নিগার লাভার।"

"ডার্টি ইয়াংকি!"

"নিগার লাভার!"

টুটকে দেখামাত্রই বাচ্চাগুলো সব পালালো কিন্তু তার আগেই একটা ছেলে বেড়ার ওপর দিয়ে পাথর ছুড়ে মেরেছে। টুটের চোখ ওই পাথরটার গতিপথ অনুসরণ করছিলো, ওটা শেষ পর্যন্ত একটা গাছের গোড়ায় গিয়ে লাগলো। তারপর তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন এত উত্তেজনার কারণ কী: আমার মা আর একটা ওই একই বয়সের কালো মেয়ে উপুড় হয়ে পাশাপাশি ঘাসের ওপর শুয়েছিলেন, তাঁদের স্কার্ট তাঁদের হাঁটুর ওপর উঠে গিয়েছিলো, তাঁদের পায়ের আঙুল দিয়ে তারা মাটিতে ঠোকা মারছিলেন, তাঁদের মাথা তাঁদের হাতের ওপর ঠেকনা দেয়া এবং সামনে মায়ের একটা বই খোলা। দূর থেকে তাকালেই বোঝা যেতো এই ছায়াময় শান্ত জায়গায় তাঁরা কতটা শান্তিতে ছিলেন। টুট গেটটা খুলেই বুঝতে পারলেন কালো মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে আর আমার মায়ের চোখ পানিতে চকচক করছে। মেয়ে দুটো স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো, ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে তারা, টুট হাঁটু গেড়ে বসে মেয়ে দুটোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

"তোমরা যদি খেলতেই চাও, দোহাই তোমাদের ভিতরে গিয়ে খেলো।" টুট বললেন। "এসো, দু'জনই এসো।" তিনি আমার মাকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কালো মেয়েটা এক দৌড় লাগালো, শিকারি কুকুরের মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং নিয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সব কিছু শুনে গ্রামপস কিছু পদক্ষেপ নিলেন। তিনি আমার মাকে জেরা করলেন, বাচ্চাগুলোর নাম লিখে নিলেন। পরদিন সকালে উঠে তিনি স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে গেলেন। ওই সব বাচ্চার কয়েকজনের বাবা-মার সঙ্গে ফোনে কথা বললেন এবং তাদের কিছু উপদেশও দিলেন। তিনি যতজন প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে কথা বলেছেন প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি একই উত্তর পেয়েছেন :

"তুমি বরং তোমার মেয়ের সাথেই কথা বলো, মি. ডানহাম। এই শহরে সাদা মেয়েরা কালো মেয়েদের সাথে খেলে না।"

এক সুদীর্ঘ কাহিনীর অন্তর্গত এই উপাখ্যান তাদের মনে কতটা প্রভাব ফেলেছিলো তা জানা খুবই মুশকিল, তাদের মনে কোনো স্থায়ী কর্তব্যবোধ গড়ে উঠেছিলো নাকি ভেঙে গিয়েছিলো তাও জানা মুশকিল, কিংবা উত্তরকালীন ঘটনাগুলোয় তারা শুধু প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিলো কি না তাও বোঝা শক্ত, যখনই এ বিষয়ে আমাদের কথা হতো গ্রামপস তখন একটা বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে বলতেন যে তাঁদের

www.pathagar.com

পরিবার টেক্সাস ছেড়ে গিয়েছিলো তার আংশিক কারণ হলো বর্ণবৈষম্যবাদ নিয়ে তাঁরা এক প্রকার অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। টুট আরেকটু বেশি পরিণামদর্শী, দেখাতেন; একবার আমি আর টুট যখন একা হলাম, তখন উনি আমাকে বললেন যে তাঁরা টেক্সাস ছেড়েছিলেন শুধু একারণে যে এখানকার চাকরিতে গ্রামপস খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছিলো না, আর তাঁর সিয়াটলের এক বন্ধু তাঁকে আরও ভালো কিছু করে দেবে বলে কথা দিয়েছিলো, এমনকি, তাঁর মতে, বর্ণবৈষম্যবাদ শব্দটি ওই সময় তাদের শব্দভাণ্ডারেও ছিলো না। "তোমার নানা আর আমি শুধু একটা জিনিসই বুঝেছিলাম যে সব মানুষের সাথেই ভদ্র আচরণ করা উচিত, ব্যাস এটুকুই, বার।"

আমার নানিকে মোটামুটি প্রাজ্ঞই বলা যায়, অতি ভাবপ্রবণতা কিংবা অতিরিক্ত দাবি করে বসা যে কোনো বিষয়ের ওপরই তিনি সন্দিহান ছিলেন, তিনি কমনসেন্স নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। আর সে কারণেই যে কোনো ঘটনার ব্যাপারে আমি তাঁর কথায় আস্থা রাখতে পারতাম; নানা সম্পর্কে আমি যা জানি তার সাথে এটা সংগতিপূর্ণ, নানার প্রবণতা হলো তিনি কোনো ঘটনাকে যেমনটা কল্পনা করতে ভালোবাসেন ঠিক সেভাবেই তিনি ইতিহাসকে সাজাতে চান।

এবং তবুও আমি ঘটনা সম্পর্কে গ্রামপসের স্মৃতিচারণকে পুরোপুরি নস্যাত করে দিই না, এটা আরেক ধরনের শ্বেতাঙ্গ সংস্কারবাদ। আমি পারি না, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এর কারণ হলো যে আমি জানি যে গ্রামপস ফিকশনগুলোকে ভীষণভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি ভীষণভাবে চাইতেন ওগুলো যেন সত্যি হয়ে ওঠে, এমনকি তিনি সবসময় জানতেনও না কিভাবে ওগুলোকে সত্যি করে তুলতে হয়। টেক্সাসের পর আমার সন্দেহ হয় যে কালোরা তাঁর ফিকশনগুলোর অংশ হয়ে ওঠে। এসব নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন তিনি সেভাবেই বর্ণনা করতেন। কালোদের পরিস্থিতি, তাদের বেদনা, তাদের ক্ষত তাঁর নিজের বেদনার সাথে একীভূত হয়ে যায় : অনুপস্থিত পিতা, তাঁর মাকে নিয়ে স্ক্যান্ডালের ইঙ্গিত, যিনি কোথায় যেনো চলে গিয়েছিলেন, অন্য শিশুদের নিষ্ঠুরতা, তিনি যে সোনালি চুলওয়ালা ছেলে নন এই উপলব্ধি— তিনি দেখতে "উদ্ভট"। বর্ণবৈষম্যবাদ সেই অতীতের একটা অংশ ছিলো, তাঁর সহজবুদ্ধি তাঁকে বলেছিলো, অংশত চলতি রীতিনীতি, সম্ভ্রম, স্ট্যাটাস, নির্বোধ আত্মতৃপ্তি, অপপ্রচার আর গালগল্প তাঁকে সবসময়ের জন্য বাইরের দিকে তাকাতে বাধ্য করেছিলো।

ওই সব সহজাত প্রবণতা কিছু বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে আসে, আমার মনে হয়, অনেক শ্বেতাঙ্গ রয়েছেন যারা আমার নানার প্রজন্মের এবং তাঁর অবস্থানের, তাদের সহজাত প্রবণতাগুলো উল্টো দিকে ধাবমান, তাদের এই গতিপথ হলো সর্বহারাদের গতিপথ এবং যদিও, হাওয়াই-এ এসে পৌঁছানোর আগেই গ্রামপসের সঙ্গে আমার মায়ের মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস দেখা দেয়— মা হয়তো কখনই নানার অস্থিরচিত্ততা এবং উগ্র মেজাজকে ক্ষমা করবেন না

www.pathagar.com

এবং নানার নিষ্ঠুরতা আর তাঁর অতি অভিনয়ে তিনি বিব্রত– এটা ছিলো নানার সেই অভিলাষ যা দিয়ে তিনি অতীতকে মুছে ফেলতে পারবেন, তাঁর সেই আত্মবিশ্বাস যা দিয়ে তিনি এক অক্ষত বস্ত্রখণ্ড থেকে সমস্ত পৃথিবীর ওপর মন্তব্য করতে পারবেন, যেটা তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এখন এটা গ্রামপস বুঝে উঠুক আর না উঠুক, তাঁর হৃদয়ের জানালায় এক গভীর অনাবিষ্কৃত স্তরে একজন কালো মানুষের সাথে তাঁর মেয়ে এই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো।

এমন নয় যে এই আত্মজ্ঞানে, এমনকি তা অভিগম্য হলেও, মায়ের এই বাগদান তাঁর পক্ষে হজম করা অতটা সহজ হবে। বস্তুত কিভাবে এবং কখন এই বিয়েটা হয়েছিলো তা অনেকটা তমসাচ্ছন্ন, বিয়ের বিস্তারিত অনুসন্ধানের সাহস আমার হয়ে ওঠেনি। বিয়ের অনুষ্ঠানের কোনো রেকর্ড, কেক, আংটি বিয়ের উপহার কিছুই নেই। কোনো পরিবারই বিয়েতে উপস্থিত ছিলো না; কানসাসের লোকজন বিষয়টা পুরোপুরি জানতো কি না তাও স্পষ্ট নয়। একটা ছোটখাটো সিভিল সেরেমনি (আদালতে সম্পন্ন আইনসিদ্ধ বিয়ে) শুধু, শান্তির জন্য এক যথাযথ আচরণ। অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে এই পুরো বিষয়টাকে খুবই দুর্বল আর খুবই এলোমেলো মনে হয়। এবং সম্ভবত আমার নানা-নানিরাও ওরকমটাই চেয়েছিলেন, একটা ক্লেশ যা সময়ের সাথে সাথে কেটে যাবে, আর এ কারণেই তারা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ছিলেন এবং আকস্মিক কোনো কিছু করে বসেননি।

যদি তাই হয়, তাহলে তারা শুধু আমার মায়ের গোপন দৃঢ়সংকল্পকেই শুধু ভুল হিসাব করেননি তারা তাঁদের নিজেদের আন্দোলিত আবেগটাকেও ভুল বুঝেছিলেন। প্রথমত, একটা শিশুর জন্ম হলো, আটপাউন্ড দুই আউন্স ওজন, দশটা পায়ের আঙুল, দশটা হাতের আঙুল এবং সে ক্ষুধার্ত, এ সময় তাদের কী করার ছিলো?

সময় এবং স্থান ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো, সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যকে সহনীয় কিছু একটা ব্যাপারে রূপান্তরিত করলো, এমনকি অহংকারের উৎসকেও। বাবার সঙ্গে বিয়ার গিলতে গিলতে নানা হয়তো তাঁর জামাতার কথা শুনতে থাকবেন যিনি কথা বলছেন রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ে। হোয়াইট হল কিংবা ক্রেমলিনের মতো দূরবর্তী কোনো স্থান নিয়ে এবং নিজেকে অদূর ভবিষ্যতে ওই সব জায়গায় কল্পনা করছেন। তিনি সংবাদপত্রগুলো আরও গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু করবেন, এবং খুঁজবেন আমেরিকায় নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমত সংহতিতত্ত্ব, এবং মনে মনে ধরে নেবেন যে পৃথিবী সংকুচিত হয় আসছে, সহানুভূতির রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে, উইচিটার পরিবার বস্তুত কেনেডির নিউ ফ্রন্টিয়ার আর ড. কিং এর চমকপ্রদ স্বপ্নের পুরোভাগে চলে এসেছে। এটা কিভাবে সম্ভব যে আমেরিকা একদিকে মহাশূন্যে মানুষ পাঠিয়েছে অন্যদিকে কালোদের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে? অনেক ছোট বেলার একটা স্মৃতি আমার মনে পড়ে, তখন আমি নানার কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়াতাম, ওই সময় অ্যাপোলো মিশনের কয়েকজন নভোচারি সমুদ্রবক্ষে সফল অবতরণ শেষে হিকাম এয়ারফোর্স ঘাঁটিতে ফিরে এসেছিলেন। আমার ওই সব

www.pathagar.com

নভোচারিদের কথা মনে পড়ে, বৈমানিক চশমা পরে, ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছিলো, একটা বিচ্ছিন্ন চেম্বারের ফটক থেকে তাদের আর দেখাই যাচ্ছিলোনা বলা চলে। কিন্তু গ্রামপস সব সময়ই দিব্যি দিয়ে বলেন যে ওই নভোচারিদের একজন নাকি আমার দিকে তাকিয়ে হাত ইশারা করেছিলেন এবং আমিও প্রতিউত্তরে হাত ইশারা করেছিলাম; গল্পটা তিনি বানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কালো জামাই আর বাদমি দৌহিত্র নিয়ে মহাকাশ যুগে প্রবেশ করেছেন।

এবং এই নতুন অ্যাডভেঞ্চারে যাত্রা শুরুর জন্য ইউনিয়নের নবীনতম সদস্য হাওয়াই-এর চেয়ে আর কোন পোতাশ্রয় উত্তম? এমনকি বর্তমানে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চার গুণ, ওয়াইকিকির প্রতিটি দেয়াল ভরে গেছে ফাস্টফুডের দোকান আর পর্নোগ্রাফিক স্টোরে, সবুজ পাহাড়ের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে ক্লান্তিহীনভাবে গড়ে উঠছে নতুন নতুন মহাকুমা, শিশু হিসেবে দেওয়া আমার প্রথম পদক্ষেপ আমি এখনও চিনে নিতে পারি এবং অভিভূত হয়ে উঠি এই দ্বীপের সৌন্দর্যে, প্রশান্ত মহাসাগরের কাঁপা কাঁপা নীল সমতল। শৈবালে ঢাকা খাড়া খাড়া পাহাড় আর ম্যানোয়া জলপ্রপাতের শীতল প্রবাহ, হালকা লালচে হলুদ রঙের পল্লব বিতান অদৃশ্য পাখির গানে মুখরিত। উত্তরের বেলাভূমিতে বজ্রপাতের মতো ঢেউ স্লো-মোশন রিলের মতো আছড়ে পড়ে। পালির'-র পাহাড় চূড়ার ছায়া, ভাবসা গন্ধময় বাতাস।

হাওয়াই! আমার পরিবার ১৯৫৯ সালে এখানে প্রথম আসেন, তাদের কাছে মনে হয়েছিলো, ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনী আর তিক্ত সভ্যদুনিয়া নিয়ে ক্লান্ত এই ধরণি নিজেই এই পান্নারঙের পাথর ঘেরা জায়গাকে বাধ্য করেছে পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে নতুন বসবাস করতে আসা মানুষেরা যেনো এখানে ওদের শিশুদের নিয়ে বসতি গড়ে তুলতে পারে, যেসব শিশুর শরীর রোদে পুড়ে ব্রোঞ্জের রঙ ধারণ করবে। মিশনারিদের নিয়ে আসা ঘোড়ারোগ আর ব্যর্থ আপোসনামার ভেতর দিয়ে স্থানীয় হাওয়াইনদের এক কুৎসিত বিজয়; ইক্ষু আর আনারস চাষের জন্য আমেরিকান কোম্পানির সমৃদ্ধ আগ্নেয় মাটি খনন, ইনডেনটিউরিং সিস্টেমের কারণে জাপানি, চাইনিজ এবং ফিলিপিননো বহিরাগত অভিবাসীদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রাণপণ এই একই মাঠে খেটে যাওয়া; যুদ্ধের সময় জাপানিজ-আমেরিকানদের অন্তরীণ করা— এসবই সাম্প্রতিক ইতিহাস। তবুও, আমাদের পরিবার এরই মধ্যে এখানে চলে এসেছে, আর যেভাবেই হোক এসব কিছুর স্মৃতি সামষ্টিক মানুষের ভেতর থেকে কিভাবে যেনো মুছে গেছে, ঠিক যেমন ভোরের শিশির বাষ্পীভূত হয়ে যায় রোদ্রের আলোয়। এখানে রয়েছে অজস্র উপজাতি, তাদের ভেতর ক্ষমতা এতই বিকীর্ণ হয়ে আছে যে তারা মেইনল্যান্ডের সুদৃঢ় বর্ণবৈষম্যবাদ প্রথা আরোপ করতে পেরেছে এবং সে কারণে অতি উৎসাহী কতিপয় কৃষ্ণাঙ্গ বিচ্ছিন্নতাবাদী অতি নিশ্চিন্তে অবকাশ যাপন উপভোগ করেন ওই জ্ঞানে যে হাওয়াই-এ জাতিগত মিশ্রণ যেমনই হোক না কেন তা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিন্যাসে কেনো প্রভাবই ফেলতে পারবে না।

www.pathagar.com

আর হাওয়াই-এর লৌকিক উপাখ্যানের উদ্ভব এভাবেই, এভাবেই এটি পরিণত হয়েছে সত্যিকারের একটি স্থানে যেখানে আত্তিকৃত হয়েছে নানান দেশের মানুষজন, বৈরিতামুক্ত সাম্প্রদায়িকতার ভেতর এটাকে একটা এক্সপেরিমেন্ট বলা যেতে পারে। আমার মাতামহরা— বিশেষ করে গ্রামপস, যিনি তাঁর ফার্নিচার ব্যবসায়ের সূত্র ধরে নানার শ্রেণী পেশার লোকজনদের সংস্পর্শে এসেছিলেন— নিজেদের নিক্ষিপ্ত করেছিলেন পারস্পরিক সহমর্মিতার ভেতর। ডেল কার্নেগির হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস এন্ড ইনফ্লুয়েনস পিপল-এর একটি পুরনো কপি এখনও তাঁর বুক শেলফে রয়ে গেছে। এবং বড় হয়ে দেখলাম গ্রামপস বেশ আড্ডাবাজ এবং স্ফূর্তিবাজ, এবং তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিলো যে এতে তাঁর কাস্টমাররা বেশ প্রভাবিত হয়ে থাকে। অপরিচিত কাউকে পেলেই পরিবারের এবং নিজের জীবন কাহিনী মগ্ন হয়ে শোনাতেন; ডাকপিয়নের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে নিতেন নানাবিধ সংবাদ কিংবা আমাদের রেস্তোরাঁর পরিচারিকার সাথে মেতে উঠতেন স্থূল ঠাট্টায়।

তাঁর এসব ভাঁড়ামি দেখলে আমি কেমন আঁতকে উঠতাম, কিন্তু লোকজন ছিলেন তাঁর প্রতি ক্ষমাশীল, তাঁর ওই দৌহিত্রটির কৌতূহলের চেয়ে তাঁরা তাঁর প্রশংসাই করতেন বেশি সুতরাং যখন তিনি প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি বাড়িয়ে তুললেন তাঁর বন্ধুমহল। এক জাপানিজ আমেরিকান ভদ্রলোক, যিনি নিজেকে ডাকতেন ফ্রেডি বলে, তিনি আমাদের বাড়ির কাছেই একটা দোকান চালাতেন, তিনি আমাদের জন্য সাসিমি তৈরির জন্য সবচেয়ে ভালো আকু রেখে দিতেন এবং আমাকে দিতেন সুন্দর মোড়কে জড়ানো রাইস ক্যান্ডি। যেসব হাওয়াইন আমার নানার স্টোরে ডেলিভারিম্যান হিসেবে কাজ করতেন তারা আমাদের পয়, পিগ্‌রোস্ট এসব খাওয়াতেন, আর গ্রামপসও সেসব খেতেন (কিন্তু টুট বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সিগারেট ফুঁকতেই থাকতেন, শুধু খেতেন কিছু স্ক্রাম্বেল এগ্‌স) মাঝে মধ্যে আমি গ্রামপসের সাথে আলি'ই পার্কে যেতাম, ওখানে তিনি কতিপয় বুড়ো ফিলিপিননোর সঙ্গে চেকার্স খেলতেন, ওই বুড়োরা সস্তার বিড়ি ফুঁকতেন আর পান খেয়ে রক্তের মতো লাল থুতু ফেলতেন এখানে সেখানে। আমার এখনও মনে আছে কিভাবে, একদিন খুব ভোরবেলা, সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে, এক পর্তুগিজ ভদ্রলোক, যাঁকে নানা বেশ সস্তায় সুন্দর একটা সোফাসেট দিয়েছিলেন, আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন কেইলুয়া উপসাগরে মাছ ধরার জন্য। ছোট্ট মাছ ধরার বোট-এর কেবিনে ঝুলছিলো একটা গ্যাস লণ্ঠন, আমি দেখেছিলাম তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালির মতো কালো জলের ভেতর, তাদের ফ্লাশ লাইটের আলো পানির নিচে জ্বলজ্বল করছিলো, তারপর ইয়া বড় এক মাছ নিয়ে উঠে এলেন পানির ভেতর থেকে, বহু বর্ণিল একটা মাছ, একটা পোলের শেষ প্রান্তে ছটফট করছিলো। গ্রামপস আমাকে এটার হাওয়াইন নামটা বলেছিলেন, হুমু-হুমু-নুকু-নুকু—অপুয়া, আমরা সারাটা পথ ওই নাম আওড়াতে আওড়াতে বাড়ি ফিরেছিলাম। এরকম একটা

www.pathagar.com

পরিবেশে; আমার গায়ের রঙ নিয়ে গ্রামপস কিছুটা ঝামেলায় পড়েছিলেন, এবং তাঁরা খুব দ্রুত স্থানীয় অধিবাসীদের এই অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে গ্রামপস যখন দেখতেন যে পর্যটকরা আমাকে বালির ওপর খেলতে দেখছেন তখন তিনি তাদের পাশে গিয়ে ফিসফিস করে যথাযথ শ্রদ্ধা পোষণ করে বলতেন যে আমি হলাম হাওয়াইনদের প্রথম রাজা কামেহামেহার প্র-প্রপৌত্র। "আমি নিশ্চিত যে তোমার ছবি হাজার হাজার স্ক্র্যাপবুকে দেয়া আছে, বার," তিনি দেঁতো হাসি দিয়ে আমাকে বলতেন, "ইদাহো থেকে মাইনে পর্যন্ত।" ওই বিশেষ গল্পটা কেমন যেন অনিশ্চিত অভিপ্রায়বিশিষ্ট, আমার ধারণা, কোনো শক্ত ইস্যু এড়িয়ে যাওয়ার এটা একটা স্ট্র্যাটেজি মাত্র। কিন্তু গ্রামপস এই গল্প বলে নির্দ্বিধায় আরেকটা গল্প বলতেন, একটা গল্প ছিলো একটা টুরিস্টকে নিয়ে, ওই টুরিস্ট ভদ্রমহিলা আমার সাঁতার কাটা দেখছিলেন, মহিলাটি জানতেন না যে উনি কার সাথে কথা বলছিলেন, মহিলাটি আমাকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, "এসব হাওয়াইনরা প্রকৃতিগতভাবে সাঁতার কাটতে পারে মনে হয়।" তার এই কথার জবাবে বলেছিলেন যে, ওসব চেনা বেশ মুশকিল, কারণ, "এই ছেলেটা আমার নাতি, তার মা হলো কানসাসের, তার বাবা হলো একেবারে খাঁটি কেনিয়ান, আর ওই দুই জায়গার কোথাও কোনো সমুদ্র নেই। আমার নানার কাছে বর্ণবৈষম্য উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনো বিষয় ছিলো না, এসব স্থানীয়দের ভেতর এরকম অবজ্ঞা যদি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে, তাহলে এরকম ধারণা করাটাই নিরাপদ যে বাদবাকি বিশ্ব খুব দ্রুত এদের সাথে তাল মেলানো শুরু করবে।

শেষের দিকে এসে আমি আঁচ করার চেষ্টা করতাম যে বাবা সম্পর্কে বলা গল্পগুলোর বিষয়টা আসলে কী। ওরা অবশ্য বাবা সম্পর্কে অতোটা গল্পটল্প করতো না, তাঁরা বরং তাঁদের চারপাশের পরিবর্তন নিয়েই বেশি কথা বলতেন, এ এক বিরতি সম্পন্ন প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমার মাতামহদের বর্ণবৈষম্যবাদী আচরণে পরিবর্তন এসেছিলো। গল্পগুলো মানুষের চৈতন্যলোককে জাগ্রত করেছিলো, যা আঁকড়ে ধরবে এই জাতির দ্রুত ধাবমান সময়কে, কেনেডির নির্বাচন এবং ভোটিং রাইট অ্যাকট্স-এর মধ্যবর্তী ওই সময়টাকে : ধর্মাঞ্চলবাদ এবং সংকীর্ণ মানসিকতার ওপর সার্বিক যুক্তিবাদের সম্ভাব্য বিজয়, একটা উজ্জ্বল নতুন পৃথিবী যেখানে এসব জাতিগত বিভেদ কিংবা সাংস্কৃতিক পার্থক্য আমাদের শিক্ষা দেবে, আমাদের আনন্দ দেবে এবং সম্ভবত আমাদের নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটাবে। যেসব উপকারী কল্পকাহিনী আমার পরিবারের মনে কেবলই ঘুরে ফিরে আসে তা আমার মনেও কেবলই ঘুরে ফিরে আসে, সমস্যা শুধু একটাই ছিলো, তা হলো আমার বাবা ছিলেন অনুপস্থিত। তিনি স্বর্গউদ্যান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, মা ও নানা-নানি আমাকে যাই বলুক না কেন তাঁরা এই একটি মাত্র অনাক্রম্য সত্য ঘটনা আমার মন থেকে দূর করতে পারতেন না। তাঁদের গল্প থেকে আমি জানতে পারতাম না কেন তিনি চলে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন। তাঁরা কখনই বলতেন না যে তিনি এখানে থেকে গেলে ব্যাপারটা কেমন হতো। ওই দারোয়ান অর্থাৎ মিস্টার রিডের মতো কিংবা ওই কালো মেয়েটার মতো যে টেক্সাসের রাস্তায় দৌড়েছিলো সারা গায়ে ধুলো মেখে নিয়ে, আমার বাবাও হয়তো কারো না কারো গল্পে বেঁচে থাকতেন। গল্পটা হতো খুব আকর্ষণীয়— এক ভিনদেশী মানুষ, যার হৃদয় স্বর্ণের মতো, এক রহস্যময় আগন্তুক যে এই শহরকে রক্ষা করতো এবং মেয়েদের মন জয় করে নিতো— কিন্তু যাই হোক না কেন তিনি শুধু অন্যের গল্পেই বেঁচে থাকতেন। এজন্য অবশ্য আমি আমার মা কিংবা নানা-নানিকে দোষ দিই না। আমার বাবা সম্পর্কে তাঁরা যেসব চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছেন তা হয়তো বাবা পছন্দও করতে পারতেন— বাস্তবিক, বাবা হয়তো তাদের এই সৃষ্টিকর্মে সহযোগিতাও করতেন। হনলুলু স্টার বুলেটিনে তাঁর গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে একটা আর্টিকেল লেখা হয়েছিলো, যেখানে তিনি তাঁকে একজন দায়িত্ববান, আদর্শ ছাত্র এবং তাঁর মহাদেশের একজন প্রতিনিধিত্বকারী ছাত্র হিসেবে অবহিত করেছেন। তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃদু সমালোচনাও করেছেন এসব ভিজিটিং স্টুডেন্টদের ডরমেটরিতে রাখার জন্য এবং সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেসব প্রোগ্রাম করা হয় সেগুলোতে তাদের জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করানোর জন্য— তাঁর মতে এটা হলো এক ধরনের উন্মত্ততা কিংবা বিভ্রান্তি, যদিও তিনি নিজে কোনো সমস্যায় পড়েননি, কিন্তু নানান বর্ণগোষ্ঠীর ভেতর বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং প্রকাশ্য বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং তিনি তাঁর হতাশা প্রকাশ করেছিলেন যে হাওয়াই-এর "ককেসিয়ানরা" তাদের সংস্কারের রিসিভিং প্রান্তে রয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণ খোলামেলা হলেও তিনি শেষটা করেছেন একটা আশাবাদী নোট প্রদান করে : তবে একটা জিনিস অন্য জাতিগুলো হাওয়াই-এর কাছ থেকে এই শিক্ষা নিতে পারে যে প্রতিটা জাতি তাদের সাধারণ উন্নয়নের জন্য পরস্পর একত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। তিনি একটা জিনিস দেখেছেন যে সাদারা অন্যত্রে এরকম একত্রিত হয়ে কাজ করতে অনিচ্ছুক।

আমি তাঁর এই আর্টিকেলটি আবিষ্কার করেছিলাম আমার বার্থ সার্টিফিকেট এবং পুরনো ভ্যাকসিনেশন ফরমের ভাঁজের ভেতর থেকে, যখন আমি হাইস্কুলের ছাত্র ছিলাম। তাঁর একটা ফটোগ্রাফও পেয়েছিলাম, সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। সেখানে আমার কথা কিংবা আমার মায়ের কোনো কথার উল্লেখ ছিলো না, আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করতো এই বাদ দেয়াটা কি তাঁর ইচ্ছাকৃত ছিলো কি না, তিনি যে চিরতরে চলে যাবেন তিনি হয়তো তা অগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সম্ভবত এই রিপোর্টার বাবাকে কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এর কারণ সম্ভবত উনি বাবার রাজকীয় আচরণে ভয় পেয়েছিলেন; কিংবা হতে পারে এটা কোনো সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত, ওরা হয়তো এটাকে কোনো সাধারণ গল্প হিসেবে নেয়নি। আমার এটাও জানতে ইচ্ছে করে এই অনুল্লেখ আমার বাবা-মা'র ভেতর কোনো কলহের সৃষ্টি করেছিলো কি না?

www.pathagar.com

ওই সময় আমার পক্ষে ওসব জানতে পারা সম্ভব ছিলো না, কারণ ওসব উপলব্ধি করার মতো বয়স তখন আমার ছিলো না, এবং ওই সময় আমার বয়স এতোই কম ছিলো যে আমার যে একটা জাতির প্রয়োজন আছে তাও উপলব্ধি করতে পারতাম না। সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত একটা সময়ের জন্য বোধ হয় আমার মা এবং তাঁর বাবা মায়ের মতো আমার বাবাও ঠিক একই রকমের একটা কাল অতিক্রম করেছেন; এবং আমার জীবনের প্রথম ছয় বছর এমনকি ওই ব্যাপ্তিকাল ভেঙে যাওয়ার পরও এবং তখন যে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিলো যে বিশ্ব নিয়ে তাদের ধারণা যে তারা ফেলে এসেছেন, আমি সেই বিশ্ব দখল করেছি যে বিশ্বে তাঁদের স্বপ্নগুলো থেকে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

দূতাবাসের রাস্তায় শ্বাসরুদ্ধকর যানজট; ধারণ ক্ষমতারও দ্বিগুণ পরিমাণ কার, মোটরসাইকেল, তিন চাকাওয়ালা রিকশা, বাস আর জিট্‌নি রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাকা আর পায়ের মিছিল, মধ্য দুপুরের তীব্র গরমে একটু জায়গা করে নেয়ার জন্য রীতিমতো লড়াই চলছে, এখানে আমরা কয়েক ফুট এগিয়ে যাচ্ছি আবার থেমে পড়ছি, আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার সিগারেট আর গাম বিক্রি করা কয়েকটা ছোঁড়াকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিলো, তারপর কোনো রকম একটা স্কুটার এড়িয়ে যেতে পারলো, স্কুটারের পেছনে বসে আছে বাবা, মা, পুত্র, কন্যা, পালাক্রমে সবাই ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে, ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য সবার মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা, যেনো এক দস্যু পরিবার। রাস্তার পাশ দিয়ে শীর্ণ চর্মের বাদামি রমণীরা তাঁদের মলিন সারং গায়ে চাপিয়ে পাকা পাকা ফল তাঁদের খড়ের ঝুড়িগুলোতে সাজিয়ে রাখছেন। একজোড়া মেশিন খোলা গ্যারেজের সামনে উবু হয়ে বসে আছে, মেশিন দুটোর ইঞ্জিন খুলে নেয়া হয়েছে, যার কারণ ওরা খুব অলস ভঙ্গিতে ওখানে মাছি তাড়াচ্ছে। তাদের ঠিক পেছনেই, বাদামি রঙের মাটি আবর্জনার স্তূপে ঢেকে গেছে। মাথায় কদম ছাঁট দেয়া দুই পুচকে ছোঁড়া একটা হাড্ডিসার কালো মুরগির পেছনে পেছনে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি করছে। অন্যসব শিশু কাদায় পিছলে পড়ছে, কেউবা লাফিয়ে পড়ছে শস্যের গাদায়, কেউ কেউ কলার পাতায়, আনন্দে চেঁচামেচি করছে ওরা, যতক্ষণ না ওরা দূরের একটা কাঁচা সড়কের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হাইওয়েতে উঠে একটু স্বস্তি পাওয়া গেলো, ট্যাক্সি আমাদের নামিয়ে দিলো দূতাবাসের সামনে। দু'জন স্মার্ট মেরিন আমাদের সম্ভাষণ জানালেন। দূতাবাসের উঠোনে প্রবেশ করতেই রাস্তার কোলাহল উধাও। এখন কেবল গার্ডেনিং ক্লিপারের ছন্দময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। আমার মায়ের বস্ গোলগাল কালো রঙের একটা মানুষ, ছাঁটা চুল, কপালের দু'পাশের চুলে পাক ধরে গেছে। তাঁর ডেস্কের পেছনের একটা

www.pathagar.com

পোলে দামি কাপড়ের আমেরিকান পতাকা ঝুলে আছে। হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি : "হাউ আর ইউ, ইয়ংম্যান?" তাঁর শরীর থেকে ভেসে আসছে আফটার শেভের গন্ধ আর তাঁর মাড় দেয়া কলার তাঁর ঘাড়ের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে আছে। আমি বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাঁর এক প্রশ্নের জবাবে আমার পড়াশোনার অগ্রগতি নিয়ে কথা বলছিলাম। অফিসের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা ও শুষ্ক ঠিক পর্বত শৃঙ্গের বাতাসের মতো : সুবিধাপ্রাপ্তদের বিশুদ্ধ এবং মাতাল করা হাওয়া।

আমাদের সাক্ষাৎপর্ব শেষ, মা আমাকে লাইব্রেরিতে বসিয়ে রেখে তাঁর কাজে চলে গেলেন। আমি গোটাকয়েক কমিকবই পড়ে শেষ করলাম, চেয়ার থেকে উঠে, বইয়ের স্তূপ বাছাই করে দেখতে যাওয়ার আগেই মা আমার জন্য হোমওয়ার্ক নিয়ে এসে হাজির। যেসব বইপত্র ওখানে ছিলো, তা নয় বছর বয়সী একটা বালকের জন্য অবশ্যই আকর্ষণীয় নয়– ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্টস, জিওলজিকাল সার্ভে, ফাইভ ইয়ার ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান। কিন্তু এক কর্নারে আমি একগাদা লাইফ ম্যাগজিনের কালেকশন খুঁজে পেলাম, স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে, ঝকঝকে বিজ্ঞাপনগুলো উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখছিলাম। গুড ইয়ার টায়ারস্, ডজফিভার, জেনিথ টিভি ("কেন এটা সবচেয়ে মজার হবেনা?"), ক্যাম্পবেলস সুপ ("উম্‌ম্‌ম-দারুণ!") কাছিমগলা সোয়েটার পরিহিত কয়েকজন পুরুষ বরফের ওপর স্নিগ্রাম ঢালছে আর লাল মিনিস্কার্ট পরা কয়েকটা মেয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে– এসব দেখে দেখে অস্পষ্ট একটা সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম। একটা নিউজ ফটোগ্রাফ দেখে ওটার ক্যাপশন না দেখেই আমি গল্পটা আঁচ করে নেবার চেষ্টা করলাম। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় প্রাণবন্ত ফরাসি শিশুরা ছুটোছুটি করছে : এটা একটা সুখের দৃশ্য, ক্লান্তিকর স্কুলশেষে লুকোচুরি খেলা ; তাদের কলোরোল কোলাহলে মুক্তির বার্তা। আরেকটা ফটোগ্রাফে দেখলাম এক জাপানি রমণী তাঁর ছোট্ট ন্যাংটা মেয়ে শিশুকে একটা অগভীর টাবে রেখে তার কান্না থামাচ্ছেন : এটা একটা মন খারাপ করা দৃশ্য; শিশুটি অসুস্থ, তার পাগুলো বাঁকা, তার মাথাটা তার মায়ের স্তন্যের দিকে হেলে পড়েছে, মায়ের মুখটা বেদনায় ভারাক্রান্ত, সম্ভবত তিনি এর জন্য নিজেকেই দোষারোপ করছেন...

সবশেষে আমি দেখলাম এক বুড়ো ভদ্রলোকের ছবি, কালো চশমা আর রেইন কোট গায়ে দিয়ে ফাঁকা একটা রাস্তায় হাঁটছেন একা একা। ছবিটির বিষয় বস্তু আমি আন্দাজ করতে পারিনি ; মনে হচ্ছে ওই বিষয় বস্তুর কোনো কিছুই অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় আরেকটি ফটোগ্রাফ, ওই একই মানুষের দুটো হাতের একটা ক্লোজ আপ ছবি। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক বিবর্ণ হাত দুটো, যেন তার মাংস থেকে সবটুকু রক্ত শুষে নেয়া হয়েছে। আবার ওই লোকটার আগের ছবিতে ফিরে এলাম, দেখলাম লোকটার চুল কুঞ্চিত, ঠোঁট দুটো চওড়া এবং পুরুষ্ঠ, মাংসল নাক, সব কিছুই ওই একই রকম বিষম, আর ভৌতিক শোরগোলময়।

www.pathagar.com

লোকটা অবশ্যই ভয়ানক রকম অসুস্থ, আমি মনে মনে ভাবলাম। সম্ভবত উনি তেজস্ক্রিয়তার স্বীকার কিংবা আলবিনোতে আক্রান্ত, কয়েক দিন আগেই ওরকম একটা রোগী আমি রাস্তায় দেখিছিলাম, এবং মা আমাকে ওই রোগের ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বলেছিলেন।

কিন্তু নিচের লেখাগুলো পড়ে দেখলাম যে আমি আসলে যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা তা নয়। ওই ভদ্রলোক একটি কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন, ওই আর্টিকেলে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে বলা যে উনি তাঁর চামড়া ফর্সা করার জন্য ওই ট্রিটমেন্টটা করিয়েছেন। এবং নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করেই তা করেছেন। এখন তিনি আক্ষেপ করছেন যে উনি অযথাই শ্বেতাঙ্গদের মত হওয়ার অপচেষ্টা করেছেন, এবং এর ফলাফলটিও ভয়াবহ, আর যা হয়ে গেছে তা পরিবর্তন করার আর কোনো উপায় নেই। আমেরিকায় তাঁর মতো আরও হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষ শ্বেতাঙ্গদের মতো সুখী হতে পারবে এরকম একটা বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে পড়ে ওই একই ধরনের ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন।

রাগে আমার শরীরটা জ্বলে উঠলো। পেটের ভেতর কেমন যেনো একটা পাক খেতে লাগলো ; ওই পৃষ্ঠার লেখাগুলো ক্রমশ ম্লান হতে শুরু করলো। আমার মা কি এসব জানে? মায়ের বস্ কি জানেন— হলের কয়েক ফুট দূরের ওই সব প্রতিবেদনগুলো পড়ে তিনি অমন নিশ্চুপ কেনো? চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠার জন্য আমি বেপোরয়া হয়ে উঠলাম— যা পড়লাম মনে হচ্ছে ওদের চিৎকার করে জানিয়ে দিই। কিন্তু কী যেনো একটা ব্যাপার আমাকে সংযত করে রাখলো। ঠিক স্বপ্নের মতো, আমার এই নব আবিষ্কৃত ভীতিতে আমি বোবা হয়ে গেলাম। একটু পরই মা এলেন, আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। আমার মুখে হাসি ফিরে এলো, ম্যাগাজিনগুলোও রেখে দিলাম যথাস্থানে। ওই কক্ষ, ওই কক্ষের বাতাস আগের মতোই নীরব, নিস্তব্ধ।

ওই সময় আমরা তিন বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসরত, মা এক ইন্দোনেশিয়ানকে বিয়ে করেছিলেন, নাম লোলো, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন ছাত্র। তাঁর এই নামের কারণে হাওয়াইনরা তাঁকে "বাতিকগ্রস্ত" মনে করতেন, আর ব্যাপারটা নানাকে দারুণ সুড়সুড়ি দিতো। আসলে নামের ওরকম অর্থের সাথে লোকটার কোনো মিলই ছিলো না, লোলো ছিলেন একজন অমায়িক ভদ্রলোক এবং তাঁর দেশের মানুষের তুলনায় অনেক ভদ্র। তিনি ছিলেন খাটো, বাদামি এবং সুদর্শন, তাঁর কালো ঘনচুল আর তাঁর চেহারায় তাঁকে খুব সহজেই একজন ম্যাক্সিকান বলা যেতে পারে কিংবা একজন ইন্দোনেশিয়ান হিসেবে তাঁকে একজন সামোয়ান বলা যেতে পারে; মোটামুটি ভালই টেনিস খেলতেন তিনি, তাঁর হাসি ছিলো অসাধারণ রকমের শান্ত, এবং তিনি হলেন এক নির্বিকার চিত্তের মানুষ। দুই বছর ধরে, অর্থাৎ আমার বয়স চার বছর থেকে ছয় বছর হওয়া পর্যন্ত উনি

www.pathagar.com

গ্রাম্পসের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দাবা খেলতেন এবং আমার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে মল্লযুদ্ধ চলতো। একদিন মা আমার পাশে বসে বললেন যে লোলো চাচ্ছেন আমরা যেনো তার সাথে অনেক দূরে কোথাও চলে যাই, এই কথায় আমি মোটেও বিস্মিত হয়েছিলাম না এবং কোনো আপত্তিও জানিয়েছিলাম না। আমি মা কে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কি বাবাকে ভালোবাসো'— একটা জিনিস আমি বুঝেছিলাম যে এই ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমার মায়ের চিবুক কেঁপে উঠেছিলো, এবং তা আজও কেঁপে কেঁপে ওঠে যখন তিনি কান্না থামানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, আমাকে টেনে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ জড়িয়ে ধরেছিলেন, আমার তখন দারুণ সাহস বেড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আমি জানি না কেন?

তার পরপরই লোলো হঠাৎ করেই হাওয়াই ছাড়লেন, আমি আর মা কয়েক মাস ধরে প্রস্তুতি নিতে থাকলাম— পাসর্পোট, ভিসা, প্লেনের টিকিট, হোটেল রিজার্ভেশন, যেনো এক সমাপ্তিহীন প্রস্তুতি। আমাদের সব বাঁধাছাঁদা শেষ হয়ে গেলে নানা একটা মানচিত্র বের করে ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের নানান জায়গায় টিক চিহ্ন দিলেন : জাভা, বর্নিও, সুমাত্রা, বালি। কিছু কিছু জায়গার নাম তাঁর মনে আছে, ছেলেবেলায় জোসেফ কনরাডের বই পড়ে জানতে পেরেছিলেন। ওই সময় তাঁরা এই দ্বীপটিকে বলতেন 'দ্য স্পাইস আইল্যান্ড', মনোমুগ্ধকর একটা নাম, এক রহস্যময়তায় ঢাকা। "এখানে নাকি এখনও বাঘ পাওয়া যায়," উনি বলতেন। "আবার ওরাং ওটাংও নাকি দেখতে পাওয়া যায়।" বইটি খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখতেন আর বিস্ময়ে তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে যেতো। "আবার এখানে নাকি হেড-হান্টারদেরও দেখা মেলে।" এরই মধ্যে টুট স্টেট ডিপার্টমেন্টে ফোন দিয়েছিলেন যে ওই দেশটা আসলে স্থিতিশীল একটা দেশ কি না? ডিপার্টমেন্টের কেউ একজন তাঁকে জানিয়েছে যে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উনার চাপাচাপিতে আমরা আরও খাবার-দাবার প্যাক করতে থাকলাম : ট্যাং, গুঁড়ো দুধ, সার্ডিন মাছের টিন। "তোমরা তো জান না ওই সব লোকজন কি খায় না খায়", দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন। মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিন্তু টুট আমাকে তাঁর দলে ভেড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটা বাক্সে ক্যান্ডি ভরতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত, আমরা একটা প্যান অ্যাম জেটে উঠে বসলাম, আমরা এখন ভূগোলক প্রদক্ষীণ করব। আমি একটা লম্বা হাতার সাদা শার্ট পরেছিলাম এবং ছাইরঙা একটা ক্লিপ-অন টাই পরেছিলাম, স্টিউডেস আমাকে পাজ্‌ল, প্রচুর পরিমাণ চীনা বাদাম আর মেটালের পাইলট উয়িং দিয়ে গেলেন; পাইলট উয়িংটা আমি আমার বুক পকেটে পরে নিলাম। জাপানে তিন দিন যাত্রা বিরতি ছিলো, আমরা বোন-সিলিং রেইন-এর ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম কামাকুরায় ব্রোঞ্জের সেই মহান বুদ্ধ মূর্তি দেখতে এবং উচুঁ পাহাড়ি হ্রদের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ফেরিতে আমরা গ্রিনটি আইসক্রিম খেলাম। সন্ধ্যায় মা ফ্লাসকার্ডগুলো ভালো করে দেখে নিলেন। ডি জাকার্তায় যখন প্লেন থেকে নামলাম তখন টারমাকে অসহ্য গরম, সূর্য

www.pathagar.com

অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করছে, আমি তাঁর হাত চেপে ধরলাম, তাঁকে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমাদের অভিনন্দন জানানোর জন্য লোলো ওখানে উপস্থিত ছিলেন, আগের চেয়ে তাঁর ওজন বেশ কয়েক পাউন্ড বেড়ে গেছে, এখন তাঁর মুখের স্নিগ্ধ হাসির ওপর তাঁর গোঁফের জঙ্গল দোদুল্যমান। আমার মাকে বাহু-বেষ্টিত করলেন। আমাকে তুলে নিয়ে কয়েকবার শূন্যে দোলালেন, তারপর ছোটখাটো তারের মতো পাতলা একটা লোককে অনুসরণ করতে বললেন, লোকটা আমাদের মালপত্র টেনে নিয়ে কাস্টমস এর লম্বা লাইন অতিক্রম করে আমাদের সোজা নিয়ে গেলো অপেক্ষমাণ কারের ট্রাঙ্কে ব্যাগগুলো তুলে রাখতে, লোকটা খুব চমৎকার করে হাসছিলো, মা লোকটাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু লোকটা কোনো কথাবার্তা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে থাকলো। আমাদের চার পাশে লোকজন গিজগিজ করছে, কী যেনো একটা ভাষায় খুব দ্রুত কথা বলে যাচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, চার পাশের গন্ধও আমার কাছে অপরিচিত। আমরা দেখলাম, যে লোলো অনেকক্ষণ ধরে বাদামি রঙের ইউনিফর্ম পরা একদল সৈনিকের সাথে গল্প করে যাচ্ছেন। তাদের প্রত্যেকের খাপেই পিস্তল রাখা, কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে তারা খুব আমোদে রয়েছে, লোলোর কী যেনো কথায় খুব করে হেসে উঠছে। শেষমেশ লোলো আমাদের কাছে এলেন, মা জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা আমাদের ব্যাগ চেকিং করবে নাকি।"

"ওটা নিয়ে চিন্তা কোরোনা... সব ঠিক আছে," ড্রাইভারের সিটে উঠে বসতে বসতে লোলো বললেন। "ওরা সবাই আমার বন্ধু।"

গাড়িটি ধার করা হয়েছে, উনি আমাদের বললেন, উনি একটা ঝকঝকে নতুন মোটরসাইকেল কিনেছেন— জাপানের তৈরি, তাতে আপাতত ভালই কাজ চলবে। আমাদের নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শেষ; এখন শুধু সামান্য একটু ফিনিশিং টাচ বাকি আছে। আমাকে ইতিমধ্যেই কাছাকাছি একটা স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে, আত্মীয়স্বজনরা আমাদের দেখার জন্য দারুণ উদগ্রীব হয়ে আছে। লোলো আর মা যখন কথা বলা শুরু করলেন আমি তখন কারের পেছনের সিটে বসে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম, পেছনে ধাবমান প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে থাকলাম, বাদামি আর সবুজের সমারোহ, দূরে গ্রামগুলো বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে, ডিজেল আর কাঠ পোড়ার গন্ধ, নারী ও পুরুষেরা ধান ক্ষেতে সারস পাখির মতো পা ফেলে ফেলে যাচ্ছে, মাতাল দিয়ে তাদের মুখগুলো ঢাকা। একটা ছেলের সারা শরীর উদ্বিড়ালের মতো ভেজা আর পিচ্ছিল, বোকাসোকা চেহারার বিশাল মহিষের পিঠে বসে আছে, বাঁশের একটা লাঠি দিয়ে এর পাছায় মারতে মারতে চলেছে। রাস্তা ক্রমেই ভিড়াক্রান্ত হওয়া শুরু করলো, ছোট ছোট দোকান ঘর আর মার্কেট। লোকজন তাদের এক্কাতে করে পাথর আর কাঠ বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর ক্রমশ উঁচু উঁচু ভবন দেখা যেতে লাগলো, ঠিক হাওয়াই-এর ভবন গুলোর মতো— হোটেল

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়া, অত্যাধুনিক একটা হোটেল, লোলো বললেন, আর নতুন শপিং সেন্টারও অত্যাধুনিক, সাদা এবং ঝকঝকে— কিন্তু গাছের চেয়ে উঁচু ভবন মাত্র কয়েকটাই আছে যেগুলো এখন রাস্তাকে মোটামুটি ঠাণ্ডা রেখেছে। যখন আমরা একসারি বাগান আর সেন্ট্রিপোস্ট বসানো বাড়ি অতিক্রম করছিলাম তখন মা কি যেনো বলে উঠলেন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, সরকার প্রসঙ্গেই কিছু একটা বলেছিলেন আর সুকর্ণ নামের একটা লোকের কথা বললেন।

"সুকর্ণ কে?" আমি পেছনের সিট থেকে চেঁচিয়ে উঠলাম, কিন্তু লোলো আমার কথা যেনো শুনতেই পেলোনা। তার বদলে উনি আমার হাতটা স্পর্শ করে সামনের দিকে দেখিয়ে বললেন "ওই দেখ"। তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার দু'পাশে দুই পা রাখা বিশাল উঁচু একটা দানব প্রায় দশতলা ভবনের সমান, ওটার শরীর মানুষের আর মুখটা শিম্পাঞ্জির। "এই হচ্ছে হনুমান," আমরা যখন মূর্তির পাশ ঘুরে যাচ্ছিলাম তখন লোলো বললেন, "বানর দেবতা", আমি সিটে বসে ঘুরে তাকালাম, এই নিঃসঙ্গ একটা মূর্তি দেখে আমি হতভম্ব, সূর্যের আলোর বিপরীতে ভয়ানক কালো, যেনো এখুনি ওটা আকাশে উড়াল দিতে উদ্যত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ি ঘোড়া ওটার পাদদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "ও ছিলো এক মহান যোদ্ধা," লোলো বললেন। "প্রায় একশ মানুষের সমান শক্তিমান। অপদেবতাদের সব সময়ই হারিয়ে দিতো।"

আমাদের বাড়িটা ছিলো শহরতলির তুলনামূলক দরিদ্র অঞ্চলে। রাস্তাটা সরু একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে গেছে আর ব্রিজটা চওড়া একটা বাদামি নদীর ওপর ধনুকের মতো বেঁকে গেছে, ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম গ্রামবাসী খাড়া পাড়ের নিচে এসে গোসল করছে আর তাদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার করছে। এরপর ক্রমশ পাকা রাস্তা শেষ হয়ে খোয়া বিছানো রাস্তা শুরু হলো, তারপর শুরু হলো কাঁচামাটির রাস্তা এবং এর বাঁকে বাঁকে ছোট ছোট স্টোর এবং সাদা চুনকাম করা বাংলো এবং সবশেষে চলে আসলাম ক্যামপঙের সরু ফুটপাতে। বাড়িটাকে একটা মাঝারি গোছের স্টাকু বলা যেতে পারে, লাল রঙের টাইল, কিন্তু বাড়িটা বেশ খোলামেলা, সামনের ছোট্ট উঠোনে একটা বিশাল আমগাছ। ফটক পেরিয়ে যেতে যেতে, লোলো ঘোষণা দিলেন যে আমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, কিন্তু উনি তো ব্যাখ্যা করার আগেই গাছের মগডাল থেকে কান ফাটানো গর্জন শুনতে পেলাম। মা আর আমি চমকে উঠে পেছনে সরে গেলাম এবং দেখলাম বড়সড় একটা লোমশ প্রাণী, ছোট্ট চ্যাপ্টা মাথা এবং লম্বা বাহু দিয়ে নিচের ডাল ধরে আছে।

"বানর!" আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম "না, উল্লুক," মা আমার ভুল ধরিয়ে দিলেন।

লোলো তাঁর পকেট থেকে চীনাবাদাম বের করে ওই প্রাণীটার হাতে তুলে দিলেন। "ওর নাম হচ্ছে টাটা," উনি বললেন। "নিউগিনি থেকে আমি তোমার জন্য ওটা নিয়ে এসেছি।"

www.pathagar.com

কাছ থেকে দেখার জন্য আমি একটু সামনের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু টাটা আমাকে দেখে ভয়ানক ক্ষেপে উঠলো, চোখমুখে প্রচণ্ড হিংস্রতা আর সন্দেহ। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে গেলাম।

"ভয় পেও না," লোলো বললেন, টাটার হাতে আরেকটা চীনাবাদাম তুলে দিলেন। "ওটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এসো, আরো আছে।"

আমি মায়ের দিকে তাকালাম, মা আমার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিলেন। পেছনের উঠোনে ছোটখাটো একটা চিড়িয়াখানার মত দেখতে পেলাম : মুরগি আর হাঁসের বাচ্চা চার দিকে ছুটোছুটি করছে, হিংস্র গর্জনশীল একটা বড় হলুদ কুকুর, দুটো বার্ড অব প্যারাডাইস (নিউগিনির সুন্দর পালক বিশিষ্ট পাখি), একটা সাদা কাকাতুয়া এবং সব শেষে দেখা গেলো দুটো বাচ্চা কুমির, কম্পাউন্ডের শেষ প্রান্তের দিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা পুকুরে ওরা ওদের অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে রেখেছে। লোলো ওদের দেখতে লাগলেন। "তিনটে থাকার কথা," উনি বললেন। বড়টা বেড়ার একটা ফাঁক দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে বের হয়ে গেছে। তারপর একটা ধান ক্ষেতে গিয়ে একটা লোকের একটা হাঁস চুরি করে খেয়েছে। পরে ওটাকে টর্চলাইট দিয়ে খুঁজে বের করতে হয়েছিলো।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তারপরেও গাঁয়ের কাঁচা সড়ক ধরে আমরা একটু হাঁটতে বের হয়েছিলাম। পাড়ার ছেলেরা তাদের বাড়ি থেকে খিলখিল করে হাঁসছিলো আর আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিলো, বেশ কয়েক জন বুড়ো মানুষ আমাদের কাছে এসে করমর্দন করলেন। আমরা একটা কমন জায়গায় গিয়ে থামলাম, ওখানে লোলোর লোকজনেরা ছাগল চরাচ্ছিলো, ছোট্ট একটা ছেলে একটা ঘাসফড়িং সুতোয় বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এলো। বাড়ি ফিরে দেখলাম আমাদের মালপত্র টানা ওই লোকটা মরিচা রঙের একটা মুরগি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার ডান হাতে একটা ছোরা। লোলোকে সে কী যেনো বললো, লোলো মাথা ঝাঁকিয়ে মা এবং আমাকে ডাক দিলেন। মা আমাকে দাঁড়াতে বললেন এবং বাবার দিকে প্রশ্নশীল একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

"তোমার কী মনে হয় না ও এখনও একটা বাচ্চা ছেলে?"

লোলো কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন, "ছেলেটার জানা উচিত তার খাবার-দাবার কোত্থেকে আসছে। কী বলো, বেরি?"

আমি মায়ের দিকে তাকালাম, তারপর ঘুরে মুরগি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকালাম। লোলো আবারও মাথা ঝাঁকালেন, তখন লোকটা মুরগিটা মাটিতে রেখে হাঁটু দিয়ে ঠেসে ধরে গলাটা টেনে ওপরের দিকে ওঠালো। মুরগিটা বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করলো, পাখা ঝাপটালো, কয়েকটা পালক বাতাসে ভেসে গেলো। তারপর ওটা পুরোপুরি স্থির হয়ে এলো। লোকটা একটা চাকু বের করে এক ঘষায় গলাটা কেটে ফেললো। টকটকে লাল ফিতের মতো তিরতির করে রক্ত ছুটে চললো। মুরগিটাকে শরীরের কাছ থেকে বেশ দূরে ধরে লোকটা উঠে দাঁড়ালো,

www.pathagar.com

তারপর হঠাৎ করে ওপরের দিকে ছুড়ে মারলো এবং মুরগিটা বেশ দূরে গিয়ে ধপাস করে পড়লো, তীব্র বেগে ওটা পা নাড়িয়ে যাচ্ছে, ওর মাথাটা একপাশে ঝুলে গেছে, ওটা চক্রাকারে টলতে শুরু করলো। আমি দেখলাম চক্রটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, রক্ত মাটিতে ছুটে ছুটে পড়ছে, তারপর একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়লো, ঘাসের ওপর সে এখন মৃত।

লোলো আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মা আর আমাকে খাবার আগে গোসল সেরে নিতে বললেন। আমরা তিনজন হলুদ বাল্‌বের নিষ্প্রভ আলোয় চুপচাপ খেয়ে নিলাম— মুরগির মাংস আর ভাত, এরপর মিষ্টান্ন, লাল আঁশযুক্ত ফল দিয়ে তৈরি, ওঠার মাঝখানটা এতই মিষ্টি যে আমার পেট ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত খেতেই থাকলাম। এরপর একা একা মশারি টাঙানো খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম। চাঁদের আলোয় ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, কয়েক ঘণ্টা আগে দেখা জীবনের শেষ স্পন্দন আমার স্মরণে এলো। আমার ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন হবে তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

"প্রথম একটা কথা মনে রাখবে যে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়।"

পেছনের উঠোনে আমি আর লোলো। আগের দিন বাড়িতে এসে আমার মাথার এক পাশে ডিমের সমান ফুলে ওঠা একটা পিণ্ড তাকে দেখিয়েছিলাম। লোলো তার মোটরসাইকেল পরিষ্কার করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে কী হয়েছিলো, তখন আমি ওই ছেলেটার সঙ্গে আমার গোলমালের কথা বললাম, ছেলেটা রাস্তার ওপাশেই থাকে। সে খেলার মাঝখানে আমার বন্ধুর ফুটবল নিয়ে দৌড় দিয়েছিলো, আমি বললাম, ওকে ধরার জন্য ওর পেছনে পেছনে যখন দৌড়াচ্ছিলাম, তখন সে একটা পাথর তুলে আমাকে মারে, কাজটা সে ঠিক করেনি, আমি বললাম, ক্ষোভে আমার কথা আটকে আসছিলো। ও আমার সাথে চিট করেছে।

লোলো চুপচাপ আমার মাথার চুলগুলো সরিয়ে ক্ষতস্থানটা দেখলেন। "যাক কোনো রক্তপাত হয়নি," শেষ পর্যন্ত এটুকুই বললেন।

আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা হয়তো ওখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পরের দিন উনি কাজ থেকে ফিরে এসে দুই জোড়া বক্সিং গ্লোভস নিয়ে আসলেন। নতুন চামড়ার গন্ধ বেরোচ্ছিলো ওগুলো থেকে। বড় জোড়া কালো রঙের আর ছোট জোড়া লাল রঙের। ফিতাগুলো একসঙ্গে বাধা ছিলো আর ওগুলো ঝোলানো ছিল তার কাঁধে।

উনি এরপর আমার গ্লোভস্ গুলোতে ফিতা বেঁধে ফেললেন তারপর হাতের কাজ পরীক্ষা করার জন্য কয়েক ধাপ পেছনে গেলেন।

"হ্যাঁ, হাত দুটো তোলো" তিনি আমার কুনুই এর অবস্থান ঠিক করে দিলেন, তারপর আঘাত করার জন্য যথাস্থানে দাঁড়িয়ে একটু নিচু হলেন, তারপর ঘুষি মারা শুরু করলেন "তুমি যদি মুভ করতে চাও সবসময় তোমার মাথাটা নিচু রাখবে, ওরা

www.pathagar.com

যেন টার্গেট না করতে পারে। কেমন লাগছে?" আমি যতটা সম্ভব সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তার মুভমেন্টের ভঙ্গি নকল করে মাথা নিচু করলাম। কয়েক মিনিট পর তিনি থামলেন এবং তাঁর হাতের তালু আমার নাকের সামনে ধরলেন।

"ও কে," তোমার সুইং দেখা যাক।"

এটা আমি পারি। আমি এক ধাপ পেছনে গেলাম, তারপর আমার সবচেয়ে জোরালো ঘুষিটা মারলাম, তাঁর হাত একটুও নড়লো না।

"খারাপ না" উনি মাথাটা নিচু করলেন, কিন্তু তাঁর মুখভঙ্গি আগের মতোই থেকে গেলো। "একেবারেই খারাপ না। আহ, কিন্তু দেখো তোমার হাতটা এখন কোথায়। কী বলেছিলাম তোমাকে? হাত দুটো ওপরে ওঠাও...।"

আমি আমার হাত দুটো ওপরে ওঠালাম, লোলোর তালুতে নরম নরম ঘুষি মারতে লাগলাম, এবং মাঝে মধ্যেই তার দিকে তাকাতে লাগলাম এবং উপলব্ধি করলাম দু-দুটো বছর একসঙ্গে কাটানোর পর তার চেহারাটা আমার কত চেনা হয়ে গেছে, আমরা যে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি সেই পৃথিবীর মতোই চিরচেনা, ইন্দোনেশিয়ার ভাষা শিখতে আমার ছয় মাসেরও কম সময় লেগেছিলো, আমি শিখেছিলাম ইন্দোনেশিয়ার প্রথা, ইন্দোনেশিয়ার কিংবদন্তি। হাম, বসন্ত, মাস্টার মশায়ের বেত সব কিছুর পরও টিকে আছি। কৃষকের সন্তান, ভৃত্য, নিচুস্তরের সরকারি কর্মচারীর ছেলেরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলো, আমরা এক সাথে সকালে রাত্রে রাস্তায় ছুটোছুটি করেছি, ছোটখাটো জীবিকার অনেক রকম উদ্যোগ নিয়েছি, ক্রিকেট খেলেছি, রেজরের মতো ধারালো সুতা দিয়ে ঘুড়ি যুদ্ধ খেলেছি– পরাজিত জন চেয়ে চেয়ে দেখতো তার ঘুড়ি কিভাবে বাতাসে ভেসে ভেসে আরও ওপরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে, অন্যদিকে ছেলেরা দল বেঁধে লম্বা ট্রেনের মতো লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো, সবার দৃষ্টি আকাশে– কখন ঘুড়িটা মাটিতে পড়বে। লোলোর কাছ থেকে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পান্তা খাওয়া শিখেছি, ডিনার টেবিলের বাইরেও আমি পরিচিত হয়েছিলাম কুকুরের মাংসের (ভীষণ কঠিন) সাথে, সাপের মাংসের সাথে (আরও কঠিন) এবং ভাজা ঘাস ফড়িং (মচমচে)-এর সাথে। অনেক ইন্দোনেশিয়ানদের মতো লোলোও এক বিশেষ ব্র্যান্ডের ইসলাম অনুসরণ করতেন যেখানে আদিম সর্বপ্রাণবাদী আর হিন্দু বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ রয়েই গেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ যা খাবে তার শক্তি সে অর্জন করবে : একদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে আমাদের সবার জন্য উনি বাঘের মাংস নিয়ে আসবেন।

এভাবেই চলছিলো, এক লম্বা অ্যাডভেঞ্চার, এক অল্পবয়সী বালকের জীবনের বদান্যতা। নানা-নানির কাছে লেখা চিঠিতে এসব ঘটনার অনেক কিছুই আমি লিখতাম, আমার এই বিশ্বাস ছিলো যে এতে আমার জন্য আরও বেশি বেশি চকলেট আর চীনাবাদামের বাটারের প্যাকেট আসছে। কিন্তু সব ঘটনাই যে চিঠিতে লিখতে পারতাম তা নয় : কিছু কিছু ঘটনা আমার জন্য ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন হয়ে পড়তো। টুট এবং

www.pathagar.com

গ্রাম্পসকে সেই লোকটার মুখের কথা লিখতে পারিনি যে লোকটা একদিন আমাদের দরজায় এসে মুখ হা করে দাঁড়িয়েছিলো এবং মায়ের কাছে কিছু খাবার ভিক্ষা চেয়েছিলো। এই সময় আমি তাদের কাছে আমার এই বন্ধুটির কথাও বলতে পারিনি যে আমাকে লম্বা ছুটির মাঝামাঝি সময়ে বলেছিলো যে তাঁর ছোট্ট শিশু ভাইটা গতরাতে বাতাসের সাথে ভেসে আসা এক অশুভ আত্মার কারণে মৃত্যুবরণ করে– খুব সংক্ষিপ্ততম সময়ের জন্য আমি তার চোখে ভয়ের ঝিলিক দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তারপরই সে অদ্ভুত রকমের একটা মুচকি হাসি দিয়ে আমার হাতে একটা ঘুষি মেরে এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে পালিয়েছিলো। যে বছর কোনো বৃষ্টিপাত হয়েছিলো না, সে বছর কৃষকদের চেহারায় ছিলো হাহাকার, তাদের শরীর নুয়ে পড়তো যখন তারা খালিপায়ে তাদের বন্ধ্যা এবং রোদে পোড়া চৌচির জমির ওপর হেঁটে বেড়াতো, যখন তখন ঝুঁকে পড়ে জমি থেকে মাটির টুকরো তুলে হাত দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করতো : হতাশা পরবর্তী বছরেও থেকে যেতো যখন মাসব্যাপী একটানা বৃষ্টি হতো, নদী প্লাবিত হয়ে মাঠঘাট ভাসিয়ে দিতো, রাস্তা ডুবে যেতো পানিতে এবং আমার কোমর অব্দি পানি উঠতো আর লোকজন তাদের ছাগল-মুরগি এসব বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতো এমনকি তাদের কুড়েঘরগুলোও পানিতে ভেসে যেতো।

আমার ওই পৃথিবীটা ছিলো সহিংসপূর্ণ, অবিশ্বাস্য রকমের এবং প্রায়শই নিষ্ঠুর। আমার নানা-নানিরা এরকম বিশ্বের সাথে পরিচিত নন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম– যেসব প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দিতে পারবেন না সেসব প্রশ্ন করে তাদেরকে অযথা বিরক্ত করবনা। মাঝে মধ্যে মা যখন কাজ থেকে ফিরে আসতেন তখন আমি যা দেখেছি কিংবা শুনেছি সেগুলো বলতাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখতেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং ভীষণ চেষ্টা করতেন তিনি এ ব্যাপারে কী করতে পারবেন– তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর হাতের স্পর্শ এই সব কিছুকেই নিশ্চিত নিরাপত্তার মতো মনে হতো। কিন্তু বন্যা, মন্ত্র দিয়ে ভূত তাড়ানো, মোরগলড়াই, এসব বিষয়ে জানার জন্য আমার দারুণ আগ্রহ ছিলো। কিন্তু এগুলো আমার কাছে যেমন নতুন তার কাছেও নতুন, আমি তাকে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতাম কারণ এগুলো তাকে অযথা উদ্বিগ্ন করে তুলবে।

সুতরাং লোলোর কাছ থেকেই আমি যাবতীয় আদেশ নির্দেশ গ্রহণ করতাম। তিনি খুব বেশি একটা কথা বলতেন না, কিন্তু তাঁর সাথে আমি খুব সহজ হতে পারতাম। তিনি তার পরিবারের লোকজনের কাছে এবং তার বন্ধুদের কাছে আমাকে তাঁর পুত্র বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তিনি উপদেশ প্রদান করতেন ঠিকই কিন্তু তা মেনে চলার জন্য জোরাজুরি করতেন না কিংবা কখনই এমন ভান করতেন না যে আমাদের সম্পর্ক এর চেয়ে বেশি কিছু। এই দূরত্ব আমি পছন্দ করতাম; পৌরুষসুলভ বিশ্বস্ততার এটা একটা ইঙ্গিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান মনে হতো অফুরন্ত। শুধু গাড়ির ফ্ল্যাট টায়ার পরিবর্তন করা কিংবা দাবার ওপেনিং চাল দেয়ার মধ্যেই তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। মনে রাখা কঠিন এমন অনেক বিষয়ও তিনি

www.pathagar.com

জানতেন, তিনি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন এবং ভাগ্য যে একটা রহস্যময় ব্যাপার তা তিনি বোঝাতে পারতেন।

যেমন ভিক্ষুকদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে। এখানে ভিক্ষুক সর্বত্রই, এটা যেনো পীড়িতদের এক বিশাল গ্যালারি— নারী, পুরুষ, শিশু, ছেঁড়া কাপড়ে নোংরা মাখা মাখি করছে, কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কেউ স্কার্ভিরোগে আক্রান্ত, কেউ পোলিও তে, কিংবা কেউ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে হাঁটছে কিংবা ছোট ছোট ঠেলাগাড়ি চালিয়ে রাস্তার ওপর ঠেলে ঠেলে চলেছে, কারও কারও পা বাজিকরের মতো দুমড়ানো মোচড়ানো। প্রথম প্রথম আমাদের বাড়িতে এ ধরনের কেউ এসে ভিক্ষে চাইলে কিংবা রাস্তায় কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে মা তাদের টাকা পয়সা দিতেন। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেলো যে এদের সংখ্যা অগণিত তখন মা বেছে বেছে ভিক্ষে দিতে শুরু করলেন, সত্যিকার দুঃখী ভিক্ষুক তিনি চিনতে শিখে গেছেন। মায়ের এই নৈতিক হিসাব নিকাশকে বাবা ভালো চোখে দেখলেও উনি ব্যাপারটাকে নির্বোধদের ব্যাপার বলেই মনে করতেন, যখনই তিনি দেখতেন যে আমি এ ব্যাপারে আমার মাকে অনুসরণ করছি তখনই তিনি চোখের ইশারায় আমাকে ধমকে দিয়ে এক পাশে সরিয়ে আনতেন "কত টাকা আছে তোমার কাছে শুনি?"

উনি জিজ্ঞেস করতেন।

"আমি পকেট থেকে সবগুলো পয়সা বের করতাম।" ত্রিশ রুপিয়া"

"আর রাস্তায় ফকির আছে কতগুলো?"

আমি গত সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে যতগুলো ভিক্ষুক এসেছিলো সবাইকে গুনতে শুরু করেছিলাম। গুনতে গুনতে যখন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, "শোনো, ওসব ভিক্ষে-টিক্ষে না দিয়ে বরং তুমিই টাকা পয়সা জমাও, তোমাকেও যেন রাস্তায় না নামতে হয়।"

ভৃত্যদের ব্যাপারেও তিনি একই রকম। গ্রাম থেকে সব অল্প বয়সী ছেলেরা শহরে এসে ভিড় করছে, মাঝে মধ্যে এমন সব বাড়িতে কাজ করছে যাদের অবস্থা তাদের চেয়ে খুব বেশি একটা ভালো নয়, এখানে কাজ করে তারা দেশের বাড়িতে টাকা পাঠায় কিংবা নিজস্ব একটা কারবার শুরু করার জন্য টাকা পয়সা জমায়। ওদের যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে তাহলে লোলো তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত, লোলো সাধারণত ওই সব লোকদের উদ্ভট খামখেয়ালি আচরণ সহ্য করে যেতেন : বছরখানেক ধরে একটা ছেলেকে তিনি কাজে নিয়োগ করেছেন, ছেলেটা বেশ ভালোই কিন্তু তার একটা স্বভাব হলো ছুটির দিন সে মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসে— লোলো তার রান্না ভীষণ পছন্দ করেন।

কাজে অপটু, ভুলোমন কিংবা অযথা তাঁর পয়সা নষ্ট করছে এমন ভৃত্যদের তিনি সোজা বের করে দেন; মা কিংবা আমি যদি তাঁকে নিষেধ করার চেষ্টা করি তাহলে তিনি উল্টো আমাদের তিরস্কার করতেন। "তোমার মায়ের মনটা নরম," একদিন ড্রেসার থেকে রেডিও ভাঙার দায় মা নিজের ঘাড়ে নিতে গেলে উনি আমাকে এই

www.pathagar.com

কথাটা বললেন। "মেয়েদের মধ্যে এই গুণটা থাকা ভালো। কিন্তু তুমি একদিন পুরুষ মানুষ হয়ে উঠবে এবং পুরুষদের জ্ঞানবুদ্ধি আরেকটু বেশি থাকা দরকার।"

ভালো, খারাপ, পছন্দ, অপছন্দ ওসব দিয়ে কোনো কাজ নেই, উনি বলতেন। জীবনকে জীবনের মতো চলতে দাও।

চোয়ালে হঠাৎ করে শক্ত কিছু একটা টের পেলাম। তাকিয়ে দেখতাম লোলোর ঘামে ভেজা মুখ।

"মনোযোগ দাও। হাত দুটো ওপরে তোলো।"

আমরা আরও আধাঘণ্টার মতো মল্লযুদ্ধ চালিয়ে যেতাম, এরপর বাবা বলতেন এখন থামা যাক, এখন বিশ্রাম নিতে হবে। আমার হাত পায়ে জ্বালা ধরে যেতো, আমরা এক জগ পানি পুরোটাই খেয়ে ফেলতাম তারপর গিয়ে বসতাম কুমিরের ওই পুকুরটায়।

"ক্লান্ত?" উনি জিজ্ঞেস করতেন।

আমি ধপাস করে বসে পড়লাম, কোনো রকম মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম, হ্যাঁ, উনি হাসলেন, তারপর একটা ঠাং-এর প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিলেন। আমি দেখলাম তাঁর গোড়ালির গাঁট থেকে শুরু করে জঙ্ঘা পর্যন্ত খাঁজকাটা ক্ষতচিহ্ন।

"কী ওসব?"

"এসব জায়গায় জোঁক ধরেছিলো, আমি যখন নিউগিনিতে ছিলাম তখন। জলার ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় ওগুলো আর্মি বুটের ভেতর ঢুকে পড়ে, মোজা খোলার পরেও এগুলো ওখানে আটকে থাকে, রক্তের সাথে চর্বিও শুষে নেয়। ওদের ওপর যদি লবণ ছিটিয়ে দাও তাহলে ওগুলো আবার মারা যায়, কিন্তু তারপরও গরম চাকু দিয়ে ওদের ছেঁকা দিতে হয়।"

ডিম্বাকৃতির একটা খাঁজে আমি আঙুল বোলালাম। জায়গাটা মসৃণ এবং লোমশূন্য, এই জায়গার চামড়ায় ছ্যাঁক দেয়া হয়েছিলো। লোলোকে জিজ্ঞেস করলাম ওঁর ব্যাথা করত কি না?

"অবশ্যই" জগ থেকে এক ঢোক পানি খেতে খেতে বললেন। "মাঝে মধ্যে এসব ব্যথার কথা ভাবলে চলে না। কিন্তু কিছু কিছু সময় কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলেই খারাপ লাগে।"

আমরা দু'জনই নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। আমি তীরচা চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম যে আমি তাঁকে এর আগে কখনই তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়ে কথা বলতে শুনিনি। আমি তাঁকে কখনই সত্যিকারের রাগান্বিত কিংবা বিষণ্ন অবস্থায় দেখিনি। বোধ হয় তিনি শক্ত মাটির কোনো পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো দারুণ গোছানো। হঠাৎ করেই উদ্ভট একটা প্রশ্ন মাথায় খেলে গেলো।

"আপনি কি কখনও কোনো মানুষ খুন করা দেখেছেন?"

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

www.pathagar.com

"দেখেছেন?" আবারও জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ।"

"রক্তারক্তি হয়েছিলো।"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ ভাবলাম "লোকটা কেন খুন হয়েছিলো? মানে যাকে আপনি দেখেছিলেন আর কী?"

"কারণ সে ছিলো দুর্বল।"

"ব্যাস, এ কারণেই?"

লোলো কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁর গোটানো প্যান্ট নিচে নামিয়ে দিলেন। "বলতে গেলে সে কারণেই। মানুষ অন্য মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। দেশগুলোও তা-ই। শক্তিমানরা দুর্বলদের জমি দখল করে। দুর্বলদের তাদের মাঠে কাজ করতে বাধ্য করে। দুর্বল লোকটার বউ যদি সুন্দর হয় শক্তিশালী লোকটা তাকে কেড়ে নেবে।" উনি আরেক ঢোক পানি গিললেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোনটা হতে চাও?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, লোলো ট্যারা চোখে তাকালেন আকাশের দিকে। "শক্তিশালী হওয়াই ভালো" পা-টা ওপরে তুলে বললেন। "তুমি যদি শক্তিশালী না হতে পারো তাহলে তোমাকে চালাক হতে হবে এবং শক্তিমানের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। কিন্তু শক্তিশালী হওয়াই সবচেয়ে ভালো, সবসময়ের জন্যই ভালো। মা বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের দেখতেন, ডেস্কে গ্রেডিং পেপারগুলো ঠেস দিয়ে রাখতেন আর ভাবতেন যে ওরা কী নিয়ে কথা বলছে? রক্ত আর সাহস নিয়ে সম্ভবত, নখ কাটতে কাটতে তিনি ভাবতেন মনোরম পুরুষালি কোনো বিষয় নিয়ে ওরা কথা বলছে হয়তো।

তিনি ফিক করে হেসে ওঠামাত্রই ধরা পড়ে যেতেন। এটা ঠিক নয়। আমার জন্য লোলোর যে ব্যাকুলতা তার জন্য মা সত্যিকার অর্থেই লোলোর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। লোলো একজন দয়ালু মানুষ এবং তাঁর এই মৌলিক স্বভাবের কারণে মা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতেন। তিনি কাগজপত্রগুলো একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে দেখতেন যে আমি বুক-ডন দিচ্ছি। ছেলেটা খুব দ্রুত বড় হয়ে উঠছে, তিনি ভাবতেন। তিনি হয়তো সেই দিনটার কথা মনে করার চেষ্টা করতেন। চব্বিশ বছর বয়সী একজন মা তাঁর দুই বছর বয়সী শিশুসন্তান নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, বিয়ে করেছিলেন এমন এক লোককে যে লোকটার ইতিহাস, তাঁর দেশ, এসব সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। ওই সময় তিনি কিছুই জানতেন না, এখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁর সরলতা আমেরিকান পাসপোর্টের মতোই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ঘটনা আরও খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারতো। আরও খারাপ কিছু।

তিনি ভেবেছিলেন যে তার এই নতুন জীবন আরও বেশি কঠিন হবে। হাওয়াই ছেড়ে আসার আগে তিনি ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে যাবতীয় কিছু শিখে আসার চেষ্টা করেছিলেন : লোকসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ একটি দেশ, শত শত

www.pathagar.com

প্রকার উপজাতি এবং আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে এখানে, তিনি জেনেছিলেন এখানকার ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস, এখানে ওলন্দাজরা ছিলো তিনশত বছরেরও বেশি সময় ধরে, তারপর যুদ্ধের সময় ছিলো জাপানিরা, ওরা এখানকার বিপুল পরিমাণ তেল সম্পদের, ধাতব পদার্থের এবং কাঠের নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলো, যুদ্ধের পর শুরু হয়েছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধের এবং তখন আবির্ভাব হয়েছিলো এক মুক্তিযোদ্ধার, নাম সুকর্ণ, তিনিই ছিলেন ওই দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট। সুকর্ণ অতি সম্প্রতি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সমস্ত প্রতিবেদনেই দেখা যায় যে একটা রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের পরই তিনি ক্ষমতা ছেড়েছেন, সাধারন মানুষ চেয়েছিলো পরিবর্তন। সুকর্ণ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, তাদের ভাষায় তিনি ছিলেন একজন জননায়ক, একচ্ছত্রবাদী এবং খুব বেশিমাত্রায় কম্যুনিষ্ট ঘেঁষা।

দরিদ্র এবং অনুন্নত একটি বিদেশভূমি— এদেশ সম্পর্কে এটাই তিনি জানতেন। ডিসেন্ট্রি, জ্বর, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা, প্রস্রাব করার জন্য মাটির ওপরের গর্তে উঁচু হয়ে বসা, মাঝে মধ্যেই বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, গরম, মশার অত্যাচার এসব কিছুর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সত্যিই ওসবের চেয়ে অসুবিধাজনক আর কিছুই নেই, তাঁর মুখ দেখে বোঝা যেতো না যে তিনি বেশ শক্তসামর্থ্য হয়ে উঠেছেন; যতটুকু শক্ত সামর্থ্য হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশিই তিনি হয়েছেন। যাই হোক, বারাক চলে যাওয়ার পর যে ব্যাপারটি তাকে লোলোর কাছে টেনে নিয়ে আসে ওটা তারই একটা অংশ, তিনি নতুন কিছু এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা খুঁজছিলেন, তাঁর বাবা-মার নাগালের বাইরে থেকে কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং একটি দেশে থেকে সেই দেশ পুনর্গঠনে তাঁর স্বামীকে সহযোগিতা করবেন।

কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। নিঃশ্বাসের মতোই ধ্রুব একটা ব্যপার ছিলো এই নিঃসঙ্গতা। কিন্তু নিঃসঙ্গতার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ তিনি খুঁজে পেতেন না। লোলো তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বাড়িতে তুলেছেন, বাড়িতে তিনি তাঁকে সুখী রাখার চেষ্টা করেন, যেসব প্রাণীর সঙ্গ মায়ের ভালো লাগে লোলো তাঁর সাধ্যমতো সেগুলোই কিনেছেন। লোলোর পরিবারের লোকজনেরা মা মনক্ষুণ্ন হতে পারেন এমন কোনো আচরণ করেন না এবং তারা তাঁর প্রতি বেশ অমায়িক, এবং তাঁর পুত্রকে তাঁরা নিজেদের বলেই ভাবতেন।

তারপরও যে বছর তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেলো সে বছর লোলোর সঙ্গে তাঁর কী যেনো একটা হয়েছিলো। লোলো যখন হাওয়াই-এ ছিলেন তখন তিনি ভীষণ ব্যস্ত সময় কাটাতেন, তাঁর পরিকল্পনাগুলো নিয়ে তাঁর যে কি ভীষণ আগ্রহ ছিলো, রাত্রে তাঁরা দু'জন যখন একা হতেন তখন লোলো মাকে সেই যুদ্ধের সময়ের গল্প শোনাতেন, যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন একজন বালক, তিনি দেখেছিলেন যে তার বাবা এবং তার বড় ভাই রেভুলেশনারি আর্মিতে যোগ দিয়েছে আর এ খবর শুনে তাঁদের দু'জনকেই হত্যা করা হলো এবং ওই পরিবার সর্বস্ব খোয়ালো। ওলন্দাজ আর্মি তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলো, তারা গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে যায়,

www.pathagar.com

খাবার কেনার জন্য তাঁর মাকে তাঁর সোনার গয়না বিক্রি করতে হয়েছিলো। অবস্থার তখন পরিবর্তন ঘটে থাকবে কারণ ওলন্দাজদের বিতাড়িত করা হয়েছে, লোলো মাকে বলেছিলেন যে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন এবং দেশের এই পরিবর্তনের একটি অংশ হয়ে উঠবেন।

উনি আসলে ওভাবে কখনই কথা বলেন না। বস্তুত উনি বোধ হয় এ বিষয়ে মায়ের সাথে কোনো কথাই বলেননি, শুধু প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা তাঁর সাথে মা যখন কথা বলতেন তখন ছাড়া তিনি খুব একটা কথা বলতেন না, তখন তাঁর হাতে একটাই কাজ, কোনো ফুটোফাটা ঠিকঠাক করা কিংবা তাঁর দূরবর্তী চাচাতো মামাতো ভাইদের কাছে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা, একেবারে নাগালের বাইরে।

কোনো কোনো রাতে, সবাই ঘুমোতে যাওয়ার পর মা শুনতে পেতেন যে লোলো একটা ইমপোর্টেড হুইস্কির বোতল নিয়ে সারাবাড়ি পায়চারি মারছেন, তাঁর গোপন বিষয়গুলোর যত্ন নিচ্ছেন। কোনো কোনো রাতে তিনি বালিশের তলায় পিস্তল রেখে ঘুমোতে যেতেন। মা যখনই তাকে এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন যে তাঁর কী হয়েছে, তিনি ভদ্রভাবে মায়ের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন, বলতেন যে তার কিছু হয়নি, তিনি একটু ক্লান্ত। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে তিনি যে কোনো কথাই অবিশ্বাস করতেন।

মায়ের সন্দেহ যে লোলো তার চাকরিতে কোনো একটা গোলমাল পাকিয়েছে। লোলো সেনাবাহিনীতে একজন জিওলজিস্ট হিসেবে কাজ করতেন, তিনি রাস্তা, টানেল এসব জরিপ করতেন। খুব মাথা খাটিয়ে কাজটা করতে হতো কিন্তু এতে পারিশ্রমিক ছিলো খুবই কম। একটা রেফ্রিজারেটর কিনতেই দু'মাসের বেতনের টাকা চলে যেতো, আর এখন তার সাথে একটা বউ আর একটা বাচ্চা... কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি হতাশায় ভুগছিলেন। মা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি বাবার ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকবেন না। তিনি নিজেই নিজেকে চালাতে পারবেন।

তিনি একটা চাকরি খুঁজে নিলেন, আমেরিকান দূতাবাসে ইন্দোনেশিয়ান ব্যবসায়ীদের ইংরেজি শেখাবেন, ওটা ছিলো উন্নয়নমূলক কাজের ইউএস ফরেন এইড-এর একটা অংশ বিশেষ। ওই টাকা তাঁর কাজে লেগেছিলো কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গতা এড়াতে পারেননি। ইন্দোনেশিয়ান ব্যবসায়ীরা ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখালো না এবং অনেকেই সেখান থেকে চলে গেলো। ওখানকার বেশির ভাগ আমেরিকানরাই ছিলো বুড়ো এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভয়ানক ক্যারিয়ারিস্ট, অনিয়মিত অর্থনীতিবিদ কিংবা সাংবাদিকরা রহস্যজনকভাবে মাসের পর মাস অনুপস্থিত থাকতেন, দূতাবাসে তাদের সংযুক্তিকরণ কিংবা তাদের কাজটা আসলে কী বোঝা খুবই মুশকিল ছিলো। কেউ কেউ ছিলো কুৎসিত আমেরিকানদের এক ধরনের ক্যারিক্যাচার, ইন্দোনেশিয়ানদের নিয়ে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করতো যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পেতো যে আমার মা একজন ইন্দোনেশিয়ানকেই বিয়ে করেছেন, তারপরই ইয়ার্কি ঢাকার জন্য

www.pathagar.com

অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতো— জিমের কথা বাদ দাও, গরমে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আচ্ছা তোমার ছেলে কেমন আছে, দারুণ, দারুণ ছেলে একটা।

এরা এই দেশটাকে চিনতো কিংবা আংশিক হলেও চিনতো, বিশেষ করে সেই কক্ষটি যেখানে কঙ্কালগুলো পুঁতে রাখা হয়েছে। লাঞ্চ কিংবা অলস কথোপকথনে মা অনেক কিছুই জানতে পেতেন যেগুলো সাধারণত সংবাদপত্রে জানা যেতো না। ওরা মাকে বলতেন যে সুকর্ণ কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মাথা বিগড়ে দিয়েছেন, ইন্দো-চায়নার ভেতর দিয়ে কমিউনিজম মার্চ-এ ভীষণ আচ্ছন্ন হয়ে আছেন সুকর্ণ। তাঁর বাগাড়ম্বরপূর্ণ জাতীয়তাবাদিতা এবং জোট নিরপেক্ষ অবস্থান সত্ত্বেও তিনি লুমাম্বা কিংবা নাসেরের মতোই একজন খারাপ ব্যক্তি, একমাত্র খারাপ ব্যাপার হচ্ছে ইন্দোনেশিয়াকে কৌশলগত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অনেকে বলাবলি করে যে এই অভ্যুত্থানে সিআইএর হাত আছে, যদিও কেউই নিশ্চিত নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো অভ্যুত্থানের পরেই সেনাবাহিনী কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল এমন বহু লোককে হত্যা করেছে। কতজনকে হত্যা করেছে তার কোনো ঠিক নেই : প্রায় কয়েক লক্ষ; সম্ভবত প্রায় আধা মিলিয়ন। তবে সংখ্যাটা এজেন্সির স্মার্ট লোকটাও জানে না।

চার দিকে ব্যঙ্গক্তি আর কানাঘুষা; এই আধুনিক সময়ের অন্যতম এক নিষ্ঠুর এবং বেগবান দমন পীড়ন অভিযান প্রায় এক বছরেরও কম সময় পরে ডি জাকার্তায় এসে তিনি দেখতে পেলেন। ব্যাপারটায় তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। ভাবটা এমন যে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, উর্বর এবং দোআঁশ মাটি ঠিক যেভাবে এক নদী রক্ত শুষে নিতে পারে যে রক্ত একদা গড়িয়ে পড়েছিলো রাস্তায় রাস্তায়; ঠিক সেভাবেই লোকজন নতুন প্রেসিডেন্টের দানবাকৃতি পোস্টারের নিচে তাদের বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে যেনো কোথাও কিছুই হয়নি; জাতি এখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দারুণ ব্যস্ত। ইন্দোনেশিয়ায় মায়ের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো, তাদেরই কয়েকজন তাকে অন্য রকম গল্প শোনাতে উদগ্রীব, যেমন সরকারি এজেন্সিগুলোতে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে, পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর সদস্যরা লোকজনের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায় করছে, সমগ্র কলকারখানা প্রেসিডেন্টের পরিবার আর তাদের সহচররা গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে। আর প্রতিটা গল্প শোনার পরে মা লোলোকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করতে : "এটা কি সত্যি?"

তিনি কোনো কথাই বলতেন না। মা তাঁকে যতই জিজ্ঞেস করতেন তিনি ততই তাঁর ভদ্র-সুলভ নীরবতায় অটল থাকতেন। "তুমি এসব কথা শুনে এতো উদ্বিগ্ন কেন?" উনি মাকে জিজ্ঞেস করতেন। "পার্টির জন্য নতুন কোনো পোশাক কিনছ না কেন?" শেষ পর্যন্ত মা লোলোর এক চাচাতো ভাইকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, লোলোর চাচাতো ভাই একজন শিশুরোগ চিকিৎসক, উনি যুদ্ধ চলাকালীন সময় লোলোর দেখাশোনা করতেন।

www.pathagar.com

"তুমি বুঝতে পারো না", চাচাতো ভাই নম্রস্বরে মাকে বলেছিলেন।

"কী বুঝতে পারি না?"

"লোলোর দেশে ফিরে আসার পরিস্থিতিটা। হাওয়াই থেকে এত আগে ফিরে আসার পরিকল্পনা তার ছিলো না, তুমি তো জানই। দেশে যখন রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ শুরু হলো তখন বিদেশে পড়তে যাওয়া সব ছাত্রদেরকে কোনো কারণ ছাড়াই দেশে ফিরে আসার সমন জারি হলো, ওদের প্রত্যেকের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছিলো। লোলো যখন বিমান থেকে নামলো তখন তার কোনো ধারণাই ছিলো না যে এরপর কী হতে পারে। বিমান থেকে নামার পর আমরা তাকে দেখতে পাইনি; আর্মি অফিসিয়ালস তাকে নিয়ে গিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন করেছে। ওরা তাকে বললো যে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক বছরের জন্য নিউগিনির জঙ্গলে যেতে হবে। কিন্তু সে অন্যতম একজন ভাগ্যবান ছিলো। যেসব ছাত্র ইস্টার্ন ব্লক-এর দেশগুলোয় পড়াশোনা করতো তাদের আরও খারাপ কাজ করতে হয়েছে। তাদের অনেকে এখনও জেলে কেউ কেউ লাপাত্তা।

"লোলোর প্রতি তোমার এতটা কঠিন হওয়া উচিত নয়।" চাচাতো ভাইটা আবারও বললেন। "এসব সময় ভুলে যেতে পারাটাই ভালো।"

হতভম্ব হয়ে মা চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে এলেন। বাইরে, সূর্য এখন অনেক উঁচুতে, বাতাসে ভর্তি ধুলোবালি, উনি ট্যাক্সি না নিয়ে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে এক ধনী পাড়ায় ঢুকে পড়লেন, ওখানে ডিপ্লোম্যাটস আর জেনারেলরা উঁচু রট আয়রনের গেটওয়ালা বিশাল বিশাল বাড়িতে থাকেন, উনি দেখলেন যে একজন মহিলা, খালি পা আর গায়ে জড়ানো একটা ছেঁড়াশাল, একটা খোলা গেট দিয়ে ঢুকে ড্রাইভওয়ের দিকে চলে যাচ্ছিলো, ওখানে বেশ কয়েকটা লোক মার্সিডিজ বেন্জ আর ল্যান্ড রুভার ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। ওদেরই একজন চিৎকার করে মহিলাকে ধমক দিলো ওখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য, কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দার মতো ওখানেই দাড়িয়ে রইল, হাড্ডিসার বাহু, তার শরীরের আগে আগে ওগুলোই ঝুলে থাকে, মুখটা ছায়ায় ঢেকে আছে। শেষ পর্যন্ত অন্য একজন পকেট থেকে পয়সা বের করে মহিলার দিকে ছুড়ে মারলো। ভয়ানক গতি নিয়ে মহিলাটি পয়সার দিকে দৌড়ে গেলো, কুড়িয়ে কুড়িয়ে কোলের মধ্যে রাখছিলো আর দেখছিলো রাস্তায় আরও আছে কি না?

ক্ষমতা। শব্দটা আমার মায়ের মনে একটা অভিশাপের মতো হয়ে আছে। আমেরিকায় ক্ষমতার প্রকাশ এতটা প্রকাশ্যে হয় না, তবে ওপরের আবরণ খুলে একটু ভেতরে ঢুকলেই সেটা টের পাওয়া যায়; বিশেষ করে ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে গিয়ে কথা বললেও বোঝা যায় কিংবা বিশ্বস্ত কৃষ্ণাঙ্গ কারও সাথে কথা বললেই নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু এখানে ক্ষমতা ছদ্মবেশহীন, বৈষম্যমূলক, নগ্ন এবং স্নায়ুতে তার সর্বদাই সতেজ উপস্থিতি। ক্ষমতা লোলোকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং তাঁকে সজোরে টেনে নিয়ে গেছে তাদের সারিতে, তিনি ক্ষমতার ওজন অনুভব

www.pathagar.com

করতে পেরেছেন এবং একটা জিনিস বুঝে গেছেন যে যে জীবন তিনি যাপন করছেন তা তার নিজস্ব নয়। আর এখানে ব্যাপারটা ওরকমই; এখানে নিয়ম মেনে জীবন-যাপন করতে হবে, আর নিয়মগুলো একবার শেখা হয়ে গেলে জীবন খুবই সহজ হয়ে ওঠে। আর সে কারণে লোলো এই ক্ষমতার সাথে শান্তিচুক্তি করে ফেলেছেন, ওই সব ভুলে থাকাটাই বিচক্ষণতা, উনি শিখে গেছেন; ঠিক যেমন তাঁর ভগ্নিপতি শিখে গেছেন, জাতীয় তেল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিয়েছেন, তাঁর আরেক ভাইও তা-ই করার চেষ্টায় আছেন, শুধু তিনিই হিসাব কষতে ভুল করেছিলেন, এখন তিনি রূপান্তরিত হয়ে প্রতিটি ভিজিট থেকে ফিরে আসার সময় সিলভারওয়্যার চুরি করে নিয়ে আসছেন এবং সিগারেটের বিনিময়ে ওগুলো বিক্রি করে দিচ্ছেন।

মায়ের মনে আছে লোলো তাঁকে একবার কী বলেছিলেন— মায়ের প্রশ্নের পর প্রশ্নে লোলো শেষ পর্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। "অপরাধবোধ হচ্ছে একটা বিলাসিতা, এই বিলাসিতা শুধু বিদেশীদেরই মানায়"— বাবা বলেছিলেন। "ঠিক তোমার মাথায় যা আসে তাই বলে ফেলার মতো।" মা জানতেন না সব কিছু খোয়া দেয়ার ব্যাপারটা আসলে কেমন।

লোলো ঠিকই বলেছেন। মা ছিলেন একজন বিদেশিনী, মধ্যবিত্ত ও শ্বেতাঙ্গ এবং জন্মসূত্রেই তিনি নিরাপদ, এখন তিনি নিরাপত্তা চান বা না চান। পরিস্থিতি খুব বেশি ঘোলাটে হয়ে গেলে তিনি যে কোনো মুহূর্তে এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারেন। তিনি লোলোকে যাই বলেন না কেন ওই সম্ভাবনা হয়তো সেটাকেই অস্বীকার করতে পারে; মা এবং লোলোর ভেতর এক অভেদ্য দেয়াল রয়েছে। এখন তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন আমি আর লোলো চলে যাচ্ছি, যেসব ঘাসের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম ওগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। ওই দৃশ্যে তিনি কিঞ্চিত শিউরে উঠেছিলেন, তিনি পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, এবং হঠাৎ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন।

ক্ষমতা তাঁর পুত্রকেও গ্রাস করে ফেলছে।

আজ পেছনে ফিরে তাকালে আমি নিশ্চিত হতে পারি না যে ওই ক'বছর মা কিভাবে ওসব সহ্য করে গেছেন কিংবা তিনি তা আদৌ বুঝে উঠতে পেরেছিলেন কি না, আমি নিশ্চিত হতে পারি না যে কেনো বাবা আমার মায়ের জন্য যেসব কাজ খুব কঠোর পরিশ্রম করে করতেন সেসব তাদের দু'জনের ভেতর কেবল দূরত্বই সৃষ্টি করছে। নিজেকে যে এ ধরনের প্রশ্ন করবেন এমন মানুষ তিনি ছিলেন না। তার বদলে, তিনি তাঁর কাজে মনোনিবেশ করলেন এবং ইন্দোনেশিয়ায় থাকাকালীন ওই সময়ে তিনি উত্তরোত্তর ওপরে উঠতে শুরু করলেন। তাঁর ভগ্নিপতির সহায়তায় তিনি আমেরিকান একটি তেল কোম্পানির গভমেন্ট রিলেশন অফিসে চাকরি জোগাড় করে ফেললেন। আমরা আরও উন্নত

www.pathagar.com

একটি নেইবারহুডের একটি বাড়িতে চলে গেলাম; মোটরসাইকেলের বদলে এলো কার; কুমির আর টাটা অর্থাৎ উল্লুকের জায়গা নিলো টেলিভিশন আর হাইফাই, কোম্পানি ক্লাবে আমরা ডিনার খেতে যেতে পারতাম। মাঝে মধ্যে বেডরুম থেকে মা আর লোলোর তর্কবিতর্ক আমার কানে আসতো, মা সাধারণত এসব ডিনার পার্টিতে যেতে চাইতেন না, ওখানে আসতো আমেরিকান ব্যবসায়ীরা, আসতো টেক্সাস থেকে এবং লুইসিয়ানা থেকে, এসে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে ঘুষ দিয়ে নতুন ড্রিলিং রাইটস আদায় করতে পেরে লোলোর পিঠ চাপড়ে দিতো, আর তাদের স্ত্রীরা মায়ের কাছে ইন্দোনেশিয়ান সহযোগিতার মান নিয়ে অভিযোগ করতো। লোলো মাকে বলতেন যে তিনি ওখানে একা গেলে কেমন দেখায় এবং মাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন যে ওরা তো তোমারই লোকজন, তখন মা প্রায় চিৎকার দেওয়ার মতো করে বলতেন—

ওরা আমার লোক নয়।

এ ধরনের তর্কবিতর্ক অবশ্য কদাচিৎ হতো; মা আর লোলো আমার বোন মায়ার জন্মের পর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং শেষমেশ ডিভোর্স হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং দশ বছর পর আমি যখন তাঁকে শেষবারের মতো দেখেছি তখন পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ছিলেন, ওই সময় মা লোলোকে লিভারের অসুখের চিকিৎসা করানোর জন্য লস্ অ্যাঞ্জেলস্-এ আসতে সহযোগিতা করেছিলেন, যে রোগে উনি একান্ন বছর বয়সে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবেন। একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছিলাম তা হলো আমার প্রতি মায়ের আচরণের ক্রমশ পরিবর্তন। ইন্দোনেশিয়ার ভিন্ন সংস্কৃতি দ্রুত রপ্ত করতে তিনি আমাকে সবসময়ই উৎসাহ দিতেন : এই সংস্কৃতি আমাকে তুলনামূলকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছিলো এবং স্বল্প বাজেটে চলতে শিখিয়েছিলো এবং অন্যান্য আমেরিকান শিশুদের সাথে তুলনা করলে আমার আচরণ ছিলো অত্যন্ত ভালো। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন তাদের ঘৃণা করতে যাদের ভেতর মুর্খতা আর ঔদ্ধত্যের সংমিশ্রণ রয়েছে, দেশের বাইরে আমেরিকানদের ওরকমই একটা ভাবমূর্তি রয়েছে। কিন্তু তিনি এখন একটা জিনিস শিখে গেছেন, ঠিক যেমন লোলো শিখতে পেরেছিলেন, তা হলো আমেরিকানদের আর ইন্দোনেশিয়ানদের ভেতর জাতিগতভাবে এক দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। তিনি জানতেন এই বিভক্ত অংশের কোন দিকে তাঁর সন্তানকে নিয়ে যেতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু আমি একজন আমেরিকান সেহেতু আমার সত্যিকার জীবন অন্য কোথাও নিহিত। তাঁর প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা ছিলো আমার পড়াশোনা কেন্দ্রিক। টাকা-পয়সা ছাড়াই তিনি আমাকে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা করে ছিলেন, ডিজাকার্তার ওই স্কুলে অধিকাংশ বিদেশি ছাত্ররাই পড়তে যায়। যেদিন প্রথম এখানে এসেছিলাম সেদিন থেকেই তিনি ইন্দোনেশিয়ার স্কুলের অতিরিক্ত কোর্সে সবসময় ইউ এস-এর সঙ্গে মেলে এমন একটা কোর্স নেয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন।

www.pathagar.com

তাঁর এই প্রচেষ্টা এখন আগের চেয়ে দ্বিগুণ। সপ্তাহে পাঁচদিন, তিনি আমার রুমে আসতেন ভোর চারটায়, জোর করে নাস্তা খাওয়াতেন এবং স্কুলে যাওয়ার আগে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে ইংরেজি পড়াতেন। এরপর আমি স্কুলে চলে যেতাম আর উনি চলে যেতেন তাঁর অফিসে। তাঁর এই কঠোর বিধানের প্রতি আমি তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করতাম, নানান রকম কুট কৌশল খাটাতাম, এখন সেটা ডাহা মিথ্যে কথাই হোক ("আমার পেট ব্যথা করছে") আর নিরেট সাত্যি কথাই হোক (প্রতি পাঁচ মিনিট পরপরই আমার চোখের পাতা ঘুমে ঢুলুঢুলু করতো), তিনি খুব ধৈর্যসহকারে তাঁর শক্তিশালী কৌশল ব্যবহার করতেন।

"শোনো আমি এখানে পিকনিক করতে আসিনি।"

তারপর শুরু হলো আমার নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর পর্যায়ক্রমিক উদ্বিগ্নতা। দাদিমার গলার আওয়াজ আরও বেড়ে যায়। আমার মনে আছে একদিন বেশ রাত করে বাড়ি ফিরেছিলাম, ফিরেই দেখতে পেলাম আমাকে খোঁজার জন্য উঠোনে পাড়ার অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে। মাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো, কিন্তু আমাকে দেখার সাথে সাথেই তাঁর মুখ থেকে ওই ভাবটা উঠে গেলো, তিনি এতই খুশি হলেন যে পরবর্তী কয়েক মিনিট তিনি আমার কুনুই কবজি পর্যন্ত যে পট্টি দিয়ে প্যাঁচানো এবং কাদায় যে কবজি বাদামি হয়ে আছে তা খেয়ালই করেননি।

"ওটা কী?"

"কোনটা?"

"ওইযে, তুমি কি পট্টি দিয়ে তোমার হাত জড়িয়ে রেখেছো?"

"এখানে কেটে গেছে।"

"দেখি, দেখি।"

"না, তেমন কিছু হয়নি।"

"বেরি, আমাকে দেখতে দাও।"

আমি পট্টি খুলে ফেললাম, বিশাল এক জখম কবজি থেকে কুনই পর্যন্ত ছড়ানো। আর এক ইঞ্চি হলেই আমার শিরা কেটে যেতো, কিন্তু জখম পেশির বেশ গভীর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে, ওখানে গোলাপি মাংস চামড়ার নিচে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। তাঁকে শান্ত করার জন্য আমি তাঁকে ঘটনা খুলে বললাম। আমি আর আমার আরেক বন্ধু বিনা ভাড়ায় তাদের পারিবারিক খামারের বাইরে ঘুরতে বের হয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো, আর ওই খামারেই ভীষণ পিচ্ছিল একটা জায়গা ছিলো, আর খামারটা ছিলো কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, আর...

"লোলো!"

মা যখন এই গল্পটা বলেন তখন এই পয়েন্টে এসে তিনি হেঁসে ফেলেন। এই হাসি দিয়ে তিনি তাঁর সন্তানের অতীতের পাপগুলো ক্ষমা করে দেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর সামান্য হলেও বদলে যায় যখন লোলোর পরামর্শের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়, লোলো পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমাদের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত,

www.pathagar.com

সকাল হলেই আমরা জখম সেলাই করতে যাবো এবং আমাদের একমাত্র কারওয়ালা প্রতিবেশির গাড়িটা মাকেই ধার করতে হবে যেনো ওটা নিয়ে আমরা হসপিটালে যেতে পারি। মা স্মরণ করতে পারেন যে আমরা যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলাম তখন হাসপাতালের অধিকাংশ বাতিই নেভানো, কোনো রিসিপশনিস্টকেও দেখা যাচ্ছে না; তাঁর উত্তেজিত এলোপাতাড়ি হাঁটার শব্দের প্রতিধ্বনি হলওয়ের ভেতর থেকে ভেঁসে আসছিলো, শেষ পর্যন্ত দু'জন তরুণের দেখা পাওয়া গেলো, বক্সারদের শর্ট্স পরে ছিলো ওরা, ছোট্ট একটা রুমের পেছনে বসে তাস খেলছে। মা জিজ্ঞেস করলেন যে ডাক্তার কোথায়, তখন বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতেই ওরা উত্তর দিলো, 'আমরাই ডাক্তার," এই বলে ওরা ওদের খেলায় ফিরে গেলো, তারপর খেলা শেষ করে ট্রাওজার পরে এসে আমার হাতে গোটা বিশেক সেলাই দিয়ে দিলো, এবং ওই সেলাইয়ের কারণে আমার হাতে বিশ্রি একটা ক্ষত চিহ্ন থেকে গেলো। একটা কথা মনে হলেই তাঁর পিলে চমকে উঠে যে উনি যদি ওই জখম নিয়ে মাথা না ঘামাতেন তাহলে হয়তো তার ছেলেটা মারাই যেতো, তাঁর চার পাশের সবাই অবশ্যই তাকে বাঁচানোর জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়তো, তাদের জন্য তাঁর প্রচণ্ড দরদ ছিলো কিন্তু তাঁর চার পাশে এমন কেউ ছিলোনা যারা তাদের নিজেদের ভয়ানক নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় বিশ্বাসী।

ওই ইস্যুগুলো ওরকমই ছিলো, আমি এখন যতদূর বুঝতে পারি, স্কুলের ট্রান্সক্রিপট কিংবা মেডিক্যাল সার্ভিসের চেয়ে ওই বিষয়গুলো ছিলো আরও অস্পষ্ট। "তুমি যদি মানুষের মধ্যে বেড়ে উঠতে চাও, তাহলে তোমার ভেতর কিছু মূল্যবোধ গড়ে তোলা উচিত।" মা বলতেন।

সততা— লোলোর উচিত নয় ট্যাক্স অফিসের লোকজন আসলে রেফ্রিজারেটর টেনে টেনে স্টোর রুমে লুকিয়ে রাখা, সততা এমন একটা জিনিস যা ইনকামট্যাক্সের লোকজন ছাড়াও অন্যান্য সবাই তা আশা করে। পক্ষপাতহীনতা— ধনি ছাত্রদের বাবা-মাদের উচিত নয় রমজান মাসে শিক্ষকদের টেলিভিশন সেট উপহার দেয়া, এবং এভাবে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে ওই সব ছাত্রদের উচিত নয় গর্ববোধ করা। সোজাসাপটা কথা বলা— তোমার জন্মদিনে তোমার জন্য যে শার্ট আমি কিনে আনি তা যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে তোমার উচিত সরাসরি সেটা জানিয়ে দেয়া, তোমার উচিত নয় ক্লজিটের এক কোণায় ওটাকে চিরতরে রেখে দেয়া। নিজস্ব স্বাধীন বিচারবোধ— চুল কাটা নিয়ে অন্যেরা গরিব ছেলেদের খেপালেই যে তোমাকেও খেপাতে হবে তা নয়।

ব্যাপারটা এমন, যেনো, অর্ধপৃথিবী ঘুরে ঘুরে, গণ্ডিবদ্ধ চরিত্র আর কপটতা থেকে দূরে থেকে থেকে ওই সব ভালো জ্ঞান তাঁর ভেতর উন্মোচিত হয়ে গেছে, মা তাঁর মিড-ওয়েস্টার্ন অতীতের গুণাবলিগুলোকে সজীব করে তুলতে পারতেন এবং সেগুলোকে সংশোধিত কাঠামোয় উপস্থাপন করতে পারতেন। সমস্যা হলো তিনি আরও নববলে বলীয়ান হয়েছিলেন, যখনই তিনি আমাকে এসব ভাষ্য শোনাতেন

www.pathagar.com

আমি বাধ্য ছেলের মতো সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝোঁকাতাম। কিন্তু তাঁর একটা জিনিস অবশ্যই বোঝা উচিত ছিলো যে তাঁর অনেক ধারণাই অবাস্তব। লোলো শুধু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ছিলেন দারিদ্র্য, দুর্নীতি, নিরাপত্তার জন্য মানুষের অবিরাম হুড়োহুড়ি; কিন্তু ও সবের সৃষ্টি তিনি করেননি। এই ব্যাপারটা আমার চার পাশ ঘিরে থাকতো এবং আমার ভেতর অবিশ্রান্তভাবে সন্দেহবাদের জন্ম হতো। আমার মায়ের আত্মবিশ্বাস ছিলো সদগুণের সূচের আগায় যা নির্ভর করতো এমন এক বিশ্বাসের ওপর যে বিশ্বাস আমি ধারণ করি না, ওই বিশ্বাসকে তিনি আবার ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে স্বীকৃতি দিতেন না, তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে যা বলে সে অনুযায়ী ওটা হলো ভ্রষ্টাচার : যে বিশ্বাস যৌক্তিক, যে বিশ্বাস অনুযায়ী চিন্তাশীল লোকজনরা তাদের নিজের নিয়তি নিজেই গড়ে তুলতে পারে। যে দেশে দুঃখকষ্ট সহ্য করার জন্য নিয়তিবাদ একটা আবশ্যকীয় হাতিয়ার হিসেবে অবস্থান করছে, যে দেশে পরম সত্যকে দিনকে দিন বাস্তবতা থেকে পৃথক করে রাখা হয় সেখানে মা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের এক নিঃসঙ্গ সাক্ষী, নব্য-ব্যবস্থা, শান্তি-সেনা পজিশন-পেপার লিবারালিজম-এর একজন সৈনিক।

এই এত সব কিছুর ভেতর তাঁর একজন মাত্র সমর্থনদানকারী ছিলো আর সেটা হলো আমার বাবার দূরবর্তী কতৃত্ব। যতই দিন যেতে লাগলো বাবা সম্পর্কে মা আমাকে ততই বেশি বেশি গল্প শোনানো শুরু করলেন, যে বাবা কিভাবে দরিদ্র পরিবারে, একটি দরিদ্র দেশে এবং একটি দরিদ্র মহাদেশে বেড়ে উঠেছেন, তাঁর জীবন কেমন কঠিন ছিলো, বাবার ওই কঠিন জীবনের সাথে লোলোর হয়তো পরিচয় থাকতে পারে। বাবা যদিও কোনো সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করেননি আবার জীবনের সব পথেও হেঁটে দেখেননি। তিনি ছিলেন অধ্যবসায়ী এবং সৎ ও সৎ হতে গিয়ে তাঁকে কতটা মূল্য দিতে হতো সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তিনি যে নৈতিকতা অনুসারে জীবন পরিচালনা করতেন তার জন্য প্রয়োজন এক ভিন্ন ধরনের চারিত্রিক দৃঢ়তা, আর ওই নৈতিকতা খুব উঁচু স্তরের ক্ষমতা কাঠামোর কথা বলে। মা বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি বাবাকেই অনুসরণ করব, এছাড়া আমার আর কোনো চয়েস নেই, কেননা আমার বংশগতিতেই ওটা রয়ে গেছে।

"তোমার ভ্রুজোড়ার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত... তোমার বাবার ভ্রু ছিলো হালকা ধরনের, তোমার মতো এত ঘন ছিলো না। কিন্তু তোমার বুদ্ধি এবং চরিত্র তোমার বাবার মতো।"

তাঁর সব বার্তাগুলোই ছিলো সাধারণত কালোদের অভিনন্দিত করার জন্য। তিনি বাড়িতে আসতেন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের ওপর বইপত্র নিয়ে, মাহালিয়া জ্যাকসনের গানের রেকর্ডিং নিয়ে, ড. কিং এর বক্তৃতা নিয়ে। তিনি যখন আমাকে গল্প শোনাতেন যে, দক্ষিণে স্কুলের বাচ্চাদের ধনী—শ্বেতাঙ্গ-স্কুলের পুরোনো বই দেয়া হতো পড়ার জন্য। কিন্তু ওই সব দরিদ্র বাচ্চারাই কিন্তু ডাক্তার, বিজ্ঞানী, আইনজীবী এসব হতে পারতো, তখন আমার মনে হতো সকালে উঠতে

www.pathagar.com

আমি যে গড়িমসি করি তার জন্য নিজেকে চরম শাস্তি প্রদান করি। আমি যদি আমার ইন্দোনেশিয়ান বয়স্কাউট গ্রুপের গল্প করি যারা প্রেসিডেন্টের সামনে গুজ-স্টেপিং ডেমোনেস্ট্রেশন প্রদর্শন করেছিলো মা তখন অন্যরকম একটা কুচকাওয়াজের গল্প শোনাতেন, আমার বয়সী শিশুদের কুচকাওয়াজ, এই কুচকাওয়াজ ছিলো স্বাধীনতার জন্য। প্রত্যেকটা কালো পুরুষ ছিলো থারগুয়া মার্শাল কিংবা সিডনি পইটিয়ার, আর প্রত্যেকটা কালো নারী ছিলো ফ্যানি লউ হ্যামার কিংবা লেনা হরনি। কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার অর্থ ছিলো এক মহান পূর্বসূরির উত্তরাধিকারী হওয়া, এক বিশেষ নিয়তির অধিকারী হওয়া, কালোদের রয়েছে এক গৌরবান্বিত গুরুভার যা বহন করতে আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী।

এই গুরুভার আমাদের বহন করতে হবে একটা বিশেষ স্টাইলে। একটা কথা মা আমাকে বারংবার বলতেন : "হ্যারি বেলাফন্টে ছিলেন এই গ্রহের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ।"

এই প্রসঙ্গে এসে লাইফ ম্যাগাজিনের ওই ছবিটার কথা মনে পড়ে গেলো, যেখানে কালোরা তাদের গায়ের চামড়া তুলে শ্বেতাঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি অন্যান্য কালো শিশুদের কথা কল্পনা করতে লাগলাম, তখনকার এবং এখনকার, যারা একই রিভিলেশনের ওই মুহূর্তের ভেতর দিয়ে গেছে, সম্ভবত অধিকাংশের কাছেই ব্যাপারটি খুব শিঘ্র ঘটে গেছে— বাবা-মার সতর্কবাণী যেনো কেউ বিশেষ একটি নেইবারহুডের সীমানা অতিক্রম না করে কিংবা বার্বির মত চুল না থাকার কারণে কেউ যেন হতাশা বোধ না করে, এটা কোনো ব্যাপার নয় চুল কতটা লম্বা করে তুমি আঁচড়াও, কিংবা ঘুমাতে যাওয়ার সময় আড়ি পেতে শোনা পিতা কিংবা পিতামহদের পুলিশ কিংবা তাদের মালিক কর্তৃক অবমানিত হওয়ার গল্প শুনে কেউ যেনো হতাশা বোধ না করে। সম্ভবত একজন শিশুর পক্ষে স্বল্পমাত্রার খারাপ সংবাদ শোনাটা বেশ সহজসাধ্য, একটা আত্মরক্ষামূলক সিস্টেম গড়ে তোলাকে অনুমোদন করা আর কী— যদিও আমার সন্দেহ হতো যে আমি ভাগ্যবানদের ভেতর কেউ একজন কি না, আত্মসন্দেহ থেকে আমার শৈশব মুক্ত কি না?

আমি জানি ওই ধরনের একটা আর্টিকেল দেখা আমার জন্য খুবই ভয়াবহ ব্যাপার, অতর্কিত আক্রমণের মতো। মা আমাকে গোঁড়া লোকজনদের এড়িয়ে চলতে বলতেন— ওরা হলো নির্বোধ আর অশিক্ষিত। আর আমি যদি নিজের নশ্বরতাকে বিবেচনায় না আনতে পারতাম, সেক্ষেত্রে লোলো আমাকে সাহায্য করতেন, তিনি আমাকে বোঝাতেন কিভাবে আমি খোঁড়া রোগে আক্রান্ত হতে পারি, দুর্ঘটনায় কিভাবে পঙ্গু হতে পারি, কিভাবে আমার ভাগ্যের অবনতি হতে পারে, আমি অন্যদের ভেতরে সাধারণ লোভ এবং নিষ্ঠুরতা চিহ্নিত করতে পারতাম এমনকি আমার ভেতরেরটাও চিহ্নিত করতে পারতাম। কিন্তু ওই ফটোগ্রাফটি আমাকে অন্য কিছুর কথা বলে : যে ওখানে একটা লুকায়িত শত্রু রয়েছে, এই শত্রু

www.pathagar.com

কারও অজান্তেই আমাকে আক্রমণ করে বসতে পারে, এমনকি আমার নিজের অজান্তেই, সেদিন দূতাবাসের ওই পাঠাগার থেকে বাড়ি ফিরে আমি সোজা বাথরুমে গিয়ে একটা আয়নার সামনে দাঁড়ালাম, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপাতত অক্ষত আছে বলেই মনে হচ্ছে, ঠিক আগেও যেমন দেখতাম এখনও তেমন আছে, আমি খুঁজছিলাম আমার শরীরে কোনো অসঙ্গতি আছে কি না? এর বিকল্প অবস্থা মোটামুটি কম ভয়ানক নয়— আমার চার পাশের প্রাপ্তবয়স্করা পাগলামির মাঝখানে বাস করছে।

শুরুর দিকের এই আকস্মিক উদ্বিগ্নতা আমার কেটে যাবে, ইন্দোনেশিয়ায় আগের চেয়ে আরও কয়েকটা বছর আমি বেশি কাটাবো। আমি এক ধরনের আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিলাম যা সবসময় বিচার করে দেখা হতো না, আর অর্জন করেছিলাম দুষ্টামি করার এক অদম্য প্রতিভা। কিন্তু আমার অন্তর্দৃষ্টি স্থায়ীভাবে বদলে গিয়েছিলো। সন্ধ্যায় টেলিভিশনে বিদেশী একটা অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো, ওখানে দেখতাম আই স্পাই ছবিতে কসবি কখনই ওই মেয়েটাকে পায় না, মিশন ইম্পসিবল এ দেখতাম সব সময়ের জন্য একজন কালো মানুষ সন্ত্রাসের জগতে। আমি দেখেছি গ্রামপস আর টুটের পাঠানো সিয়ারস, রোবাক ক্রিসমাস ক্যাটালগে আমার মতো কেউ নেই, এবং সান্তা হলেন একজন শ্বেতাঙ্গ।

আমি নিজের মনে নিজেই এসব পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতাম, ভাবতাম যে মা ওই সব দেখতে পান না কিংবা আমাকে রক্ষা করার জন্য উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং আমার উচিত নয় তাঁর এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হতে দেয়া। মায়ের ভালোবাসার প্রতি আমার এখনও আস্থা আছে— কিন্তু এখন আমার মা যে পৃথিবী কল্পনা করেন আমি তার মুখোমুখি হই, এবং তাঁর পৃথিবীতে বাবার অবস্থান, যাই হোক না কেন, অসম্পূর্ণ।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ভিড়ের মধ্যে তাদের চিনতে আমার একটু সময় লাগলো। স্লাইডিং ডোর যখন প্রথম খুলে এল, তখন ঘোলাটে হাসি মুখ, উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে লোকজন গার্ডরেলিং-এ দাঁড়িয়ে উকি মারছে। শেষ পর্যন্ত ভিড়ের পেছন প্রান্তে গিয়ে আমি লম্বা, রুপালি চুলের এক ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম, তাঁর পাশেই দাঁড়ানো খাটো, প্যাঁচার মতো গুরুগম্ভীর এক ভদ্রমহিলা, লোকটার পাশে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। এই দম্পতি আমি যে দিক দিয়ে আসছিলাম সেদিকে তাকিয়ে হাত ইশারা করলেন, কিন্তু আমি হাত ইশারা করার আগেই দু'জন একটা ঘোলাটে কাচের আড়ালে চলে গেলেন।

লাইনের সামনের দিকে তাকালাম, ওখানে মনে হচ্ছে একটা চায়নিজ পরিবার কাস্টমস্-এর সাথে কোনো ঝামেলা বাঁধিয়েছে। হংকং থেকে আসা ওই ফ্লাইটে ওরা ছিলো দারুণ প্রাণবন্ত একদল যাত্রী, বাবা তার জুতো জোড়া খুলে রেখে প্লেনের মাঝখানের আইল দিয়ে হাঁটাচলা করছিলেন, বাচ্চারা কিচিরমিচির করছিলো ওদের সিটে বসে, মা আর নানি বালিশ আর কম্বল গায়ে চেপে একটানা বকবক করে যাচ্ছিলেন। আর এখন ওই পরিবার একেবারে নিস্তব্ধ, মনে হচ্ছে পারলে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়, তাদের চোখ নিরবে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওই আঙুলগুলোর দিকে যে আঙুলগুলো তাদের মনে একরাশ ভীতি ছড়িয়ে খুব শান্তমনে পাসপোর্ট আর লাগেজ উল্টোপাল্টা করছে। ওদের বাবাটাকে দেখে কেনো যেনো লোলোর কথা মনে পড়ে গেলো, আমি আমার সাথে করে আনা কাঠের মুখোশের দিকে তাকালাম, এক ইন্দোনেশিয়ান কো-পাইলট আমাকে এই উপহারটি দিয়েছেন, তিনি হলেন আমার মায়ের বন্ধু, উনি আমাকে আলাদা জায়গায় নিয়ে গেছেন, আর মা এবং লোলো আমার নতুন নবজাতক বোন মায়াকে নিয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি চোখ বন্ধ করে আমার মুখোশটা পরতে যাচ্ছিলাম। মুখোশের কাঠে বাদাম আর দারুচিনির গন্ধ, মনে হচ্ছে আমি প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে মেঘের ওপর

www.pathagar.com

দিয়ে ভেসে ভেসে সেই বেগুনি রঙের দিগন্তে ফিরে যাচ্ছি যেখানে আমি একদা ছিলাম...

কেউ একজন আমার নাম ধরে ডাকলো, মুখোশটা আমার একপাশে পড়ে গেলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে দিবাস্বপ্নও উধাও হয়ে গেলো, এবং আবারও তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমার নানা-নানিরা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, খুব জোরে জোরে হাত নাড়ছেন। এবার আমি হাত নাড়লাম; এরপর কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই আমি আমার মুখোশটা আবারও মুখের কাছে তুলে ধরে সামান্য একটু উদ্ভট নৃত্যের ভঙ্গিতে মাথাটা দোলালাম। আমার নানা-নানি হেসে উঠলেন, তারপর আরও জোরে জোরে হাত নাড়তে শুরু করলেন ঠিক তখনই কাস্টমার অফিসিয়াল আমার ঘাড়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন আমি আমেরিকান কি না, আমি মাথা নেড়ে তাকে আমার পাসপোর্টটা দেখালাম।

"যাও", উনি বললেন, আর ওই চাইনিজ পরিবারকে একপাশে দাঁড়াতে বললেন।

স্লাইডিংডোর আমার পেছনে বন্ধ হয়ে গেলো। টুট আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্যান্ডি আর চুইংগাম আমার ঘাড়ের ওপর ধরে দোলাতে লাগলেন। গ্রাম্পস আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বললেন মুখোশটার দেখছি বেশ ভালোই উন্নতি হয়েছে। উনারা আমাকে নিয়ে তাদের নতুন কেনা কার-এ গিয়ে উঠলেন, আর গ্রাম্পস এয়ারকন্ডিশন কিভাবে ছাড়তে হয় সেটা দেখালেন, হাইওয়ে ধরে আমরা চলতে থাকলাম, ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট, ছোট ছোট মোটেল, ফেস্টুনে বাঁধা পুরোনো কার এসব পেরিয়ে যেতে থাকলাম। তাদের এই ভ্রমণবিষয়ক কাহিনি শোনালাম তখন সবাই মিলে ফিরে গেলাম ডিজাকার্তায়। আমার ওয়েলকাম-ব্যাক-ডিনার উপলক্ষে গ্রামপস কী কী পরিকল্পনা করেছেন সেসব বললেন আর টুট পরামর্শ দিলেন যে স্কুলে যাবার জন্য আমার নতুন জামাকাপড় দরকার।

তারপর হঠাৎ করেই কথোপকথন থেমে গেলো। বেশ বুঝতে পারলাম যে আমাকে এখন থেকে অপরিচিতদের সাথে বসবাস করতে হবে।

নতুন আয়োজন খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না, বিশেষ করে মা যখন এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। এখনই আমার আমেরিকান স্কুলে ভর্তি হওয়ার আসল সময়, মা বললেন; আমি এত দিন ধরে আমার কোরেসপন্ডেস কোর্সের সমস্ত পড়া পড়ে এসেছি। তিনি আমাকে জানালেন যে খুব শিগগির তিনি আর মায়া হাওয়াই এ আমার সঙ্গে যোগ দেবেন— এই এক বছরের মধ্যেই— এবং তিনি চেষ্টা করবেন ক্রিসমাসটা এখানেই করার। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমি এখানে গ্রাম্পস আর টুটের সাথে গত গ্রীষ্মে কী দারুণ সময়ই না কাটিয়েছি— আইসক্রিম, কার্টুন, আর সারাদিন ধরে সমুদ্রসৈকতে। "আর তোমাকে এখানে ভোর চারটায় উঠতে হবে না," উনি বললেন, কারণ আমার সবচেয়ে জঘন্য লাগত ওই সময় ঘুম থেকে ওঠা।

www.pathagar.com

শুধু এই এখন আমি একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থানের জন্য নিজেকে খাপ খাওয়াতে শুরু করলাম এবং দেখলাম আমার নানা-নানি তাঁদের সময় সূচিতে বেশ ছন্দময় হয়ে উঠেছেন, এবং বুঝতে পারলাম তাঁরা দু'জন কতটা বদলে গেছেন। মা আর আমি তাঁদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁরা তাদের এক বিশাল অপরিকল্পিত বাড়ি বিক্রি করে দেন, এখন বেরাতানিয়া স্ট্রিটের কাছে হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে দুই বেডরুম বিশিষ্ট ছোট্ট একটি বাড়ি ভাড়া করেছেন। গ্রাম্পস আসবাবপত্রের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এখন লাইফ ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজেকেই বোঝাতে পারেননি যে তাঁর এই বিক্রীত জিনিস লোকজনের কেন প্রয়োজন, আবার কাজটি তিনি ছেড়েও দিতে পারছেন না। সুতরাং তাঁর কাজের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। প্রতি রবিবার রাত্রেই, আমি দেখতাম যে উনার বিরক্তি দিন দিন বাড়ছে, উনি বাড়ি ফিরে তাঁর চেয়ারের সামনে তাঁর ব্রিফকেসটা রাখতেন আর টিভি ট্রে সেট আপ করতেন, এবং সম্ভাব্য সব ধরনের টিভি সেন্টার ধরার চেষ্টা করে অবশেষে ওই রুম থেকে আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে বের করে দিতেন, তারপর ফোনে তাঁর ধনি ক্লায়েন্টদের সঙ্গে দেখা করার সময় ঠিকঠাক করতেন। মাঝে মধ্যে আমি চুপচুপ করে রান্নাঘরে ঢুকতাম সোডা নেয়ার জন্য, এবং তাঁর কথা শুনতে পেতাম, ফোনে তিনি ভয়ানক মরিয়া হয়ে উঠতেন, আবার এক উত্তেজনাকর নীরবতায় স্থির হয়ে থাকতেন যখন অন্যপ্রান্ত থেকে কেউ ব্যাখ্যা করে বোঝাতো যে কেন বৃহস্পতিবার দিনটা ভালো নয় এবং মঙ্গলবার দিনটা কেন খুব বেশি ভালো নয়, এরপর গ্রাম্পস ফোন রেখে এক ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, তাঁর হাত তার কোলে রাখা ফাইলগুলোর ওপর অস্থির হয়ে উঠতো ঠিক গভীর বিপদে পড়া জুয়াড়িদের মতো।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দু-একটা লোক সাড়া দিতো, তাঁর শোক কিছুটা কমতো, তখন তিনি আমার রুমে এসে পায়চারী করতে করতে তাঁর ছোট বেলার গল্প শোনাতেন আর নয়তো রিডারডাইজেস্টে পড়া নতুন কোনো কৌতুক শোনাতেন। আর যদি সে রাতে ফোনে তাঁর সন্তোষজনক কথাবার্তা হতো তাহলে তিনি তাঁর কিছু অসমাপ্ত কাজ নিয়ে আমার সাথে আলোচনায় বসতেন– তিনি একটি কবিতার বই লেখা শুরু করেছেন, তাঁর কিছু স্কেচ তিনি খুব শিগগির তৈলচিত্রে রূপান্তর করবেন, তিনি যে একটা আদর্শ বাড়ি বানাবেন তার ফ্লোরপ্ল্যান করতেন, ওটাতে পুশ-বাটনের সুবিধা থাকবে এবং থাকবে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো করে সাজানো চমৎকার টেরাস। সম্ভাবনা যতই কমে আসতো তাঁর এই পরিকল্পনা দিন দিন আরও প্রবল হয়ে উঠতো, কিন্তু তাঁর ওই পরিকল্পনার ভেতর তাঁর কিছু পুরোনো উৎসাহ খুঁজে পেতাম এবং আমি চিন্তা করে করে উৎসাহব্যঞ্জক প্রশ্ন খুঁজে বের করতাম যেন তাঁর মেজাজ ভালো থাকে। এরপর, তাঁর প্রেজেন্টেশনের ঠিক মাঝখানে দু'জনই তাকিয়ে দেখতাম টুট আমার রুমের বাইরে হলঘরে অভিযোগের ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

www.pathagar.com

"তুমি কী চাও, মেডিলিন?"

"তোমার কী ফোন দেয়া শেষ হয়েছে, ডিয়ার?"

"হ্যাঁ, মেডিলিন' ফোন দেয়া শেষ হয়েছে। এখন বাজে রাত দশটা!"

"এখন কোনো চেঁচামেচি করার দরকার নেই, স্ট্যানলি। আমি জানতে এসেছিলাম যে আমি কি রান্না ঘরে যেতে পারি?"

"আমি চেঁচামেচি করছি না! জেসাস খ্রাইস্ট, আমি বুঝতে পারি না কেনো—" কিন্তু উনি কথা শেষ করার আগেই টুট তাঁদের বেডরুমে চলে যান, আর গ্রাম্পস বিষণ্ন এবং ক্ষুব্ধ মনে রুম ছেড়ে চলে যান।

তাঁদের এই ঝগড়ায় আমি বেশ অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি; আমার নানা-নানির ঝগড়া ক্রমশ তাঁদের জীবনরীতিতে পরিণত হয়ে গেছে, আর এর মূলে যে কারণটা রয়েছে সেই কারণটা তাঁরা মুখে উচ্চারণ করেন না বললেই চলে, সেটা হলো টুট গ্রাম্পসের চেয়ে বেশি আয় করেন। টুট নিজেকে একজন ট্রেইলব্লেজার হিসেবে প্রমাণ করেছেন। লোকাল ব্যাংকের তিনিই সর্বপ্রথম একজন মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট, আর গ্রাম্পস, যদিও বলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর ক্যারিয়ারকে সবসময় উৎসাহ প্রদান করেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ওই চাকরিটাই তাঁদের ভেতর একই সাথে কোমলতা আর তিক্ততার উৎস হয়ে উঠল।

ব্যাপারটা এমন নয় যে টুট তাঁর সাফল্য সম্পর্কে আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। কলেজ এডুকেশন ছাড়াই তিনি আমার অনাকাঙ্ক্ষিত জন্মের অর্থ জোগাড়ের জন্য সেক্রেটারি হিসেবে কাজ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দারুণ উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং চমৎকার বিচার বোধ সম্পন্ন একজন মহিলা এবং যে কোনো কাজে টিঁকে থাকার সামর্থ্য তাঁর ছিলো। ধীরে ধীরে তিনি ওপরে উঠতে থাকলেন, নিয়মকানুনগুলো ভালো করে রপ্ত করতে থাকলেন, এবং এমন একটা পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করলেন যেখানে উঠতে শুধু দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। ওই পদে তিনি প্রায় বিশ বছর ধরে ছিলেন, ছুটি নিয়েছেন কদাচিৎ, আর চেয়ে চেয়ে দেখতেন যে তার পুরুষ সহকর্মীরা করপোরেটের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। নাইনথ্ হোল কিংবা ক্লাবহাউসের ঘোড়দৌড়ের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু তথ্য ফাঁস করে তারা ক্রমশ সম্পদশালী হয়ে উঠছে।

মা টুটকে অনেকবার একটা কথা বলেছেন যে ব্যাংকে লিঙ্গ বৈষম্য করা উচিত নয়। কিন্তু টুট তাঁর মন্তব্য ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন, উনি বলতেন যে সবাই সব সময় অভিযোগ করার একটা অহেতুক কারণ খুঁজে বেড়ায়। টুট কখনও অভিযোগ করতেন না। প্রতিদিন তিনি সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতেন, অ্যাপার্টমেন্টে যে আলুথালু মু-মু পোশাক পরে থাকতেন ওটা বদলে তিনি একেবারে লাগসই একটা পোশাক পরে নিতেন আর পায়ে পরতেন হাই-হিলড পাম্প, মুখে পাউডার।

www.pathagar.com

ঠিক ছয়টা তিরিশের বাসে চেপে পৌঁছে যেতেন তাঁর শহরতলির অফিসটায় এবং অন্য কেউই তাঁর আগে গিয়ে অফিসে পৌঁছাতে পারতেন না। তিনি স্বীকার করতেন যে তিনি তাঁর কাজে এক ধরনের ঈর্ষান্বিত গর্ববোধ করতেন এবং লোকাল ফিনান্সিয়াল নিউজের বাইরে ভেতরের নানান কাহিনী আমাদের বলে তিনি বেশ মজা পেতেন। আমি বেশ বড় হওয়ার পরেও তিনি আমাকে চুপি চুপি বলতেন যে তিনি সাদা পিকেট এর বেড়া দেয়া একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখা কখনই থামাবেন না। তাঁর দিন কেটে যেতো বেকিং করে কিংবা ব্রিজ খেলেখেলে কিংবা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতেন স্থানীয় কোনো লাইব্রেরিতে। তাঁর এই স্বীকোরোক্তিতে আমি বেশ অবাক হতাম; কেননা তিনি কখনই তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা কিংবা বেদনার কথা বলতেন না। তিনি নিজের জন্য যে বিকল্প ইতিহাস কল্পনা করতেন তা তিনি হয়তোবা পছন্দ করতেন কিংবা করতেন না, কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম তা হলো টুট যখন চাকরি করতেন ওই সময় একজন বধূর বাড়ির বাইরে চাকরি করাটা গর্ব করার মতো কোনো বিষয় ছিলো না, তাঁর নিজের জন্যও নয় কিংবা গ্রাম্পসের জন্যও নয় ওটা শুধু হারিয়ে যাওয়া বছরগুলোর আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করতো। টুট বিশ্বাস করতেন তাঁর দৌহিত্রদের চাহিদা মেটানোতে এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের নির্বিকারবাদে।

"যেহেতু এখনও তুমি বাচ্চা ছেলে সেহেতু ভালো করার চেষ্টা করো, বার," তিনি প্রায় এই কথাটা বলতেন, "আর এটাই আসল কথা।"

এরকমই ছিলো আমার নানা-নানির জীবন যাপন। তাঁরা তাঁদের অ্যাপার্টমেন্টে বেড়াতে আসা অতিথিদের (ইদানীং অতিথি কম ঘনঘন আসেন) জন্য এখনও সাসিমি রান্না করেন। গ্রাম্পস এখনও হাওয়াই শার্ট প'রে অফিসে যান, এবং টুট তাঁকে টুট বলে ডাকার ওপর এখনও জোর দেন। আর এসব না হলে, হাওয়াই-এ তাঁদের যে উচ্চাভিলাষ ছিলো তা নিঃশেষ হয়ে যেতো, অতীতের এবং তাঁদের সময়সূচির নিয়মানুবর্তিতা, আবহাওয়া— এখনও তাদের প্রধান সান্ত্বনা হয়ে আছে। মাঝে মধ্যে তাঁরা বিড়বিড় করে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন যে জাপানিরা কিভাবে ওই দ্বীপটার দখল নিলো, কিভাবে ওই দ্বীপের অর্থনীতি চায়নারা নিয়ন্ত্রণ করছে। ওয়াটার গেট শুনানি চলাকালীন আমার মা ভীষণ উৎসাহ নিয়ে ওই সংবাদের খোঁজ খবর রাখতেন, কারণ তাঁরা নিক্সনকে ভোট দিয়েছিলেন, ১৯৬৮সালে নিক্সন ছিলেন ল-এন্ড-অর্ডার ক্যানডিডেট। একসঙ্গে আগের মতো সমুদ্রসৈকতে কিংবা কোথাও বেড়াতে যেতে পারতাম না; রাতে গ্রাম্পস বসে বসে টেলিভিশন দেখতেন আর টুট তাঁর রুমে বসে হত্যা রহস্য পড়তেন। তাঁদের প্রধান উত্তেজনা এখন নিউ-ড্র্যাপস কিংবা স্ট্যান্ড-অ্যালোন ফ্রিজার থেকে সরে গেছে। যেনো তাঁরা তাঁদের আত্মতুষ্টিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, মাঝ বয়সে এসে যেমনটা হওয়া উচিত, সময়ের সাথে সাথে পরিপক্বতা, উদ্দেশ্য অনুযায়ী শক্তি খাটানো, অর্জনকে স্বীকৃতি প্রদান যা মানুষের আত্মাকে মুক্ত করে।

www.pathagar.com

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার অনুপস্থিতিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা তাঁদের ব্যর্থতাগুলো মুছে ফেলবেন এবং যে কোনো কাজে লেগেই থাকবেন। তাঁরা দেখেছেন যে আশা করার মতো কোনো গন্তব্য তাঁদের আর নেই।

গ্রীষ্মকাল যতই কাছে আসছিলো, আমি স্কুল শুরুর জন্য দিন দিন আরও অস্থির হয়ে উঠছিলাম। আমার প্রধান উদ্বেগ ছিলো আমার সমবয়সী বন্ধু খুঁজে বের করা; কিন্তু আমার নানা-নানির কাছে পুনাহু অ্যাকাডেমিতে ভর্তি মানে এক বিশাল অভিজাত ব্যাপার, পরিবারের মর্যাদা এতে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে এবং সবাইকে তাঁরা বলতে পারবেন যে আমি পুনাহু অ্যাকাডেমিতে পড়ি। ১৮৪১ সালে মিশনারি হিসেবে ওটার যাত্রা শুরু হয়েছিলো, তারপর পুনাহু এক দারুণ মর্যাদাসম্পন্ন প্রেপ স্কুল হয়ে ওঠে যা ওখানকার এলিট শ্রেণীর জন্য এক অনবদ্য ডিম্বস্ফোটন যন্ত্রে পরিণত হয়। এই স্কুলের খ্যাতির কারণে মা আমাকে স্টেট্স-এ ফিরে যাওয়ার সম্মতি দিয়েছিলেন: আমাকে ওখানে ভর্তি করা অত সহজ হবে না, নানা-নানি আমার মাকে বলেছিলেন; অপেক্ষমাণ তালিকা অনেক লম্বা, শুধু গ্রাম্পস-এর বস্-এর হস্তক্ষেপেই আমাকে ওখানে ভর্তি করা সম্ভব, নানার বস্ ছিলেন ওই অ্যাকাডেমির একজন প্রাক্তন ছাত্র, (আমার প্রথম ইতিবাচক অভিজ্ঞতা, মনে হয়েছিলো, জাতিগত সমস্যা একটু হলেও সহ্য করতে হয়েছিলো)।

গত গ্রীষ্মে, পুনাহুর অ্যাডমিশন অফিসারের কাছে আমি বেশ কয়েকটা সাক্ষাৎকার দিয়েছি। তিনি বেশ চটপটে এবং দক্ষ চেহারার একজন ভদ্রমহিলা, উনি হয়তো খেয়ালই করেননি যে চেয়ার থেকে আমার পা মেঝে ছুঁতেই পারছিলো না কিন্তু তিনি আমাকে ক্যারিয়ার নিয়ে ভীষণ উদ্দীপ্ত করে তুলছিলেন। ওই সাক্ষাৎকারের পর তিনি আমাকে আর গ্রাম্পসকে ওই ক্যাম্পাসে ঘুরতে পাঠিয়েছিলেন, কয়েক একরের ওপর বিশাল এক কমপ্লেক্স, আরামদায়ক সবুজ মাঠ আর বড় বড় গাছপালা। পুরোনো মিশনারি স্কুলঘর এবং কাচ আর স্টিলের আধুনিক অবকাঠামো। টেনিস কোর্ট, সুইমিংপুল,ফটোগ্রাফি স্টুডিও। এক সময় আমরা আমাদের গাইডের একটু পেছনে পড়ে গেলাম, তখন গ্রাম্পস আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বললেন।

"বার," এটাকে তো স্কুল মনে হচ্ছেনা, মনে হচ্ছে একটা স্বর্গ। মনে হচ্ছে তোমার সাথে আমি আবার এই স্কুলে আসা করি।"

একটা মোটা প্যাকেটে তথ্যাবলিসহ আমার ভর্তির নোটিশ এলো, টুট শনিবার বিকেলে খুব মনোযোগ দিয়ে ওগুলো পড়বেন বলে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। "পুনাহু পরিবারে স্বাগতম," ওই চিঠিতে লেখা। ওখানে আমার জন্য একটা আলমারি নির্ধারণ করা হয়েছে; সঙ্গে ওরা আমাকে কী কী কিনতে হবে তারও একটা তালিকা দিয়ে দিয়েছে– শারীরিক শিক্ষার জন্য একটা ইউনিফরম, কেঁচি, নাম্বার টু পেন্সিল, ক্যালকুলেটর (ঐচ্ছিক)। গ্রাম্পস সারা সন্ধ্যা ধরে

www.pathagar.com

স্কুলের ক্যাটালগের আদ্যপান্ত পড়লেন, একটা মোটাসোটা বই, ওটাতে আগামী সাত বছরের কর্মকান্ডের বিবরণ দেয়া আছে– কলেজ প্রেপকোর্স, এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ– পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্যের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। প্রতিটি নতুন আইটেমের সাথে সাথে গ্রাম্পস যেনো আরও জীবন্ত হয়ে উঠছেন, বুড়ো আঙুল দিয়ে পৃষ্ঠাকে ঠিক জায়গায় রেখে কেবলই লাফ দিয়ে উঠে উঠে টুটের রুমের দিকে যাচ্ছেন, গ্রাম্পস বিস্ময়ে অভিভূত: "মেডেলিন, গেট অ্যা লোড অব দিস!"

সুতরাং গ্রাম্পস একরাশ উত্তেজনা নিয়ে আমাকে প্রথম দিন স্কুলে নিয়ে গেলেন। আমরা অনেক আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম– ক্যাস্‌ল হল, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ভবন তখন পর্যন্ত খোলেইনি। বেশ কয়েকজন বাচ্চা ততক্ষণে চলে এসেছে, গ্রীষ্মের সংবাদ শোনার জন্য ব্যস্ত। আমি হালকা পাতলা গড়নের চাইনিজ একটা ছেলের পাশে গিয়ে বসলাম, ওর গলায় বিশাল একটা ডেন্টাল রিটেইনার চামড়ার ফিতে দিয়ে ঝোলানো।

"হাই দেয়ার", গ্রাম্পস ছেলেটাকে বললো, "এই হচ্ছে বেরি, আমি হলাম বেরির নানা। তুমি আমাকে গ্রাম্পস বলে ডাকতে পারো।" গ্রাম্পস ছেলেটার সঙ্গে করমর্দন করলেন, ছেলেটার নাম ফ্রেডেরিখ। "বেরি এখানে নতুন।" "আমিও" ফ্রেডেরিখ বললো, তারপর দু'জন মিলে বেশ প্রাণবন্ত কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। আমি অস্বস্তি নিয়ে বসে আছি, শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল এবং আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করলাম। দরজায় গ্রাম্পস আমাদের দু'জনেরই পিঠ চাপড়ে দিলেন।

"আমি হলে যা করতাম সেরকম কিছু করো না"। বলেই দাঁত বের করে হাসতে লাগলেন।

"তোমার নানু বেশ মজার মানুষ।" ফ্রেডেরিখ বলল, আমরা দেখলাম গ্রাম্পস মিস হেফটির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, মিস্ হেফটি আমাদের হোমরুম টিচার।

"হ্যাঁ, সে-ই"।

আমরা আরও চারজন ছেলের সঙ্গে এক টেবিলে গিয়ে বসলাম, আর মিস হেফটি, মাঝবয়সী, ধূসর রঙের খাটো করে কাটা চুলের প্রাণবন্ত রমণী, ক্লাসে এসে নাম ডাকলেন। উনি যখন আমার পুরো নাম ধরে ডাকলেন সারা ক্লাস ফিক করে হেঁসে উঠলো। ফ্রেডেরিখ আমার দিকে ঝুঁকে বলল।

"আমি ভাবলাম তোমার নাম মনে হয় বেরি।"

"তোমাকে যদি আমরা বেরি বলে ডাকি তুমি কি পছন্দ করবে?" মিস হেফটি জিজ্ঞেস করলেন।

"বারাক খুব সুন্দর একটা নাম। তোমার নানা বললেন যে তোমার বাবা একজন কেনিয়ান। আমিও কেনিয়ায় থাকতাম। তোমার বয়সী বাচ্চাদের পড়াতাম। খুব সুন্দর একটা দেশ। তুমি কি জানো তোমার বাবা কোন্ উপজাতি থেকে এসেছেন?"

www.pathagar.com

তাঁর ওই প্রশ্নে খিলখিল হাসির শব্দ আরও বেড়ে গেলো। আমি কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে থাকলাম। তারপর শেষ পর্যন্ত বললাম "লুউ", পেছন থেকে কটা চুলের একটা ছেলে বানরের মতো ওই শব্দটারই পুনরাবৃত্তি করে জোরে শিস দিয়ে উঠলো। তারপর বাচ্চারা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারলোনা, মিস্ হেফটির কঠোর তিরস্কারে ক্লাসরুম মোটামুটি শান্ত হলো তারপর তালিকায় থাকা পরবর্তীজনের নামের প্রসঙ্গে আমরা কোনো রকম যেতে পেরেছিলাম।

দিনের বাকি অংশটুকু আমি হতভম্ব অবস্থায় কাটালাম। লালচুলের একটা মেয়ে আমার মাথার চুল ছুঁয়ে দেখতে চাইলো, কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় সে মনে হলো বেশ কষ্ট পেলো। টসটসে মুখের একটা ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমার বাবা মানুষ খেয়েছেন কি না? বাড়ি ফিরে দেখলাম গ্রাম্পস ডিনার তৈরির মাঝখানে।

"হাহ্, কেমন লাগলো? মিস হেফটি যে কেনিয়ায় থাকতেন ব্যাপারটা কী ভয়ানক নয়? আমি বাজি ধরে বলতে পারি প্রথম দিনটা উনি তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।"

আমি সোজা আমার রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ক্লাসরুমে যে অভিনবত্বের স্বাদ নিয়ে ঢুকেছিলাম তা ক্লাসের অন্য বাচ্চাদের কারণে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো, যদিও আমার মনের স্বাভাবিক অবস্থা আমি খুব বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারিনি। গ্রাম্পস আর আমি নিজের জন্য যেসব জামাকাপড় পছন্দ করেছি তার সবই পুরোনো ফ্যাশনের; যে ইন্দোনেশিয়ান স্যান্ডেল ডিজাকার্তায় খুব ভালো চলেছিলো এখানে এসে ওটা পুরোনো জীর্ণ হয়ে গেলো। আমার বেশির ভাগ সহপাঠীরাই সেই কিন্ডারগারটেন থেকে এক সাথে; একই রকম পাড়ায় ওদের বসবাস, স্প্লিট লেভেলের বাড়ি যেখানে রয়েছে সুইমিংপুল, তাদের বাবারা একই লিটল লীগ টিমের প্রশিক্ষণ দেয়ান, তাদের মায়েরা রুটি বিক্রির জন্য স্পন্সর করে থাকেন। তাদের কেউই সকার কিংবা ব্যাডমিন্টন কিংবা দাবা কিছুই খেলে না, এবং আমি জানি না ফুটবলকে কীভাবে পেঁচিয়ে থ্রো করা যায় কিংবা স্কোরবোর্ডে কিভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।

দশ বছর বয়সী একজন বালকের দুঃস্বপ্ন। প্রথম মাসের ওই অস্বস্তি সত্ত্বেও অন্য ছেলেদের তুলনায় আমার অবস্থা খুব একটা খারাপ ছিলো না, বিশেষ করে যারা আরও বেশি বেখাপ্পা ধরনের ছিলো যেমন কোনো কোনো মেয়ে ছিলো খুব লম্বা কিংবা খুবই লাজুক, আবার একটা ছেলের স্বভাব ছিলো সে অতিমাত্রায় সক্রিয়, বেশ কয়েকটা বাচ্চা হাঁপানিতে এতই ভুগতো যে ওদেরকে পি.ই থেকে রেহাই দেয়া হতো।

আমাদের ক্লাসে আরও একটা মেয়ে ছিলো, যার কথা ভাবলে আমি অন্য রকম একটা বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। মেয়েটার নাম কোরিট্রা, আমি এখানে আসার আগে আমাদের ক্লাসে সে-ই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ। মেয়েটা দেখতে ছিলো গোলগাল এবং কালো এবং মনে হতো মেয়েটার বন্ধুসংখ্যা খুবই কম। প্রথম দিন থেকেই

www.pathagar.com

আমরা একে অপরকে এড়িয়ে চলেছি কিন্তু দূর থেকে আমরা একে অন্যের দিকে তাকাতাম, ভাবটা এমন যেন সরাসরি পরস্পরের সংস্পর্শে এলে আমরা যে সত্যিকার অর্থেই বিচ্ছিন্ন তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অবশেষে এক ছুটির মধ্যে, গরম এবং মেঘমুক্ত একটা দিনে, দেখলাম যে আমরা দু'জন খেলার মাঠের একই কর্নারে। আমরা পরস্পর কী কথা বলেছিলাম আমার খেয়াল নেই, কিন্তু সে জঙ্গলের জিম এবং সুইং-এর চার পাশ দিয়ে আমাকে ধাওয়া করছিলো। প্রাণ খুলে হাসছিলো মেয়েটা, আমি তাকে ক্ষেপাচ্ছিলাম আর যেন ধরতে না পারে এরকম করে পাশ কেটে কেটে যাচ্ছিলাম, শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরেই ফেললো এবং দু'জন একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বাচ্চাদের একদল, সূর্যের তীব্র আলোয় ওদের মুখ দেখাই যাচ্ছে না, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কোরেট্টার বয়ফেন্ড, কোরেট্টার বয়ফ্রেন্ড।"

ওদের সুরেলা চিৎকার আরও বাড়তেই থাকলো এবং আরও বেশ কয়েকটা বাচ্চা এসে আমাদের ঘিরে ধরলো।

"ও আমার গার্লফ্রেন্ড না," আমি তোতলানো শুরু করলাম। আমি কোরেট্টার দিকে তাকালাম, দেখলাম সে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

"কোরেট্টা একটা বয়ফ্রেন্ড পেয়েছে। তুমি ওকে চুমু খাচ্ছ না কেন, মিস্টার বয়ফ্রেন্ড?"

"আমি ওর বয়ফ্রেন্ড না।" আমি চিৎকার করে উঠলাম। কোরেট্টার দিকে দৌড়ে গিয়ে তাকে হালকা করে একটা ধাক্কা মারলাম, সে পেছনে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলো এবং আমার মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই। "আমাকে একা থাকতে দাও!" আমি আবারও চিৎকার দিলাম। এরপর কোরেট্টা হঠাৎ করেই দৌড় শুরু করলো, খুব জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে সে চোখের আড়াল হয়ে গেলো। আমার চার পাশে এখন হাসির হুল্লোড়। এরপর স্কুলের ঘন্টা বাজলো, শিক্ষকরা এসে আমাদের সবাইকে ক্লাসরুমে নিয়ে গেলেন।

সেদিন সারাটা বিকেল, আমার কেবলই ঘুরে ফিরে কোরেট্টার মুখের কথা মনে পড়ছে, দৌড় শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তের ওই মুখটা : হতাশ আর অভিযুক্ত একটা মুখ। যেভাবেই হোক আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে এটা ব্যক্তিগত কোনো বিষয় ছিলো না, এর আগে আমার কোনো বান্ধবী ছিলো না এবং বান্ধবী থাকার বিশেষ কোনো প্রয়োজনও দেখতে পাইনি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, ওসব বোঝানোর মত সময় আর নেই, আমি যখনই কোরেট্টার ডেস্কের দিকে আড় চোখে তাকাই তখনই দেখি সে মাথা নিচু করে পড়ছে, যেনো কিছুই হয়নি, সে নিজের মতো করে আছে, আমার কোনো সহযোগিতার জন্য কিছু বলছে না।

www.pathagar.com

আমার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অন্য ছেলেদের কাছ থেকে আমি কিছুটা রেহাই পেলাম এবং কোরেট্টার মতো আমিও অনেকটা একা হয়ে পড়লাম। বেশ কয়েকজনের সাথে অবশ্য আমার বন্ধুত্ব হলো, ক্লাসে আমি কথাবার্তা কমিয়ে দিলাম, টলতে টলতে চলা ফুটবলকে শূন্যে মারার কৈশল অনেকটা আয়ত্ত করে ফেললাম। কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমার মনের একাংশে কেমন যেনো অপমানিত বোধ করতে লাগলাম এবং আমার মনটা ভেঙে গিয়েছিলো, আমি আমার নানা-নানির যাপিত জীবন প্রত্যাখ্যান করা শুরু করলাম। স্কুল শেষে, আমি আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে হেঁটে হেঁটে পাঁচ ব্লক দূরে চলে যেতাম; আমার পকেটে খুচরো পয়সা থাকলে মাঝে মধ্যে আমি একটা নিউজস্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম, ওই দোকানটা চালাতেন একজন অন্ধ মানুষ, তিনি আমাকে বলতেন যে কোন কোন কমিকসগুলো নতুন এসেছে, বাড়িতে থাকতেন গ্রাম্পস, বাড়িতে ঢোকার জন্য তিনি দরজা খুলে দিতেন, বিকেল বেলা তিনি যখন তন্দ্রায় যেতেন তখন আমি টেলিভিশনে কার্টুন আর সিটকম রিরান্স দেখতাম। চারটা তিরিশে গ্রামপসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতাম এবং দু'জন মিলে গাড়ি নিয়ে টুটকে নিয়ে আসতে যেতাম শহরতলিতে। ডিনারের আগেই আমার হোমওয়ার্ক শেষ হয়ে যেতো, আমরা ডিনার করতাম টেলিভিশনের সামনে বসে। কোন প্রোগ্রামটা দেখা যায় ওটা নিয়ে গ্রামপসের সাথে একটা সমঝোতায় এসে বাকি সন্ধ্যা ওখানে কাটিয়ে দিতাম, আর বাজারে নতুন আসা গ্রাম্পসের আবিষ্কৃত স্ন্যাক্স ফুড ভাগাভাগি করে খেতাম। দশটার দিকে চলে যেতাম আমার নিজের রুমে (ওই সময় জনি কার্সন আসতেন এবং তখন প্রোগ্রাম দেখা নিয়ে কোনো সমঝোতায় যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকত না)। এর পর রেডিওতে টপ ফোরটি মিউজিক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেতাম।

আমেরিকার কনজিউমার সংস্কৃতির কোমল এবং ক্ষমাশীল সংস্কৃতিতে বাসা বেঁধে আমি নিজেকে নিরাপদ বলেই অনুভব করছিলাম; যেন আমি একটা লম্বা শীতনিদ্রায় চলে গেছি। মাঝে মধ্যে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম কত দিন আমি ওভাবে কাটাতে পারব, তারপর টুট একদিন মেইল বক্সে একটা টেলিগ্রাম পেলেন।

"তোমার বাবা আসছে তোমাকে দেখার জন্য", টুট বললেন।" "পরের মাসেই ও আসছে, তোমার মায়ের দু'সপ্তাহ পরে। দু'জনই নিউ-ইয়ার পর্যন্ত এখানে থাকবে।"

খুব সাবধানে টেলিগ্রামটা ভাঁজ করে রান্নাঘরের ড্রয়ারে রেখে দিলেন। গ্রাম্পস আর টুট দু'জনই চুপচাপ হয়ে গেলেন, কোনো ডাক্তার যখন বলেন যে রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন তবে ভালো হওয়ার আশা আছে তখন সবাই যেমন চুপ মেরে যান, আমার মনে হলো উনারাও ঠিক ওরকমই চুপ মেরে গেলো। ওই মুহূর্তে রুম থেকে যেনো বাতাস শুষে নেয়া হয়েছে, সবাই হকচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

"ঠিক আছে," টুট শেষ পর্যন্ত কথা বলে উঠলেন; "আমার মনে হয় থাকার জন্য আমাদের বাড়ি খোঁজা শুরু করা দরকার।" গ্রাম্পস চোখ থেকে চশমা নামিয়ে চোখ মুছতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

"জঘন্য একটা ক্রিসমাস হতে যাচ্ছে।"

লাঞ্চের পরে একদল ছেলের সামনে আমি ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে আমার বাবা একজন রাজপুত্র।

"আমার দাদা, উনি হলেন গোত্রপ্রধান। এটা অনেকটা উপজাতীয় রাজার মত; অনেকটা ইন্ডিয়ানদের মতো আর কী। আর সে কারণেই উনি হলেন একজন রাজপুত্র। দাদা মারা যাওয়ার পর ক্ষমতা আমার বাবার হাতে চলে আসবে।"

"এরপর কী হবে?" ট্রেগুলো খালি করে ট্র্যাশবিনে ফেলতে ফেলতে একটা ছেলে জিজ্ঞেস করলো। "মানে আমি বলতে চাচ্ছি তুমি কি রাজপুত্তর হওয়ার জন্য ওখানে ফিরে যাবে নাকি?"

"হ্যাঁ... যদি আমি যেতে চাই তাহলে যেতে পারব। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ জটিল, কারণ উপজাতীদের ভেতর প্রচুর যোদ্ধা থাকে। যেমন ওবামা... ওবামা অর্থ হলো 'জ্বলন্ত বর্শা'। আমাদের উপজাতিতে সবাই চাইবে রাজা হতে, সুতরাং আমি ফিরে যাওয়ার আগেই বাবা লড়াই থামিয়ে ফেলবেন।"

কথাগুলো মুখ দিয়ে হুড়মুড় করে বের হয়ে গেলো এবং বুঝতে পারলাম ওরা এই গল্প বিশ্বাস করছে এবং আমার সাথে ওদের বেশ জমে উঠলো, ক্লাসের পেছন সারিতে বসে আমরা ঠোঁকাঠুঁকি করতেও শুরু করলাম, আমার নিজের মনেরই একটা অংশ এই গল্প বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। কিন্তু অন্য একটা অংশ বলছে, আমি তাদের যা বলেছি সবই মিথ্যে, মায়ের কাছ থেকে শোনা নানান তথ্য জোড়াতালি দিয়ে আমি এই গল্পটি বানিয়েছি। বাবার সশরীরে আগমনের এক সপ্তাহ পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি তাঁর সম্পর্কে অনেক দূরের একটা প্রতিমূর্তি তৈরি করব এমন একটা প্রতি মূর্তি যা আমি খেয়াল খুশিমতো বদলাতে পারবো কিংবা সুবিধামতো আমি উপেক্ষা করতে পারব। বাবা যদি আমাকে হতাশ না করতেন তাহলে তিনি অপরিচিত একজন হয়েই থাকতেন, হয়ে থাকতেন নিয়ত পরিবর্তনশীল একজন এবং অস্পষ্ট রকমের একটা হুমকির মতো।

তাঁর আগমন উপলক্ষে আমার ভেতর যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তা মা বেশ বুঝতে পেরেছেন— আমার ধারণা, তিনি নিজেও উদ্বিগ্ন— সুতরাং তাঁর জন্য যে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করা হবে সেটার প্রস্তুতির ফাঁকে ফাঁকে মা আমাকে নিশ্চিত করতেন যে তাঁদের এই পুনর্মিলন বেশ ভালোই হবে। আমরা যখন ইন্দোনেশিয়ায় ছিলাম ওই সময় মায়ের সাথে বাবার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হতো, এবং বাবা আমার সম্পর্কে সব কিছু জানতেন। মায়ের মতো তিনিও আবার বিয়ে করেছেন এবং এখন কেনিয়ায় আমার পাঁচটা ভাই এবং একটা বোন আছে। তিনি গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন, তাঁর সফরের আরেকটা উদ্দেশ্য হলো তাঁর স্বাস্থ্য উদ্ধার, তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে পড়েছিলেন।

"তোমরা দু'জন দু'জনের খুব ভালো বন্ধু হতে পারবে"— মা বললেন।

www.pathagar.com

বাবার আগমনের সংবাদ উপলক্ষে মা আমাকে কেনিয়া সম্পর্কে এবং কেনিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে নানান তথ্য দিতে লাগলেন— জোমো কেনিয়াত্তা সম্পর্কে একটা বই থেকে তিনি আমাকে ওই সব তথ্য দিতেন, জোমো ছিলেন কেনিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট, আর আমি ওখান থেকেই 'জ্বলন্ত বর্শা' নামটা চুরি করেছি। কিন্তু মা আমাকে এমন কিছুই বলেননি, যা আমার সন্দেহের অবসান ঘটাতে পারে, এবং তাঁর দেয়া কিছু তথ্য আমি বজায় রেখেছিলাম। শুধু একবার তিনি আমার উৎসাহে আগুন ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন, যখন উনি বললেন যে আমার পিতার উপজাতি, অর্থাৎ লুউ, ছিলো একটি নিলোটিক (নীলনদ অঞ্চলের অধিবাসী) জনগোষ্ঠী, পৃথিবীর মহত্তম এক নদীর তীরে ওদের বসবাস ছিলো, সেখান থেকে তারা চলে আসে এই কেনিয়ায়। শুনতে দারুণ; গ্রামপস অনেক দিন আগে একটা তৈলচিত্র এঁকেছিলেন, ওটা তিনি এখনও রেখে দিয়েছেন, ওটা ছিলো একটা রেপ্লিকা, রোগা পাতলা ব্রোঞ্জ রঙের মিশরীয়রা সোনার রথে চড়ে আছে, অ্যালাবাস্টারের মতো শুভ্র মসৃণ ঘোড়ায় টানা রথ। মনে মনে আমি প্রাচীন মিশর দেখতে পেতাম, সেই মহান রাজ্য, আমি বইয়ে পড়েছি পিরামিড এবং ফারাউদের গল্প, নেফারতিতি এবং ক্লিওপেট্রার গল্প।

একদিন শনিবারে আমি আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি একটা লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম, কর্কশ কণ্ঠের এক বুড়ো লাইব্রেরিয়ানের সহায়তায় আমি পূর্ব আফ্রিকার ওপর একটা বই খুঁজে পেয়েছিলাম, লাইব্রেরিয়ান আমার ভীষণ উৎসাহের প্রশংসা করেছিলেন। এই বইতে শুধু পিরামিডের ব্যাপারটাই উল্লেখ করা ছিলো না, বস্তুত লুউ সম্পর্কে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ দেয়া। Nilote, অবশেষে পাওয়া গেলো, এখানে বেশ কয়েকটা যাযাবর উপজাতির বর্ণনা দেয়া আছে, তাদের আসল উৎপত্তি হলো সাদা নীলনদের তীর ঘেঁষে সুদান অঞ্চলে, মিশরীয় সাম্রাজ্য থেকে অনেক দক্ষিণে। লউরা পশু পালন করতো, বাস করতো কাদামাটির কুড়েঘরে এবং খেতো বিভিন্ন রকমের শস্য এবং গাছ আলু, যেটাকে বলা হয় মিলেট। আর তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো চামড়ার ফিতে। আমি বইটা টেবিলের ওপর খোলা রেখে ওই লাইব্রেরিয়ানকে কোনো ধন্যবাদ না দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

সেই মহান দিনটি শেষ পর্যন্ত এলো, এবং মিস্ হেফটি আমাকে ক্লাস থেকে বেশ আগেই বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে আমার শুভ কামনাও করেছিলেন, অভিযুক্ত মানুষের মতো একটা অনুভূতি নিয়ে আমি স্কুল ভবন ত্যাগ করলাম। নানা-নানির অ্যাপার্টমেন্টের দিকে যতই এগোচ্ছিলাম ততই আমার পা ভারী হয়ে আসছিলো, বুকের ধুকপুক শব্দ আরও জোরেশোরে শুরু হয়ে গেলো। এলিভেটেরে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন বোতাম না চেপেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, আবার খুলে গেলো, একজন বয়স্ক ফিলিপিননো উঠলেন, উনি চতুর্থ তলায় থাকেন।

"তোমার নানা বললেন যে তোমার বাবা নাকি আজ তোমাকে দেখতে আসছেন," লোকটা বেশ হাসি খুশি মুখ নিয়ে বললেন। "তোমার আজকে খুব মজা হবে, তাই না!"

www.pathagar.com

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এবং হনলুলু স্কাইলাইনের ওপারের দূরের জাহাজগুলোর দিকে যখন তাকালাম, এবং যখন আড়চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চড়ুই পাখিরা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আকাশে উড়ছে তখন দেখলাম যে আমার পালানোর কোনো পথ নেই, আমি ডোরবেলে চাপ দিলাম। টুট দরজাটা খুললেন।

"এই তো, এসো, বার... তোমার বাবার সঙ্গে দেখা কর।"

এবং আমি তাঁকে দেখলাম, ওখানে বাতি নেভানো ওই হলঘরটায়, লম্বা, কালো চেহারার একটা মানুষ একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। হাঁটু গেঁড়ে বসলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আমি আমার বাহুগুলো আমার দুই পাশেই ছড়িয়ে দিলাম। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন আমার মা, তাঁর চিবুক যথারীতি কাঁপছে "ঠিক আছে, বেরি", বাবা বললেন। "অনেক দিন পর তোমাকে দেখতে পাওয়া খুব ভালো একটা ব্যাপার। ভেরি গুড।"

উনি আমার হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন, ওখানে আমরা সবাই বসে পড়লাম।

"তো, বেরি, তোমার নানি বললেন তুমি নাকি স্কুলে খুব ভালো করছো।"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

"ও মনে হয় লজ্জা পাচ্ছে," টুট বললেন, উনি মুচকি হেসে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

"হুম," বাবা বললেন, "স্কুলে ভালো করলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে তো মনে হয় বলাই হয়নি তোমার অন্য ভাইবোনেরাও স্কুলে খুব ভালো করছে। আমার মনে হয় এটা রক্তের গুনে," হাসতে হাসতে বললেন তিনি।

বড়রা যখন কথা বলা শুরু করলেন তখন খুব সতর্কভাবে আমি তাঁকে দেখতে থাকলাম। আমি যতটুকু ভেবেছিলাম তাঁর চেয়ে তিনি অনেক বেশি হালকা পাতলা, তাঁর হাঁটুর কাছে তাঁর ট্রাউজারের ওপর দিয়ে খুব তীক্ষ্ণভাবে কেটে গেছে, আমি কল্পনাই করতে পারি না যে তিনি এখন কাউকে তুলে শূন্যে ওঠাতে পারবেন, তাঁর পাশে, দেয়ালে রাখা একটা বেত যার মাথায় রাখা ভোঁতা একটা গজদন্ত। তিনি নীল ব্লেজার, সাদা শার্ট এবং একটা স্কারলেট অ্যাসকট পরে আছেন। তার হর্ন-রিম্‌ড চশমাটায় ল্যাম্পের আলো এসে ঠিকরে পড়ছে, ফলে তাঁর চোখ দুটো ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু উনি যখন চশমাটা খুলে নাক মুছতে শুরু করলেন, দেখলাম চোখ দুটো সামান্য হলদেটে, ওই চোখ দেখলেই বোঝা যায় উনি দু-একবার ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছেন। আমার মনে হলো তাঁর শরীরটা বেশ দুর্বল, উনি যখনই কোনো সিগারেট ধরাতে যাচ্ছেন কিংবা বিয়ারের বোতল ধরতে যাচ্ছেন তখনই তিনি খুব সাবধানতা অবলম্বন করছেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মা পরামর্শ দিলেন যে বাবাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে এবং বাবার উচিত একটু ঘুমিয়ে নেয়া এবং তিনিও রাজি হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ট্রাভেল ব্যাগগুলো এক জায়গায় জড়ো করে ওগুলোর ভেতর থেকে নানান জিনিস বের করে আনতে শুরু করলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই তিনটি জিনিস বের হয়ে এলো→

www.pathagar.com

একটা সিংহ, একটা হাতি ও আবলুস কাঠের তৈরি একটা মানুষ উপজাতিদের পোশাক পরে ড্রাম পেটাচ্ছে— তিনি আমার হাতে ওই জিনিসগুলো তুলে দিলেন।

"ধন্যবাদ বলো, বার," মা বললেন।

"ধন্যবাদ," আমি বিড়বিড় করে বললাম।

বাবা আর আমি দু'জন মিলেই খোদাই করা ওই তিনটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি, মূর্তিগুলো আমার হাতে, মৃত। উনি আমার ঘাড় ছুলেন।

"খুব ছোট্ট জিনিসগুলো," নরম সুরে বললেন। তারপর গ্রাম্পসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, তারপর দু'জন মিলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে অন্য একটি অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেলেন।

এক মাস। ওই এক মাস ধরে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, বেশির ভাগ সন্ধ্যায় আমার নানা-নানির লিভিং রুমে পাঁচজন এক সাথে হতাম, দিনের বেলা গাড়ি চালিয়ে দ্বীপ ঘুরে ঘুরে দেখতাম কিংবা হেঁটে হেঁটে আমাদের পরিবারের স্মৃতিময় জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতাম। একটা লট যেখানে এক সময় আমার বাবার অ্যাপার্টমেন্ট দাঁড়িয়েছিলে; আমি জন্মেছিলাম যে হাসপাতালে ওটার মডেল পাল্টিয়ে নতুন করে করা হয়েছে; বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাভেন্যুর সামনে আমার নানা-নানির সেই আগের বাড়িটি যে বাড়ি সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারিনি। এই মাত্র এক মাসে বলার ছিলো অনেক কিছু, অনেক কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝানোর ছিলো; এবং এখনও আমি যখন আমার বাবার ওই স্মৃতিতে ফিরে যাই তখন আমাদের ভেতরের ছোট ছোট কথোপকথনগুলো কিছুতেই মনে করতে পারি না, ওগুলো অপূরণীয়ভাবে হারিয়ে গেছে। সম্ভবত ওগুলো মনের অনেক গভীরে কোথাও লুকিয়ে আছে, তাঁর কণ্ঠ, সমস্ত রকমের জটপাকানো যুক্তিতর্কের বীজ, যা আমি বহন করে চলেছি, যা আমার জীনের প্যাটার্নের মতোই দুর্ভেদ্য, সুতরাং যা কিছুই আমি হৃদয়ঙ্গম করি না কেন সবই ক্ষয়ে যাওয়া খোলসের মতো। আমার স্ত্রী এটার একটা খুব সরল ব্যাখ্যা দিয়েছিলো— পিতা-পুত্রের মধ্যে যদি পারস্পরিক আস্থা থাকে তাহলে তাদের সবসময় সব কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না— সম্ভবত এটা সেরকম কিছুই হবে, আমি তাঁর সামনে প্রায় সময়ই নিশ্চুপ থাকতাম, এবং উনি আমাকে কখনই কথা বলার জন্য জোরাজুরি করতেন না। তাঁর সাথে আমার অনেক ইমেজ রয়েছে যেগুলো আমার ভেতর দূরবর্তী শব্দের মতো একবার আসে আবার মুছে যায় : আমি আর মা যখন ক্রিসমাস অর্নামেন্টস ধরেছিলাম তখন গ্রাম্পসের কেনো এক ঠাট্টায় হাসতে হাসতে তাঁর মাথা পেছন দিকে হেলে গিয়েছিলো; আমার ঘাড়ে তাঁর হাত যখন তিনি তার কলেজের এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন; গুরুত্বপূর্ণ কোনো বই পড়ার সময় তিনি তাঁর চোখ সরু করে ফেলতেন এবং তাঁর ছাগুলে দাড়িতে আলতো করে হাত বোলাতেন।

চিত্রকল্পগুলো, আর অন্যের মনে তাঁর প্রভাব। তিনি যখনই কথা বলতেন একটা পা অন্য পায়ের ওপর ঝুলিয়ে দিতেন, মনোযোগ আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণের জন্য

www.pathagar.com

বিশাল বিশাল হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলতেন; তাঁর কণ্ঠস্বর ভারি, নিশ্চিত, হাসিখুশি আর মিষ্টি মিষ্টি— আমি দেখলাম পরিবারের প্রত্যেকের ভেতর হঠাৎ একটা পরিবর্তন চলে এলো। গ্রামপস আরও বেশি প্রবল হয়ে উঠেছেন এবং চিন্তাশীল হয়ে উঠেছেন, মা হয়ে উঠেছেন আরও বেশি লাজুক; এমনকি টুট, তাঁর বেডরুমের ফক্সহোলে গিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাবার সাথে রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি নিয়ে তর্কে মেতে উঠতেন, তাঁর নীল-শিরাবিশিষ্ট হাত দিয়ে বাতাসে ছুরি হানার মতো যুক্তি প্রয়োগ করতেন। যেনো তার উপস্থিতি পুরোনো সময়কে আবারও টেনে হাজির করেছে এবং প্রত্যেকেই ফিরে গেছেন তাদের নিজ নিজ প্রাক্তন ভূমিকায়; যেনো ড. কিংকে কখনই গুলি করা হয়নি, কেনেডি যেনো তাঁর জাতিকে এখনও ইঙ্গিতে আহ্বান করেই চলেছেন, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এসব কিছুই যেন এক ক্ষণস্থায়ী হতাশা, এবং যেনো ভয়ের কিছু নেই শুধু ভয়কে ভয় পাওয়া ছাড়া।

তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। এবং এই প্রথমবারের মতো আমি ভাবতে শুরু করলাম যে আমার বাবা বাস্তব এবং আসন্ন কেনো একটা ব্যাপার এমনকি স্থায়ী কোনো কিছু একটা। কয়েক সপ্তাহ পর দেখলাম, আমার চার পাশ ঘিরে এক ধরনের অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। গ্রাম্পস অভিযোগ করলেন যে বাবা নাকি তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন। টুট ডিশ তৈরি করতে করতে বিড়বিড় করে বললেন— উনি কারও চাকরানী নন। ডিনার খাওয়ার সময়, মা মুখে কুলুপ এঁটেছেন, তাঁর চোখ তাঁর বাবা মাকে এড়িয়ে চলছে। একদিন সন্ধ্যায়, আমি টেলিভিশনে কার্টুন দেখতে বসেছিলাম— হাউ দ্য গ্রিন্স স্টোল ক্রিসমাস— তখন ফিসফিস কথাবার্তা হঠাৎ শোরগোলে পরিণত হলো।

"বেরি, আজকে তুমি অনেক টেলিভিশন দেখেছো," বাবা বললেন, "তোমার ঘরে যাও এবং পড়তে বসো, আমরা এখন বড়রা কথা বলব।"

টুট উঠে দাঁড়িয়ে টেলিভিশন বন্ধ করলেন। "তুমি তোমার শোবার ঘরে গিয়ে টিভি ছাড়লেই তো পারো, বার।"

"না, মেডিলিন," বাবা বললেন, "আমি ওটা বোঝাতে চাইনি, সে ওই যন্ত্রটা সবসময়ই দেখছে, ওর এখন পড়ার সময়।"

মা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এখন তো তার ক্রিসমাসের ছুটি চলছে, আর ওই কার্টুনতো ক্রিসমাস উপলক্ষে, আর আমি সারা সপ্তাহ এটা দেখার জন্যই বসে আছি।

"খুব বেশি সময় ধরে এটা চলবে না।"

"আনা, বোকার মতো কথা বলোনা। এই ছেলে যদি কালকের কাজ আজকে করে রাখে তাহলে পরশু দিনের কাজ সে আগামীকাল শুরু করতে পারবে। কিংবা ছুটির পর যেসব পড়া থাকবে সেগুলো করে রাখতে পারবে।" উনি আমার দিকে ঘুরলেন। "বেরি, যতটা কঠোর শ্রম তোমার করা দরকার ততটা তুমি করছো না। তোমার ওপর ক্ষেপে যাওয়ার আগেই তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

www.pathagar.com

আমি আমার ঘরে গিয়ে দড়াম শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম, বাইরে শুনতে পেলাম বেশ জোরে জোরে কথাবার্তা হচ্ছে, গ্রাম্পস যে বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে বলছেন তা হলো এই বাড়িটা তাঁর, টুট বলছেন যে আমার বাবার কোনো অধিকার নেই এই বাড়িতে এসে সবার ওপর মাতব্বরি করে এমনকি আমার ওপরেও নয়। বাবাকে বলতে শুনলাম যে সবাই মিলে আমাকে নষ্ট করছে, আমার প্রয়োজন কোনো শক্ত হাতে পড়া এবং মাকে বলতে শুনলাম যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমরা সবাই আসামির মতো উঠে দাঁড়ালাম, এমনকি বাবা ওই ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর টুট আমার ঘরে এসে আমাকে ওই কার্টুন ছবি দেখতে বললেন যেন শেষের পাঁচ মিনিট আমি দেখতে পারি, আমি বুঝতে পারলাম আমাদের সবার ভেতর যেন এক বিশাল ফাটল ধরে গেছে, যেনো বন্ধ কোনো গুহা থেকে পুরোনো সব অপদেবতারা ভেঙে চুরে বেরিয়ে পড়ছে। টেলিভিশনের পর্দায় দেখছিলাম সবুজ গ্রিন্স, উদ্দেশ্য হলো ক্রিসমাসের বারোটা বাজানো, শেষ পর্যন্ত হুভাইলের হরিণীর মতো কালো চোখের সব পশুরা বিশ্বাসের জোরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি শুধু দেখার জন্যই ওটা দেখছিলাম : একটা মিথ্যে জিনিস। আমি এখন দিন গোনা শুরু করলাম কবে বাবা এখান থেকে চলে যাবেন এবং সব কিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

পরেরদিন টুট আমাকে অ্যাপার্টমেন্টের নিচতলায় পাঠিয়ে দিলেন যে বাবার কোনো কাপড় লন্ড্রিতে দিতে হবে কি না, দরজায় টোকা দিলাম, বাবা দরজা খুললেন, উনি তখন খালি গায়ে। ভেতরে দেখলাম মা বাবার কতগুলো কাপড় ইস্ত্রি করছেন। মায়ের চুল পেছনে বেণী করে বাঁধা, এবং তার চোখ নরম এবং কালো হয়ে আছে, মনে হয় তিনি এইমাত্র কেঁদেছেন। বাবা আমাকে বিছানার ওপর তাঁর পাশে বসতে বললেন, কিন্তু আমি বললাম টুটের কিছু কাজের জন্য আমাকে প্রয়োজন হবে এবং যে কারণে এসেছিলাম সেই কথাটা বলে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উপরতলায় এসে আমি আমার ঘর পরিষ্কার করতেই মা ঘরে ঢুকলেন।

"বাবার ওপর তোমার রাগ করা উচিত হয়নি, বার। ও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে। মাঝে মধ্যে সে একটু একগুঁয়েমিপনা করে এই আর কী।"

"ঠিক আছে", আমি তাঁর দিকে না তাকিয়েই বললাম। আমি বেশ বুঝতে পারলাম তাঁর চোখ জোড়া আমাকে অনুসরণ করছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর চলে গেলেন দরজায়।

"আমি জানি এইসব কিছুই তোমার জন্য বিভ্রান্তিকর," উনি বললেন। "এবং আমার জন্যও, আমি তোমাকে যা বললাম শুধু সেটুকুই মনে রেখ। ঠিক আছে?" দরজার নবে তিনি হাতটা রাখলেন। "দরজাটা কি বন্ধ করে দেবো"?

আমি মাথা ঝাঁকালাম, তিনি চলে গেলেন কিন্তু মিনিটখানেক পরই আবার দরজায় উঁকি দিয়ে বললেন।

www.pathagar.com

"ভুলেই গিয়েছিলাম, মিস্ হেফটি তোমার বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বৃহস্পতিবারে স্কুলে যেতে। উনি চান তোমার বাবা ক্লাসে কিছু কথা বলুক।"

এরকম দুঃসংবাদ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সেদিন সারারাত ও পরের সারাটা দিন এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়টাকে দমন করে রাখার চেষ্টা করলাম : আমার সহপাঠীদের মুখ মনে পড়ে গেলো, যখন ওরা শুনবে আমার বাবার বাড়ি মাটির তৈরি একটা কুটির তখন আমার সব মিথ্যে কথা ফাঁস হয়ে যাবে, তারপর শুরু হবে আমাকে নিয়ে খুব বেদনাদায়ক হাসিঠাট্টা। যতবারই আমার ওসব মনে হচ্ছে ততবারই চিন্তায় আমার শরীর কুঁকড়ে আসছে যেন আমার স্নায়ুতন্ত্রে প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে।

আমি তখনও চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করছি পরের দিন ক্লাসে যখন বাবা প্রবেশ করবেন তখন আমি নিজেকে কিভাবে তুলে ধরবো। মিস্ হেফটি তাঁকে খুব উৎসাহ নিয়ে স্বাগত জানালেন, এবং যখন আমি আমার সিটে বসতে যাচ্ছিলাম তখন ছেলেরা বলাবলি করছিলো কী হচ্ছে এসব। আমি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলাম যখন আমাদের বিশালাকৃতির তবে বোকাসোকা নন এমন এক হাওয়াইন গণিতের শিক্ষক যার নাম মি. এলড্রেজ, ক্লাস রুমে প্রবেশ করলেন, আর তাঁর পিছে পিছে পাশের ক্লাসের আরও জনা ত্রিশেক বিভ্রান্ত শিশুরা।

"আজকে তোমাদের জন্য বিশেষ একটা আয়োজন করা হয়েছে," মিস্ হেফটি শুরু করলেন। "বেরি ওবামার বাবা আজকে এখানে এসেছেন, এবং তিনি এসেছেন সেই কেনিয়া থেকে, আফ্রিকার সেই কেনিয়া, উনি তোমাদের তাঁর দেশ সম্পর্কে কিছু বলবেন।"

আমার বাবা যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন অন্যান্য সব বাচ্চারা আমার দিকে তাকালো। আমি আমার মাথা স্থির রাখলাম, চেষ্টা করলাম বাবার পেছনের ব্লাকবোর্ডের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে, তিনি বেশ কিছু কথা বললেন। তিনি মিস হেফটির ওক কাঠের ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করছেন ওই গভীর ক্ষতস্থানের কথা যেখানে প্রথম মানবজাতির আবির্ভাব। তিনি কিছু বন্য জন্তুর কথা বর্ণনা করলেন যেগুলো এখনও সমতল ভূমিতে ঘুরে বেড়ায়, ওখানে এখনও তরুণদের একটা সিংহ শিকার ক'রে পূর্ণবয়স্ক পৌরুষত্ব প্রমাণ করতে হয়। তিনি লউদের প্রথা নিয়ে কথা বললেন, ওখানে বয়োজ্যেষ্ঠকে কিভাবে সম্মানিত করা হয় এবং বয়োজ্যেষ্ঠজন যিনি আইন তৈরি করেন তা সবাই বিশাল গাছের গুঁড়ির নিচে জমায়েত হয়ে মেনে নেয়। উনি আমাদের কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বললেন। বললেন ব্রিটিশরা এখানে অন্যায়ভাবে থাকতে চেয়েছিলো এবং কেনিয়াকে শাসন করতে চেয়েছিলো, ঠিক তারা আমেরিকাতে যেভাবে ছিলো; বললেন, শুধু গায়ের চামড়ার রঙের কারণে অজস্র মানুষকে দাসত্ব বরণ করতে হয়েছে, ঠিক যেমনটা ছিলো আমেরিকায়; কিন্তু কেনিয়ানরা, ঠিক এই শ্রেণী কক্ষের সবার মতো স্বাধীনতার জন্য পাগল ছিলো এবং তারা নিজেদের কঠোর শ্রম আর ত্যাগের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলো।

www.pathagar.com

উনি যখন বক্তৃতা শেষ করলেন, মিস্ হেফটি গর্বে জ্বলজ্বল করছিলেন, আমার প্রত্যেকটা সহপাঠী মন থেকে প্রশংসা করছিলো, এবং কেউ কেউ খুব সাহস করে বাবাকে প্রশ্নও করলো, এবং উত্তর দেয়ার আগে প্রতিটা প্রশ্নই তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ে গেলো, মি. এলভারেজ আমার কাছে এলেন।

"তোমার বাবা তো দারুণ লোক"।

টসটসে চেহারার ওই ছেলেটা অর্থাৎ যে জিজ্ঞেস করেছিলো বাবা মানুষ খান কি না সে বললো

"তোমার বাবা তো দেখছি শান্তশিষ্ট মানুষ।"

আরেকদিকে দেখলাম কোরেট্টা বাবার দিকে তাকিয়ে আছে, বাবা তখন বাচ্চাদের গুডবাই জানাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছে ও হাসছে; তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে বেশ আত্মতৃপ্তিতে আছে।

দুই সপ্তাহ পর উনি চলে গেলেন। ওই সময় আমরা সবাই ক্রিসমাস গাছের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং একটা ছবির জন্য পোজ দিয়েছিলাম, আমাদের সবার একসঙ্গে তোলা এই একটা মাত্র ছবি, ছবিতে আমার হাতে ধরা আছে একটা কমলা রঙের বাস্কেটবল, ওটা তাঁর দেয়া উপহার, আমি তাঁকে যে টাই উপহার দিয়েছিলাম সেটা উনি ধরে আছেন ("আহ, লোকজন জানবে যে আমার টাই-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা পোশাক আছে")। ডেভ ব্রুবেক কনসার্টে, অডিটোরিয়ামের অন্ধকারে আমি তাঁর পাশে চুপচাপ বসে থাকার জন্য রীতিমতো লড়াই করেছি, শিল্পীরা শব্দের যেসব অতিরিক্ত ইকুয়েশন তৈরি করছিলেন আমি তা ঠিকমতো ধরতে পারছিলাম না, সবসময় সতর্ক ছিলাম যে উনি যখন হাত তালি দেবেন তখন আমিও হাততালি দেবো। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আমি তাঁর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের ওই কক্ষে একা একা ছিলাম, অ্যাপার্টমেন্টের ওই কক্ষটি এক অবসরপ্রাপ্ত বয়স্কা রমণীর কাছ থেকে ভাড়া নেয়া হয়েছিলো, ওই ভদ্রমহিলার নাম আমার মনে নেই। ওই রুমটায় অজস্র লেপতোশক, ডয়লি আর সেলাই করা সিটকাভার। আমি আমার বই পড়ছিলাম যখন উনি উনার বই পড়ছিলেন। উনি আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে গেলেন, একটা এই মুহূর্তের জড়পিণ্ড; যখন আমি তাঁর অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করছিলাম, তখন আমি না জানতে পেরেছি ওগুলোর উৎপত্তি না জানতে পেরেছি ওগুলোর প্রভাব, এবং বুঝতেও পারিনি সময়ের সাথে সাথে ওগুলো কেমন প্রভাবিত করবে আমাকে, কিন্তু তার সাথে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম আমি।

তিনি যেদিন চলে যাবেন, মা আর আমি মিলে তাঁর ব্যাগপত্র গুছিয়ে দিয়েছি, তিনি দুটো রেকর্ড বের করলেন, রেকর্ড দুটো একটা হালকা ছাইরঙা ধুলোভরা জ্যাকেটের মধ্যে ছিলো।

'বেরি! দেখো— তোমার জন্য যে এটা এনেছিলাম আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমাদের মহাদেশের সুর।"

www.pathagar.com

আমার নানা-নানির পুরোনো স্টেরিওতে ওটা বেজে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিস্কটা ঘুরেছিলো, তিনি খুব উৎসাহ নিয়ে খাঁজের ভেতর সূচটা রাখলেন। একটা গিটারের হালকা সুর ভেসে উঠলো, তারপর তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ, তারপর ড্রামের শব্দ, তারপর আবারও গিটার, এবং তারপর কণ্ঠ, পরিষ্কার এবং উৎফুল্ল কণ্ঠ।

"এসো, বেরি," বাবা বললেন। "তুমি মাস্টারের কাছ থেকে শিখবে।" হঠাৎ করেই তাঁর পাতলা শরীর সামনে পিছে নড়তে শুরু করলো, সুরের মাদকতা আরও বেড়ে উঠলো, তাঁর হাত-পা এমন ভাবে এদিক-ওদিক ছুড়ছেন মনে হচ্ছে তিনি কোনো অদৃশ্য জাল নিক্ষেপ করছেন, বিটের তালে তালে তাঁর পা দুটো মেঝের ওপর এঁকেবেঁকে চলতে লাগলো। তাঁর অসুস্থ পা স্থির হয়ে আছে কিন্তু তাঁর উরু উঁচুতে, তাঁর মাথা পেছনে, তাঁর নিতম্ব ঘুরছে বৃত্তাকারে। তালের গতি বেড়ে যাচ্ছে, বাঁশির শব্দ তিনি চোখ বন্ধ করে উপভোগ করছেন, তারপর এক চোখ খুলে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁর গম্ভীর মুখ তখন একেবারেই সাদামাটা একটা হাসিখুশি মুখের মতো মনে হচ্ছে, মা হাসছেন, নানা-নানি দেখতে এলেন এখানে গোলমাল হচ্ছে কিসের। আমি চোখ বন্ধ করে আমার নাচের প্রথম পা ফেললাম, হাত দুটে ওপর নিচ করে দৌড়তে শুরু করলাম। তিনি গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করেছেন। এবং আমি তাঁর গান আজও শুনতে পাই : আজো আমি বাবাকে ওই সব শব্দের ভেতর অনুসরণ করি। তিনি মুখ দিয়ে এক দ্রুত চিৎকার ছাড়ছেন, প্রাণবন্ত এবং উঁচু কণ্ঠের, এ এমন এক চিৎকার যা ছড়িয়ে পড়েছে অনেক অনেক পেছন পর্যন্ত এবং গিয়ে পৌঁছেছে আরও অনেক কিছুর সন্নিকটে, এই চিৎকারের কাতরতা হলো এক টুকরো হাসির জন্য।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

"শোনো, পুনাহুর ওই সব জঘন্য পার্টিতে আমি কিন্তু আর যাব না।"

"হ্যাঁ, এর আগের বারও ওই একই কথা বলেছিলে"

রে আর আমি একটা টেবিলে বসে হ্যামবার্গার খুলছিলাম। রে আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, তার বাবার আর্মি ট্রান্সফারের কারণে সে গত বছর লস অ্যাঞ্জেলস থেকে এখানে এসেছে। বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমরা খুব সহজ সাবলীল বন্ধু হতে পেরেছিলাম, ঘটনা হচ্ছে পুনাহুর ব্ল্যাক হাইস্কুলের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হলাম আমরা দু'জন, আমি তার সঙ্গ পছন্দ করি, তার রয়েছে এক আন্তরিক এবং এক দুর্বিনীত রসবোধ আর রয়েছে কথায় কথায় লস্ অ্যাঞ্জেলস-এর উদাহরণ টানার এক সহজাত অভ্যাস। তার নারী অনুচরবর্গ তাকে এখনও প্রতি রাতে অনেক দূর থেকে ফোন করে, তার রয়েছে অতীতের ফুটবলের নেশা আর রয়েছে তার পরিচিত সেলিব্রেটিদের গালগল্প। তার অধিকাংশ কথাবার্তাই আমার খুব একটা বিশ্বাস হতো না, কিন্তু সব কথাই অবিশ্বাস্য ছিলো না; কিছু সত্যি কথাও ছিলো, যেমন সে ছিলো ওই দ্বীপের সবচেয়ে দ্রুতগামী স্প্রিন্টার, কেউ কেউ বলেতো তার অলিম্পিকে যাওয়ার মতো যোগ্যতা রয়েছে, যদিও তার অবিশ্বাস্য রকমের ভুড়ি ঘামে সিক্ত জার্সির নিচে দুলে দুলে উঠতো তখন কোচ আর তার প্রতিদ্বন্দ্বিরা বিশ্বাসই করতে পারতো না যে কিভাবে ওই ভুড়ি নিয়ে ওরকম দৌড়ানো সম্ভব। রে-এর মাধ্যম দিয়েই আমি জানতে পেরেছিলাম যে কালোদের পার্টি হয় এবং সেটা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে, এই অচেনা ভূখণ্ডে আমার গমনাগমন সহজ করে তোলার জন্য আমি তার ওপর নির্ভর করতাম, আর বিনিময়ে, তার হতাশা দূর করতে তাকে কিছু আশার কথা শোনাতাম।

"আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এটাই এই সময়", সে এখন আমাকে বলছে। "এই মেয়েরা হলো এ-ওয়ান, ইউএসডিএ-এর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বর্ণবিদ্বেষী। ওদের

www.pathagar.com

প্রত্যেকে শ্বেতাঙ্গ মেয়ে। এশিয়ান মেয়েরা— এশিয়ান মেয়েরা সাদা মেয়েদের চেয়ে আরও বেশি খারাপ। ওদের ধারণা যে আমাদের কোনো অসুখ বিসুখ আছে কিংবা ওরকম কিছু একটা আছে।"

"মনে হয় ওরা তোমার এই বিশাল ভুড়িটার দিকে তাকায়। আমি ভেবেছিলাম তুমি মনে হয় ট্রেইনিং এর মধ্যে আছো।"

"আমার ফ্রাই থেকে তোমার হাত সরাও। ইউ অ্যাইন্ট মাই বিচ, নিগার... তোমার ফ্রাই তুমি কেনো। যাই হোক, কি নিয়ে যেনো কথা বলছিলাম?"

"একটা মেয়ে তোমার সঙ্গে ঘুরছে না বলেই তাকে তুমি বর্ণবিদ্বেষী বলতে পার না।"

"মাথা মোটার মতো কথা বোলোনা, ঠিক আছে? আমি ওয়ান টাইম বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। দেখো, আমি মনিকাকেও বলি আমার সাথে আউটিং এ যেতে কিন্তু সে বলে, না। আমি বলি ঠিক আছে... তোমার বিষ্ঠা এখন আর অত গরম নেই।" রে আমার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য থামলো, তারপর হাঁসলো। "ঠিক আছে, তবে সত্যি সত্যি যে ওরকম কিছু বলি তা নয়। আমি শুধু বলি, ও.কে, মনিকা, আমরা এখনও টাইট আছি। আরেকটা জিনিস আমি যেটা জানি তা হলো সে এখনও স্টিভ 'নো নেক' ইয়ামাগুচির সাথেই ঝুলে আছে, প্রেমিক জুটির মতো ওরা এখনও একজন আরেকজনের হাত আর বিষ্ঠা ধরে থাকে। সুতারাং আমি দেখতে পাই সমুদ্রে আর কোনো মাছ নেই। পামেলাকে বলি, চলো যাই। সে বলে সে নাচতে যেতে পারবে না। নাচতে গিয়ে দেখি, বুঝতেই পারছো, ওখানে কে দাঁড়িয়ে থাকে, তার হাত দুটো রিফ কককে জড়িয়ে ধরে থাকে। আর আমাকে বলে, 'হাই, রে', ভাবখানা এমন, কি হচ্ছে সে কিছুই জানে না। রিফ কক, এই লোকটাকে তার আর বিষ্ঠার মতো লাগে না। সরি অ্যাসড মাদার ফাকার গট নাথিং অন মি, রাইট? নাথিং"

সে একগাদা ফ্রাই মুখের ভেতর পুরে নিলো। "এটা শুধু আমার বেলাতে নয়, যাই হোক, বুটি ডিপার্টমেন্টে তোমাকেও তো খুব একটা ভালো করতে দেখছি না।"

কারণ আমি লাজুক, মনে মনে বললাম; কিন্তু তার কাছে কথাটা কখনই স্বীকার করি না। রে সুযোগ নেয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দিলো।

"তাহলে আমরা যখন কয়েকজন বোনের সাথে পার্টিতে যাবো তখন কী হয়, হাহ? কী হয়? কী হয় আমি তোমাকে বলি। ওরা আমাদের সাথে এমন ভাব করে মনে হয় আগামীকাল বলে কিছু নেই। সে এখন হাইস্কুলের মুরগিই হোক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরগিই হোক। সেটা কোনো ব্যাপার নয়। হাসিমুখে খুব মিষ্টি মিষ্টি একটা ভাব করে। সিউর, ইউ ক্যান হ্যাভ মাই নাম্বার, বেবি। বেট।"

"ভালো,"...

"কী ভালো? শোনো, বাস্কেটবল টিমে তুমি খেলার বেশি সময় পাও না কেন, হ্যাঁ? তোমার সাথে ওরা দু'জন আসলেও তো পাত্তা পায় না, এটা তুমিও যেমন জানো ওরাও তেমন জানে। আমি তো দেখেছি খেলার মাঠে ওরা তোমার কাছে

www.pathagar.com

নাকানি চুবানি খায়। কেন আমি এই মৌসুমে ফুটবল খেলা শুরু করতে পারলাম না? অন্যরা কতটা পাস্ মিস করে এটা কোনো ব্যাপার না। আমরা যদি সাদা হতাম তাহলে আমাদের সাথে ওরা ওরকম ব্যবহার করতো না। জাপানি, হাওয়াইন হলেও না, কিংবা ফাকিং এস্কিমো হলেও না।"

"আহ, আমি সে কথা বলছি না।"

"তাহলে বলছটা কী?"

"ঠিক আছে, আমি যা বলছি তা হলো এই, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে ডেটিং করা একটু কঠিন বটে কারণ আশেপাশে কালো মেয়েদের সংখ্যা একটু কম। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এখানকার সবাই রেসিস্ট, হতে পারে এমন যে তারা হয়তো এমন ছেলে খোঁজে যারা দেখতে হবে তাদের বাবার মতো, তাদের ভাইদের মতো, কিংবা যাই হোক, আমরা হয়তো ওদের পছন্দ নয়। আবার হ্যাঁ, আমি হয়তো বাস্কেটবল টিমে কোনো সুযোগ পাচ্ছি না যে সুযোগটা অন্যরা পাচ্ছে, ওরা সাদা ছেলেদের মতোই খেলছে, আর কোচ হয়তো খেলার ওই স্টাইলটা পছন্দ করছে এবং ওভাবে খেলে ওরা জিতেও যাচ্ছে। আমি ওভাবে খেলি না।

"তোমার তৈলাক্ত মুখের জন্য বলছি," আমি কথা যোগ করে বললাম, রে ততক্ষণে তার শেষ ফ্রাই-এ পৌঁছে গেছে, "আমি বলছি যে কোচ হয়তো তোমাকে পছন্দ করবে না, কারণ তুমি হলে 'একজন স্মার্ট পাছাওয়ালা কালো মানুষ,' কিন্তু তুমি যতগুলো ফ্রাই খেয়েছো অতগুলো করে খাওয়া বন্ধ করলে হয়তো তোমার কাজে দেবে। তোমাকে দেখতে ছয়মাসের প্রেগ্যন্যান্ট মনে হচ্ছে। আর এ কথাই আমি বলতে চাচ্ছি।

"ম্যান, আমি বুঝতে পারি না তুমি কেন এসব লোকদের ক্ষমা কর।" রে উঠে দাঁড়ালো এবং তার হাতের ট্র্যাশটাকে সে একটা টাইট বল বানিয়ে নিলো। "চলো, এখান থেকে যাওয়া যাক। তোমার বকর বকর শুনে সব কিছু গুবলেট পাকিয়ে ফেলছি।"

রে ঠিক কথাই বলেছে; সব কিছু কেমন গুবলেট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমার বাবা আসার প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে, এবং ভাসাভাসাভাবে হলেও, অন্তত ওই সময়টাকে নির্বিকার একটা সময় বলা চলে, যে সময়টা চিহ্নিত হয়ে আছে তার গতানুগতিক কৃত্যানুষ্ঠান আর ধর্মীয় আচারের মধ্যে যা আমেরিকা তার শিশুদের কাছ থেকে আশা করে— মার্জিনাল রিপোর্ট কার্ড, অধ্যক্ষের অফিসে ডাক পাওয়া, বার্গার চেইন-এ পার্টটাইম চাকরি, মুখে ব্রন, ড্রাইভিং টেস্ট আর অস্থির আকাঙ্ক্ষা। এসব নিয়ে স্কুলের বন্ধুদের সাথে কথা বলতাম, মাঝে মধ্যে বিব্রতকর ডেটিং-এ যেতাম; এবং যদি আমি কোনো রহস্যময় সামাজিক অবস্থানের নবতর বিন্যাসে হতভম্ব হয়ে পড়তাম যে বিন্যাসটা হতো আমার সহপাঠীদের ভেতর, যেমন কেউ কেউ শরীরের বড়াই করতো, কেউ কেউ তাদের গাড়ির বড়াই করতো, তবে আমি

www.pathagar.com

আমার নিজ অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম একারণে যে আমার নিজস্ব অবস্থান নিয়মিতভাবে উন্নতির দিকে। কদাচিৎ যদি এমন কোনো শিশুর সঙ্গে দেখা হতো যাদের পারিবারিক অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ তাহলে তখন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হতো।

ওরকম মনে করিয়ে দিতে মা যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি লোলোর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছেন এবং আমি হাওয়াই-এ আসার অল্প কয়েক দিন পরে তিনিও এসেছেন নৃতত্ত্বের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য। প্রায় বছর তিনেক আমি তাঁর সঙ্গে থেকেছি, পুনাহু থেকে এক ব্লক দূরত্বে ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে আমি, মা আর মায়া থাকতাম। মা আমাদের তিনজনের খরচ চালাতেন। মাঝে মধ্যে স্কুল শেষে যখন কোনো বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি আসতাম তখন মা কখনও সখনও তাদের নানান মন্তব্য শুনতে পেতেন, যেমন ফ্রিজে পর্যাপ্ত খাবার নেই, ঘর দোর খুব একটা উন্নত নয়, তখন তিনি আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বলতেন, আমি একজন একা মা, আমি আবারও স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি এবং বাচ্চাকে মানুষ করছি, সুতরাং কুকিজ বানিয়ে রাখা গুরুত্বের দিক থেকে তাঁর কাছে সর্বোচ্চ অবস্থানে অবশ্যই নেই, এবং যখনই আমি পুনাহু থেকে যে উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণ করছি তিনি তার প্রশংসা করতেন, এর মানে এই নয় যে তিনি আমার কাছ থেকে কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে কোনো ধরনের উন্নাসিক আচরণ সহ্য করবেন এবং সে রকম পরিকল্পনা তার নেই, ব্যাপারটা কী বোঝা গেলো?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য আমার মনে পৌনঃপুনিক চাপ কিংবা কখনও সখনও ভেতরে একটা চাপা ক্রোধ কাজ করা সত্ত্বেও আমরা দু'জন একসঙ্গে থেকেছি, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাঁকে সাহায্য করার, মুদির দোকান থেকে বাজার করে এনেছি, কাপড় চোপড় পরিষ্কার করেছি, কালো চোখের শিশুটার দেখাশোনা করেছি, সে আমার বোন। কিন্তু মা যখন তাঁর ফিল্ডওয়ার্কের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং বললেন যে আমাকে এবং মায়াকে তাঁর সাথে সেখানে যেতে হবে, এবং মায়াকে ওখানকার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যেতে হবে, আমি তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলাম, না। আমার সন্দেহ হয়েছিলো যে ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে আবারও সব কিছু নতুন করে শুরু করতে হবে যা খুবই ক্লান্তিকর একটা বিষয়। উপরন্তু নানা-নানির সাথে আমার একটা অলিখিত চুক্তি আছে : যে আমি তাদের সাথে বাস করতে পারি এবং তারা আমাকে আমার মতো থাকতে দেবে এই শর্তে যে আমি আমার সমস্যাগুলো দূরে রাখব। আয়োজন আমার উদ্দেশ্যের উপযোগী হয়েছিলো, এমন এক উদ্দেশ্য যা আমি নিজের কাছেও উচ্চারণ করতে পারতাম না, অন্যদের কাছে বলা তো দূরে থাক। মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে, নানা-নানির কাছ থেকে আলাদা হয়ে আমি এক ক্ষণস্থায়ী অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে লিপ্ত, আমি চেষ্টা করছি নিজেকে একজন কালো আমেরিকান হিসেবে গড়ে তুলতে, এবং আমার চেহারার কারণে আমার

www.pathagar.com

আশেপাশের অনেকেই বুঝতে পারতো না কালো আমেরিকান হতে চাওয়া বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছি।

আমার বাবার চিঠিতে আমি অবশ্য কিছু ক্লু পেতাম। বাবার চিঠি মাঝে মধ্যে অনিয়মিতভাবে আসতো, তিনি লিখতেন একটা গাম দেয়া ফ্ল্যাপের নীল পাতায় যেটা দিয়ে ভেতরের মার্জিনে কী লেখা আছে তাকালেই অস্পষ্ট বোঝা যেতো। চিঠিতে তিনি বলতেন যে সবাই ভালো আছে, স্কুলে ভালো করায় তিনি আমাকে প্রশংসা করতেন, এবং একটা বিষয় জোর দিয়ে বলতেন যে মায়া, আমি এবং মা যখন ইচ্ছা তখনই তাঁর পাশে গিয়ে অধিকার নিয়ে দাড়াতে পারি; মাঝে মধ্যেই তিনি প্রবচনের মতো জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী লিখতেন এবং তার কিছু কিছু আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারতাম না ("ঠিক পানি যেমন তার স্তর খুঁজে পায়, তুমিও এমন একটা পেশা বেছে নেবে যা তোমার জন্য সঙ্গতিপূর্ণ") আমিও চিঠির উত্তর দিতাম খুব দ্রুত, বড় একটা রুল টানা পৃষ্ঠায়, তাঁর চিঠিগুলো সব রেখে দিতাম আমার ক্লজিটের ভেতরে, মায়ের কাছে বাবার যে ছবি আছে ঠিক তার পেছনেই।

গ্রামপসের কিছু কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বন্ধু ছিলো, বেশির ভাগই তার পোকার অথবা ব্রিজ খেলার সঙ্গী, আমি যথেষ্ট বড় হওয়ার আগে অর্থাৎ গ্রামপসের অনুভূতিতে আঘাত দিতে শেখার আগ পর্যন্ত গ্রামপসের ওই বন্ধুরা আমাকে টেনে তাদের খেলায় নিয়ে যেতেন। উনারা ছিলেন বুড়ো মানুষ, পরিপাটি সাজগোজ আর ঘোড়ার মতো কণ্ঠ, আর জামাকাপড় থেকে বের হতো সিগারেটের গন্ধ, আর এরা এমন ধরনের মানুষ যাদের কাছে মনে হতো যে সব কিছুর জন্য সঠিক একটা জায়গা থাকে এবং তারা পৃথিবীর যথেষ্ট দেখে ফেলেছেন এবং অযথা কথা বলে বেশি সময় নষ্ট করার মতো সময় তাদের নেই। আমাকে দেখামাত্রই আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন তোমার মা কেমন আছেন; কিন্তু খেলা শুরু হলে কেউ আর একটা কথাও বলতেন না, শুধু পার্টনারকে বিড দিতে বলা ছাড়া।

শুধু একটা ব্যতিক্রম ছিলো, ফ্রাঙ্ক নামের একজন কবি, যিনি থাকতেন প্রায় ধসে যাওয়া ওয়াইকিকি সেকশনের একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে। এক সময় তাঁর মাঝারি গোছের একটা অখ্যাতি ছিলো, তিনি যখন শিকাগোয় থাকতেন তখন তাঁর সমসাময়িক ছিলেন রিচার্ড রাইট এবং ল্যাংস্টেন হাগ— গ্রাম্প্স একবার কালোদের একটা কাব্য সংকলনে তাঁর কিছু কাজ দেখিয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিলো তখন তাঁর বয়স অবশ্যই আশি ছুঁই ছুঁই করছিলো, তাঁর বিশাল গলকম্বলওয়ালা মুখ আর তার এলোমেলো সাদা আফ্রিকান চুলে তাকে দেখাতো এক উস্কখুস্ক কেশরওয়ালা সিংহের মতো। তাঁর বাড়িতে গেলেই তিনি আমাদের তাঁর লেখা কবিতা পড়িয়ে শোনাতেন, গ্রাম্পসের সঙ্গে খেতেন একটা জেলির জার-এ রাখা হুইস্কি। রাত যতই বাড়তো, ততই তারা আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতেন যতসব নোংরা কৌতুকপূর্ণ পঞ্চপদী ছড়া বাঁধার জন্য, শেষ পর্যন্ত তাঁদের কথোপকথন মেয়েদের নিয়ে বিলাপে পরিণত হতো।

www.pathagar.com

"ওরা তোমাকে মদ খাইয়ে ছাড়বে," ফ্রাঙ্ক আমাকে খুব ভদ্রভাবে বলতেন। "এবং তুমি যদি তাদের একটু লাই দাও তাহলে ওরা তোমাকে টেনে নিয়ে কবরে চলে যাবে।"

বুড়ো ফ্রাঙ্ক আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিতেন, তাঁর বইপত্র, তাঁর হুইস্কির গন্ধ, তাঁর ভীষণ কষ্টে অর্জিত জ্ঞানগুলো আমাকে উদ্দীপ্ত করতো। তাঁর বাড়িতে যখনই যেতাম কেমন একটা অস্পষ্ট রকমের অস্বস্তি আমাকে গ্রাস করতো; যদিও, মনে হতো যে আমি মনে হয় ওই দুই ব্যক্তির কোনো অব্যক্ত ও জটিল কোনো লেনদেনের সাক্ষী হয়ে আছি, এমন এক লেনদেন যা আমি পুরোপুরিভাবেই বুঝতে পারি। ঠিক একই রকমের অনুভব করতাম যখন গ্রাম্পস আমাকে শহরতলিতে তাঁর প্রিয় পানশালায় নিয়ে যেতেন, হনলুলুর রেড-লাইট ডিস্ট্রিক্ট-এ।

"তোমার নানিকে বোলো না," চোখ টিপ দিয়ে উনি আমাকে বলতেন, এবং আমরা মুখ কঠিন করে হাঁটতে থাকতাম, তারপর ঢুকে পড়তাম ছোট্ট আলো-আঁধারি জুক্ বক্স্ আর একজোড়া পুল টেবিলওয়ালা কোনো পানশালায়। ওখানে গ্রাম্পস-ই একমাত্র সাদা কিন্তু মনে হয় এতে কেউ কিছুই মনে করতেন না, কিংবা আমি যে মাত্র এগারো কি বারো বছর বয়সী একটা ছোকরা এতেও মনে হয় কারুর কোনো যায় আসতো না। কেউ কেউ বার-এ হেলান দিয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়তো এবং যে বারটেন্ডার ছিলেন, উজ্জ্বল ত্বকের, বিশালাকৃতির, তিনি তার নগ্ন মাংসল বাহু নিয়ে গ্রাম্পসের জন্য স্কচ নিয়ে আসতেন আর আমার জন্য আনতেন কোক। যদি দেখা যেতো টেবিলে কেউ খেলছে না, গ্রাম্প তখন আমাকে কয়েকটা বল দিয়ে খেলা শেখাতেন, কিন্তু বার-এ গেলে আমি সচরাচর বসেই থাকতাম, হাই-টুলে বসলে আমার পা-দুটো ঝুলে থাকতো, আমার ড্রিংক-এ বুদ্বুদ উঠতো এবং তাকিয়ে থাকতাম দেয়ালের পর্নোগ্রাফিক ছবিগুলোর দিকে— পশুর চামড়ার ওপর অনুত্তাপ রমণীরা, ডিজনির কিছু চরিত্র একটা কম্প্রোমাইজিং অবস্থান নিয়ে আছে। ওই লোকটা যদি থাকতো, অর্থাৎ রডনি, চওড়া ব্রিমওয়ালা টুপি পরে থাকে যে লোকটা, আমাকে হ্যালো বলে ওগুলো দেখা থামিয়ে দিতো।

"স্কুল কেমন হচ্ছে, ক্যাপ্টেন?"

"ভালো"।

"তুমি মনে হয় খুব ভালো করছো, তাই না?"

"এই একটু আরকী।"

"খুব ভালো, স্যালি, আমার এই ভদ্রলোককে আরেকটা কোক দাও।" রোডনি- তাঁর পকেট থেকে একটা মোটা মানিব্যাগ বের করে তার ভেতর থেকে বিশ ডলারের মতো টেনে বের করতে করতে বলতেন, তারপর আবারও ফিরে যেতেন আবছা অন্ধকারে।

আমার আজও মনে পড়ে ওই সব সান্ধকালীন ভ্রমণে আমি কতটা উত্তেজিত বোধ করতাম, আলো-আঁধারির উত্তেজনা, কিউ বল ক্লিক করার উত্তেজনা, জুকবক্স্

www.pathagar.com

থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতো লাল আর সবুজ আলো, সারা রুমজুড়ে চলতো ক্লান্তিকর হাসির শব্দ এমনকি ওই সময়েও, আমার ওই কাঁচা বয়সেই আমি একটা জিনিস বুঝতে শুরু করেছিলাম তা হলো এই যে ওখানে যারা আসে তাদের প্রত্যেকেরই যে ওই জায়গাটা পছন্দ তা নয়, আমার নানা যা খুঁজতেন তা হলো কিছু মানুষের সঙ্গ যারা নানাকে তাঁর অস্থিরতা ভুলে যেতে সাহায্য করবে, যারা তাকে যাছাই করে দেখবে না তাদের কাছেই তিনি যেতেন। সম্ভবত এই পানশালা তাঁর অস্থিরতা ভুলিয়ে দিতো, কিন্তু আমি আমার অব্যর্থ সহজবুদ্ধি দিয়ে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারতাম যে তিনি নিজেকে যাচাই করতে না দিয়ে ভুল করতেন। ওখানে আমাদের উপস্থিতি আরও তীব্রভাবে অনুভূত হলো, আর আমি ইতিমধ্যেই জুনিয়র হাইস্কুলে উঠে গেলাম এবং গ্রাম্পসের আমন্ত্রণ হতে অব্যাহতি ভিক্ষা করতে শিখে গিয়েছিলাম, এই জেনে যে যা-ই হোক না কেন আমি তার পিছে পিছে থাকতাম, আমার যা কিছুই প্রয়োজন হোক না কেনো সব কিছুই অন্য কোনো উৎস থেকে চলে আসতো।

টেলিভিশনে সিনেমা, রেডিও; ওগুলো ছিলো শুরু করার জায়গা, পপ-সংস্কৃতি ছিলো কালার কোডেড, ছিলো এক ধরনের আর্কেড অব্ ইমেজ যেখান থেকে আপনি আয়ত্ত করতে পারতেন হাঁটার ধরন, কথা বলার ধরন, আর স্টাইল। আমি মারভিন গে'র মতো গুণগুণ করে গাইতে পারতাম না, কিন্তু সোউলট্রেইন-এর মতো নাচতে শিখেছিলাম। শ্যাফট কিংবা সুপারফ্লাই-এর মতো বন্দুক ধরতে পারতাম না কিন্তু রিচার্ড প্রেয়র-এর মতো কঠোর ভাষায় গালাগাল করতে শিখেছিলাম।

এবং আমি পারতাম বাস্কেটবল খেলতে, এমন আবেগ নিয়ে ওই খেলাটা খেলতাম যা আমার মেধাকে ছাড়িয়ে যেতো, আমার বাবার ক্রিসমাস উপহার এমন এক সময়ে এসে পৌঁছালো যখন হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল দল জাতীয় র‍্যাংকিং-এ ঢুকে পড়েছে আর যে দলের শুরুর পাঁচজনই কৃষ্ণাঙ্গ আর যে স্কুলকে মেইনল্যান্ড থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ঠিক ওই বসন্তেই গ্রাম্পস আমাকে তাদেরই একটা খেলা দেখাতে নিয়ে গেলেন, আমি গিয়ে দেখলাম খেলোয়াড়রা তখন ওয়ার্ম-আপ করছিলো, গ্রাম্পসদের কাছে ওরা বালক মাত্র কিন্তু আমার কাছে ওরা উদ্যত এবং আত্মবিশ্বাসী একেকটা যোদ্ধা, ওদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত তামাশা নিয়ে একে অপরকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করছে, ওদের একনিষ্ঠ ভক্তদের মাথার ওপর দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে সাইডলাইনের মেয়েদের চোখের ইশারা করছে, খুব আনায়াস ভঙ্গিতে তর্জনি আর বুড়ো আঙুল দিয়ে বল ছুড়ে মারছে কিংবা বল উঁচুতে উঠে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে পড়ছে আর হুইসেল না বাজা পর্যন্ত এরকম চলতেই থাকলো; তারপর সেন্টারে বল লাফিয়ে উঠল আর তারপরই শুরু হলো ভয়ানক যুদ্ধ।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাদের এই ভুবনের একজন হয়ে উঠতে, এবং স্কুল শেষে আমার নানার অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি একটা খেলার মাঠে গিয়ে খেলতে শুরু করলাম। দশতলার ওপরে, টুট তার জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন,

www.pathagar.com

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর আমি প্রথমে দুইহাত দিয়ে বল ছুড়তাম, তারপর অদ্ভুত ধরনের এক জাম্পশর্ট, ক্রসওভার ড্রিবল আয়ত্ত করার চেষ্টা করতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ধরনের মুভমেন্টে মগ্ন থাকতাম। এরই মধ্যে আমি হাইস্কুলে উঠে গেলাম, আমি তখন পুনাহুর টিমে খেলছিলাম এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে গিয়েও খেলতে পারতাম, ওখানে বেশ কয়েকজন ছিলো কৃষ্ণাঙ্গ, যাদের বেশির ভাগই ছিলো জিমনেশিয়ামের ধেঁড়ে ইদুর এবং প্রাক্তন উৎকর্ষ হারানো লোকজন, তারা আমাকে এমন সব আচরণ শেখাতো যার সাথে খেলার কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রদ্ধা নির্ভর করে তোমার কর্মের ওপর, কে তোমার বাবা তার ওপর নয়। তুমি তোমার শত্রুকে ভড়কে দিতে তাকে মুরোদ দেখিয়ে কথা বলতে পারো কিন্তু সামাল দিতে না পারলে মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। তুমি চাও না কেউ তোমার পেছনে গিয়ে বদনাম করুক তোমার মানসিক অবস্থা আঁচ করার জন্য— যেমন ভয় কিংবা মনে কষ্ট পাওয়া— তার মানে তুমি চাও না ওরা তোমাকে দেখুক।

আরও অনেক কিছু শেখাতো, যা অন্যদের কাছে শোনা যেত না : খেলা যখন চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় এবং ঘাম ঝরে যায় তখন কিভাবে একতাবদ্ধ হতে হয় এবং সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়দের তখন তাদের পয়েন্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া থামাতে হয়। ফলে ওই মুহূর্তে সবচেয়ে খারাপরা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখন স্কোর হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ ওভাবেই কেবল তুমি পারবে টিকে থাকতে, তুমি হয়তো এমন কোনো মুভ কিংবা পাস দিয়েছে যাতে তুমি নিজেই বিস্মিত তখন তোমাকে যে গার্ড দিচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসতে হবে যেনো তুমি বলতে চাও, "ধুর শালা।"

আমার স্ত্রী এখন চোখ পাকিয়ে তাকাবে। সে বড়ই হয়েছে এক বাস্কেটবল স্টারের সঙ্গে, তার আপন ভাই-ই হলেন বাস্কেটবল স্টার, সে যখন বিষয়টা নিয়ে প্যাঁচাতে চায় তখন সে যে কথাটা বলে তা হলো, বরং তার ছেলের বেহালা বাজানো দেখাই ভালো। সে অবশ্যই ঠিক কথা বলেছে; আমি ছিলাম এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরের ক্যারিক্যাচার, আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হওয়ার জন্য যে আস্ফালন সেটাই তো ছিলো এক প্রকার ক্যারিক্যাচার। ওই সময় ছেলেরা তাদের পিতার ক্লান্ত পদক্ষেপ অনুসরণ করতে চাইত না, ক্ষেত খামারের কাজ কিংবা কারখানায় কাজ করার আবশ্যকিয়তাকে মনে করা হতো যে এতে তার সঠিক পরিচয় নির্দেশিত হচ্ছে না, বরং কিভাবে জীবনযাপন করতে হয় তা খুঁজে পাওয়া যেতো ম্যাগাজিনে, আমার চার পাশের পুরুষ বালকদের সাথে অর্থাৎ সার্ফার, ফুটবল খেলোয়াড়, ভবিষ্যতের রক-এন্ড-রোল গিটারিস্টদের সাথে আমার মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে ওদের বসবাস সীমিত কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে। অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আমরা পছন্দ করতাম আমাদের কস্টিউম, বর্ম। অন্তত বাস্কেটবল কোর্টে আমি এরকম একটা কমিউনিটি খুঁজে পেতাম; এদের নিজস্ব একটা অভ্যন্তরীণ জীবন আছে। ওখানেই আমি কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলাম, টার্ফের ওপর কৃষ্ণাঙ্গ হওয়াটা

www.pathagar.com

অসুবিধাজনক হতে পারতো। এবং ওখানেই রে-এর সাথে, আমার সমবয়সী অন্য কালো ছেলেদের সাথে আমার দেখা হতো, যারা ওই দ্বীপের সাথে একটু একটু করে নিজেদের খাপখাইয়ে নিচ্ছে আর ওই টিন-এজারদের বিভ্রান্তি কিংবা ক্ষোভ আমার নিজেকে গড়ে নিতে সাহায্য করতো।

"সাদারা ওভাবেই তোমার পাছা মারবে, বুঝলে," আমরা যখন একা হতাম তখন কেউ একজন হয়তো বলতো। সবাই মাথা ঝাঁকাতো আর মুখ টিপে হাসতো, আর আমার মন তখন কোথায় কোথায় অবমানিত হয়েছি সেসবের হিসাব-নিকাশ শুরু করে দিতো : সপ্তম শ্রেণীর ফার্স্টবয়, আমাকে নিগ্রো বলে ডাকতো, আমি যখন তার নাকটা ফাটিয়ে দিলাম তখন হতভম্ব হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো— মারলে কেন? এক পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় টুনার্মেন্ট চলাকালীন আমাকে বলল যে বুলেটিন বোর্ডে পিন দিয়ে টাঙানো যে শিডিউল আছে ওটা তুমি ছোঁবে না, কারণ আমার গায়ের রঙে ওটা মুছে যেতে পারে : আমি যখন অভিযোগ জানানোর হুমকি দিলাম তখন সে তার পাতলা ঠোঁট আর রক্তিম মুখখানা নিয়ে হেসে বললো— "এটাকে ইয়ার্কি হিসেবে নিচ্ছো না কেন?" আমার নানা-নানির অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে আমি যখন এলিভেটরে এক বয়স্কা রমণীর পেছনে উঠলাম তখন সে রাগে ফুঁসছিলো, তারপর দৌড়ে গিয়ে ম্যানেজারকে বললো যে আমি তাকে অনুসরণ করছি; তাকে বলা হলো যে আমি এই বিল্ডিংয়েই থাকি কিন্তু সে কিছুতেই ক্ষমা চাইলো না। আমাদের বাস্কেটবলের সহকারী কোচ, তরুণ এবং ছিপছিপে পাতলা, সে এসেছিলো নিউ ইয়র্ক থেকে এবং খুব ভালো লাফাতে পারতো, বেশ কিছু বাচাল ধরনের কালোদের সাথে একটা পিক-আপ গেম খেলার পর, আমার কানের কাছে এবং ওখানে আমার আরও তিনজন টিমমেট ছিলো, বললো যে ওই নিগ্রোর পালের কাছে আমাদের হারাটা উচিত হয়নি; আমি এতই রেগে গিয়েছিলাম যে আমি নিজেও ভড়কে গিয়েছিলাম, প্রচণ্ড রাগের সাথে ওকে বললাম যে চুপ করো, তখন সে ঠাণ্ডা গলায় আমাকে ব্যাখ্যা করে শোনালে যে, "কেউ কেউ হলো কালো মানুষ আর কেউ কেউ হলো নিগ্রো, ওরা হলো নিগ্রো।"

ওভাবেই সাদারা তোমার পাছা মারবে। এতে শুধু নিষ্ঠুরতাই ছিলো না, আমি যে জিনিসটা জানছিলাম তা হলো কালোরা একটু সংকীর্ণমনা হতে পারে। এটা ছিলো মানসিকভাবে সুস্থ লোকদের ঔদ্ধত্যের এক বিশেষ ব্র্যান্ড, এক ধরনের স্থূলতা যা আমাদের ভেতর তিক্ত হাসির উদ্রেক করতো। প্রথম কথা হলো সাদারা যেন জানেই না যে ওরা নিষ্ঠুর আচরণ করছে কিংবা ওদের ধারণা আমরা এরকম অবজ্ঞার যোগ্য।

সাদা মানুষ, প্রথম প্রথম ওই পরিভাষাটি নিজেই আমার মুখে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতো; মনে হতো আমি যেনো এক অস্থানীয় ভাষার মানুষ যে একটা শক্ত ধরনের বাগধারা নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দেখতাম যে আমি রে-এর সঙ্গে সাদা মানুষ এরকম, সাদা মানুষ ওরকম, এ ধরনের কথা বলছি, আর তখনই হঠাৎ করে আমার মায়ের হাসি মুখটা মনে পড়ে যেতো, আর তখনই মনে হতো আমি যে

www.pathagar.com

সব কথা বলছি সবই কেমন উদ্ভট আর মিথ্যে। কিংবা যখন আমি গ্রাম্পসকে ডিনারের পর ডিশগুলো শুকাতে সাহায্য করতাম এবং টুট এসে বলতেন যে তিনি এখন ঘুমোতে যাচ্ছেন তখন এই একই শব্দ— সাদা মানুষ— আমার মাথার ভেতর উজ্জ্বল নিয়ন সাইনের মতো জ্বলে উঠতো এবং আমি হঠাৎ করেই চুপ মেরে যেতাম, যেনো আমার কিছু গোপন কথা আছে যেগুলোকে গোপন করে রাখতে হবে।

পরে যখন আমি একা হতাম, আমি এসব জটিল চিন্তাভাবনায় নিজেকে না জড়ানোর চিন্তাভাবনা করতাম। এটা খুবই সত্যিকথা যে কিছু সাদা মানুষকে ওই সব মানুষ থেকে আলাদা করে দেখা দরকার যাদের আমরা অবিশ্বাস করি : রে সবসময়ই আমাদের বলতো যে আমার নানা-নানি ভীষণ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। 'সাদা' পরিভাষাটি সাঁটলিপির মতো সংক্ষেপে ব্যবহার করতো, আমার ধারণা, ওটা ছিলো এক ধরনের ট্যাগ যেটাকে মা বলতেন গোঁড়ামি এবং যদিও আমি এই পরিভাষার বিপদটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম— ওতে খুব সহজেই আমার ওই বাস্কেটবল কোচের মতো ছিচকাঁদুনে চিন্তাভাবনায় পতিত হওয়া যায় (কেউ কেউ হচ্ছে সাদা মানুষ, আর কেউ কেউ তোমার মতো মূর্খ, মাদারফাকার," সেদিন কোর্ট ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ওই কোচকে শেষ পর্যন্ত এই কথাটা বলেছিলাম)। রে আমাকে একটা জিনিস নিশ্চিত করে বললো যে আমরা সাদা লোকদের অন্যান্য সাদা লোকদের সামনে ওরকমভাবে সাদা লোক বলে উল্লেখ করবনা যতক্ষণ না আমরা জানতে পারব যে আমরা কী করছি। যতক্ষণ না আমরা জানতে পারব যে এর জন্য আমাদের খেসারত দিতে হতে পারে।

এটা কী ঠিক? খেসারত দেয়ার মতো এখনও কি কিছু আছে? খুবই জটিল একটা বিষয়, এই বিষয়ে আমি আর রে কখনই একমত হতে পারতাম না। একটা সময় ছিলো যখন আমি তার কাছ থেকে সে যে সব সোনালি চুলের মেয়েদের সাথে লসঅ্যাঞ্জেলসের ওই সব নিন্দনীয় স্ট্রিট-এ মেলামেশা করতো তাদের গল্প শুনতাম, কিংবা কতিপয় উৎসুক তরুণ শিক্ষকের বর্ণবৈষম্যবাদের ক্ষত নিয়ে দেয়া যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সে শুনতো সেগুলোর কথা শুনতাম, এবং তখন আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি যে রে তার ওরকম ভদ্র অভিব্যাক্তির নিচে নিশ্চিত আমাকে চোখ টিপ মেরে আমাকে ওই স্কোরের ভেতর প্রবেশ করতে বলছে। সাদা বিশ্বের প্রতি আমাদের যে ক্ষোভ তার জন্য কোনো আপত্তি করার প্রয়োজন নেই, সে আমাকে যে কথাটা বলতে চাইতো তা হলো যে আসলে কোনো স্বাধীন নিশ্চয়তা নেই; আমাদের খেয়াল খুশিমত সুইচ অন্ এবং অফ্ করতে পারি। মাঝে মধ্যে তার কোনো কোনো কার্য সম্পাদন শেষে, আমি তার মতামত নিয়ে প্রশ্ন করতাম, যদি তার আন্তরিকতা না থাকতো আর কী। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতাম যে আমরা জিম ক্রো সাউথ-এ বসবাস করি না, হারলেম কিংবা ব্রঙ্কস-এর উত্তাপহীন হাউজিং প্রজেক্ট আমাদের হেফাজতে দেয়া হয় না। আমরা আছি এই ঘোড়ার ডিমের হাওয়াই-এ। আমরা যা খুশি বলি, যেখানে খুশি খেতে যাই, আমরা বিখ্যাত সব বাসের সামনের আসনে

www.pathagar.com

বসি। আমাদের বাস্কেটবল টিমের কোনো সাদা বন্ধুই তাদের নিজেদের ভেতর যে আচরণ করে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো আচরণ আমাদের সাথে করে না। ওরা আমাদের ভালোবাসে আমরাও তাদের ভালোবাসি, আর মনে হয় তাদের অর্ধেকের মতো লোক কালোদের মতো হতে চায় কিংবা অন্তত ডক্টর জে তো হতেই চান।

ঠিক আছে, এসবই সত্যি, রে স্বীকার করতো।

সম্ভবত আমরা কুৎসিত পাছাওয়ালা নিগ্রোদের ভঙ্গিমায় একটা স্থিরতা প্রদান করতে পারি। যখন আমাদের ওটা সত্যিকারের প্রয়োজন হবে তখনকার জন্য ওটা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি।

রে এটা শুনে মাথা ঝাঁকাতো, ভঙ্গিমা, হাহ? তোমার নিজের কথা বলো।

তখন বুঝে নিতাম রে মোক্ষম সময়ে তার ট্রামকার্ড ছেড়েছে। সচরাচর এরকম খেলা সে খেলে না। সব সত্ত্বেও আমি হলাম একটু ভিন্ন ধরনের, আমার কোনো ধারণাই নেই আমার নিজের বলতে কী বোঝায়? নিজেকে প্রকাশ করার ভয়ে মোটামুটি নিরাপদ গ্রাউন্ডে নিজেকে গুটিয়ে নিতাম।

সম্ভবত আমরা যদি নিউইয়র্ক কিংবা লস অ্যাঞ্জেলস-এ বসবাস করতাম তাহলে আমি হাই-স্টেক গেমস এর নিয়মকানুন হয়তো খুব দ্রুত আয়ত্ত্ব করতে পারতাম। কিন্তু আমি যা শিখেছি, তা হলো, সাদা আর কালো এই দুই বিশ্বের একবার এটাতে আবার ওটাতে যাওয়া আসা করতে আমি জানি, দুটোরই রয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষা, প্রথা এবং উদ্দেশ্যের এক বিশেষ কাঠামো, আমার নিজস্ব অনুবাদে আমার নিজের কাছে কেন যেন মনে হয় এই দুটো শেষ পর্যন্ত একত্রে মিলে যাবে। তবুও আমার এরকম একটা অনুভূতি রয়েছে যে কিছু একটা যেন আমার ভেতর সঠিক অবস্থানে নেই। একটা সতর্কতা যা শুনতে পাই একজন সাদা মেয়ের ভেতর যখন সে কথোপকথনের মাঝপর্যায়ে গিয়ে বলে যে সে স্টেভি ওয়ান্ডারকে দারুণ পছন্দ করে; কিংবা সুপার মার্কেটে একজন মহিলা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে আমি বাস্কেটবল খেলি কিনা; কিংবা স্কুলের অধ্যক্ষ যখন বলেন যে আমি বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছেলে। আমি স্টেভি ওয়ান্ডারকে পছন্দ করি, আমি ভালোবাসি বাস্কেটবল, এবং ভীষণ চেষ্টা করি সবসময় শান্ত মেজাজে থাকতে। কিন্তু এসব মন্তব্য আমাকে বিরক্ত করে কেন? ওই সব মন্তব্যের কোথাও না কোথাও একটা তামাশা আছে, যদিও তামাশাটা কী, কে তামাশাটা করছে, কাকে করছে, তা আমার অনুভবের হাত ফসকে কোথায় যেন পালিয়ে যায়।

একদিন বসন্তের শুরুর দিকে ক্লাস শেষে আমি আর রে পুনাহু ক্যাম্পাসের এক বিরাট বটগাছের নিচে রাখা বেঞ্চির দিক বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম। এটাকে সিনিয়র বেঞ্চ বলা হতো, কিন্তু এটা ছিলো মূলত হাইস্কুলের জনপ্রিয় আড্ডা, হইচই, চিয়ারলিডার আর পার্টিতে যাওয়া দলের জমায়েত হওয়ার জায়গা। এক সিনিয়র, দেখতে বেশ মোটাসোটা, নাম হলো কার্ট, ওই জায়গায় ছিলো, আমাদের দেখা মাত্রই চিৎকার দিয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

"হেই, রে! বন্ধু! কী হয়েছে!"

রে ওখানে গেলো এবং কার্টের বাড়িয়ে দেয়া হাতের তালুতে একটা থাপ্পড় লাগলো। কিন্তু কার্ট আমার দিকে হাত নাড়লে আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম।

"ওর সমস্যাটা কী?" আমি হেঁটে ওখান থেকে চলে যাওয়ার সময় কার্ট রয়কে বলছিলো এবং আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। কয়েক মিনিট পর রে আমার সাথ ধরে ফেলল এবং বলল কী সমস্যা।

"রে, ওরা আমাদের নিয়ে ফাজলামো করছিলো"— আমি বললাম।

"কী বলছো তুমি?

"অল দ্যাট, ইও বেবি, গিভমি ফাইভ' বুলসিট?

"তো, হঠাৎ কিসে তোমার রাগ হলো মিস্টার সেনসেটিভ? কার্ট ওই কথা তো অন্য কিছু মনে করে বলেনি"

"তোমার যদি তাই মনে হয় তাহলে তাই"

রাগে রে-এর চোখমুখ সব দপ করে জ্বলে উঠলো। "দেখো", সে বলল, "আমি শুধু তার সাথে কিছু কথা বলছিলাম, ঠিক আছে? ঠিক আমি যেমন দেখেছি তুমি তোমার গেমটিচারের সাথে কথা বলো যখন তোমার কোনো সুবিধার দরকার পড়ে। কথা বলছিলাম, হ্যাঁ, 'মিস স্নুটি বিচ', আমার এই উপন্যাসটা খুবই ভালো লেগেছে, ওই পেপারের জন্য আমি আর একটা দিন সময় যদি বেশি পাই তাহলে আমি তোমার সাদা পাছায় একটা চুমু খাব। এটা ওদের পৃথিবী, ঠিক আছে? ওরা এটা জয় করেছে আর আমরা এর ভেতরে আছি। সুতরাং, আমার চোখের সামনে থেকে এখন যাও।"

পরের দিন, আমাদের তর্কবিতর্কের উত্তাপ শেষ হয়ে গেছে, এবং রে আমাকে পরামর্শ দিলো যে, সে ওই সপ্তাহের শেষে তার বাড়িতে একটা পার্টি থ্রো করছে এবং আমি যেনো আমার বন্ধু জেফ এবং স্কটকে আমন্ত্রণ জানাই। আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম— কালোদের পার্টিতে আমরা তো কোনো সাদা বন্ধুদের নিয়ে আসিনা— কিন্তু রে বেশ জোরাজুরিই করলো, আর আমিও আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। জেফ আর স্কট দু'জনই আসতে রাজি হলো যেহেতু আমি তাদের ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে চাইলাম। সুতরাং শনিবার রাতে, আমাদের একটা খেলা শেষে, আমরা তিনজন গ্রাম্পসের পুরোনো ফোর্ড গ্রানাডাতে চড়ে বসলাম এবং স্কফিল্ড ব্যারাকের দিকে রওনা দিলাম, শহর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

পার্টিতে এসে যখন পৌঁছালাম তখন পার্টি রীতিমতো চলছিলো, আমরা রিফ্রেশ হতে চলে গেলাম। জেফ আর স্কটের আগমন পার্টিতে কোনো আলোড়নই তুললনা; রে ওই দু'জনকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, অনেকের সাথেই অল্প স্বল্প কিছু কথাবার্তা হলো, তারপর ওরা দু'জন মেয়েকে নিয়ে ড্যান্সফ্লোরে নাচতে গেলো। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ওই দুই সাদা বন্ধু এসব দৃশ্যে বেশ বিস্মিত। ওরা

www.pathagar.com

প্রচুর হাসাহাসি করলো। ওরা তিনজন রুমের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়ালো। মিউজিকের তালে তালে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলো আর কয়েক মিনিট পরপরই "এক্সিউজ মি, এক্সিউজ মি।" সম্ভবত ঘণ্টাখানেক পর ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব কি না?

"কী হলো?" আমি যখন রে কে জানাতে গেলাম যে আমরা চলে যাচ্ছি তখন সে মিউজিকের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

"ওদের মনে হয় ভাল্লাগছে না,"

আমরা দু'জন দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, এবং বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমাদের চার পাশে হইচই হাসাহাসি চলছিলো। রে-এর চোখে সন্তুষ্টির কোনো ছাপ দেখলাম না, হতাশারও কোনো লক্ষণ খুঁজে পেলাম না; স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলো সে, ঠিক সাপের মতো পলকহীন। শেষ পর্যন্ত সে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলো, আমি করমর্দন করলাম, তখনও দু'জন চোখে চোখে স্থির তাকিয়ে আছি। "ঠিক আছে, পরে কথা হবে," সে বললো, তার হাত আমার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে পড়লো, দেখলাম সে হাঁটতে হাঁটতে ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়লো, এবং ওদের জিজ্ঞেস করলো একটু আগে যে মেয়েদের সাথে সে কথা বলছিলো ওরা গেলো কোথায়।

বাইরে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। রে-এর স্টেরিওর শব্দ ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে, জানালার বাইরে বাংলোগুলো থেকে সবুজ আলো ঠিকরে পড়ছিলো যেগুলো দ্রুত পরিছন্ন লেনের পথ ধরে পেছনে সরে যাচ্ছিলো, একটা বেসবল মাঠে গাছের ছায়া পড়েছে। গাড়ির ভেতর জেফ আমার কাঁধে হাত রেখেছে, ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা কৃতকর্মের জন্য একই সাথে অনুতপ্ত আবার হাঁফ ছেড়েও বেঁচেছে। "তুমি তো জানই," সে বলল, "সত্যিই, আমি এখান থেকে একটা জিনিস শিখতে পারলাম। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, তোমার আর রে-এরও এরকমটা শেখা দরকার, বিশেষ করে স্কুল পার্টিতে... যেহেতু তোমরা দু'জনই হলে একমাত্র কালো।"

আমার মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। "ইয়াহ্, রাইট", মনে হচ্ছিল ওখানেই ওকে ঘুষি মেরে ফেলে দিই। রাস্তা ধরে শহরের দিকে যেতে থাকলাম, সবাই চুপচাপ, কার্টের সাথে রয়ের সেদিনের কথাবার্তাগুলো আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো, আর তার আগে রে-এর সাথে আমার সব আলোচনা, সেদিনের রাতের ঘটনাগুলো সব কিছুই ভাবতে শুরু করলাম। বন্ধুদের নামিয়ে দেয়ার পর থেকেই বিশ্বের এক নতুন মানচিত্র দেখতে শুরু করলাম, এমন এক মানচিত্র যা এর সরলতায় আতঙ্কজনক এবং ব্যঞ্জনার্থে শ্বাসরুদ্ধকর। রে একবার আমাকে বলেছিলো যে আমরা সবসময়ই সাদাদের কোর্টে খেলছি, সাদাদের তৈরি নিয়মে খেলছি। অধ্যক্ষ কিংবা কোচ কিংবা শিক্ষক কিংবা কার্ট তোমার মুখে যদি থুথু মারতে চায় তাহলে তারা পারে, কারণ তাদের ক্ষমতা আছে, তোমার নেই। সে যদি সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেয় যে সে তোমাকে থুথু মারবে না, তোমার সাথে মানুষের মতোই ব্যবহার করবে এবং তোমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, তাহলেও সে পারে, কারণ সে ভালো করেই জানে যে তুমি যে সব কথা বলো, যে সব জামাকাপড় পরো, যেসব বইপত্র পড়ো, তোমার উচ্চাভিলাষ, তোমার আকাঙ্ক্ষা এসব কিছু মূলত তাদেরই। সে যা করতে চায় তা তারই সিদ্ধান্ত, তোমার নয়, কারণ ওই মৌলিক ক্ষমতাটা সে তোমার ওপর খাটাতে পারে, ওই মৌলিক ক্ষমতা তার প্রাতিস্বিক অভিলাষ অভিসন্ধিকে পূর্বগামী করে রাখে এবং টিকিয়েও রাখবে। ভালো মন্দের পার্থক্যকে সাদারা উপেক্ষার চোখে দেখে। বস্তুত তুমি এমনকি এটাও নিশ্চিত হতে পারবে না যে, মুক্ত কালো মানুষের অভিব্যক্তি হিসেবে তুমি যা কিছু ধারণ করো যেমন রসবোধ, সঙ্গিত, দি বিহাইন্ড-দি-ব্যাকপাস এগুলো তুমি নিজ স্বাধীনভাবে বেছে নিয়েছো। সর্বচ্চো ভালোভাবে বললে এটাকে বলা যেতে পারে এক প্রকার আশ্রয়, আর সবচেয়ে খারাপভাবে বললে বলা যেতে পারে এটা এক ধরনের ফাঁদ। এরকম খ্যাপাটে যুক্তি অনুসরণ করে, তুমি তোমার নিজের বলে শুধু একটা জিনিসই বাছাই করে নিতে পারো তা হলো তুমি তোমার দুর্বার ক্রোধের কুণ্ডলি ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে ফেলতে পারো, যতক্ষণ না কালো কথাটার অর্থ দাঁড়ায় ক্ষমতাহীনতা এবং পরাজয়। এবং চূড়ান্ত আয়রনি হলো : তোমার কি এই পরাজয় প্রত্যাখ্যান করা উচিত এবং তোমার বন্দিকর্তাকে কি প্রচণ্ডরকমের আক্রমণ করা উচিত, ওরা এটারও একটা নাম দিয়েছে, মালপত্রের মতো তুমি ওই নামে খাঁচাবন্দি হতে পারবে। যেমন- ভ্রমগ্রস্ত, জঙ্গি, হিংস্র, নিগ্রো।

পরবর্তী কয়েক মাস, আমি এই দুঃস্বপ্নময় দর্শনকে সত্য বলে ধরে নিয়ে বেশ যত্নসহকারে ওটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। লাইব্রেরি থেকে এক গাদা বইপত্র নিয়ে এলাম— ব্যাল্ডউইন, এলিসন, হগস রাইট, দুবয়েস। রাতে আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম, নানা-নানিকে বলতাম যে আমার কিছু হোমওয়ার্ক বাকি আছে, তারপর বসে বসে নানান শব্দাবলি নিয়ে লড়াই করতাম, হঠাৎ হঠাৎ বেপরোয়া তর্ক নিয়ে স্তব্ধ হয়ে যেতাম, চেষ্টা করতাম জন্ম নিয়েই যে বিশ্ব আমি পেয়েছি তার সাথে আমার বিরোধ মিটিয়ে ফেলি। কিন্তু পালানোর কোনো পথ নেই, 'বিগার টমাস অ্যান্ড ইনভিজিবল মেন' এই বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমি এই একই নিদারুণ যন্ত্রণা এবং একই সন্দেহ খুঁজে পেতাম; এক ধরনের অবমাননা যা কোনো আয়রনিও নয় কোনো রকম বোধশক্তি নয়, বরং ওতে বোধ হয় পথভ্রষ্ট হওয়া যায়, এমনকি দুবোয়িসের শিক্ষণ, ব্যাল্ডউইন-এর প্রেম, ল্যাংস্টোনের রসবোধ এসবই শেষ পর্যন্ত এই ক্ষয়কারী শক্তির কাছে অবসন্ন হয়ে পড়ে, এঁরা প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করতে বাধ্য হয়েছেন যে শিল্পকলার একটা উদ্ধরণ ক্ষমতা রয়েছে, প্রত্যেকেই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন, একজন আফ্রিকা থেকে, একজন ইউরোপ থেকে আর একজন একেবারে হারলেমের গভীর

www.pathagar.com

বোলের ভেতর থেকে, কিন্তু তারা সবাই ছিলেন একই রকমের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্ভাগা, তাঁদের পায়ে পায়ে অশুভ আত্মা।

শুধু ম্যালকম এক্স-এর আত্মজীবনী একটু ভিন্ন ধাঁচের, তাঁর বারংবার বলা আত্ম-আবিষ্কারের বিষয়টি আমাকে নাড়া দেয়; তাঁর কথায় স্পষ্ট কাব্যিকতা, শ্রদ্ধা পোষণের প্রতি তাঁর শ্রীহীন দৃঢ়তা, নতুন এবং এক আপসহীন বিন্যাসের প্রতি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শৃঙ্খলায় তিনি সামরিক, ইচ্ছাশক্তিতে তিনি অগ্রগামী। অন্য যেসব বিষয় রয়েছে, যেমন নীলচোখের দৈত্য নিয়ে কথা, দিব্য প্রকাশের কথা, সবই ওই প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক, আমার মনে হয়েছে, ম্যালকম নিজেই ধর্মের মোটঘাট তাঁর শেষ জীবনে এসে খুব নিরাপদে পরিত্যাগ করেছিলেন। এবং তবুও, আমি কল্পনায় ভেবেছি যে আমি ম্যালকমের আহ্বান অনুসরণ করব, বইয়ের ওই একটা লাইন আমাকে ধরে রাখে। তিনি তাঁর একসময়কার একটা ইচ্ছার কথা বলেছেন, ইচ্ছাটা হলো এই যে, তাঁর শরীরের ভেতর দিয়ে যে সাদা রক্ত প্রবাহিত, তা একটা সহিংস আচরণের দ্বারা হয়তোবা মুছে ফেলা যায়। আমি জানি, ম্যালকমের জন্য ওই ধরনের ইচ্ছা কখনই প্রাসঙ্গিক হতে পারে না। আমি খুব ভালো করেই জানি, আত্মসম্মানবোধের পথ ধরে চলতে গেলে আমার নিজের সাদা রক্ত ওই বিমূর্ততায় অপসৃত হবে না, আমার তখন ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিলো যদি এবং যখন আমি আমার নানা, নানি এবং মা কে কোনো এক অচিহ্নিত সীমান্তে পরিত্যাগ করবো তখন আমি আর কী থেকে বিচ্ছিন্ন হবো?

এবং এটাও সত্যি যে, শেষ জীবনে এসে ম্যালকমের যে আবিষ্কার যে সাদারা তার পাশে ভাইয়ের মতো থাকতে পারে ঠিক ইসলাম ধর্মে যেমন থাকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত পুনঃমিত্রতা স্থাপনের একটা আশা থেকে যায়। এবং দূরবর্তী কোনো ভবিষ্যতে দূরের কোনো এক স্থানে এরকম আশার আবির্ভাব ঘটতে আমি দেখতে চাই, কোথা থেকে ওই সব মানুষদের আগমন ঘটবে যারা ওই দূরভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করে কাজে নেমে পড়বে এবং ওই নতুন পৃথিবীকে জনপূর্ণ করে তুলবে। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে বাস্কেটবল খেলা শেষে আমার আর রে-এর সঙ্গে মালিক নামের লম্বা, রোগাপাতলা একজনের সঙ্গে বেশ কথা হলো, মালিক আমাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে খেলে। মালিক বললো যে সে একজন ন্যাশন অব ইসলামের অনুসারী কিন্তু যে দিন ম্যালকম মারা গেলেন সেদিন থেকে সে হাওয়াই-এ থাকে, সেদিন থেকেই সে মসজিদ কিংবা রাজনৈতিক কোনো মিটিং-এ আর যায় না, যদিও নির্জনে প্রার্থনা করে সে এখনও মনে শান্তি খুঁজে পায়। আমাদের পাশেই এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, আমাদের কথাবার্তা নিশ্চয় তার কানে গিয়ে থাকবে, কেননা তিনি বিচক্ষণ একটা মুখভঙ্গি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

"তোমরা সব ম্যালকম নিয়ে কথা বলছ, তাই না? ম্যালকম এ ধরনের কথা বলেছেন কোনো সন্দেহ নেই।"

www.pathagar.com

হ্যাঁ, অন্য একজন বললেন, "কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলি— আমি শিগগির আফ্রিকার জঙ্গলে চলে যাচ্ছিনা। কিংবা ওই সব ঘোড়ার ডিমের মরুভূমিতেও আমি যাচ্ছি না, এক দল আরবের সাথে কার্পেটে বসে থাকার আমার কোনো শখ নেই। নো স্যার, রিব্‌স খাওয়া আমি বাদ দিতে পারবো না।"

"ওদেরকে রিব্‌স নিতে দাও।"

"এবং পুসিও দাও। ম্যালকম কি পুসি বিষয়ে কিছু বলেনি? তুমি তো জানই ওসব এখন আর চলে না"।

আমি লক্ষ্য করলাম রে হাসছে এবং কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। "তুমি হাসছো কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "তুমি তো ম্যালকম কখনও পড়নি, এমনকি ম্যালকম কি বলেছে না বলেছে সেটাও তো তুমি জানো না।"

রে আমার হাত থেকে বাস্কেটবলটা কেড়ে নিয়ে বিপরীত রিমের দিকে ছুড়ে মারলো। "কিভাবে কৃষ্ণাঙ্গ হতে হয় এটা জানার জন্য আমার বই পড়ার দরকার নেই।" সে চিৎকার দিয়ে কথা বলতে লাগলো, আমিও উত্তর দিতে থাকলাম। তারপর ঘুরে মালিকের দিকে তাকালাম, ভাবলাম সে হয়তো আমার সমর্থনে কিছু বলবে। কিন্তু এই মুসলিম আমাকে কিছুই বললো না, দেখলাম তার হাড্ডিসার মুখে আনমনা একটা হাসি ছড়িয়ে আছে।

তারপর থেকে আমি আমার মনোভাব গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার উত্তেজিত মনের অবস্থাকে এক ছদ্মবেশ পরাতে শিখলাম। কয়েক সপ্তাহ পর, রান্নাঘরে বার্কবিতণ্ডা শুনে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম— নানার মোটা গম্ভীর গলার ঘড়ঘড় আওয়াজের নিচে নানির কণ্ঠ প্রায় শোনাই যাচ্ছিলো না। কী হচ্ছে দেখার জন্য দরজা খুললাম দেখলাম টুট তাদের শোবার ঘরে ঢুকছেন, কাজে বের হওয়ার জন্য পোশাক পাল্টাবেন। কী হয়েছে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

"কিছুই হয়নি। তোমার নানা আজকে সকালে আমাকে অফিসে নিয়ে যাবে না। এই, আর কিচ্ছু না।"

রান্না ঘরে দেখলাম গ্রাম্পস আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছেন। নিজের জন্য কাপে কফি ঢালছিলেন। আমি বললাম আপনি ক্লান্ত হয়ে থাকলে আমিই টুটকে পৌঁছে দিতে পারি। দুঃসাহসিক একটা প্রস্তাব, কেননা এত সকালে আমি ঘুম থেকে উঠি না। প্রস্তাবটা শুনেই তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন।

"এটা কোনো কথা নয়। তোমার নানি শুধু চায় আমাকে বিরক্ত করতে।"

"আমি নিশ্চিত উনি তা চান না, গ্রাম্পস।"

"অবশ্যই চায়।" কফিতে চুমুক দিলেন। "ব্যাংকে কাজ শুরুর পর থেকেই সে বাসে চড়ে যেতো। সে বলতো ওতেই নাকি তার আরও বেশি সুবিধে হতো। আর এখন, সে একটু বিরক্ত হয়েই সব কিছু পাল্টে দিতে চায়।"

www.pathagar.com

টুট তাঁর মেজাজ গরম হয়ে থাকা শরীরটা নিয়ে হলঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর বাইফোকাল চশমার ভেতর দিয়ে আমাদের উঁকি মেরে দেখতে থাকলেন।

"এটা ঠিক নয়, স্ট্যানলি।"

আমি তাঁকে অন্য একটা রুমে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে।

"গতকাল একটা লোক আমার কাছে ডলার চেয়েছিলো। আমি তখন বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

"এই ঘটনা?"

বিরক্তিতে তাঁর ঠোঁট কাঁপছিলো। "লোকটা ভীষণ মারমুখো, বেরি। ভীষণ মারমুখো। তাকে এক ডলার দেয়ার পরেও সে চাইতেই থাকলো। বাস না এসে পড়লে আমার মনে হয় ও আমার মাথায় বাড়ি মারতো।"

আমি রান্নাঘরে ফিরে গেলাম, গ্রাম্পস তাঁর কাপ ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। তাঁর পিঠটা আমার দিকে করা। "আচ্ছা" আমি বললাম, "আমি পৌঁছে দিলে সমস্যা কী। নানিকে বেশ আপসেট মনে হচ্ছে।"

"একটা ফকিরকে দেখে ভয়?"

"হ্যাঁ ফকির— কিন্তু উনি মনে হয় একটু ভয় পেয়েছেন, বিশাল একটা লোক তাঁর পথ আটকিয়েছিলো। এটা আসলে অত বড় কোনো ঘটনা না।" গ্রাম্পস আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, দেখলাম উনি এখন একটু কাঁপছেন। "এটা বড় ঘটনা, এটা আমার কাছে বড় ঘটনা। লোকজন এর আগেও তাকে বিরক্ত করেছে। কিন্তু এবার এত ভয় পাওয়ার কারণ কি জানো? আমি বলছি কেন; তুমি এখানে আসার আগে সে আমাকে বলল ওই লোকটা হচ্ছে কালো।" কালো শব্দটা তিনি ফিসফিস শব্দের মতো করে বললেন। "ওটাই হচ্ছে ভয় পাওয়ার আসল কারণ। তবে ওটাই যে ঠিক তা আমি অবশ্য মনে করি না।"

কথাগুলো আমার পাকস্থলিতে ঘুষি মারার মতো এসে লাগছিলো, আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমি খুব শান্তস্বরে বললাম যে এরকম আচরণ আমাকেও বিরক্ত করে, এবং তাঁকে এই নিশ্চয়তা দিলাম যে টুটের ভয় কেটে গেছে এবং আমাদের উচিত তাকে পৌঁছে দেয়া। গ্রাম্পাস ধপাস করে তাঁর লিভিংরুমের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন এবং বললেন যে তোমাকে আগেই বলেছি আমি পারবো না। আমার চোখের সামনেই তিনি আরও ছোট হয়ে গেলেন, আরও বুড়ো হয়ে গেলেন এবং আরও বিষণ্ন হয়ে উঠলেন। আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম, বললাম; ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি।

ওভাবে চুপচাপ আমাদের বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেলো, এক বেদনাদায়ক নিস্তব্ধতা। শেষ পর্যন্ত উনি নিজেই টুটকে ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে চাইলেন, তারপর পোশাক পাল্টানোর জন্য যেন তিনি নিজেকে টেনে হিঁচড়ে চেয়ার থেকে ওঠালেন। তারা চলে যাওয়ার পর আমি আমার বিছানার কোণায় বসে বসে নানা-নানির কথা ভাবতে লাগলাম। তারা বারবার আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছেন। তাদের

www.pathagar.com

সমস্ত প্রলম্বিত আশা আকাঙ্ক্ষা আমার সফলতার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের ভালোবাসার প্রতি সন্দেহ করার মতো কোনো সুযোগই তারা দেননি। আমার সন্দেহ তারা আদৌ তা কখনও দেবে কি না?

ওই রাতে, আমি গাড়ি চালিয়ে চলে গেলাম ওয়াই কিকিতে, চোখ ঝলসানো হোটেল আর আলা-ওয়াই ক্যানেল পার হয়ে চলে গেলাম। বাড়িটি চিনতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেলো, হেলে পড়া রোয়াক, নিচু-পিচ দিয়ে তৈরি ছাদ। ভেতরে আলো জ্বলছিলো, দেখতে পেলাম ফ্র্যাঙ্ক তাঁর চেয়ারে বসে আছেন, একটা কবিতার বই তাঁর কোলে রাখা, তাঁর পড়ার চশমাটা নিচে নেমে নাকের ডগায় ঝুলে আছে। গাড়ির ভেতরে কিছুক্ষণ বসে বসে তাকে দেখলাম, তারপর নেমে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। কে আসল না আসল না দেখেই তিনি হুড়কাটা খুলে দিলেন। প্রায় বছর তিনেক পর তাঁর সাথে আবার দেখা হলো।

"ড্রিঙ্ক করবে?" আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি মাথা ঝাঁকালাম। রান্নাঘরের কাপ বোর্ড থেকে তিনি একটা হুইস্কির বোতল এবং দুটো প্লাস্টিকের কাপ বের করলেন। তিনি দেখতে আগের মতোই আছেন, তাঁর গোঁফ আগের চেয়ে একটু বেশি সাদাটে হয়েছে। মৃত আইভির মতো তাঁর গোঁফ তাঁর ওপরের ভারি ঠোঁটে ঝুলে আছে।

"তোমার নানা কেমন আছে?"

"ভালো আছেন।"

"তো এখানে কি মনে করে?"

কী হয়েছে ফ্র্যাঙ্ককে বললাম। উনি মাথা ঝাঁকালেন। দু'জনের গ্লাসেই মদ ঢেলে দিলেন। "তোমার নানা একটা হাস্যকর বেড়াল", উনি বললেন। "তুমি কি জানো, আমরা ছোটবেলায় প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মতো দূরত্বে বসবাস করেছি?"

আমি মাথা নাড়ালাম।

"হ্যাঁ, তাই। দু'জনই উইচিটার কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকতাম। আমরা অবশ্যই একজন আরেকজনকে চিনতাম না। বহুদিন ওর সাথে আমার দেখা নেই, আর ওর হয়তো অনেক কিছু মনেও নেই, কারণ ও বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। যদিও ওর কিছু মানুষের সাথে আমার দেখা হয়ে থাকতে পারে। হয়তো রাস্তাঘাটে চলতে গেলে দেখা হয়। তবে দেখা হলে আমি রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াই। তোমার নানা কি তোমাকে বলেছে এসব?"

আমি কিছুটা হুইস্কি গলার ভেতর নামিয়ে দিলাম, তারপর আবারও মাথা ঝাঁকালাম।

"না, না, না," ফ্র্যাঙ্ক বললেন," আমার মনে হয় না ও ওসব বলেছে। স্ট্যান কানসাসের ওই সব বিষয় নিয়ে খুব একটা কথা বলতে পছন্দ করেনা, ওগুলোতে সে অস্বস্তিবোধ করে। ও একবার আমাকে একটা কালো মেয়ের ব্যাপারে বলেছিলো,

www.pathagar.com

মেয়েটাকে ওরা তোমার মায়ের দেখাশোনা করার জন্য নিয়ে এসেছিলো। এক ধর্ম প্রচারকের মেয়ে, আমার তাই মনে হয় আর কী। ও আমাকে বলেছিলো যে মেয়েটা কিভাবে ধীরে ধীরে তোমাদের পরিবারের নিয়মিত একজন হয়ে যায়। ওভাবেই সে স্মরণ করতে পারতো আরকি, তুমি বুঝতে পারছো মনে হয়— ওই মেয়েটা আসত অন্যের বাচ্চাদের দেখা শোনা করতে, তার মা আসতো অন্যের কাপড় চোপড় কাচার জন্য। এটাই হচ্ছে পরিবারের নিয়মিত একজন হয়ে ওটা।"

বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, এবার আমি নিজেই ঢেলে নিলাম। ফ্র্যাঙ্ক আমাকে দেখছেন না, উনার চোখ দুটো এখন বন্ধ, তাঁর মাথা চেয়ারের পেছন দিকের সঙ্গে হেলান দেয়া, তাঁর বিরাট কুঞ্চিত মস্তকটিকে মনে হচ্ছে পাথরে খোদাই করা এক ভাস্কর্য, "স্ট্যান যে ধরনের মানুষ তার জন্য তুমি তাকে দোষ দিতে পারনা," ফ্র্যাঙ্ক বেশ শান্ত স্বরে কথাটা বললেন। "আসলে মানুষটা কিন্তু ভালো। কিন্তু আমাকে সে চিনতে পারেনি। তোমার মায়ের দেখাশোনা করতো যে মেয়েটা ওই মেয়েটাকে সে যেমন করে চিনতো আমাকেও ওভাবেই চিনতো। আমি তাকে যেভাবে দেখি ওভাবে সে আমাকে দেখতে পারে না। সম্ভবত এসব হাওয়াইনদের কিংবা রিজার্ভেশনের ওই সব ইন্ডিয়ানদের কেউ কেউ তা পারে। ওরা ওদের বাবাদের অবমানিত হওয়া দেখেছে। তাদের মায়েদের পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া দেখেছে। কিন্তু তোমার নানা ওসবের অনুভূতি কেমন তা কখনই বুঝতে পারবে না। আর সে কারণেই সে এখানে আসতে পারে, আমার হুইস্কি গিলে তুমি এখন যে চেয়ারে বসে আছো ওখানে বসে সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। শিশুর মতো ওর ঘুম। দেখো, ঠিক এ ধরনের কাজ আমি কিন্তু তার বাড়িতে কখনই করতে পারি না, কখনই না। আমি যতই ক্লান্ত হই না কেন আমার নিজের দেখাশোনা আমার নিজেকেই করতে হয়। আমার নিজের বেঁচে থাকার জন্য নিজেকেই পাহারা দিয়ে রাখতে হয়।"

ফ্র্যাঙ্ক তার চোখ খুললেন। "তোমাকে আমি যা বলার চেষ্টা করলাম তা হলো, তোমার নানির ভয় পাওয়ার অধিকার আছে। অন্তত স্ট্যানলির মতো তারও অধিকার আছে। সে বোঝে যে সাদাদের ঘৃণা করার মতো কালোদের অনেক কারণ আছে। ব্যাপার কিন্তু এটাই। তোমার জন্য বলছি, ব্যাপারটা অন্য রকম হোক তা আমি চাই। কিন্তু তা নয়। সুতরাং তোমার বরং এটা মেনে নেয়াই ভালো।"

ফ্র্যাঙ্ক আবারও চোখ মুদলেন। তাঁর নিশ্বাস ধীর গতির হয়ে যাচ্ছে, মনে হয় ঘুমিয়ে পড়বেন। ভাবলাম উনাকে জাগিয়ে দেই, তারপর ভাবলাম, না, থাক। হেঁটে হেঁটে গাড়ির কাছে গেলাম। আমার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠলো, যেনো যে কোনো মুহূর্তে মাটি ফেটে বিশাল গর্ত হয়ে যাবে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, এবং এই প্রথমবারের মতো জানতে পারলাম আমি ভীষণ একা।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ভোর তিনটে বাজে। চাঁদের আলো ধোয়া নির্জন রাস্তা। অনেক দূরে একটা কার ঘড়ঘড় করে উঠলো, ওটা তার গতিবেগ বাড়িয়ে তুলছে। উৎসবের লোকজনেরা সম্ভবত এখন নিজেদের গুটিয়ে নেবে, জোড়ায় জোড়ায় কিংবা একা একা ওরা গভীর ভল্লুক ঘুমে এলিয়ে যাবে, হাসান যাবে তার নতুন সঙ্গিনীর কাছে– আমি থাকতে পারছি না, চোখ টিপ মেরে হাসান বলে গেলো। এখন শুধু আমরা দু'জন সূর্যোদয় দেখার অপেক্ষায় আছি, আমি এবং বিলি হলিডে, অন্ধকার ঘরে তার মধুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, প্রেমিকার মতো আমার কাছে এসে পৌঁছালো সে।

আমি এক নির্ধোধ... তোমাকে পাওয়ার জন্য।
আমি এমনই এক নির্বোধ... তোমাকে পাওয়ার জন্য।

গেলাসে মদ ঢেলে নিলাম, ঘরের চতুর্দিক তাকিয়ে দেখলাম : টুকরো টুকরো নোনা বিস্কুটের বোল, উপচে পড়া অ্যাসট্রে, খালি বোতলগুলো দেয়ালের বিপরীতে দিগন্তের রূপরেখা নিয়ে স্থির হয়ে আছে। গ্রেট পার্টি। সবাই একথাই বলেছিলো : বেরি আর হাসান আসলে পার্টি জমিয়ে ফেলবে। সবাই বলেছিলো। শুধু রেগিনা বাদে। রেগিনা এখানে এসে মেতে উঠতে পারেনি। সে যাওয়ার আগে কী যেনো বলে গেলো? তুমি সবসময় মনে করো এটা তোমাকে নিয়ে। এরপর সে তার দাদিমাকে নিয়ে ওই এক কথা। যেন আমি সমস্ত কালোদের নিয়তির জন্য দায়বদ্ধ, যেন আমি তার দাদিমাকে সারাজীবন হাঁটুতে ভর দিয়ে রেখে দিয়েছি। রেগিনা জাহান্নামে যাক। তার হাই-হর্স, হোলিয়ার-দেন-দাউ, ইউ লেট মি ডাউন মার্কা চেহারা জাহান্নামে যাক। সে আমাকে চেনে না। সে বোঝেই না আমি কোথা থেকে আসছি।

সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরালাম, আমার আঙুলের চামড়ায় সেক না লাগা পর্যন্ত ম্যাচের কাঠি জ্বলা দেখতেই থাকলাম। তারপর চামড়া টাটানো টের পেলাম

www.pathagar.com

এবং তখনই কাঠির আগুনের শিখা নিভিয়ে দিলাম। হোয়াটস দ্য ট্রিক? লোকটি জিজ্ঞেস করে। দ্য ট্রিক ইজ নট কেয়ারিং ইট হার্টস। এই লাইনটা কোথায় শুনেছি মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে করতে পারলাম না, হারিয়ে যাওয়া মুখের মতো ওটাও বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। কোনো ব্যাপার নয়। বিলিও ওই একই ট্রিক জানে; তার ভেঙে যাওয়া, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ওই একই রকমের ট্রিক। এবং আমিও এটা শিখে ফেলেছি; আমার হাইস্কুলের শেষ দু'বছর ওভাবেই গেছে, রে চলে গেলো অন্য এক জুনিয়র কলেজে, আমি বইপত্র সব একপাশে সরিয়ে রাখলাম : বাবাকে চিঠি লেখা বন্ধ করেছিলাম, বাবাও আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলেন। আমি এক হ-য-ব-র-ল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত, যে হ-য-ব-র-ল আমার নিজের তৈরি নয়। আমি শিখেছি পাত্তা না দিতে।

আমি ধোঁয়ার কুণ্ডলি বানিয়ে মুখ থেকে ছাড়লাম, ওই সব বছরগুলোর কথা স্মরণ করতে থাকলাম। গাঁজা আর মদ, পয়সা জুটলে মাঝে মধ্যে দু-এক টান হতো। যদিও ওসবে একেবারে বুঁদ হয়ে থাকতাম না, তবে মিকি থাকত, মিকি ছিলো আমার সম্ভাব্য দীক্ষাগুরু, সে আমার সঙ্গে ওসব করতে ভীষণ উৎসাহী। বলতো যে সে ওসবে একেবারে বেপরোয়া, কিন্তু বলার সময় দেখতাম ত্রুটিযুক্ত ইঞ্জিনের মতো সে কাঁপছে। সম্ভবত তার ঠাণ্ডা লেগে থাকত; আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম একটা ডেলির পেছনের মিট ফ্রিজারের কাছে, সে ওখানেই কাজ করতো এবং ওখানকার তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রিরও ওপরে উঠতো। তাকে দেখলেই বোঝা যেতো সে আসলে ঠাণ্ডায় কাঁপছে না। বরং মনে হতো সে ঘামছে, তার চেহারা আরও উজ্জ্বল আরও কড়া হয়ে উঠতো। সে সূচ আর নল টেনে বের করতো, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম চার পাশে সালামি আর বিফ্ রোস্টের বিশাল স্তূপ, আর ঠিক তখনই আমার মাথায় একটা দৃশ্য খেলে যেতো, একটা উজ্জ্বল, মুক্তোর মতো গোল বাতাসের বুদ্বুদ, নিঃশব্দে আমার শিরার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ছে এবং আমার হৃদক্রিয়া বন্ধ করে দিচ্ছে...

নেশাখোর, গাঁজাখোর। ওদিকেই আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম : ওটাই একজন তরুণ হবু কালো মানুষের সর্বশেষ নিয়তি নির্ধারিত ভূমিকা। তবে নেশার ঘোরে না থাকলে ওরকমটা হতো না, আমি চেষ্টা করতাম এটা প্রমাণ করতে যে কতটা ভাগ্যাহত এক ভাই আমি ছিলাম। তবে আমি মাদক নিতাম শুধু বিপরীত ফলাফলটা দেখার জন্য, এমন কিছুর জন্য যা থেকে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমার মনের বাইরে আমি আসলে কে, এমন এক ফলাফলের জন্য যা আমার অন্তরের ভূদৃশ্যকে লেপ্টে দিতে পারে, আমার স্মৃতির ধারালো প্রান্তগুলোকে ভোঁতা করে দিতে পারে। একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যে তুমি যেখানেই গাঁজা টানো না কেন কোনো পার্থক্য নেই, সে এখন সাদা ক্লাসমেটদের ঝকঝকে নতুন ভ্যানে বসেই টানো, কিংবা জিমে দেখা হওয়া ভাইদের ডর্মে বসেই টানো, কিংবা সৈকতে বসে দু'জন হাওয়াই ছেলের সাথে বসে টানো যে ছেলেরা স্কুল থেকে ঝরে গিয়ে এখন তাদের বেশির ভাগ সময় কাটায় গোলামাল বাধানোর নতুন নতুন অজুহাত খোঁজার চেষ্টায়। কেউই তোমাকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করবেনা যে তোমার বাবা একজন ফ্যাট-ক্যাট এক্সিকিউটিভ কি না যে তার স্ত্রীর সাথে প্রতারণা করে, কিংবা তোমার বাবা কারখানা থেকে সাময়িক অব্যহতি পাওয়া কোনো শ্রমিক কি না যে তোমাকে আশেপাশে দেখলেই প্রচণ্ডরকম করে ধমকে দেয়। তুমি হয়তো শুধু বিরক্ত হতে পারো কিংবা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে পারো। রাজদ্রোহীদের ক্লাবে প্রত্যেকেই স্বাগতম। এবং মাদক যদি এসবের সমাধান না করতে পারতো তাহলে যাই হোক না কেন তুমি হতোদ্যম হয়ে পড়বে, নেশা নিদেনপক্ষে যা করতে পারতো তা হলো বর্তমান বিশ্বের এই মূঢ়তা নিয়ে, ভণ্ডামি নিয়ে এবং সস্তা নৈতিকতা নিয়ে হাসাহাসি করা যেতো।

আমার কাছে ওই সময় ওটা ওরকমই মনে হতো। নিয়তি কিভাবে তার খেলা শুরু করেছিলো তা বুঝতে বুঝতেই আমার দু'বছর সময় পার হয়ে গিয়েছিলো। যারা টিকে থাকে তাদের ভেতর বর্ণ এবং অর্থ শেষ পর্যন্ত পার্থক্য একটা তৈরি কণ্ঠেরই, তুমি যখন শেষ পর্যন্ত পড়ে যাও তখন মাটি কতটা শক্ত থাকে কিংবা নরম থাকে সেটা একটা ব্যাপার। অবশ্যই যেভাবেই হোক না কেন ভাগ্যের প্রয়োজন তোমার কিছুটা আছেই। আর ওই জিনিসটারই অভাব ছিলো পাবলোর, সেদিন তার সাথে তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ছিলো না, আর তার কারের ট্রাঙ্ক চেক না করেও পুলিশের উপায় ছিলো না। কিংবা ব্রুস, অনেক নেশার ঘোরে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলো এক হাস্যকর খামারে। কিংবা ডিউক, দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া কার থেকে আর কখনই বের হয়ে আসেনি...

একবার মাকে আমি এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম, যে বিশ্বে ভ্যাগের ভূমিকা কী, ভাগ্য হলো চরকার সুতোর মতো। তখন আমি হাইস্কুলের সিনিয়র ইয়ার-এ; মা তখন হাওয়াই এ ফিরে এসেছেন, তাঁর ফিল্ড ওয়ার্ক তখন শেষ, একদিন তিনি হাঁটতে হাঁটতে আমার ঘরে এসে পাবলোর গ্রেফতার বিষয়ক খুঁটিনাটি বিস্তারিত জানতে চাইলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে এক আশ্বস্ত মূলক মুচকি হাসি দিলাম এবং তার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, চিন্তা কোরোনা, মা, ওরকম বোকার মতো কাজ আমি করব না। এই কৌশলটা বেশ কাজে দেয়, এটা আমার শেখা আরেকটা ট্রিক্স : তুমি যতক্ষণ মানুষের সঙ্গে বিনয়ের সাথে, হেসে হেসে কথা বলবে, এবং হুটহাট রেগে যাবেনা তাহলে লোকজন তোমাকে খুব ভালো বলবে। তারা যতটা না খুশি হবে তারচেয়ে বেশি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে— একজন কালো তরুণ যে কি না ভদ্র, যে সবসময় রেগে থাকে না ব্যাপারটা খুবই সুখপ্রদ এবং বিস্ময়কর।

শুধু মাকেই সন্তুষ্ট মনে হলো না। উনি ওখানেই বসে রইলেন, শবযানের মতো গম্ভীর হয়ে রইলেন।

"তুমি কি মনে করো না তুমি তোমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে উদাসীন?"

"কী বলতে চাচ্ছো তুমি?"

"কী বলতে চাচ্ছি তুমি তা ভালো করেই জানো, তোমার এক বন্ধু ড্রাগ রাখার জন্য কিছু দিন আগেই গ্রেফতার হয়েছে। তোমার গ্রেড দিন দিন খারাপ হচ্ছে। তুমি

www.pathagar.com

কলেজের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করা এখনও শুরুই করনি। যখনই আমি তোমার সাথে এসব নিয়ে কথা বলি তখনই তুমি এমন আচরণ করো যেন আমি কোনো এক মহান বিগ ব্রাদার।"

সবকিছু শোনার আমার প্রয়োজন ছিলো না। কারণ এমন না যে আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে কলেজে না যাওয়ার ব্যাপারে আমি কী ভাবছি, আমি হাওয়াই-এ থেকে কয়েকটা ক্লাস করে কিভাবে পার্ট টাইম চাকরি করতে পারি। কথা শেষ করার আগেই তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। উনি বললেন যে আমি একটু চেষ্টা করলেই দেশের যে কোনো স্কুলে ভর্তি হতে পারি। "ওই চেষ্টাটা আবার কি রকম মনে রেখো, বার, তুমি ভোগবিলাসী চার্লির মতো শুধু বসে বসে সময় নষ্ট করতে পারো না, ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলে কিছুই হবে না।"

"কার মতো ভোগবিলাসী?"

"চার্লির মতো। একটা আস্ত অলস।"

আমি দেখলাম মা ওখানে বসে আছেন, ভীষণ আন্তরিক এবং তাঁর ছেলের নিয়তির ব্যাপারে ভীষণ নিশ্চিত। 'আমার অস্তিত্ব ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল' দেখলাম আমার এরকম ধারণা তাঁর কাছে বিরুদ্ধমতের মতো, তিনি জোর দিলেন কারও না কারও প্রতি আমার দায়িত্ব পালনের জন্য— তার নিজের প্রতি, গ্রাম্পস ও টুটের প্রতি এবং আমার নিজের প্রতি। হঠাৎ করে আমি চুপসে গেলাম, তাঁর নিশ্চয়তা, তাঁকে এটা বুঝতে দেয়া যে আমাকে নিয়ে তাঁর সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা এখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। আমি চিৎকার না করে বরং হেসে ফেললাম। "চার্লির মতো ভোগবিলাসী, হাহ? ঠিকই তো, কেন হবনা? মনে হয় আমার জীবনের কাছ থেকে আমি ওটাই চাচ্ছিলাম। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে গ্রাম্পসকে দেখো। উনি তো এমনকি কলেজেও যাননি।"

এরকম তুল্যমূল্যে মা হতভম্ব। তার মুখখানা নিথর হয়ে গেলো, তাঁর চোখ দুটো টলে উঠলো। তাঁর সবচেয়ে বড় যে ভয় ওটাই আমার কাছে হঠাৎ করেই প্রতিভাত হতে শুরু করলো। "আমার জীবনের শেষ পরিণতি গ্রাম্পসের মতো হবে, তুমি কি এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নাড়ালেন। "তুমি ইতিমধ্যেই তোমার নানার চেয়ে বেশি শিক্ষিত", উনি বললেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে নিশ্চয়তা অবশেষে মিলিয়ে গেলো। ওই বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি না করে আমি বরং উঠে দাঁড়িয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলাম।

বিলি তার গান থামিয়েছে। নীরবতা দুর্ভার হয়ে উঠলো, নিজেকে হঠাৎ করেই অপ্রমত্ত মনে হতে লাগলো। সোফা ছেড়ে উঠে বসলাম, রেকর্ডটা ছেড়ে দিয়ে গ্লাসে পড়ে থাকা অবশিষ্ট মদ গিলে ফেললাম, তারপর নিলাম আরও খানিকটা। ওপরের তলায় কে যেনো টয়েলেটে ফ্লাশ করলো শুনতে পেলাম, হেঁটে হেঁটে পেরিয়ে গেলাম

www.pathagar.com

একটা কক্ষ। এ আরেক নিদ্রাহীনতা, সম্ভবত, যে শুনছে তার জীবন টিকটিক করে বেজে চলেছে। মাত্রাতিরিক্ত মদ আর ড্রাগের এই এক সমস্যা, তাই নয় কি? একটা পর্যায়ে গিয়ে ওগুলো ওই টিকটিক শব্দকে থামিয়ে দিতে পারে, এক সীমাহীন শূন্যতার শব্দ। এবং, আমার মনে হয়, মাকে সেদিন এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম : যে ন্যায়বিচার ও যুক্তিশীলতার ওপর তার যে অগাধ আস্থা তা মূলত অপাত্রে বর্ষিত হয়েছে, যাকে আমরা কখনই পরাভূত করতে পারব না, বলতে চেয়েছিলাম যে পৃথিবীর সব শিক্ষা এবং শুভ উদ্দেশ্য এই মহাবিশ্বের সমস্ত ছিদ্র পূরণ করতে পারে না, কিংবা তোমাকে তা এমন কোনো ক্ষমতা প্রদান করবে না যা দিয়ে তুমি তার অন্ধ এবং নির্বোধ চৈতন্যহীন গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারো।

তবুও ওই বিশেষ অধ্যায়ের পর আমার আজও খারাপ লাগে, এটা ছিলো আমার মায়ের এক ধরনের চালাকি যা মূলত তার একটা ফন্দিও বটে। ওটা করে তিনি আমার ভেতর একটা অপরাধবোধ জাগিয়ে রাখতেন এবং তিনি এটা করতে কোনো সংকোচবোধ করতেন না। "এটা না করে তুমি পারো না", উনি একবার আমাকে বলেছিলেন। "স্লিপ্‌ড ইট ইনটু হউর বেবিফুড। মন খারাপ করো না," চেশ্যায়ার বেড়ালের মতো মুচকি হাসি দিয়ে বলেছিলেন। অপরাধবোধের এটা একটা স্বাস্থ্যকর ডোজ, এটা কাউকে কখনই আহত করবে না আর এই অপরাধ প্রবণতার ওপরই আমাদের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। একটা একবারে গুরুত্বহীন আবেগ।

একথা নিয়ে ওই সময় আমরা ইয়ার্কি মারতে পারতাম কারণ তাঁর সবচেয়ে মন্দ ভীতির উদ্রেক তখনও হয়নি, কোনো গোলমাল ছাড়াই আমি আমার গ্রাজুয়েট শেষ করেছিলাম, নানান নামীদামি স্কুলে আমি ভর্তি হওয়ার যোগ্য হয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছিলাম লস্ অ্যাঞ্জেলস্-এর অক্সিডেন্টাল কলেজে, এর প্রধানতম কারণ হলো ব্রেন্টউড-এর একটা মেয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো, মেয়েটা তার পরিবারের সাথে ছুটি কাটাতে হাওয়াই-এ এসেছিলো। কিন্তু তখনও আমি ঠিক আগের গতিতেই চলছিলাম, অন্যান্য সমস্ত কিছুর প্রতি আমি যেমন উদাসীন ছিলাম ঠিক কলেজের ক্ষেত্রেও আমি তেমনই উদাসীন ছিলাম। এমনকি ফ্র্যাঙ্কেরও ধারণা ছিলো যে আমার আচরণ খারাপ, যদিও তিনি জানতেন না যে কিভাবে আমার এই আচরণের পরিবর্তন করা যায়।

ফ্রাঙ্ক কলেজকে কী বলতেন? আপোষ করার এক এ্যাডভান্সড ডিগ্রি। ওই বুড়ো কবির সঙ্গে আমার যখন শেষ বার দেখা হয়েছিলো তখনকার কথা ভাবলাম। হাওয়াই ছেড়ে আসার দিন কয়েক আগে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। কিছুক্ষণ কথা হয়েছিলো, তিনি তাঁর পা নিয়ে আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন। বলছিলেন যে ইউরোপিয়ান জুতার ভেতর তাঁর আফ্রিকান পা জোর করে ঢোকাতে গিয়ে পায়ে কড়া পড়ে গেছে আর তাঁর হাড্ডিও ফুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কলেজ ছেড়ে দিয়ে আমি কী করতে যাচ্ছি। আমি বললাম আমি জানি না কী করবো। তিনি তার প্রকাণ্ড ধবল মাথাটা ঝাঁকালেন।

www.pathagar.com

"ভালো," উনি বললেন, "সমস্যা তো এটাই, তাইনা? যে তুমি জানো না। তুমিও দেখছি এখানকার বাদবাকি বাচ্চা বেড়ালগুলোর মতোই। তোমরা সবাই একটা জিনিসই জানো যে তোমাদের এখন পরবর্তী কাজ হলো কলেজে যাওয়া। কিন্তু যাদের মোটামুটি বয়স হয়ে গেছে মানে যারা তোমাদের এই কলেজে যাওয়ার অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে তারা একটা জিনিস খুব ভালো করে জানে যে ওরা তোমাদের ওখানে দেখলে খুব খুশি হয়, ওরা তোমাকে কিন্তু সত্যি কথাটা বলে না। ভর্তির সুযোগ দেয়ার এটাই হচ্ছে প্রকৃত মূল্য।"

"কী সেটা?"

"তোমার বর্ণের লোকদের ওরা দরজায় রেখে দিয়েছে," উনি বললেন। " তোমার লোকদের ওরা পেছনে রেখে দিয়েছে" তিনি তাঁর পড়ার চশমার ওপর দিয়ে আমাকে ভালো করে দেখে নিলেন। "এই ছেলে, আমার কথা কিছু বোঝার চেষ্টা কর। এই যে তুমি কলেজে যাচ্ছ, তুমি কিন্তু ওখানে শিক্ষা নিতে যাচ্ছো না। তুমি যাচ্ছ কিছু প্রশিক্ষণ নিতে। ওরা তোমাকে এমন কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়াবে যা আসলে তোমার প্রয়োজন নেই। তোমাকে এমন নিপুণভাবে কথাবার্তা শেখাবে যেনো ওসব কথাবার্তার কোনো আগামাথা না থাকে। তোমাকে এত ভালো প্রশিক্ষণ দেবে যে তুমি বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে ওরা আসলে সমান অধিকারের কথা বলছে, ওরা সমান অধিকারের আমেরিকান স্টাইলটা তোমাকে শেখাবে। তোমাকে একটা কর্নার অফিস দেবে, খুব সুন্দর সুন্দর ডিনারে দাওয়াত দেবে এবং বলবে যে তুমি তোমার বর্ণের একটা গর্ব। কিন্তু তুমি যখনই সত্যিকার কিছু একটা করতে যাবে তখনই ওরা তোমার শেকল ধরে জোরে একটা টান মেরে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে তুমি একজন ভালো প্রশিক্ষত এবং ভালো বেতনের নিগ্রো বটে কিন্তু আসলে একটা নিগ্রোই।"

"তাহলে আপনি কী বলতে চাচ্ছেন– আমার কি কলেজে যাওয়া উচিৎ হচ্ছে না?"

ফ্রাঙ্ক ধপ করে চেয়ারে বসে একটা হাই তুললেন। " না আমি তোমাকে তা বলছিনা। তোমাকে যেতে হবে। কিন্তু তোমাকে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হলো তুমি তোমার চোখ কান খোলা রেখে চলবে। বুঝতে পেরেছো, একটু সজাগ থাকবে আরকি।"

ফ্রাঙ্ক এবং তাঁর পুরোনো ব্ল্যাক পাওয়ার এর কথা মনে হলেই আমার হাসি পায়। তিনিও আমার মায়ের মতোই অনারোগ্য, নিজের বিশ্বাসে অটল। হাওয়াই-এর সৃষ্টি সেই ষাটের দশকেই তাঁর বসবাস। চোখ কান খোলা রেখো, তিনি আমাকে সতর্ক বাণী দিয়েছিলেন। ওটা শুনতে যত সুন্দর কিন্তু করাটা অত সহজ নয়। রৌদ্রময় লসঅ্যাঞ্জেলসেও নয়, অক্সিডেন্টাল ক্যাম্পাসেও নয়, যে ক্যাম্পাস সাডেনা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, যেখানে সারি সারি বৃক্ষ আর স্প্যানিশ টাইলড। ওখানকার ছাত্ররা বেশ আন্তরিক, শিক্ষকরা উৎসাহব্যঞ্জক। ১৯৭৯ সালের শুরুর

www.pathagar.com

দিকের কার্টার, গ্যাস লাইন, ব্রেস্ট-বিটিং সব সেকেল হয়ে যাওয়ার পথে। আর আগমন ঘটছে রিগ্যানের, আমেরিকায় তখন ভোর। ক্যাম্পাস ছেড়ে আসার সময় ভেনিস বিচ্ কিংবা ওয়েস্টউড-এর সড়ক দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতে হতো, কোনো কিছু না জেনেই অতিক্রম করতে হতো পূর্ব লসঅ্যাঞ্জেলসকে কিংবা সাউথ সেন্ট্রালকে, কংক্রিটের উঁচু দেয়ালের ওপর থেকে মাঝে মধ্যে উঁকি মারত সিংহদন্তী পামট্রিগুলো। হাওয়াই থেকে লসঅ্যাঞ্জেলসের পার্থক্য খুব একটা বেশি ছিলো না। আয়তনে শুধু একটু বড় এই আর কী, কিন্তু খুব সহজে নাপিত খুঁজে পাওয়া যেতো যে নাপিত জানত কিভাবে তোমার চুল কাটতে হবে।

যাই হোক না কেন, অক্সির অধিকাংশ কালো ছাত্রদের দেখলে মনেই হয় না ওরা ওই আবেগের ব্যাপারটা নিয়ে অতটা উদ্বিগ্ন। একটা ট্রাইব গড়ে তোলার মতো আমরা সংখ্যায় বেশ অনেকজনই ছিলাম, আমরা যখন এক সাথে থাকতাম তখন একটা ট্রাইবের মতোই ফাংশন গড়ে তুলতাম, একসঙ্গে কাছাকাছি থাকতাম আর দলবেঁধে ঘুরে বেড়াতাম। প্রথম বর্ষে যখন আমি ডর্মে থাকতাম তখনও রে আর হাওয়াই-এর অন্য কালো ছেলেদের সাথে ওই একইরকম কথার বাগাড়ম্বর, ক্ষোভ, অসন্তোষ আর অভিযোগের অধিবেশন বসতো, আমাদের উদ্বিগ্নতার সাথে আমাদের চার পাশের সাদা ছেলেদের উদ্বিগ্নতার পাথর্ক্য বোঝা যেতো না। এটা হলো শ্রেণিবোধ টিকিয়ে রাখার উদ্বিগ্নতা। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর ভালো বেতনের একটা চাকরি খুঁজে পাওয়া, যৌন সঙ্গিনী খুঁজে বেড়ানো। কালোদের একটা ভীষণ গোপন কথা জেনে আমি একবার হোঁচট খেয়েছিলাম : যে আমাদের অধিকাংশই বিদ্রোহ করতে আগ্রহী নয়, আমাদের অধিকাংশই ওই বর্ণবৈষম্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত। আমরা যদি আমাদের মতো করে থাকতে চাই তাহলে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ওসব নিয়ে একেবারেই চিন্তাভাবনা না করা, সব সময় উন্মাদ হয়ে থাকার চেয়ে, সাদারা তোমাকে নিয়ে কি ভাবলো ওসব বোঝার চেষ্টা করার চেয়ে বরং এটাই আরও বেশি সহজ।

সুতরাং আমি কেন এরকম সুযোগ হাতছাড়া করবো? আমি জানি না। আমার ওধরনের বিলাসিতা ছিলে না বলেই আমার মনে হয়, অর্থাৎ ট্রাইবের নিশ্চয়তা নিয়ে কোনো বিলাসিতা আমার ছিলো না। কম্পটনে বেড়ে ওঠা এবং টিকে থাকা ক্রমশ এক ধরনের বিদ্রোহে পরিণত হচ্ছে। তুমি যাবে কলেজে আর তোমার বাবা -মা এখনও সোল্লাসে তোমাকে সমর্থন করে যাবে। তোমাদের পলায়ন দেখে তারা সুখী বোধ করে। বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আমি কম্পটন কিংবা ওয়াটস-এ বেড়ে উঠিনি। আমার নিজের মনের সন্দেহের কাছ থেকে পালানো ছাড়া আমার আর পালানোর কিছু নেই। আমি ছিলাম অনেকটা শহরতলিতে বেড়ে ওঠা কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের মতো। আমি ছিলাম ওই সব শিশুর মতো যাদের বাবা-মা ইতিমধ্যেই পালিয়ে যাওয়ার মূল্য পরিশোধ করছেন। ওদের কথা বলার ধরন দেখলেই কিংবা ওরা যাদের সাথে ক্যাফেটেরিয়ায় বসে তা দেখলেই ওদের চিহ্নিত

www.pathagar.com

করা যায়। একটু চাপাচাপি করলেই থুতু উঠানোর মতো শব্দ করে তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবে যে ওরা কোনো ক্যাটাগরিতে পড়তে চায় না। ওরা গায়ের চামড়ার রঙ দিয়ে নিজেদের সংজ্ঞায়িত করতে চায় না। ওরা তোমাকে বলবে যে ওরা হলো স্বতন্ত্র।

জয়সি ওভাবেই কথা বলত। জয়সি ছিলো দেখতে সুন্দর একটা মেয়ে, তার চোখ দুটো ছিলো সবুজ, ত্বক ছিলো দারুণ মাধুর্যময় আর ফোলানো ঠোঁট। প্রথমবর্ষে যাদের সাথে আমি একই ডর্মে থাকতাম সবাই ওই মেয়েটার পিছে ঘুরঘুর করতো। একদিন মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম সে ব্ল্যাক স্টুডেন্ট এসোসিয়েসনের মিটিং-এ যেতে চায় কি না, সে আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালো, তারপর এমন ভাবে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলো ঠিক বাচ্চারা চামচে ধরা কোনো খাবার না খেতে চাইলে যে ভাবে মাথা ঝাঁকায়।

"আমি কৃষ্ণাঙ্গ নই" জয়সি বললো, "আমি হলাম বহুবর্ণ বিশিষ্ট।" তারপর সে তার বাবার সম্পর্কে আমাকে বয়ান করা শুরু করলো, তার বাবা ছিলেন ইতালিয়ান এবং পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি চেহারার পুরুষ, এবং তার মা যিনি ছিলেন আংশিক আফ্রিকান, আংশিক ফরাসি এবং আংশিক স্থানীয় আমেরিকান এবং কিছুটা অন্য কোনো স্থানের ।

"আমাকে কেন ওসবের ভেতর থেকে একটা বেছে নিতে হবে।" সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। তার গলা ভেঙে গেছে। আমি ভাবলাম সে বোধহয় কাঁদতে শুরু করবে। "সাদারা আমাকে এই ধরনের বেছে নেওয়ায় বাধ্য করছে না। সম্ভবত ওরা ওটাতে অভ্যস্ত কিন্তু এখন তারা আমাকে শুধু একটা মানুষ হিসেবেই দেখতে চায়। দেখতে চায়। শুধু কালোরাই সবসময় সবকিছুর ভেতর বর্ণবৈষম্য খুজে বেড়ায়। কালোরাই আমাকে বেছে নিতে বলে। ওরাই শুধু বলে যে আমি যা তা আমি হতে পারবো না...।

ওরা, ওরা, ওরা। জয়সির মতো মানুষদের এই একটা সমস্যা। ওরা ওদের বহুবর্ণ ঐতিহ্যের চমৎকারিত্ব নিয়ে কথা বলে তখন ওটা শুনতে বেশ ভালোই লাগে কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করলে ওটা শুনতে আর ভালো লাগে না। যখন ওরা ওদের বহুবর্ণের তালিকা থেকে কালোদের বাদ রাখে। ওটা কোনো সচেতন চয়েসের বিষয় ছিলো না। ওটা ছিলো এক ধরণের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। একাঙ্গীকরণের কাজটা ঠিক যেভাবে হয়ে থাকে আরকী, একমুখী রাস্তার মতো। সংখ্যালঘুরা কর্তৃত্বময় সংস্কৃতির ভেতর নিজেদের অঙ্গীভূত করে নেয়। এছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। শুধু সাদাদের সংস্কৃতি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে। শুধু সাদাদের সংস্কৃতিই হতে পারে অ-বর্ণবৈষম্যমূলক, যে সংস্কৃতি বহিরাগতদের নিজেদের সারিতে ধারণ করে নিতে ইচ্ছুক। শুধু সাদাদের সংস্কৃতিতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে এবং আমরা যারা দুই ভিন্ন জাতির বাবা এবং মায়ের মিলনজাত সন্তান এবং কলেজের ডিগ্রিধারী তারাই পরিস্থিতিকে সার্বিকভাবে অবলোকন করি এবং শুধু নিজেদের কথাই ভাবি।

www.pathagar.com

কেন আমরা পরাজিতদের মানসিক চাপ নিতে যাব যদি আমাদের বাধ্য না হতে হয়? আমরা দারুণ কৃতজ্ঞ হই আমেরিকান সুখী নির্লজ্জ মার্কেটপ্লেসের ভেতর, ভিড়ের ভেতর নিজেদের হারিয়ে এবং আমরা কখনই খুব বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি না যখন কোনো ক্যাবওয়ালা আমাদের পাশ কেটে ক্যাব চালিয়ে চলে যায় কিংবা এলিভেটরে কোনো রমণী আমাদের দেখলে তার পার্স শক্ত করে এঁটে ধরে, খুব বেশি ক্ষুব্ধ হই না কারণ বাস্তবতা হচ্ছে কম সৌভাগ্যবান বর্ণের লোকদের এ ধরনের অমর্যাদাকর পরিস্থিতি প্রত্যেকটা দিনই সহ্য করে যেতে হয়– যদিও আমরা সেটাকেই আমাদের নিজেদের বলে অবহিত করি– আমরা পরিধান করি ব্রুক ব্রাদারস এর স্যুট, কথা বলি দুর্বোধ্য ইংরেজিতে এবং মাঝে মধ্যে আমাদের কেউ কেউ একজন সাধারণ নিগ্রো বলে ভুল করে।

তুমি জানো আমি কে? আমি হলাম ইনডিভিউজুয়াল!

আমি বসে পড়লাম, আরেকটা সিগারেট ধরালাম, বোতলে যা ছিলো সবটুকু গ্লাসে ঢেলে নিলাম। আমি জানি, বেচারা জয়সির ওপর আমি একটু বেশিই কঠোর হয়েছিলাম। সত্যি বলতে কী আমি তাকে বুঝতে পেরেছিলাম, তাকে এবং অন্য সব কালো বাচ্চাদের যারা জয়সির মতো করেই ভাবে। তাদের আচরণ, তাদের কথাবার্তা, তাদের মিশ্র হৃদয় কে আমি আমার নিজের টুকরো টুকরো অংশ বলে চিনতে থাকলাম। এবং ঠিক এই ব্যাপারটাকেই আমি ভয় পাই। ওদের এই বিভ্রান্তি আমার নিজের বর্ণ পরিচয়ই নিজের কাছে বারংবার প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়, রে-এর সেই ট্রাম্পকার্ড আমার মনের ভেতর এখনও ওঁত পেতে আছে। আমার প্রয়োজন ছিলো তাদের সাথে আমার একটা দূরত্ব বজায় রাখা, প্রয়োজন ছিলো নিজেকে এমনটা বোঝানো যে আমি আপস করবনা– আমি এখনও বাস্তবিক সজাগ রয়েছি।

কেউ যেনো ভুলে আমাকে বেইমান কিংবা বিশ্বাসঘাতক বলতে না পারে সেজন্য বন্ধু বাছাইয়ে আমি বেশ সতর্ক থাকতাম। রাজনৈতিকভাবে অধিক সক্রিয় কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র, বিদেশি ছাত্র, চিকানস মার্ক্সবাদী অধ্যাপক, সাংগঠনিক নারীবাদী, পাঙ্ক রক (১৯৭০ এর দশকের শেষভাগের প্রচণ্ড আওয়াজের দ্রুতলয়ের রকসংগীত) পারফরমেন্সের কবিগণ আমার বন্ধু হতো। আমরা সিগারেট টানতাম এবং লেদার জ্যাকেট গায়ে চাপাতাম। রাতে, ডর্মে আমরা আলোচনা করতাম নব্য-ঔপনিবেশিকতাবাদ, ফ্রাঞ্জ ফ্যানন, ইউরোসেন্ট্রিজম এবং পিতৃতন্ত্র নিয়ে। সিগারেট ছুড়ে ফেলতাম হলওয়ের কার্পেটে কিংবা ভীষণ শব্দে স্টেরিও ছেড়ে দিতাম, দেয়ালগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতো, আমরা বুর্জোয়া সোসাইটির শ্বাসরুদ্ধকর অস্বাভাবিকতার প্রতিরোধ করতাম। আমরা উদাসীন নই, অসতর্ক নই কিংবা অনিরাপদও নই। আমরা ছিলাম পৃথক, বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু শুধু এই একটা স্ট্র্যাটেজি দিয়ে আমি জয়সি কিংবা আমার অতীতের কাছ থেকে যে পরিমাণ দূরত্ব বজায় রাখতে চাইতাম তা পারতাম না। যতই হোক, প্রায়

www.pathagar.com

হাজার হাজার তথাকথিত ক্যাম্পাস প্রগতিশীল ছিলো, তাদের অধিকাংশই ছিলো সাদা এবং ক্ষমতায় আসীন, আসলে তখন প্রয়োজন ছিলো নিজেকে প্রমাণ করা যে তুমি কোন পক্ষের, প্রয়োজন ছিলো কালো মানুষদের প্রতি আনুগত্য দেখানোর,

ডর্মে থাকাকালীন ওই সময়ের কথা আমি মাঝে মধ্যে ভাবতাম, রেগির রুমে আমরা তিনজন– রেগি, মার্কুস এবং আমি– উইন্ডোপ্যানে টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছিলো। আমরা বিয়ার পান করছিলাম। মার্কুসকে একবার এল.এ.পি.ডি গ্রেফতার করেছিলো, মার্কুস সে কথাই আমাদের শোনাচ্ছিলো। "আমাকে থামানোর কোনো কারণই তাদের ছিলো না," মার্কুস বলছিলো। "কোনো কারণই ছিলো না, শুধু একটাই কারণ ছিলো তা হলো আমি সাদাদের পাড়ার ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম। হুট করে এসে আমাকে ঈগল পাখির মতো হাত পা ছেড়ে দাঁড় করিয়ে দিলো। একজন দেখি তার লাঠি বের করেছে। ওরা আমাকে ভয় পাক ওরকম কিছুই আমি করিনি আর এ কারণেই এই ঝড়ের বেগে আসা বাহিনী চলে গেলো, ওরা কালোদের ভেতর ভয় পাওয়া দেখতে চায় ...।

মার্কুস যখন কথা বলছিলো তখন আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, রোগা, কালো, ঋজু পিঠ এবং পা দুটো বেশ সুঠাম, সাদা টি শার্ট আর ব্লু ডেনিম খুব স্বস্তিতে গায়ে পরে আছে। মার্কুস ব্রাদারদের ভেতর সবচেয়ে সচেতন একটা ছেলে। মার্কুস তার দাদা গারভেইটি সম্পর্কে বলতো, তার সেইন্ট লুইসের মা সম্পর্কে বলতো, যিনি একাই নার্সের চাকরি করে তাকে লালন পালন করেছেন, তার বড় বোন সম্পর্কে বলতো, যে ছিলো স্থানীয় প্যানথার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তার বন্ধুদের সম্পর্কে বলতো। মার্কুসের বংশধর ছিলো খাঁটি, তার আনুগত্য ছিলো পরিষ্কার, এবং সে কারণেই তার কাছে গেলে সবসময়ই নিজেকে একটু ভারসাম্যহীন মনে হতো, ঠিক ছোট ভাইয়ের মতো, যে সে যা-ই করুক না কেন সে সবসময়ই একধাপ পেছনে থাকবে। ওই মুহূর্তে আমার ঠিক ওরকমই মনে হচ্ছিলো, মার্কুসের উচ্চারণ আর তার অকৃত্রিম কৃষ্ণাঙ্গীয় অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম ঠিক তখনই রুমে প্রবেশ করলো টিম।

"হাই, গায়েজ," টিম খুব উচ্ছ্বাসের সাথে হাত নেড়ে বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "শোনো, বেরি– তুমি ইকনের জন্য ওই অ্যাসাইনমেন্টটা করেছো?"

টিম কোনো সচেতন ব্রাদার ছিলো না। টিম পরেছিলো আর্গাইল সুয়েটার এবং একটা ঠাসা জিন্স এবং কথা বলছিলো বিভার ক্লেভারের মতো। সে কলেজে ব্যাবসা নিয়ে পড়াশোনার পরিকল্পনা করেছিলো। ওপরতলার রুমে সম্ভবত তার সাদা বান্ধবী তার জন্য অপেক্ষা করছিল আর কান্ট্রি-মিউজিক শুনছিলো, খুব সুখী সুখী চেহারা ওর, সে রুম থেকে চলে যাক, এর চেয়ে ওই সময় আর বেশি কিছু কামনা করতে পারছিলাম না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, তার সাথে হেঁটে হেঁটে আমার রুমে গেলাম, এবং ওর ওই অ্যাসাইনমেন্টটা তাকে দিয়ে দিলাম। রেগির রুমে ফিরে গিয়ে যে

www.pathagar.com

কোনোভাবেই হোক আমি বাধ্য হলাম টিম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার। "টিম একটা পেঁচুক ছেলে", আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। "ওর নাম টিমের বদলে টম রাখা উচিৎ।"

রেগি হেঁসে উঠলো, কিন্তু মার্কুস হাসলো না। সে বলল, "ওরকম কথা কেন বলছ তুমি?"

তার এই প্রশ্নে আমি অবাক হলাম "আমি জানিনা, এই ফুলবাবুকে আমার ফালতু লাগে তাই।"

মার্কুস বিয়ারে একটা চুমুক দিয়ে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালো। "টিমকে আমার ভালই মনে হয়। ওর কোনো সমস্যা নেই।" সে বললো। "সে তার ধান্দায় আছে। কাউকে বিরক্ত কোরোনা। অন্য লোকদের কী আচরণ হবে না হবে সেসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের বরং আমাদেরটা নিয়ে চিন্তা করাই ভালো।"

এক বছর পর, ওই মুহূর্তের সেই ক্ষোভ, সেই তিক্ত অনুভূতিতে আমি এখনও জ্বলে পুড়ে মরছি, রেগির সামনেই মার্কুস আমাকে ও ধরনের কথা বলেছিলো। কিন্তু তার তো ওরকম করার অধিকার ছিলো, তাই না? সে আমার একটা মিথ্যে কথা ধরে ফেলেছিলো। বাস্তবিক আমি দুটো মিথ্যে কথায় তার কাছে ধরা খেয়েছিলাম— একটা মিথ্যে কথা হলো টিম সম্পর্কে আরেকটা হলো আমার নিজের সম্পর্কে। মূলত, পুরো প্রথম বর্ষটাকেই আমার মনে হয়েছিলো এক লম্বা মিথ্যে কথার বছর, আমি আমার সব শক্তি ব্যয় করেছি একটা বৃত্তের ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে, আমার সন্ধান যেন কেউ না পায় সেই চেষ্টায়।

তবে রেগিনা ব্যতীত। আর রেগিনার প্রতি আমি সে কারণেই সম্ভবত আকৃষ্ট ছিলাম, মেয়েটা এমন ভাব করত যে আমার মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করতো না। এমনকি প্রথমবার যখন তার সাথে আমার দেখা হয়, অর্থাৎ যেদিন সে হেঁটে হেঁটে কফি শপে ঢুকছিলো এবং মার্কুস তখন আমার পড়াশোনার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে আমাকে নাজেহাল করে তুলছিলো, মার্কুস টেবিলের ওপর দিয়ে হাত নেড়ে রেগিনাকে ডাকলো এবং আলতো করে একটা চেয়ার টেনে তাকে দিলো।

"সিস্টার রেগিনা", মার্কুস বললো।

"বারাককে চেনো? আমি ব্রাদার বারাককে ও যেসব বর্ণবৈষম্যবাদী বইপত্র পড়ে সে সব নিয়ে বলছিলাম।" সে প্রমাণস্বরূপ হার্ট অব ডার্কনেসের একটা কপি উঁচু করে ধরলো। আমি তার হাত থেকে বইটা কেড়ে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম।

" মার্কুস, লোকজনের ভেতর ওটা ওভাবে ধরো না"।

"দেখো," মার্কুস বলল, "এটা তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে, তাই না— মানে তুমি এরকম বইপত্র যে পড়ো এটা লোকজন জেনে ফেললে তোমার অস্বস্তি লাগবে। শোনো, এসব বই তোমার মনের ভেতর বিষ ঢুকিয়ে দেবে।" সে তার ঘড়ির দিকে তাকালো। "ধুর শালার, আমার তো ক্লাসের দেরি হয়ে গেলো" সে

www.pathagar.com

ঝুঁকে পড়ে রেগিনার গালে খুব দ্রুত চুমু খেয়ে বললো, "তুমি এই ব্রাদারের সাথে কথা বলো, আমার মনে হয় চেষ্টা করলে ওকে এখনও বাঁচানো সম্ভব।"

রেগিনা মাথা ঝাঁকালো, আমরা দেখলাম মার্কুস দরজা ধাক্কা মেরে চলে গেলো। "মার্কুস দেখি নসিহত দেয়ার মুডে আছে।"

আমি বইটা আমার ব্যাগে রেখে দিলাম। "ও ঠিক কথাই বলেছে" আমি বললাম। "এই বইটা হলো একটা বর্ণবৈষম্যবাদী বই। কনরাড যেভাবে দেখেন আর কী, আফ্রিকা হচ্ছে পৃথিবীর নর্দমা, কালোরা অসভ্য অসংস্কৃত, এবং তাদের সাথে যেকোনো ধরনের সংস্পর্শ মানেই রোগসঞ্চারিত হওয়া।"

রেগিনা তার কফিতে চুমুক দিলো। "তো তুমি এটা কেন পড়ছো?"

"কারণ এটা আমাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে," আমি একটু থামলাম, কথা বাড়াবো কি না নিশ্চিত হতে পারছি না। "এবং কারণ হলো—"

"কারণ...।"

"এবং কারণ হলো বইটা পড়ে আমি কিছু জিনিস শিখতে পারছি, মানে সাদাদের ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারছি আরকি। দেখো বইটা আসলে ঠিক আফ্রিকা সম্পর্কে নয়, কিংবা ঠিক কালোদের সম্পর্কেও নয়। বইটা হলো যিনি লিখেছেন তাঁর সম্পর্কে। তিনি হলেন ইউরোপিয়ান, তিনি হলেন আমেরিকান, এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বিশ্বকে দেখেছেন। এই বইটিতে যা বলা হয়েছে এবং যা বলা হয়নি তা থেকে তুমি যদি নিজেকে দূরে রাখতে পারো তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এই জন্যই আমি বইটি পড়ছি, বইটা পড়ে আমি বোঝার চেষ্টা করছি সাদাদের কিসে এতো ভয়। তাদের অপদেবতারা কেমন। কিভাবে আইডিয়াগুলো প্যাঁচ খেয়ে ফেলে। এই বইটা পড়ে আমি জানতে পারবো লোকজন কিভাবে ঘৃণা করতে শেখে।"

"এবং এটা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"

আমার জীবন এটার ওপর নির্ভর করছে, আমি মনে মনে বললাম। কিন্তু রেগিনাকে কথাটা বললাম না, আমি মুচকি হেঁসে বললাম, "রোগ সারানোর ওই একটাই উপায় তাইনা? রোগ প.ীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা।"

সেও মুচকি হাসি দিয়ে কফিতে চুমুক লাগালো। ওখানে তাকে আমি এর আগেও দেখেছি, সে সাধারণত লাইব্রেরিতে বই হাতে নিয়ে বসে বসে পড়তো, লম্বা চওড়া কালো একটা মেয়ে, সে পরতো আঁটসাঁট লম্বা মোজা আর এমন সব পোশাক যা দেখলে মনে হতো ওগুলো বাড়িতে তৈরি; বিরাট বড় আকারের চশমা আর তার মাথাটা সবসময়ই স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা। আমি জানতাম সে আমার জুনিয়র, কালো ছাত্রদের বিভিন্ন ইভেন্ট সংগঠনে সে সহযোগিতা করে থাকে, খুব বেশি একটা বাইরে বের হয় না। সে অলসভঙ্গিতে তার কফি নাড়তে নাড়তে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাকে মার্কুস কি নামে যেন এখন ডাকলো? নামটা আফ্রিকান নামের মত তাই না?"

"বারাক"

www.pathagar.com

"আমি ভেবেছিলাম তোমার নাম বেরি।"

"বারাক আমার দেয়া নাম, ওটা আমার বাবার নাম, আমার বাবা একজন কেনিয়ান।"

"এই নামের কি কোনো অর্থ আছে?'

"আরবিতে এর মানে হচ্ছে 'আর্শিবাদ'। আমার দাদা ছিলেন একজন মুসলিম।"

রেগিনা নিজের মনে নামটার পুনরাবৃত্তি করলো, সে নামের শব্দটা পরীক্ষা করে দেখছে। "বারাক, খুব সুন্দর নাম।" সে টেবিলে সামনের দিকে ঝুঁকে বললো, "তাহলে তোমাকে সবাই বেরি বলে ডাকে কেনো?"

"অভ্যাস, সম্ভবত। বাবা যখন স্টেটস-এ আসতেন তখন বেরি নামটাই ব্যবহার করতেন। আমি জানি না এটা তার আইডিয়া নাকি অন্য কারো। সম্ভবত এই নামটা উচ্চারণ করতে সহজ। নামটা তাঁকে মানিয়ে গিয়েছিলো। তারপর নামটা আমার কাছে চলে আসে এবং আমার ক্ষেত্রেও নামটা মানিয়ে গেছে।"

"তোমাকে বারাক বলে ডাকলে কি তুমি কিছু মনে করবে?"

সে অধৈর্য হয়ে তার মাথা উচু করলো, তার মুখে ঠাট্টাসুলভ একটা অপরাধবোধ, তাঁর চোখ দুটো দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে এখুনি হেসে ফেটে পড়তে প্রস্তুত। আমরা সেদিন সারাটা বিকেল একসাথে ছিলাম, অনেক কথা বলেছি, এক সাথে কফি খেয়েছি। শিকাগোয় তার বাল্যকাল নিয়ে সে আমাকে অনেক কিছু বললো, সে তার অনুপস্থিত বাবার কথা বললো এবং তার সংগ্রামী মায়ের কথা বললো, সাউথ সাইডের সিক্স-ফ্ল্যাট শীতকালে কখনই উষ্ণ হয়ে উঠতো না, এবং গ্রীষ্মকালে ওটা এতই গরম হয়ে উঠতো যে লোকজন বাড়ি ছেড়ে হ্রদের তীরে যেতো ঘুমাতে। সে তার ব্লকের প্রতিবেশীদের কথা বললো, রবিবারে চার্চে যাওয়ার পথে সরাইখানা, পুল হলো, এসব পার হয়ে যেতো সেসবের কথাও বললো। সন্ধ্যা বেলায় রান্নাঘরে তার মামা, মামাতো ভাইবোন ও নানা-নানির সাথে তারা যে নানান আমোদে হেসে উঠতো সেসবের কথা বললো। তার কণ্ঠে কৃষ্ণাঙ্গ জীবনের একটা দর্শন ফুটে উঠেছে, এ এমন এক দর্শন আমার মন আকাঙ্ক্ষায় ভ'রে উঠেলো— এই আকাঙ্ক্ষা একটা অবস্থানের জন্য এবং একটা সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক ইতিহাসের জন্য। বিদায় নেয়ার সময় রেগিনাকে বললাম যে আমি তাকে হিংসে করি।

"কী জন্য?"

"আমি জানি না, তবে মনে হয় তোমার স্মৃতিশক্তির জন্য"

রেগিনা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো, খুব জোরে, একেবারে তার পেটের ভেতর থেকে হাসি বেরিয়ে আসছে।

" এত হাসির কী হলো?"

"ওহ, বারাক," দম নিয়ে সে বললো, "এটা কি একধরনের জীবন নয়? আর এখানে এসে আমার এখন সব সময়ই মনে হয় আমি যদি হাওয়াই এ বড় হতে পারতাম।"

www.pathagar.com

অবাক ব্যাপার, এই একটা মাত্র কথোপকথন তোমার জীবন বদলে দিতে পারে। সম্ভবত এটা এক ধরনের অতীত পর্যালোচনার ধরন হতে পারে। এক বছর পেরিয়ে গেছে, এবং তুমি জানো তোমার এখনকার অনুভূতি ভিন্ন ধরনের, কিন্তু তুমি নিশ্চিত নও কি, কেনো কিংবা কিভাবে তোমার অনুভূতি ভিন্ন রকমের হয়ে যায়, সুতরাং তোমার মন অতীতে এমন কিছুর জন্য ফিরে যায় যা তোমাকে হয়তো এক ভিন্ন ধরনের রূপ প্রদান করে : একটা কথা, চোখের একটা দৃষ্টি, একটা স্পর্শ। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কেমন বোধ হয় তা আমি জানি, আমি অনুভব করলাম আমার কষ্ট আমাকে রেগিনার সাথের সেই বিকেল বেলায় নিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে ওটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো এবং বিকৃতির একটা বিষয় হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করে আমি অনুভব করতে থাকলাম যে ওটা আরও শক্তিশালী আরও দৃঢ়তর হচ্ছে, ওটা আমার অতীত আর ভবিষ্যতের ভেতরের এক সেতুবন্ধন।

এটা ছিলো সেই সময় যখন আমি বঞ্চিতকরণ প্রচারণায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার ধারণা এটার শুরু হয়েছিলো এক ধরনের মজা করার জন্য, এটা ছিলো অংশত আমার এবং আমার বন্ধুদের এক ধরনের প্রগতিশীল ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য, এবং আমি ওই ধরনের ভাব বজায় রাখতে চাইতাম। কিন্তু যতই মাস যেতে লাগলো ততই আমি নিজেকে আরও বড় ধরনের ভূমিকায় দেখতে পেলাম— আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সাথে ক্যাম্পাসে কথা বলার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ, ফ্যাকাল্টিতে চিঠিপত্র লেখা, ফ্লায়ারস প্রিন্টিং করা, কলাকৌশল নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা— আমি তখন একটা জিনিশ খেয়াল করে দেখলাম যে লোকজন আমার মতামত শুনতে শুরু করেছে। এই জিনিসটা আবিষ্কার করতে পেরে আমি শব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলাম। এমন ধরনের শব্দ যা কথাকে পেছনে লুকাবে না বরং এটা একটা বার্তা বহন করবে, একটা আইডিয়াকে সমর্থন করবে। ট্রাস্টি মিটিং-এর জন্য যখন একটা পরিকল্পনা শুরু করেছিলাম এবং কেউ একজন আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলো যে ওটার শুরুটা যেনো আমিই করি, আমি খুব দ্রুত রাজি হয়ে গেলাম। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে আমি প্রস্তুত, এবং আমি জনগণের ভেতর পৌঁছতে সক্ষম। আমি ভাবলাম আমার কণ্ঠ আমাকে ব্যর্থ করবে না।

এখন দেখা যাক। র‍্যালির নেতৃত্ব দেয়ার ওই সব দিনগুলোতে আমি কী ভাবতাম? এজেন্ডা আগেভাগেই খুব যত্নসহকারে আয়োজন করা ছিলো— আমাকে শুধুমাত্র কয়েকটা প্রারম্ভিক মন্তব্য করতে হবে, যার মাঝখানে প্যারামিলিটারির পোশাক পরা দু'জন সাদা ছাত্র এসে আমাকে টেনে-হিচড়ে নিচে নামাবে, অনেকটা পথ নাট্যের মতো। দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মীদের জন্য পরিস্থিতিকে এভাবে নাটকীয় করে তোলা হতো। আমি স্কোরটা জানতাম, যেটা আমাকে স্ক্রিপট-এর পরিকল্পনায় সহযোগিতা করেছিলো। যখন আমি আমার বক্তব্যের জন্য কিছু নোট করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ঠিক তখনই একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। আমার মনের ভেতর যেভাবেই

www.pathagar.com

হোক, এটাকে দু-মিনিটের বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কিছু মনে হতে লাগলো এবং আমার রাজনৈতিক গোঁড়ামি প্রমাণ করার একটা উপায়ের চেয়েও অনেক বেশি কিছু মনে হতে লাগলো। আমার মনে পড়তে লাগলো যে বাবা একদিন মিস্ হেফ্‌টির ক্লাস পরিদর্শনে এসেছিলেন, মনে পড়ে গেলো সেদিনের কোয়েট্টার মুখখানা; আমার বাবার কথার সঞ্চারিত হওয়ার যে শক্তি সেটা মনে পড়তে লাগলো। আহা, সঠিক শব্দ যদি খুঁজে পেতাম! মনে মনে ভাবতে লাগলাম। সঠিক শব্দ দিয়ে সবকিছু বদলে দেয়া যায়— বদলে দেয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে, মাত্র কয়েক মাইল দূরের রাস্তার শিশুদের জীবনকে, পৃথিবীতে আমার ক্ষীণ অবস্থানকে।

মঞ্চে উঠেও আমি মোহগ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি জানি না কতক্ষণ আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার চোখের ভেতর সূর্য, প্রাতরাশের পর প্রায় শ'খানেক অস্থির মানুষজন। দু'জন ছাত্র লনে দাঁড়িয়ে ফ্রিজবি নিক্ষেপ করছিলো; অন্যরা দাঁড়িয়েছিলো একপাশে, লাইব্রেরি যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিউ এর জন্য অপেক্ষা করে না থেকে আমি সোজা চলে গেলাম মাইক্রোফোনের কাছে।

"একটা সংগ্রাম চলছে", আমি বললাম। আমার কণ্ঠ খুব জোর প্রথম দুই সারি অতিক্রম করতে পেরেছে। বেশ কয়েকজন আমার দিকে ঘুরে তাকালো, এবং লোকজন শান্ত হবে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"আমি বলছি, যে সংগ্রাম চলছে!"

ফ্রিজবি খেলোয়াড়রা থেমে গেলো।

"এটা হচ্ছে এক সমুদ্র ওপারে। কিন্তু এই সংগ্রাম আমাদের প্রত্যেককেই স্পর্শ করেছে। আমরা এটা জানি বা না জানি। আমরা এটা চাই বা না চাই। এ এমন এক সংগ্রাম যে সংগ্রাম আমাদেরকে কোনো একটা পক্ষ অবলম্বন করতে বলে। এ সংগ্রাম সাদা এবং কালোদের ভেতরে নয়। ধনী ও দরিদ্রদের ভেতরে নয়। না এই চয়েস তার চেয়েও কঠিন। এই চয়েস হচ্ছে মর্যাদা ও দাসত্বের ভেতর। ন্যায়বিচার আর অন্যায়ের ভেতর। প্রতিশ্রুতি এবং উপেক্ষার ভেতর। এই চয়েস হলো সঠিক এবং ভুলের ভেতর...।

আমি থেমে গেলাম। জনতা এখন চুপচাপ আমাকে দেখছে। কেউ কেউ হাততালি দিতে শুরু করলো। "এগিয়ে যাও, বারাক," কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো। তারপর অন্যরা তালি দিতে শুরু করলো এবং আমি জানতে পারলাম যে আমি বলতে পেরেছি এবং একটা সংযোগ রক্ষা করতে পেরেছি। আরও তীব্র হয়ে ওঠার জন্য আমি মাইকটা ধরলাম, ঠিক এই মুহূর্তে পেছন থেকে ওরা আমাকে জাপটে ধরলো। ঠিক যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, অ্যান্ডি ও জোনাথন কালো চশমার আড়ালে নির্মম চোখে তাকিয়ে আছে। ওরা আমাকে জোর করে মঞ্চের বাইরে নেয়ার চেষ্টা করলো, এবং আমিও জোর করে মঞ্চে থেকে যাওয়ার অভিনয় করছিলাম, তবে আমার মনের একাংশ এই অভিনয়টা করতে চাচ্ছিলো না, আমি মঞ্চেই থেকে যেতে চাচ্ছিলাম, আমি চাচ্ছিলাম আমার কথা জনতার ভেতর বলের

www.pathagar.com

মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকে পড়ুক এবং প্রশংসা হয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসুক। আমার এখনও অনেক কিছু বলার আছে।

কিন্তু আমার পালা শেষ। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম, মার্কুস উঠে তার সাদা টি-শার্ট এবং ডেনিম পরে মাইকের সামনে গেলো, রোগা, কালো, ঋজু মেরুদণ্ডের নীতিবান এক যুবক। সে শ্রোতাদের ব্যাখ্যা করে বোঝালো এই মাত্র তারা নিজের চোখে কী দেখলো, প্রশাসন দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্যু নিয়ে অস্পষ্ট কথা বলছে, তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর রেগিনা উঠে দাঁড়ালো, সে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলো যে তার বাবা মা তাকে এই কলেজে পড়তে দেখে কতই না গর্বিত, কিন্তু এখন সে লজ্জায় মরে যাচ্ছে যে সে এই প্রতিষ্ঠানের একজন, যে প্রতিষ্ঠান বৈষম্য থেকে মুনাফা লুটে তা সুবিধাগ্রস্তদের প্রদান করে। ওই দু'জনকে নিয়ে আমার গর্ব করা উচিত ছিলো; ওরা দারুণ বাকপটু, জনতার ভেতরে ওরা আলোড়ন তুলতে পেরেছিলো। কিন্তু আমি আসলে ওদের বক্তৃতা আর শুনছিলাম না, আমি আবারও বাইরে গেলাম, আমি সন্দিগ্ধচিত্তে পর্যবেক্ষণ এবং বিচার করতে থাকলাম। আমার চোখে, হঠাৎ করেই আমাদের নিজেদেরকে অত্যন্ত মার্জিত এবং চরম আনাড়ি মনে হতে লাগলো, আমাদের হাতে কালো শিফনের আর্মব্যান্ড, হাতে পেইন্ট করা সাইন এবং তরুণ আন্তরিক একেকটা মুখ। ফ্রিজবি খেলোয়াড়রা তাদের খেলায় ফিরে গেলো। ট্রাস্টিরা মিটিং এর জন্য আসতে শুরু করলো, তাদের বেশ কজন প্রশাসনিক ভবনের কাচের দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি দেখলাম কয়েকজন সাদা বৃদ্ধ মুখ টিপে হাসছে, এক বুড়োকে দেখলাম আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। এই পুরো ব্যাপারটাই ছিলো একটা প্রহসন, আমি মনে মনে ভাবলাম— এই র‍্যালি, এই ব্যানার, এই সব কিছুই এক মনোরম বৈকালিক চিত্তবিনোদন, বাবা মা ছাড়াই একটা সুন্দর স্কুল নাটক। আর আমি ও আমার এক মিনিটের ওই বক্তৃতা ছিলো সবচেয়ে বড় প্রহসন।

সেদিন রাতের পার্টিতে রেগিনা আমার কাছে এসে আমাকে অভিনন্দন জানালো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী জন্য?"

"তোমার ওই চমৎকার বক্তৃতার জন্য।"

আমি আমার বিয়ারের বোতল খুললাম। "বক্তৃতাটা যাই হোক খুব সংক্ষিপ্ত ছিলো।"

রেগিনা আমার শ্লেষোক্তিকে উপক্ষো করলো। "ওই বক্তৃতার জন্যই ওটা এত ইফেক্টিভ হয়েছিলো।" সে বললো। "বারাক, তুমি মন থেকে কথাগুলো বলেছিলে। লোকজন তোমার কথা আরও শুনতে চাচ্ছিলো। ওরা যখন তোমাকে টেনে নিয়ে গেলো তখন মনে হচ্ছিলো যেনো—"

"শোনো, রেগিনা," আমি তার কথা থামিয়ে দিয়ে বললাম। "তুমি খুব মিষ্টি একটা মেয়ে এবং আমি ভীষণ সুখী যে তুমি আমার এই ক্ষুদ্র পারফরমেন্স উপভোগ

www.pathagar.com

করেছো। আমি তোমাকে হিতোপদেশ দেয়া থেকে বিরত থাকতে চাচ্ছি এবং মার্কুসকেও। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কালোদের জন্য আমি আর কখনও কোনো বক্তৃতা দেবো না।"

"কেনো, কেনো?"

আমি বিয়ারে চুমুক দিলাম, আমার চোখ চলে গেলো আমাদের সামনে যারা নাচছিলো তাদের দিকে। "কারণ আমার কিছুই বলার নেই। রেগিনা, আমি বিশ্বাস করি না যে আমরা আজকে যা করেছি, তা আদৌ কিছু একটা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না আমরা যাদের বিষয়ে কথা বলছি তাদের সাথে সোয়েটার একটা শিশুর অনেক পার্থক্য রয়েছে। সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা বললেই তো হবে না। সুতরাং আমি কেন অন্যরকম হওয়ার ভান করবো? আমি তোমাকে বলবো কেন? কারণ এটা আমার ভেতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার এক ধরনের অনুভূতি জাগায়। কারণ আমি তাদের প্রসংশা পেতে পছন্দ করি। এটা আমার ভেতর সুন্দর ও সস্তা একটা শিহরণ জাগিয়ে তোলে। এই আর কী।"

"তুমি আসলেই ওটা বিশ্বাস করোনা।"

"আমি সেটাই বিশ্বাস করি।"

সে আমার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকলো, হতভম্ব, সে চেষ্টা করলো আমি তাকে বিভ্রান্ত করছি কি না এটা বুঝে উঠতে। "ঠিক আছে, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে বোকা বানাতে পারতে," শেষ পর্যন্ত সে আমার মনের অবস্থা আঁচ করে নিয়ে বললো। "মনে হচ্ছে আমি এমন মানুষের কথা শুনছি যে কিছু একটাতে বিশ্বাস করে। একজন কালো মানুষ যে আসলেই আন্তরিক, কিন্ত, আমার ধারণা, আমি একটা নির্বোধ।"

আমি বিয়ারে আরেকটা চুমুক লাগালাম, দরজা দিয়ে একজন প্রবেশ করল তার দিকে হাত নাড়ালাম।

"তুমি নির্বোধ নও রেগিনা, তুমি বেশ সরল।"

সে এক ধাপ পেছনে চলে গেলো, তার হাত দুটো তার কোমরে। "সরল? তুমি আমাকে সরল বলছ? আহ হাহ। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। যদি কেউ সরল হয়ে থাকে সেটা তুমি। তুমিই হলে সেই একজন যে বোধ হয় ভাবে যে সে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। তুমিই সেই একজন যেভাবে সে তার অনুভবকে এড়িয়ে চলতে পারবে।" সে আমার বুকে একটা আঙুল দিয়ে টোকা মেরে বললো। "তুমি কি জানতে চাও তোমার আসল সমস্যাটা কী? তুমি সবসময় তোমাকে ঘিরেই চিন্তা করো। তুমি ঠিক রেগি, মার্কুস, স্টিভ এবং এখানে যত ব্রাদার আছে সবার মতো। র‍্যালি নিয়ে তুমি নিজের কথা ভেবেছো। বক্তৃতা নিয়ে তুমি নিজের কথা ভেবেছো। আঘাতটা তোমারই আঘাত। ভালো কথা, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। মি. ওবামা সব কিছু তোমাকে ঘিরে নয়। সব কিছু কখনই তোমাকে ঘিরে নয়। সব কিছু মানুষকে ঘিরে যারা

www.pathagar.com

তোমার সহযোগিতা চায়। শিশুরা তোমার দিকে চেয়ে আছে। তোমার আয়রনি কিংবা তোমার জটিল মানসিক অবস্থা কিংবা তোমার আঘাতপ্রাপ্ত অহম নিয়ে ওদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এবং আমারও নেই।"

সে কথা শেষ করতেই রেগি রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলো, সে আমার চেয়ে বেশি মদ্যপ। সে এসেই আমার ঘাড়ে হাত রাখলো। "ওবামা! গ্রেট পার্টি, ম্যান!" রেগিনার দিকে তাকিয়ে সে একটা পিছল হাসি ছুড়ে দিলো। "শোনো, রেগিনা, তুমি যদি আমার আর ওবামার গত বছরের পার্টিটা দেখতে, তখন আমরা ডর্মে থাকতাম। ওবামা, তোমার কি মনে পড়ে আমরা সারা উইকেন্ড একসঙ্গে কাটিয়েছি? চল্লিশ ঘণ্টা, একেবারে না ঘুমিয়ে, শনিবার সকাল থেকে শুরু করে সমবার পর্যন্ত একটানা।"

আমি ওই প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু রেগি বলতেই থাকলো। "তোমাকে বলছি রেগিনা, একেবারে জংলী একটা উইকেন্ড ছিলো। পরিচারিকা এসে জানালো যে এখন সোমবার সকাল, আমরা তখনও হলওয়েতে বসে আছি, আমাদের দেখতে জুম্‌বির (মেধাহীন ধীরগতিসম্পন্ন, যে পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অসচেতন) মতো লাগছিলো। চার দিকে বোতলের ছড়াছড়ি, সিগারেটের টুকরা, নিউজ পেপার। সেই স্পট, যেখানে জিমি ওই পার্টিটা থ্রো করেছিলো," রেগি আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো। গালিচার ওপর আরেকটু বিয়ার ছলকে ফেলে দিয়ে আমাকে বললো, "তোমার মনে আছে, তাই না? শালার ওগুলোই ছিলো খুব বাজে, মানে ওই ম্যাক্সিকান বুড়ো মহিলারা আরকী, ওরা তো কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলো। 'দিয়স মাইয়ো,' ওদের একজন বলতো আর আরেকজন ওর পিঠ চাপড়ে দিতো। ওহ্ শিট, আমরা তো পাগল হয়ে গিয়েছিলাম..."

আমি মৃদু দুর্বল একটা হাসি দিলাম, রেগিনা আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যেনো আমি এক দারুণ বাজে লোক। শেষ পর্যন্ত সে এমনভাবে কথা বললো, যেনো সে এই কক্ষে অনুপস্থিত।

"তুমি কি ওটাকে হাস্যকর মনে করো?" সে আমাকে বলল, তার গলা কাঁপছিলো, কথাগুলো অনেকটা ফিসফিস করে কথা বলার মতো মনে হচ্ছিলো। "এটাই কী তোমার কাছে আসল, বারাক— যে তুমি সব এলোমেলো রাখবে যেনো অন্যেরা এসে সব গুছিয়ে নেয়? তুমি জানো আমার দাদিমা ওটা করতে পারতো। উনি জীবনের অধিকাংশ সময় অন্যদের জন্য পরিষ্কার এবং গোছগাছ করে সময় কাটিয়েছেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি উনি যেসব লোকদের জন্য ওসব করেছেন তারাও হাস্যকর ছিলেন।"

সে কফি টেবিল থেকে তার পার্সটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। আমি ভাবলাম তার পেছনে পেছনে দৌড়ে যাই। কিন্তু দেখলাম যে বেশ ক'জন আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সুতরাং আমি কোনো দৃশ্যের অবতারণা করতে

www.pathagar.com

চাইলাম না। রেগি তার হাতখানা সরিয়ে নিয়েছে, তাকে এখন হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো আহত এবং বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

"ওর সমস্যাটা কী?" সে বললো।

"কিছুই না," আমি বললাম। আমি রেগির হাত থেকে বিয়ারটা নিয়ে বুকশেল্ফের ওপরে রেখে দিলাম। "ওর যত সব অবাস্তব বিশ্বাস।"

আমি সোফা চেড়ে উঠে বসলাম, এবং আমার সামনের দরজাটা খুললাম। বদ্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া স্পিরিটের মতো আমার পিছু অনুসরণ করতে লাগলো। মাথার ওপরে চাঁদ ডুবে চলে গেছে চোখের আড়ালে, মেঘের আড়ালে তখন কেবল ওটার আভা দৃশ্যমান, আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে; বাতাসে শিশিরের স্বাদ।

অন্যকে বিচার করে দেখার আগে নিজের দিকে একটু তাকাও তোমার করা এলোমেলো জিনিস অন্যকে দিয়ে ওছিয়ে নিও না। সব কিছু তোমাকে ঘিরে নয়। কথাগুলো খুব মামুলি গোছের, ধর্ম ব্যাখানের মতো, এর আগেও ওসব আমি হাজারবার শুনেছি, একই কথা নানান ভাবে, টেলিভিশনে, দর্শনের বইতে, আমার নানা-নানির কাছে, মায়ের কাছে, একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে আমি ওসব শোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম, এখন আমি উপলব্ধি করতে পারছি, আমি আমার নিজের ক্ষত নিয়েই ভীষণ মগ্ন ছিলাম, আমি আমার কল্পিত ফাঁদ থেকে পালিয়ে যেতে ভীষণ উদগ্রীব ছিলাম যে ফাঁদ সাদারা আমার জন্য তৈরি করে রেখেছিলো। ওই সাদা বিশ্বে, আমি আমার শৈশবের মূল্যবোধের অধিকার ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলাম। যেনো ওই সব মূল্যবোধ যেকোনোভাবেই হোক অপরিবর্তনীয়ভাবে সাদাদের সীমাহীন মিথ্যাচারে নোংরা হয়ে গেছে, যে মিথ্যাচার সাদারা কালোদের সম্পর্কে ক্রমাগত বলে যায়।

তবে এই সময় বাদে অন্য সময়ও আমি ওই একই কথা শুনে এসেছি আমার কিছু শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণাঙ্গদের কাছ থেকে, ওই সব মানুষদের তিক্ত হয়ে ওঠার মতো আমার চেয়ে আরও অনেক বেশি অজুহাত ছিলো। তোমাকে কে বলেছে যে সৎ হওয়াটা শুধু সাদাদের কাজ? আমাকে ওই প্রশ্নটা তারা করতো, তোমার পরিস্থিতি কি তোমাকে চিন্তাশীল, অধ্যাবসায়ী কিংবা দয়ালু হওয়া থেকে দায়মুক্ত করে কিংবা নৈতিকতার কি কোনো রঙ আছে? তুমি পথ হারিয়েছো, ব্রাদার। তোমার আইডিয়া তোমার নিজের সম্পর্কে— তুমি কে এবং তুমি কী হতে পারতে সে সম্পর্কে, তুমি ক্রমশ হতভম্ব, সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র হয়ে উঠছো।

আমি দরজার ধাপে বসে গলার পেছনে চুলকাচ্ছিলাম। এরকম কিভাবে হলো? আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করা শুরু করলাম। কিন্তু এরকম প্রশ্ন মনের মধ্যে জমাট বাঁধার আগেই আমি এর উত্তরটা জানতাম। ভয়। ঠিক যে ভয়ের কারণে আমি গ্রামার স্কুলে কোয়েট্টাকে ধাক্কা মেরেছিলাম। ঠিক যে ভয়ের কারণে আমি টিমকে নিয়ে মার্কুস এবং রেগির সামনে উপহাস করেছিলাম। সেই ধ্রুব ও পঙ্গু করে দেয়ার

www.pathagar.com

মতো ভয় যেভাবেই হোক আমি অনুভব করতাম না, তখন আমি তা লুকিয়ে রাখতাম, এড়িয়ে চলতাম কিংবা আমি যা নই তা হওয়ার ভান করতাম, আমি নিজেকে চিরকালের এক বহিরাগত ভাবতাম, বাদবাকি বিশ্বের কাছে, কালো এবং সাদাদের কাছে নিজেকে বহিরাগত মনে হতো।

সুতরাং রেগিনাই ঠিক কথা বলেছিলো; কথাটা একেবারে আমার সম্পর্কেই বলা হয়েছিলো। আমার ভয়। আমার চাহিদা। আর এখন? আমি কল্পনায় কোনো এক স্থানে রেগিনার নানিকে দেখি, তিনি সামনে ঝুঁকে আছেন, তাঁর বাহু কাঁপছে, তিনি ঝাড়ু দিচ্ছেন এক অন্তহীন ঘরের মেঝে। খুব ধীরে, তিনি তাঁর মাথাটা তুলে আমার দিকে সরাসরি তাকালেন, তাঁর ঝুলে পড়া মুখে আমি যে জিনিসটা দেখতে পেলাম, সে জিনিসটা আমাদের একতার বন্ধনে বাধতে পারে ,সে জিনিসটা ক্রোধ, হতাশা কিংবা করুণার বাইরে।

তাহলে তিনি আমাকে কী জিজ্ঞেস করছেন? দৃঢ় সংকল্প, ওটার কথাই বেশির ভাগ বলছেন। এই দৃঢ় সংকল্পতা হলো সেই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে শক্তি তাকে সোজা দাঁড় না করিয়ে তাঁকে অবনত করে রেখেছে। এই সংকল্প হলো কোনো কিছু অনায়াসে কিংবা সহজলভ্য উপায়ে পাওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা। তোমার তৈরি নয় এমন একটা বিশ্বে তুমি হয়তো তালাবদ্ধ হয়ে যাবে, তাঁর চোখ বলছে, কিন্তু তারপরও এই বিশ্ব যেমনই হোক না কেনো তুমি এটাকে নিজের বলে দাবি করতে পারো। তবুও তোমার দায়িত্ব রয়েছে।

বৃদ্ধা রমণীর মুখ আমার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেলো, তারপর একের পর এক অন্যান্য মুখ ভাসতে লাগলো। ম্যাক্সিকান পরিচারিকার সেই তামাটে চামড়ার মুখ, গায়ের জোর খাটিয়ে যিনি ময়লার ঝুড়ি টেনে নিয়ে যান। মনে পড়ছে লোলোর মায়ের মুখ, তাঁর মুখটা তীব্রশোকে নিমজ্জিত যখন তিনি দেখেন ওলন্দাজরা তাঁর বাড়িটা পুড়িয়ে দিলো। সাঁটা-ঠোঁট আর চুনাপাথরের মতো মুখ নিয়ে টুটের প্রতিদিন সেই ছয়টা ত্রিশের বাস ধরা, যে বাসে করে উনি তাঁর কর্মস্থলে যাবেন। শুধু একটা কল্পনার অভাবে, শুধু একটা স্নায়ুর ব্যর্থতায় আমাকে ভাবতে বাধ্য হতে হচ্ছে যে আমাকে ওসবের ভেতর যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে।

আমার পরিচয় শুরু হতে পারতো মূলত আমার বর্ণ অনুসারে, কিন্তু তা হয়নি, হতেও পারে না।

অন্তত ওটা বিশ্বাস করাটাই আমি বেছে নিতে পারতাম।

আরও বেশ কয়েক মিনিট ধরে আমি দরজায় বসে থাকলাম, দেখলাম সূর্য উঠে গেছে, রেগিনাকে কী বলে ফোন দেবো সে বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। আমার পেছনে বিলি তার শেষ গানটি গাইছে। আমি গানটির ধ্রুবপদ বেশ কয়েকবার গুণগুণ করে গাইলাম। তার কণ্ঠ এখন আমার কাছে অন্যরকম লাগছে, বেদনার অন্তরালে, ক্ষুব্ধ হাসির আড়ালে, আমি শুনতে পাচ্ছি দুঃখ কষ্ট সহ্য করে যাওয়ার ইচ্ছার কথা। সহ্য করে যাও— আর এমন এক সংগীত নির্মাণ করো, যা আগে কখনও ছিলো না।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ম্যানহাটনে প্রথম রাতটা কাটিয়েছি একটা সরু গলিপথে কুঁকড়ে থেকে। এটা কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিলো না; যদিও লস অ্যাঞ্জেলস-এ থাকতেই আমি শুনেছিলাম যে আমার এক বন্ধুর বান্ধবী তার স্পেনিশ হারলেমের অ্যাপার্টমেন্টটা ফাঁকা করে দেবে, স্পেনিশ হারলেম কলাম্বিয়ার এবং নিউ ইয়র্ক রিয়েল ইস্টেট মার্কেটের কাছাকাছি; আর এটা যখন পাচ্ছি তখন এটাকেই আঁকড়ে ধরা উচিত। আমাদের ভেতর একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিলো; আর আমি সেভাবেই আগস্ট মাসে আসছি বলে একটা তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম, এবং লাগেজ টেনে টেনে এয়ারপোর্টের ভেতর দিয়ে সাবওয়ে, টাইমস্কয়ার, ওয়ান হানড্রেট নাইনথ্ পেরিয়ে ব্রডওয়ে থেকে আমস্টারডেম-এ পৌঁছে দশটা বাজার কয়েক মিনিট পরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বারবার বুজার চাপতে থাকলাম, কিন্তু কারও কোনো সাড়াশব্দ নেই। রাস্তা ফাঁকা, রাস্তার দুপাশে বিল্ডিং, আয়তক্ষেত্রকার এক প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে। অবশেষে ওই ভবন থেকে পুর্তোরিকান এক তরুণীর উদয় হলো, মেয়েটি রাস্তায় নামার আগে আমার দিকে একটা নার্ভাস দৃষ্টি ছুড়ে দিলো। আমি ছুটে গিয়ে ধড়াম করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই দরজাটা ধরলাম, আমার পেছনে পেছনে আমার লাগেজ টানছি, এরপর ওপর তলায় উঠে গিয়ে কড়া নাড়তে থাকলাম। আবারও কোনো সাড়া শব্দ নেই, কেবল বজ্রপাতের মতো শব্দ নিচের হলে আছড়ে পড়ছে।

নিউ ইয়র্ক। যেমন বর্ণনা করলাম ওরকমই। ওয়ালেট চেক করে দেখলাম— মোটেলে থাকার মতো পর্যাপ্ত টাকা নেই। নিউ ইয়র্কে আমি একজনকে চিনতাম, লোকটার নাম সাদিক, তার সাথে আমার লস অ্যাঞ্জেলস-এ দেখা হয়েছিলো, কিন্তু সে আমাকে বলেছিলো যে, সে সারারাত হোটেলের বার-এ কাজ করে। অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই। লাগেজ টেনে নিয়ে আবারও নিচে নেমে

www.pathagar.com

এলাম। কিছুক্ষণ পর পেছনের পকেটে হাত দিয়ে একটা চিঠি বের করলাম, লস অ্যাঞ্জেলস ছাড়ার পর থেকে ওই চিঠিটা আমার সাথেই আছে।

প্রিয় পুত্র,

অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। আমি ভালো আছি আর তুমি তো জানই এই দেশ আমার কাছ থেকে যা আশা করে আমি সেই সব কাজ করে যাচ্ছি। আমি লন্ডন থেকে মাত্র ফিরে এসেছি, ওখানে আমি সরকারি বাণিজ্য অর্থনৈতিক আলোচনা ইত্যাদি নানান ধরনের কাজ করতাম। আমাকে নানান সফরে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে তোমাকে লেখার সময়ই হয়ে ওঠে না। যাই হোক, আমি এখন থেকে আরও ভালো করতে পারবো।

তুমি জেনে খুশি হবে যে এখানে তোমার ভাই ও বোনেরা খুব ভালো আছে, ওরা তোমাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছে। আমার মতো ওরাও গ্র্যাজুয়েশন শেষে তোমার বাড়িতে ফিরে আসাকে স্বাগত জানিয়েছে। তুমি এখানে এলে আমরা একসাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে তুমি এখানে যত দিন ইচ্ছে থাকবে। বেরি, যদিও তুমি মাত্র ক'দিনের জন্য এখানে আসবে তারপরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তোমার নিজের মানুষজন, এবং এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি আসলে কোথাকার মানুষ। দয়া করে নিজের যত্ন নিও, এবং তোমার মাকে, টুটকে এবং স্ট্যানলিকে হ্যালো বোলো। আশা করি শিগগিরই তুমি চিঠির উত্তর পাঠাবে।

ভালোবাসা নিও,
তোমার বাবা।

চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে পেছন পকেটে রেখে দিলাম। তাঁর কাছে চিঠি লেখা অত সহজ কথা নয়; গত চার বছরে আমাদের কোনো রকম চিঠির আদান-প্রদান হয়নি বললেই চলে। বস্তুত আমি অনেকবার চিঠির খসড়া লিখেছিলাম, অনেক কাটাকুটি করেছি, চিঠির উপযুক্ত স্বর খুঁজে পেতে বেশ ঘাম ঝরিয়েছি, খুব বেশি কথা বলে ফেলার লোভ সামলানোর জন্য নিজেকে অনেক প্রতিরোধ করেছি। "ডিয়ার ফাদার", ডিয়ার ড্যাড"। "ডিয়ার ড. ওবামা", আর এখন উনি আমার চিঠির এক প্রাণবান্ত আর শান্ত ধাঁচের উত্তর পাঠিয়েছেন। উপদেশ দিয়েছেন, তুমি জানো তুমি কোথাকার মানুষ। তিনি এটাকে এমন সরল করে ফেলেছেন যেনো তিনি ডিরেকটরি এসিস্টেন্সকে ডাকছেন।

"ইনফরমেশন— কোন শহর, দয়া করে বলবেন কি?"

"আহ আমি ঠিক জানি না। আমি আশা করছিলাম তুমি আমাকে বলতে পারবে। নাম হলো ওবামা, আমি যেনো কোথায় থাকি?"

সম্ভবত তাঁর কাছে ব্যাপারটা ওরকমই মামুলি একটা ব্যাপার। কল্পনায় দেখলাম বাবা নাইরোবিতে তাঁর ডেস্কে বসে আছেন, সরকারের এক বিশাল হোমরা চোমরা,

www.pathagar.com

কেরানি আর সেক্রেটারির দল তাঁর কাছে নানান কাগজপত্র নিয়ে আসছে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য, একজন মন্ত্রী তাঁকে ফোন দিয়েছেন পরামর্শের জন্য, এক প্রেমময়ী স্ত্রী এবং সন্তানেরা বাড়িতে তাঁর অপেক্ষায় আছে, তাঁর নিজ পিতার গ্রামে গাড়ি চালিয়ে যেতে মাত্র একদিন সময় লাগে। এই চিত্রকল্পে কেমন এক অস্পষ্ট ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। চিন্তাটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে এবং ভেসে আসা সালসার শব্দে মনোনিবেশ করলাম, ওই ব্লকের কোনো এক খোলা জানালা দিয়ে ওই শব্দ ভেসে আসছিলো। ওই একই চিন্তা আবারও ঘুরেফিরে আমার কাছে চলে এলো, যেনো আমার হৃদস্পন্দনের মতো ওটাও নাছোড়বান্দার মতো আমার সাথে লেগে আছে।

আমি কোথাকার? র‍্যালির পর সেদিন রাতে রেগিনার সাথে সেই কথোপকথন আমার ভেতর একটা পরিবর্তন সূচনা করতে পারতো, আমাকে শুভ উদ্দেশ্যকে উত্তপ্ত করতে পারতো। কিন্তু আমি ছিলাম এক মদ্যপ, যেনো আমি এক দীর্ঘ বেদনাদায়ক মদ-উৎসব থেকে উঠে এসেছি, এবং শিগগির বুঝে ফেললাম যে আমার নব আবিষ্কৃত দৃঢ়সংকল্প কোনো বস্তু ছাড়াই দিকচিহ্নহীন হারিয়ে গেলো। গ্র্যাজুয়েশনের দু'বছর পেরিয়ে গেছে, আমি তখনও স্থির করতে পারিনি আমার জীবন নিয়ে আমি কী করব, এবং কোথায় থাকব তাও স্থির করিনি, শৈশবের স্বপ্নের মতো পেছনে ফেলে এসেছি হাওয়াইকে; ওখানে ফের ফিরে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না। বাবা যা-ই বলুক না কেনো আফ্রিকাকে আমার নিজের বাড়ি হিসেবে দাবি করার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। এবং আমি যদি নিজেকে একজন কালো আমেরিকান হিসেবে ভেবে নিই তাহলে সেই ভাবনা হবে এক নোঙরহীন ভাবনা। আমি উপলব্ধি করেছি যে আমার একটা কমিউনিটি প্রয়োজন, সাধারণ নৈরাশ ছাড়াও যে কমিউনিটির আরও গভীরে প্রবেশ করা যাবে, সর্বশেষ অপরাধের পরিসংখ্যান পড়ে কিংবা বাস্কেটবল মাঠে পরস্পর হাই-ফাইভ বিনিময় করে আমি আর আমার কালো বন্ধুরা এসব উপলব্ধি শেয়ার করতাম। এমন এক কমিউনিটি যেখানে আমি আমার প্রতিশ্রুতিগুলোকে ঝালিয়ে নিতে পারবো।

সুতরাং, যখন আমি ট্রান্সফার প্রোগ্রাম সম্পর্কে শুনলাম যে অক্সিডেন্টাল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ওই প্রোগ্রামটা করেছে, আমি খুব দ্রুত আবেদন করে বসলাম। আমি ভেবে দেখলাম যে কলাম্বিয়াতে অক্সির চেয়ে খুব ভালো ছাত্র না থাকলেও আমি অন্তত সত্যিকারের একটা শহরের কেন্দ্রে যেতে পারবো; যেখানে কাছাকাছি কোথাও কালোদের নেইবারহুড থাকবে। লস অ্যাঞ্জেলস-এ আমাকে ধরে রাখার মতো তেমন কিছু নেই। সে বছর আমার অধিকাংশ বন্ধুরাই গ্র্যাজুয়েট শেষ করবে : হাসান চাকরি নিয়ে তার পরিবারের সাথে লন্ডনে গেছে, রেগিনা স্পেনিশ জিপশি পড়ার জন্য আন্দালুসিয়াতে যাবে।

আর মার্কুস? আমি ঠিক জানি না মার্কুসের কী হয়েছিলো, তার তখনও বছরখানেক বাকি ছিলো, কিন্তু জুনিয়র ইয়ারের মাঝখানে এসে তার কী যেনো

www.pathagar.com

হয়েছিলো, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু ওটার কোনো নামকরণ করতে পারছিলাম না। একদিন এক সন্ধ্যাবেলার কথা আমার মনে পড়ে গেলো, সেদিন ওর সাথে আমি লাইব্রেরিতে বসেছিলাম, সে তখনও স্কুল ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। টেবিলের ওপাশে একজন ইরানি ছাত্র বসেছিলো, বয়সে বড় এবং মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছিলো, চোখে চশমা, মার্কুস বসে বসে ইকোনমিক্স্ অব্ স্লেভারি বইটা পড়ছিলো, ভাসাভাসা চোখ হলেও চোখ দুটোতে তাকে কেমন ভীতিকর দেখাচ্ছিলো, সে বেশ আন্তরিক এবং কৌতূহলী, এবং শেষ পর্যন্ত সে টেবিলের সামনের দিকে ঝুকে মার্কুসকে বইটা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো।

"প্লিজ, আমাকে একটু বলুন না, এই যে এত বছর ধরে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিলো সে বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?"

"সাদারা আমাদের মানুষ মনে করে না।" মার্কুস বললো, "খুব সোজা কথা। ওদের অধিকাংশ এখনও মনে করে না।"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছিলাম কালোরা সংগ্রাম করে না কেনো?"

"সংগ্রাম তো করছে। ন্যাট টার্নার, ডেনমার্ক ভেসেই—"

"দাস বিদ্রোহ"— কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সে বললো । "হ্যাঁ আমি সেসবের কিছু কিছু পড়েছি— ওরা খুব সাহসী মানুষ ছিলো। কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই কম, তুমি দেখো। আমি যদি দাস হতাম, ওরা আমার বউ-বাচ্চাদের সাথে এরকম আচরণ করছে দেখলে আমি বরং মৃত্যুকেই বেছে নিতাম। একটা জিনিস আমি বুঝিনা যে এতগুলো মানুষ আমৃত্যু লড়াই করছে না কেন?"

আমি মার্কুসের দিকে তাকালাম, আমি তার উত্তরের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু সে চুপ করে থাকলো, মুখে কোনো ক্রোধের চিহ্ন নেই, চোখ দুটো টেবিলের একটা দাগের ওপর স্থির হয়ে আছে। তার কোনো সাড়া না দেখে আমি একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলাম, একটু বিরতির পর, আমিই আক্রমণ করে বসলাম, ইরানিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, যে যেসব নাম না জানা হাজার হাজার মানুষকে তাদের কারা-জাহাজ আমেরিকান বন্দরে পৌঁছানোর আগেই হাঙরভর্তি সমুদ্রের পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো তাদের ক'জনের নাম তোমার জানা আছে, জিজ্ঞেস করলাম, যখন জাহাজটা বন্দরে এসে ভিড়লো, তখনও সে কিন্তু মরণ বেছে নিতে পারতো, কিন্তু সে যদি এটা জানে যে বিদ্রোহ মানে তার স্ত্রী কন্যাদের ওপর আরও নির্মম অত্যাচার নেমে আসা, তখনও কি সে মৃত্যুকে বেছে নেবে? গুটিকয়েক কৃতদাসের শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করার সাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ইরানিয়ানদের কি কোনো পার্থক্য আছে যারা সাভাকের খুনি গুণ্ডারা যখন শাহ-এর বিরোধিদের হত্যা করছিলো আর অত্যাচার করছিলো তখন তাদের জন্য কিছুই না করে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলো, আমরা অন্যদের জুতার ভেতর দাঁড়িয়ে অন্যদের কিভাবে বিচার করে দেখবো?

শেষের এই মন্তব্য মনে হয় লোকটাকে অপ্রস্তুত করে ফেললো, এবং মার্কুস শেষ পর্যন্ত কথোপকথনে ফিরে এলো, সে ম্যালকম এক্স এর একটি পুরোনো

www.pathagar.com

প্রবাদের পুনরাবৃত্তি করে গার্হস্থ্য নিগ্রো আর মাঠের নিগ্রোর ভেতর পার্থক্য বুঝিয়ে দিলো কিন্তু সে এমনভাবে কথা বলছিলো যেনো সে তার নিজের কথার ওপর নিজেরই আস্থা ছিলো না, এবং বেশ কয়েক মিনিট পর সে তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হেঁটে চলে গেলো।

মার্কুস এবং আমি কখনই ওই কথোপকথন নিয়ে পরবর্তীতে আর কোনো কথাবার্তা বলিনি। সম্ভবত ওই কথোপকথন কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে না : অক্সিডেন্টালের মতো একটা জায়গায় অস্থিরতা অনুভব করার জন্য মার্কুসকে পছন্দ করার অনেক কারণ ছিলো। ওই মাসের পর থেকে আমি ওর ভেতর একটা পরিবর্তন টের পেতে থাকলাম, মনে হচ্ছে কোনো এক অপচ্ছায়া তাকে তাড়া করে ফিরছে যে অপচ্ছায়া ফাটল বেয়ে বেয়ে যেনো আমাদের নিরাপদ রৌদ্রময় পৃথিবীতে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। প্রথম প্রথম সে তার বর্ণগত গর্ব নিয়ে বেশ সোচ্চার ছিলো : সে ক্লাসে আফ্রিকান প্রিন্ট পরে আসতো এবং প্রশাসনের সঙ্গে সে লবি চালিয়ে যেতো যেনো কালো ছাত্রদের জন্য আলাদা একটা ডরমেটরি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে সে কেমন চাপা স্বভাবের হয়ে উঠলো। ক্লাস ফাঁকি দিতে শুরু করলো, গাঁজার কলকেতে আরও জোরে দম মারতে শুরু করলো। দাড়ি রেখে দিলো, চুল ছেড়ে দিলো যেনো তার চুল নিজের ইচ্ছেমতো ভয়ানক জটাতে পরিণত হতে পারে।

অবশেষে সে একদিন আমাকে বললো যে সে স্কুল থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিতে যাচ্ছে। "এই ঘোড়ার ডিমের কাছ থেকে কয়েকটা দিন দূরে থাকা দরকার" সে বলেছিলো। আমরা কম্পটনের একটা পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম, সারাদিন ব্যাপি একটা উৎসবে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন বিকেলটা ছিলো দারুণ, প্রত্যেকেই শর্টস পরে এসেছিলো, বাচ্চারা কিচির-মিচির করছিলো আর দৌড়ে বেড়াচ্ছিলো ঘাসের ওপর। কিন্তু মার্কুসকে ভীষণ বিক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিলো সে কোনো কথাই বলছিলো না, শুধু আমাদের পাশ কেটে যখন বোঙ্গো বাদকের দল যাচ্ছিলো তখন দেখলাম তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এসেছে। আমরা একটা গাছের নিচে ওদের পাশে বসলাম, শব্দে কান অবশ হয়ে যাচ্ছে, বসে বসে অন্ধকার দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার বিরক্তি ধরে গেলো। বেশ সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে মাংসের পাই বিক্রি করছিলো, আমি তার সাথে কথা বলার জন্য উঠে গেলাম, ফিরে এসে দেখলাম মার্কুস তখনও সেখানে, কিন্তু এখন সে খেলছে, তার লম্বা লম্বা ঠ্যাং একটার ওপর আরেকটা তোলা, দেখলাম সে একটা বোঙ্গো ভাড়া করে তার কোলের ওপর খুব যত্ন করে রেখেছে। যদিও একরাশ সিগারেটের ধোঁয়ায় সে আচ্ছন্ন, তারপরেও বোঝা যাচ্ছিলো যে তার মুখটা অভিব্যক্তিহীন; তার চোখ দুটো সরু যেনো সে সূর্যকে রুদ্ধ করে রাখতে চায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমি তার ছন্দহীন বোঙ্গো বাজানো দেখলাম, ড্রামে সে শুধুই উল্টোপাল্টা বাড়ি মেরে যাচ্ছে, যেনো কোনো না বলা স্মৃতিকথা সে টেনে বের করে আনছে এবং ঠিক তখনই আমি উপলব্ধি করলাম যে মার্কুসের আমার সাহায্যের প্রয়োজন এবং আমার প্রয়োজন মার্কুসকে, উত্তর খুঁজে বেড়াতে শুধু আমি একাই হন্যি হয়ে নেই।

www.pathagar.com

পরিত্যক্ত নিউ ইয়র্ক স্ট্রিটের নিচের দিকে তাকালাম। আচ্ছা, মার্কুস কি জানে সে কোথাকার? আমাদের কেউ কি আমরা জানি? কোথায় আমাদের পিতা ও পিতৃব্যরা, কোথায় আমাদের পিতামহরা, যারা আমাদের এই হৃদয়ের গভীর বেদনার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? কোথায় গেলেন উপশমকারীরা যারা আমাদের পরাজয় শব্দের অর্থ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন? তারা নেই, নিশ্চিহ্ন, মহাকাল তাদের গিলে ফেলেছে। রয়েছে শুধু এক ঘোলাটে প্রতিচ্ছায়া, আর বছরান্তে লেখা দু-একটা চিঠিতে সেসব মূল্যবান উপদেশমালা ...।

ততক্ষণে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, গলিপথের দিকে চলে যাওয়া বেড়ার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম, শুকনো দেখে একটা জায়গা খুঁজে পেলাম, লাগেজটা নিচে রেখে ওটার ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম, ড্রামের ওই শব্দ খুব কোমল হয়ে আমার স্বপ্নের ভেতর ঢুকে পড়ছে। সকাল বেলা উঠে দেখলাম একটা সাদা মুরগি আমার কাছাকাছি একটা গারবেজের কাছে কক্ কক্ করে বেড়াচ্ছে, রাস্তার ওপারে গৃহহীন একটা লোক হাইড্রান্ট থেকে জল নিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিচ্ছে, আমিও তার সাথে যোগ দিলাম, সে কোনো আপত্তি জানালো না, বাড়িতে এখন পর্যন্ত কারো আসার কোনো কথা নেই কিন্তু সাদিক আমার ফোনের উত্তর দিয়েছিল, আমাকে একটা ক্যাব নিয়ে সোজা আপার ইস্ট সাইড এ তার কাছে চলে যেতে বলেছে।

রাস্তাতেই সে আমাকে অভিনন্দন জানালো, খাটো গাট্টাগোট্টা এক পাকিস্তানি, বছর দুয়েক আগে সে লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক এসেছে, তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর পয়সা কামানোর নিলর্জ আকাঙ্ক্ষার সাথে এই শহরের মেজাজ একেবারে খাপে খাপে মিলে গেছে। তার ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সে এখানে থেকে গেছে এবং নিউ ইয়র্কের জমজমাট ব্যবসা থেকে সে দেদারসে পয়সা কামাচ্ছে, সে এখানে একজন অবৈধ শ্রমিক। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতেই দেখি অন্তর্বাস পরিহিত এক মহিলা রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে, একটা আয়না এবং একটা রেজর টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখা, "সোফি," সাদিক কথা আরম্ভ করলো, "এই হচ্ছে বেরি।" "বারাক," ব্যাগগুলো ধপাস করে মেঝের ওপর রেখে সংশোধন করে দিয়ে বললাম। মেয়েটা অস্পষ্টভাবে আমার দিকে হাত নাড়লো, এবং সাদিককে বললো যে সাদিক ফিরে না আসা পর্যন্ত সে বাইরে থাকবে। আমি সাদিকের পিছে পিছে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে রাস্তার ওপারের একটা গ্রিক কফিশপে গেলাম। অত ভোরে ফোন দেয়ার জন্য আমি আবারও দুঃখ প্রকাশ করলাম।

"ওটা কোনো ব্যাপার না," সাদিক বললো "তাকে গত রাতে আরও বেশি সুন্দর লাগছিলো।" মেনুটা খুব ভালো করে পড়ে নিয়ে সে ওটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো। "হ্যাঁ, বলো বেরি, সরি, বারাক— বলো বারাক আমাদের এই সুন্দর শহরে তোমার আগমনের হেতু কী?"

আমি তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম যে আমি যৌবনটা নষ্ট করছি। আমি তাকে সারা বিশ্বের অবস্থা আমার মনের অবস্থা এসব বোঝালাম। "আমি

www.pathagar.com

নিজেকে সংশোধন করতে চাই," তাকে বললাম। "নিজেকে একটু কাজে লাগাতে চাই।"

কাঁটা চামচ দিয়ে সাদিক ডিমের কুসুমটা ভেঙে নিলো। "ভালো, পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তুমি মুখে যা খুশি বলতে পারো কিন্তু এই শহরের কাজই হলো ওই সব মহৎ আবেগকে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলা। ওই যে ওদিকে দেখো।" ফার্স্ট অ্যাভিনুর একটা ভিড়ের দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। "এখানে প্রত্যেকেই এক নম্বর হতে চায়। যোগ্যরাই কেবল এখানে টিকে থাকতে পারে। এখানে একজন আরেকজনকে ধাক্কা গুঁতো মেরে সরিয়ে দিতে চায়। বন্ধু, এই হচ্ছে নিউ ইয়র্ক, কিন্তু..."। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার টোস্টে ডিম মেখে নিলো। "কিন্তু কে জানে? তুমি মনে হয় ব্যতিক্রম হতে পারো। আর যদি হতেই পারো তাহলে আমি তোমাকে স্যালুট জানাবো।"

সাদিক স্যালুট দেয়ার ভঙ্গি করে তার কফি কাপটা উঁচিয়ে ধরলো, আমার ভেতর তাৎক্ষণিক পরিবর্তন লক্ষ করার জন্য সে আমাকে বেশ ভালো করে দেখতে থাকলো এবং সামনের মাসগুলোতে আমাদের এক সাথে ভ্রমণে সে তার এই পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখবে, আমি ল্যাবের এক ধেঁড়ে ইদুরের মতো এখানে ম্যানহাটনের বাই-রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করতে থাকবো। সে তার দেঁতো হাসি চেপে রাখবে যখন আমি সাব-ওয়েতে কোনো এক মাঝবয়সী রমণীর জন্য সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বিকট আকৃতির কোনো এক তরুণ যুবক ওই সিটে ঝুপ করে বসে পড়বে। ব্লুমিংডালস-এ সে আমাকে হিউম্যান ম্যানিকিনের পাশ দিয়ে নিয়ে যাবে যে বাতাসে পারফিউম ছড়িয়ে দিয়ে আমি প্রাইস্ ট্যাগে উইন্টারকোটের চোখ ধাঁধানো দামটা দেখব তখন আমার প্রতিক্রিয়া কি সেটা দেখার জন্য তাকিয়ে থাকবে। আমি যখন যথেষ্ট তাপমাত্রার অভাবের কারণে অ্যাপার্টমেন্ট ওয়ান হানড্রেড নাইনথ ছেড়ে দেবো তখন সে ওটাকে আবারও লজিং-এর জন্য আমাকে প্রস্তাব দেবে, সে আমাকে হাউজিং কোর্টে সঙ্গ দেবে যখন দেখা যাবে যে আমার দ্বিতীয় অ্যাপার্টমেন্টের সাবলেসররা ভাড়া শোধ করতে না পেরে আমার ডিপোজিট নিয়ে ভেঙে পড়েছে।

"প্রাণপণ চেষ্টা করো, বারাক। আর এখানকার এসব অকর্মাদের কথা ভেবো না এবং চেষ্টা করো তোমার সুন্দর ডিগ্রি দিয়ে কিভাবে পয়সা কামানো যায়।"

সাদিক যেদিন থেকে তার নিজের লিজটাও হারালো সেদিন থেকে আমি আর সে একসাথেই ঘোরাফেরা করি, এবং কয়েক মাস একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে ঘোরাফেরা করার পর সে বুঝতে শুরু করলো যে এই শহরের বাস্তবিক একটা প্রভাব আমার ওপর পড়েছে, যদিও সে আমার কাছে অমনটা আশা করেনি। আমি গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিলাম। আমি দিনে তিন মাইল দৌড়াতাম এবং রবিবারে উপবাস করতাম। এই ক'বছরে এই প্রথমবারের মতো আবারও পড়তে শুরু করলাম; প্রতিদিনের খবরাখবর এবং খুব জঘন্য কবিতার একটা জর্নাল রাখতে শুরু করলাম। সাদিক যখনই আমাকে পানশালায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ধরতো আমি তখন কোনো না কোনো অজুহাত দেখাতাম, যেমন কাজ করতে করতে আমি খুব ক্লান্ত কিংবা বলতাম যে পাত্তি নেই। একদিন আরও ভালো সঙ্গ খুঁজে পাওয়ার জন্য সে যখন

www.pathagar.com

অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বের হলো তখন সে আমার বিরুদ্ধে তার সবচেয়ে কঠোর অভিযোগটা করে বসলো।

"তুমি দিন দিন বোরিং হয়ে যাচ্ছ?"

আমি জানতাম ও ঠিক কথাই বলেছে, যদিও আমি নিজেও ভালো করে বুঝতে উঠতে পারিনি যে আমার আসলে কী হয়েছে। যে কোনো ভাবেই হোক এই শহরের প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে সাদিকের যে ধারণা তা আমি ক্রমেই নিশ্চিত হচ্ছি, আমার ধারণা; কাউকে অসাধু করে তোলার একটা ক্ষমতা এই শহরের রয়েছে। দ্রুত উত্থান ঘটছে ওয়ালস্ট্রিটের, কর্ম চঞ্চল হয়ে উঠছে ম্যানহাটন, সর্বত্র অপ্রত্যাশিত গজিয়ে উঠছে নতুন নতুন ডেভেলপমেন্ট; নারী-পুরুষ কুড়ি বছরের কোটা না পেরোতেই ভোগ করছে উদ্ভট পরিমাণের ধনসম্পদ, পিছু পিছু খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্যাশন বণিকেরা। সৌন্দর্য, আবর্জনা, কোলাহল, সব কিছুর বাড়াবাড়ি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, মনে হয় লাইফস্টাইলের মৌলিকত্ব কিংবা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে কোনো প্রকার বাধ্যতা নেই— এখানে ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁ, জাঁকালো পোশাক-আশাক, সংরক্ষিত নাইটস্পট, সুন্দরী নারী, আরও শক্তিশালী নেশাদ্রব্য। এসবের কারণে আমার সংযম ধরে রাখার সামর্থ্য অনিশ্চিত হয়ে গেলো, আবার পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাবো কি না এমন ভয়ও হতে লাগলো, আমি এমন একটা মেজাজ ধারণ করলাম যদি না সেটা ধর্মোপদেশকের দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে থাকে, যে ধর্মোপদেশে চার দিকে প্রলোভোন দেখতে পাওয়ার কথা বলা হয়, তাহলে সেটা আমার এই দুর্বল ইচ্ছাশক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে।

আমার প্রতিক্রিয়া ছিলো আরও বেশি কিছু ধরনের, অতিরিক্ত ক্ষুধা দমনের উদ্যোগের চেয়েও বেশি কিছু, কিংবা বাড়াবাড়ি রকমের ইন্দ্রিয় সংযম করা। ওই ছুটোছুটি, ওই কর্মচাঞ্চল্যের ভেতর, আমি দেখতে পেতাম যে বিশ্ব ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। আমি দরিদ্রতা দেখেছি ইন্দোনেশিয়ায়, ক্ষণিকের জন্য দেখেছিলাম লস অ্যাঞ্জেলস-এর শহুরে শিশুদের উগ্রমূর্তি; সর্বত্রই জাতিগুলোর ভেতর সন্দেহ সংশয় দেখতে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু নিউইয়র্কের ঘনত্বের কারণেই হোক কিংবা এর স্তরবিন্যাসের কারণেই হোক, ঠিক ওই সময়টাতেই আমি একটা ব্যাপার একেবারে গাণিতিক নির্ভুলতায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে ব্যাপারটা আমেরিকার বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্যের সঙ্গে জড়িত; এর গভীরতা, এর ভয়াবহতা, এর ফলে উদ্ভূত ট্রাইবাল যুদ্ধ; মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্রতা শুধু রাস্তা বেয়েই গলে পড়েনি, ওটা কলাম্বিয়ার বাথরুমগুলোর স্টলে স্টলে শোভা পাচ্ছে, প্রশাসন দেয়ালের ওই সব লেখার ওপর বারবার রঙ ঘষেছে কিন্তু তারপরও ওই সব নিগ্রো আর কিকিদের ভেতরের ওই সব অভদ্র অশ্লীল কথাবার্তার আদান-প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

ব্যাপারটা এমন যে মধ্যবর্তী কোনো এক গ্রাউন্ড একেবারেই যেনো ভেঙে পড়েছে; এবং বোধ হয় কালোদের কমিউনিটিতেই এটা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কমিউনিটিকে আমি ভীষণ ভালোবেসে ওটাতে আশ্রয় পাওয়ার কল্পনা করেছিলাম। মিডটাউনের ল ফার্মে আমার কোনো এক কালো বন্ধু থাকবে, এমওএমএ-তে লাঞ্চ করতে যাওয়ার আগে আকাশচুম্বী অফিস থেকে ইন্টরিভার হতে শুরু করে সমস্ত

www.pathagar.com

শহরের দিকে চোখ বুলিয়ে নেব, নিজের জন্য এক তৃপ্তিদায়ক জীবন কল্পনা করেছিলাম— একটা ভালো চাকরি, একটা পরিবার, একটা বাড়ি। কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ করে দেখলাম যে অফিসগুলোতে শুধু কালোরাই বার্তাবাহক কিংবা কেরানি, জাদুঘরে নীল-জ্যাকেট গায়ে দেয়া নিরাপত্তা প্রহরী যে তার ঘণ্টা গুনছে কখন ছুটি হবে, কখন সে ট্রেনে চেপে ব্রুকলিন কিংবা কুইন্স-এ যাবে।

আমি হয়তো হারলেমে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারতাম, কোর্টে গিয়ে খেলতে পারতাম যে কোর্টের কথা আমি একবার পড়েছিলাম কিংবা ওয়ানহান্ড্রেড ফিফ্‌থ-এ গিয়ে জেসি জ্যাকসনের বক্তৃতা শুনতে পারতাম, কিংবা কোনো এক রবিবার সকালে অ্যাবিসিনিয়ান বাপিস্ট চার্চের পেছনের বেঞ্চিগুলোতে গিয়ে বসতে পারতাম, শুনতে পারতাম নিউ টেস্টামেন্টের মিষ্টি সুরের বিষাদ সংগীত— আমি যা খুঁজছিলাম সেই জিনিসটাকে হয়তো এক পলকের জন্য দেখতে পেতাম। কিন্তু আমার এমন কেউ পথপ্রদর্শক ছিলো না যে আমাকে এই সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, এবং ওখানে যখন আমি কোনো অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজে বের হতাম তখন দেখতাম সুগারহিল'স-এর অভিজাত ধূসর পাথরগুলো আগে থেকেই দখল হয়ে আছে এবং আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে, কিছু কিছু ভদ্রগোছের ভাড়াবাড়ি দীর্ঘ দশ বছর ধরে অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে, সুতরাং যা কিছু রয়ে গেছে তা হলো সারি সারি জনশূন্য ভাড়াবাড়ি, যার সামনে তরুণ যুবকেরা তাদের লম্বা বিলের কাগজ মেলে ধরে হিসাব করতে থাকে, শ্রান্ত অলসভঙ্গিতে হেঁটে চলে এবং হোঁচট খায় কখনও সখনও, আর কখনও সখনও নীরবে কেঁদে চলে।

আমি এগুলোকে ব্যক্তিগত অবমাননা হিসেবে ধরে নিতাম, এগুলো আমার কোমল উচ্চাভিলাষগুলোকে উপহাস করতো— যদিও নিউ ইয়র্কে স্বল্প সময়ের জন্য বসবাস করেছে এমন লোকজনদের সাথে যখন ওই বিষয় নিয়ে কথা বলতাম, তখন তারা আমাকে বলতো যে আমার পর্যবেক্ষণে মৌলিক কোনো কিছু নেই। শহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, ওরা বলতো, মেরুকরণ একটা প্রাকৃতিক ঘটনা, ঠিক মৌসুমী বায়ু কিংবা মহাদেশীয় বায়ুপ্রবাহের মতো। রাজনৈতিক আলোচনাগুলো অক্সিডেন্টালের মতোই উত্তপ্ত এবং উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠতো, কুপার ইউনিয়নে থাকতে আমি মাঝে মধ্যে সমাজতান্ত্রিক কনফারেন্সে যোগ দিতাম, এখানকার আলোচনাগুলোতেও ওরকম সমাজতন্ত্রের গন্ধ লেগে থাকত, কিংবা গ্রীষ্মকালে হারলেম এবং ব্রুকলিনে যেসব আফ্রিকান কালচারাল মেলা হতো তারও একটা স্বাদ পাওয়া যেতো এখানে— নিউ ইয়র্ক আমাকে নানান বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিলো, যেমন বিদেশী সিনেমা দেখতে যাওয়া, রকফেলারে আইস-স্কেটিং করতে যাওয়া। একটু টাকা হলেই ম্যানহাটনের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত কালোদের মতো জীবনযাপন করতে পারতাম, কিংবা এমন কোনো মূল সুর খুঁজে পেতাম যাকে ঘিরে আমার জীবন সাজিয়ে তুলতে পারবো, জোড়াতালি দেয়া স্টাইলের কোলাজ, বন্ধুবান্ধব, রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সব কিছুই মুক্তভাবে করতে পারবো। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে— হয়তো আপনার সন্তান সন্ততি রয়েছে তখন আপনি শুধু তাদের প্রাইভেট স্কুলের জন্য ওই শহরে থাকার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিলেন, কিংবা সাবওয়ে এড়িয়ে চলার জন্য আপনি ক্যাব নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করলেন, কিংবা আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে একটা দারোয়ান থাকবে— তাহলে আপনার এই চয়েস ছিলো চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়, এখন এই বিভাজন অনাতিক্রম্য, এবং আপনি লাইনের এমন এক পাশে নিজেকে খুঁজে পাবেন যেখানে আপনি কখনই যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ওরকম চয়েস যেনো আমাকে না করতে হয় সে কারণে আমি ম্যানহাটনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে একটা বছর পার করেছি। ঠিক ট্যুরিস্টের মতো, ডিসপ্লেতে আমি মানবিক সম্ভাবনা কতটুকু হতে পারে তা দেখেছি, মানুষের জীবনের ভেতর আমি আমার ভবিষ্যৎ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। একটা ফাঁক খোঁজার চেষ্টা করেছি যেদিক দিয়ে আমি পুনঃপ্রবেশ করতে পারি।

এরকম রসকষহীন একটা মেজাজে যখন থাকতাম ঠিক সে সরকমই একটা সময়ে আমার মা আর বোন এসে হাজির, নিউ ইয়র্কে আমার প্রথম গ্রীষ্মে তারা দু'জন আমাকে দেখতে এসেছিলো।

"ও তো শুকিয়ে গেছে", মায়া মাকে বললো।

"মাত্র দুটো তোয়ালে!" বাথরুম পরিদর্শন করতে করতে মা বললেন "তিনটা প্লেট মাত্র।" দু'জনই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

দু'জনই আমার এবং সাদিকের সাথে কয়েকটা রাত কাটালো, তারপর চলে গেলো পার্ক অ্যাভিনিউ-এর কনডোমিনিয়ামে, ওখানে মায়ের এক বান্ধবী তাঁকে থাকার জন্য বলেছেন যে সময় তিনি বাইরে থাকবেন। গ্রীষ্মকালে আপার ওয়েস্ট সাইডের ক্লিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন সাইটে একটা চাকরি পেয়েছিলাম, সুতরাং মা এবং বোন দু'জন ইচ্ছেমতো সারাদিন ধরে নিউ ইয়র্ক ঘুরে ঘুরে দেখতো। ডিনারের সময় আমাদের দেখা হতো, দু'জনই তাদের অ্যাডভেঞ্চারের খুঁটিনাটি সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা করতো; প্লাজাতে স্ট্রবেরি ও ক্রিমখাওয়ার ঘটনা, স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি দেখতে যাওয়া, মেট-এ চেজানেস্ দেখতে যাওয়া এসব কিছু। তাদের গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি চুপচাপ খেয়ে চলতাম এবং এর পরই শুরু হতো এই শহরের নানান সমস্যা, অধিকারহীনতাদের রাজনীতি নিয়ে এক লম্বা আলোচনা। একদিন মায়াকে বেশ বকুনি দিলাম, তার জন্য আমি একটা বই কিনে এনেছি সে সেটা না পড়ে সারা সন্ধ্যা টিভি দেখে কাটিয়েছে। নানান পন্থা সম্পর্কে আমি মাকে নির্দেশনা প্রদান করলাম যে বিদেশি দাতারা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো মা তৃতীয় বিশ্বে যে ব্রেড ডিপেন্ডেস নিয়ে কাজ করতেন অনেকটা সে রকম, দু'জন যখন রান্নাঘরে গেলো তখন আমি ওদের কথাবার্তা শুনতে পেলাম, মায়া মায়ের কাছে বলছে যে, "বেরি ঠিকই আছে, তাই না? মানে, আমার মনে হয় না সে তার শান্ত মেজাজটা হারিয়েছে, এবং রাস্তায় যেসব কুলাঙ্গারদের দেখা যায় ও ওরকমটা হয়নি।"

একদিন সন্ধ্যা বেলায়, "দি ভিলেজ ভয়েচ" বইটা যখন উলিটয়ে পাল্টিয়ে দেখছিলাম আমার মায়ের চোখ তখন "ব্ল্যাক অরফিয়াস" সিনেমার বিজ্ঞাপনের দিকে,

www.pathagar.com

শহরতলিতে ওই সিনেমাটা দেখানো হচ্ছে। মা বললেন, যে ওই রাতেই ওই সিনেমাটা তাদের দেখা চাই এবং এই সিনেমাটাই তাঁর দেখা প্রথম বিদেশি সিনেমা।

"আমার বয়স তখন মাত্র ষোলো", এলিভেটরে উঠতে উঠতে তিনি বললেন। "শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আমার ভর্তিও অনুমোদন করেছিলো— গ্রামপাস আমাকে তখনও বলেনি যে তিনি আমাকে ভর্তি হতে দেবেন না— এবং আমি ওখানে গ্রীষ্মকালে ছিলাম। ওখানে আমি প্রত্যাবাসিকা হিসেবে ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই প্রথম আমি সত্যিকারই নিজের মতো করে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিলো আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। যখন আমি এই সিনেমাটা দেখলাম মনে হলো এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু জীবনে কখনো দেখিনি।"

আমরা রিভাইভাল থিয়েটারে একটা ক্যাব নিয়ে গিয়েছিলাম। এই ফিল্মের অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন কালো, ব্রাজিলিয়ান, সিনেমাটি পঞ্চাশের দশকে তৈরি করা। কাহিনী খুব সরল। অর্ফিয়াস আর ইউরিডাইস এই প্রেমিক জুটির মন্দ নিয়তিই রিওর এক কার্নিভালের কাহিনীতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। চমৎকার টেকনিকালার, মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্যসংবলিত সবুজ পাহাড়ের বিপরীতে দৃশ্যায়ন করা হয়েছে, কালো ও ছাইরঙা ব্রাজিলিয়ানরা গান গেয়ে গেয়ে, নেচে নেচে, গিটারে ঝড় তুলছে যেন ওরা রঙিন পালকের মুক্ত বিহঙ্গ। সিনেমার অর্ধেকে এসে, আমার মনে হলো অনেক দেখা হয়েছে, মায়ের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম উনি যেতে প্রস্তুত কি না? কিন্তু তার চেহারা, স্ক্রিনের নীল আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে, তিনি বিষণ্ন এবং ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সিনেমার পর্দার দিকে। ওই মুহূর্তে আমার মনে হলো তিনি যেন তাঁর একটা হৃদয়ের জানালা আমার জন্য খুলে দিয়েছেন, তাঁর অবুঝ তরুণ হৃদয়। আমি হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলাম যে শিশুসুলভ কালোদের দৃশায়ন এখন আমি সিনেমার পর্দায় দেখছি, কনরাডের অসভ্য চিত্রকল্পের ঠিক বিপরীত একটা দৃশ্য, যে দৃশ্য আমার মা আগের ওই সব বছরগুলোতে মনের ভেতর বয়ে বেড়িয়েছিলেন। এরকম বাঁধনহারা কল্পনা কানসাসের মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ পরিবারের একটা মেয়ের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো, ছিলো অন্য এক জীবনের প্রতিশ্রুতি: আরামদায়ক, ভোগবিলাসী, উদ্ভট ও ভিন্ন ধাঁচের।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, তার জন্য এটা অস্বস্তিকর, চার পাশের লোকজনে আমি বিরক্ত বোধ করলাম। অন্ধকারে বসে কয়েক বছর আগেকার এক কথোপকথন মনে পড়ে গেলো, কথা হয়েছিলো আমার মায়ের এক বন্ধুর সাথে, একজন ইংরেজ যিনি আফ্রিকা এবং এশিয়ার একটা আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থায় কাজ করতেন। ওই ভদ্রলোক তার সফরকালীন সময়ে যত বিচিত্র লোকের সাথে তার দেখা হয়েছিলো তাদের কথা বলেছিলেন, তাদের ভেতর সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিলো সুদানে ডিক নামের এক ভদ্রলোক।

"সাধারণত এক মাস কি দুই মাস পরে তোমার সাথে যদি দেখাসাক্ষাৎ হয়", উনি বলেছিলেন। "এমনকি তুমি যদি মুখে কোনো কথা নাও বলে যদি কোনো হাসি দাও কিংবা কোনো ঠাট্টা করো তাহলেও কিন্তু ওই ঠাট্টা কিংবা হাসির মানে বোঝা যায়। কিন্তু

www.pathagar.com

এই ডিকের সাথে পরিচয়ের বছরখানেক পরেও ডিক আমার কাছে পুরোমাত্রায় ভিনদেশিই থেকে গেলো। যে জিনিসে আমি হতাশ হতাম সেটা নিয়ে ওরা হাসতো, আর যে জিনিসে আমি হাঁসতাম সে জিনিসে ওরা পাথরের মত নীরব থাকতো।"

আমি ওই ভদ্রলোককে একটা তথ্য প্রদান করেছিলাম যে ডিক হলো নিলোটেস (Nilotes)। আমার দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। আমি ওই শুকনো মরুভূমির কোনো এক প্রান্তে ওই ইংরেজের বিবর্ণ মুখখানা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, তিনি একদল নগ্ন উপজাতিদের কাছ থেকে উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর চোখ খোলা আকাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে, নিঃসঙ্গতায় তিনি তিক্ত। এবং ওই একই ধরনের চিন্তা আমার ভেতরেও এলো। আমি মা আর মায়াকে নিয়ে মুভিথিয়েটার থেকে বের হয়ে এলাম : জাতিতে জাতিতে যে আবেগ তা কখনই বিশুদ্ধ নয়; এমনকি ভালোবাসাও নিষ্প্রভ হয়ে যায় অন্যদের ভেতর আমাদের যে উপাদানগুলো নেই তা খোঁজার আকাঙ্ক্ষায়। এখন অন্যদের ভেতর আমাদের নিজেদের অপদেবতা কিংবা পরিত্রাণ যা-ই খুঁজি না কেনো, অন্য জাতি আমাদের কাছে সবসময়ই ভীতিকর, ভিনদেশী ও বিচ্ছিন্ন।

"একেবারে মামুলি একটা সিনেমা," মা বাথরুমে যাওয়ার পর মায়া আমাকে বললো।

"কী?"

"এই সিনেমা একেবারেই মামুলি। একেবারে মায়েদের ধরনের।"

পরবর্তী কয়েকটা দিন, আমি চেষ্টা করলাম এমন কিছু পরিস্থিতি এড়ানোর যে সব পরিস্থিতিতে আমি আর মা কথা বলতে বাধ্য হই। তারপর, তারা চলে যাবার কয়েক দিন আগে মায়া যখন ঘুমাচ্ছিলো তখন আমি মায়ের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মা আমার হাতে বাবার ঠিকানায় লেখা একটা চিঠি লক্ষ্য করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর কাছে কোনো ইন্টারন্যাশনাল পোস্টেজ টিকিট আছে কিনা।

"ও, তোমরা তাহলে ওখানে যাওয়ার আয়োজন করছো?"

উনি তাঁর পার্স থেকে একটা ডাকটিকিট বের করতে থাকলেন আর ওই সময় আমি তাঁকে আমার পরিকল্পনাটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম। উনি পার্সের তলা থেকে দুটো টিকিট বের করে আনলেন। আসলে গ্রীষ্মের গরমে ও দুটো গলে একসাথে লেগে আছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটা অপ্রতিভ হাসি দিলেন, তারপর উনুনে গরম পানি চড়িয়ে দিলেন যেনো ও দুটোকে বাষ্প দিয়ে আলাদা করা যায়।

"ঠিক আছে, আমার মনে হয় এটা তোমাদের দুজনের জন্যই ভালো হবে। দু'জন দু'জনকে ভালোভাবে জানতে পারবে।" রান্নাঘর থেকে উনি বললেন। দশ বছর বয়সী একটা ছেলের কাছে তাকে একটু কঠিনই মনে হতে পারে। কিন্তু এখন তো তুমি বেশ বড় হয়েছো...।"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "কে জানে?"

রান্নাঘর থেকে তিনি মুখটা বাড়িয়ে দিলেন। "আমি আশা করি তুমি তাকে ঘৃণা করো না।"

"কেনো, আমি তা করবো কেনো?"

www.pathagar.com

"তা জানিনা।" তিনি শোবার ঘরে ফিরে গেলেন এবং আমরা ওখানে কিছুক্ষণ বসে রইলাম, নিচে যানবাহনের শব্দ। চায়ের কেটলি থেকে হিস হিস শব্দ বেরুচ্ছে আমি খামে টিকিট লাগালাম। তারপর কোনো রকম প্ররোচনা ছাড়াই তিনি একটা পুরোনো গল্প বলতে শুরু করলেন, মনে হচ্ছে তাঁর কণ্ঠ দূর থেকে ভেসে আসছে, যেন তিনি নিজেকেই এই গল্পটি বলছেন।

"তোমার বাবা যে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলো এটা তার দোষ নয়। আমি তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছি। যখন আমরা বিয়ে করেছিলাম তোমার নানা নানিরা ওটা মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু তারা বলেছিলেন— ঠিক আছে— সম্ভবত তারা আমাদের দু'জনকে কোনোভাবেই থামাতে পারেননি, এবং শেষ পর্যন্ত তারা এই ধারণায় পৌঁছায় যে কাজটা হয়তো ঠিকই আছে। তারপর বারাকের বাবা— মানে তোমার দাদা হুসেন গ্রাম্পসের কাছে একটা লম্বা জঘন্য চিঠি লিখেছিলেন, লিখেছিলেন যে তিনি এই বিয়ে অনুমোদন করেন না। তিনি চাননা যে ওবামার রক্ত একজন সাদা মহিলা কর্তৃক দূষিত হয়ে যাক। তাহলে তুমিই চিন্তা করো এতে গ্রাম্পসের কীরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এবং ওই সময় তোমার বাবার সাথে তার প্রথম স্ত্রীর একটা ঝামেলা চলছিলো... সে আমাকে বলেছিলো যে তারা আলাদা থাকে, কিন্তু ওটা ছিলো একটা গ্রাম্য বিবাহ, সুতরাং তালাক দেখানোর মতো কোনো বৈধ ডুকমেন্ট ছিলো না...।

তাঁর চিবুক কাঁপতে শুরু করলো, তিনি ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলেন এবং নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করলেন। "তোমার বাবা চিঠি লিখে তাদের বলেছিলেন যে তিনি আমাদের নিয়ে থাকবেন এবং তার পড়াশোনা শেষ হলে আমাদের তিনজনকে নিয়ে আমেরিকায় যাবেন। কিন্তু তোমার দাদা হুসেন তখনও তোমার বাবাকে হুমকি-ধমকি দিয়ে চিঠি লিখতে থাকলেন, বললেন যে উনি তোমার বাবার ভিসা বাতিল করে দেবেন। ইতিমধ্যে টুটের স্নায়ুবিকার দেখা দিলো। তিনি কয়েক বছর আগে কেনিয়ার মাও-মাও বিদ্রোহের কথা পড়েছিলেন, পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম যেটা নিয়ে আসলেই খেলেছিলো— টুট নিশ্চিত ছিলো যে ওরা আমার মাথা কেটে ফেলবে এবং তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

"এমনকি তখনও হয়তো সমস্যার সমাধান হতো। তোমার বাবা ইউএইচ থেকে গ্র্যাজুয়েট শেষ করলো, তারপর দুটো স্কলারশীপের অফার পেলো। একটা ছিলো এই নিউইয়র্কের নিউস্কুলে। আরেকটা ছিলো হার্ভাডে। নিউস্কুল তাকে সবকিছু দিতে চেয়েছিলো— রুম, ক্যাম্পাসে একটা চাকরি, তাতে আমাদের তিনজনের খুব ভালো চলে যেতে পারতো। কিন্তু হাভার্ড শুধু টিউশন ফিটাই দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু বারাক ছিলো একটা বেজন্মা গোঁয়ার, তাকে হাভার্ডে যেতেই হবে, সবচেয়ে ভালো পড়াশোনা আমি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করি? সে আমাকে বলেছিলো। তার একটাই ভাবনা সে নিজেকে সবেচেয়ে ভালো কিভাবে প্রমাণ করবে...।"

তিনি হাই তুললেন, হাত দিয়ে আমার চুল বোলাতে লাগলেন। "আমাদের দু'জনের বয়সই তখন খুব কম। আমি তখন তোমার চেয়েও ছোট। সে আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড় ছিলো। পরে সে হাওয়াই-এ ওই সময় আমাদের

www.pathagar.com

দেখতে এসে জানালো সে আমাদের এক সাথে থাকার জন্য নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তখন লোলোর সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, এবং তার তৃতীয় স্ত্রী ওই সময় সবেমাত্র তাকে ছেড়ে চলে গেছে, এবং আমি ভাবতেও পারিনি...।"

তিনি একটু থামলেন এবং একা একা হাসলেন। "তোমাকে কি কখনও বলেছি যে আমাদের প্রথম ডেটিং এর দিন সে অনেক দেরি করে এসেছিলো? সে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির সামনে একটার সময় থাকতে বলেছিলো। ওখানে গিয়ে দেখি সে আসেনি। আমি ভাবলাম আর কয়েক মিনিট তার জন্য অপেক্ষা করবো। কিন্তু ওই দিনটা ছিলো খুব সুন্দর, আমি একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লাম, শুয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘণ্টাখানেক পর, হ্যাঁ ঘণ্টাখানেক পরে সে তার দুই বন্ধু নিয়ে উদয় হলো। আমি জেগে উঠে দেখি ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে, তারপর তোমার বাবা, যতটা সিরিয়াস হওয়া যায় ততটা সিরিয়াস হয়ে বললেন, 'দেখো, তোমাদের বলেছিলাম না, এই মেয়েটা খুব ভালো, এবং সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে'।"

মা আবারও হেসে উঠলেন, তাকে আবারও ওই সময়ের একজন শিশু হিসেবে দেখলাম। এবার আমি তাঁর ভেতর অন্য কিছু দেখেছিলাম : তাঁর হাসি হাসি, কিঞ্চিৎ হতভম্ব মুখটাতে আমি দেখতে পেয়েছিলাম এমন কিছু যা কোনো এক ক্ষেত্রে সব শিশুরাই বড় হয়ে অবশ্যই দেখে থাকে— তাদের বাবা মায়ের জীবন তাদের কাছে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, তারা যখন জীবনের ওই পর্যায়ে উপনীত হয় অর্থাৎ যখন তারা বিয়ে করে, কিংবা সন্তান জন্ম দেয়, কিংবা ক্রমশ পিতামহ, প্রপিতামহ হয়ে ওঠে, তখন অজস্র সম্ভাবনা দেখা দেয় পরস্পর দেখা সাক্ষাতের, ভুল বোঝাবুঝির, নিজের প্রত্যাশা তাদের ওপর আরোপ করার, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার। ওই সিনেমা দেখার সময় মা সেই মেয়েতে পরিণত হয়েছিলেন যে মেয়ের চিন্তায় কালোরা ছিলো সুন্দর। বাবার মনোযোগের কারণে তাঁর ভেতর শ্লাঘার উদ্রেক হয়েছিলো, একা দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে তাঁর নিজের বাবা-মার নিয়ন্ত্রণ থেকে তিনি বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। আমার বাবার অপেক্ষায় থেকে থেকে সেদিন তিনি যে সরলতা দেখিয়েছিলেন তা ভুল ধারণার সাথে ঈষৎ মিশ্রিত হয়ে আছে, তা হলো তাঁর নিজের প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনটা ছিলো এক প্রতারণাহীন প্রয়োজন, যে প্রয়োজনের ব্যাপারে সে নিজেও সচেতন থাকে না, সম্ভবত যে কোনো প্রেমের শুরু ওভাবেই হয়ে থাকে, প্রণোদনা আর ঘোলাটে নানান চিত্রকল্প আমাদের নিঃসঙ্গতাকে মুছে ফেলতে সহায়তা করে এবং তারপর, আমরা যদি সৌভাগ্যবান হই, তাহলে সেগুলোই আরও দৃঢ়তর কোনো কিছুতে পরিণত হয়। সেদিন মায়ের কাছ থেকে যা শুনেছি, বাবার সম্পর্কে মা যেভাবে বলেছেন, আমার সন্দেহ অন্য বর্ণের কারও ঠোঁট থেকে অমন কথা আমেরিকার কেউ কখনই শোনেনি। সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের ভেতরের কিছু ব্যাপার বিশ্বাস করা বেশ কঠিন : যেমন এমন কারও ভালোবাসা পাওয়া যে তোমার জীবনের সব কিছুই জানে, এমন এক ভালোবাসা যা আসলে হতাশারই জন্ম দেবে। তিনি যেভাবে বাবাকে দেখতেন, অন্য সবার মতো তিনিও চাইতেন অন্তত

www.pathagar.com

একজন হলেও বাবাকে ওই দৃষ্টিতে দেখুক; তিনি তাঁর সন্তানটিকে যে তার বাবাকে কখনোই জানতে পারেনি, চেষ্টা করতেন তাঁর মতো করেই সে যেনো তার বাবাকে দেখে। এবং এই জিনিসটাই সেদিন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠেছিলো এবং সেদিনটা আমার মনে আছে, বেশ কয়েক মাস পর আমি তাঁকে ফোনে জানিয়েছিলাম, যে বাবা মারা গেছেন, সেই দূর থেকে আমি তাঁর ডুকরে কেঁদে ওঠার শব্দ শুনেছিলাম।

মায়ের সাথে কথা বলার পর, আমি বোস্টনে বাবার ভাইয়ের কাছে ফোন করেছিলাম, আমাদের সংক্ষিপ্ত বিব্রতকর কিছু কথাবার্তা হয়েছিলো। আমি বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গিয়েছিলাম না, যার কারণে নাইরোবিতে বাবার পরিবারের কাছে চিঠি লিখে আমার শোকবার্তা পাঠিয়েছিলাম। তাদেরকে চিঠির উত্তর দিতে বলেছিলাম, বাবার মৃত্যুতে আমি কোনো বেদনা অনুভব করেছিলাম না, শুধু সুযোগ হারিয়েছি এরকম একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হচ্ছিলো, এবং আমি দেখলাম যে অন্যরকম ভান করে থেকে কোনো লাভ নেই। আমার কেনিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত।

তাঁর সাথে এক রাতে দেখা হওয়ার আগে আরও একটা বছর পেরিয়ে যাবে, একটা ঠাণ্ডা সেলে, আমার স্বপ্নের ভেতর তাঁর সাথে দেখা হবে। স্বপ্নে দেখছিলাম আমি বাসে চড়ে আমার কতিপয় বন্ধুদের সাথে ভ্রমণে বের হয়েছি, ওইসব বন্ধুদের নাম আমি ভুলে গেছি, এছাড়াও আরও নারী-পুরুষ ছিলো। আমরা একটা ঘাসের মাঠের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কমলা রঙের আকাশের বিপরীতে কোথায় যেনো চলেছি।

একজন শ্বেতাঙ্গ বুড়ো লোক, বিশাল ভারি চেহারা নিয়ে আমার পাশে বসলো, এবং আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে তিনি তার হাতে ধরে আছেন আমাদের পুরোনো আত্মাদের চিকিৎসা পদ্ধতি। তিনি বললেন, তিনি একজন ইউনিয়ন ম্যান, তিনি বেরিয়েছেন তাঁর মেয়ের খোঁজে।

আমরা একটা পুরোনো হোটেলে গিয়ে থেমেছিলাম, ঝাড়বাতিওয়ালা এক চমৎকার হোটেল। লবিতে একটা পিয়ানো, লাউঞ্জে ভার্তি সাটিনের নরম কুশন, একটা কুশন নিয়ে আমি পিয়ানোর বেঞ্চিতে বসলাম, এবং ওই বুড়ো লোকটা আমার পাশে বসলো, তাঁকে এখন প্রতিবন্ধি শিশুর মতো লাগছে অথবা জরাগ্রস্ত এবং ফের যখন তাকালাম দেখলাম তিনি ছোট্ট একটা কালো মেয়েতে পরিণত হয়েছেন, তার পা পেডলই ছুঁতে পারছে না। সে একটু হেসে পিয়ানো বাজানো শুরু করলো, তারপর একজন ওয়েট্রেস এলো, এক হিসপানিক তরুণী, সে আমাদের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো, কিন্তু তার মুখে মিটিমিটি একটা হাসিভাব ছিলো, সে তার ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে এমন ভাব করলো যেনো আমাদের ভেতর গোপন কোনো কিছুর বিনিময় চলছে।

সফরের বাকিটা সময় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম, এবং জেগে দেখি কেউ নেই, সবাই চলে গেছে। বাস থেমে পড়েছে। আমি বাস থেকে নেমে পড়লাম, একটা কার্ব-এর ওপর বসে পড়লাম, এবড়োখেবড়ো পাথরের তৈরি একটা ভবনের ভেতরে আমি গেলাম, ওখানে একজন আইনজীবী একজন বিচারকের সাথে কথা বলছে। বিচারক এই পরামর্শ দিচ্ছেন যে আমার বাবা যথেষ্ট সময় ধরে জেল খেটেছেন এবং

www.pathagar.com

সম্ভবত তাঁকে ছেড়ে দবার সময় হয়েছে, কিন্তু ওই আইনজীবী তা আর মানছেন না, তিনি প্রাণপনে তাঁর আপত্তি জানিয়ে যাচ্ছেন, নানান পূর্বদৃষ্টান্ত আর নানান আইন দেখিয়ে যাচ্ছেন। বিচারক শেষ পর্যন্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

আমি সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তালা খুললাম এবং খুব সাবধানে তালাটা একটা জানালার তাকের ওপর রাখলাম। বাবা আমার সামনে, তাঁর গায়ে শুধু একটি মাত্র কাপড় কোমরে পেঁচানো; তাঁর সেই প্রকাণ্ড মাথা এবং হালকা পাতলা শরীর, লোমহীন বুক ও বাহু, তিনি ভীষণ শুকিয়ে গেছেন। তাঁকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে, তাঁর কালো চোখ ছাইরঙা মুখের বিপরীতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, কিন্তু তিনি হাসছেন, লম্বা এবং নিশ্চুপ থাকা প্রহরিকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করলেন।

"তোমার দিকে তাকাও।" তিনি বললেন। "তুমি অনেক লম্বা হয়েছো আর অনেক শুকিয়ে গেছো। চুলও পেকেছে দেখছি।" আমি দেখলাম সত্যিই তাই। তাঁর কাছে গেলাম, দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। কাঁদতে লজ্জাও লাগছে, কিন্তু নিজেকে থামিয়েও রাখতে পারছিলাম না।

"বারাক সবসময় তোমাকে আমি একটা কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি," তিনি বললেন, তাঁকে এখন অনেক ছোট মনে হচ্ছে, একজন বালকের সমান হয়ে গেলেন তিনি।

তিনি তাঁর খাটের এক কোনায় বসলেন, হাতের ওপর মাথা রাখলেন এবং অন্যদিকে মুখঘুরিয়ে নিলেন, এক স্পর্শাতীত বিষণ্নতা তাঁর মুখে ছড়িয়ে আছে। আমি তাঁর সাথে একটু ঠাট্টা করার চেষ্টা করলাম; আমি তাঁকে বলালাম যে আমি শুকিয়ে গেছি কারণ আমি আসলে তাঁর মতো হয়েছি। কিন্তু এতে তাঁর মনোভাব একটুও পরিবর্তন হলো না। তাঁকে ফিসফিস করে বললাম চলো আমরা দু'জন একসাথে পালিয়ে যাই। তিনি মাথা ঝাঁকালেন, বললেন তার চেয়ে বরং আমি এই জায়গা ছেড়ে গেলেই সবচেয়ে ভালো হবে।

আমি জেগে উঠলাম, এবং তখনও কাঁদছিলাম, তাঁর জন্য এই প্রথম সত্যিকারের চোখের পানি ফেললাম এবং আমার নিজের জন্যও, তাঁর কারারক্ষেকের জন্য, তাঁর বিচারকের জন্য, তাঁর পুত্রের জন্যও। ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিলাম, তাঁর পুরোনো একটা চিঠি খুঁজে বের করলাম। মনে পড়ে একবার মাত্র তিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন তিনি আমাকে একটা বাস্কেটবল দিয়েছিলেন এবং নাচতে শিখিয়েছিলেন এবং আমি উপলব্ধি করলাম, সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো তাঁর শক্তিশালী ইমেজ আমাকে এমন একটা রক্ষাপ্রাচীর দিয়েছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে বড় হতে হবে, এমন একটা ইমেজ যার ওপর আমাকে বেঁচে থাকতে হবে কিংবা হতাশ হতে হবে।

আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে তাকালাম, ভোরের প্রথম শব্দ শুনতে পেলাম— গার্বেজ ট্রাকের ঘড়ঘড় আওয়াজ, পাশের অ্যাপ্যার্টমেন্টের দরজায় পায়ের শব্দ। তাঁকে খোঁজা প্রয়োজন, তাঁর সাথে আবারও কথা বলতে হবে, আমি মনে মনে ভাবলাম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

.....

শিকাগো

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

১৯৮৩ সালে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি একজন কমিউনিটি সংগঠক হবো।

এ ব্যাপারে খুব বেশি বিস্তারিত খুঁটিনাটি ধারণা আমার ছিলোনা; আমি জানতামওনা যে এভাবে কেউ অর্থ উপার্জন করতে পারে কি না? কলেজের ক্লাসমেটরা অনেকে জিজ্ঞেস করতো যে কমিউনিটি সংগঠকের কাজটা কী, আমি তাদের সরাসরি কোনো উত্তর দিতে পারতাম না। তার বদলে আমি তাদের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতাম। পরিবর্তন আনতে হবে হোয়াইট হাউসে যেখানে রিগ্যান ও তাঁর গোলামেরা তাদের নোংরা কাজকর্ম করে যাচ্ছে। পরিবর্তন আনতে হবে কংগ্রেসে, কংগ্রেস অসুস্থ ও দুর্নীতিপরায়ণ। পরিবর্তন আনতে হবে দেশের ভাবমূর্তিতে, দেশ বাতিকগ্রস্ত ও আত্মমগ্ন। ওপর থেকে কোনো পরিবর্তন আসবে না, আমি বলতাম। পরিবর্তন আসবে সমবেত তৃণমূল পর্যায় থেকে এবং সেসবই আমি করবো, আমি কালো মানুষদের সংগঠিত করবো। কাজ করব তৃণমূল পর্যায়ে। পরিবর্তন আনয়নের জন্য।

আমার বন্ধুরা, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয়েই, আমার এই ভাবাদর্শের বেশ আন্তরিক প্রশংসা করতো, তারপরেই গ্র্যাজুয়েট স্কুলের আবেদনপত্র নিয়ে পা বাড়াতো পোস্ট অফিসের দিকে।

তাদের এই সন্দেহ প্রবণতায় আমি তাদের কোনারকম দোষারোপ করতে পারতাম না। এখন পেছনে ফিরে তাকালেই, আমি আমার সিদ্ধান্তে একটা নিশ্চিত যৌক্তিকতা প্রদান করতে পারি, দেখাতে পারি যে আমার এই সাংগাঠনিক হয়ে ওঠার পেছনে একটা লম্বা কাহিনী রয়েছে, যার শুরু আমার বাবা এবং তার আগে তার বাবার কাছ থেকে, আমার মা ও তাঁর বাবা মায়ের কাছ থেকে, ইন্দোনেশিয়ার সেসব ভিক্ষুক, কৃষক এবং ক্ষমতার কাছে লোলোর আত্মসমর্পণের কাছ থেকে, রে, ফ্র্যাঙ্ক, মার্কুস ও রেগিনার কাছ থেকে; আমার নিউ ইয়র্ক গমন, বাবার মৃত্যু সেখান থেকে। একটা জিনিস আমি দেখেছি যে আমার এই চয়েসগুলো কখনই শুধু আমার

www.pathagar.com

একার ছিলোনা— আর আসলে ঘটনাতো ওরকমই হওয়ার কথা, এখানে অন্য রকম কিছু দাবি করার অর্থ হলো অনুশোচনা ধাচের এক প্রকার স্বাধীনতার পিছে পিছে ঘুরে বেড়ানো।

কিন্তু এ ধরনের প্রত্যভিজ্ঞা আমার হয়েছিলো বেশ পরে। ওই সময় অর্থাৎ স্নাতক শেষ হবে হবে এমন একটা সময়ে আমি আসলে আমার প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত ছিলাম, ঠিক স্যালমন মাছের মতো। অন্ধভাবে উজানের দিকে যে তার নিজের ধারণা নিয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। ক্লাসে ও সেমিনারে বইয়ে আবিষ্কার করা স্লোগান ও তত্ত্বসমূহকে আমার আবেগের মোড়ক পরিয়ে দিতাম— তবে তা মিথ্যে মিথ্যে— যেনো স্লোগানগুলো কোনো একটা অর্থবহন করে। যেনো ওগুলো আমি যে সব বিষয়ে আরও বেশি সংবেদনশীল সেগুলোকেই প্রমাণ করে। কিন্তু রাতে আমি ওগুলোকে সরিয়ে দিতাম আমার অতীতের নানান ধারাবাহিক চিত্রকল্প, ও রোমান্টিক চিত্রকল্প দিয়ে যে অতীতকে আমি কখনই চিনতাম না।

ওই সব চিত্রকল্পের বেশির ভাগই ছিলো নাগরিক অধিকার আন্দোলন বিষয়ক, সাদা-কালো এই ফুটেজের আবির্ভাব হতো প্রতি ফেব্রুয়ারির ব্ল্যাক হিস্টরি মানথ-এর সময়, ঠিক যে চিত্রকল্প আমার মা একজন শিশু হিসেবে আমাকে প্রদান করেছিলেন, এক জোড়া কলেজ ছাত্র, ছাঁটাচুল, ঋজু মেরুদণ্ড, উত্তেজিত টলমলভাবে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে লাঞ্চের অর্ডার দেয়া। এসএনসিসি কর্মীদের মিসিপিসির কোনো এক মরাজলের কিনারায় কোনো এক বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে ভাগচাষি পরিবারকে ভোট নিবন্ধনের জন্য প্ররোচিত করা। কাউন্টি জেলগুলোতে উপচে পড়া কয়েদি, তাদের বাঁধা হাত, আর কণ্ঠে মুক্তির গান।

এসব চিত্রকল্প আমার কাছে প্রার্থনার মতো হয়ে উঠেছিলো, আমার উচ্ছ্বাসকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতো, আমার আবেগগুলোর পথ করে দিতো এমনভাবে যা কোনো কথা দ্বারা কখনই সম্ভব হতো না। ওরা আমাকে বলতো (যদিও এসব উপলব্ধির বেশির ভাগই হয়েছিলো অনেক পরে, কিছু কিছু ইমেজ ছিলো পড়ে নেয়া যার ভিতর অনেক মিথ্যেও ছিলো) যে আমার এই বিশেষ সংগ্রামে আমি একা নই, এবং এই দেশে কমিউনিটিগুলোকে কখনই একটা স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করা হতো না; অন্তত কালোদের তো নয়ই। কমিউনিটিগুলোকে সৃষ্টি করতে হবে, এর জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং বাগানের মতো এর যত্ন নিতে হবে। মানুষের স্বপ্নের সাথে সাথে কমিউনিটিগুলোর সংকোচন অথবা সম্প্রসারণ ঘটবে— এবং ওই সব স্বপ্ন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরও বড় হয়ে দেখা দিতো। অবস্থান বিক্ষোভ, পদযাত্রা, জেল হাউসের গান, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে তুমি যেখানে জন্মেছো, যেখানে বেড়ে উঠেছো এই আফ্রিকান-আমেরিকান কমিউনিটিগুলো তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু হয়ে উঠছে। সংগঠনের ভেতর দিয়ে, পারস্পরিক ত্যাগের ভেতর দিয়ে এখানে সদস্যপদ লাভ করা যায়। এবং যেহেতু সদস্যপদ লাভ করা হয়ে গেছে— যেহেতু আমার কল্পিত কমিউনিটি এখনও তৈরির পর্যায়ে রয়ে গেছে, যা মূলত বৃহত্তর আমেরিকান কমিউনিটি গড়ে

www.pathagar.com

তোলার প্রতিশ্রুতির ওপর নির্মিত, যেখানে সাদা, কালো ধূসর সবাই এসে নিজেদের পুনঃসংজ্ঞায়িত করে নেবে— আমার বিশ্বাস একটা সময় এটা আমার নিজের জীবনের অনন্যতাকে স্বীকার করে নেবে।

সংগঠন বিষয়ক আমার আইডিয়াটা ছিলো ওরকমই। পরিত্রানের একটা প্রতিশ্রুতি।

সুতরাং যে সময়ে আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হতে যাচ্ছিলো সে সময়ই যেসব নাগরিক অধিকার আন্দোলোন সংগঠনগুলোর কথা আমার মনে হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি চিঠি লিখেছি, দেশের নির্বাচিত যে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ সরকারি পদস্থ কর্মচারি যারা প্রগতিশীল এজেন্ডা নিয়ে কাজ করেন তাঁদের কাছে লিখেছি। নেইবারহুড কাউন্সিল, ভাড়াস্বত্ব গ্রুপ এদের কাছেও লিখেছি। কেউই চিঠির উত্তর দেয়নি। কিন্তু আমি হতাশ হইনি। বছরখানেক আমি কিছু গতানুগতিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার স্টুডেন্ট লোন শোধ করতে হবে তাছাড়া কিছু টাকা আমাকে জমাতেও হবে। পরবর্তীকালে আমার টাকার দরকার পড়বে। সংগঠকরা কখনো পয়সা কামাই করে না; দারিদ্র্যই তাদের সততার প্রমাণ।

শেষ পর্যন্ত মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের একটা কনসাল্টিং হাউস আমাকে রিচার্স সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলো। শত্রু লাইনের পেছনে যেভাবে গোয়েন্দা লাগে ঠিক সেভাবে প্রতিদিন আমি মধ্য-ম্যানহাটনের অফিসে গিয়ে পৌঁছতাম এবং আমার কম্পিউটার টার্মিনালে গিয়ে বসে পড়তাম, রিউটাস মেশিন চেক্ করে দেখতাম যেটাতে গ্লোব থেকে উজ্জ্বল পান্না রঙের বার্তা এসে মিটমিট করে জ্বলতো। এই কোম্পানিতে বলতে গেলে একমাত্র আমিই ছিলাম কালো মানুষ, ব্যাপারটা লজ্জাকর আবার একই সাথে কোম্পানির সেক্রেটারিয়াল পুলের জন্য গর্বেরও। কতিপয় কৃষ্ণাঙ্গ রমণী, আমাকে নিজের পুত্রের মতো দেখতেন; তাঁরা বলতেন যে আমি যেনো একদিন ওরকম একটা কোম্পানি চালাতে পারি। মাঝে মধ্যে আমি তাঁদের আমার সংগঠনের সমস্ত চমৎকার পরিকল্পনার কথাগুলো বলতাম, তখন তাঁরা মুচকি হেসে বলতেন, "খুব ভালো কথা, বারাক" কিন্তু তাদের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারতাম তাঁরা গোপনে গোপনে হতাশ। শুধু ইকি, লবির কৃষ্ণাঙ্গ সিকিউরিটি গার্ড, স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলতো যে আমি একটা ভুল করতে যাচ্ছি।

"সংগঠন," ওটাতো অনেকটা পলিটিক্স-এর মতো, তুমি ওসবের ভেতর ঢুকতে গেলে কেনো?"

আমি তাকে আমার রাজনৈতিক ধারণাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করলাম, দরিদ্রের একত্রীতকরণ এবং কমিউনিটিকে সমর্থন দেয়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু সে তার মাথাটা নাড়িয়ে বললো, "মি বারাক" কিছু মনে করো না, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। উপদেশটা এখনই কাজে লাগানোর দরকার নেই, কিন্তু যেভাবেই হোক, কথাটা তোমাকে আমি বলতে চাই। এসব সংগঠন-ফংগঠন বাদ দাও, পয়সা কামানো যায় এমন কিছু একটা করো, লোভীর মতো কামানোর দরকার

www.pathagar.com

নেই। কিন্তু পর্যাপ্ত কামাতে হবে। তোমাকে এই কথা বলছি, কারণ তোমার ভেতর সেই যোগ্যতা আছে। তোমার মত ইয়াংম্যান, এত্তো সুন্দর কণ্ঠ, তুমি তো টেলিভিশনের ঘোষকও হতে পারো। কিংবা সেলস-এ যেতে পারো... তোমার বয়সী আমার একটা ভাতিজা আছে, ওতো সেলস-এ বেশ পয়সা করে নিয়েছে। আর ওটাই তো আমাদের দরকার। দেখো তো এখানে সবাই কেমন তালে তালে তাল মিলিয়ে চলছে। তুমি কোনোভাবেই ওদের সাহায্য করতে পারবে না, ওরা তোমার এসব উদ্যোগ পছন্দও করবে না। যেসব লোকজন এটা করতে চায়, ওরা নিজেরাই নিজেদের পথ খুঁজে নেবে। আচ্ছা তোমার বয়স কত হলো বলো দেখি?"

"বাইশ"

"যৌবনটা নষ্ট করোনা,মি.বারাক। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে আমার মতো বুড়ো হয়ে গেছো একদিন ভীষণ হাঁপিয়ে উঠবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।"

ওই সময় ইকের কথায় আমি কান দেইনি; ওর কথাবার্তাগুলো আমার নানা-নানির কথাবার্তার মতোই লাগছিলো। যাই হোক, দিন যতই যেতে থাকলো, দেখলাম যে সংগঠক হওয়ার আইডিয়াটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। কোম্পানি আমাকে পদোন্নতি দিয়ে ফিনান্সিয়াল রাইটার বানালো, নিজের একটা অফিস পেলাম, নিজের একটা সেক্রেটারি পেলাম। টাকা জমতে লাগলো ব্যাংকে। কোনো কোনো দিন জাপানি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ কিংবা জার্মান বন্ড ট্রেডারদের সাথে সাক্ষাৎকার বিষয়ক কর্মকাণ্ড শেষে এলিভেটরের দরজায় আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পেতাম— দেখতাম স্যুট,টাই পরা এই আমাকে যার হাতে একটা ব্রিফকেস, নিমেষ মাত্র আমার মাথায় ইন্ডাস্ট্রিজ এর কর্ণধার হওয়ার চিন্তা খেলে যেতো, চিৎকার করে আদেশ প্রদান করছি, লেনদেন বন্ধ করে দিচ্ছি, যতক্ষণ না আমার মনে পড়তো যে এই আমি আমাকেই বলেছিলাম যে আমি আমার মতো হতে চাই এবং দৃঢ় সংকল্পের ঘাটতির জন্য কিঞ্চৎ অপরাধ বোধ হতো।

তারপর একদিন, কম্পিউটারের সামনে বসলাম, সুদের হার রদবদল করার ওপর একটা আর্টিকেল লিখব বলে, অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনা ঘটে গেলো, অউমা ফোন দিয়েছে।

আমার এই সৎবোনের সাথে আমার কখনই দেখা হয়নি, আমরা মাঝে মধ্যে চিঠিপত্র লিখতাম এই আর কী, আমি জানতাম যে সে কেনিয়া ছেড়ে পড়াশোনার জন্য জার্মান গিয়েছিলো এবং চিঠিতে মাঝে মধ্যে লিখতাম যে আমার কেনিয়াতে ঘুরতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে; কিংবা সে লিখতো যে তার এই রাজ্যে ঘুরতে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলো সবসময়ই অস্পষ্ট একটা রূপধারণ করে থাকতো— আমাদের দু'জনের কারও কাছেই কোনো টাকা-পয়সা থাকতো না, আমরা বলতাম : ঠিক আছে পরের বার দেখা যাবে। চিঠিতে আমরা একটা আন্তরিক দূরত্ব বজায় রাখতাম।

www.pathagar.com

এখন হঠাৎ করেই, দূর থেকে তার ফোন পেলাম, এই প্রথম সে ফোন করলো। কোমল অপরিচিত কণ্ঠস্বর, ঔপনিবেশিক উচ্চারণের একটা আমেজ রয়েছে তাতে। বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ আমি তার কথাই বুঝতে পারছিলাম না, এরপর ফোন লাইন স্থির চুপচাপ হয়ে গেলো। শুধু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে থাকলো। "ঠিক আছে, সে বললো, "বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না। অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। ফ্লাইট ইনফরমেশনটা শোনো,"

ওই কথা শেষ হওয়ার সাথেই আমরা টেলিফোন ছেড়ে দিলাম, যেনো আমাদের দেখা হওয়ার খরচা দু'জনের ওপরেই বর্তাবে।

প্রস্তুতির জন্য পরের কয়েকটা সপ্তাহ ভীষণ দৌড়ঝাঁপ করে কাটাতে হলো : সোফা বেডের জন্য নতুন চাদর, অতিরিক্ত প্লেট এবং টাওয়েল, টাব ঘষেমেজে পরিষ্কার করা। কিন্তু আসার ঠিক দু'দিন আগে অউমা আবারও ফোন করলো, এবার তার কণ্ঠস্বর ছিলো ভারি, অনেকটা ফিসফিস করে কথা বলার মতো।

"আমি মোটেও আসতে পারছি না," সে বললো।"আমাদের এক ভাই, ডেভিড... ডেভিড মারা গেছে। মোটরসাইকেল এক্সিডেন্টে। এর বেশি কিছু আমি জানি না।" ও কাঁদতে শুরু করলো। "বারাক, আমাদের এসব হয় কেনো?"

তাকে স্বান্ত্বনা দেবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি কি না? বললাম যে আমাদের অন্য এক সময় দেখা হবে। শেষ পর্যন্ত সে একটু শান্ত হলো, তাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য ফ্লাইট বুকিং দিতে হবে। "ঠিক আছে বারাক। সি ইউ, বাই।"

টেলিফোন ছেড়ে দেয়ার পর, আমি অফিস থেকে বের হয়ে এলাম, সেক্রেটারিকে বললাম আজকে আমি আর আসছি না। ম্যানহাটনের রাস্তায় রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালাম, অউমার কথাগুলো কেবলই ফিরে ফিরে আসছে। এক মহাদেশ দূরের এক নারীর কান্না। ধূলিধূসরিত শ্যামল রাস্তা, নিয়ন্ত্রণহীন ছুটে চলেছে একটি বালক, শক্ত মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে তার মটরসাইকেল, নীরবে ঘুরছে গাড়ির চাকা দুটো, কারা এসব লোকজন? আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম। এই অপরিচিত লোকজনের রক্ত আমি শরীরে বয়ে চলেছি? এই নারীর কান্না কে থামাতে পারে? ওই বালকের মনে কোন্ বন্য অব্যক্ত স্বপ্ন ছিলো?

কে এই আমি, স্বজন হারিয়েও যার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো না?

আমি এখনও অবাক হয়ে ভাবি প্রথম অউমার সংস্পর্শে আসার পর আমার জীবন কিভাবে বদলে গিয়েছিলো। তবে এটা সর্বাংশে তার সংস্পর্শের কারণেই নয় কিংবা ডেভিডের যে মৃত্যু সংবাদ সে আমাকে দিয়েছিলো সে কারণেও নয়, বরং যে সময়ে সে ফোন করেছিলো সেই সময়টা আমাকে বদলে দিয়েছিলো, পরপর ঘটে যাওয়া বিশেষ কতগুলো ঘটনা, নানান প্রত্যাশা এবং প্রত্যাশার মৃত্যু, এসব কিছুই এমন একটা সময়ে ঘটেছিলো যখন সংগঠক হওয়ার ধারণাটা

www.pathagar.com

তখনও বর্তমান, তখনও ওটা আমার মাথার ভেতর, তখনও ওটা নিয়ে আমি এক অস্পষ্ট দোটানায় ছিলাম।

হয়তো কোনো পার্থক্যই ঘটতনা হয়তো ওই সময় আমি সংগঠনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে পড়তাম এবং অউমার কণ্ঠস্বর হয়তো খুব সাধারণভাবে আমাকে মনে করিয়ে দিতো যে আমার হৃদয়ে এখনও ক্ষত রয়ে গেছে যে ক্ষত সারানোর ক্ষমতা আমার নেই। কিংবা ওই সময় ডেভিডের মৃত্যু নাও হতে পারতো। অউমা তার পরিকল্পনানুসারে নিউ ইয়র্কে আসতে পারতো, কেনিয়া সম্পর্কে, আমাদের বাবা সম্পর্কে আমি পরবর্তীকালে তার কাছ থেকে যা জানতে পেরেছিলাম তা হয়তো আগেই জানতে পারতাম...। আমার মনের ভেতর যেসব চাপ ছিলো তা থেকে হয়তো খুব ভালোভাবে মুক্ত হতে পারতাম, কমিউনিটি সম্পর্কে আমার হয়তো কোনো ভিন্ন রকমের ধারণা গড়ে উঠতো। আমার উচ্চাকাংক্ষা হয়তো আরও সংকীর্ণ পথে ধাবিত হতো, হয়তো আরও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যপ্রনোদিত হয়ে উঠতো, শেষ পর্যন্ত হয়তো আমি আমার বন্ধু ইকির উপদেশ গ্রহণ করতাম এবং স্টক এন্ড বন্ড-এ নিজেকে বিলিয়ে দিতাম এবং হয়তো শ্রদ্ধালাভের উপযুক্ত হয়ে উঠতাম।

আমি জানি না। তবে নিশ্চিত যে জিনিসটা হয়েছে তা হলো, অউমার ফোন পাওয়ার কয়েক মাস পর আমি আমার নিবন্ধিকরণ কর্মকাণ্ড কে কনসাল্টিং ফার্মে পরিণত করেছি এবং খুব আন্তরিকভাবে আমি একটা সাংগঠনিক চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিলাম। আবারও আমার বেশির ভাগ চিঠির কোনো উত্তর এলো না, কিন্তু মাসখানেক পর শহরের একটা বিখ্যাত নাগরিক অধিকার সংগঠনের ডাইরেকটরের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারে ডাক এলো। তিনি ছিলেন একজন লম্বা, সুদর্শন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ, পরেছিলেন কেতারদুরস্ত একটা সাদা শার্ট, উজ্জ্বল রঙের আঁকাবাঁকা নকশা কাটা টাই, এবং লাল কটিবন্ধনী। তার অফিস সাজানো ইতালিয়ান চেয়ার এবং আফ্রিকান ভাস্কর্য দিয়ে। একটা বার সার্ভিস খোলা ইট দিয়ে তৈরি। লম্বা জানালার ভেতর দিয়ে ঝরনা ধারার মতো সূর্যের আলো এসে পড়ছে ড. কিং-এর আবক্ষ মূর্তির ওপর।

"আই লাইক ইট," আমার রিজিউমে দেখে বললেন। "বিশেষ করে তোমার কর্পোরেট অভিজ্ঞতা। আজকালকের সিভিলরাইটস্ অরগানাইজেশনের ওটাই হলো আসল জিনিস। প্রতিবাদ আর পিকেটিং করে কোনো লাভ নেই, কোনো কাজ হয় না ওতে। কাজ করতে হলে, ব্যবসা, সরকার এবং শহরের অভ্যন্তরের ভেতর একটা সমন্বয় সাধন করতে হবে।" তিনি তাঁর হাত দুটো একসাথে চেপে ধরলেন তারপর মসৃণ উজ্জল একটা বার্ষিক প্রতিবেদনের একটা পৃষ্ঠা দেখালেন যেটাতে বোর্ড এবং ডিরেকটরদের তালিকা দেয়া আছে। ওখানে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মিনিস্টার এবং দশজন কর্পোরেট এক্সিকিউটিভের নাম দেয়া আছে। "দেখতে পাচ্ছো?" ডিরেক্টর বললেন। "পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভবিষ্যতের মূল মন্ত্র। আর এখানেই তোমার মতো তরুণরা আসে। শিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী এবং বোর্ডরুমে সাবলীলভাবে কাজ করতে

www.pathagar.com

পারে। এই গত সপ্তাহেই, হোয়াইট হাউসের ডিনারে আমি এইচইউডি-এর সেক্রেটারির সঙ্গে এই সমস্যা নিয়েই আলাপ করেছিলাম। ভয়ানক লোক, নাম হলো জ্যাক, তোমার মতো তরুণদের ব্যাপারে তাঁর খুব আগ্রহ। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি হলাম একজন চিহ্নিত ডেমোক্র্যাট, কিন্তু যারা ক্ষমতায় আসীন তাদের সাথেও কাজ করা শিখতে হবে...।"

ওখানেই তিনি আমাকে চাকরিটা দিয়ে দিলেন, আমার চাকরিটা হলো ড্রাগ, বেকারত্ব এবং গৃহায়ন নিয়ে কনফারেন্স সংগঠিত করা। সংলাপ সহজতর করা, ওভাবেই তিনি কথাটা বলতেন। আমি তাঁর সহৃদয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিলো রাস্তার ধারে কাছের কোনো একটা চাকরি আমার দরকার। হারলেমের রালফ নাদের-এর একটি শাখায় আমি প্রায় তিন মাস কাজ করেছি। ওখানে সিটি কলেজের সংখ্যালঘু ছাত্রদের রিসাইক্লিং-এর গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সপ্তাহখানেক পর ব্রকলিনের এসেম্বলি ম্যান নির্বাচন হলো, প্রার্থী হেরে গেলো এবং আমার পারিশ্রমিকটা আমি আর কখনই পেলাম না।

ছয় মাসের ভেতর আমি ভেঙে পড়লাম, বেকার, ক্যান থেকে স্যুপ খাওয়া শুরু করলাম। অনুপ্রেরণা খোঁজার জন্য কওয়ামি টোরির বক্তৃতা শুনতে গেলাম, তিনি হলেন এসএনসিসির এবং ব্ল্যাক পাওয়ার এর সাবেক স্টকলি কারমিকেল (Stokely Carmichal), তিনি কলাম্বিয়াতে বক্তৃতা দেবেন। অডিটোরিয়ামের প্রবেশপথে দেখলাম একজন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে এবং একজন এশিয়ান মেয়ে— মার্কসবাদী সাহিত্যের বইপত্র বিক্রি করছে এবং ইতিহাসে ট্রটস্কির অবস্থান নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে। ভেতরে টোরি একটি প্রকল্পের প্রস্তাব করছেন যেন আফ্রিকা এবং হারলেমের ভেতর একটি অর্থনৈতিক বন্ধন গড়ে তোলা যায় যেন শ্বেতাঙ্গদের গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বাধাগ্রস্ত হয়। তাঁর মন্তব্যের শেষ দিকে চশমা পরিহিত এক ছিপছিপে তরুণী জিজ্ঞেস করলো যে এই আফ্রিকান অর্থনীতিতে এবং কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে এই প্রকল্প বাস্তবিক কোনো কাজে লাগবে কি না, মেয়েটার কথা শেষ না হতেই টোরি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন। "ওরা তোমাদের মগজ ধোলাই করে দিয়েছে আর যার কারণেই এটাকে তোমার কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছে, সিস্টার।" তিনি যখন কথা বলছিলেন তাঁর চোখগুলো যেনো জ্বলছিলো, চোখ দুটো কোনো এক উন্মত্ত পাগলের নয়তো কোনো এক সাধুর। মেয়েটা বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে তার বুর্জোয়া আচরণের জন্য তিরস্কৃত হতে থাকলো। লোকজন দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তে শুরু করলো। অডিটোরিয়ামের বাইরে ওই দুই মার্কসপন্থী এখন গলা কাটিয়ে চিৎকার করছে।

"স্টালিনবাদী শুয়োর!"

"রিফর্মিস্ট কুকুর!"

ওটা ছিলো দুঃস্বপ্নের মতো। ব্রডওয়েতে নেমে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম, কল্পনা করতে শুরু করলাম যে আমি লিংকন মেমোরিয়ালের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি এবং এক শূন্য প্যাভিলিয়নের দিকে তাকিয়ে আছি। ওই মুভমেন্টের মৃত্যু

www.pathagar.com

হয়েছে বেশ ক'বছর আগেই, এখন ওটা শত শত ভাগে বিভক্ত, পরিবতর্নের প্রতিটি পথেই অনেক হাঁটাহাটি হয়েছে, প্রতিটি এখন নিঃশেষিত। এমনকি মহৎ উদ্দেশ্যের ওই সব আন্দোলনও একটু অগ্রসর হয়ে আবার থেমে যেতো এবং ওগুলোর অন্ত র্নিহিত তাৎপর্যও সংগ্রাম লড়াই থেকে মুছে যেতো।

কিংবা সোজা কথায় আমি এখন বাতিকগ্রস্ত বলা যেতে পারে। হঠাৎ উপলব্ধি হলো যে আমি একেবারে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের সাথে কথা বলে যাচ্ছি, লোকজন কাজকর্ম সেরে যার যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, আমার সামনে এসে একটু পাশ কেটে চলে যাচ্ছে, এবং আমার ধারণা ওই ভিড়ের ভেতর আমার দু'জন কলাম্বিয়ান ক্লাসমেটকে আমি চিনতে পেরেছি, ওরা গায়ের জ্যাকেট খুলে ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে, খুব সযতনে আমার দৃষ্টি উপক্ষো করে গেলো।

মার্টি কউফম্যানের কাছ থেকে ফোন পাওয়ার পর আমাকে সংগঠনের কাজ বাদ দিতে হলো। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে তিনি শিকাগোতে একটা সংগঠন শুরু করতে যাচ্ছেন, যার কারণে উনি একজন ট্রেইনিকে নিয়োগ দিতে চান। পরের সপ্তাহে তিনি নিউ ইয়র্ক আসছেন এবং লেক্সিংটনের একটা কফিশপে আমাদের দেখা হলে ভালো হয় বলে তিনি জানালেন।

তাঁর চেহারা সুরত দেখে অতটা আত্মবিশ্বাস পাওয়া গেলো না, মাঝারি উচ্চতার একজন শ্বেতাঙ্গ, বেঁটে ও মোটা কাঠামোর ওপর কোঁচকানো একটা স্যুট পরেছেন। দু'দিনের পুরোনো জুলফিতে দশাসই একটা চেহারা বানিয়েছেন, মোটা চশমার পেছনে তাঁর চোখ দুটোকে যেনো অবিরাম ত্যারচা দৃষ্টিসম্পন্ন করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, বুথ থেকে উঠে আমার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়েই চা ছলকে তাঁর শার্টে লেগে গেলো।

"আচ্ছা," পেপার নেপকিন দিয়ে দাগ মুছতে মুছতে বললেন। "হাওয়াই এর লোকজন কেনো সংগঠক হতে চায়?"

আমি বসলাম এবং নিজের সম্পর্কে তাকে কিছু বললাম।

"হুমম"। তিনি মাথা ঝাঁকালেন, অতি ব্যবহারে পৃষ্ঠার কোনা বেঁকে গেছে এমন একটা লিগ্যাল প্যাড-এ তিনি নোট টুকে নিলেন।

"তোমাকে অবশ্যই কিছু কিছু ব্যাপারে রাগি হতে হবে।"

"তার মানে?"

তিনি কাঁধ ঝাকালেন। "আমি ঠিক জানিনা কিসে তোমাকে রাগ দেখাতে হবে। কিন্তু কিছু একটাতে রাগ দেখাতেই হবে। আমাকে তুমি ভুল বোঝে না— রাগ এই চাকরির জন্য আবশ্যক। রাগি লোকজনরাই সাধারণত সংগঠক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সুবোধ লোকজনদের ভালো ভালো আরামদায়ক চাকরি রয়েছে।"

তিনি আরও গরম পানির অর্ডার দিলেন এবং তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু বললেন। তিনি একজন ইহুদি, বয়স যখন তিরিশের কোটার শেষের দিকে তখন তিনি নিউ ইয়র্কে বসবাস করতেন। ষাটের দশকে এসে ছাত্রদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি সংগঠনের কাজ শুরু করেন এবং প্রায় পনেরো বছর ওটার পেছনেই

www.pathagar.com

লেগেছিলেন। নেব্রাস্কার কৃষক, ফিলাডেলফিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ, শিকাগোর মেক্সিকান এদের নিয়ে কাজ করতেন। শিকাগোর মেট্রোপলেটিনের ম্যানুফ্যাকচারিং চাকরি রক্ষার একটা পরিকল্পনাকে ঘিরে এখন তিনি শহুরে এবং মফস্বলীয় কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে কাজ করতে চান। তাঁর সঙ্গে কাজ করবে এমন একজনকে তিনি খুঁজছেন। বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ একজনকে তিনি খুঁজছেন।

"আমাদের বেশির ভাগ কাজই হলো চার্চের সঙ্গে"। উনি বললেন। "দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা যদি সত্যিকার ক্ষমতা গড়ে তুলতে চায় তাদের নিদেনপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিতটা থাকতে হবে। ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা যে অবস্থায় আছে, সেখানে চার্চগুলোই একমাত্র ভরসা। ওখানেই তো মানুষজন, সমস্ত মূল্যবোধ তো ওখানেই, যদিও নানান আজেবাজে ভাবনার নিচে ওরা চাপা পড়ে আছে। চার্চগুলো তোমার সঙ্গে কাজ করবে না, ওরা তোমার সঙ্গে বেশ ভালো ভালো কথা বলবে— প্রত্যেক রবিবারে ওরা তোমাকে নসিহত দেবে, কিংবা হয়তো গৃহহীনদের জন্য বিশেষ কোনো কিছু একটার প্রস্তাব দেবে। কিন্তু তুমি যদি ওদের একটু চাপাচাপি করো কিছু করার জন্য ওরা তোমাকে গ্রাহ্যই করবে না যতক্ষণ না ওরা দেখবে ওই কাজটা করলে ওরা ওদের হিটিং বিল মেটাতে পারবে কি না।"

তিনি আরও গরম পানি খেলেন। "যাই হোক, শিকাগো সম্পর্কে তুমি কী জানো?"

আমি একটু চিন্তা করলাম। "ওটা হলো পৃথিবীর একটা কসাইখানা" শেষ পর্যন্ত বললাম। মার্টি মাথা ঝাঁকালেন।

"কসাইগিরি একটু আগে বন্ধ হয়ে গেছে।"

"সিংহশাবক কখনও জয়লাভ করতে পারে না।"

"সত্যি।"

"আমেরিকার সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন একটা শহর।" আমি বললাম। "একজন কৃষ্ণাঙ্গ, হ্যারল্ড ওয়াশিংটন, কিছু দিন আগেই মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এবং শ্বেতাঙ্গরা ব্যাপারটা পছন্দ করে না।"

"সে জন্যই তুমি হ্যারল্ডের ক্যারিয়ার অনুসরণ করছো"— মার্টি বললেন। "আমি অবাক যে তুমি তার জন্য কাজ করতে যাওনি।"

"আমি চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর অফিস থেকে আমার চিঠির কোনো উত্তর আসেনি।"

মার্টি হাসলেন, চশমাটা খুললেন, টাইয়ের শেষ প্রান্ত দিয়ে ওটা মুছে নিলেন। "আচ্ছা, যাই হোক, কাজ তো ওগুলোই তাই না? মানে তুমি যদি তরুণ, কৃষ্ণাঙ্গ এবং সামাজিক ইস্যু নিয়ে বেশ আগ্রহী থাকো আরকি। কাজ করার জন্য একটা পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন খুঁজে বের করো। একজন পৃষ্ঠপোষক খুঁজে বের করো, এমন একজনকে খুঁজে বের করো যে তোমার ক্যারিয়ার গড়ে দেবে। এবং হ্যারল্ড ক্ষমতাধর, কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর প্রচুর ক্যারিশমা রয়েছে। হিসপানিকের অর্ধেকের মতো তাঁকে সমর্থন করে, আবার অনেক শ্বেতাঙ্গ লিবারেলও তাঁকে সমর্থন

www.pathagar.com

করে। তুমি একটা কথা ঠিকই বলেছো। সমস্ত শহরের পরিবেশ মেরুকরণ হয়ে গেছে। এ এক বিশাল মিডিয়া সার্কাস। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।"

আমি আমার সিটে হেলান দিয়ে বসলাম। "দোষটা তাহলে কার?"

মার্টি চশমাটা পরে নিয়ে আমার চোখের দিকে তাকালেন। "এটা দোষের কোনো প্রশ্ন নয়," তিনি বললেন, "কথা হলো কোনো রাজনীতিকের, এমনকি হ্যারল্ডের মতো রাজনীতিকের এসব চক্র ভাঙ্গার মতো মেধা রয়েছে কি না? মেরুকরণ হয়ে যাওয়া একটা শহর একজন রাজনীতিকের জন্য খুব একটা খারপ কিছু নয়। তিনি কৃষ্ণাঙ্গই হন আর শ্বেতাঙ্গই হন।"

তিনি আমাকে কাজ শুরু করতে বললেন, শুরুতে বছরে দশ হাজার ডলার আমি পাবো, সাথে একটা গাড়ি কেনার জন্য ট্রাভেল অ্যালাউন্স হিসেবে আরও দুই হাজার ডলার; কাজ ভালো করলে বেতন আরও বাড়বে। তিনি চলে যাওয়ার পর ইস্টরিভার এর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাড়রি দিকে যাত্রা শুরু করলাম, এবং ভেবে বের করার চেষ্টা করলাম লোকটা আসলে কেমন? লোকটা বেশ স্মার্ট। কাজের ব্যাপারে দারুণ প্রতিশ্রুতিশীল বলেই মনে হলো। তারপরেও তার ভেতর কিছু একটা ব্যাপার রয়েই গেছে, যার কারণে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। হয়তো, তিনি তাঁর ব্যাপারে খুব বেশি নিশ্চিত। এবং তিনি শ্বেতাঙ্গ, তিনি অবশ্য নিজেও বলতেন যে এটা একটা সমস্যাই বটে।

পার্কের পুরোনো স্তম্ভগুলোর ওপরের সব বাতি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে; একটা লম্বা বাদামি রঙের বজরা ধূসর পানিতে গাড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। আমি একটা বেঞ্চিতে বসে আছি, এবং ওই চাকরির কথা নিয়ে ভাবছি, দেখলাম এক কৃষ্ণাঙ্গ রমণী এবং তার ছোট্ট ছেলেটা এদিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটা তার মায়ের হাত ধরে রেলিংয়ের দিকে টানছে, ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেটা তার মায়ের পা জড়িয়ে ধরে আছে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা জিজ্ঞাসাবোধক একটা ভঙ্গি করে ওপরের দিকে তাকালো, ভদ্রমহিলা তাঁর কাঁধ ঝাকালেন, তখন ছেলেটা গুটি গুটি পায়ে আমার কাছে এলো।

"এক্সকিউজ মি মিস্টার," সে চিৎকার দিয়ে বললো।

"তুমি কি জানো এই নদীটা কেনো একবার এদিকে দৌড়ায় আবার আরেকবার ওদিকে দৌড়ায়?"

মহিলা হেসে ফেললেন, এবং আমি বললাম যে এর সাথে জোয়ার ভাটার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, উত্তরটা শুনে ছেলেটা বোধ হয় খুশিই হলো, সে তার মায়ের কাছে ফিরে গেলো। আমি দেখলাম দু'জন হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো, আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে এই নদীটা কোন দিকে প্রবাহিত হয় আমি আসলে কখনই খেয়াল করে দেখিনি।

পরের সপ্তাহে আমি আমার কার ভর্তি করে জিনিপত্র নিয়ে শিকাগোর দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

এর আগেও আমি একবার শিকাগোতে এসেছিলাম। আমার বাবার হাওয়াই-এ আগমনের পর, তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল, এবং আমার এগারোতম জন্মদিনের আগে, যখন টুট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে ইউনাইটেড স্টেটস-এর মেইনল্যান্ড দেখার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। এতে সম্ভবত ওই দুটো জিনিসের একটা যোগসূত্র রয়েছে— টুটের ওই সিদ্ধান্ত এবং আমার বাবার আগমন— তাঁর উপস্থিতি পুনরায় টুট আর গ্রামপস নিজেদের জন্য যে জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন তার জন্য অস্বস্তিকর, তাঁর হয়তো পূর্ববর্তী ঘটনাকে সংশোধন করার, তাঁর নিজের স্মৃতিকে সংশোধন করার ইচ্ছে হয়েছিলো এবং এই সংশোধন তিনি তাঁর দৌহিত্রের ভেতরও সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

আমরা প্রায় মাসখানেক ধরে ভ্রমণ করেছিলাম, টুট, মা, মায়া এবং আমি— ওরকম একটা সময়ে গ্রামপস ঘুরে বেড়ানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন, উনি বাড়িতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমরা প্লেনে সিয়াটল গিয়েছিলাম, তারপর ওখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রতীরে এবং ডিজনি ল্যান্ডে, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের পূর্বদিকে, কানসাসের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে, তারপর গ্রেট লেকে এবং সবশেষে ইয়োলো স্টোন পার্কে। বেশির ভাগ সময়ই আমরা গ্রেহাউন্ড বাসে চড়েছিলাম, এবং হাওয়াই জনসনে থেকেছিলাম। এবং প্রতিরাতেই ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কথা শুনতে শুনতে ঘুমোতে যেতাম।

আমরা শিকাগোতে ছিলাম তিন দিন, সাউথ লুপের একটা মোটেলে, সময়টা অবশ্যই জুলাই এর কোনো এক সময় হবে, কিন্তু কোনো এক কারণ বশত আমার মনে পড়ে যে ওই দিনগুলো ছিলো ঠান্ডা এবং ধূসর। মোটেলের ভেতরে একটা ইনডোর সুইমিং পুল ছিলো, ওটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, হাওয়াই-এ কোথাও কোনো ইনডোর সুইমিং পুল ছিলো না। এল ট্র্যাক্স-এর ভেতরে আমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়াতাম, পাশ দিয়ে ট্রেন চলে যেতো, আমি যত জোরে পারতাম চিৎকার করতাম।

www.pathagar.com

ফিল্ড মিউজিয়ামে প্রদর্শনির জন্য রাখা দুটো কোঁচকানো মাথা দেখেছিলাম। ওগুলো কুঁচকিয়ে গেলেও বেশ ভালোভাবেই ওদের সংরক্ষণ করা হয়েছে, প্রত্যেকটাই আমার হাতের তালুর সমান। তাদের চোখ ও মুখ সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া, ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম আর কী। মাথা দুটো ইউরোপিয়ান : যে লোকটার ছাগুলে দাড়ি সে লোকটা দেখতে অনেকটা বিজেতার মতো, আর মহিলাটার লম্বা লম্বা লাল চুল। আমি অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়েছিলাম (মা যতক্ষণ না আমাকে টেনে অন্যদিকে নিয়ে গেলেন), অল্পবয়সী বালকের এক বীভৎস উল্লাস অনুভব করলাম— যেনো আমি এক মহাজাগতিক ঠাট্টায় হোঁচট খেলাম। মাথাগুলো যে কোঁচকানো ছিলো সে কারণে নয়— আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম; ব্যাপারটা ছিলো লোলোর সঙ্গে বাঘের মাংস খাওয়ার মতো একটা ব্যাপার, অনেকটা জাদুর মতো, বস্তুত এসব ক্ষুদ্র ইউরোপীয়ানদের মাথাগুলো রাখা ছিলো একটা কাচের কেসের ভেতর, যেখানে আগন্তুকরা অনেক দূর থেকে এসে এই মাথাগুলোর এই বিভীষিকাময় নিয়তির খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষণ করতো। কারও কাছেই বোধ হয় ওটাকে বিসদৃশ মনে হতো না। এটা ছিলো এক ভিন্নরকমের জাদু, জাদুঘরের রূঢ় আলো, পরিচ্ছন্ন মোড়ক, পরিদর্শকদের উদাসীনতা; নিয়ন্ত্রণের আরেকটা প্রচেষ্টা।

চৌদ্দবছর পর, শহরটাকে আরও সুন্দর মনে হচ্ছে, এটা আরেক জুলাই, ঘন সুবজ গাছপালার পেছনে সূর্য ঝকমক করছে, নৌকাগুলো নোঙর খুলে ফেলেছে, মিশিগান হ্রদে দূরের নৌকাগুলোর পালগুলোকে ঘুঘুর পাখার মতো মনে হচ্ছে, মার্টি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি প্রথম কয়েক দিন ভীষণ ব্যস্ত থাকবেন, সুতরাং আমি একা হয়ে গেলাম। আমি একটা মানচিত্র কিনেছিলাম, এবং সর্বউত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করে সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত মার্টিন লুথার কিং-ড্রাইভ অনুসরণ করতে থাকলাম। তারপর ফিরে গেলাম পার্শ্ব রাস্তা এবং সরু গলির ভেতর দিয়ে, অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, শূন্য ভূমিখণ্ড, স্টোর আর বাংলো বাড়ি পেরিয়ে কটেজগ্রোভ-এ ফিরে এলাম। গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম আর স্মৃতিচারণ করছিলাম। ইলিনয়েজ সেন্ট্রালের হুইসেলের কথা মনে পড়ে গেলো, অনেক অনেক বছর আগে সাউথ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে এখানে ভিড় জমিয়েছিলো; কৃষ্ণাঙ্গ নারী, পুরুষ ও শিশু, রেলকারের ধোঁয়ার কালিতে প্রত্যেকেই নোংরা হয়ে গিয়েছিলো, দৃঢ় মুষ্টিতে মালপত্র হাতে নিয়ে তারা ছুটে চলেছে প্রতিশ্রুত কেনান ভূমিতে। আমি কল্পনায় ব্যাগি স্যুট আর প্রশস্ত কলারের জামা পরিহিত ফ্রাঙ্ককে দেখতে পেলাম, রিগ্যাল থিয়েটারের সামনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। দুই চাকার গাড়ি থেকে নেমে আসবেন ডিউক কিংবা ইলা। যে ডাকপিয়নকে আমি দেখতে পেলাম তিনি হলেন রিচার্ড রাইট, তাঁর প্রথম বই বিক্রির আগ পর্যন্ত তিনি চিঠি বিলি করে যাচ্ছেন। চশমাপরা, বেণী ঝোলানো যে ছোট্ট মেয়েটাকে দেখতে পেলাম সে হলো রেগিনা, সে দড়িলাফ খেলছে। আমি ওই সব মুখচ্ছবির সাথে আমার জীবনের একটা যোগসূত্র তৈরি করে ফেললাম, অন্যদের স্মৃতিও আমি ওর ভেতর ধার করে নিয়েছিলাম। এভাবেই আমি এই শহরের দখল

www.pathagar.com

নেয়ার চেষ্টা করলাম, এই শহরকে আমার নিজের করে নেয়ার চেষ্টা করলাম। এটাও আরেক ধরনের ইন্দ্রজাল।

তৃতীয় দিন আমি স্মিটির বারবারসপ পেরিয়ে গেলাম, হাউজ পার্কের এক প্রান্তে পনেরো বাই তিরিশ ফুটের একটা স্টোরফ্রন্ট যেখানে রয়েছে চারটি নাপিতের চেয়ার এবং লা তিশার জন্য একটি কার্ড টেবিল, একজন পার্ট-টাইম ম্যানিকিউরিস্ট। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম, হেয়ার ক্রিম আর এন্টিসেপটিক এর গন্ধ, লোকজনের হাসিঠাট্টা আর ফ্যানের গুণগুণ শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। স্মিটি এখন বুড়ো হয়ে গেছেন, তিনি এখন বুড়ো কৃষ্ণাঙ্গ, বাদামি চুল, হালকা পাতলা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তাঁর চেয়ারটা ফাঁকা ছিলো, সুতরাং আমি বসে পড়লাম, এবং আমিও বারবার সপের তরল হাস্যরসে যোগদান করলাম। খেলাধুলা, নারী এবং গতকালের পত্রিকার শিরোনাম আমাদের কথোপকথনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো, এবং এখানে আগত লোকজন ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো যারা তাদের দৈনন্দিন নানান সমস্যা ভুলে থাকতে চায়।

কেউ একজন এইমাত্র তার এক প্রতিবেশী সম্পর্কে একটা গল্প বলে শেষ করেছে— লোকটা তার স্ত্রীর চাচাতো বোনের সঙ্গে বিছনায় ধরা পড়েছে এবং তার বউ রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে তাকে ধাওয়া করেছে, ধুম ন্যাংটা হয়ে লোকটা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলো— এরপরই কথাবার্তা চলে গেলো রাজনীতি প্রসঙ্গে।

"ভ্রোডোলিয়াক আর বাদবাকি বাতিকগ্রস্ত উন্মাদগুলো জানেই না কখন জায়গা ছেড়ে দিতে হয়।" নিউজ পেপার পড়তে পড়তে একজন বললেন, ভীষণ বিরক্ত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন। "বুড়ো ডালে যখন মেয়র ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু বলত না, সিটি হলে তখন ভর্তি আইরিশ লোকজন। কিন্তু হ্যারল্ড যখনই কিছু কৃষ্ণাঙ্গকে নিয়োগ দিতে চেয়েছে তখনই সবাই বলতে শুরু করেছে যে এটা হলো পাল্টা বর্ণবৈষম্যবাদ"

"এটাই হয়। কালোরা যখনই ক্ষমতায় যায়, ওরা তখনই নিজের মতো নিয়মকানুন পরিবর্তন করতে চায়।"

"সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো পত্রিকাগুলো এমন একটা ভাব করছে যেনো কালোরাই সব গোলমালের হোতা।"

"সাদাদের পত্রিকা থেকে তুমি আবার কী আশা করছো?"

"ঠিকই বলেছো। হ্যারল্ড ভালো করেই জানে সে কী করছে। সে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত শত্রুর মোকাবেলা করে যাবে।"

শিকাগোর মেয়র সম্পর্কে কৃষ্ণাঙ্গরা এভাবেই কথা বলতো, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো এবং মমত্ব নিয়ে, মানুষ যেমন তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নিয়ে কথা বলে। তাঁর ছবি সর্বত্রই: জুতা মেরামতকারীর দোকানের দেয়ালে, বিউটি পার্লারে, শেষ প্রচারাভিযানের ছবিগুলো এখনও লেগে আছে ল্যাম্পপোস্টে, এমনকি কোরিয়ান ডাইক্লিনারসের জানালায়, আরব্য মুদির দোকানগুলোয় তাঁর ছবি নিরাপত্তা

www.pathagar.com

বিধানকারী টোটেমের মতো দীপ্যমান। বারবার সপের ওই ছবিটা যেনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে : সুদর্শন, ধূসর মুখ, ঝোপঝাড়ের মতো চোখের ভ্রু ও গোঁফ, চোখ দুটো মিটমিট করে জ্বলছে। স্মিটি দেখলেন যে আমি ছবির দিকে তাকিয়ে আছি, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি নির্বাচনের সময় শিকাগোতে এসেছিলাম কি না? আমি বললাম, না, আসিনি। উনি মাথা নাড়ালেন।

"হ্যারল্ড মেয়র হওয়ার আগে তোমার এখানে আসা উচিত ছিলো, তাহলেই বুঝতে এই শহরকে তিনি কেমন পাল্টেছেন," স্মিটি বললেন। "হ্যারল্ডের আগে মনে হতো আমরা যেনো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।"

"প্ল্যানটেশন পলিটিক্স," পত্রিকাওয়ালা লোকটা বললো।

"হ্যাঁ, তাই তো," স্মিটি বললেন। "প্ল্যানটেশন। সবচেয়ে খারাপ চাকরিগুলো কালোদের। সবচেয়ে খারাপ বাড়িগুলো কালোদের। পুলিশের যাচ্ছে তাই ব্যবহার। কিন্তু যখন তথা কথিত ব্ল্যাক কমিটিম্যান ইলেকশনে দাঁড়ালো আমরা সবাই লাইন ধরে ডেমোক্র্যাটিক টিকিটে ভোট দিলাম। একটা ক্রিসমাস টার্কির জন্য আত্মা বিক্রি করে দেয়া। সাদারা আমাদের মুখে থুথু মারতো, আমরাও ভোটে ওদের একটা উচিত শিক্ষা দিয়েছি।"

এক গোছা চুল আমার কোলের ওপর পড়লো, হ্যারল্ডের উত্থানের গল্প শুনছিলাম। তিনি এর আগেও একবার মেয়র নির্বাচন করেছিলেন, ডালের মৃত্যুর পরপরই একবার নির্বাচন হয়েছিলো— কিন্তু প্রার্থিতা বাছাই নিয়ে ঝামেলা বেঁধে যায়— খুবই লজ্জার কথা। লোকগুলো আমাকে বললো, কালোদের ভেতর একতার খুব অভাব, অথচ এই একতারই সবচেয়ে বেশি দরকার ছিলো। কিন্তু হ্যারল্ড আবারও চেষ্টা করলেন, এবং এবার লোকজন প্রস্তুত ছিলো। প্রেস যখন ইনকাম ট্যাক্স পরিশোধ করা নিয়ে তার সাথে ফাজলামো শুরু করেছিলো তখনও লোকজন তাঁর সাথে ছিলো ("যেনো সাদা বিড়ালগুলো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কোনোরকম চিটিং করে না")। তারা তাঁর পেছনে র‍্যালি করেছে, যখন সাদা ডেমোক্র্যাটিক কমিটিম্যানরা যেমন ব্রোডেলিয়াক এবং তার দলবল রিপাবলিকান প্রার্থীর পক্ষে তাদের সমর্থন জানিয়েছে, ওদের মতে, যদি কোনো কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র হয় তাহলে এই শহরের বারোটা বেজে যাবে। নির্বাচনের রাতে রেকর্ডসংখ্যক লোকজন জমায়েত হয়েছিলো, মিনিস্টার, গ্যাংগ-ব্যাঞ্জার, ছেলে, বুড়ো সবাই।

এবং তাদের বিশ্বাস পুরস্কৃত হয়েছে, স্মিটি বললেন। "যে রাতে হ্যারল্ড জিতলো, তোমাকে কী বলব, লোকজন রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করেছে। জো লুইস যেদিন স্কেমেলিংকে নক্ আউট করেছিলো ঠিক সেদিনের মতো একই অনুভূতি। লোকজন হ্যারল্ডকে নিয়ে গর্বিত ছিলো না, লোকজন নিজেদের নিয়ে গর্বিত ছিলো। আমি সেদিন বাড়িতেই ছিলাম, কিন্তু আমি আর আমার বউ রাত তিনটার আগে ঘুমোতেই পারিনি, আমরা খুবই উত্তেজনার ভেতর ছিলাম। পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে যখন উঠলাম মনে হলো আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সকাল এটা...।"

www.pathagar.com

স্মিটির গলা একটু নেমে এলো, রুমের সবাই তার কথা শুনে হাসতে শুরু করলো। অনেক দূর থেকে, সেই নিউ ইয়র্কে পত্রিকার পাতায় এই সব সংবাদ পড়ে আমিও তাদের গর্বের ভাগিদার হয়েছিলাম, ঠিক কোনো ফুটবল টিমে কালোরা যখন ভালো খেলতো তখন যেমন অনুভব করতাম এক্ষেত্রেও একই অনুভূতি ছিলো। কিন্তু এই এখন আমি যা শুনছি তা একটু ভিন্ন রকমের; স্মিটির কণ্ঠে এখন অনুভূতির উত্তাপ যা রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। "হ্যারল্ড মেয়র হওয়ার আগে তোমার এখানে আসা উচিত ছিলো," উনি বলেছিলেন। এই 'এখানে' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন শিকাগো; কিন্তু এখানে বলতে তিনি এই বারবার—সপের কথাও বুঝিয়েছিলেন, এখানে এক কালো বৃদ্ধ যিনি এখনও তাঁর সারাজীবনের অবমাননায়, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতায় জ্বলেপুড়ে মরছেন, তাদের উচ্চাভিলাষ তাদের প্রচেষ্টার আগেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমি আসলেই এসব সত্যিকারভাবে বুঝে উঠতে পারবো কি না? ধরে নিলাম যে আমি পারবো। আমাকে দেখে এই লোকজনেরাও একই রকম অনুমান করে নিলেন। তারা যদি আমাকে আরও আগে চিনতেন তাহলে কি তারাও আমার মতো করে অনুভব করতেন? আমার জানতে ইচ্ছে করলো। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম এই মুহূর্তে গ্রাম্পস যদি এই বারবার সঁপে ঢুকতেন তাহলে কী হতো, সবার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেতো, সবার মুগ্ধতা নষ্ট হয়ে যেতো; সবার ভেতর ভিন্ন ধরনের অনুমান কাজ করতে শুরু করতো।

স্মিটি আমার হাতে আয়নাটা ধরিয়ে দিলেন, তাঁর হস্তশিল্প কেমন হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। গায়ের ওভারলটা নামিয়ে নিলেন এবং আমার শার্টের পেছনে লেগে থাকা চুল ঝেড়ে ফেললেন। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, "ইতিহাস পাঠদানের জন্য ধন্যবাদ।"

"হ্যাঁ, ওটুকু ফ্রি। চুল কাটা দশ ডলার। যাই হোক, তোমার নাম কী?"

"বারাক।"

"বারাক, তুমি মুসলিম?"

"দাদা ছিলেন।"

ডলার হাতে নিয়ে আমার সাথে করমর্দন করলেন।

"ঠিক আছে, বারাক, পরেরবার তোমার একটু আগেই আসা উচিত। তুমি যখন এখানে ঢুকলে তখন তোমার চুলগুলো বিশ্রি এবড়োখেবড়ো দেখাচ্ছিলো"।

সেদিন শেষ বিকেলের দিকে মার্টি আমাকে আমার নতুন ঠিকানার সামনে থেকে তুলে নিলেন। আমরা স্কাইওয়ে দিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা দিলাম। কয়েকমাইল যাওয়ার পর, একটা এক্সিট ধরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে যেতে থাকলাম, ধূসর ক্ল্যাপবোর্ড কিংবা ইট দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঘরবাড়ির সারি অতিক্রম করে যেতে থাকলাম, তারপর এসে পৌঁছলাম কয়েক ব্লকব্যাপী ছড়ানো বিশাল এক পুরোনো ফ্যাক্টরিতে।

www.pathagar.com

"পুরোনো উইচ্‌কনসিন স্টিল প্ল্যান্ট।"

আমরা ওখানে চুপচাপ বসে থাকলাম, ভবনটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ভবনটার এক ধরনের তেজি ভাব রয়েছে, শিকাগোর অতীত কলকারখানার এক নিষ্ঠুর প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ এই ভবনটি, লোহার কড়ি এবং কংক্রিট এক সাথে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে, খুব মনোযোগ দিয়ে ওগুলো ফেলা হয়নি, পরিত্যক্ত জাহাজের মতো ওটা এখন শূন্য ও মরিচা আক্রান্ত। চেইন-লিংক বেড়ার অন্য প্রান্তে একটা ডোরাকাটা নোংরা বেড়াল আগাছার ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলে গেলো।

"এখানে সব ধরনের মানুষজন কাজ করতে আসতো," গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে মার্টি বললেন, আমরা মূল রাস্তায় ফিরে আসতে শুরু করলাম। "কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, হিসপানিক সবাই এখানে এসে একই ধরনের কাজ করতো, প্রত্যেকেই একই ধরনের জীবনযাপন করতো। কিন্তু এই প্ল্যান্টের বাইরে ওরা কেউই একজন আরেকজনের সাথে কাজ করতোনা এবং চার্চের লোকজনদের ধরণটাই ওরকম, খ্রিষ্টধর্মের ভাইবোন।

আমরা একটা স্টপলাইটের কাছে এসে থামলাম, দেখলাম বেশ ক'জন তরুণ শ্বেতাঙ্গ আন্ডারশার্ট পরে একটা স্টুপে দাঁড়িয়ে বিয়ার পান করছে। ভ্রোডোলেয়াকের একটা পোস্টার তাদের জানালায় ঝুলছে, তাদের বেশ কয়েকজন আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আমি মার্টির দিকে ঘুরে তাকালাম।

"তাহলে আপনার কি কারণে মনে হলো যে ওরা এখন একসাথে কাজ করবে?"

"ওদের কোনো চয়েস নেই। যদি না তারা তাদের চাকরি ফেরত না চায়।"

হাইওয়েতে যখন আবার ফিরে যাচ্ছিলাম, মার্টি তার তৈরি সংগঠন বিষয়ক আরও অনেক কিছু বলতে শুরু করলেন। দুই বছর আগে তার মাথায় এই আইডিয়াটা প্রবেশ করে, যখন তিনি ওই প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার নানান প্রতিবেদন পড়তেন এবং ওই সময় সাউথ শিকাগো এবং দক্ষিণস্থ উপশহরগুলো জুড়ে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়েছিলো। একজন সহানুভূতিশীল ক্যাথলিক সহকারী বিশপের সহায়তায় তিনি এসব অঞ্চলের প্যাস্টর এবং চার্চের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতেন, এবং কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ উভয়ের চাকরি হারানোর লজ্জার কথা শুনতেন, তাদের ভয় ছিলো ঘর হারানোর এবং পেনশন নিয়ে প্রতারিত হওয়ার– ভয় ছিলো বিশ্বাসঘাতকতার খপ্পরে পড়ার।

শেষপর্যন্ত প্রায় বিশটিরও বেশি চার্চ একটা সংগঠন গড়ে তুলতে রাজি হলো, যার নাম তারা দিয়েছিলো ক্যালুমেট কমিউনিটি রিলিজিয়াস কনফারেন্স কিংবা সিসিআরসি। আরও আটটি চার্চ ওই সংগঠনের সহায়ক হিসেবে শহরকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে তোলে, যেটার নাম তারা দিয়েছিলো কমিউনিটিজ প্রজেক্ট, কিংবা ডিসিপি। মার্টি যতটা ভেবেছিলেন ততটা অগ্রসর শুরুর দিকে হয়েছিলো না; ইউনিয়ন তখনও স্বাক্ষর প্রদান করেনি, এবং সিটি কাউন্সিলের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব একটা বড় ধরনের বিপর্যয় হয়ে উঠেছিলো, তারপরও, সিসিআরসি সাম্প্রতিক সময়ে একটা বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

জয়লাভ করেছে: ইলিনয়েজ লেজিসলেচার প্রায় পাঁচ লক্ষ ডলারের ফান্ড প্রদানে রাজি হয়েছে, মার্টি বললেন যে আমরা এই নতুন জবব্যাংক সেলিব্রেট করার জন্য একটা র‍্যালি করতে যাচ্ছি, এক দীর্ঘমেয়াদি প্রচারাভিযানের এটাই শুরু।

"এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং পুনর্নির্মাণ করতে কিছুটা সময় লাগবে," তিনি বললেন। "কমপক্ষে, দশ বছর। কিন্তু ইউনিয়ন যখন আমাদের সাথে যোগ দেবে তখন আমরা নিগোশিয়েট করার একটা ভিত্তি পেয়ে যাবো। এ সময়ের মধ্যে আমাদের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে এবং লোকজনকে কিছু স্বল্পমেয়াদি জয়লাভ করাতে হবে। লোকজনকে দেখাতে হবে যে তারা যদি পরস্পর কোন্দলে না লিপ্ত থাকে তাহলে তারা কতটা ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের সত্যিকার শত্রুর সঙ্গে লড়াই শুরু করতে পারবে।"

"কারা এই শত্রু?"

মার্টি কাঁধ ঝাঁকালেন। "ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। রাজনীতিবিদ। ফ্যাট ক্যাট লবিয়িস্ট।"

মার্টি নিজের কাছে নিজেই মাথা নোয়ালেন এবং সরু চোখে তাকালেন সামনের রাস্তার দিকে। তাঁর দিকে তাকিয়ে, আমার সন্দেহ হতে শুরু করলো যে তাকে যেমনটা ভেবেছিলাম অতটা নৈরাশ্যাবাদী তিনি নন, এই মাত্র যে প্ল্যান্টটা আমরা ছেড়ে এলাম সেই প্ল্যান্ট তাঁর কাছে ভীষণ গুরুত্ব বহন করে। আমার ধারণা, জীবনের কোনো পর্যায়ে তিনিও বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হয়েছেন।

আমরা যখন সিটি লাইন অতিক্রম করে গেলাম তখন গোধুলি লগ্ন, আমরা শহরতলির এক বিশাল স্কুলের পার্কিংলট-এ গিয়ে গাড়ি পার্ক করলাম, ওখানে ইতিমধ্যেই শত শত মানুষ অডিটোরিয়ামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মার্টি তাদের কথা যেমনটা বলেছিলেন: কর্মচ্যুত স্টিলওয়ার্কার, সেক্রেটারি, ট্রাকড্রাইভার, এছাড়াও আরও নারী, পুরুষ যারা প্রচুর সিগারেট ফুঁকছে, যারা কেনাকাটা করে সিয়ার্স-এ কিংবা কেমার্ট-এ, লেটেস্ট মডেলের কার, এবং বিশেষ বিশেষ অকেশন-এ তারা খেতে যায় রেড লবস্টার-এ। ব্যারেলের মতো বুক এবং ক্লারিক কলার পরিহিত এক কৃষ্ণাঙ্গ দরজায় আমাদের অভিনন্দন জানালেন এবং মার্টি তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, ডিকন উইলবার মিল্টন, তিনি হলেন সংগঠনের সহসভাপতি। তাঁর খাটো লালচে দাঁড়ি এবং গোলাকার মুখটা দেখে আমার সান্তা ক্লজ এর কথা মনে পড়ে গেলো।

"ওয়েলকাম," উইল বললেন। "আমরা ভাবছিলাম কখন তোমার সাথে দেখা হবে। ভাবলাম মার্টি তোমার সাথে হয়তো আছেন।"

মার্টি অডিটোরিয়ামের ভেতরে উঁকি দিলেন। "লোকজন কেমন হয়েছে?"

"মোটামুটি ভালোই।"

মার্টি এবং উইল মঞ্চের দিকে এগোতে থাকলেন, তাঁদের মাথা সন্ধার এজেন্ডার নিচে চাপা পড়ে আছে। আমি তাঁদের অনুসরণ করতে থাকলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই

www.pathagar.com

বয়স বোঝা মুশকিল এমন তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ রমণী আমার পথ আটকে ধরলেন। তাদের একজন দেখতে বেশ সুশ্রী, চুলগুলো কমলা রঙের, নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি অ্যানজেলা, তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, "তুমি বারাক, তাই না?" আমি মাথা নাড়লাম।

"তুমি জান না তোমাকে দেখে আমরা কতটা খুশি হয়েছি।"

"তুমি আসলেই খুশি হওনি," অ্যানজেলার পাশে দাঁড়ানো বয়স্ক মহিলাটি বললেন। আমি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, তিনি হাসলেন, তাঁর সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতগুলো দেখা গেলো। "আই অ্যাম সরি", আমার হাতটা ধরে বললেন। "আমি শেরলি"। সর্বশেষ মহিলাকে ইশারায় ডাকলেন, মেয়েটি কালো এবং পৃথুলা। "এ হলো মোনা। তাকে কি ক্লিন-কাট দেখাচ্ছে না মোনা?"

"হ্যাঁ অবশ্যই," মোনা হেসে হেসে বললো।

"আমাকে ভুল বোঝো না," অ্যানজেলা বললো, সে এখনও নিম্নস্বরে কথা বলছে।

"আমি মার্টির বিরুদ্ধে কিছুই করিনি। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে একমাত্র তুমিই হয়তো পারবে—"

"অ্যানজেলা!" আমরা তাকিয়ে দেখলাম মার্টি আমাদের মঞ্চের ওপর থেকে ডাকছেন। "বারাকের সাথে পরে যত খুশি কথা বোলো। কিন্তু এখন তোমাদের সবাইকে আমার এখানে প্রয়োজন।"

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করলো, অ্যানজেলা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

আমার মনে হয় আমাদের এখন যাওয়াই ভালো, কিন্তু আমাদের খুব শিগগির কথা বলা দরকার।

"অবশ্যই" মোনা বললো। তারপর তিনজন হাঁটা শুরু করলো। অ্যানজেলা ও শেরলি আগে আগে কথা বলতে বলতে হাঁটছে আর মোনা অলস ভঙ্গিতে পেছনে পেছনে হেঁটে যাচ্ছে।

অডিটোরিয়াম ভর্তি মানুষ, প্রায় হাজার দুয়েক, সম্ভবত তার এক-তৃতীয়াংশই কৃষ্ণাঙ্গ। সাতটার দিকে একটা ধর্মসংগীত আর দুটো সুসমাচার সংগীত। উইল চার্চের সব প্রতিনিধির রোল কল করলেন, এবং শহরতলি থেকে আগত একজন শ্বেতাঙ্গ লিউথার‍্যান্ সিসিআরসি-এর ইতিহাস এবং মিশন ব্যাখ্যা করলেন। এরপর একদল বক্তা মঞ্চে গিয়ে উপস্থিত হলেন: একজন কৃষ্ণাঙ্গ বিধানকর্তা এবং একজন শ্বেতাঙ্গ বিধানকর্তা, একজন বাপিস্ট যাজক এবং একজন কার্ডিনাল বারনারডিন, এবং শেষ পর্যন্ত বক্তব্য রেখেছেন গর্ভনর, যিনি এই নতুন জব ব্যাংককে তার আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন এবং ইলিনয়েজের কর্মি নারী ও পুরুষকর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁর ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করলেন।

আমার কাছে পুরো বিষয়টাকে নীরস, বৈচিত্র্যহীন রাজনৈতিক কনভেনশন কিংবা টিভি রেসলিং ম্যাচের মতো মনে হলো। তারপরও মনে হচ্ছে লোকজন এটা বেশ

www.pathagar.com

উপভোগ করছে। কেউ কেউ তাদের চার্চের নাম সংবলিত উজ্জ্বল রঙের ব্যানার উঁচু করে ধরেছে। মঞ্চ থেকে কেউ তাদের বন্ধু কিংবা আত্মীয়দের দেখা পেলেই অমার্জিত রকমভাবে হৈহৈ করে উঠছে। কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের এরকম এক জায়গায় একসাথে দেখে আমি নিজেও উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম, বুঝতে পারলাম মার্টির যে ভিশন সেটা আমার ভেতরেও কাজ করছে, তাঁর লোকরঞ্জনবাদী প্রণোদনায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংহতিতে আত্মবিশ্বাস রয়েছে; তাঁর বিশ্বাস যে আপনি যদি রাজনীতিক, গণমাধ্যম এবং আমলা সম্প্রদায়কে সরিয়ে নিতে পারেন এবং সবাইকে এক টেবিলে বসাতে পারেন, তাহলে সাধারণ মানুষ একটা কমন গ্রাউন্ড খুঁজে পাবে।

র‍্যালি শেষ হবার পর, মার্টি বললেন যে বেশ ক'জনকে তাঁর গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, সুতরাং তাঁর সাথে না গিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বাসে করে শহরে ফিরে যাবো। এবং ভাগ্যচক্রে দেখা গেলো উইলের পাশের সিটটি খালি, ফ্রিওয়ে লাইট-এর আলোয় তিনি আমাকে তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু কথা বললেন।

তিনি শিকাগোয় বড় হয়েছেন, তিনি বললেন, যুদ্ধের পর তিনি ভিয়েতনামে কাজ করেছেন, কন্টিনেন্টাল ইলিনয়েজ ব্যাংকে একজন এক্সিকিউটিভ ট্রেইনি হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন এবং খুব দ্রুত উন্নতি করেছিলেন, কাজটাকে বেশ ভালোই উপভোগ করতেন— গাড়ি, স্যুট, ডাউন-টাউন অফিস। তারপর ব্যাংককে আবার ঢেলে সাজানোর পর তিনি কর্মচ্যুত হলেন, তাঁর অবস্থা করুণ হয়ে উঠলো এবং ঋণের মধ্যে পড়ে গেলেন, আর এটাই ছিলো তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট, তিনি বললেন, ঈশ্বরই যেনো তাঁকে এভাবে তার মূল্যবোধে দৃঢ় থাকতে বললেন। ব্যাংকে আরেকটা চাকরি না খুঁজে তিনি খ্রিষ্টের শরণাপন্ন হলেন। ওয়েস্ট পুলম্যান-এর সেইন্ট ক্যাথেরিনের প্যারিশে যোগদান করলেন এবং দারোয়ান হিসেবে চাকরি নিলেন। তার এই সিদ্ধান্ত তার বিবাহিত জীবনে কিছুটা খারাপ প্রভাব ফেলেছিলো— তাঁর স্ত্রী "এখনও তার সাথে মানিয়ে চলছেন," তিনি বললেন, কিন্তু উইলের মতে, তাঁর এই কৃচ্ছ্রব্রতী জীবন-যাপন তাঁর নতুন মিশনের সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছিলো : সুখবর ছড়িয়ে দাও আর কপটতা কমিয়ে ফেলো।

"চার্চের অনেক কৃষ্ণাঙ্গের ভেতর একটা মধ্যবিত্ত আচরণ রয়েছে," উইল বললেন। তারা বাইবেলের অক্ষরগুলো অনুসরণ করে কিন্তু তার আত্মাকে অনুসরণ করেনা। পীড়িতদের কাছে না গিয়ে বরং তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করে। ধর্মীয় সভায় কেউ যদি সঠিক পোশাকটা না পরে আসে কিংবা সঠিকভাবে কথা না বলে তাহলে তাকে নিয়ে তারা হাসাহাসি করে। তারা ধরে নেয় যে তারা বেশ সুখে আছে তবে তাদের আর বাইরে যাওয়ার দরকার কী? খ্রিষ্টধর্ম তো আরাম আয়েশের ধর্ম নয়, তাই নয় কি? তিনি সামাজিক সুসমাচারের একটা বাণী বললেন। দুর্বলদের ব্যাপারে তাঁর বার্তা শোনো। পীড়িতদের ব্যাপারে তাঁর বার্তা শোনো। আর ঠিক এটাই রবিবারে আমি ওই মধ্যবিত্ত নিগ্রোদের বলি। তারা যা শুনতে চায় না আমি তাদের তা-ই বলি।"

www.pathagar.com

"তারা কি কথা শোনে?

"না" উইল মুখ টিপে হাসলেন।" কিন্তু তাতে আমি থেমে যায়নি। এটা অনেকটা আমি যে কলার পরে আছি তার মতো। তাদের কেউ কেউ সত্যি সত্যিই ক্ষেপে যায়। 'কলার হলো পাদ্রিদের জন্য,' ওরা আমাকে বলে। কিন্তু দেখো, যেহেতু আমি বিবাহিত এবং যেহেতু আমি পুরোহিত হতে পারবো না সুতরাং তার মানে এই নয় যে আমার কোনো পেশা থাকবে না। বাইবেলে কলার সম্পর্কে এ ধরনের কোনো কথা বলা নেই। সুতরাং আমি এগিয়ে যাচ্ছি এবং লোকজনকে এটা জানাচ্ছি যে আমি কোথা থেকে এসেছি।

"আসলে সত্যি বলতে কি, মাসখানেক আগে কার্ডিনাল বারনারডিনের কাছে আমরা বেশ ক'জন দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন আমি এই কলার পরেছিলাম। প্রত্যেকেই এটা নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে ছিলো। তারা আরও বিপর্যস্ত বোধ করলো যখন আমি কার্ডিনালকে "ইউর হাইনেস" না বলে 'জো' বলে সম্বোধন করলাম। বারনারডিন কিন্তু খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক মানুষ। আমি বলতে পারি যে আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পেরেছিলাম। এসব নিয়মকানুন আমাদের পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখে— এসব মানুষের তৈরি নিয়মকানুন, ঈশ্বরের নয়। দেখো বারাক, আমি থাকি ক্যাথোলিক চার্চে, কিন্তু লালিত হয়েছি বাপটিস্ট-এ, হয়তো যেতে পারতাম মেথোডিস্ট চার্চে, পেন্টি কোস্টাল চার্চে, যাই হোক, ঈশ্বর আমাকে শেষ পর্যন্ত সেইন্ট ক্যাথেরিনস-এ পাঠালেন। ক্যাটিকিজম এর চাইতে ঈশ্বর যে বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন তা হলো আমি মানুষকে সাহায্য করছি কি না?"

আমি মাথা নাড়লাম, ক্যাটিকিজম কি তা আর জিজ্ঞেস করলাম না। ইন্দোনেশিয়ার একটা মুসলিম স্কুলে আমি দুই বছর কাটিয়েছি। ওই মুসলিম স্কুলের মাস্টারমশাই আমার মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে কুরআনের ক্লাসে আমি মুখ ভেংচিয়েছিলাম। তবে মা এ ব্যাপারে খুব বেশি একটা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। "সম্মান করতে শেখো।" মা বলেছিলেন। ক্যাথলিক স্কুলে, যখন প্রার্থনার সময় হতো, আমি চোখ বন্ধ করে থাকার ভান করতাম, এরপর রুমের চার দিকে উঁকি মেরে তাকাতাম। কিছুই হতো না। কোনো ফেরেশতাও নেমে আসতো না। রোদে পোড়া এক বুড়ো নান আর কটা রঙের তিরিশ জন শিশু বিড়বিড় করে কিসব উচ্চারণ করে যেতো। মাঝে মধ্যে নান আমাকে ধরে ফেলতেন, তাঁর কঠোর চাহনিতে আমার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু আমার ভেতরে কোনো পরিবর্তন আসতো না। উইলের কথা শুনে আমার এখন ওই একই রকম অনুভূতি হচ্ছে; আমার এই নীরবতা ওই চোখ বন্ধ করে রাখার মতোই।

বাস চার্চ-পার্কিংলটের কাছে এসে থেমে পড়ল, উইল হেঁটে হেঁটে বাসের সামনে গেলেন। ওখানে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন এবং সবাইকে একসঙ্গে জড়িত থাকার অনুরোধ জানালেন। "আমরা এক দীর্ঘপথ পাড়ি দিচ্ছি," তিনি

www.pathagar.com

বললেন। "কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমি যা দেখলাম তাতে বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি কোনো কাজে মন দিই তাহলে কি না করতে পারি। যে সুন্দর অনুভূতি এখন আপনাদের ভেতর রয়েছে, সেই সুন্দর অনুভূতি এই নেইবারহুডকে তার নিজ পায়ে না দাঁড় করিয় দেয়া পর্যন্ত ধরে রাখবো।"

বেশ কয়েকজন মৃদ্যু হাসলেন এবং বললেন 'আমেন'। কিন্তু যখন বাস থেকে নেমে পড়ছিলাম, আমার পাশের এক মহিলা তার বান্ধবীকে বলছে, "শোনো মেয়ে, নেইবারহুড সম্পর্কে কথা শোনার আমার কোনো দরকার নেই। তারা যেসব চাকরির কথা বলছে সেই চাকরি কোথায়?"

র‍্যালির পরের দিন, মার্টি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমার এখন সত্যিকারের কিছু একটা কাজ শুরু করা দরকার, তিনি সাক্ষাৎকার নেবার জন্য লোকজনের একটা লম্বা তালিকা ধরিয়ে দিলেন। লোকগুলোর ভেতর নিজস্ব আগ্রহ আছে কি না তা খুঁজে বের করবে, তিনি বললেন। লোকজন সংগঠনে জড়িত হয় এ কারণে যে তারা এই সংগঠন থেকে কিছু একটা পাবে এই আশায়। একবার যদি আমি ইস্যু খুঁজে পাই যে অনেক মানুষ এ ব্যাপারে আগ্রহী তাহলে আমি তাদের নিয়ে একাজে ঝেঁপে পড়তে পারবো, আমি ক্ষমতা নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারবো।

ইস্যু, কাজে ঝেঁপে-পড়া, ক্ষমতা, নিজস্ব আগ্রহ। আমি এসব ধারণা পছন্দ করি। তারা এসব রেডিমেড ভাবাবেগহীন কথাবার্তা বলে থাকে, একেবারেই জাগতিক ধরনের কথাবার্তা যার ভেতর হৃদয়ানুভূতির কোনো বালাই নেই; এটা হচ্ছে রাজনীতি, ধর্ম নয়। পরবর্তী তিন সপ্তাহ, আম দিন-রাত কাজ করলাম, সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ। আমি যতটা সহজ ভেবেছিলাম অতটা সহজ কাজ এটা নয়। সাক্ষাৎকারের জন্য যখনই ফোন ওঠাতাম তখনই ভেতর থেকে কেমন যেনো একটা বাধা অনুভব করতাম, জীবন বীমায় সেলস্-এ গ্রামপসের যে অনুভূতিটা হতো সেই অনুভূতিই আমার ভেতর চলে এসেছে: লাইনের অন্য প্রান্তের ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠতাম। বেশির ভাগ অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো থাকতো সন্ধ্যাবেলায়, যার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম তাকে মনে করিয়ে দিতে হতো আমি কে, অর্ধেক খোলা দরজার পেছন থেকে এক জোড়া সন্দিহান চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

তারপরও এসব ছিলো ছোটখাটো সমস্যা। এসব সমস্যা যখন সমাধান হয়ে যেতো তখন দেখতাম লোকজন সুযোগ পেলেই পৌরমুখ্যকে নিয়ে তাদের বিজ্ঞ মতামত ছুড়ে দিচ্ছে কিংবা তার যে প্রতিবেশী তার লনের ঘাস কেটে দিতে রাজি হয়নি তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করে বসতো যে এসব অকর্মাদের দিয়ে কিছু হবে না। যতই আমি সাক্ষাৎকার নিতে থাকলাম ততই এসব পুনরাবৃত্তময় থিম্ শুনতে শুরু করলাম। আমি শিখেছি, যেমন এই এলাকার বেশির ভাগ মানুষই উত্তরে কিংবা শিকাগোর ওয়েস্টসাইডের একটা ছিটমহলে ঘন বস্তির মতো বসবাস করতো, বেশির ভাগ শহরের

www.pathagar.com

ইতিহাস ঘাটলেই পাওয়া যাবে কালোদের সাথে নিয়ন্ত্রণপ্রবণ নানান চুক্তিগুলো। যেসব লোকদের সাথে আমি কথা বলতাম সেই চাপা স্বভাবের লোকজনদের কিছু প্রিয় স্মৃতি ছিলো, কিন্তু যথেষ্ট আলো, বাতাস এবং বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গার অভাবের কথাও তাদের মনে আছে— এবং তাদের বাবা-মাদের কায়িক শ্রম করতে করতে জীবন চূর্ণ হয়ে যেতেও তারা দেখেছে।

তাদের অল্প ক'জন মানুষ স্টিল মিল কিংবা অ্যাসেমব্লি লাইনে তাদের পৈতৃক পেশা বেছে নিতো। কিন্তু অনেকেই চাকরি পেতো ডাকপিওনের, শিক্ষকতার এবং সমাজকর্মীর, পক্ষপাতমূলক আচরণ-বিরোধী আইনের কার্যকরীকরণের সুবিধাটা ওরা পুরো মাত্রায় গ্রহণ করতো। এসব চাকরিতে তাদের বেশ লাভ ছিলো এবং এতে যথেষ্ট নিরাপত্তাও পেতো ওরা যেমন এতে ওরা মটগ্রেজের সুবিধা লাভ করতে পারবে। গৃহায়ন আইন অনুসারে তারা বাড়ি কিনতে শুরু করে, একই সাথে রোজল্যান্ডে বাড়ি কেনে আবার শ্বেতাঙ্গদের পাড়াতেও বাড়ি কেনে। শ্বেতাঙ্গ পাড়ায় বাড়ি কেনার অর্থ এই নয় যে তারা শ্বেতাঙ্গদের সাথে মিলেমিশে থাকতে চায়, বরং এ কারণে যে ওই বাড়গুলো ছিলো তাদের ক্রয়ক্ষমতার ভেতরে, বাচ্চাদের খেলার জন্য থাকতো ছোট্ট উঠোন, ওখানকার স্কুলগুলো ছিলো তুলনামূলক বেশি ভালো এবং দোকানপাটে সস্তায় পণ্য কেনা যেতো, এবং হয়তো এ কারণেও হতে পারে যে ওরা ওটা কিনতে পারতো তাই কিনতো।

প্রায় সময়ই, যখন আমি এসব গল্প শুনতাম, তখন আমার গ্রামপস, টুট এবং মায়ের বলা গল্পগুলোর কথা মনে পড়ে যেতো— সেসব দুর্ভোগ আর মাইগ্রেশনের গল্প, আরও ভালো কিছুর জন্য উদ্যোগ গ্রহণের গল্প। কিন্তু এখন আমি যা শুনছি এবং স্মৃতিচারণ করছি তার ভেতর একটা অপরিহরণীয় পার্থক্য রয়েছে, যেনো আমার ছেলেবেলার ইমেজগুলো উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে। এসব নতুন গল্পে, ফর সেল (For Sale) সাইনবোর্ড গ্রীষ্মের রৌদ্রের আলোয় খাঁজকাটা পাতার মতো হঠাৎ আবির্ভূত হয়। জানালা দিয়ে পাথর ছুড়ে মারা, বাবা মার কর্কশ উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর— তারা তাদের বাচ্চাদের নিষ্পাপ খেলাধুলা থেকে উঠে আসতে বলছে। ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্লক উপচে পড়ে এবং সমস্ত পাড়া উপচে পড়ে পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে।

এসব গল্পে সাদা ও কালোদের যেখানেই দেখা হোক না কেনো তার অবধারিত ফলাফল হচ্ছে ক্ষোভের ও শোকের।

এই অঞ্চল কখনই জাতিগত বিদ্বেষের গোলমাল থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। স্টোর এবং ব্যাংকগুলো শুধু শ্বেতাঙ্গ কাস্টমারদের জন্যই উন্মুক্ত, যা পচনের মূল রাস্তা। সিটি সার্ভিসের মান পড়ে গেছে। যে সব কৃষ্ণাঙ্গরা বর্তমানে তাদের বাড়িতে প্রায় দশ-পনেরো বছর যাবৎ বসবাস করছে তারা পেছনে ফিরে তাকালেই বুঝতে পারবে যে কতটা পরিবর্তন এসেছে, এবং তারা বেশ তৃপ্তি নিয়েই পেছনে ফিরে তাকায়। দুই ধরনের আয়ের উৎস থেকে তারা তাদের বাড়ি বাড়া, কার-ভাড়া, সব পরিশোধ

www.pathagar.com

করে এমনকি পুত্র-কন্যাদের লেখাপড়ার খরচও তারা চালিয়ে নেয়, যাদের গ্র্যাজুয়েশনের ছবিতে বাড়ির প্রতিটি মেনটাল পিস্ ভরে উঠেছে। তারা তাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখে, তাদের বাচ্চাদের রাস্তায় খেলাধুলা করতে দেয়না, ব্লকে গড়ে তোলে ব্লক-ক্লাব কেননা অন্যরাও তাই করেছে।

কিন্তু তারা যখন ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে তখন এক প্রকার দুশ্চিন্তা তাদের কণ্ঠে ঝরে পড়ে। তারা তাদের কোনো কাজিন কিংবা সহোদর ভাইবোনের কথা বলে যারা প্রায়ই তাদের কাছে টাকা পয়সা চাইতে আসে; কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চারাও এখনও বেকার, এখনও তারা বাড়িতেই থাকে, এমনকি যেসব সন্তান কলেজে সফল এবং শ্বেতাঙ্গ বিশ্বে সফলভাবে নোঙর গেড়েছে সেটাও এক ধরনের ক্ষতিকর— ওই সব সন্তানেরা যত ভালো করবে, তারা তত দূরে সরে যাবে, তাদের জায়গায় আরও তরুণ, আরও কম স্থিতিশীল পরিবার চলে আসবে, দরিদ্র নেইবারহুড থেকে দ্বিতীয় দফা মাইগ্রেশন হবে, নতুন আগন্তুকরা সবসময়ই মটগ্রেজ পরিশোধে সক্ষম হয়ে ওঠে না। গাড়ি চোরের উপদ্রব বেড়েছে, পত্রময় নগর-উদ্যান এখন শূন্য। লোকজন এখন ভেতরই বেশি সময় ব্যয় করে, তারা এখন সুনির্মিত রোট-আয়রন দরজার পেছনেই বেশি টাকা ব্যয় করে; তাদের ধারণা তারা বাড়ি কমলাভে হলেও বিক্রি করে দিয়ে অধিকতর উষ্ণ আবহাওয়ার কোনো এলাকায় চলে যাবে, সম্ভবত ফিরে আসবে দক্ষিণে।

সুতরাং যথোপযুক্ত গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও, তাদের নিজেদের অগ্রসরতা সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, আমাদের কথোপকথনগুলো আরেক ধরনের অশুভ অলক্ষুণে প্রচেষ্টার মতো একটা ব্যাপার হয়ে থাকতো, তক্তা দিয়ে ঢাকা বাড়ি, ক্ষয়ে যাওয়া স্টোরফ্রন্ট, বুড়িয়ে যাওয়া চার্চরোল, অজানা পরিবারের শিশুদের রাস্তায় আস্ফালন, কিশোর বালকদের রাস্তায় হৈ হৈ রৈ রৈ জটলা পাকানো, কিশোরী মেয়েদের কাজ হলো পটেটো চিপস্ খাইয়ে ছোট ছোট হামাগুড়ি দেয়া শিশুদের কান্না থামানো, পরিত্যক্ত মোড়া ইতস্তত পড়ে আছে যেখানে সেখানে— এসব কিছুই ফিস ফিস করে বেদনাদায়ক সত্য কথাগুলো বলছে, তাদের এ কথাই বলছে যে তাদের এই অগ্রসরতা স্বল্পস্থায়ী একটা ব্যাপার, মাটিতে প্রোথিত, এমনকি এটা তাদের একজীবন পর্যন্তও নাও টিকতে পারে।

এবং এই সেই দ্বৈতবোধ, একটা হলো ব্যক্তি এককের অগ্রসরতা আরেকটা হলো সামষ্টিক অনগ্রসরতা, এবং আমার মনে হয় এই ব্যাপারটাই মানুষের কিছু মনোভাবের জন্য দায়ী যা উইলকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো র‍্যালির রাতে যখন আমরা কথা বলছিলাম। আমি কিছু মানুষকে খুব গর্বের সাথে বলতে শুনেছি যে কেউ কেউ ব্যবসা করার জন্য তাদের বেজমেন্টে বেশ সমৃদ্ধ পান্থনিবাস বানিয়ে নিয়েছে, সেটাতে রয়েছে লাভা ল্যাম্প আর দেয়ালে লাগানো আয়না। সুরক্ষিত প্লাস্টিক যেখানে মহিলারা তাদের নিখুঁত কার্পেট এবং সোফা রাখতে পারবেন। এসব দেখে কারও কারও মনে এমন প্রতীতি জন্মে যে হ্যাঁ আসলেই অনেক পরিবর্তন এসেছে।

www.pathagar.com

"আমি পারতপক্ষে রোজল্যান্ডের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাই না," ওয়াশিংটন হাইটস-এর একজন মহিলা একদিন সন্ধ্যায় আমাকে বললেন। "ওখানকার লোকজন বেশ অভদ্র : ওদের ঘরবাড়ি দেখলে কিন্তু তা বোঝার উপায় নেই। সাদারা যখন ওখানে থাকতো তখনও কিন্তু তুমি ওরকম জিনিসপত্র দেখোনি।"

পাড়ায় পাড়ায় পার্থক্য, ব্লকে ব্লকে পার্থক্য এবং সর্বশেষ পার্থক্য হলো ব্লকের প্রতিবেশীগুলোর ভেতর। অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য বেষ্টনী দিয়ে পৃথকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি। যদিও এই মহিলা প্রতিবেশীদের নিষ্ঠুরতা নিয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন কিন্তু তাঁর রান্নাঘরের জানালায় তেইশতম স্তুতিগানের সূচিকর্মের পাশেই ঝোলানো হ্যারল্ডের ছবি। কয়েক ব্লক দূরে একটা ভাঙা অ্যাপার্টমেন্টের ওই তরুণ ছেলেটাও একই কাজ করেছে, ড্যান্স পার্টিতে রেডর্ক মিক্সিং করে সে তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করার চেষ্টা করছে। স্মিটির বারবার শপের মানুষগুলোর কাছে ব্যাপারটা যেমন ছিলো আর কী, এই নির্বাচন এই উভয় ধরনের মানুষের ভেতরই একটা নতুন আইডিয়ার উন্মেষ ঘটিয়েছে। কিংবা হতে পারে যে ওটা ছিলো একটা পুরোনো আইডিয়া, যা জন্ম নিয়েছে এক অবিকশিত সময়ে। হ্যারল্ড সাধারণ মানুষের ভেতর পৌঁছে গেছেন : ঠিক আমার আইডিয়ার মতো, তিনিও সামষ্টিক মুক্তি চেয়েছিলেন।

আমার তৃতীয় সপ্তাহের রিপোর্টটা মার্টির টেবিলে রেখে আমি চেয়ারে বসে পড়লাম, তিনি ওটার আদ্যপান্ত পড়লেন। "খুব একটা খারাপ হয়নি", পড়া শেষে বললেন,

"খুব একটা খারাপ হয়নি?"

"হুম, খারাপ না। তুমি কথা শুনতে শুরু করেছো। কিন্তু সেটা এখনও চরম বিমূর্ত পর্যায়ে রয়ে গেছে... যেনো মনে হচ্ছে তুমি কোনো জরিপের কাজ করছো। তুমি যদি লোকজনদের সংগঠিত করতে চাও, তাহলে তাদের সীমান্ত এলাকায় ঘোরা ফেরা না করে বরং তাদের কেন্দ্রে চলে যাও। তা না হলে তুমি তাদের সাথে কোনো সম্পর্কই গড়ে তুলতে পারবে না।

লোকটা আমাকে পেয়ে বসতে শুরু করেছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম যে তিনি খুব বেশি হিসেবি হওয়ার জন্য কখনো উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন কি না? এই আইডিয়া যদি মানুষের চেতনাকে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য হয়ে থাকে এবং একটা সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তাদের আস্থা অর্জনের জন্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি নিজেকে কখনো স্বার্থপর ভেবেছেন কি না? তিনি হাই তুললেন।

"আমি কবি নয়, বারাক। আমি একজন সংগঠক।"

এর মানে কী? ভীষণ ফালতু মেজাজ নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। পরবর্তীকালে আমাকে স্বীকার করতেই হয়েছিলো যে মার্টিই আসলে ঠিক ছিলেন। আমার এখন পর্যন্ত কোনো আইডিয়া নেই যে আমি যা কিছু শুনছিলাম সেগুলোকে কিভাবে অনুবাদ করতে পারি। বস্তুত আমার সাক্ষাৎকার নেয়া শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সুযোগ আমার হয়েছিলো না।

www.pathagar.com

সুযোগটা এসেছিলো রুবি স্টাইলেস-এর সঙ্গে কথা বলার সময়, একজন মোটাসোটা গাট্টাগোট্টা মহিলা, যিনি শহরের উত্তরে অফিস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। আমরা কথা বলছিলাম তাঁর কিশোর পুত্রকে নিয়ে, কাইলি, একজন মেধাবী ছেলে কিন্তু আত্মপ্রত্যয়হীন, ছেলেটা স্কুলে নানান ধরনের ঝামেলা শুরু করে দিয়েছে, এদিকে স্থানীয়ভাবে একটা গ্যাংগ-এর উত্থান ঘটেছে। কাইলির এক বন্ধুকে গত সপ্তাহে তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে গুলি করা হয়েছিলো, ছেলেটার কিছু হয়নি বটে কিন্তু রুবি কাইলির নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন।

আমার কান দুটো সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিলো; কথাটা অনেকটা স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে। পরবর্তী কয়েক দিনে, রুবি আমাকে আরও বেশ ক'জন বাবা-মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, যারা তাঁদের ভয় এবং পুলিশের ব্যাপারে হতাশার কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন। আমি যখন তাঁদের পরামর্শ দিলাম যে আমরা নেইবারহুড মিটিং এ ডিস্ট্রিকট কমান্ডারকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি যেনো সবাই তাঁকে তাদের উদ্বেগের কথা জানাতে পারেন, প্রত্যেকেই রাজি হলেন, এবং আমরা যখন পাবলিসিটি নিয়ে কথা বলছিলাম তখন একজন মহিলা আমাকে জানালেন যে এই ছেলেটাকে যে ব্লকে গুলি করা হয়েছিলো সেখানে একটা বাপটিস্ট চার্চ রয়েছে এবং ওখানকার প্যাস্টর, রিভারেন্ড রেইনলডস ওই সমাবেশে কিছু বলতে আগ্রহী হতে পারেন।

ফোন করতে প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে গিয়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন রেভারেন্ড রেইনল্ডসকে পেলাম দেখলাম তিনি দারুণ উৎসাহী। তিনি স্থানীয় একটা মিনিস্টেরিয়াল অ্যালায়েন্সের প্রেসিডেন্ট, তিনি বললেন, "সামাজিক সুসমাচার প্রচারে চার্চগুলো একত্রিত হচ্ছে।" তিনি বললেন যে গ্রুপের নিয়মিত মিটিং পরের দিনই হতে যাচ্ছে এবং তিনি খুবই খুশি হবেন যদি আমি ওই এজেন্ডায় থাকি আর কী।

আমি ভীষণ উত্তেজনা নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দিলাম, এবং রেভারেন্ড রেইনলডস-এর চার্চে গিয়ে খুব সকাল সকাল হাজির হলাম। সাদা গাউন ও গ্লোভস পরিহিত দু'জন মহিলা ফয়ার-এ আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং আমাকে একটা কনফারেন্স রুমে নিয়ে গেলেন, সেখানে দশ-বারোজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এলোমেলো দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। দেখতে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। "তুমি অবশ্যই ব্রাদার ওবামা," হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন, "আমি রেভারেন্ড রেইনলডস। তুমি ঠিক সময়ে এসেছো— আমরা এইমাত্র শুরু করতে যাচ্ছিলাম।"

আমরা একটা লম্বা টেবিলে গিয়ে গোল হয়ে বসলাম, আমাকে ফ্লোর দেবার আগে তিনি প্রার্থনায় ইমামতি করলেন। ঘাবড়ে গেলেও বেশ সাহস নিয়ে মিনিস্টারদের সাথে ক্রমবর্ধমান গ্যাংগ অ্যাকটিভিটি নিয়ে কথা বললাম এবং আমরা যে মিটিংয়ের পরিকল্পনা করেছি তার কথা বললাম, "এবং তাঁদের হাতে ফ্লায়ারসগুলো বিলি করে দিলাম। "আপনার নেতৃত্বে," আমার বিষয়বস্তুকে আরেকটু উষ্ণ করে তোলার জন্য বললাম, এই প্রথম একটা পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে

www.pathagar.com

যেখানে সব ধরনের ইস্যুতে কো-অপারেশন করা হবে। স্কুলগুলো ফিক্স করতে হবে। নেইবারহুডগুলোতে চাকরি ফিরিয়ে আনতে হবে...।"

ঠিক যখন আমি শেষ ফ্লায়ারসটা বিলি করছিলাম, তখন লম্বা, পিক্যান বাদামের মতো রঙের একজন মানুষ প্রবেশ করলেন। তাঁর পরণে নীল, ডাবল ব্রেস্টেড স্যুট এবং তাঁর স্কারলেট টাইয়ের ওপর একটা বড়সড় স্বর্ণের ক্রশচিহ্ন এঁটে রাখা। চুলগুলো সোজা পেছন দিকে আঁচড়ানো। "ব্রাদার স্মলস, তুমি এইমাত্র একটা দারুণ প্রেজেন্টেশন মিস্ করলে, "রেভারেন্ড রেইনলড্স বললেন।" এই ছেলেটা, ব্রাদার ওবামা, এই কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া গোলাগুলির ঘটনাটা নিয়ে একটা মিটিং আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।"

রেভারেন্ড স্মলস তাঁর জন্য এক কাপ কফি ঢেলে নিলেন এবং ফ্লায়ারসটা পড়ে দেখলেন।" তোমার সংগঠনের নাম কী?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"ডেভেলপিং কমিউনিটিজ প্রজেক্ট।"

"ডেভেলপিং কমিউনিটিজ..." তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেলো। "আমার মনে আছে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ এখানে তাদের ডেভেলপিং নাকি যেনো একটা কি নিয়ে কথা বলতে এসেছিলো। হাস্যকর দেখতে একেকটা। নামগুলো সব ইহুদি ধরনের, তুমি কি ক্যাথোলিকদের সঙ্গে জড়িত?"

আমি তাঁকে বললাম যে, আমি ওই অঞ্চলের কিছু ক্যাথলিক চার্চ-এর সঙ্গে জড়িত।

"দ্যাটস রাইট, আমার এখন মনে পড়েছে"। রেভারেন্ড স্মলস কফির কাপে চুমুক লাগালেন এবং তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। "আমি ওই শ্বেতাঙ্গকে বলেছিলাম যে ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে এখান থেকে ভেগে পড়ুন। এসব কাজের আমাদের কোনো দরকার নেই।"

"আমি—"

"শোনো... তোমার নামটা যেনো কী? ওবামা? শোনো, ওবামা, তুমি হয়তো ভালো কিছুই বলছ। এবং আমি সেটা নিশ্চিত কিন্তু আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই শ্বেতাঙ্গদের টাকা নেওয়ার, ক্যাথেলিক চার্চে যোগ দেওয়ার এবং আমাদের সমস্যা সমাধানে ইহুদিদের মাতব্বরি করার। আমাদের ব্যাপারে ওদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এই শহরের প্রধান ধর্মমাজকের এলাকায় পাথরের মতো নিশ্চল বর্ণবৈষম্যবাদ চালু আছে। সবসময়ই তাই ছিলো। সাদারা এখানে এসে যেনো বুঝে যায় যে আমাদের কিসে সবচেয়ে ভালো হবে, তখন ওরা তোমার মতো লম্বা চওড়া কথা বলে এমন সব শিক্ষিত যুবক ধরে আনে, যে ভালোমতো কিছুই জানে না, এবং তারা সবসময়ই কর্তৃত্ব নিয়ে নিতে চায়। এ সবই রাজনীতি, এবং এখানে যে গ্রুপটা আছে তারা ওরকম নয়।"

আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম যে কমিউনিটি ইস্যুগুলোতো চার্চের নেতৃত্বেই তুলে ধরা হয়, কিন্তু রেভারেন্ড স্মলস তাঁর মাথা ঝাঁকালেন। "তুমি বুঝতে পারনি", তিনি বললেন। "নতুন মেয়র আসার সাথে সাথে অনেক কিছু বদলে

www.pathagar.com

গেছে। ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ কমিশনার আমার অনেক আগে থেকেই চেনা, যখন সে একজন বিট পুলিশ ছিলো সেই তখন থেকে। আমাদের নিজেদের রক্ষা এবং নিজেদের ভারবহন কেনো আমাদের নিজেদের করা প্রয়োজন? এই টেবিলে যারা বসে আছেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সিটি হলে সরাসরি যোগাযোগ আছে। ফ্রেড, তুমি কি তোমার পার্কিং লটের অনুমতি নিতে পৌরমূখ্যের সঙ্গে কথা বলনি?"

রুমের বাদবাকি সবাই চুপ মেরে ছিলেন। রেভারেন্ড রেইনলডস তাঁর গলা খাঁকরে নিলেন"। ওই ছেলেটা এখানে নতুন এসেছে, চালর্স, সে আমাদের সাহায্য করারই চেষ্টা করছে।"

রেভারেন্ড স্মলস মৃদু হাসলেন এবং ঘাড় চাপড়ে দিলেন। "আমাকে ভুল বোঝ না। আমি জানি তোমার উদ্দেশ্য ভালো, তোমার মতো তরুণ ছেলেদের আমাদের প্রয়োজন আছে। আমি আসলে মূল কথা যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো তুমি ভুল পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছো।"

আমি ওখানে বসে ছিলাম, প্যাস্টররা যখন আলোচনা শুরু করলেন তখন যেনো শিকে ঝোলানো শূকরের রোস্টের মতো আমাকে ঝলসানো হচ্ছে। রাস্তার ওপারের পার্কে থ্যাংকস গিভিং সার্ভিস হচ্ছে। মিটিং শেষ হয়ে গেলে রেভারেন্ড রেইনল্ডস এবং আরও বেশ ক'জন এখানে আসার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

"চালর্সের কথায় কিছু মনো করো না," তাঁদের একজন পরামর্শ দিলেন, "মাঝে মধ্যে অবশ্য তিনি একটু রূঢ় কথা বলেন।" কিন্তু আমি লক্ষ করে দেখলাম যে আমার ফ্লায়ারগুলো কেউই সঙ্গে নিলেন না; এসপ্তাহের শেষের দিকে যখন আমি কয়েকজন মিনিস্টারের কাছে ফোন করার চেষ্টা করলাম, তখন তাঁদের সেক্রেটারিরা বলতে থাকলেন যে তাঁরা কেউ নেই সবাই চলে গেছেন।

আমরা আমাদের পুলিশ মিটিং নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলাম, সেটা করতে গিয়ে একটা ছোটখাটো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হলো। মাত্র তেরোজন লোক এসে উপস্থিতি হয়েছেন, সারি সারি ফাঁকা চেয়ারে তারা এলোমেলো হয়ে বসে পড়েছেন। ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন, তার বদলে তিনি কমিউনিটি রিলেশন অফিসার পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিট পরপরই এক বয়স্ক দম্পতি এসে এসে বিঙো গেম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সেই সন্ধ্যার বেশির ভাগ সময়ই আমার কেটে গেলো ওপরতলায় যাওয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে করতে, আর ওই সময় রুবি মঞ্চে মনমরা হয়ে বসে আছেন, পুলিশম্যানের লেকচার শুনছিলেন, পুলিশ বক্তব্য দিচ্ছিলেন বাবা মায়ের শৃঙ্খলার প্রয়োজনয়ীতার ওপর।

মিটিং প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে যাওয়ার পর মার্টি এসে উপস্থিত হলেন।

"কী, খুব জঘন্য লাগছে?"

আমার আসলেই জঘন্য লাগছিলো। পরিষ্কার করার কাজে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন; এরপর আমাকে কফি খেতে নিয়ে গেলেন এবং আমার কতিপয় ভুল তিনি

www.pathagar.com

ধরিয়ে দিলেন। গ্যাংগদের সমস্যা এতই সাধারণ যে লোকজনের মনে এই ব্যাপারটা তেমন একটা আলোড়ন তোলেনি— ইস্যুগুলো অবশ্যই হতে হবে মূর্ত, সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর করা যায় এমন। রুবিকে আরও সতর্কভাবে আমার প্রস্তুত করা উচিত ছিলো এবং চেয়ার দেওয়া উচিত ছিলো আরও অনেক কম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, কমিউনিটির নেতাদের ভালোভাবে জানার জন্য আমার আরও অনেক সময় ব্যয় করতে হতো; শুধু ফ্লায়ার এই বৃষ্টির রাতে লোকজনকে এখানে টেনে আনবে না।

"একটা কথা মনে পড়ে গেলো," চলে যাওয়ার জন্য আমরা যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন তিনি বললেন। "যাই হোক, তুমি যে প্যাস্টারদের সাথে মিটিং করার জন্য দেখা করলে তাদের কী হলো?"

আমি তাঁকে রেভারেন্ড স্মলস-এর কথা বললাম, তিনি হাসতে শুরু করলেন। "যাক ভাগ্যিস আমি তোমার সাথে যাইনি।'"

"ব্যাপারটা আমাকে মোটেও আনন্দ দান করেনি। আপনি কেন আমাকে স্মলস-এর ব্যাপারে সতর্ক করেননি?"

"সতর্ক করেছিলাম"— কারের দরজা খুলতে খুলতে বললেন। "আমি তোমাকে বলেছিলাম যে শিকাগোতে মেরুকরণ হয়েছে, এবং রাজনীতিকরা এই মেরুকরণ থেকে নানান সুযোগ নিচ্ছেন। স্মলসও তাই, সে একজন রাজনীতিক কিন্তু গায়ে কলার পরে থাকে। যাই হোক, এটাই পৃথিবীর শেষ নয়। তোমার খুশি হওয়া উচিত কেননা তুমি বেশ আগেভাগেই উচিত শিক্ষাটা পেয়েছো।"

হ্যাঁ, কিন্তু কোন্ শিক্ষাটা পেলাম? মার্টির গাড়ি চালানো দেখতে দেখতে র‍্যালি হওয়ার সেই দিনটার কথা মনে পড়তে লাগলো : বারবার শপের স্মিটির কণ্ঠস্বর মনে পড়তে লাগলো, মনে পড়ে গেলো স্কুলের অডিটোরিয়ামের সেসব সাদা কালো সারি সারি মুখগুলোকে। ফ্যাক্টরির নির্মনুষ্যীকরণ এবং বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ক মার্টির নিজস্ববোধের কারণে কার্ডিনাল— যিনি দেখতে বেশ ছোটখাটো, বিবর্ণ, রসকষহীন একটা মানুষ, যিনি পরে আছেন কালো রোব্ ও চশমা— মঞ্চের ওপর হাসছিলেন যখন উইল তাকে ভাল্লুকের মতো জড়িয়ে ধরলেন, উইল দারুণ নিশ্চিন্তে আছেন যে তাঁরা পরস্পরকে বুঝতে পেরেছেন।

প্রতিটি চিত্রকল্পেরই আলাদা আলাদা শিক্ষা রয়েছে, প্রতিটি চিত্রকল্পই ব্যাখ্যার দাবী রাখে। যেহেতু চার্চ অনেক সেহেতু বিশ্বাসও অনেক ধরনের। একটা সময় হয়তো ছিলো যখন ওই সব বিশ্বাস এক বিন্দুতে বোধ হয় এসে মিলিত হয়েছিলো— লিঙ্কন মেমোরিয়ালের সামনের সেই সমাবেশ, লাঞ্চ কাউন্টারে সেই ফ্রিডম রাইডারস। কিন্তু সেই সব মুহূর্ত ছিলো অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। চোখ বন্ধ করে আমরা একই কথা মুখে উচ্চারণ করছি, কিন্তু মনে মনে প্রত্যেকে আমরা নিজ নিজ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের স্মৃতির কাছে বন্দি হয়ে আছি, আমরা সবাই নিজ নিজ নির্বোধ ইন্দ্রজালে অনুরক্ত হয়ে আছি।

www.pathagar.com

স্মলস-এর মতো লোক সেটা বুঝেছেন, আমার ধারণা। তিনি এটা বুঝেছেন যে বারবার শপের ওই সব লোকজন নির্বাচনে হ্যারল্ডের বিজয় চাননি— তাদের বিজয় হলো তারা অধিকারসম্পন্ন হয়েছেন। তারা একথা শুনতে চান না যে তাদের সমস্যাগুলো ওই সব চতুর শ্বেতাঙ্গ পৌরমুখ্যদের চেয়ে আরও বেশি জটিল, কিংবা তাদের দায়মোচন অসম্পূর্ণ। মার্টি এবং স্মলস দু'জনই জানেন যে, ধর্মের মতো রাজনীতিতেও, ক্ষমতা নিহিত থাকে নিশ্চয়তার ভেতর এবং একজনের নিশ্চয়তা অন্যের জন্য সবসময়ই হুমকি স্বরূপ।

আমি তখন উপলব্ধি করতে পারলাম, শিকাগোর সাউথ সাইডের শূন্য ম্যাকডোনাল্ড পার্কিং লট-এ দাড়িয়ে উপলব্ধি করলাম যে আমি একজন ধর্মদ্রোহী : কিংবা আরও খারাপ কথা হলো— একজন ধর্মদ্রোহীরও কোনো না কোনো কিছুতে বিশ্বাস থাকে, যদি তার নিজের সন্দেহের সত্যের চাইতে বেশি কিছু না থাকে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

দি অ্যালটগেল্ড গার্ডেনস পাবলিক হাউজিং প্রজেক্টটি শিকাগোর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে বসেছিলো : প্রায় হাজার দুয়েক সারি সারি ইটের তৈরি দোতলা বিল্ডিং, আর্মি গ্রিন রঙের দরজা আর ময়লার আস্তরণে ঢাকা নকল সাটার। ওই এলাকার প্রত্যেকেই অ্যালটগেল্ডকে সংক্ষেপে "দি গার্ডেন্‌স" বলেই ডাকে যদিও ওই নামের আয়রনি বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছিলো, কেননা বাগান শব্দটা মনে যে স্মৃতি জাগিয়ে তোলে তা হলো সতেজ এবং যত্নশীল একটা ব্যাপার— বাগান হলো এক পবিত্র পৃথিবী।

সত্যিই, প্রজেক্টের দক্ষিণে কুঞ্জবন অবশ্য একটা ছিলো আর ক্যালুমেট নদীটাও বয়ে চলেছে দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিম দিকে, যেখানে গেলে আপনি হয়তো দেখতে পাবেন, কেউ হয়তো খুব আয়েশি ভঙ্গীতে নদীর গভীর কালো জলে ছিপ ফেলছে। কিন্তু ওই পানিতে যেসব মাছ সাঁতরে বেড়ায় ওগুলোর রঙ সবসময়ই কেমন যেন অদ্ভুত, চোখে ছানি পড়া, কানকুয়ার পেছনে দলা দলা পিণ্ড। লোকজন অনেক সময় বাধ্য হয়েই এসব মাছ খেয়ে থাকে।

পূর্বদিকে, এক্সপ্রেসওয়ের অন্যদিকে, হ্রদ ক্যালুমেট ল্যান্ডফিল্ড, মিডওয়েস্টের ভেতর সর্ববৃহৎ।

উত্তরে, ঠিক রাস্তার ওপারেই, মেট্রোপলিটান স্যানিটারি ডিস্ট্রিক্ট সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। অ্যালটগেল্ডের লোকজন তাকালেই ওই প্ল্যান্ট কিংবা মাইলব্যাপি উন্মুক্ত একটা ভাটি দেখতে পায়; ওটা হলো সাম্প্রতিককালের বিউটিফিকেশন প্রচেষ্টার একটা অংশ বিশেষ, ফ্যাসিলিটির সামনে ওই জেলা এক লম্বা মাটির দেয়াল দিয়ে রেখেছে, ছোট ছোট গাছের চারা খুব তাড়াহুড়ো করে যত্রতত্র লাগিয়ে রাখা, মাসের পর মাস ওই সব গাছের বেড়ে ওঠার কোনো খবর নেই, ঠিক টাক মাথাওয়ালা মানুষের চুল যেমন আর বেড়ে ওঠে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যাই করুক দুর্গন্ধ আর লুকিয়ে রাখতে পারে না— ভারি, পচা গলা দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধের তীব্রতা নির্ভর করে

www.pathagar.com

তাপমাত্রা ও বাতাস কোন দিকে প্রবাহিত তার ওপর। এমনকি জানালা যত এঁটেই বন্ধ করা হোক না কেন গন্ধ ভেতরে ঢুকবেই।

পুঁতি গন্ধময়, বিষাক্ত, শূন্য-জনমানবহীন একটা ল্যান্ডস্কেপ। কয়েক বর্গমাইলের এই অ্যালটগেল্ড প্রায় একশত বছর ধরে কারখানার একটা উচ্ছিষ্ট হয়ে আছে, ভালো বেতনের চাকরির মূল্য এটা। যে চাকরি এখন তাদের আর নেই, এবং সেসব লোকজনও সেখান থেকে চলে গেছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই ওটা এখন একটা আবর্জনার স্তূপ।

এই আবর্জনার স্তূপই এখন দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গদের বাসস্থান। অ্যালটগেল্ড তার নির্জনতার জন্য খুবই চমৎকার একটা জায়গা হতে পারতো, কিন্তু শহরের নানাবিধ প্রজেক্টের অংশিদার এই অ্যালটগেল্ড, যা খুবই স্বাভাবিক : সংস্কারকরা স্বপ্ন দেখেন দরিদ্রদের জন্য এখানে চমৎকার একটা আবাসস্থল গড়ে তুলবেন; এখানে রাজনীতি চলে শ্বেতাঙ্গ নেইবারহুড থেকে দূরে কোথাও এরকম আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার এবং চলে শ্রমিক পরিবারদের ওখানে বসবাসে বাধা প্রদান। শিকাগো হাউজিং অথরিটির ব্যবহার—পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকে সিএইচএ; আর থাকে নানান অব্যবস্থাপনা ও অবহেলা। তবুও শিকাগোর হাইরাইজ প্রজেক্টের মতো অতটা খারাপ অবস্থা অ্যালটগেল্ডের নয়, রবার্ট টেইলরস আর ক্যাবরিনি গ্রিনস্-এ গেলে দেখা যাবে কালির মতো কালো স্টেয়ারওয়েল, প্রস্রাবের দাগ ভরা লবি. আর এলোপাতাড়ি শুটিং। অ্যালটগেল্ডের ভোগ দখলের হার শতকরা নব্বই ভাগেই স্থিতিশীল রয়েছে; আর যদি আপনি অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে যান তাহলে বেশির ভাগ সময়ই দেখতে পাবেন ভেতরে সাজগোছের একটা হালকা পরশ লেগে আছে—খাটের ওপর নকশা করা চাদর বেছানো, দেয়ালে ঝুলে আছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমুদ্র সৈকতের দৃশ্যসংবলিত পুরোনো ক্যালেন্ডার—যা একটা বাড়ির একঘেয়েমির বহিঃপ্রকাশ।

তবুও মনে হয় গার্ডেনের সব কিছুই যেন অনন্তকালের জন্য মেরামতহীন অবস্থায় রয়ে গেছে। ছাদ ভেঙে পড়ছে, পাইপ ফেটে গেছে। টয়লেটগুলো ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে, কর্দমাক্ত টায়ার ট্র্যাক ছোট্ট বাদামি লনগুলোতে কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিয়েছে— আর টায়ারগুলোও ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র— কোনোটা ভাঙা, কোনোটা কাত হয়ে আছে আবার কোনোটা অর্ধেক মাটিতে পুঁতে আছে। সিএইচএ-এর রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ খুব শিগগিরই এসব মেরামত করা হবে এরকম ভান করাও বাদ দিয়েছে। ফলে অ্যালটগেল্ডের অধিকাংশ শিশুরাই বড় হচ্ছে বাগান না দেখে দেখে। যেসব শিশু শুধু এটাই দেখতে পায় যে সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে, তখন তারা দ্রুত বখে যাওয়ার ভেতর এক ধরনের আনন্দ পায়।

ওয়ানথার্টিফার্স্ট অ্যালটগেল্ড-এ ঢুকে পড়লাম এবং আওয়ার লেডি অব দি গার্ডেন চার্চ-এর সামনে গিয়ে থামলাম। ওখানে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করার কথা, তাদের সাথে সংগঠনের নানান সমস্যা নিয়ে কথা বলতে

www.pathagar.com

হবে এবং কিভাবে সব কিছু আবার ঠিকঠাকভাবে চালানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে। কিন্তু যখনই গাড়ির ইঞ্জিন থামিয়ে আমার ব্রিফকেসের দিকে হাত বাড়ালাম তখন হঠাৎ করেই কী যেন একটা আমাকে থামিয়ে দিলো। সম্ভবত শ্বাসরুদ্ধকর ওই ধূসর আকাশের দৃশ্য আমাকে ওভাবে থমকে দিলো। আমি চোখ বন্ধ করে কারের সিটে হেলান দিয়ে থাকলাম, মনে হচ্ছে আমি এখন কোনো এক ডুবন্ত জাহাজের ভেতর।

ওই জঘন্য পুলিশ মিটিং-এর প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, আর সবকিছুই কেমন তালগোল পাকিয়ে আছে। কোনো কুচকাওয়াজ নেই, কোনো অবস্থান-বিক্ষোভ নেই, নেই কোনো মুক্তির গান। আছে ধারাবাহিক ভুল বোঝাবুঝি আর এলোমেলো আচরণ, ক্লান্তিকর একঘেয়েমি আর মানসিক চাপ। আমাদের মূল ভিত্তিতেই কিছুটা সমস্যা হয়ে আছে, যে সমস্যাটা—অন্তত শহরে অতটা প্রকট ছিলো না : আটটি ক্যাথলিক প্যারিশ* বিভিন্ন নেইবারহুডগুলোতে চলে গেছে, ওখানে সব সমাবেশ হয় কালোদের নিয়ে কিন্তু নেতৃত্বে থাকেন শ্বেতাঙ্গ পুরোহিতরা। এই পুরোহিতরা হলেন বিচ্ছিন্ন মানুষ, তাদের বেশির ভাগই পুলিশ কিংবা আইরিশ বংশোদ্ভূত, যাজক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তারা প্রবেশ করেছিলেন ষাটের দশকে, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো দরিদ্রদের সহায়তা করবেন এবং বর্ণবৈষম্যবাদের ক্ষত সারিয়ে তুলবেন কিন্তু তাদের ভেতর তাদের মিশনারি পূর্বপুরুষদের সেই উদ্দীপনার যথেষ্ট অভাব ছিলো; তারা অবশ্য একটু বেশিই দয়ালু, হয়তো মানুষ হিসেবে আরও ভালো, কিন্তু সেই সাথে আধুনিক হিসেবে একটু নরম প্রকৃতিরও ছিলেন। তারা দেখেছেন যে ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কিত এবং বন্ধুত্বের মনোভাব সম্পর্কিত যে নসিহত তারা করেন সেই নসিহত ছত্রভঙ্গ শ্বেতাঙ্গদের পদতলে দলিত। নতুন কাউকে নিয়োগ প্রদানে তাদের যে প্রচেষ্টা, যে প্রচেষ্টাকে কালো মুখগুলো সন্দেহের চোখে দেখে—বিশেষ করে বাপটিস্ট, মেথোডিস্ট, পেনটিকোস্টাল—চার্চগুলো ঘিরে ওদেরই প্রাধান্য বেশি। মার্টি তাদের বুঝিয়েছেন যে সংগঠন এসব বিচ্ছিন্নতাকে রোধ করতে পারে, সংগঠন শুধু নেইবারহুডগুলোর অবক্ষয়ই রোধ করবেনা এটা তাদের নিজস্ব প্যারিশগুলোকেও শক্তিশালী করে তুলবে এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা এক সময় খুব দুর্বল অবস্থায় ছিলো এবং যে সময় তাদের সাথে আমার দেখা তার আগেই তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে বসে আছেন।

"সত্যি বলতে কী," একজন পুরোহিত আমাকে বললেন, "আমাদের এখানকার অধিকাংশই বদলি হওয়ার চেষ্টায় আছে। আমার এখানে থাকার একমাত্র কারণ হলো আমার এই জায়গায় কেউ বদলি হয়ে আসতে চায় না।"

---

* প্যারিশ (Parish) : কাউন্টি বা জেলার অন্তর্গত যাজকীয় বিভাগ– যার নিজস্ব গির্জা ও যাজক আছে।

www.pathagar.com

অযাজকীয় সাধারণ মানুষদের মনোবলের অবস্থা আরও শোচনীয়, বিশেষ করে যে তিন কৃষ্ণাঙ্গ রমণীর সাথে র‍্যালিতে আমার দেখা হয়েছিলো, অ্যানজেলা, শিরলে ও মোনা। এই তিনজন বেশ প্রাণবন্ত রমণী; দারুণ রসবোধ সম্পন্ন— তারা তাদের স্বামীদের সাহায্য ছাড়াই তাদের পুত্র-কন্যাদের লালন পালন করে যাচ্ছে, নানান ধরনের পার্ট টাইম চাকরি আর ছোটখাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, গার্ল স্কাউট ট্রুপ সংগঠিত করছে, ফ্যাশন শোর আয়োজন করছে, বাচ্চাদের প্যারেডের জন্য সামার ক্যাম্পের আয়োজন করছে। যেহেতু ওই তিনজনের কেউই অ্যালটগেল্ডে বসবাস করেনা— প্রজেক্টের ঠিক পশ্চিমে তিনজনেরই ছোটখাটো বাড়ি রয়েছে— সেহেতু আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম যে তারা এখন যা করছে এ কাজে কোন জিনিসটা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলো। প্রশ্ন শেষ করার আগেই তিনজন একসাথে চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালো।

"দেখো, দেখো,' অ্যানজেলা শিরলেকে বললো, মোনা মুখ টিপে হাসতে শুরু করলো। "বারাক তোমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে।" আর শিরলে বললো, "বারাক, আমরা হলাম মাঝবয়সী একদল মহিলা, আমাদের সময় কাটানোর মতো ভালো কিছু নেই। কিন্তু" শিরলে তার একটা হাত তার হাড্ডিসার নিতম্বের ওপর রাখলো আরেক হাত দিয়ে সিনেমার তারকার মতো ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে ছিলো— "যদি মি. রাইটের সাথে কখনো দেখা মেলে, তাহলে দেখবে, এলটগেল্ডকে গুড-বাই জানিয়ে দিয়েছি, হ্যালো মনটে কারলো!"

সাম্প্রতিককালে এরকম ঠাট্টাসুলভ কথাবার্তা আমি তাদের কাছে কখনও শুনিনি। তাদের কাছ থেকে অভিযোগ ছাড়া অন্য কিছুই শোনা যায় না। তাদের অভিযোগ হচ্ছে মার্টি অ্যালটগেল্ডকে মোটেও কেয়ার করে না। মার্টি খুব অহংকারী, মার্টি তাদের একটা কথাও শোনে না, এসব।

অধিকাংশেরই অভিযোগ হলো ওই নতুন জব্ ব্যাংক নিয়ে, যার কথা আমরা র‍্যালির ওই সংগীতমুখর রাত্রে ঘোষণা করেছিলাম, কিন্তু ওই ঘোষণা শেষ পর্যন্ত একটা কোন্দলে পরিণত হয়েছিলো। মার্টি এটার পরিকল্পনা করেছিলেন, শহরতলির বাইরের একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই প্রকল্প চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো—এটা ছিলো দক্ষতার একটা প্রশ্ন, মার্টি বলেছিলেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার যেহেতু আছে সেহেতু তাদেরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যেদিন থেকে শুরু হওয়ার কথা তার দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এই প্রকল্প থেকে কেউ কোনো চাকরি পায়নি। কম্পিউটারগুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ করেনি; ডাটা-এন্ট্রিতে ভুলের মহামারী; লোকজনকে এমন সব চাকরির ইন্টারভিউ-এর জন্য পাঠানো হয়েছিলো যে সব চাকরির আসলে কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। মার্টি ভয়ানক ক্রুদ্ধ, অন্তত সপ্তাহে একদিন হলেও তিনি চলে যান বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এর জবাব নেয়ার ভীষণ চেষ্টা করেছেন কিন্তু মনে মনে কঠোর গালিগালাজ ছাড়া তিনি আর কিছুই করতে পারেননি, কর্তৃপক্ষ এসবের চেয়ে পরের বছরের ফান্ডিং

www.pathagar.com

নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন। কিন্তু অ্যালটগেল্ডের মহিলাদের মার্টির এই হতাশার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। তারা সবাই যা জানে তা হলো এই পাঁচলক্ষ ইউএস ডলার অন্য কোথাও চলে গেছে, আর যেখানেই যাক অন্তত তাদের নেইবারহুডে আসেনি। তাদের ধারণা, এই জব ব্যাংককে মার্টি একটা গোপন এজেন্ডার কাজে ব্যবহার করেছে মাত্র, যেভাবেই হোক ওই প্রতিশ্রুত চাকরি কেবল সাদারাই পাবে। "মার্টি শুধু নিজের দিকটাই দেখলো," বিড়বিড় করে তারা এই ক্ষোভ উচ্চারণ করে।

আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এই সংঘাতের মধ্যস্থতা করতে, বর্ণবৈষম্যবাদের অভিযোগের হাত থেকে মার্টিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, তাঁকে পরামর্শ দিয়েছি আরও বেশি কৌশলী হতে। মার্টি আমাকে বললেন যে আমি অযথা সময় নষ্ট করছি। তাঁর মতে অ্যানজেলা এবং এই শহরের অন্য নেতাদের গা জ্বালাপোড়া করার একমাত্র কারণ হলো আমি তাদেরকে এই প্রোগ্রাম চালানোর দায়িত্ব দেইনি। "এটাই এখানকার অজস্র তথাকথিত সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করে ফেলছে। তারা সরকারের কাছ থেকে টাকা নেয়া শুরু করে, বড় বড় অকর্মণ্য স্টাফদের নিয়োগ প্রদান করে। তারপর খুব শিগগিরই বড় ধরনের পৃষ্ঠপোষক সেজে বসে, মক্কেলদের সেবায় নিয়োজিত হয়ে পড়ে। নেতাদের নয়। মক্কেল, মক্কেলদের সেবা করে।" কথাগুলো বলার সময় এমনভাবে থু করলেন যেন কথাগুলো ভীষণ নোংরা কোনো কিছু। "জেসাস, এসব ভাবতে গেলেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।" এরপর, আমার চেহারায় তখনও অসন্তোষের ছাপ দেখে বললেন, "তুমি যদি এই কাজ করতে যাও, বারাক। তাহলে লোকজন তোমাকে পছন্দ করছে কি না এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো বাদ দিতে হবে। ওরা সাধারণত কাউকে পছন্দ করে না।"

পৃষ্ঠপোষকতা, রাজনীতি, আহতবোধ, বর্ণবৈষম্যমূলক শোক দুঃখ এসব কিছুই মার্টির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, এসব তার বৃহৎ লক্ষ্যের জন্য বাধাস্বরূপ, মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দূষণস্বরূপ। তিনি তখনও চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন ইউনিয়নকে কাছে টানার, তাদের তিনি বোঝানো চেষ্টা করছিলেন যে তারা এখানে এসে আমাদের শূন্যস্থান পূরণ করে জাহাজটিকে তীরে ভিড়িয়ে দিতে পারে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে একদিন, তিনি আমাকে এবং অ্যানজেলাকে এলটিভি স্টিলের ইউনিয়নের সাথে অনুষ্ঠিতব্য এক মিটিং এ তাঁর সাথে থাকতে বললেন। এই মিটিংয়ের আয়োজন করতে মার্টির প্রায় মাসখানেক লেগে গিয়েছিলো, এবং সেই দিনটায় তিনি ভীষণ তেজোদ্দীপ্ত ছিলেন," কোম্পানি ইউনিয়ন এবং সাংগঠনিক প্রচারণার নতুন উদ্যোগ নিয়ে ভীষণ উৎসাহের সাথে কথা বলে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক এক প্রেসিডেন্ট—তরুণ এবং সুদর্শন আইরিশ যিনি সম্প্রতি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন—রসকষহীন বলিষ্ঠ গড়নের দু'জন কৃষ্ণাঙ্গকে সাথে নিয়ে হলে প্রবেশ করলেন, কৃষ্ণাঙ্গের একজন হলেন ইউনিয়ন কোষাধ্যক্ষ, আরেকজন হলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। পরিচয় পর্ব শেষ হলে আমরা সবাই বসে পড়লাম এবং মার্টি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। কর্পোরেশন স্টিল

www.pathagar.com

নির্মাণ ব্যবসা থেকে সরে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তিনি বললেন, এবং মজুরির কনসেশন যন্ত্রণাকে আরও দীর্ঘায়িত করবে শুধু। ইউনিয়ন যদি চাকরি সংরক্ষণ করতে চায় তাহলে ইউনিয়নকে নতুন এবং কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। চার্চগুলোর সঙ্গে বসতে হবে এবং শ্রমিক নিয়োগের জন্য একটা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। ট্রানজিশন চলাকালীন কনসেশনারি ইউটিলিটি এবং ট্যাক্সের হার নিয়ে সিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসতে হবে। ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য চাপের মধ্যে রাখতে হবে যেন প্লান্টকে আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তোলার জন্য নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা যায়।

তাঁর এই স্বগতোক্তিতে ইউনিয়ন অফিসিয়াল তাঁদের চেয়ারে অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বসলেন। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন এবং মার্টিকে বললেন যে তার এই আইডিয়া বেশ প্রশংসার দাবিদার এবং এটা আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন কিন্তু এই মুহূর্তে ইউনিয়ন যে বিষয়টার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তা হলো ম্যানেজমেন্ট অফার নিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক কী সিদ্ধান্ত হতে পারে। এরপর পার্কিংলটে এসে দেখলাম মার্টি পুরোদমে হতভম্ব।

"তারা কোনো আগ্রহই দেখালো না", উনি আমাকে বললেন।

মার্টির জন্য আমার বেশ খারাপই লাগল। আরও বেশি খারাপ লাগলো অ্যানজেলার জন্য। পুরো মিটিং-এ সে একটা কথাও বলেনি, কিন্তু ইউনিয়ন পার্কিং লট থেকে যখনই গাড়ি বের করে তাকে বাড়িতে রেখে আসবো বলে স্টার্ট দিলাম তখন সে আমার দিকে ফিরে বলল, "মার্টির একটা কথা আমি ঠিক বুঝলাম না।"

তখন আমার ধারণা মার্টি যে পরিকল্পনা করার চেষ্টা করেছিল তার জটিলতা আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং তাঁর ভুল হিসাব-নিকাশের গভীরতাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। মার্টির উপস্থাপনার খুব বেশি কিছু যে অ্যানজেলার মনোযোগ এড়িয়ে গেছে তা কিন্তু নয়, আমরা যখন কথা চালিয়ে যেতে থাকলাম তখন মনে হলো মার্টির প্রস্তাবনা সম্পর্কে আমি যেমনটা বুঝেছি অ্যানজেলা আপাতত তা-ই বুঝেছে। কিন্তু না, তার মন্তব্যের মূল অর্থ হলো : তার নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী এলটিভি প্ল্যান্ট চালু রাখার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ইউনিয়নকে সাথে নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালালে হয়তো অল্পকিছু কৃষ্ণাঙ্গের উপকার হবে যারা প্ল্যান্টে এখনও চাকরি করছে; কিন্তু এটা যারা দীর্ঘকাল ধরে বেকার অবস্থায় রয়েছে তাদের ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেনা। যেসব শ্রমিকের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে জব্ ব্যাংক তাদের কিছুটা উপকার হয়তো করতে পারবে; কিন্তু স্কুল থেকে ঝরে পড়া কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর-কিশোরীদের কিভাবে পড়তে হয় কিংবা কিভাবে গণনা করতে হয় তা শেখাতে পারবে না।

অন্য কথায়, কালোদের জন্য ব্যাপারটা ছিলো ভিন্ন রকমের। বর্তমানেও কালোদের জন্য ব্যাপারটা অন্যরকম ঠিক পূর্বে অ্যানজেলার পিতামহ-মাতামহদের ক্ষেত্রে যেমনটা ছিলো, যাদের ইউনিয়ন করা নিষিদ্ধ ছিলো, তারপর স্ক্যাব (শ্রমিক সঙ্ঘে কিংবা ধর্মঘটে

www.pathagar.com

যে শ্রমিক যোগ দিতে চায় না) হিসেবে সামান্য ঝগড়া-ঝাটি করতো; তার পিতা-মাতার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যারা ভালো সুযোগ সুবিধার চাকরি থেকে বঞ্চিত ছিলো, মার্টি ভীষণ আগ্রহী ছিলো শহরতলির দালাল, সুন্দর স্যুট পরে থাকা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকারদের সাথে লড়াই করতে, মার্টি চেয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক অতীতের এইসব পার্থক্য দূর হয়ে যাক। কিন্তু অ্যানজেলার মতো কোনো একজনের জন্য, অতীতটাই হলো বর্তমান; তার অতীত তার জগৎকে এমন এক শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, যা ওই সব শ্রেণী সংহতির ধারণার চেয়েও অনেক অনেক বেশি বাস্তব। তার অতীত ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় যে কেন অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ শহরতলিতে যেতে পারত না। যদিও যাওয়ার সব পথই খোলা ছিলো, কেন কৃষ্ণাঙ্গরা আমেরিকান স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারে না। তার অতীত থেকেই বোঝা যায় কেন কৃষ্ণাঙ্গ নেইবারহুডে বেকারত্বের ছড়াছড়ি, কেন বেকারত্ব অমন দীর্ঘকাল ধরে চেপে আছে, কেন ওরা অমন বেপরোয়া; এবং যারা কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গদের একই রকমভাবে দেখতে চায় তাদের প্রতি অ্যানজেলা কেন অমন ধৈর্যহীন।

তার অতীত ব্যাখ্যা করে অ্যালটগেল্ডকে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম : দুটো বেজে দশ মিনিট। এখন সঙ্গীতের মুখোমুখি হওয়ার সময়। গাড়ি থেকে নেমে চার্চের ডোরবেল বাজালাম। অ্যানজেলা দরজা খুললো, সে আমাকে একটা কক্ষে নিয়ে প্রবেশ করলো, ওখানে অন্য নেতারা অপেক্ষা করছিলেন : শিরলে, মোনা, উইল এবং মেরি, কালো চুলের শ্বেতাঙ্গ রমণী যিনি সেইন্ট ক্যাথেরিন'স্-এ শিক্ষকতা করেন। দেরি করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলাম এবং আমার জন্য এক কাপ কফি ঢেলে নিলাম।

"তাহলে", উইন্ডোসিলে বসতে বসতে আমি বললাম।

"সবার এমন গোমড়া মুখ কেন?"

"আমরা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।"

"কে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে?"

অ্যানজেলা কাঁধ ঝাঁকালো, "আমি, আমিই ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য কারও কথা আমি বলতে পারব না।"

আমি রুমের চার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অন্য নেতারা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কোনো জুরি অপ্রিয় রায় ঘোষণার সময় যেভাবে চোখ ফিরিয়ে নেন।

"অ্যাই অ্যাম সরি, বারাক," অ্যানজেলা বলতেই থাকলো। "তোমার এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। সত্যি বলতে কী, আমরা ক্লান্ত। এর পেছনে আমরা প্রায় দু'বছর ধরে লেগে আছি, এবং আমরা এখানে কিছুই করে দেখাতে পারিনি।"

"আমি তোমার হতাশার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, অ্যানজেলা। আমরা সবাই কম বেশি একটু হতাশ। কিন্তু তোমার এখানে আরও বেশি সময় দেয়া প্রয়োজন। আমাদের—"

www.pathagar.com

"আমাদের বেশি সময় নেই," শিরলে রাগে ফেটে পড়লো। "আমরা আমাদের লোকজনদের শুধু শুধু প্রতিশ্রুতির উপর রাখতে পারি না, প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমাদের এই এখন কিছু একটা প্রয়োজন।"

কফির কাপ হাতে নিয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, কি বলা যায় ভাবতে শুরু করলাম। মাথায় নানান কথা ঘুরপাক খেতে লাগলো, এবং হঠাৎ করে আমার ভয় ধরে গেল। ভয় শেষ পর্যন্ত ক্ষোভে পরিণত হলো। প্রথম রাগটা ধরলো মার্টির ওপর কারণ সে আমাকে শিকাগোতে আসতে বলেছে। রাগ ধরলো অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাদের ওপর। নিজের ওপরও ভীষণ রাগ হলো, কারণ আমার বিশ্বাস ছিলো এদের ভেতর আমি একটা সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারবো। হঠাৎ করে আমার ফ্র্যাঙ্কের কথা মনে পড়লো, হাওয়াই থাকতে সেই রাতে ফ্র্যাঙ্ক আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। টুট একটা কালো লোক দেখে ভয় পাওয়ার পর ফ্রাঙ্ক সেই কথাটা বলেছিলেন।

এরকমই হয়, তিনি বলেছিলেন। তোমার বরং এর সাথে খাপখাইয়ে নেয়াই ভালো।

বিরক্তিকর একটা মেজাজ নিয়ে জানালার বাইরে তাকালাম, দেখলাম একদল অল্পবয়সী ছেলে রাস্তার ওধারে জটলা পাকিয়েছে। পরিত্যক্ত একটা অ্যাপার্টমেন্টের জানালায় পাথর ছুড়ছে। তাদের শিরোবস্ত্রে একেকটাকে খুদে সন্ন্যাসীর মতো মনে হচ্ছে। তাদের একজন এসে অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় আড়াআড়িভাবে পেরেক দিয়ে লাগানো আলগা প্লাইউড ধরে টানাটানি করতে লাগল, তারপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, বাদবাকি সবাই খিল খিল করে হাসতে লাগলো। আমার মনে হলো ওদের দলে ভিড়ে যাই, মনে হলো সমস্ত মৃত ল্যান্ডস্ক্যাপটাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করি। তা না করে আমি অ্যানজেলার দিকে ঘুরে তাকালাম।

"আচ্ছা আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করি।" জানালার বাইরে ইঙ্গিত করে বললাম।

"তোমার কী মনে হয়? ওই ছেলেরা বাইরে কী করছে?"

"বারাক..."

"না, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি মাত্র। তুমি বলছ যে তুমি ক্লান্ত, একইভাবে এখানকার প্রত্যেকটা মানুষই ক্লান্ত। সেজন্যই আমি বোঝার চেষ্টা করছি ওই ছেলেগুলোর হয়েছেটা কী। আর কে-ই বা নিশ্চিত করে বলতে পারে যে তাদের শুরুটা চমৎকার? পৌরমুখ্য বলতে পারে? সমাজকর্মীরা বলতে পারে? ওই দঙ্গল বলতে পারে?"

আমি দেখলাম যে আমার গলা চড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি আর চড়তে দিলাম না। "আমার চাকরি দরকার সে কারণে আমি এখানে আসিনি। আমি এখানে এসেছি এজন্য যে মার্টি আমাকে বলেছিলো যে এখানকার কিছু লোকজন তাদের নেইবারহুডে পরিবর্তন আনার জন্য ভীষণ আন্তরিক। অতীতে কী হয়েছে না হয়েছে সেটা আমার দেখার দরকার নেই। আমি জানি যে আমি এখানে এসেছি এবং

www.pathagar.com

তোমাদের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনায় বসবো। তোমরা যদি মনে করো যে আমার সাথে কাজ করার পর তেমন কিছুই হচ্ছে না, তাহলে আমিই প্রথম বলবো যে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা যদি সবাই মিলে পরিকল্পনা করে থাকো যে তোমরা চাকরি ছেড়ে দেবে তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতে হবে।"

এ পর্যন্ত বলে থেমে গেলাম, ওদের মুখগুলো পড়ার চেষ্টা করলাম। আমার হঠাৎ ফেটে পড়া দেখে ওরা বিস্মিত, যদিও আমার মতো বিস্মিত কেউই হয়নি। আমি জানি আমি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত; আমি তাদের কারুরই ঘনিষ্ঠ কেউ নয়, সুতরাং আমার উদ্যোগের যে উল্টো ফলাফল হবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। ওই মুহূর্তে আমার অন্য কিছুই করার ছিলো না। বাইরে ছেলেগুলো রাস্তার ওপর চলে গেছে। শেরলি উঠে তার জন্য কফি আনতে গেল। মনে হয় প্রায় মিনিট দশেক পর আমরা আবার কথা বলা শুরু করলাম।

"তোমরা কি মনে করো আমি ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয় এই পুরনো ঝামেলা নিয়ে আমরা অনেক কথাবার্তা বলেছি। মার্টি জানেন যে আমাদের সমস্যা আছে। আর সে জন্যই তিনি বারাককে নিয়োগ দিয়েছেন। ঠিক কি না, বারাক?"

আমি খুব সতর্কভাবে মাথা নাড়ালাম।

"এখানকার অবস্থা এখনও খারাপ। কোনো কিছুরই উন্নতি হয়নি। সুতরাং আমি যা জানতে চাচ্ছি, "উইল আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "তা হলো আমরা এখানে থেকে করবোটা কী।"

আমি তাকে সত্যি কথাটাই বললাম। "আমি জানিনা উইল, তুমিই বলো।"

উইল হেসে ফেললো এবং আমার মনে হলো আপাতত এই ধাক্কা সামাল দেয়া গেছে। অ্যানজেলা আরও কয়েক মাস সময় দিতে রাজি হলো। অ্যালটগেল্ডের ব্যাপারে আমি আরও বেশি মনোযোগী হতে রাজি হলাম। আমরা পরবর্তী আধাঘণ্টা নানান কৌশল এবং অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা বললাম। বের হওয়ার সময় মোনা এসে আমার হাত ধরলো।

"মিটিংটা তুমি বেশ ভালোই সামলালে। মনে হয় তুমি কী করতে চাও তুমি তা জানো।"

"না, মোনা। আমার কোনো ক্লু জানা নেই।"

সে হাসলো। "ঠিক আছে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি কাউকে বলব না।"

"আমি ওটার প্রশংসা করি, মোনা। আমি নিশ্চিত যে আমি ওটার প্রশংসা করি।"

সেদিন সন্ধ্যায় আমি মার্টিকে ফোন করে ঘটনার কিছু অংশ তাকে বললাম। তিনি মোটেও অবাক হলেন না : শহরতলির অনেক চার্চেই লোকজন চাকরি ছেড়ে দেয়া

www.pathagar.com

শুরু করেছে। তিনি অ্যালটগেল্ডের চাকরির অগ্রসরতা নিয়ে কিছু পরামর্শ দিলেন, তারপর তিনি আমার সাক্ষাৎকার ঠিকঠাক চালিয়ে যাওয়ায় জন্য উপদেশ দিলেন।

"তোমার কিছু নতুন নেতা খোঁজার দরকার পড়বে, বারাক, মানে আমি বলতে চাচ্ছি, উইল খুবই ভয়ংকর একটা মানুষ, কিন্তু তুমি কি সংগঠন ধরে রাখার জন্য আসলেই তার ওপর ভরসা করতে চাও?" আমি মার্টির কথা বুঝতে পেরেছি। আমি উইলকে যতটা পছন্দ করি, আমি তার সমর্থনকে যতই প্রশংসা করি না কেন, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তার কিছু কিছু আইডিয়া আসলেই খামখেয়ালিপনা। সে সারাদিন কাজের শেষে গাঁজা খেতে পছন্দ করে। ("ঈশ্বর যদি চাইতেন যে আমরা ওই বস্তু না খাই তাহলে ওই বস্তু তিনি এই পৃথিবীতে রাখতেন না")। কোনো মিটিং যদি তার কাছে একঘেয়েমি লাগে তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। যখনই তার চার্চের কোনো সদস্যের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই তখনই সে ওই সদস্যের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দেয়, তাদের ভুল বাইবেল পঠনের জন্য, লন ফার্টিলাইজার পছন্দ করার জন্য কিংবা ইনকাম ট্যাক্সের নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে (তার মতে আয়কর বিল অব্ রাইটস লঙ্ঘন করে, এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবেই সে ট্যাক্স পরিশোধ করতে চায় না)

"তুমি যদি লোকজনের কথা আরেকটু বেশি শোনো," একবার আমি তাকে বলেছিলাম। "তাহলে তারা আরও বেশি সাড়া প্রদান করবে।" উইল মাথা ঝাঁকিয়েছিলো। "আমি শুনি, আর সেটাই তো সমস্যা। তারা যা কিছু বলে সবই ভুল।"

এখন, অ্যালটগেল্ডের মিটিং-এর পর উইলের মাথায় নতুন আইডিয়া এসেছে। "সেইন্ট ক্যাথেরিন'স্-এর ভেতরের মিশ্র নিগ্রোরা কখনই কিছু করবে না।" সে বললো। "আমরা যদি কিছু করতে চাই, আমাদের সেটাকে রাস্তায় নিয়ে যেতে হবে।" সে একটা জিনিস নির্দেশ করে দেখালো যে যারা সেইন্ট ক্যাথরিন'স্-এর কাছাকাছি বসবাস করে তাদের অধিকাংশ কর্মহীন এবং তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছে; এইসব লোকজনেরই আমাদের উচিত লক্ষ্যদল বানানো, সে বললো। কারণ একটা বিদেশি চার্চ কর্তৃক আয়োজিত একটা মিটিং-এ যেতে তারা স্বস্তিবোধ নাও করতে পারে। আমরা ওয়েস্ট পুলম্যানের স্ট্রিট কর্ণারে ধারাবাহিক মিটিং-এর আয়োজন করতে পারি, নিরপেক্ষ একটা জায়গায় আমরা তাদের জমায়েত করতে পারি।

প্রথম প্রথম তার কথায় আমার সন্দেহ হয়েছিলো, কিন্তু আমি যেহেতু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে কাউকে অনুৎসাহিত করতে অনিচ্ছুক সেহেতু আমি উইল ও মার্টিকে একটা ফ্লায়ার প্রস্তুত করতে সহায়তা করলাম, যেসব ব্লক চার্চের সবচেয়ে নিকটবর্তী সেসব ব্লকে ওগুলো বিলি করার জন্য। সপ্তাহখানেক পর, আমরা তিনজন শরৎকালের শেষের দিকের ঝড়ো বাতাসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। প্রথম প্রথম রাস্তা ফাঁকাই থাকলো, সারি সারি ইটের বাংলো বাড়িগুলোর ছায়া নেমে আসতে থাকলো। এর পর একজন একজন কিংবা দু'জন দু'জন করে আসতে শুরু করলো, মহিলারা কেশজাল পরে, পুরুষেরা ফ্লানেলশার্ট কিংবা বাতাসের হাত থেকে

www.pathagar.com

রেহাই পাওয়ার জন্য আঁটো জামা পরে, মচমচে সোনালি পাতা মাড়াতে মাড়াতে চলে আসতে শুরু করলো, ক্রমেই লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, যখন লোকসংখ্যা বিশজনের মতো হলো, তখন উইল তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝালে যে সেইন্ট ক্যাথেরিন হলো বৃহৎ সাংগাঠনিক প্রচেষ্টার একটা অংশ এবং "আমরা চাই আপনারা রান্নাঘরে বসে যেসব অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন সেগুলো আপনাদের প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করুন।"

"ঠিক বলেছেন, আমি বলব যে, এটাই এখন ঠিক সময়," একজন মহিলা বললেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে লোকজন খানাখন্দ ও পয়ঃপ্রণালী নিয়ে কথাবার্তা বললো, স্বাক্ষর শেষে পার্কিংলট ছেড়ে চলে গেলো। তখন বিকেল গড়িয়ে গোধূলি লগ্ন, উইল ঘোষণা করলো যে পরের মাসের শুরুর দিকে আমরা সেইন্ট ক্যাথেরিন'স বেজমেন্টে এই মিটিংয়ের আয়োজন করবো। হাঁটতে হাঁটতে চার্চের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম লোকজন তখনও আমাদের পিছে পিছে, মিয়ম্রান আলোয় তাদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। উইল আমার দিকে ঘুরে স্মিত হেসে বললো।

"দেখো, বলেছিলাম না।"

আমরা রাস্তার মোড়ের এই মিটিং তিন, চার এবং পাঁচ নম্বর ব্লকে অব্যাহত রাখলাম—উইল পাদ্রির কলার এবং শিকাগো কাব্‌স জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে মিটিংয়ের মধ্যমণি হয়ে গেলো, মেরি তার স্বাক্ষরের কাগজপত্র নিয়ে লোকজনের ভেতর ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। আমরা যখন মিটিংটাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলাম তখন প্রায় ত্রিশজনের মতো লোকজন ছিলো, ওরা এক কাপ কফি খাওয়া ছাড়াও আরও বেশি কিছু করতে প্রস্তুত।

এরকম একটা মিটিং শুরু হওয়ায় বেশ আগে আমি মেরিকে চার্চ হলে একা পেয়েছিলাম, সে কফি তৈরি করছিলো। সান্ধ্যকালীন এজেন্ডা একটা বুচার পেপারে খুব পরিচ্ছন্নভাবে প্রিন্ট করে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিলো; সমস্ত চেয়ার সাজানো হয়েছে। মেরি চিনি আর ক্রিমার নেয়ার জন্য কাপবোর্ড খুঁজতে খুঁজতে আমাকে হাত নেড়ে ইশারা করলো এবং বললো উইল একটু দেরিই করছে।

"কোনো সাহায্য লাগবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম,

"তুমি কি ওগুলোর নাগাল পাবে?"

আমি শেল্‌ফের মাথা থেকে চিনি নামালাম।" আর কিছু?"

"না, আমার মনে হয় সব কিছু ঠিকঠাক।"

আমি বসে বসে মেরির কাপ সাজানো দেখতে থাকলাম। মেরিকে চেনা খুব কঠিন। মেরি খুব বেশি কথা বলতে পছন্দ করে না, নিজের সম্পর্কেও না, তার অতীত সম্পর্কেও না। আমার জানা মতে সে এই শহরের একমাত্র শ্বেতাঙ্গ যে আমাদের সাথে কাজ করছে, ওয়েস্ট পুলম্যানে যেসব শ্বেতাঙ্গরা এখনও রয়ে গেছে আমার মনে হয় সে তাদের প্রতি পাঁচজনের একজন। আমি জানি তার দুটো মেয়ে

www.pathagar.com

আছে, একজনের বয়স দশ এবং আরেকজনের বারো; ছোটটা প্রতিবন্ধী, তার হাঁটাচলায় সমস্যা এবং তার প্রতিদিন থেরাপির প্রয়োজন পড়ে।

এবং আমি জানি মেয়েদের বাবা অনুপস্থিত, যদিও মেরি কখনই তার কথা উল্লেখ করে না। কয়েক মাসে তার সম্পর্কে খুব সামান্য জানতে পেরেছি, সে একটা ছোট্ট ইন্ডিয়ানা টাউনে বড় হয়েছে, একটা বড় শ্রমিক শ্রেণীর আইরিশ পরিবারের অংশ। যেভাবেই হোক ওখানে তার সাথে এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের দেখা হয়েছিলো; তারা গোপনে ডেট করতো এবং গোপনে বিয়ে করেছিলো : তার পরিবার তার সাথে সম্পর্ক চুকে ফেলে, এবং এই নব দম্পতি চলে যায় ওয়েস্ট পুলম্যান-এ, ওখানে তারা ছোট্ট একটা বাড়ি কেনে। তারপর লোকটি চলে যায়। মেরি তখন এই অচেনা পৃথিবীতে নিজেকে সম্পূর্ণ দিশেহারা অবস্থায় দেখতে পায়; সঙ্গে থাকে শুধু ওই বাড়িটি আর বাদামি রঙের দুই কন্যা, সে তার পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে যেতেও অক্ষম।

মাঝে মধ্যে আমি মেরির বাড়ির সামনে তাকে শুধু হ্যালো বলার জন্য থামতাম, আমার মনে হতো এতে তার নিঃসঙ্গতা হয়তোবা কিছুটা কেটে যাবে, আমার মা আর মেরিকে একই সারিতে ফেলা যায়; মেরির কন্যাদের এবং আমাকেও একই সারিতে ফেলা যায়। চমৎকার মিষ্টি চেহারার মেয়ে দুটোর জীবনযাপন আমার চেয়েও জটিল; তাদের নানা-নানি তাদের উপেক্ষা করে, স্কুলে কৃষ্ণাঙ্গ ক্লাসমেটরা তাদের উত্যক্ত করে, তাদের চার পাশে বিষাক্ত বাতাস। এমন নয় যে এই পরিবারের কোনো অবলম্বন নেই; মেরির স্বামী চলে যাওয়ার পর, তার প্রতিবেশীরা তার জন্য এবং তার কন্যাদের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে, বাড়ির ফুটো ছাদ মেরামতে সাহায্য করেছে, বারবিকিউ পার্টি কিংবা বার্থ ডে পার্টিতে তাদের নিমন্ত্রণ করেছে, মেরির প্রত্যেকটা ভালো কাজকে তারা প্রশংসা করেছে। তবুও প্রতিবেশীদেরও এই পরিবারকে এক বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিলো, মেরি যে সব মহিলার সাথে বন্ধুত্বে গড়ে তুলেছিলো তাদের সাথে তার ভেতর এক অব্যক্ত দেয়াল ছিলো— বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে। তার একমাত্র খাঁটি ও অকৃত্রিম বন্ধু হলো তার দুই কন্যা— এবং এখন উইল, উইল নিজের পতনের কারণে এবং উদ্ভট সব বিশ্বাসের কারণেই মেরির সাথে তার নানান ব্যক্তিগত আলাপ চলে।

মিটিং-এর জন্য যা কিছু করার ছিলো সব কাজ সেরে মেরি একটু বসলো, আমি আমার জন্য শেষবারের মতো কিছু নোট টুকে নিচ্ছিলাম, মেরি বসে বসে সেটাই দেখছিলো।

"তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলে তুমি কি কিছু মনে করবে, বারাক?"

"না, বলো।"

"তুমি এখানে কেন? মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই কাজে কেন এসেছে?"

"গ্লামারের জন্য।"

"না, আমি সিরিয়াস। তুমি নিজেই বলেছিলে যে তোমার এই চাকরি করার দরকার ছিলো না। আর তুমি খুব একটা ধার্মিকও নও, তাই নয় কি?"

www.pathagar.com

"হুম...।"

"তাহলে তুমি কেন এই চাকরি করো? আমি আর উইল এই চাকরি করি কারণ এটা আমাদের বিশ্বাসের একটা অংশ। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে, আমি জানি না— "

ঠিক এই মুহূর্তে দরজা খুলে গেলো এবং মি. গ্রিন ভেতরে ঢুকলেন। মি. গ্রিন এক বয়োবৃদ্ধমানুষ, গায়ে শিকারির জ্যাকেট চাপিয়েছেন; মাথায় একটা ক্যাপ যার ইয়ার ফ্ল্যাপগুলো চিবুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে।

"কেমন আছেন, মি. গ্রিন।"

"ফাইন, জাস্ট ফাইন। গেটিং চিলি...।"

একটু পরেই রুমে ঢুকলেন মিসেস টার্নার ও মি. আলবার্ট তারপর গ্রুপের বাদবাকি সবাই। সবাই অগ্রিম শীত ঠেকাতে সেভাবেই সেজেগুজে এসেছেন। প্রত্যেকের কোটের বোতাম খোলা, সবাই নিজ নিজ কফি বানিয়ে খাচ্ছেন, এবং গুনগুন স্বরে যার যার মতো কথা বলতে শুরু করলেন, রুম প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত রুমে প্রবেশ করলো উইল, কাট-অফ্ জিন্স আর লাল টিশার্ট গায়ে, টিশার্টের ওপর লেখা "ডিকন উইল", সে প্রবেশ করেছিলো রুমের সামনে দিয়ে, মিসেস জেফরিকে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলে সে মিটিং শুরু করলো। সবাই যখন কথা বলছিলো তখন আমি নিজের জন্য কিছু নোট টুকে রাখছিলাম। আলোচনা যখন অন্যদিকে মোড় নেয়া শুরু করছে কেবল তখনই একটু আধটু কথা বলেছি— আমার ধারণা মিটিং ইতিমধ্যেই টেনে-হিঁচড়ে অনেক লম্বা হয়ে গেছে— ঘণ্টাখানেক পর বেশ কজন উঠে চলে গেলো— বিশেষ করে এজেন্ডার ভেতর উইল যখন নতুন আইটেম সংযোজন করলো।

"মিটিং মুলতবি করার আগে," উইল ঘোষণা দিলো। "আমি চাই আমরা যেন একটা জিনিস চেষ্টা করে দেখি। এখানে এই সংগঠন হলো চার্চভিত্তিক, তার মানে হলো আমরা যত মিটিং করি তার কিছু অংশ আমাদের নিজেদের জন্য আর কিছু অংশ ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গকৃত, আমাদের সম্পর্ক পরস্পরের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে। সুতরাং আমি চাই আমরা সবাই শুধু একটা মিনিট চিন্তা করে দেখি যে আমরা আজ রাতে এখানে কেন এসেছি, আপনাদের কিছু ভাবনা কিংবা অনুভূতির কথা বলতে পারেন যা আপনারা কাউকে বলতে পারেননি, এবং আমি চাইবো আপনারা আপনাদের সেই ভাবনা কিংবা অনুভূতি গ্রুপের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন।"

তারপর উইল বেশ কয়েক মিনিট নীরবতা পালন করলো। "আপনারা কেউ আপনাদের অনুভূতির কথা বলতে চান?" সে কথাটা বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলো।

লোকজন টেবিলের দিকে অস্বস্তি নিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো।

"ঠিক আছে" উইল বললো। "এই মুহূর্তে আমার মনের অনুভূতি আমি আপনাদের বলতে চাই। বড় ধরণের কোনো কথা নয়— শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ আর কী। আপনারা জানেন আমাদের লোকজন ধনী নয় কিংবা কিছুই নয়। আমরা

www.pathagar.com

বসবাস করি অ্যালটগেল্ডের বাইরে। কিন্তু আমি যখন আমার ছেলেবেলার কথা ভাবি, তখন সত্যিই কিছু সুন্দর সময়ের কথা আমার মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে আমার লোকজনের সঙ্গে আমি যেতাম ব্ল্যাকবার্ন জঙ্গলে বুনো বেরি তোলার জন্য। মনে পড়ে আমার ইয়ার দোস্তদের সাথে ফলের ফাঁকা বাক্স দিয়ে রোলার স্কেট বানাতাম এবং পার্কিং লট-এ গিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতাম। আমার মনে পড়ে স্কুলে থাকতে আমরা যেতাম ফিল্ডট্রিপে, এবং ছুটির দিন পার্কে হলিডে মিটিং হতো, সবাই সেখানে আসতো এবং কেউই ভয় পেতো না এবং গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরম পড়লে সবাই মিলে উঠোনে এসে একসঙ্গে ঘুমাতাম। এরকম আরও দারুণ দারুণ স্মৃতি রয়েছে আমার... মনে হতো আমি যেন সবসময় হাসি মুখে থাকতাম, এবং সব সময় আমরা হাসাহাসি করতাম— " উইল হঠাৎ করে থেমে গেলো এবং মাথাটা নিচু করলো। আমি ভাবলাম সে মনে হয়ে হাঁচি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু সে যখন মাথাটা উঁচু করলো তখন দেখলাম তার চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। সে ভাঙা ভাঙা গলা নিয়ে বলতেই থাকলো, "এবং আপনারা জানেন এই আশেপাশের ছেলেমেয়েদের আমি এখন আর হাসতে দেখি না। আপনি ওদের দিকে তাকান, ওদের সাথে কথা বলেন... মনে হবে ওরা সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকে, কী যেন কিছু একটা নিয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ থাকে। আস্থা অর্জন করা যায় এমন কিছুই তারা খুঁজে পায় না। তারা তাদের পিতা-মাতার ওপর আস্থা রাখতে পারে না। ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এরকমটা হওয়ার কথা নয়... শিশুরা এখন আর হাসছে না।"

সে আবারও থেমে পড়লো, প্যান্টের পেছন পকেট থেকে রুমাল বের করে তার নাকটা ঝেড়ে নিলো। এরপর, এই বড় মানুষের কান্নায় যেন অন্যদের হৃদয় গলে গেলো, রুমের অনেকেই খুব ভাবগাম্ভীর্যসহকারে নিজ নিজ স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। তারা ছোট্ট সাউদার্ন টাউনে তাদের পুরনো দিনকাল নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলো : মোড়ের দোকানে সবাই ভিড় জমাতো সেদিনের খবরাখবর শোনার জন্য কিংবা মহিলাদের মুদিখানার জিনিসপত্র হাতে ধরে তাদের সাহায্য করতো, প্রাপ্তবয়স্করা কিভাবে একজন আরেকজনের বাচ্চাদের দেখাশোনা করতো ("অন্যায় করে পার পাওয়া যেতোনা, কারণ সারা ব্লক জুড়ে তোমার মায়ের চোখ কান খোলা") মানুষের এরকম ঔচিত্যবোধে এমন একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠত ফলে টিঁকে থাকা অনেক সহজ ছিলো। তাদের কণ্ঠে কোনো নষ্টালজিয়া ছিলো না, ছিলো কিছু বিশেষ বিশেষ স্মৃতি : কিন্তু তারা যে সব স্মৃতিচারণ করছিলো সেগুলো খুবই স্পষ্ট এবং সত্য, মনে হচ্ছিলো সম্মিলিতভাবে সবাই কিছু একটা হারিয়েছে। এক ধরনের প্রত্যক্ষদর্শিতার অনুভব, হতাশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুভব রুমের সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো, এবং সর্বশেষ ব্যক্তি যখন কথা বললেন, তখন কথাটা বাতাসে স্থির হয়ে ভেসে থাকলো, অনড় এবং স্পষ্টত বোধগম্য। তারপর আমরা সবাই হাতে হাত

www.pathagar.com

রাখলাম, মি. গ্রিনের মোটা, কঠিন ত্বকের হাত আমার বাম হাতে, মিসেস টার্নারের হালকা এবং পেপারের মতো হাত আমার ডান হাতে এবং সবাই মিলে সফলতা অর্জনের সাহস সঞ্চয়ের জন্য প্রার্থনা করলাম।

আমি উইল ও মেরিকে চেয়ারে ফিরে যেতে সাহায্য করলাম, কফি পটগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে দিলাম, দরজা বন্ধ করে দিলাম, বাতি নিভিয়ে দিলাম। বাইরে রাত বেশ ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার। আমি আমার কলার খুলে ফেললাম এবং মিটিংটার দ্রুত মূল্যায়ন করে ফেললাম, সময়টা উইলের দেখা প্রয়োজন; সিটি সার্ভিসের ইস্যুটা আমাদের গবেষণা করে দেখতে হবে, পরবর্তী মিটিংয়ের আগেই এবং যারা যারা এসেছিলো তাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার আগেই। আমার চেকলিস্ট করা হয়ে গেলে আমি উইলের কাঁধে একটা হাত রাখলাম।

"শেষের দিকের রিফ্লেকশনটা বেশ শক্তিশালী ছিলো, উইল।"

উইল মেরির দিকে তাকালো এবং দু'জনই হেসে ফেললো। "আমরা লক্ষ্য করেছি গ্রুপের সাথে তুমি কোনো কিছুই শেয়ার করোনি।"— মেরি বললো।

"সংগঠকদের চুপচাপ থাকাই ভালো।"

"কে বললো?"

"আমার অরগানাইজার হ্যান্ডবুকে লেখা আছে। চলো মেরি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

উইল তার বাইকে চড়ে আমাদের গুডবাই জানিয়ে বিদায় নিলো, আমি আর মেরি চার ব্লক দূরত্বে গাড়ি চালিয়ে তার বাসায় পৌঁছলাম। আমি তাকে বাড়ির দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে এলাম এবং প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে ঝুঁকে জানালার কাচ নামানোর আগেই দেখলাম সে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে।

"এই, মেরি।"

সে ফিরে এসে নিচু হয়ে আমার জানালা দিয়ে তাকালো। "তুমি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলে। যে আমি কেন এসব করি। আজকের রাতের মিটিংয়ের সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে। মানে... আমি মনে করি না যে আমাদের প্রত্যেকের কারণগুলো আলাদা রকমের।"

সে মাথা ঝাঁকালো এবং তার কন্যাদের কাছে চলে গেলো।

সপ্তাহখানে পর, আমি অ্যালটগেল্ড থেকে ফিরে আসছিলাম, আমার ছোট্ট কারে অ্যানজেলা, মোনা এবং শিরলেকে নেয়ার চেষ্টা করলাম। মোনা কারের পেছনে বসে কার নিয়ে অভিযোগ করা শুরু করলো।

"এটা আবার কী ধরনের কার?" সে জিজ্ঞেস করলো, শিরলে তার শিটে নড়েচড়ে বসলো। "এটা বানানো হয়েছে হাড্ডিসার পুচকে মেয়েদের জন্য, বারাক যাদের সাথে আউটিং-এ যায়।"

"আমরা আবার কাদের সাথে দেখা করছি?"

www.pathagar.com

আমি তিনটে মিটিংয়ের শিডিউল করেছি, আমার আশা ছিলো এতে একটা জব্ স্ট্র্যাটেজি খুঁজে পাবো। বর্তমানে অন্তত একটা নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং বুম আমাদের নাগালের বাইরে : উৎপাদনকারী শিল্পসংস্থাগুলো ঝকঝকে শহরতলির করিডোরগুলো বেছে নিয়েছে। এমনকি গান্ধি নিজে এলেও তাদের খুব শিঘ্রী অ্যালটগেল্ডের ধারে কাছেও নিয়ে আসতে পারবেন না। অন্যদিকে, অর্থনীতির একটা অংশ রয়ে গেছে যাকে বলা চলে আঞ্চলিক অর্থনীতি, আমার মতে, এটা হলো দ্বিতীয় স্তরের কনজিউমার ইকোনোমি— দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, থিয়েটার ও এবং নানান সার্ভিস— আবার শহরের অন্য অঞ্চলে ইনকিউবেটরের মতো নগর জীবনের ফাংশন অব্যাহত রয়েছে। যেখানে পরিবারগুলো তাদের সেভিংস বিনিয়োগ করতে পারে, কিংবা কোনো ব্যবসা শুরু করতে পারে, ওখানে এন্ট্রিলেভেলের চাকরিও পাওয়া যেতে পারে; এসব জায়গায় অর্থনীতি অনেকটা মানবিক, লোকজনের বোধগম্যতার জন্য বেশ স্বচ্ছ একটা অর্থনীতি।

ওই অঞ্চলের শপিং ডিস্ট্রিক্ট-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী হলো রোজল্যান্ড, যার কারণে আমরা মিশিগান এভেন্যুর ওই বাস রুটটাই অনুসরণ করলাম, পরচুলার দোকান, মদের স্টোর, কাপড় চোপড়ের ডিসকাউন্ট স্টোর, পিৎসার দোকান পেরিয়ে একটা দোতলা ওয়্যারহাউস এর সামনে গিয়ে থামলাম। ভারী এক লোহার দরজার ভেতর দিয়ে ওই ভবনে প্রবেশ করলাম, সরু এক সেট সিঁড়ি বেয়ে নিচের বেজমেন্টে প্রবেশ করলাম, এখানে আসবাবপত্রে ভর্তি হয়ে আছে। ছোট্ট একটা অফিসে এক হালকা পাতলা, মুখে ছাগুলে দাড়ি, মাথায় স্কালক্যাপ, যেখান থেকে বিশাল বিশাল দুটো কান বেরিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

"কোনো দরকারে এসেছেন?"

আমি তাকে বললাম আমরা কে এবং আমরাই ফোনে তার সাথে কথা বলেছিলাম। "ওহ্, হ্যাঁ, হ্যাঁ।" ডেস্কের আরেক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালাকৃতির দু'জন লোককে তিনি চোখ ইশারা করতেই লোক দুটো মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। "শোনেন, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ— আমার বেশ তাড়া আছে। আমি রফিক আল শাবাজ।"

"আমি আপনাকে চিনি," শিরলে বললো, আমরা রফিকের সঙ্গে হাত মেলালাম। সে আমাদের জানালো যে সে রোজল্যান্ড ইউনিটি কোয়ালিশনের একজন প্রেসিডেন্ট, এটা একটা সংগঠন যার কাজ হলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরে মেয়র ওয়াশিংটনকে নির্বাচনে জয়লাভ করতে সহায়তা করা। যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের চার্চগুলো স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিভাবে সহায়তা করতে পারে, সে আমাদের হাতে একটা লিফলেট ধরিয়ে দিলো, লিফলেটে আরব স্টোরগুলোকে দোষারোপ করা হয়েছে যে ওরা খারাপ মাংস বিক্রি করে। "এটাই এখানকার আসল সমস্যা," রফিক বললো, "লোকজন সব বাইরে থেকে এখানে এসে দেদারছে টাকা কামাচ্ছে

www.pathagar.com

আবার ওরাই আমাদের ভাইবোনদের অসম্মান করছে। মূলত আপনি এখানে দেখবেন যে কোরিয়ান আর আরবরাই স্টোরগুলো চালাচ্ছে। বেশির ভাগ ভবনেরই মালিক হচ্ছে ইহুদি। এখন আমরা স্বল্পমেয়াদি একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি, এখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের স্বার্থ দেখাশোনা করার জন্য, বুঝতে পেরেছেন। যখন আমরা শুনি যে কোনো কোরিয়ান কাস্টমারের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে মামলা করি। আমরা যে ব্যাপারটার ওপর জোর দিচ্ছি তা হলো ওরা আমাদের সম্মান দেখাবে এবং কমিউনিটিতে অবদান রাখবে, আমাদের প্রকল্পে অর্থায়ন করবে।

"স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প হচ্ছে, এই এলাকাগুলো..." রফিক দেয়ালে ঝোলানো রোজল্যান্ডের একটা মানচিত্র দেখিয়ে দিয়ে বলল, কিছু কিছু জায়গা লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করা– "আর দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হলো এসব এলাকা। এসব কিছুই মালিকানাবিষয়ক। এই এলাকার জন্য একটা ব্যাপক পরিকল্পনা। কালোদের ব্যবসা বাণিজ্য, কমিউনিটি সেন্টার– । কিছু কিছু সম্পত্তি নিয়ে আমরা সাদাদের সাথে ইতিমধ্যেই নিগোশিয়েট করতে শুরু করেছি যেন তারা ওগুলো আমাদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে। সুতরাং আপনাদের সবার যদি চাকরির ব্যাপারে আগ্রহ থাকে তাহলে আপনারা এই পরিকল্পনার বার্তা আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এখন আমরা যে সমস্যার ভেতর আছি তা হলো রোজল্যান্ডের লোকজনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছি না। কালোরা প্রতিরোধ তো করেই না বরং ওরা সাদাদের অনুসরণ করে। কিন্তু দেখেন, সাদারা কিন্তু নির্বোধ নয়। তারা এখন শুধু অপেক্ষা করে আছে আমরা কখন শহরের বাইরে চলে যাবো যেনো তারা ফিরে আসতে পারে, কারণ তারা খুব ভালো করেই জানে আমরা এখন যে সব সম্পত্তিতে বসবাস করছি ওগুলোর মূল্য কত, এগুলো তাদের কাছে টাকশালের মতো।"

বিশাল মোটাসোটা এক লোক রফিকের ঘরে ঢুকতেই রফিক দাঁড়িয়ে পড়লো। "আমার এখন যেতে হবে," খুব তাড়াহুড়া করে সে বললো। "কিন্তু আমরা আবারও কথা বলবো।" সে আমাদের সবার সাথে হ্যান্ডসেক করে চলে গেলো, তারপর তার সহকারী আমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

"মনে হয় তুমি তাকে চেনো, শিরলে," ভবনের বাইরে এসে শিরলেকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"হ্যাঁ, এরকম সুন্দর নাম ধারণ করার আগে তার একটা সরল নাম ছিলো– ওয়ালি থমপ্‌সন। সে তার নাম বদলে রাখতে পেরেছে ঠিকই কিন্তু সে তার কান দুটো লুকিয়ে রাখতে পারে নি। সে অ্যালটগেল্ডে বড় হয়েছে– সত্যি কথা হলো সে আর উইল স্কুলে একসাথে পড়েছে। মুসলিম হওয়ার আগে ওয়ালি সর্বোচ্চ স্তরের একজন গুণ্ডা ছিলো।"

"গুণ্ডা সবসময় গুণ্ডাই থাকে।" অ্যানজেলা বললো। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিলো স্থানীয় চেম্বার অব্ কমার্স-এ, বন্ধকী দ্রব্যের দোকানের মতো দেখতে একটা

www.pathagar.com

ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত এই চেম্বার অব্ কমার্স। ভেতরে গোলগাল চেহারার এক কালো মানুষ বাক্স প্যাকিং করা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।

"আমরা মি. ফস্টারকে খুঁজছিলাম," লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমিই ফস্টার," তিনি মাথা উঁচু না করেই বললেন।

"আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনি চেম্বারের প্রেসিডেন্ট।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো, আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম। এই গত সপ্তাহেই আমি পদত্যাগ করেছি।"

তিনি আমাদের তিনটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন এবং কাজ করতে করতেই কথা বলতে থাকলেন। তিনি আমাদের জানালেন যে তিনি একটা স্টেশনারি দোকানের মালিক, প্রায় পনেরো বছর ধরে তিনি রাস্তায় ওই দোকান নিয়ে আছেন, গত পাঁচবছর ধরে তিনি চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করার জন্য যথাসাধ্য করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন। "কোরিয়ানদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ কিন্তু তুমি আমার মুখ থেকে শোনোনি।" দরজার পাশে কয়েকটা বাক্স রাখতে রাখতে বললেন। "শুধু তারাই চেম্বারে পাওনা টাকা পরিশোধ করেছে। তারা ব্যবসা বোঝে, কারণ ব্যবসার মানে হলো কো-অপারেট করা। তারা টাকাও কামাচ্ছে। একজন আরেকজনকে লোন্ দিচ্ছে। আমরা কিন্তু তা করি না। এই আশপাশে, আমরা যত কালো ব্যবসায়ী আছি সবাই এক ঝুড়ি বুনো আপেলের মতো।" তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে ভ্রু মুছে নিলেন। "আমি ঠিক জানি না, তবে তোমরা আমাদের এরকমটা হওয়ার জন্য দোষারোপ করে থাকবে। ওই সব বছরগুলোতে আমরা কোনো সুযোগ পাইনি, আমাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এ ব্যাপারটাও তোমাদের ভাবতে হবে। ত্রিশ বছর আগে ইতালিয়ান ও ইহুদিদের অবস্থাও আমাদের মতো অতটা খারাপ ছিলো না। বর্তমানে আমার মতো ছোটখাটো স্টোরের মালিককেও বড় বড় চেইনের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। কোরিয়ানদের মতো না হলে তুমি যুদ্ধে হেরে যাবে—দিনে ষোলো ঘণ্টা করে সপ্তাহে সাত দিন খাটতে হবে। মানুষ হিসেবে আমরা অবশ্য তা করতে চাই না। আমার ধারণা আমরা এত দিন যা কাজ করেছি তার কোনো ফলাফল নেই, আমাদের ভাবটা এমন যে কোনো রকম বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পিঠ বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমাদের বাচ্চাদের আমরা তো সেটাই বলে থাকি। আমি বলতে পারি না যে আমি আলাদা রকমের মানুষ। আমি আমার নিজের ছেলেদের বলি যে তোমরা আমার এই ব্যবসায় এসোনা। আমি চাই তারা কোনো বড় কোম্পানিতে গিয়ে চাকরি করে সুখে থাক...।"

আমরা চলে আসার আগে অ্যানজেলা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো অ্যালটগেল্ডের তরুণ-তরুণীদের পার্ট-টাইম কর্মের ব্যবস্থা করে দেয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না? মি. ফস্টার অ্যানজেলার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে অ্যানজেলা একটা উন্মাদ পাগলি।

www.pathagar.com

"এখানকার প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী দিনে ত্রিশটা করে আবেদন পত্র পায়" তিনি বললেন। "প্রাপ্তবয়স্ক, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, অভিজ্ঞ কর্মী সবাই যে কাজ পাবে সেটাই করতে চায়। আমি দুঃখিত।"

আমরা হেঁটে হেঁটে কারের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, আমরা ছোট্ট একটা পোশাকের দোকানের পাশ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম, দোকানটা সস্তা কাপড় চোপড়ে ভরা, উজ্জ্বল রঙের সুয়েটার, দুটো অনেক পুরনো সাদা ম্যানিকিনকে কালো রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছে। দোকানের ভেতর ম্লান আলো, কিন্তু পেছন দিকে আমি একজন কোরিয়ান রমণীকে দেখতে পেলাম, হাত দিয়ে সেলাই করছেন আর পাশে তার শিশুটি ঘুমাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেলো, সেই ইন্দোনেশিয়ার মার্কেটের কথা মনে পড়ে গেলো : হকার, মুচি, সুপারি চাবানো বৃদ্ধা মহিলা ঝাড়ু দিয়ে ফলের ওপর থেকে মাছি তাড়াচ্ছেন। আমার কাছে ওই ধরনের বাজারগুলোকে সবসময়ই প্রকৃতির বিন্যাসের একটা অবধারিত ব্যাপার বলে মনে হয়। এখন যদিও আমি অ্যালটগেল্ড এবং রোজল্যান্ড নিয়ে ভাবি, রফিক ও মি. ফস্টারকে নিয়ে ভাবি, তবুও আমি দেখেছি ডিজাকার্তার বাজারগুলোতে থাকতো ঠুনকো, অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। যেসব লোকজন ওগুলো বিক্রি করতো তারা হয়তো দরিদ্র ছিলো, কিংবা অ্যালটগেল্ডের লোকজনের চেয়ে আরও বেশি দরিদ্র ছিলো। তারা প্রতিদিন পিঠে করে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের খড়িকাঠ বহন করে নিয়ে যেতো, তারা খেতো খুব সামান্য, মারা যেতো অল্প বয়সেই। দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবনযাপনে এক ধরনের বোধগম্য বিন্যাস ছিলো, দালাল এবং ট্রেডিং রুটের ভেতর এক চমৎকার বুনন ছিলো, ঘুষ দেয়া এবং চেয়ে চেয়ে দেখার একটা প্রথা তৈরি হয়েছিলো, একটা প্রজন্মের অভ্যাস দরাদরি, হইচই আর ধুলোর ভেতর প্রতিদিন ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতো।

এ ধরনের সামঞ্জস্যতার অভাবেই অ্যালটগেল্ডের মতো একটা জায়গা অমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে; আমি মনে মনে ভাবলাম; এটা হলো সেই বিন্যাসের অভাব যা রফিক এবং মি. গ্রিনকে গড়ে তুলেছে। একটা সংস্কৃতি যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তখন ওটাকে কিভাবে আমরা সেলাই করে জোড়া লাগাতে পারি? আর জোড়া লাগাতেই বা এই ডলারের দেশে কত দিন লাগবে?

আমার সন্দেহ একটা সংস্কৃতির জট খুলতে যতখানি সময় লাগবে তার চেয়েও বেশি সময় লাগবে জোড়া লাগাতে। আমি ইন্দোনেশিয়ান শ্রমিকদের কথা কল্পনা করতে শুরু করলাম, যারা এখন একদা ক্যালুমেট নদীর তীরে গড়ে ওঠা কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে, দিনমজুর হিসেবে ওরা ওখানে যোগ দিয়েছে— রেডিও, কাপড়ের জুতা ওইসব জোড়া লাগিয়ে বিক্রি করছে মিশিগান এভিন্যুতে। দশ-বিশ বছর আগেকার সেই একই ইন্দোনেশিয়ান শ্রমিকদের কথা আমি কল্পনা করতে লাগলাম, এই বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে যখনই নতুন প্রযুক্তি কিংবা কম মজুরির শ্রমিকের উদ্ভব হতো তখনই ইন্দোনেশিয়ার ওই সব কারখানা বন্ধ হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে জিনিসটা তারা আবিষ্কার করতো তা হলো তাদের ওই বাজারগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো; তারা ভুলে যেতো কিভাবে নিজের ঝুড়ি বুনন করতে হয়, কিভাবে নিজের আসবাবপত্র খোদায় করতে হয় কিভাবে নিজেদের খাদ্য উৎপন্ন করতে হয়; তাদের এসব কারুকর্ম স্মরণে থাকলেও, যে জঙ্গল তাদের কাঠ সরবরাহ করবে তা এখন কাঠ ব্যবসায়ীদের দখলে। যে ঝুড়ি তারা এক সময় ব্যবহার করতো তার জায়গা এখন দখল করে আছে আকর্ষণীয় সব প্লাস্টিক। ফ্যাক্টরিগুলোর তীব্র অস্তিত্ব, কাঠ ব্যবসায়ীর জঙ্গল দখল, প্লাস্টিকের পণ্য উৎপাদন তাদের সংস্কৃতিকে সেকেলে বানিয়ে ফেলেছে; কঠোর পরিশ্রমের এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের মূল্য বিশ্বাসের একটা বিশেষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে যে পদ্ধতিতে আবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মাইগ্রেশন, নগরায়ন আর আমদানিকৃত পুনঃপ্রচারিত টিভি অনুষ্ঠান। তাদের কেউ কেউ অবশ্য এই নতুন বিন্যাসে সমৃদ্ধি অর্জন করবে। কেউ কেউ চলে যাবে আমেরিকায়। এবং অন্যান্য লক্ষ লক্ষ মানুষ পড়ে থাকবে ডিজকার্তায়, কিংবা লাগেসে কিংবা ওয়েস্ট ব্যাংকে, তারা আরও গভীর হতাশা নিয়ে নিজ নিজ অ্যালটগেল্ড গড়ে তুলবে।

আমাদের সর্বশেষ মিটিংয়ে আমরা এক গভীর নীরবতায় চলে গিয়েছিলাম, মিটিংটা ছিলো মেয়র অফিস অব ইমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেইনিং কিংবা এম ই টি-এর স্থানীয় শাখা অফিসের প্রশাসকদের সঙ্গে, এই অফিসের কাজ ছিলো সারা শহরের বেকারদের ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য সুপারিশ করা। আমাদের জায়গা খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছিলো— ব্রোডেলিয়াকস ওয়ার্ড-এর ব্যাকস্ট্রিট অ্যালটগেল্ড থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা— এবং আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রশাসক ইতিমধ্যেই ওখান থেকে চলে গেছেন। তাঁর সহকারী বলতে পারলো না যে তিনি কখন ফিরে আসবেন কিন্তু উনি আমাদের হাতে একগাদা ঝকঝকে ব্রুশিয়ার ধরিয়ে দিলেন।

"এখানে এসে কোনো লাভই হলো না।" শিরলে বললো, সে দরজার দিকে যাওয়া শুরু করেছিলো।" আমাদের বাড়িতে থাকলেই ভালো হতো।" মোনা লক্ষ করলো যে আমি অফিসে অযথা বিলম্ব করছি। "ও কী দেখছে?" মোনা অ্যানজেলাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি একটা ব্রুশিয়ারের পেছন দিকটা তাদের দেখালাম। এটাতে শহরে যতগুলো এম ই টি প্রোগ্রাম হয়েছে সেগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা প্রোগ্রামও নাইন্টিফিফথ-এর দক্ষিণে হয়নি।

"এই যে এটা," আমি বললাম।

"কী?"

"এই মাত্র আমরা একটা ইস্যু খুঁজে পেয়েছি।"

আমরা গার্ডেনে ফেরা মাত্রই মিস সিনথিয়া আলভারেজের জন্য একটা ড্রাফট করলাম। এম ই টি-এর সিটি ওয়াইড ডিরেক্টর। দুই সপ্তাহ পর তিনি আমাদের

www.pathagar.com

সাথে গার্ডেনে সাক্ষাৎ করতে রাজি হলেন। আমার যেন পুনরায় ভুল না হয় সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমি আর নেতৃবৃন্দ সবাই কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠলাম : মিটিং-এর জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি, অন্য চার্চগুলোকে ভয়ানক চাপের মধ্যে রাখা যেনো তারা তাদের লোকজন পাঠিয়ে দেয়, একটা সুস্পষ্ট দাবি তৈরি করা— যেমন ফার সাউথ ইস্ট-এ একটা জব্ ইনটেক অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার খোলা যা আমাদের ধারণা এম ই টি দিতে সক্ষম।

দুই সপ্তাহ ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়ার পরও, মিটিংয়ের ওই রাতে দেখলাম আমার পেটের ভেতর তখনও জট পাকিয়ে আছে। ছ'টা পঁয়তাল্লিশে তিন জন লোকের দেখা পাওয়া গেল : এক তরুণী মা, আর ছোট্ট জাম্পারে মোড়া তার ছোট্ট শিশুটি, এক বৃদ্ধা মহিলা যিনি খুব যত্নসহকারে কতগুলো কুকি বিস্কিট একটা ন্যাপকিনে জড়িয়ে তার পার্সের ভেতর রেখে দিয়েছেন, এরপর এলো এক মদ্যপ, যিনি সামান্য টলতে টলতে একেবারে পেছনের সিটে গিয়ে বসলেন।। টিকটিক করে সময় বয়ে চলেছে, আমার আগের বারের সেই শূন্য চেয়ারের দৃশ্য মনে পড়তে লাগলো। মনে পড়লো একেবারে শেষ সময়ে এসে অফিস কর্তৃপক্ষের মত পাল্টানো, হতাশায় চুপসে যাওয়া নেতৃবৃন্দের সেই মুখগুলো— এক নিদারুণ যন্ত্রণা ছিলো তাদের চোখে মুখে।

এরপর সাতটা বাজার দুই মিনিট আগে লোকজন ধীরে ধীরে আসতে শুরু করলো, উইল আর মেরি ওয়েস্ট পুলম্যান থেকে একটা গ্রুপ সাথে করে নিয়ে এসেছে; এরপর শিরলের বাচ্চারা ও নাতনিরা প্রবেশ করলো; ওরাই পুরো একটা চেয়ারের সারি দখল করে ফেললো : এরপর এলো অ্যালটগেল্ডের বাসিন্দারা, যারা অ্যানজেলা কিংবা শিরলের পরিচিত। মিস আলভারেজের দেখা পাওয়ার আগে প্রায় শ'খানেক লোক জড়ো হলো ওই কক্ষে— বিশাল কর্তৃত্বব্যঞ্জক ম্যাক্সিকান— আমেরিকান একজন মহিলা, তাঁর পিছে পিছে স্যুট পরিহিত দু'জন শ্বেতাঙ্গ প্রবেশ করলো।

"মিটিংটা যে এখানেই হবে আমি জানতামও না," আমি শুনতে পেলাম একজন সহকারী আরেকজনকে ফিসফিস করে বললো, যখন ওরা হাঁটতে হাঁটতে দরজা দিয়ে ঢুকছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার কোটটা আমি ধরব কি না? তিনি খুব বিচলিত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন। "না, না... আমি... আমি নিজেই ধরছি, ধন্যবাদ।"

নেতৃবৃন্দ সেদিন সন্ধ্যায় বেশ ভালোই দেখালো। অ্যানজেলা সমাবেত লোকজনদের ইস্যুটা ব্যাখ্যা করে বোঝালো এবং মিস আলভারেজকে বোঝালো যে আমরা তার কাছ থেকে কী আশা করছি। মিস্ আলভারেজ যখন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তখন মোনা তাঁকে হ্যাঁ কিংবা না উত্তর দেয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দিলো। এবং মিস আলভারেজ শেষ পর্যন্ত যখন এম ই টি ইনটেক সেন্টারের প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন হলের সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

শুধু একমাত্র একটু ঝামেলা বাধালো পেছনে বসা সেই মদ্যপ লোকটা, সে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করে দিলো যে তার একটা চাকরি দরকার। শিরলে তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে লোকটার কানে কানে কি যেন বলল তখন লোকটা তার সিটে গিয়ে বসে পড়লো।

"লোকটার কানে কানে তুমি কী বলেছিলে?" আমি পরে শিরলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"ওটা বোঝার মতো তোমার বয়স এখনও হয়নি"। মিটিং শেষ হতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লেগেছিলো– মিস আলভারেজ ও তাঁর সহকারী দু'জন একটা নীল কারে চড়ে চলে গেলেন, এবং লোকজন চলে গেলো মোনা ও অ্যানজেলার সাথে হ্যান্ডশেক করতে। মহিলারা সবাই বেশ খোশমেজাজে আছেন।

"দারুণ দেখালে, বারাক," আমাকে আলিঙ্গন করতে করতে অ্যানজেলা বললো।

"বলেছিলাম না, আমি কিছু একটা করে দেখাবো।"

"হুম, অবশ্যই," মোনা চোখ টিপ দিয়ে বললো।

আমি তাদের বললাম যে আমি দুটো দিন একটু একা একা থাকতে চাই; তারপর বেশ খোশমেজাজ নিয়ে কারের দিকে এগোলাম। আমার দ্বারা হবে, নিজেই নিজেকে বললাম। ঠিক সময়ের মধ্যে এই শহরে যতগুলো মিটিং অরগানাইজ করা হয়েছে সব সেরে ফেলতে হবে। নিজেকেই অভিনন্দন জানিয়ে একটা সিগারেট ধরলাম, মনে মনে কল্পনা করতে লাগলাম এই নেতৃবৃন্দদের সাথে কথা বলে আমরা হ্যারল্ডের সাথে বসবো এবং শহরের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করবো। তারপর কয়েক ফুট দূরে স্ট্রিট লাইটের নিচে ওই মদ্যপ লোকটাকে দেখতে পেলাম, সে টাল খেতে খেতে চক্রাকারে ঘুরছে, নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দেব কি না?

"আমার কোনো সাহায্য দরকার নেই!" সে চিৎকার দিয়ে উঠলো, তারপর নিজেকে সামলে নিলো। "কারও কাছ থেকে আমার সাহায্যের দরকার নেই। শালার যত্তসব চোদনারা... আমাকে উল্টোপাল্টা বোঝানোর চেষ্টা করে...।"

তার কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাকে কিছু বলার আগেই সে ঘুরে রাস্তার মাঝখানে যেতে শুরু করলো তারপর মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

শীত পড়ে গেছে, শহর পরিণত হয়েছে একরঙা ছবিতে— সাদা মাটির ওপর ধূসর আকাশের বিপরীতে কালো কালো গাছপালা, রাত নেমে আসছে মধ্য বিকেলেই, বিশেষ করে তুষারঝড়ের সময়। বিস্তীর্ণ তৃণ অঞ্চলগুলো তুষারপাতের কারণে আকাশ আর মাটিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, আকাশের মেঘে শহরের বাতিগুলোর প্রতিফলন।

এরকম আবহাওয়ায় কাজ করা খুবই কঠিন। কারের ফাঁকফোকর দিয়ে দলা-দলা সাদা পাউডার এসে পড়ছে আমার কলারে আর কোর্টের ওপর। সাক্ষাৎকার নিতে আমি এতই ব্যস্ত যে একটু দাঁড়িয়ে বরফগুলো সরাবো সে সময়টুকুও নেই, বরফ পড়ে রাস্তাগুলো এমন সরু হয়ে গেছে যে পার্ক করার জায়গারও দারুণ অভাব হয়ে পড়ছে— প্রচণ্ড আকারে যখন তুষারপাত পড়ছে তখন পার্কিং করা নিয়ে ঝগড়াঝাটি আর গোলাগুলির নানান গল্প শোনা যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলার মিটিংয়ে লোকজনের উপস্থিতি অনেক কমে গেলো; লোকজন একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ফোন করে বলছে যে তারা আসতে পারবে না, কারণ কারও জ্বর, কারও গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না; আর যারা আসছে তাদেরকেও বিধ্বস্ত এবং হতাশ দেখাচ্ছে। ওই সময় বাড়ি থেকে উত্তরের হ্রদ থেকে ধেয়ে আসা এরকম ঝড়ো বাতাসে গাড়ি চালিয়ে আসার সময় আমার গাড়ি যেন ডিভাইভারের সাথে বারবার ধাক্কা খাচ্ছিলো, আমি মাঝে মধ্যে ভুলে যাচ্ছিলাম আমি এখন কোথায়।

মার্টি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে এই চাকরির পাশাপাশি আমার নিজের জীবন গড়ে তোলার জন্য আরও বেশি সময় দিতে হবে। তার উদ্বেগগুলো ছিলো পেশাগত, তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে বাইরে থেকে কিছু ব্যক্তিগত সাপোর্ট না থাকলে সংগঠনের উন্নতি হয় না এবং সংগঠন খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার এই কথায় কিছু একটা ব্যাপার আছে, কারণ কথাটা সত্যি যে এই চাকরিটা করতে এসে যাদের সাথে আমার দেখা তারা সবাই বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, তাদের

www.pathagar.com

নানান উদ্বিগ্নতা এবং চাহিদার কারণে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়। ছুটির দিন আমার যখন কোনো কাজ থাকতো না তখন আমি ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়তাম, তখন সঙ্গী হতো কেবল বইপত্র।

মার্টির উপদেশকে আমি পাত্তা দিইনি, কারণ সম্ভবত নেতৃবৃন্দ এবং আমার ভেতর যে বন্ধন গড়ে উঠেছিল তা আরও শক্তিশালী হচ্ছিল, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে তারা সাধারণ বন্ধুর চেয়েও আরও বেশি আন্তরিক আচরণ করছে। মিটিং শেষে তাদের কারও সাথে হয়তো চলে যেতাম স্থানীয় কোনো পানশালায়— ওখানে টেলিভিশনে খবর দেখতাম কিংবা পুরোনো আমলের কেচ্ছা-কাহিনী শুনতাম— টেম্পটেশন (প্ররোচনা)-এর গল্প, ও'জেইস-এর গল্প— কর্ণারের জুকবক্স থেকে চাপড় মারার শব্দ আসতো। রবিবারে, আমি নানান চার্চ ঘুরে ঘুরে দেখতাম, এবং মহিলারা কমিউনিআন (খ্রিষ্টান গির্জায় যিশু খ্রিষ্টের শেষ ভোজ উপলক্ষে অনুষ্ঠান) এবং প্রার্থনায় আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। গার্ডেনের এক ক্রিসমাস পার্টিতে অ্যানজেলা, মোনা ও শিরলের সঙ্গে মুক্তোর মতো আলো ছড়ানো একটা গ্লোবের নিচে নেচেছিলাম; তাদের স্বামীদের সাথে চিজ আর মিটবল খেতে খেতে খেলাধুলার গল্পে মেতে উঠতাম; তাদের পুত্রকন্যাদের কলেজ অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে পরামর্শ দিতাম, এবং তাদের যেসব নাতি-নাতনিরা আমার হাঁটুর-ওপর বসতো তাদের সাথে খেলতাম।

এটা ছিলো সেই সময় যখন সংগঠক আর নেতার ভেতরের ঘনিষ্ঠতা আর ক্লান্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো, মার্টির একটা কথা আমি এখন বুঝতে শুরু করেছি, মার্টি একবার আমাকে বলেছিলেন যে আমি যেন মানুষের সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে মেলামেশা শুরু করি। আমার মনে আছে, যেমন উদাহরণ দিয়ে বলি, একদিন বিকেলে মিসেজ ক্রেনশ'-এর রান্নাঘরে বসে, পোড়া কুকিজ চাবাচ্ছিলাম, তাঁর ওখানে গেলেই তিনি জোর করে আমাকে ওগুলো খাওয়াতেন। যে কথাটা তাকে বলতে গিয়েছিলাম তা বলতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং কী বলব সেটাও মনে করতে পারছিলাম না, যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মনে পড়েছিল, খুব ভালো মতো চিন্তা করে নিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কেনো এখনও পিটি-এ-তে অংশগ্রহণ করেন, কারণ তাঁর ছেলে-মেয়েরা তো এখন বেশ বড় হয়ে গেছে। তিনি তাঁর চেয়ারটা আমার খুব কাছে টেনে নিয়ে এসে বসলেন, টেনেসিতে তাঁর বেড়ে ওঠার গল্পে বলা শুরু করলেন, তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিলো পড়াশোনা বন্ধ করতে কারণ তাঁর পরিবার শুধু একজনকেই কলেজে পাঠাতে সক্ষম, সেই একজন হলেন তাঁর ভাই যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী দু'জনই বছরের পর বছর একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে কাটিয়েছেন, কারণ তাঁরা চাননি তাঁদের একমাত্র ছেলের পড়াশোনা কোনোভাবে বন্ধ হয়ে যাক— তাঁর ছেলে ইয়েলেতে আইন নিয়ে পড়াশোনা করছে।

খুব তুচ্ছ একটা গল্প, বোঝা খুবই সহজ; একটা প্রজন্মের আত্মত্যাগ, একটা পরিবারের বিশ্বাসের সত্যতা প্রতিপাদন। মিসেজ ক্রেন শ'কে যখন জিজ্ঞেস করলাম তাঁর ছেলে ইদানীং কী করছে, তখন তিনি বলতে শুরু করলেন যে, কয়েক বছর

www.pathagar.com

আগে তাঁর ছেলের সিজফ্রেনিয়া ধরা পড়েছে এবং সে এখন রুমে বসে পত্রিকা পড়ে পড়ে সময় কাটায়, বাড়ি থেকে বের হতে ভয় পায়। তিনি কথা বলছিলেন, কিন্তু একটুও ভেঙে পড়ছিলেন না; এটা ছিলো এমন একজনের কণ্ঠস্বর যিনি ট্র্যাজেডির এক বৃহৎ অর্থ টেনে খুঁজে বের করছেন।

কিংবা সেইন্ট হেলেনাস-এর বেজমেন্টে মিসেজ স্টিভেনসের সাথে বসে থাকার কথা বলতে পারি, আমরা মিটিং শুরু হওয়ার কথা গল্প করছিলাম। আমি মিসেস স্টিভেনসকে খুব ভালোমতো চিনতাম না, শুধু এটা জানতাম যে তিনি স্থানীয় হসপিটালটার সংস্কারে বেশ আগ্রহী। তাঁর সাথে দু-একটা কথা হতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন নিয়ে এতো উদ্বিগ্ন কোনো : তাঁর পরিবারকে তো বেশ সুস্থই মনে হয়। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে তাঁর বয়স যখন বিশের কোটায় তখন তাঁর চোখে ছানি পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাতে বসেছিলেন। ওই সময় তিনি একটা অফিসে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতেন, তাঁর অবস্থা যখন আরও খারাপ হয়ে গেলো তখন তাঁর ডাক্তার তাঁকে অন্ধ ঘোষণা করলেন। চাকরি হারানোর ভয়ে তিনি তাঁর বসের কাছ থেকে ওই অসুখ লুকিয়ে রেখেছিলেন। দিনের পর দিন তিনি বাথরুমে গিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে তাঁর বসের মেমো পড়ার চেষ্টা করেছেন। টাইপ করতে যাওয়ার আগে তিনি প্রতিটি লাইন মুখস্থ করে যেতেন, অফিস থেকে অন্য সবাই চলে যাওয়ার পরও তিনি থেকে যেতেন; কেননা তাঁর ওই রিপোর্টটা পরের দিন সকালেই প্রয়োজন হবে। এভাবে তিনি তাঁর অসুখ গোপন করে প্রায় বছরখানেক কাটিয়েছেন, এবং তত দিনে তিনি অপারেশনের জন্য মোটামুটি টাকা জমাতে পেরেছিলেন। কিংবা মি. মার্শালের কথাই বলা যাক, বয়স তিরিশের কোটার শুরু দিকে তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং ট্রানজিট অথরিটির বাস ড্রাইভার ছিলেন। অন্য গতানুগতিক নেতৃবৃন্দদের মতো তাঁর অবস্থা নয়— তার কোনো সন্তান নেই, তিনি একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন— এবং আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে তিনি কিশোর কিশোরীদের মাদকমুক্ত করার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন। একদিন আমি তাঁকে আমার গাড়িতে চড়ার প্রস্তাব করলাম, তিনি একটা দোকানে তাঁর গাড়িটা রেখে এসেছেন, সেখান থেকে তিনি তাঁর গাড়িটা নেবেন এবং আমি তাঁকে সে জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দেবো, গাড়িতে যেতে যেতে আমি তাঁকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম। তিনি তখন তাঁর বাবার ধনী হওয়ার স্বপ্নের কথা গল্প করলেন, তাঁর বাবা আরকানসাসে একজন ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন; তিনি গল্প করলেন কিভাবে তাঁর বাবার একের পর এক ব্যবসায়ী উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে এবং লোকজন কিভাবে তাঁর বাবার সাথে প্রতারণা করেছে; কিভাবে তাঁর বাবা ধীরে ধীরে জুয়া এবং মদে আসক্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর বাবা তার পরিবার এবং বাড়ি সব হারিয়েছিলেন; বললেন কিভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবাকে নর্দমা থেকে টেনে বের করতে হয়েছিলো, তিনি তাঁর নিজের বমিতেই দম আটকে মারা গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

দিন দিন নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আমি এসবই শিখতাম : তাৎক্ষণিক ইস্যুর বাইরে আমি তাদের নিজেদের কি স্বার্থ তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম? ছোট ছোট কথোপকথন, বিশদবিবরণহীন আত্মজীবনী এবং তাদের প্রদেয় মতামত থেকে এসব বুঝে নিতাম। গল্পগুলো হতো ভয়ানক ও বিস্ময়কর। এমন সব ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকত যা তাদের মনে কেবলই ঘুরে ফিরে আসতো কিংবা তাদের অনুপ্রাণিত করতো। অলঙ্ঘনীয় সব গল্পগাঁথা।

এবং আমার মনে হয়, এই উপলব্ধির কারণেই যাদের সাথে আমি কাজ করি তাদের সাথে আরও বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারি, আমি শিকাগোতে যে বৃহৎ নিঃসঙ্গতা নিয়ে এসেছিলাম তা ভেঙে ফেলতে পারি। প্রথম প্রথম আমি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ছিলাম, আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে আমার পূর্ববর্তী জীবন সাউথ সাইডের সংবেদনশীলতার কাছে খুব বেশি বহিরাগত হয়ে উঠবে কি না অর্থাৎ আমার কাছে যে ধরনের আশা তারা করবে আমি হয়তো তা নষ্ট করে ফেলব। কিন্তু তার বদলে আমি দেখতে পেলাম যে আমি যখন তাদের কাছে টুট, লোলো কিংবা আমার মা এবং বাবার গল্প বলি, কিংবা ডিজকার্তায় ঘুড়ি ওড়ানোর গল্পবলি কিংবা পুনাহুর স্কুলে যাওয়ার গল্প বলি তখন তারা তাদের মাথা ঝাঁকায়, কিংবা কাঁধ ঝাঁকায় কিংবা হেসে ওঠে; তারা বিস্মিত হয়েও ওঠে যে আমার মতো একই প্রেক্ষাপটে থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবন কেমন থমকে গেছে, মোনা যেমনটা বলে থাকে, সো "কান্ট্রি-ফাইড" কিংবা তারা আরও হতভম্ব হয়ে যায় যে কেউ এরকম ইচ্ছাকৃতভাবে কেন এই তীব্র শীতে এই শিকাগোতে এসে আছে, এখন তো ওয়াইকিকি সমুদ্রসৈকতে আরামসে রৌদ্রস্নান করা যেতো। তখন তারা আমার সাথে কিংবা আমার গল্পের সাথে মেলে এমন সব গল্প শুরু করে দিত— হারিয়ে যাওয়া বাবার গল্প, বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানো সন্তানের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ার গল্প, ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের গল্প। যতই সময় যেতে লাগলো আমি দেখলাম যে গল্পগুলোকে একত্রিত করলে আমি আমার সমগ্র বিশ্বকে একসাথে গেঁথে ফেলতে পারি, ওগুলো আমার ভেতর স্থান এবং উদ্দেশ্য যা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমার ভেতর সেই বোধের জন্ম দেয়। মার্টি ঠিকই বলেছিলেন : তুমি যদি আরও গভীরে যাও তাহলে তুমি সবসময়ই একটা কমিউনিটি খুঁজে পাবে। যদিও তাঁর ভুল ছিলো তিনি কাজকে বিশিষ্টতা দান করতে পারেন নি। এরকম একটা কবিতাও আছে— আলোকউজ্জ্বল পৃথিবী সবসময়ই অন্তরালে লুকিয়ে থাকে— অর্থাৎ যে বিশ্ব লোকজন আমাকে উপহার হিসেবে দিতে পারে, যদি শুধু তাদের জিজ্ঞেস করতে আমার স্মরণে থাকে।

এটা বলা যাবে না যে নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আমি যা কিছু শিখতাম তার সব কিছুই আমাকে উৎফুল্ল করতো। কখনও সখনও তারা যে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটাতেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। তারা আমাকে কিছু অব্যক্ত শক্তির

www.pathagar.com

বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করতেন যেসব শক্তি আমাদের সমস্ত উদ্যমকে বাধাগ্রস্ত করতো, কিছু গোপন কথা থাকতো তা আমরা যেমন আমাদের নিজেদের কাছেই লুকিয়ে রাখতাম তেমনি একে অন্যের কাছেও লুকিয়ে রাখতাম।

উদাহরণস্বরূপ রুবির কথা বলা যায়। পুলিশ কমান্ডারের সাথে সেই ব্যর্থ মিটিং-এর পর, আমি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম যে রুবি হয়তো এখন সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তা না করে সে চুপচাপ প্রজেক্টের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো— প্রতিবেশীদের ভেতর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলো, যারা নিয়মিতভাবে আমাদের ইভেন্টে এসে কাজ করতে পারবে, যারা ভোটার রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলো কিংবা স্কুলের পিতামাতার সাথে তারা কাজ করতো। সে ছিলো এমন একজন মানুষ যেরকম মানুষ একটা সংগঠনে প্রয়োজন— সে ছিলো বুদ্ধিমতি, স্মার্ট, ধীরস্থির, মানুষের জীবন সম্পর্কিত আইডিয়ার ব্যাপারে দারুণ উত্তেজিত, এবং শিখতে আগ্রহী। আমি তার পুত্রকেও পছন্দ করতাম, কেইলি জুনিয়র, সবেমাত্র চৌদ্দতে পা দিয়েছে ও এই বয়সের সমস্ত রকমের বিব্রতবোধ নিয়ে সে আছে— নেইবারহুড পার্কে বাস্কেট খেলার সময় সে একবার তিড়িং বিড়িং করছে, আমার সাথে কখনও সখনও ধাক্কা খাচ্ছে, আবার ঠিক পরের মুহূর্তেই সে বিরক্ত আর গোমড়া মুখো হয়ে উঠছে— আমি আমার ওই বয়সের সমস্ত সংগ্রামের দেহরেখা তার ভেতর দেখতে পাচ্ছি। মাঝে মধ্যে রুবি আমাকে তার ছেলের সম্পর্কে প্রশ্ন করতো, তার ছেলের সাধারণ মানের রিপোর্ট কার্ড কিংবা তার চিবুকে কাটা দাগ এই সব দেখতে দেখতে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে, একজন কিশোর বয়সী ছেলের অবাধ্য আচরণে সে বিপাকে পড়ে গেছে।

"গত সপ্তাহে সে জানালো সে একজন র‍্যাপশিল্পী হতে চায়," রুবি বলতো। "আবার আজকে সে আমাকে বলছে সে এয়ার ফোর্স একাডেমিতে যাবে কারণ সে ফাইটার পাইলট হবে। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কেনো, সে বললো তাহলে আমি উড়তে পারবো, তার কথাবার্তা শুনলে মাঝে মধ্যে আমি বোকা বনে যাই, আমি বুঝতে পারি না তার কথা শুনে তাকে আদর করবো নাকি তার হাড্ডিসার পাছায় থাপ্পড় লাগাবো।"

"দুটোই চেষ্টা করে দেখো।" আমি তাকে বলতাম।

একদিন, ক্রিসমাসের ঠিক আগের দিন আমি রুবিকে আমার অফিসের সামনে থাকতে বললাম, কাইলির জন্য একটা উপহার দেবো। সে যখন আমার অফিসে ঢুকলো তখন আমি ফোনে কার সাথে যেন কথা বলছিলাম। এবং চোখের এক কোণা দিয়ে দেখতে পেলাম তার ভেতর কি যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফোনটা রেখে দেয়ার পর সে যখন আমার দিকে ঘুরে তাকালো তখন বুঝলাম যে তার পরিবর্তনটা হয়েছে চোখে, তার চোখটা সাধারণত স্নেহপ্রবণ, গাঢ় বাদামি রঙের, তার ত্বকের সঙ্গে চোখের রঙ মিলে গিয়েছিলো, কিন্তু এখন স্বচ্ছ নীল দেখাচ্ছে, যেন তার চোখের কণিকায় প্লাস্টিকের বোতাম আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো "কোনো সমস্যা?"

"তোমার চোখে ওটা কি করেছো?"

www.pathagar.com

"ওহ আচ্ছা, এগুলো।" রুবি হাঁসতে লাগলো। "এগুলো লাগানো, বারাক। আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি ওখানে ওরা এই কসমেটিকস্ লেনস্ বানায়, আমি এগুলো ডিসকাউন্টে পেয়েছি। তোমার কি এগুলো পছন্দ?"

"তোমার চোখ আগেই ভালো লাগতো।"

"এমনি, জাস্ট ফর ফান," সে মাথা নিচু করে বললো। "সামথিং ডিফারেন্ট, ইউ নো।"

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমি বুঝতে পারলাম না কি বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত কেইলির গিফ্ট-এর কথা আমার মনে পড়লো। বললাম, "এটা কেইলির জন্য। এয়ারপ্লেনের ওপর একটা বই... আমার ধারণা ওর পছন্দ হবে।"

রুবি মাথা ঝাঁকালো, বইটা তার ব্যাগের ভেতর রেখে দিলো। "বারাক, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি নিশ্চিত সে এটা ভীষণ পছন্দ করবে।" এরপর সে তড়িঘড়ি করে তার স্কার্টটা সোজা করে বললো, "ঠিক আছে তাহলে যাই।" তারপর সে খুব দ্রুত চলে গেল।

সেদিন সারাদিন আমি রুবির চোখের কথা ভেবেছি। আমি ওই মুহূর্তটাকে খুব ভালোভাবে সামাল দিয়ে উঠতে পেরেছিলাম না, মনে মনে বললাম, তার জীবনের ক্ষুদ্র এক অন্তসারশূন্যতার জন্য তাকে লজ্জায় ফেলেছিলাম যা তাকে আরও বেশি অন্তসারশূন্য করে ফেলবে। আমি বুঝতে পারলাম আমার মনের একাংশ চেয়েছিল যে সে এবং অন্য নেতারা যেন ওই সব ইমেজের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে যা প্রত্যেকটা আমেরিকানদের ভেতর এক ধরনের নিরাপত্তা হীনতা এনে দিয়েছে— ম্যাগাজিনের সেই সব হালকা পাতলা মডেল কন্যা, দ্রুতগামী কারে বর্গাকার চোয়ালের সেসব মডেল পুরুষ— এসব ইমেজে আমি নিজেই আসক্ত হয়ে পড়ছিলাম, এবং ওসব থেকেই আমি নিজের সুরক্ষা খুঁজে বেড়াতাম। আমি যখন আমার এক কৃষ্ণাঙ্গ বান্ধবীকে এই ঘটনাটা বললাম তখন সে এই ইস্যুটা নিয়ে আরও খোলাখুলিভাবে কথা বললো।

"তুমি এই ঘটনায় এত বিস্মিত কেন?" অধৈর্য হয়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। "কৃষ্ণাঙ্গরা কী এখনও নিজেদের ঘৃণা করে?"

না, আমি তাকে বললাম; আমি আসলে বিস্মিত হয়নি। যেদিন প্রথম আমি লাইফ ম্যাগাজিনে ব্লিচিং ক্রিমের মতো এক ভয়ানক জিনিস আবিষ্কার করলাম সেদিন থেকেই রঙবিষয়ক অনেক শব্দভাণ্ডারের সাথে পরিচিত হয়ে উঠলাম— গুড হেয়ার, ব্যাড হেয়ার; থিক লিপ্স অর থিন; ইফ ইউ আর লাইট, ইউ আর অলরাইট; ইফ ইউ আর ব্ল্যাক, গেট ব্যাক। ব্ল্যাক ফ্যাশন নিয়ে রাজনীতি আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্ন এইসব কলেজে খুব জমে উঠেছিলো, কালো ছাত্রীরা এসব নিয়ে বেশ কথাবার্তা বলতো, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এসব নিয়ে বেশি কথা হতো, যারা তাদের মিলিটান্ট ব্রাদারদের দিকে তাকিয়ে একটা তিক্ত হাসি দিত, কেননা ওই সব ব্রাদাররা সবসময়ই ফর্সা মেয়েদের সাথে ডেটিং করতে চাইতো— আর কোনো কালো পুরুষ যদি কালো মেয়েদের চুলের

www.pathagar.com

স্টাইল নিয়ে— বেকুবের মতো মন্তব্য করত তাহলে তাদের মুখে যা আসতো তাই বলেই গালিগালাজ শুরু করে দিতো। এসব বিষয়ে কথা উঠলে আমি সাধারণত চুপচাপ থাকতাম, আমি গোপনে আমার নিজের ক্ষতগুলো মেপে দেখতাম। কিন্তু একটা জিনিস আমি খেয়াল করে দেখেছি, অনেক ক'জন একসাথে থাকলে এ ধরনের বিষয় নিয়ে তখন আর কোনো কথা ওঠে না এবং কখনই সাদাদের সামনে এই আলোচনা হয় না। পরবর্তীকালে, একটা জিনিস আমি বুঝেছিলাম, সাদা অধ্যুষিত কলেজগুলোতে বেশির ভাগ কালো ছাত্রদের অবস্থান খুবই ক্ষীণ; আমাদের আত্মপরিচয়ের ব্যাপারটি খুবই প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের কৃষ্ণাঙ্গীয় অহংকার কেমন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এবং সাদাদের প্রতি আমাদের দ্বিধা এবং সন্দেহ স্বীকার করে নেয়া, সাধারণ অনুসন্ধানে আমাদের মানসিকতা উন্মুক্ত করে দেয়াকে কেমন হাস্যকর মনে হয়, এটা হলো আত্মঘৃণারই একটা অভিব্যক্তি— আর এ কারণেই বোধ হয় এটা আশা করা অবান্তর যে সাদারা আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রামের ভেতর তাদের নিজেদের আত্মার প্রতিফলন দেখতে পারে, বরং তারা এটাকে দেখবে ব্ল্যাক প্যাথলজির স্বাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে।

আমরা ব্যক্তিগত আলাপনে যেসব কথা বলি এবং জনসম্মুখে যা বলি সেই পার্থক্য, আমার মনে হয় পর্যবেক্ষণাধীনে রয়েছে, অর্থাৎ একটা জিনিস আমি শিখতাম তা হলো 'আত্মমর্যাদা', 'আত্মমর্যাদা' বলে সারাক্ষণ যারা চেঁচামেচি করে তাদের খুব একটা পাত্তা না দেওয়া, তাদের ধারণা আত্মমর্যাদাবোধ আমাদের সব অসুখ সারিয়ে তুলবে, এখন সেটা সম্পদের অপব্যবহারই হোক, কিংবা কিশোরী মেয়েদের গর্ভবতী হয়ে পড়ার সমস্যাই হোক, আর কালোদের ওপর কালোদের অত্যাচারের সমস্যাই হোক। যে সময়ে আমি শিকাগোতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম সে সময় 'আত্মমর্যাদা' শব্দগুচ্ছটি সবার মুখে মুখে, কর্মীদের মুখে, টকশো-এর আয়োজকের মুখে, শিক্ষাবিদের মুখে, সমাজবিদের মুখে। আমাদের ক্ষত বর্ণনা করার জন্য খুব সুবিধাজনক একটা বুলি পেয়ে গেছি আমরা, যেসব কথা আমরা নিজেদের ভেতর চেপে রাখতে চাই সেসব কথা বলার একটা স্বাস্থ্যকর উপায়, কিন্তু যখনই আমি আত্মসম্মানবোধ বিষয়ক আইডিয়া নিয়ে ভাবার চেষ্টা করি, সুনির্দিষ্ট কোনো গুণাবলি যখন হৃদয়ে নিবিষ্ট করার চিন্তাভাবনা করি, সুনির্দিষ্ট বলতে বোঝাচ্ছি, যা দ্বারা আমাদের সম্পর্কে আমরা ভালো বোধ করতে পারি, তখন আমাদের কথোপকথন কেবলই অন্তহীন এক পথ ধরে পেছন দিকে চলতে থাকে। তুমি কি তোমার গায়ের রঙের কারণে নিজেকে ঘৃণা কর কিংবা তুমি পড়তে জানোনা বলে কিংবা তুমি চাকরি পাচ্ছো না বলে নিজেকে ঘৃণা করো? কিংবা একজন শিশু হিসেবে তুমি কারও ভালোবাসা পাও নি বলে কিংবা হয়তো কালো রঙের কারণেই তুমি এই ভালোবাসা পাও নি, নয়তো অতিরিক্ত ফর্সা হওয়ার কারণে তুমি এই ভালোবাসা পাও নি বলে তুমি কি নিজেকে ঘৃণা করো? কিংবা তুমি কি নিজেকে এ কারণে ঘৃণা করো যে তোমার মা তার শিরায় হেরোইন ইনজেকশন করছেন... এবং তিনি তা কেন করছেন? তুমি কি তোমার কোঁকড়া চুল নিয়ে এক ধরনের শূন্যতা বোধে আচ্ছন্ন হও

www.pathagar.com

কিংবা তোমার অ্যাপার্টমেন্টে কোনো উত্তাপ নেই কিংবা দামি আসবাবপত্র নেই বলে শূন্যতা কি তোমাকে গ্রাস করে? কিংবা তোমার মনের গভীরে ঈশ্বরহীন মহাবিশ্বের কল্পনার কারণে তুমি কি নিজেকে নিরর্থক মনে করো?

মনে হয় কেউ তার চলার পথে নিজের মুক্তি খুঁজতে গিয়ে এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না, আমি যা সন্দেহ করতাম তা হলো এই আত্মমর্যাদা নিয়ে যত কথাবার্তা তা কার্যকরী কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতির একটা কেন্দ্রিয় বক্তব্যে পরিণত হতে পারে। এটা লোকজনের কাছ থেকে অতিরিক্ত সততার হিসাব-নিকাশ দাবি করে, যে ধরনের সততা ছাড়া খুব সহজেই এটা এক অস্পষ্ট উপদেশে পরিণত হতে পারে। সম্ভবত আরও বেশি আত্মসম্মানবোধের কারণে কতিপয় কৃষ্ণাঙ্গ আরও বেশি দরিদ্র হয়ে পড়বে, আমি মনে মনে ভাবলাম, কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের আত্মসম্মানবোধে দারিদ্র্যের কোনো ভূমিকা আছে। তার চেয়ে বরং এমন কোনো কিছুতে আমাদের মনোযোগ দেওয়ার দরকার যে জিনিসটায় আমরা সবাই একমত হতে পারি। একজন কৃষ্ণাঙ্গকে কিছু সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনে সাহায্য কর এবং তাকে একটা চাকরি দাও। একজন কৃষ্ণাঙ্গ শিশুকে একটা নিরাপদ এবং ভালো স্কুলে পড়াশোনা এবং গণিত শেখাও। এসব মৌলিক বিষয় নিয়েই আমরা সবাই আমাদের আত্মমর্যাদবোধ খুঁজে বেড়াতে পারবো।

রুবি আমার এই ছিদ্র অন্বেষণপ্রবণতাকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলো, মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতির ভেতর আমি যে দেয়াল খাড়া করেছিলাম, আমাদের পকেটবুকের অবস্থা এবং আমাদের আত্মার অবস্থার ভেতরে যে দেয়াল খাড়া করেছিলাম সে দেয়ালকে সে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল। বস্তুত আমি যা প্রতিদিন শুনছি কিংবা দেখছি তার ভেতর এই বিশেষ অধ্যায়টি ছিল সবচেয়ে বেশি নাটকীয়। এই ব্যাপারটির প্রকাশ পেয়েছিলো যখন আমাকে এক কৃষ্ণাঙ্গ নেতা খুব অবহেলার সাথে বললেন যে তিনি কখনোই কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ঠিকাদারের সাথে লেনদেন করবেন না ("একজন কৃষ্ণাঙ্গ ঠিকাদার মানেই সে তালগোল পাকাবে, আর আমাকে শেষমেশ ওই সাদা ঠিকাদারের কাছেই যেতে হবে"); কিংবা আরেকজন নেতার কথাও বলা যায় যিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন কেন তিনি অন্য লোকদের তাঁর চার্চে নিয়ে আসতে পারছেন না, ("কালোরা একেবারেই অলস, বুঝলে বারাক— কিছু করতে চায় না")। প্রায়শই এ ধরনের মন্তব্য করার সময় কৃষ্ণাঙ্গের বদলে নিগ্রো শব্দের ব্যবহার হতো, এক সময় আমার মনে হতো এই শব্দটা মনে হয় শুধ ঠাট্টাচ্ছলে ব্যবহার কথা হয়, এর ব্যাজস্তুতি, এর অভ্যন্তরীণ ঠাট্টা মানুষ হিসেবে আমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করেছে। এক তরুণী মাকে এই শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছিলাম তার নিজের ছেলের কাছে, সে তার ছেলেকে বলছে যে সে বিষ্ঠারও যোগ্য নয়, টিন-এজ-বয়সী ছেলেরাও মারামারি করার সময় এই শব্দটাকে গালি হিসেবে ব্যবহার করে। এই শব্দের মূল অর্থের রূপান্তর প্রক্রিয়া কখনই থেমে থাকেনি, সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যান্য যেসব

www.pathagar.com

গালিগালাজ মুখ দিয়ে প্রথমেই বেরিয়ে আসে, এই শব্দটিও তেমনি আমাদের গালি দিতে প্রথমেই বেরিয়ে আসে।

ভাষা, রসবোধ, সাধারণ মানুষের গল্প, এসব যদি পরিবার, কমিউনিটি, অর্থনীতি গড়ে তোলার উপাদান হয়ে থাকে তাহলে আমি ওই শক্তিকে বেদনা ও বিকৃতি থেকে আলাদা করে নিয়ে আসতে পারি না যে শক্তি আমাদের ভেতর দীর্ঘদিন ধরে রয়ে গেছে। আর এই বাস্তবতার এই লক্ষণটিই আমি রুবির চোখে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যেসব গল্প শুনে আসছিলাম, যেসব সাহস, ত্যাগ এবং নানান অপ্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী শুনে আসছিলাম সেসব কাহিনী শুধু খরা, মহামারি কিংবা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে উঠে আসেনি। সে সব উঠে এসেছে একেবারেই ঘৃণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। সেই ঘৃণা এখনো যা দূরীভূত হয়ে যায় নি; এই ঘৃণা গড়ে তুলেছে এক বিরুদ্ধ আখ্যান যা প্রত্যেকেই মনের গভীরে পুষে আছে এবং যার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্বেতাঙ্গরা— কোনো কোনো কাহিনী নিষ্ঠুর, কোনোটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ, কখনও কখনও এই ঘৃণা একক কোনো ব্যক্তির প্রতি আবার কখনও বা অবয়বহীন কোনো সিস্টেমের প্রতি যে সিস্টেম আমাদের জীবন যাপনের ওপর খবরদারি করে। আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হতাম যে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বপ্নে যে ভৌতিক দুঃস্বপ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আসে সেই দুঃস্বপ্নকে সম্মিলিতভাবে দূরীভূত না করে তাদের কমিউনিটির বন্ধনকে কি পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব? নীল চোখকে ঘৃণা না করে রুবি কি নিজেকে ভালোবাসতে পারে?

রফিক-আল-সাবাজ তার নিজের আত্মতৃপ্তির ভেতর এসব প্রশ্নের উত্তর নিষ্পত্তি করে নিয়েছে। তার সাথে তখন আমার বেশ ঘন ঘন দেখা হতে লাগলো, বিশেষ করে সকালবেলা, মেয়র'স অফিস অব্ ইমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং-এর সাথে ডিসিপি-র মিটিংয়ের পর, সে আমাকে ফোন করে ডেকে নিতো এবং শহর থেকে আমরা যে জব্ সেন্টারের কথা তুলেছিলাম সে সম্পর্কে সে এক ক্ষিপ্রগামী স্বগোক্তি শুরু করে দিতো।

"আমাদের কথা বলা দরকার, বারাক," সে বলতো। "তোমরা সবাই ট্রেনিং নিয়ে যা করার চেষ্টা করছো তাতে আমি যে ব্যাপক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান নিয়ে কাজ করছি সেটার সংযোগ ঘটাতে হবে। তোমরা কি এই ব্যাপারটা আলাদা রকম করে ভাবতে পারো না... তোমাদের বড় কিছুর দিকে তাকাতে হবে। এখানে যে কাজগুলো হয় তার শক্তিটা তোমরা অনুধাবন করতে পারছো না। সব ধরনের লোকই তোমার পিঠে ছুটি মারার জন্য তৈরি হয়ে আছে।"

"কে বলছিলেন?"

"রফিক। কী ব্যাপার, খুব সকাল সকাল ফোন দিলাম নাকি?"

আসলেই সে খুব সকালেই ফোন দিয়েছিলো, আমি তাকে ফোন হোল্ড করতে বলে এক কাপ কফি নিলাম, তারপর শুরু থেকে আবার সব বলতে বললাম এবং এবার আরেকটু ধীরে সুস্থে বলতে বললাম। শেষ পর্যন্ত আমি যা বুঝলাম, তা হলো

www.pathagar.com

শহরে মিশিগান এভিন্যুতে তার অফিসের কাছাকাছি একটা জায়গায় যে নতুন এম ই টি ইনটেক সেন্টারের প্রস্তাব আমরা দিয়েছিলাম তাতে সে যুক্ত হতে আগ্রহী। তার আগ্রহের বিশেষ ধরনটা কী সে বিষয়ে আমি অবশ্য তাকে জিজ্ঞেস করিনি : আমার সন্দেহ ছিলো যে তার কাছ থেকে সরাসরি একটা উত্তর পাবো; যাই হোক, আমি বুঝতে পারলাম যে, মিসেস আলভারেজের সাথে যে ধারাবাহিক নাছোড়বান্দার মতো দরদস্তুর চলছে সেটাতে আমরা জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারি। সে যে স্টোরফ্রন্টের কথা ভেবে রেখেছে সেটা যদি প্রয়োজনীয় নির্দিষ্টকরণের চাহিদা মেটাতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে তাকে এই প্রস্তাবটা দিতে ইচ্ছুক বলে আমি তাকে জানালাম।

সুতরাং রফিক আর আমি একটা অস্বস্তিকর মৈত্রী গড়ে তুললাম, এই মৈত্রী ডিসিপি লিডারদের খুব একটা ভালো প্রভাবিত করতে পারলো না। আমি তাদের উদ্বেগের কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম : আমরা যখনই রফিকের সাথে কোনো যৌথ স্ট্রেটেজি নিয়ে আলোচনায় বসেছি, সে চলমান গোপন ষড়যন্ত্র নিয়ে বিশাল লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আলোচনার বারোটা বাজিয়ে দিতো এবং তার মতে সব কৃষ্ণাঙ্গই তাদের লোকজনদের প্রতারণা করে বিক্রি করে দিতে ইচ্ছুক। এটা হচ্ছে এক কার্যকরী আলোচনার ষড়যন্ত্র, যার কারণে তার কণ্ঠস্বর ক্রমেই উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠতো, তার গলার শিরাগুলো টান টান হয়ে উঠতো। অ্যানজেলা, উইল ও অন্যরা হঠাৎ করেই এক কৌতূহলোদ্দীপক নীরবতায় চলে যেতো, রফিকের দিকে এমনভাবে তাকাতো যেন রফিক এক মৃগী রোগী যে হৃদরোগ আক্রমণের মাঝ পর্যায়ে রয়েছে। আমাকে বেশ কয়েকবার লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে তাকে থামাতে হতো, খুব বেশি রাগ না দেখিয়ে যতটা সাধারণভাবে বললে তাকে থামানো যেতো সেভাবেই বলতাম, শেষ পর্যন্ত তার গোঁফের নিচে হাসির রেখা ফুটে উঠতো এরপর আমরা সবাই আমাদের কাজে ফিরে যেতাম।

আমরা দু'জন যখন একা হতাম, তখন আমাদের ভেতর বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তাই হতো। একটা সময় আমার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার ধৈর্যশীলতা এবং সাহসিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মালো, এবং দেখলাম যে তার ভেতর বেশ সততা ও আন্তরিকতা রয়েছে। একটা জিনিস নিশ্চিত বোঝা যায় যে, সে অ্যালটগেলডে থাকার সময় একজন গ্যাংলিডার ছিল; সে একটা মনের মতো ধর্ম খুঁজে পেয়েছিল, এক স্থানীয় মুসলিম নেতার তত্ত্বাবধায়নে সে ইসলাম গ্রহণ করে, ওই নেতার সাথে লুইস ফারাহ খানের ন্যাশন অব্ ইসলামের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। "ইসলাম না থাকলে আমি হয়তো এত দিনে মারাই যেতাম," সে একদিন আমাকে বলল। "অ্যালটগেল্ডে থাকাকালীন আমার ভেতর নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠছিল, শ্বেতাঙ্গদের দেয়া সমস্ত বিষে আমি জর্জরিত ছিলাম। দেখো, তুমি যাদের সাথে কাজ করছো প্রত্যেকেরই একই সমস্যা, যদিও তারা নিজেরাও এখন পর্যন্ত সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। সাদারা কী ভাবছে ওটা নিয়ে ওরা ওদের জীবনের অর্ধেক

www.pathagar.com

সময় কাটিয়ে দেয়। প্রতিদিন তারা যে বিষ্ঠার মখোমুখি হচ্ছে তার জন্য ওরা নিজেদের ঘাড়েই দোষ চাপানো শুরু করেছে, তারা ভাবছে যতক্ষণ না সাদারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে তারা ঠিক আছে ততক্ষণে তারা ভালো কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু মনের গভীরে তারা ঠিকই জানে যে কথাটা আসলে ঠিক নয়। তারা জানে এই দেশ তাদের মায়ের সাথে, তাদের বাবার সাথে তাদের বোনের সাথে কী কাজ করেছে। সুতরাং সত্যি কথা হলো তারা শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করে, কিন্তু তারা নিজেরা এটা স্বীকার করতে পারে না। কথাটা মনের ভেতর চেপে রেখে তারা নিজেরা নিজেরাই মারামারি কাটাকাটি করছে। আর এভাবে নিজের প্রচুর শক্তি অপচয় করে চলেছে।

"সাদাদের একটা জিনিস আমার ভালোই লাগে"— সে বলেই চলল। "তারা জানে তারা কে। ইতালিয়ানদের দেখো। ওরা এখানে আসার পর ওরা আমেরিকার পতাকার কোনো তোয়াক্কাই করেনি, তারা এখানে এসে প্রথম যে কাজটা করেছে তা হলো নিজেদের স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য মাফিয়া চক্র গড়ে তুলেছে। আইরিশ— ওরা সিটি হলের দখল নিয়ে প্রথমে ওদের ছেলেদের চাকরি নিশ্চিত করেছে। ইহুদিওরা একই কাজ করেছে... আর তুমি বলছ ওরা ওদের ইসরাইলের আত্মীয়স্বজনদের চেয়ে সাউথ সাইডের কালো শিশুদের ব্যাপারে বেশি যত্নবান? হুম্। এটা হচ্ছে রক্তের টান, বারাক, রক্তের টান, নিজের স্বার্থ দেখা। একমাত্র কালোরাই হচ্ছে আত্মনির্বোধ, ওরা ওদের শত্রুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন।"

এই সত্যটাই রফিক আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং সত্যটাকে আলাদা করে রাখার জন্য সে কোনো শক্তির অপচয় করেনি। তার জগৎটা হলো হবিসিয়ান জগৎ যেখানে অবিশ্বাস একটা স্বীকৃত ব্যাপার এবং কৃষ্ণাঙ্গ জাতির ভেতর আনুগত্য পরিবার থেকে মসজিদ পর্যন্ত বিস্তৃত— যার ফলে আনুগত্য প্রয়োগের প্রবণতা থমকে গেছে। রক্ত ও গোত্রের এই সংকীর্ণ দর্শনের কারণে তার ভেতর এরকম একটা মনোভাব গড়ে উঠেছে। কালোদের আত্মমর্যাদাবোধের কারণেই আজ কালোদের ভেতর থেকে মেয়র হতে পেরেছে, সে এই যুক্তি দেখাতে পারতো, ঠিক যেমন কৃষ্ণাঙ্গীয় আত্মমর্যাদাবোধ মুসলিম অভিভাবকত্বের অধীনে মাদকাসক্তদের জীবনকে ঘিরে আবির্ভূত হচ্ছে। অগ্রসরতা আমাদের হাতের মুঠোয়, যদি আমরা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করি।

আসলে ঠিক কোন জিনিসটা বিশ্বাসঘাকতা করতে প্ররোচিত করবে? যে দিন থেকে আমি ম্যালকম এক্স-এর আত্মজীবনী হাতে নিয়েছি সেদিন থেকে আমি চেষ্টা করেছি জট পাকানো কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদের জট খুলতে, এ যুক্তিতে যে— সংহতি, স্বনির্ভরশীলতা, শৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক দায়িত্ববোধ— এসবের জন্য শ্বেতাঙ্গদের তীব্র ঘৃণা বোধের ওপর নির্ভর করার আর প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন শ্বেতাঙ্গদের বদান্যতার ওপর নির্ভর করা। আমরা এই দেশকে বলতে পারতাম যে ভুলটা কোথায়। নিজেকে বলতাম এবং যেসব বন্ধু আমার কথা

www.pathagar.com

শুনতো তাদের বলতাম, পরিবর্তন হওয়ার সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস না হারিয়েই সে কথা বলতাম।

রফিকের মতো স্বঘোষিত জাতীয়তাবাদীদের সাথে কথা বলে আমি দেখেছি যে কিভাবে শ্বেতাঙ্গদের করা সব অভিযোগ তাদের নৈতিক প্রেরণার কেন্দ্রীয় ফাংশন হিসেবে কাজ করে; দেখেছিলাম, অন্তত মনস্তাত্ত্বিকভাবে কিভাবে একজন আরেকজনের ওপর নির্ভরশীল। কারণ যখন কোনো জাতীয়তাবাদী কালোদের দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র উপায় হিসেবে মূল্যবোধের পুনঃজাগ্রতকরণের কথা বলে, তখন সে স্পষ্টভাবে না বললেও, ইঙ্গিতে কালোদের একরকম সমালোচনাই করে : যে আমরা এখন যে জীবনযাপন করছি সেরকম জীবনযাপন করা উচিত নয়। এবং যখন কেউ এরকম শ্রীহীন সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেই শিক্ষা ব্যবহার করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের জন্য নতুন জীবন গড়ে তুলে অর্থাৎ যারা অনুত্তেজিত মেজাজের মানুষ অর্থাৎ বুকার টি ওয়াশিংটন একদা তার অনুসারীদের কাছ থেকে যেমনটা আশা করেছিলেন— সেসব অনেক কৃষ্ণাঙ্গের কানেই এ ধরনের কথাবার্তা চপেটাঘাতের মতো লাগে যে সাদারা কালোদের ওপর সব সময় দারিদ্র্যই চাপিয়ে দেয় : যে দুর্যোগ আমরা অব্যাহতভাবে সয়ে যাচ্ছি, আমাদের যদি বংশগত হীনমন্যতা নাও থাকে তবে আমাদের সাংস্কৃতিক দুর্বলতা অবশ্যই রয়েছে। এটা এমন একটা শিক্ষা যা কার্য ও কারণের সম্বন্ধকে উপেক্ষা করে কিংবা ত্রুটি বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করে, এই শিক্ষা হলো ইতিহাস বহির্ভূত একটা শিক্ষা, যার কোনো স্ক্রিপ্ট কিংবা প্লট নেই, যা অগ্রগমনের ওপর জোর দিতে পারতো। কারণ একটা জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন, ইতিহাস সঠিকভাবে জানার জন্য ওই জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই, বিশেষ করে টেলিভিশনের পর্দায় যা প্রচার হয়, তার চেয়ে ভালো সুবিধা তাদের নেই; আমরা যে বিবৃতি প্রতিদিন দেখছি, শুনছি তাতে একটা জিনিস নিশ্চিত হওয়া যায় তা হলো নিজেদের প্রতি আমরা ভয়ানক সন্দিহান।

জাতীয়তাবাদ এরকম এক ইতিহাসের জন্ম দেয়, এক দ্ব্যার্থহীন নীতিনাট্যের জন্ম দেয় যাতে সহজেই সংক্রমিত হওয়া যায় এবং যাকে সহজেই আঁকড়ে ধরা যায়। সাদা জাতির ওপর নিয়মিত আক্রমণ, এই দেশে কালোদের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার একঘেয়ে প্যানপ্যানানি এক প্রকার মানসিক স্থৈর্য হিসেবে কাজ করে যা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত দায়িত্ববোধের ধারণাকে ব্যাপক হতাশায় নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। হ্যাঁ, জাতীয়তাবাদীরা বলবে, সাদারাই তোমার এই বাজে অবস্থার জন্য দায়ী, তোমার ভেতর কোনো সহজাত কলঙ্ক নেই। বস্তুত সাদারা এতই নিষ্ঠুর আর এতই চতুর যে আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো কিছুই আশা করতে পারি না। যে তীব্র আত্ম-ঘৃণা তুমি অনুভব করো, যে কারণে তুমি হয়ে উঠেছো এক মদ্যপ কিংবা চোর সে কারণের গোড়াপত্তন করেছে ওই সাদারা।

www.pathagar.com

তোমার মন থেকে তাদের তাড়িয়ে দাও এবং সত্যিকার স্বাধীন হবার শক্তি খুঁজে নাও। জেগে ওঠো, জেগে ওঠে হে শক্তিশালী জাতি!

স্থানচ্যুতির এই প্রক্রিয়া, আত্মসমালোচনায় নিয়োজিত হওয়ার এই উপায় যখন আমরা নিজেদেরকে সমালোচনার লক্ষবস্তু থেকে সরিয়ে নিচ্ছি, তখন সেটা মাদকাসক্ত ও অপরাধীদের জীবন বদলে দেয়ার ক্ষেত্রে ন্যাশন অব ইসলামের বহুল প্রশংসিত সাফল্যকে ব্যাখ্যা করতে বেশ সহায়তা করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যদি বিশেষ করে আমেরিকান জীবনব্যবস্থার সর্বশেষ ধাপে অবস্থানকারীদের জন্য যথোপযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেটা সেই আইনজীবীর সব অব্যাহত সন্দেহের কথাও বলে থাকে যে আইনজীবী গোল্ড রিংয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে, যদিও ক্লাব হাউসের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর নীরবতার অভিজ্ঞতা তাকে লাভ করতে হয়েছে; এটা সেই সব তরুণ কলেজ শিক্ষার্থীদের অব্যাহত সব সন্দেহের কথা বলে থাকে যারা খুব সতর্কভাবে তাদের শিকাগোর সংকীর্ণ রাস্তার জীবনের সাথে তাদের নিজেদের দূরত্ব মেপে চলে যে দূরত্বে একটা বিপদের ইঙ্গিত রয়েছে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, আমার মতো, সব কালো মানুষের অন্তরেই একটা কথা ফিসফিস শব্দের মতো বেজে চলতো— "তুমি আসলেই এখানকার নও।"

তাহলে একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে, রফিকের ওই কথাটাই ঠিক ছিলো যে, প্রত্যেক কালো মানুষের মনের গভীরে জাতীয়তাবোধের ব্যাপারটি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তাদের ক্রোধ বোতলে ছিপি দিয়ে বন্ধ করে রাখা, যা কখনও সখনও ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠে। এবং রুবি আর তার নীল চোখ নিয়ে, টিনএজারদের "নিগ্রো" ব'লে এবং আরও খারাপ কিছু বলে পরস্পরকে গালি দেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে যখন ভাবি তখন অবাক হয়ে দেখি যে রফিকের কথাও আসলে ঠিক নয়, বিশেষ করে ওই কথাটা যে ক্রোধকে পুনঃপরিচালিত করা যায়; এখন কৃষ্ণাঙ্গীয় রাজনীতি সাদাদের প্রতি যে ক্রোধ সেটাকে চেপেই রাখুক আর কেউ একজন জাতিগত আনুগত্যকে সবার ওপরে স্থান দিতে ব্যর্থই হোক, এটা হলো এক অসম্পূর্ণ রাজনীতি।

এই ভাবনা আসলেই বেদনাদায়ক, বছরখানেক আগে যেমন অপ্রীতিকর ছিল এখনও তাই। এটা নৈতিকতার সাথে বিরোধপূর্ণ যে নৈতিকতা আমার মা আমাকে শিখিয়েছিলেন, এক সূক্ষ্ম পার্থক্যের নৈতিকতা— যারা আমার শুভকামনা করে এবং যারা আমার মন্দ কামনা করে, সক্রিয় বিদ্বেষ এবং মূর্খতা কিংবা উদাসীনতার ভেতর পার্থক্যের নৈতিকতা। এই নৈতিক কাঠামোয় আমার ব্যক্তিগত দায় রয়েছে; একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যে আমি চেষ্টা করলেও এটাকে এড়িয়ে যেতে পারবো না। এবং সম্ভবত এটা এমন এক ফ্রেমওয়ার্ক যে এ দেশের কালোদের পক্ষে এই ফ্রেমওয়ার্ক ধারণ করা সম্ভব নয়; সম্ভবত এটা কালোদের দৃঢ় সংকল্পকে দুর্বল করে ফেলে, শ্রেণি বিন্যাসে বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তোলে। অস্থির সময়ে

www.pathagar.com

অস্থির পদক্ষেপ আবশ্যক হয়ে পড়ে ও অধিকাংশ কালোদের ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি তীব্র রকমের বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদ যদি একটি শক্তিশালী এবং কার্যকরী সংকীর্ণচিত্ততা সৃষ্টি করতে পারে, প্রতিশ্রুতি এবং আত্মসম্মানবোধের ওপর দাঁড়াতে পারে, তাহলে এর ক্ষত থেকে সৎ অভিপ্রায়বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গের উদ্ভব হতে পারে, কিংবা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় উদ্ভব হতে পারে আমার মতো মানুষের যার আসলে তেমন কোনো গুরুত্ব নেই।

দেখা গেছে, রফিকের সাথে আমার বেশির ভাগ ঝগড়াই হয়েছে কার্যকারিতার প্রশ্ন নিয়ে, আবেগের প্রশ্ন নিয়ে নয়। এম ই টি-এর সাথে এক যন্ত্রণাদায়ক মিটিংয়ের পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে শহরে যদি কোনো পাবলিক শোডাউন জরুরি হয়ে পড়ে তাহলে সে তার অনুসারিদের শোডাউনে নামাতে পারবে কি না?

"ওই ফ্লায়ার বিলি করে করে পাবলিককে সব কথা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর সময় আমার নেই," সে বললো। "এখানকার বেশির ভাগ মানুষই এসব খুব একটা পাত্তা দেয় না। এরা মূলত দু'দিকেই তাল মেলায়। নিগ্রোরা চেষ্টা করে কিভাবে তালগোল পাকানো যায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আমাদের পরিকল্পনা আরও বেশি টাইট করতে হবে। শহরকে আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত করতে হবে। আর কাজ হলে এভাবেই হয়– প্রচুর লোকজন নিয়ে হইচই, চেঁচামেচি করলেই হয় না। যখন একটা লেনদেন শেষ হবে, তখন যেভাবে খুশি সেভাবে এটার অ্যানাউন্স করো।"

আমি রফিকের পদ্ধতির সাথে একমত হতে পারলাম না; কালোদের প্রতি তার যে স্বঘোষিত ভালোবাসা, তাতে মনে হয় সে কালোদের ভয়ানক অবিশ্বাস করে। কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে তার পদ্ধতিতে সামর্থের যথেষ্ট অভাব আছে। তার সংগঠনেরও তেমন একটা সামর্থ্য নেই, এমনকি তার মসজিদেরও নেই, তার সংগঠনে খুব জোর পঞ্চাশজনের কিছু বেশি সদস্য রয়েছে। তার যে প্রভাব সেটা কোনো সাংগঠনিক সমর্থন থেকে আসে না বরং প্রতিটা মিটিং-এ নিজেকে জাহির করার তার যে ইচ্ছা যা মূলত রোজল্যান্ডের একটা দূরবর্তী প্রভাব এবং বিরোধীদের চিৎকার-চেঁচামেচি করে ধরাশায়ী করার প্রবণতা থেকেই এই প্রভাবের উৎপত্তি।

রফিকের জন্য যা সত্য ছিলো পুরো শহরের জন্যই তা সত্য ছিলো; হ্যারল্ডের প্রচারাভিযানের কেন্দ্রীভূত প্রভাব ছাড়াই জাতীয়তাবাদ কোনো মূর্ত কার্যক্রমে পরিণত না হয়ে এক অর্থহীন মনোভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে, এক সংগঠিত শক্তিতে পরিণত না হয়ে এক কল্পিত দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছে, অজস্র ছবি, হইচই শোরগোল কিন্তু তার কোনো শারীরিক অস্তিত্ব নেই। যে কয়টা হাতেগোনা গ্রুপ জাতীয়তাবাদের ব্যানার নিয়ে আছে তার ভেতর শুধুমাত্র ন্যাশন অব্ ইসলামেরই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে যেমন : মিনিস্টার ফারাহ খানের তীক্ষ্ণ ছন্দময় হিতোপদেশ শুনতে ঘরভর্তি মানুষ চলে আসে, তার ওপর তার রেডিও সম্প্রচার তো রয়েইছে। কিন্তু, ন্যাশন-এর সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা শিকাগোতে বেশ কম–

www.pathagar.com

বেশ কয়েক হাজার, সম্ভবত শিকাগোর সবচেয়ে বড় কৃষ্ণাঙ্গ জনসভার প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক— এমন একটা ঘাঁটি যা কদাচিৎ রাজনৈতিক রেস্‌গুলোকে ঘিরে সমবেত হয় কিংবা ব্রড-বেজ্‌ড প্রোগ্রামগুলোকে সমর্থন জানায়। বস্তুত নেইবারহুডগুলোতে ন্যাশন-এর উপস্থিতি নেই বললেই চলে, তার কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রয়েছে শুধু স্যুট আর বোঁ-টাই পরা বিশুদ্ধ ও মার্জিত লোকজন যানবাহন চলাচলের রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ন্যাশন-এর পত্রিকা 'দি ফাইনাল কল্' বিক্রির মধ্যে।

আমি মাঝে মধ্যে এইসব চিরবিশ্বস্ত ভদ্রলোকদের কাছ থেকে দু-একটা পত্রিকা কিনতাম, গ্রীষ্মের গরমে তাদের স্যুট কোট্ পরা দেখলে একটু মায়াও লাগতো, আবার শীতে দেখা গেল গায়ে চাপিয়ে আছে পাতলা একটা কোট্, অংশত একারণেও অনেক সময় পত্রিকা কেনা হতো; কিংবা মাঝে মধ্যে তাদের পত্রিকার চাঞ্চল্যকর শিরোনাম আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতো, শিরোনামগুলো হতো ট্যাবলয়েড স্টাইলের (ককেশিয়ান মহিলার স্বীকারোক্তি : শ্বেতাঙ্গরা শয়তান)। ফ্রন্ট কাভারের ভেতরে থাকতো মিনিস্টারের বক্তৃতার রিপ্রিন্ট, এছাড়াও থাকতো এপি'র সংবাদ থেকে সরাসরি নেওয়া সংবাদ, এতে কোনো সম্পাদকীয় অলংকরণ থাকতো না ("ইহুদি সিনেটর মেটজেনবাউস আজকে ঘোষণা দিয়েছেন...") এই পত্রিকায় একটা স্বাস্থ্য পাতাও থাকতো, যেখানে মিনিস্টার ফারাহখানের শুয়োরের মাংস মুক্ত খাবারের রেসিপি থাকতো : ভিডিও ক্যাসেটে ফারাহ খানের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন (VISA or Master Card accepted); আরও থাকতো প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপন— যেমন, টুথপেস্ট ও এ জাতীয় আরও অনেক কিছু, এসব প্রসাধন সামগ্রী ন্যাশন কর্তৃক POWER ব্র্যান্ড নামে বাজারে ছাড়া হয়েছিল, এটা ছিলো স্ট্র্যাটেজির একটা অংশ যেন কালোদের টাকা কালোদের কমিউনিটিতেই থাকে।

একটা সময়ে এসে দেখা গেল, POWER পণ্যের বিজ্ঞাপন 'দি ফাইনাল কল'-এ আগের চেয়ে একটু কমগুরুত্ব পেল; মনে হলো যারা মিনিস্টার ফারাহ খানের বক্তৃতা উপভোগ করেন তারা অব্যাহতভাবে Crest দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে চলেছেন। POWER এর প্রচারণা ক্রমশ থুথু ছিটানোর মতো শব্দ করে এক সময় নিভে গেল, তাদের কথা হচ্ছে কালোদের যেকোনো ব্যবসাই বাধার সম্মুখীন হচ্ছে— প্রবেশে বাধা, আর্থিক সমস্যা, তিনশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তোমার প্রতিযোগীরা তোমাকে খেলার বাইরে রেখে সব সুবিধা ওরাই ভোগ করছে।

কিন্তু আমার সন্দেহ যে এটা এক অনিবার্য উত্তেজনার সৃষ্টি করে বিশেষ করে মিনিস্টার ফারাহ খান যখন টুথপেস্ট কেনার মতো এক ইহজাগতিক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম পাওয়ার-এর প্রোডাক্ট ম্যানেজার তাঁর সেলস্ প্রজেকশনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি হয়তো চিন্তা করছেন যে এই ব্র্যান্ড তিনি ন্যাশনাল সুপার মার্কেটে ছাড়বেন কি না? কেননা ওখানে কৃষ্ণাঙ্গরা কেনাকাটা করে। আর যদি তা না করেন তাহলে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ মালিকানাধীন কোনো সুপার মার্কেটের কথা ভেবে দেখবেন, যারা ন্যাশনাল সুপার

www.pathagar.com

মার্কেটের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং তাদের এই পণ্য বাজারে একটা জায়গা করে নেবে, সম্ভাব্য শ্বেতাঙ্গ খরিদ্দার তৈর করে নেবে। কৃষ্ণাঙ্গ খরিদ্দারদের কাছে কি ডাকযোগে এই পণ্য বিক্রি করা যাবে? এবং শ্বেতাঙ্গদের টুথপেস্ট তৈরি করছে, এখন সেটা যেমনই হোক, সেই সস্তা সাপ্লায়ার পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?

প্রশ্ন হলো প্রতিযোগিতার, সিদ্ধান্ত নিতে হয় বাজার অর্থনীতি আর মেজরিটারিয়ান রুলস্ অনুসারে; অর্থাৎ ইস্যু অব্ পাওয়ার। এটা হলো এক অদম্য বাস্তবতা— শ্বেতাঙ্গরা এমন কোনো অশরীরী ভূত নয় যে তাদের আমাদের স্বপ্ন থেকে মুছে ফেলা যাবে বরং বাস্তবতা হলো তারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানান বৈচিত্র্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত রয়েছে— শেষ পর্যন্ত একটা জিনিসই বোঝা যায় যে জাতীয়তাবাদ আমাদের আবেগকে ভরে তুললেও একটা প্রোগ্রাম হিসেবে জাতীয়তাবাদ একেবারেই অনর্থক একটা জিনিস। যত দিন জাতীয়তাবাদ সাদাদের অভিশাপ দিয়ে নিজেদের আবেগ মুক্তি ঘটানোর বিশোধক হিসেবে ব্যবহৃত হবে তত দিন এটা কর্মহীন বেকার টিনএজারদের যারা রেডিও শুনে থাকে কিংবা যেসব ব্যবসায়ী গভীর রাত্রে টেলিভিশন দেখে তাদের কাছে ব্যাপক প্রশংসা পাবে। কিন্তু এরকম ঐক্যবদ্ধ ঐকান্তিকতা থেকে প্র্যাকটিক্যাল চয়েসে অবতরণ করতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গরা প্রতিদিন যে সমস্যার মখোমুখি হচ্ছে তা অযৌক্তিক। সর্বত্রই আপস-মীমাংসার ছড়াছড়ি। একজন কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাকাউন্টেন্টের মতে : কৃষ্ণাঙ্গ-মালিকানাধীন ব্যাংকে আমি কোন্ দুঃখে অ্যাকাউন্ট খুলতে যাবো? এরা আমার কাছে চেকিং-এর জন্য অতিরিক্ত ফি নেয়— এবং আমাকে কোনো বিজনেস্ লোন দেবে না, কারণ তারা কোনো রিস্ক নিতে পারবে না। কৃষ্ণাঙ্গ নার্সের বক্তব্য হলো : যেসব শ্বেতাঙ্গের সাথে কাজ করছি ওরা তো খুব একটা খারাপ নয়, আর খারাপ হলেও আমি তো আর চাকরি ছেড়ে দিতে পারি না— আমার আগামীকাল বাড়ি ভাড়া কে দেবে, আমার বাচ্চাদের আজকে খাওয়ার টাকা কে দেবে?

এ ধরনের প্রশ্নে রফিকের আগে থেকে তৈরি করা কোনো উত্তর জানা নেই : সে ক্ষমতার নিয়মকানুন পরিবর্তনে ততটা আগ্রহী নয় বরং যাদের ক্ষমতা রয়েছে এবং যারা ক্ষমতার অপব্যবহার উপভোগ করছে তাদের পরিবর্তনে সে আগ্রহী। পিরামিডের সর্বোচ্চ চূড়ায় কখনই পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি এরকম কোনো শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, তাহলে কালোদের মুক্তির জন্য বাস্তবিক দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। আর অপেক্ষার ওই সময়টাতে ঘটবে নানান হাস্যকর ঘটনা। ম্যালকমের হাতে একসময় যা ছিলো মনে হতো যেন তিনি যুদ্ধের আহ্বান করছেন, যেন তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন যে আমরা আর অসহনীয়দের সহ্য করবো না। মনে হয় ম্যালকম সবকিছু উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন : উনি হলেন ফ্যান্টাসির (উদ্ভট কল্পনা) আরেক ফিডার, ভণ্ডামির আরেক মুখোশ, নিষ্ক্রিয়তার আরেক অজুহাত। শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকরা দীর্ঘ দিন ধরে যে জিনিসটা জানতো তা হ্যারল্ড আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আর এ ব্যাপারে কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিকরা

www.pathagar.com

তুলনামূলকভাবে হ্যারল্ডের চেয়ে কম সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন : এই জাতিগত-টোপ অজস্র সীমাবদ্ধতার অভাব পূরণ করতে পারে। তরুণ নেতারা খ্যাতি অর্জনে দারুণ উৎসাহী, নিজের বাজি বাড়ানোতে উৎসাহী, ষড়যন্ত্রের সব রকমের সূত্র সারা শহর জুড়ে খাটিয়ে চলেছে, কোরিয়ানরা ক্ল্যান এর জন্য অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে, ইহুদি ডাক্তাররা কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের এইডস ভাইরাসের ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছে, খ্যাতি লাভের একটা দ্রুততম পদ্ধতি, যদি না বরাত খারাপ হয়, টেলিভিশনে সেক্স এবং ভায়োলেন্সের মতো, কালোদের ক্ষোভও সবসময় একটা রেডি মার্কেট খুঁজে পায়।

নেইবারহুডে যাদের সাথেই আমি কথা বলেছি কেউই এ ধরনের কথাবার্তাকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। অনেকেই ইতিমধ্যে আশা করাই ছেড়ে দিয়েছে যে রাজনীতি তাদের জীবনে উন্নয়ন বয়ে নিয়ে আসবে, তাদের চাহিদাও আগের চেয়ে কমে গেছে; তাদের কাছে ব্যালট হলো, যদি আদৌ ওটাতে সীল মারা হয় আর কী, একটা ভালো সিনেমার টিকিটের মতো। আকস্মিক পদঙ্খলিত হয়ে সেমিটিজম বিরোধী কোনো কাজ করা কিংবা এশিয়ান-আঘাত হানার মতো কোনো কিছু করার ক্ষমতা আসলে কালোদের নেই, লোকজন আমাকে বলতো; এবং যাই হোক, কখনও সখনও কালোদের উদ্বৃত্ত তেজ কিংবা উত্তেজনা প্রশমনের একটা সুযোগ পাওয়া দরকার— আচ্ছা যেসব লোকজন আমাদের পেছনে আমাদের নিয়ে কথা বলে তাদের তোমার কেমন লাগে?

এসব শুধু কথার কথা। কিন্তু এসব, আলগা কথাবার্তা কোয়ালিশন তৈরির প্রচেষ্টায় যে ভাঙন ধরায় কিংবা অন্যের মনে যে বেদনার সৃষ্টি করে তা নিয়ে আমি অতটা উদ্বিগ্ন নই, বরং আমি উদ্বিগ্ন আমাদের কাজ ও কথার অমিলের জন্য, ব্যক্তি এককের ওপর সমষ্ঠিগত মানুষের ওপর এর যে প্রভাব পড়ছে তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন। ওই শূন্যস্থান ভাষা ও ভাবনা দুটোকেই কলুষিত করে; এটা আমাদের আত্মবিস্মৃত করে তোলে এবং মিথ্যা কাহিনীর জাল বুনতে উৎসাহিত করে; এটা শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি আস্থা অর্জনের সামর্থ্যকে নষ্ট করে ফেলে; এবং যখন দেখা গেল এইসব কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিকদের এবং কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদীদের কারোরই কোনো অনন্যতা নেই— তখন রোনাল্ড রিগ্যান তাঁর মৌখিক ভেলকিবাজি নিয়ে মোটামুটি ভালোই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং শ্বেতাঙ্গ আমেরিকা মনে হয় সাদা ও কালোদের ভেতরের সেই অচ্ছেদ্য সংযোগ অস্বীকার করতে উপনগরস্থ পারসেল আর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনী গঠনে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে সবসময়ই ইচ্ছুক— কালোরা এ ধরনের ভনিতা করতে একেবারেই অসমর্থ। এই দেশে কালোদের টিকে থাকা সবসময়ই ন্যূনতম ভ্রান্তিবিশ্বাসের একটা উদাহরণ ছিল; এমন এক অনুপস্থিত ভ্রান্তিবিশ্বাস যা আমার দেখা প্রতিটা কৃষ্ণাঙ্গের প্রাত্যহিক জীবনকে পরিচালিত করছে। সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যে আমরা দ্বিধাহীন সততা আয়ত্ত না করে বরং আমরা আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত আলগা করে দিয়েছি, যে

www.pathagar.com

আমাদের সামষ্টিক আত্মা যেখানে খুশি সেখানে চলে যাক, আমরা ডুবে যাচ্ছি আরও গভীর হতাশায়।

কাজ ও কথার মিল রাখার জন্য আমাদের অব্যাহত সংগ্রাম, একটা কর্মক্ষম পরিকল্পনা তৈরির জন্য আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, আত্মমর্যাদাবোধ কী শেষ পর্যন্ত এসবের ওপর নির্ভর করে না? এই বিশ্বাসের কারণেই তো আমি নিজেকে সাংগাঠনিক কাজে যুক্ত করেছি, এবং এটাই সেই বিশ্বাস যে বিশ্বাসের জোরে আমি একটা উপসংহারে আসতে পেরেছি– সম্ভবত শেষবারের মতো, যে বিশুদ্ধতার প্রবণতা– অর্থাৎ বর্ণ ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা আদর্শ কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তি হতে পারে না। আমাদের সামগ্রিকতাবোধের উৎপত্তি হতে পারতো এমন কিছু থেকে, যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রক্তের বন্ধনের চেয়েও আরও সুন্দর। এটা শেকড়ের সন্ধান খুঁজতে পারতো মিসেজ ক্রেন-শ-এর গল্পে, মি. মার্শাল-এর গল্পে, রুবির এবং রফিকের গল্পে; আমাদের সমস্ত এলোমেলো, স্ববিরোধপূর্ণ অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে।

দু'সপ্তাহের জন্য আমি আমার পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পর, রুবিকে ফোন করে জানালাম যে তার সাথে আমার ভীষণ দরকার, সে যেন শনিবারের রাত্রের ওই মিটিং-এ চলে আসে।

সে দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে বললো, "কী ব্যাপার?"

"আসলেই দেখতে পাবে। তুমি ছ'টার ভেতর তৈরি হয়ে নাও... আমরা প্রথমে একসাথে কিছু একটা খাবো।"

আমাদের গন্তব্য রুবির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঘণ্টাখানেকের দূরত্ব; উত্তরের একটা নেইবারহুডে যেখানে জ্যাজ অ্যান্ড ব্লুজ তার শ্রোতা খুঁজতে এসেছে যারা টিকিট কেটে তাদের অনুষ্ঠান দেখবে। আমরা একটা ভিয়েতনামিজ রেস্তোরাঁ খুঁজে পেলাম, নুডুলস্ আর চিংড়ি মাছ খেতে খেতে তার অফিসের বসের ব্যাপারে আমরা কথা বলতে থাকলাম; তার মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়েও কথা বললাম। বিরতিহীন এবং চিন্তাভাবনাহীন কথাবার্তা চলতে থাকলো আমাদের, কথা বলার সময় আমরা পরস্পরের চাহনি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম।

রেস্টুরেন্ট বিল পরিশোধ হয়ে গেলে আমরা পরবর্তী দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম, থিয়েটারে ইতিমধ্যেই লোক গমগম করছে। একজন দ্বারিক আমাদের আসন দেখিয়ে দিলো, আমরা এক দল কৃষ্ণাঙ্গ টিন এজ মেয়েদের সামনে গিয়ে বসলাম, ওদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা ফিল্ডট্রিপে বেরিয়েছিল। মেয়েদের কেউ কেউ খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের প্রোগ্রামগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখছে, একজন বয়স্ক মহিলা তাদের কী যেন দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন– তিনি হলেন তাদের শিক্ষিকা; আমি অনুমান করে নিলাম– তিনি মেয়েগুলোর পাশেই বসেছিলেন, বেশির ভাগ মেয়েরাই বেশ উত্তেজিত; তারা ফিস ফিস করে কথা বলছিলো, প্লে-এর লম্বা

www.pathagar.com

টাইটেল নিয়ে আর রচয়িতার নামের উচ্চারণ নিয়ে খিল খিল করে হাসছিল, Ntozake sharge।

রুমটা হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল, মেয়েরা সব চুপ মেরে গেল। তারপর একটা লাইট জ্বলে উঠলো; অনুজ্জ্বল নীল আলো, প্রবেশ করলো সাতজন কালো মেয়ে, তাদের পরনে ফ্লোয়িং স্কার্ট আর স্কার্ফ, মেয়েগুলো তাদের শরীর অদ্ভুতভাবে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। বাদামি পোশাক পরা সবচেয়ে বড়সড় মেয়েটি চিৎকার শুরু করে দিলো :

... অর্ধেক সুর ছড়িয়ে পড়েছে
ছন্দহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত
সুরহীন ক্ষ্যাপাটে হাসি
আছড়ে পড়েছে কালো মেয়েটার কাঁধের ওপর
মৃগীরোগীর মতো হাস্যকর
তার মাধুর্যহীন নৃত্য
সে নাচছে বিয়ারক্যান আর নুড়ি পাথরের ওপর...

মেয়েটা যখন গাইছিল, অন্যান্য মেয়েরা খুব ধীরে স্থির জীবন থেকে প্রাণ ফিরে পেয়ে যেনো জেগে উঠলো, নানা বর্ণের, নানান আকৃতির, মেহগুনি কিংবা ক্রিমের মতন, গোলগাল অথবা ছিপছিপে, অল্প বয়স্ক তরুণী অথবা অল্প বয়স্ক নয় এমন সবার এক সমবেত সংগীত আর মঞ্চজুড়ে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

কেউ একজন কিংবা
যে কেউ একজন
গাও মেয়েটার গান
তাকে নিয়ে আসো বাহিরে
যেনো সে পারে চিনিতে নিজেকে
যেনো সে পারে জানিতে তোমাকে
কিন্তু গাও তারই ছন্দে
তার সংগ্রামে
তার দুঃসময়ে
গাও তার জীবনের গান... ...

পরবর্তী এক ঘণ্টা, মেয়েটা তাদের গল্প বলার জন্য, তাদের গেয়ে শোনানোর জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। তারা গাইলো হারিয়ে যাওয়া দিনের গান কিংবা স্বপ্নভঙ্গের গান এবং যা কিছু হতে পারতো সেসবের গান। তারা গাইলো যারা তাদের ভালোবেসেছে,

www.pathagar.com

যারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যারা তাদের ধর্ষণ করেছে, যারা তাদের আলিঙ্গন করেছে : তারা গান গাইলো এসব পুরুষের মনের বেদনা নিয়ে, যে বেদনার কথা বোঝা হয়ে গেছে এবং যে বেদনাগুলোকে কখনও সখনও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তারা পরস্পরকে তাদের পায়ের কড়া, ক্লান্তিকর ছাপ এসব দেখালো; তারা ললিতসুরের তালে তালে গান গেয়ে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করছে, একটা হাতের ঝাপটানি, ম্লান হয়ে আসছে সৌন্দর্য। গর্ভপাত করানো শিশুর ওপর, খুন হওয়া শিশুর ওপর এবং যে শিশু তারা একদা ছিলো সেসব শিশুদের ওপর পড়ে ওরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তাদের সব গানের ভেতর দিয়ে, সমস্ত হিংস্র, ক্ষুব্ধ, মিষ্টি আর নিঃশঙ্ক সঙ্গীতের তালে তালে ওরা নেচে চলেছে, প্রত্যেকেই নাচছে, অবোধ্য ওদের ভাষা। আঘাতের দুম দুম শব্দ, আর একা একা ঘুরে ঘুরে নাচা; ঘাম ঝরে যাওয়া, হৃদয়ে ভেঙে যাওয়া নাচ। মনে হলো, সবাই এক আত্মায় বিলিন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নাচতেই থাকলো। নাটকের শেষভাগে ওই আত্মা একটা একক গান গাইতে শুরু করলো, খুব সাধারণ পঙ্‌ক্তিমালা :

ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছি নিজের ভেতর
এবং আমি তাকে ভালোবাসি আমি তাকে পাগলের মতো ভালোবাসি।

আলো জ্বলে উঠলো : মাথা নুইয়ে অভিবাদনের পালা শেষ হলো; আমাদের পেছনে বসা মেয়েরা প্রচণ্ড শোরগোল করে তাদের অভিনন্দন জানাতে লাগলো। আমি রুবিকে তার কোট পরে নিতে সাহায্য করলাম, তারপর হেঁটে হেঁটে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে গেলাম। বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে; কালো আকাশের বিপরীতে তারাগুলো সাদা বরফের মতো ঝকমক করছে। গাড়িটাকে চালু করে নেয়ার জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম, রুবি তখন একটু ঝুঁকে পড়ে আমার গালে চুমু খেলো।

"ধন্যবাদ।"

তার গাঢ় বাদামি চোখ দুটো ঝিকমিক করছিলো। গাড়ি ছাড়ার আগে আমি তার দস্তানা পরা হাতখানা দ্রুত চেপে ধরলাম। সাউথ সাইডে যাওয়ার সব পথ জুড়ে আমাদের আর একটি কথাও হলো না, তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এবং তাকে শুভরাত্রি জানানো পর্যন্ত আমরা আমাদের সেই মহামূল্যবান নীরবতা ভঙ্গ করিনি।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সোয়া তিনটায় আমি এয়ারপোর্ট পার্কিং লটে গিয়ে পৌঁছলাম এবং টার্মিনালের দিকে যত দ্রুত দৌড়ানো সম্ভব দৌড়ে গেলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক-সেদিক বেশ ক'বার চরকির মতো ঘুরলাম। ইন্ডিয়ান, জার্মান, পোলিশ, থাই আর চেক্‌দের ভিড়ের ভেতর আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকলাম।

ধুর! আমার আরও আগেই আসা উচিত ছিলো। সম্ভবত সে এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছে এবং মনে হয় আমাকে ফোন করার চেষ্টা করছে। তাকে কি আমার অফিসের নাম্বারটা দিয়েছিলাম? সে ওর ফ্লাইটটা মিস্ করলে কী হবে? এমন কী হতে পারে যে সে আমাকেই পাশ কেটে চলে গেছে কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারি নি?

আমার হাতে ধরে রাখা ফটোগ্রাফের দিকে তাকালাম, প্রায় মাস দুয়েক আগে সে ওটা আমার কাছে পাঠিয়েছিল, হাতের ঘষা খেতে খেতে ওটা অনেকটা ঝাপসা হয়ে এসেছে। তারপর মাথা তুলে তাকাতেই দেখলাম ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে : এক আফ্রিকান মেয়ে কাস্টমস্ গেটের পেছন থেকে আবির্ভূত হচ্ছেন; সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ভঙ্গীতে সে হেঁটে হেঁটে আসছে, তার উজ্জ্বল অনুসন্ধানী চোখ দুটো তখন আমার নিজের চোখের ওপরই নিবদ্ধ, সে যখন হেসে উঠলো মনে হলো তার কালো, গোল ভাস্কর্যের মতো মুখটা কাঠগোলাপের মতো হেসে উঠলো।

"বারাক?"

"অউমা?"

"ওহ্ মাই... ..."

আমি আমার বোনকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে উঠালাম, তারপর পরস্পর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতেই থাকলাম, হাসতেই থাকলাম। আমি তার ব্যাগ দুটো উঠিয়ে নিয়ে পার্কিং গ্যারেজের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সে এক হাত দিয়ে আমার

www.pathagar.com

হাতখানা ধরলো। ওই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম, যে কোনোভাবেই হোক, আমি তাকে ভালোবাসি, খুব স্বাভাবিকভাবে, খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ও খুব ভয়ানকভাবে আমি তাকে ভালোবাসি, পরবর্তীতে, সে চলে যাওয়ার পর, আমি ঠিক বুঝতে পারবো যে আমার ওই ভালোবাসায় আমি আস্থাহীন হয়ে উঠেছিলাম, নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। এমনকি এখনও আমি ব্যাখ্যা করতে পারি; শুধু একটা জিনিস আমি জানি তা হলো ওই ভালোবাসা ছিল সত্য এবং আজো আছে। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ।

"তো, ভাই", শহরের দিকে যেতে যেতে অউমা বললো, "আমাকে কিন্তু সব কিছু বলতে হবে।"

"কী ব্যাপারে?"

"তোমার জীবন সম্পর্কে।"

"একেবারে শুরু থেকে?"

"যে কোনো এক জায়গা থেকে শুরু করো।"

আমি তাকে শিকাগো এবং নিউ ইয়র্ক সম্পর্কে বললাম; এবং সংগঠক হিসেবে আমার কাজকর্ম সম্পর্কে বললাম, আমার মা, নানা-নানি আর মায়া সম্পর্কে তাকে বললাম— আমার বাবার কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে সে অনেক শুনেছে, সে বললো, তার মনে হচ্ছিলো সে যেন তাদেরকে ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছে। সে হিডেলবার্গ সম্পর্কে বললো, ওখানে সে ভাষা-বিজ্ঞানের ওপর মাস্টার ডিগ্রি শেষ করার চেষ্টা করেছে। সে জার্মানিতে তার ভাগ্যের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে কথা বললো।

"অভিযোগ করার কোনো অধিকার আমার নেই, আমি মনে করি", সে বলল, "আমার একটা স্কলারশিপ রয়েছে, একটা ফ্ল্যাট রয়েছে। আমি জানি না কেনিয়ায় থাকলে আমার কী হতো। তবে জার্মানিকে আমি এখনও অতটা গুরুত্ব দেই না। তুমি হয়তো জানো, জার্মানরা আফ্রিকানদের ব্যাপারে বেশ উদার মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই দেখা যাবে তাদের ভেতর তাদের বাল্যকালের সেই মনোভঙ্গিই রয়ে গেছে। জার্মান রূপকথায় কালোদের সবসময়ই অপদেবতা কিংবা কদাকার ভূত হিসেবে দেখানো হয়েছে। এসব জিনিস খুব সহজে ভোলা যায় না। মাঝে মধ্যে আমি কল্পনা করার চেষ্টা করি প্রথম বাড়ি ছেড়ে আসার পর ওল্ডম্যান এসব দেখে দেখে কী ভাবতেন। তিনিও কি একই নিঃসঙ্গতা বোধ করতেন...।"

ওল্ড ম্যান। অউমা আমাদের বাবাকে ওই নামেই ডাকতো। আমার মনে হলো সে যুৎসই একটা শব্দ ব্যবহার করেছে, শব্দটিকে একই সাথে খুব পরিচিত মনে হলো আবার মনো হলো অনেক দূরের কিছু একটা; একটা এলিমেন্টাল ফোর্স, বোঝা যায় আবার বোঝা যায় না। আমার অ্যাপার্টমেন্টে আমার শেল্‌ফের ওপর অউমা বাবার একটা ছবি ঝুলিয়ে রেখেছে, স্টুডিওতে তোলা পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফ, আমার মা খুব যত্ন করে ছবিটা রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

"কী সরল একটা চেহারা, তাই না? একেবারে ঝকঝকে তরুণ।" ছবিটা আমার মুখের কাছে ধরে নিয়ে বললো। "তোমার মুখটা ঠিক বাবার মতোই।"

আমি তাকে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম, আগামী কয়েক ঘণ্টার জন্য আমি অফিসের কাজে বেরিয়ে যাবো।

সে মাথা ঝাঁকালো। "আমি মোটেও ক্লান্ত নয়, আমিও তোমার সাথে যাবো।"

"একটু ঘুমিয়ে নিলে তোমার ভালো লাগবে।"

"আহ্, বারাক! তুমিও দেখছি ওল্ডম্যানের মতোই কর্তৃত্বপরায়ণ। কিন্তু তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে জীবনে মাত্র একবার। তার মানে রক্তেই ব্যাপারটা রয়ে গেছে—।"

আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু সে হাসলো না; সে আমার মুখটা এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে যেন সে কোনো পাজ্‌ল-এর সমাধান করছে।

সেদিন বিকেলে আমরা দুজন সাউথ সাইডে ঘুরতে বের হলাম, প্রথম দিন শিকাগোতে এসে যে দিকে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম; আমার স্মৃতিশক্তির ওপর ভর করে সে দিকেই ঘুরতে গেলাম। অফিসে গিয়েই দেখলাম ওখানে অ্যানজেলা, মোনা এবং শিরলে উপস্থিত। ওরা অউমাকে কেনিয়া সম্পর্কে সমস্ত কিছু নিয়ে প্রশ্ন করলো ও জিজ্ঞেস করলো সে কিভাবে চুল আচড়ায় এবং কিভাবে সে এত সুন্দর করে কথা বলে, তার কথা ইংল্যান্ডের রানীর মতো, ওরা চারজন মিলে আমাকে নিয়ে আমার উদ্ভট সব অভ্যাস সম্পর্কে কথা বলে বেশ আমোদে মেতে গেল।

"ওরা দেখছি তোমাকে বেশ ভালোই পছন্দ করে," পরে অউমা বলেছিল। "তাদের দেখে বাড়ির ফুফুদের কথা মনে হচ্ছে।" সে জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে বাইরে বাতাসে মুখটা বাড়িয়ে দিলো, দেখল আমরা মিশিগান এভেন্যু অতিক্রম করে যাচ্ছি : পুরনো রোজল্যান্ড থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, গ্যারেজভর্তি জং ধরা কার। "তুমি কি এটা তাদের জন্য করছো, বারাক? সে জিজ্ঞেস করলে, আমার দিকে ফিরে বললো, "মানে তোমার এই অরগানাইজেশন বিজনেস?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "তাদের জন্য, আমার নিজের জন্য।"

ভয় এবং হতভম্বের সেই একই অভিব্যক্তি অউমার মুখে ফিরে এলো। "আমি রাজনীতি খুব একটা পছন্দ করি না।" সে বললো।

"কেন?"

"আমি জানি না। লোকজনকে শেষ পর্যন্ত হতাশই হতে দেখি।"

বাড়িতে গিয়ে দেখি মেইলবক্সে তার জন্য একটা চিঠি অপেক্ষা করছে; চিঠিটা লিখেছে এক জার্মান, সে আইনের ছাত্র, অউমা তাকে অনেক দিন থেকে চেনে।

বিপুলায়তনের একটা চিঠি, কমপক্ষে সাত পৃষ্ঠার সমান লম্বা, আমি ডিনার তৈরি করছিলাম, সে রান্নাঘরের টেবিলে বসে হাসছিলো ও লজ্জা পাচ্ছিলো এবং জিহ্বায় কামড় দিচ্ছিলো, হঠাৎ করেই তার মুখটা কোমল, বিষণ্ন এবং ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি মনে হয় জার্মানদের পছন্দ করো না," আমি বললাম।

www.pathagar.com

সে চোখ মুছতে মুছতে হাসলো "ইয়াহ্, কিন্তু ওত্তোর কথা আলাদা। সে খুবই মিষ্টি। আর মাঝে মধ্যে আমি তার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করি। আমি জানি না, বারাক। মাঝে মধ্যে আমার কি মনে হয় জানো, আমি বোধ হয় কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবো না। আমি ওল্ড ম্যানকে নিয়ে ভাবি, সে তার জীবনটাকে কি বানিয়েছে, আর বিয়ের কথা শুনলে তো আমার কাঁপুনি ধরে। যদিও, ওত্তো আর ওত্তোর ক্যারিয়ার নিয়ে আমাদের জার্মানিতেই থাকতে হবে, তুমি বুঝতেই পারছো। ব্যাপারটা কেমন হবে, আমি ইতিমধ্যেই কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছি, সারাজীবন আমাকে বিদেশী হয়ে কাটাতে হবে, আর আমার মনে হয় না আমি তা পারবো।"

"সে চিঠিটা ভাঁজ করে খামের ভেতর রেখে দিলো, তোমার কি অবস্থা, বারাক?" সে জিজ্ঞেস করলো। "তোমার কি এ জাতীয় কোনো সমস্যা আছে, নাকি তোমার এই বোনটাই এরকম দ্বিধাগ্রস্ত?"

"আমার মনে হয় আমি তোমার অনুভবটা বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছো, বলো।"

আমি রেফ্রিজারেটরে গিয়ে দুটো গ্রিন পেপার নিয়ে কাটিং বোর্ডের ওপর রাখলাম, "নিউ ইয়র্কের একটা মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম। সে ছিলো শ্বেতাঙ্গ। কালো চুল, চোখে নীলচে একটা ভাব। তার কণ্ঠে বাতাসের সুর। বছরখানেক আমাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। উইকেন্ডেই বেশির ভাগ দেখা হতো। কখনও তার অ্যাপার্টমেন্টে, কখনও আমার অ্যাপার্টমেন্টে। তুমি তো জানোই, কিভাবে তুমি নিজের ভুবনে মগ্ন হয়ে যাও? শুধু আমরা দু'জন, উষ্ণ লুকোচুরি। ঠিক তোমার নিজের ভাষার মতো, তোমার নিজের প্রথার মতোই ছিলো এই ব্যাপারটা।

"যাই হোক, এক উইকেন্ডে সে তার গ্রামে তার পারিবারিক বাড়িতে আমাকে নেমন্ত্রণ করলো। সেখানে ওর বাবা মা ছিল। তার বাবা মা চমৎকার মানুষ ছিলেন, অমায়িক ভদ্র। তখন ছিল শরৎকাল, সুন্দর দিন, আমাদের চার দিকে গাছপালা, আমরা একটা ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে গোলাকার একটা হ্রদে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, বরফাচ্ছাদিত হ্রদ, পাড়গুলো সোনালি পাতায় ভরা। এই ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি এই পরিবারের চেনা। তারা জানে কিভাবে এখানকার পাহাড় গঠিত হয়েছে, কিভাবে রাশি রাশি বরফের টুকরো থেকে এই হ্রদের উৎপত্তি, তাঁরা এখানকার প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর নামগুলো জানেন— তাদের পূর্বপুরুষদের নাম জানেন— এই ভূমিতে যেসব ইন্ডিয়ান ঘোরাফেরা করতেন তাদের নামগুলো জানতেন। বাড়িটা অনেক পুরনো আমলের, তার দাদার বাড়ি। তার দাদা তার দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়িটা পেয়েছিলেন। বাড়ির লাইব্রেরি পুরনো বইপত্র দিয়ে ভর্তি, তার দাদার সাথে তার পরিচিত বিখ্যাত সব মানুষের ছবি। প্রচণ্ড ভাবগম্ভীর একটা রুম। ওই রুমে দাঁড়িয়ে আমি উপলব্ধি করলাম আমাদের দু'জনের দু'রকম পৃথিবী, আমার বন্ধুর আর আমার দূরত্ব কেনিয়া আর জার্মানের দূরত্বের মতো। এবং আমি জানতাম আমরা যদি একসাথে থাকি তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাকে তার মতো

www.pathagar.com

করে থাকতে হবে। আমি আসলে আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই অন্যের মতো করে কাটিয়েছি। আমাদের দু'জনের মধ্যে কেবল আমিই জানি কিভাবে একজন বহিরাগত হিসেবে বসবাস করতে হয়।"

"তো শেষমেশ কী হলো।"

"আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।" আমি তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছি। আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। আমাদের ছোট্ট সুন্দর জগতে ভবিষ্যৎ ভাবনা একটি উপদ্রব হয়ে দেখা দিলো। একদিন রাতে আমি তাকে একটা নতুন নাটক দেখতে নিয়ে গেলাম, এক কৃষ্ণাঙ্গ নাট্যকারের লেখা নাটক। খুব ক্রুদ্ধ ধরনের নাটক, কিন্তু হাসির। গতানুগতিক কৃষ্ণাঙ্গীয় আমেরিকান হাস্যরস। দর্শকদের বেশির ভাগই ছিল কালো। ওরা হাসছিল, হাততালি দিচ্ছিল, চার্চে যেমন হইচই করে এখানেও তেমন হইহই করছিল। নাটক শেষ হওয়ার পর আমার বন্ধু বলা শুরু করলো কেনো কালোরা সবসময় রেগে থাকে। আমি বললাম এটা একটা স্মৃতিচারণের ব্যাপার—কেউ জিজ্ঞেস করে না ইহুদিরা কেন হলোকাস্ট (ব্যাপক হত্যাকাণ্ড)-এর কথা স্মরণ করে, আমার মনে হয় আমি এই কথাই বলেছি এবং সে বললো যে এটা আলাদা ব্যাপার। আমি বললাম, না এটা আলাদা ব্যাপার নয়, সে বললো যে ক্রোধ হচ্ছে একধরনের কানাগলি। থিয়েটারের সামনেই আমাদের প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে গেলো। কারে ওঠার পর সে কাঁদতে শুরু করলো। সে কালো হতে পারবে না, সে বললো। সে যদি পারতো তাহলে হতো। কিন্তু সে পারবে না। সে শুধু তার মতো হতে চায়। আর এটাই কী যথেষ্ট নয়?"

"খুবই দুঃখজনক একটা গল্প বারাক।"

"আমার ধারণা সে কালো হলেও কোনো কাজ হতো না। মানে, আমি বলতে চাচ্ছি ওখানে আরও অনেক কালো মেয়ে ছিলো যারা অনেকেই আমার হৃদয় ভেঙেছে।" আমি কাটা পিপারগুলো পাত্রে ছাড়িয়ে দিলাম, তারপর ঘুরে দাঁড়ালাম অউমার দিকে। "কথা হচ্ছে," আমি বললাম, এবার আমার মুখে কোনো হাসি নেই, "যখনই আমি সেদিন রাতে থিয়েটারের সামনে আমার বন্ধুর বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবি তখনই আমি লজ্জা পাই।"

"সে কি কখনও তোমাকে ফোন করে?"

"ক্রিসমাসের একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম। সে এখন বেশ সুখী; অন্য একজনের সাথে তার ভাব হয়েছে। আর আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।"

"এটা কি যথেষ্ট?"

"কখনও সখনও।"

পরের দিন আমি ছুটি নিলাম, এবং সে দিনটা আমরা দু'জন সারাদিন একসাথে কাটালাম, আর্ট ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলাম (আমি ফিল্ড মিউজিয়ামের ওই কুঞ্চিত মাথাগুলো দেখতে যেতে চেয়েছিলাম; কিন্তু অউমা রাজি হয়নি), আমার ক্লজিট

www.pathagar.com

থেকে পুরনো ফটোগ্রাফ বের করে আমরা গেলাম সুপার মার্কেটে, ওখানে গিয়ে অউমার উপলব্ধি হলো যে আমেরিকানরা বেশ আন্তরিক এবং এদের ওজন বেশি। সে কখনও সখনও একটু জেদি, কখনও বা দুষ্টুমি ভর করে তার মাথায় আর মাঝে মধ্যেই পৃথিবীর ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে সে আর সব সময় একটা আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটা পণ্ডিতি প্রদর্শন— অনিশ্চয়তার প্রতি আমার নিজের যেরকম প্রতিক্রিয়া।

বাবাকে নিয়ে আমাদের খুব বেশি কথা হয়নি; যেন যখনই তার স্মৃতিচারণ করতে যাবো তখনই আমাদের কথোপকথন বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু সেদিন রাত্রে, ডিনারের পর একটা ভাঙা দেয়াল পেরিয়ে হ্রদের ধারে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর আমাদের দু'জনেরই মনে হলো বাবার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে অন্য বিষয় নিয়ে আমরা আরও কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যেতে পারি। আমি চা তৈরি করলাম, অউমা ওল্ডম্যানকে নিয়ে কথা শুরু করলো, অন্তত যতটুকু সে মনে করতে পারছে। "আমি তাকে সত্যিকার চিনতে পেরেছিলাম সেটা দাবি আমি করতে পারি না, বারাক," সে শুরু করল। "মনে হয় কেউই পারে নি— আসলেই পারে নি, তাঁর জীবনটা ভীষণ এলোমেলো। লোকজন তার সম্পর্কে একটু-আধটু জানে মাত্র, এমনকি তার নিজের সম্পর্কেও তাই।

"আমি তাঁকে ভয় পেতাম। তুমি জানো আমার জন্মের আগেই তিনি অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। হাওয়াই-এ, তোমার মায়ের কাছে, এবং তারপর হার্ভার্ড। তিনি যখন কেনিয়ায় ফিরে এলেন তখন আমাদের বড় ভাই রয় আর আমি দু'জনই খুব ছোট। আমরা মায়ের সাথে গ্রামে থাকতাম, এ্যালোগোতে। বয়স খুবই অল্প থাকায় তাঁর ফিরে আসা নিয়ে তেমন কিছু স্মরণ করতে পারি না। তখন আমার বয়স ছিল চার, কিন্তু রয়ের ছিলো ছয়। সুতরাং ঘটনা কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে রয় তোমাকে আমার চেয়ে বেশি বলতে পারবে। আমার শুধু মনে আছে উনি রুথ নামের একজন আমেরিকান মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের মায়ের কাছ থেকে আমাদের নিয়ে তাদের সাথে নাইরোবিতে বসবাস করার জন্য নিয়ে গেলেন। আমার মনে আছে যে এই রুথই হলেন প্রথম শ্বেতাঙ্গ মহিলা যাকে আমি সামনাসামনি এই প্রথম দেখলাম এবং হঠাৎ করেই তিনি আমার নতুন মা হয়ে উঠলেন।"

"নিজের মায়ের সঙ্গে থাকলে না কেন?" অউমা তার মাথা নাড়ালো, "আমি ঠিক বলতে পারবো না কেন। কেনিয়ায় ডিভোর্স হওয়ার পর বাবারা তার সন্তানদের কাছে রাখতে পারে— যদি তারা রাখতে চায়। মাকে আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কথা বলা তার জন্য বেশ কঠিন ছিল। সে শুধু এটাই বলতো যে ওল্ডম্যানের নতুন আরেকটা বউ-এর সঙ্গে সে থাকতে নারাজ— এবং মায়ের ধারণা ছিল বাচ্চাদের ওল্ডম্যানের সাথেই থাকা উচিত; কেননা ওল্ডম্যান ধনী।

www.pathagar.com

"ওই সময় প্রথম প্রথম ওল্ডম্যান বেশ ভালোই করছিলেন। তিনি আমেরিকান তেল কোম্পানি শেল-এ কাজ করতেন। স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছর পরের কথা, তখন সরকারের উচ্চপদস্থদের সাথে ওল্ডম্যানের বেশ ভালো যোগাযোগ ছিলে। তাদের অনেকেই তার সাথে স্কুলে পড়তো। ভাইস প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, অনেকেই মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসতো, তারা একসাথে মদ খেতো আর রাজনীতি নিয়ে গল্প করতো। তাঁর বিশাল একটা বাড়ি ছিল, এবং বিশাল বড়ো একটা কার ছিল, সবাই তার প্রতি মুগ্ধ ছিল কারণ তিনি এত অল্প বয়সে বিদেশ থেকে এতো পড়াশোনা করে এসেছেন। তার ওপর তাঁর ছিল একটা আমেরিকান বউ যা তখনও দুর্লভ একটা ব্যাপার— যদিও পরবর্তীকালে রুথ-এর সঙ্গে বিবাহিত থাকা অবস্থাতেই তিনি আমার আসল মাকে সাথে নিয়ে বাইরে বেরোতেন। মনে হয় তিনি দেখাতে চাইতেন যে তিনি ইচ্ছে করলেই এই আফ্রিকান সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে যখন তখন ঘুরতে পারেন। আমার আরও চারটা ভাইয়ের জন্ম ঠিক এই সময়, মার্ক ও ডেভিড ছিল রুথের ছেলে, তাদের জন্ম আমাদের ওয়েস্ট ল্যান্ডের এই বড় বাড়িটায়। আবো আর বার্নাড ছিলো আমার আসল মায়ের ছেলে, তারা আমার আসল মায়ের সাথেই গ্রামে থাকতো। ওই সময় আমি আর রয় আবো আর বার্নাডকে চিনতাম না। তারা আমাকে দেখতে এ বাড়িতে কখনই আসেনি। আর ওল্ডম্যান ওদের দেখতে সবসময় একাই যেতেন; রয়কেও বলে যেতেন না।

"এসব নিয়ে তখন কিছুই ভাবতাম না, আমরা যে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে জীবনযাপন করছিলাম সেটা ভাবার মতো বয়স তখন আমার হয়েছিল না। আমার ধারণা ব্যাপারটা রয়ের জন্য বেশ কঠিন ছিল, কারণ অ্যালোগো কেমন ছিল না ছিল তা মনে রাখার মতো যথেষ্ট বয়স তার হয়েছিল; প্রথমে আমার মায়ের সাথে বসবাস করার স্মৃতি তার অবশ্যই মনে আছে। আমার কাছে সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল। রুথ, আমার নতুন মা ওই সময় আমাদের সাথে ভালোই আচরণ করতেন, তিনি আমাদের তাঁর নিজের সন্তানদের মতোই দেখতেন। তাঁর বাবা-মায়েরা ছিলেন ধনী, আমার ধারণা, এবং তাঁরা স্টেটস থেকে আমাদের জন্য সুন্দর উপহার পাঠাতেন। তাদের কাছ থেকে যখনই কোনো প্যাকেজ আসতো তখন সত্যিকারই উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। কিন্তু আমার মনে আছে রয় মাঝে মধ্যে ওগুলো নিতে অস্বীকৃতি জানাতো, এমনকি উনারা আমাদের জন্য মিষ্টি কিছু পাঠালেও। আমার মনে আছে একবার উনাদের পাঠানো চকলেট নিতে সে অস্বীকার করেছিলো, কিন্তু পরে রাত্রে যখন সে ভেবেছিলো যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখন সে আমাদের ড্রেসার থেকে চকলেট বের করে নিয়েছিলো। কিন্তু আমি তাকে কিছুই বলিনি, কারণ আমি জানতাম সে অসুখী।

"এরপর অবস্থা পাল্টাতে লাগলো। মার্ক আর ডেভিডের জন্মের পর তার মনোযোগ তাদের দিকে চলে গেল। ওল্ডম্যান আমেরিকান তেল কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে সরকারি চাকরি নিলেন, পর্যটন মন্ত্রণালয়ে। তাঁর হয়তো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল, প্রথম প্রথম তিনি ওখানে ভালই করছিলেন। কিন্তু ১৯৬৬ কিংবা

www.pathagar.com

১৯৬৭-তে কেনিয়ার বিভক্তি খুব গুরুতর আকার ধারণ করলো। প্রেসিডেন্ট কেনিয়াত্তা এসেছিলেন সর্ববৃহৎ ট্রাইব কিকুইয়াস থেকে। লাউস ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম ট্রাইব, অভিযোগ উঠতে থাকলো যে কিকুইয়াসরা সব ভালো ভালো চাকরি বাগিয়ে নিচ্ছে। সরকার ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট ওডিংগা ছিলেন একজন লউ, তিনি বলেছিলেন যে সরকার দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে যাচ্ছে, যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলো সরকার তাদের সেবা না করে সাদা ঔপনিবেশিকদের সেবা করে যাচ্ছে, তারা সব ব্যাবসা বাণিজ্য এবং জমি কিনে নিচ্ছে যেগুলো সাধারণ মানুষের ভেতর ভাগ করে দেয়া যেতো। ওডিংগা নিজেই এক একটা দলগঠন শুরু করেছিল, কিন্তু তাকে কমিউনিস্ট অভিযোগে গৃহবন্দি করা হয়েছিলো। আরেক জনপ্রিয় লউ মন্ত্রী এক কিকুইয়াস বন্দুকধারীর হাতে নিহত হন। লউরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে দিলো, তখন সরকারি পুলিশ বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অনেকে নিহত হলো। আর এই সব কিছুই ট্রাইবদের ভেতর সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিল।

"ওল্ডম্যানের বেশির ভাগ বন্ধুরাই চুপচাপ থেকে পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে জীবনযাপন করতে শিখেছিল। কিন্তু ওল্ড ম্যান কথা বলা শুরু করলেন। তিনি লোকজনদের বলতে থাকলেন যে ট্রাইবালিজ্‌ম দেশকে ধ্বংস করে ফেলছে এবং অযোগ্য সব লোকজন সবচেয়ে ভালো চাকরিগুলো নিচ্ছে। তাঁর বন্ধুরা লোকজনের সামনে এসব কথা না বলার জন্য তাকে সতর্ক করেও দিয়েছিল। কিন্তু উনি বন্ধুদের কথা কানেই তোলেন নি। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই সবচেয়ে ভালো বোঝেন। তিনি একবার প্রমোশন না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল। 'তুমি আমার সিনিয়র কিভাবে হও; এক মন্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আমি এখন পর্যন্ত তোমাকে শিখিয়ে যাচ্ছি যে চাকরি কিভাবে করতে হয়?' এসব কথাবার্তা কেনিয়াত্তার কানে পৌঁছেছিল যে ওল্ডম্যান একজন গোলযোগ সৃষ্টিকারী, তাঁকে প্রেসিডেন্ট ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গল্পানুসারে, যেহেতু তিনি মুখ বন্ধ রাখতে পারেন না, সেহেতু প্রেসিডেন্ট নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি পায়ে জুতা পরে না আসা পর্যন্ত কাজে যোগ দিতে পারবেন না।

"আমি জানি না এসব গল্পের খুঁটিনাটি আসলে কত দূর সত্য, কিন্তু যেটা জানি প্রেসিডেন্টের সাথে তার শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি হয়েছিল। তাকে সরকার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো— তিনি ছিলেন কালো তালিকাভুক্ত। কোনো মন্ত্রণালয়ই তাকে আর কোনো কাজ দেবে না। তিনি কোনো কোম্পানিতে গিয়ে চাকরি চাইলে ওই সব কোম্পানিকে হুমকি দেয়া হতো যেন তাকে চাকরি না দেয়া হয়। তারপর তিনি দেশের বাইরে চাকরি খুঁজতে শুরু করলেন, এবার চাকরি পেলেন আদ্দিস আবাবায়, আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে, কিন্তু ওখানে যোগ দেওয়ার আগেই সরকার তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে ফেললো, তিনি কেনিয়াই ছাড়তে পারলেন না।

www.pathagar.com

"শেষ পর্যন্ত, ওয়াটার ডিপার্টমেন্টে তিনি ছোটখাটো একটা চাকরি নিলেন। এবং এটাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর এক বন্ধু তাকে দয়া করেছিলেন বলে। এই চাকরি পেয়ে তাঁর পেট চলতো ঠিকই কিন্তু এটা ছিল তাঁর জন্য বিশাল এক পতন। ওল্ডম্যান প্রচুর মদ্যপান শুরু করলেন, তাঁর সাথে আগে যারা দেখা করতে আসতো তাদের অনেকেই তখন আর আসে না, কেননা তার সাথে তখন যোগাযোগ থাকাটা বিপজ্জনক। তারা তাঁকে বোঝাতো যে তিনি যদি একটু নতস্বীকার করেন কিংবা আচরণ পরিবর্তন করেন তাহলে হয়তো সব কিছু আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কারও কথাই শুনলেন না, মুখে যা আসতো তা-ই বলে যেতেন।

"বড় হয়ে আমি ওসবের অনেক কিছু বুঝতে পেরেছিলাম। ওই সময়, আমি শুধু দেখতাম যে বাড়িতে জীবন যাপন আগের চেয়ে বদলে গেছে। ওল্ডম্যান আমার আর রয়ের সাথে গালিগালাজ ছাড়া কোনো কথাই বলতেন না। প্রতিদিন মদ খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতেন, আমি শুনতে পেতাম তিনি রুথের সাথে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন, রুথকে বলতেন তাঁর জন্য রান্না করতে। ওল্ডম্যানের এই পরিবর্তনে রুথ ভয়ানক তিক্ত অবস্থায় ছিলেন। মাঝে মধ্যে যখন ওল্ডম্যান বাড়িতে থাকতেন না তখন রুথ আমাদের বলতেন যে তোমাদের বাবা পাগল হয়ে গেছে এবং আমাদের এরকম বাবার জন্য তাঁর করুণা হয়। এসবের জন্য অবশ্য আমি রুথকে দোষ দিই না। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি খেয়াল করে দেখেছিলাম, এমনকি বেশ আগে থেকেই তিনি তাঁর বাচ্চাদের সাথে যেমন ব্যবহার করছেন আমাদের সাথে ঠিক তেমন ব্যবহার করছেন না। তিনি বলতেন যে আমরা তার সন্তান নই এবং তিনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন। রয় আর আমার মনে হতে লাগলো যে আমাদের কোথাও কেউ নেই। রুথ যখন ওল্ডম্যানকে ছেড়ে চলে গেলেন তখন দেখলাম যে আমাদের অনুভবটা সত্যি ছিলো।

"আমার বয়স বারো কি তেরো তখন রুথ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন— বাবার ভয়ানক কার অ্যাক্সিডেন্টের পর। আমার ধারণা উনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন, অন্য কারের ড্রাইভার, যে ছিল একজন শ্বেতাঙ্গ কৃষক, সে মারা পড়েছিল। ওল্ডম্যান দীর্ঘ দিন হসপিটালে পড়েছিলেন, প্রায় বছরখানেক। মূলত রয় আর আমি নিজেদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচেছিলাম। ওল্ডম্যান শেষ পর্যন্ত হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়ে হাওয়াই-এ তোমাকে এবং তোমার মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে তোমরা দু'জন নাকি এখানে এসে আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা একটা আদর্শ পরিবারে থাকতে পারবো। কিন্তু উনি আসার পর দেখা গেল তোমরা তাঁর সাথে আসেনি, এখন তাঁর মুখোমুখি থেকে গেলাম আমি আর রয়।

"দুর্ঘটনার কারণে ওল্ডম্যান ওয়াটার ডিপার্টমেন্টে তাঁর চাকরিটা হারালেন এবং আমাদের তখন থাকার কোনো জায়গা ছিল না। কিছু দিন আমরা এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মিয়ের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাও আমাদের ঠাঁই দিতে চাইলো না; কেননা তাদের নিজেদেরই অনেক সমস্যা।

www.pathagar.com

তারপর শহরের একটা রাফ সেকশনে আমরা ভাঙ্গা চোরা একটা বাড়ি পেলাম, ওখানে আমরা বেশ অনেক ক'বছর কাটিয়েছি। ওই সময়টা ছিল ভয়ঙ্কর একটা সময়। ওল্ড ম্যানের হাতে টাকা পয়সা ছিল না বললেই বলা চলে, আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে খাবার কেনার টাকা ধার করতে হতো। এ ব্যাপারটা আমার ধারণা তাঁকে আরও বেশি লজ্জায় ফেলেছিলো, তার আচরণ আরও বেশি খারাপ হয়ে উঠলো। এত কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, রয় কিংবা আমার কাছে তিনি কখনই এসব স্বীকার করতেন না। আমার মনে হয় এটাই ছিল সবচেয়ে বেদনাদায়ক একটা ব্যাপার যে আমরা ছিলাম ড. ওবামার সন্তান এই ভাবটা তিনি তখনও বজায় রাখতে চাইতেন। আমাদের কাপবোর্ডে কিছুই থাকত না, তিনি চ্যারিটিতে সব দিয়ে দিতেন শুধু ভাব ধরে রাখার জন্য। মাঝে মধ্যে আমি তাঁর সাথে তর্ক করতাম, তখন তিনি শুধু একটা কথাই বলতেন যে আমি অল্পবয়সী একটা বোকা মেয়ে, আমি ওসব কিছু বুঝতে পারবো না।

"রয় আর তার সম্পর্কটা আরও খারাপ ছিল। মাঝে মধ্যেই দু'জনের ভয়ানক ঝগড়া ঝাটি হতো। শেষ পর্যন্ত রয় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতো। সে বাড়ি আসা বন্ধ করে দিতো এবং অন্য লোকজনদের সাথে গিয়ে থাকতো। মাঝে মধ্যে আমি অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতাম যে রয় দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকবে, তাকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন থাকতাম যে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যায়নি তো। সে মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়িতে ঢুকতো এবং আমাকে জাগিয়ে তুলতো কারণ সে এখন সঙ্গ চায় কিংবা কিছু একটা খেতে চায়। সে কতটা অসুখী ছিল এবং তার সাথে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে সেসব নিয়ে সে কথা বলতো। আমার তখন ভীষণ ঘুম পেত; তার ওসব কথার আগামাথা কিছুই আমার মাথায় তখন ঢুকতো না। মনে মনে, আমার এরকম মনে হতে লাগলো যে সে যদি রাত্রে বাইরে কোথাও থাকতো এবং কখনই যদি ফিরে না আসতো!

"শুধু একটা জিনিস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেটা হলো কেনিয়া হাইস্কুল। এটা ছিল একটা গার্লস স্কুল যেটা শুধু ব্রিটিশদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। নিয়মকানুন খুব কড়া, এবং ভীষণ বর্ণবৈষম্যবাদী– অনেক শ্বেতাঙ্গ ছাত্রী ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর ওরা আফ্রিকান শিক্ষকদের লেকচার প্রদানে অনুমতি দিয়েছিল। এত কিছু সত্ত্বেও আমি ওখানে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। এটা ছিল একটা বোর্ডিং স্কুল, সুতরাং স্কুল চলাকালীন সময়টাতে আমি ওল্ডম্যানের সাথে না থেকে স্কুলের বোর্ডিং-এ থেকে যেতাম, স্কুল আমার ভেতর এক ধরনের শৃঙ্খলা বোধ এনে দিয়েছিল যে জিনিসটাকে আমি আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবো।

"ওল্ডম্যান এক বছর ধরে আমার স্কুলের কোনো ফি পরিশোধ করেনি। স্কুল আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলো। তখন আমার ভীষণ লজ্জা লাগছিলো, আমি সারা রাত কাঁদতাম। আমি জানতাম না আমার এখন কী করার আছে। কিন্তু আমার ভাগ্যটা বেশ ভালো ছিলো। হেডমিস্ট্রেসদের একজন আমার পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনে

www.pathagar.com

আমাকে একটা স্কলারশিপ দিলেন এবং বোর্ডিং-এ থাকার সুযোগ দিলেন। বলা যদিও ঠিক নয়, ওল্ডম্যানের জন্য আমার দুশ্চিন্তা থাকলেও ওল্ডম্যানের কাছ থেকে দূরে থাকতে পেরে আমি খুবই সুখী ছিলাম। তাঁর মতো তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং কখনো ঘুরেও তাকাইনি।

"হাইস্কুলের শেষ দু'বছরে ওল্ডম্যানের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। কেনিয়াত্তা মারা গেলো, এবং যেকোনোভাবেই হোক ওল্ডম্যান আবারও সরকারি চাকরি পেলেন। তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাকরি শুরু করলেন এবং আবারও তাঁর অর্থ এবং প্রভাব বাড়তে লাগলো। কিন্তু আমার ধারণা তাঁর সমবয়সীরা তাঁর চোখের সামনেই রাজনৈতিকভাবে তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। তাঁর পরিবারকে সচ্ছল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মতো যথেষ্ট সময় তখনো হয়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিন তিনি একটা হোটেল রুমে একা একা থাকতেন, এমনকি বাড়ি কেনার মতো যথেষ্ট টাকা পয়সা জমা সত্ত্বেও। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য নানান ধরনের মহিলাদের সাথে বিয়ে করতেন— কখনো ইউরোপিয়ান, কখনো আফ্রিকান— কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত টিকতো না। তাঁর সাথে আমার দেখা হতো না বললেই চলে, আবার দেখা হলেও তিনি বুঝতে পারতেন না আমার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে। আমরা ছিলাম পরস্পরের কাছে অনেকটা অচেনা আগন্তুকের মতো, তিনি তখনো এমন একটা ভান করে যেতেন যে তিনি হলেন একজন আদর্শ পিতা এবং কীভাবে আচরণ করতে হয় সে সম্পর্কে বলতেন। আমার মনে আছে আমি যখন জার্মানিতে স্কলারশিপ পেলাম তখন সেটা তাকে বলতে ভয় পেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়তো বলবেন যে আমার বয়স এখন কম, স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার ঝক্কি-ঝামেলা পোহানোর মতো যথেষ্ট বয়স আমার এখনো হয়নি, তখন ভিসা অনুমোদন করতো সরকার। সুতরাং তাকে কিছু না জানিয়েই আমি জার্মানিতে চলে গিয়েছিলাম।

"জার্মানিতে এসে তার ওপর কিছু কিছু বিষয়ে আমার যে ক্ষোভ ছিল সেগুলো দূর হয়ে গেলো। দূরে এসে আমি বুঝতে পারলাম জীবনে কতটা দুর্ভোগ তিনি সয়ে গেছেন। পুরো জীবনটা ওলোট-পালোট করে জীবনের শেষের দিকে এসে কীভাবে আমি ভাববো যে তিনি নিজেকে পরিবর্তন করতে শুরু করবেন। শেষবার আমি তাঁকে যখন দেখেছিলাম, তিনি তখন একটা বিজনেস ট্রিপে ছিলেন। ইউরোপের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। আমি বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলাম, কারণ বহুদিন আমাদের কোনো কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু তিনি যখন জার্মানিতে এলেন তখন তাঁকে বেশ নিরুদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিলো এবং দারুণ শান্তিতে আছেন বলেই মনে হচ্ছিলো। আমাদের দু'জনের সত্যিকার সুন্দর একটা সময় কেটেছিলো। এমনকি মাঝে মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হয়ে উঠতেন তখন তাঁকে দারুণ চনমনে মনে হতো। তিনি আমাকে তাঁর সাথে করে লন্ডন নিয়ে গিয়েছিলেন, ওখানে আমরা একটা দামি হোটেলে ছিলাম, ওখানকার একটা ব্রিটিশ ক্লাবে তিনি তাঁর সমস্ত বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বলেছিলেন

www.pathagar.com

যে তিনি আমাকে নিয়ে গর্বিত। লন্ডন থেকে প্লেনে ফেরার পথে আমি লক্ষ করলাম একটা ছোট কাচের পাত্রে তাকে হুইস্কি দেয়া হচ্ছে, আমি বললাম যে আমি এটা রেখে দেবো, তিনি বললেন, 'এসব জিনিসের কোনো দরকার নেই।' তিনি স্টিউডেসকে ডাকলেন এবং ওরকম গ্লাসের পুরো সেট্ তাকে আনতে বললেন, এমনভাবে বললেন যেন এই প্লেনের মালিকানা তাঁরই। স্টিউডেস যখন আমাকে ওগুলো দিলো তখন নিজেকে ছোট্ট খুকি বলেই মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো আমি তাঁর রাজকন্যা।

"তাঁর পরিদর্শনের শেষ দিন, তিনি আমাকে লাঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছিলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার কোনো টাকা পয়সা লাগবে কি না এবং টাকা পয়সা নেয়ার জন্য তিনি আমাকে জোরাজুরি করতে লাগলেন। বললেন যে কেনিয়ায় ফিরে যাওয়ার পর আমার জন্য সুন্দর একটা বর খুঁজে বের করবেন। ব্যাপারটা খুবই মর্মস্পর্শী, তিনি চেষ্টা করছিলেন... যেন তিনি বিগত দিনের সব কিছুর ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করছেন। ওই সময় তিনি আরেকটা ছেলের বাবা হয়েছিলেন, জর্জ, তখন তিনি তাঁর এক তরুণী বউয়ের সঙ্গে থাকতেন। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম, 'রয় আর আমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক। আমাদের যেসব স্মৃতি রয়েছে সবকিছু নিয়ে আমরা আমাদের মতো করে চলছি। আমাদের ভেতর যা কিছু হয়ে গেছে তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু জর্জ, এখনো শিশু, সে একটা পরিষ্কার শ্লেট। তাকে নিয়ে আপনার সত্যিকারের সঠিক কিছু করার একটা সুযোগ আছে।' তিনি তার মাথাটা শুধু ঝাঁকালেন, যেন... যেন...।"

অউমা কিছুক্ষণ আবার ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে থাকলো, ডিমলাইটের অস্পষ্ট আলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল, তার পিঠ আমার দিকে, সে নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখছে, তার হাত একটু একটু করে তার কুঁজো হয়ে থাকা কাঁধের ওপর চলে যাচ্ছে। তারপর সে ভয়ংকর রকম কাঁপতে শুরু করে দিল, আমি পেছন থেকে তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো, ধীরে এবং গভীর ঢেউয়ের সাথে তার দুঃখগুলো ধুয়ে মুছে যাচ্ছিলো। "তুমি কি দেখেছো, বারাক?" ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, "আমি সবেমাত্র তাঁকে বুঝতে শুরু করেছিলাম, ঠিক যে পয়েন্টে গিয়ে তাঁকে বোঝার কথা সে পয়েন্টের দিকেই যাচ্ছিলাম। মাঝে মধ্যে আমার মনে হয়, তিনি আসলেই বদলে যেতে চেয়েছিলেন, হয়তো মনে কিছু শান্তিও খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন নিজেকে ভীষণ...ভীষণ প্রতারিত মনে হয়েছিল, তুমিও হয়তো তেমনই প্রতারিত বোধ করতে।"

বাইরে একটা মোড়ে ক্যাঁচ শব্দ করে একটা গাড়ি চলে গেলো; একটা নিঃসঙ্গ মানুষ স্ট্রিট লাইটের গোল চক্কর পেরিয়ে যাচ্ছে। অউমার শরীর, যেন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় আবারও সোজা হয়ে গেল, তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো, হাত দিয়ে সে তার চোখ মুছে নিলো। "আহ্ দেখ তোমার বোনের কাণ্ড," সে

www.pathagar.com

বললো, তারপর খুব দুর্বল একটা হাসি উপহার দিলো। এরপর আমার দিকে ফিরে বললো, "তুমি হয়তো জানো, ওল্ডম্যান তোমার কথা খুব বলতো! সে প্রত্যেককে তোমার ছবি দেখাতো এবং বলতো যে স্কুলে তুমি খুব ভালো করছো। আমার ধারণা তোমার মা আর তাঁর ভেতর চিঠির আদান-প্রদান ছিল। আমার ধারণা ওই চিঠিগুলো আসলেই তাকে স্বস্তি দিতো। বিশেষ করে তার সেই দুঃসময়ে, যখন সবাই তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তিনি চিঠিগুলো আমার রুমে নিয়ে এসে জোরে জোরে পড়া শুরু করে দিতেন। আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে চিঠি পড়া শোনাতেন, আর পড়ে শেষ হয়ে গেলে বলতেন যে তোমার মা আসলে খুব দয়ালু। চিঠিগুলো হাতে নিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলতেন, 'দেখ, এখনো কিছু মানুষ আছে আমাকে সত্যিকার ভালোবাসে।' তারপর নিজেকেই বার বার এ কথাগুলো বলে শোনাতেন..."

অউমা দাঁত ব্রাশ করার সময় আমি তার জন্য কনভার্টিবল সোফা ঠিকঠাক করে দিলাম। সে একটা কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ে খুব দ্রুত গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। কিন্তু আমি জেগে থাকলাম, ডেস্ক লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে থাকলাম। তার মুখের স্থিরতার দিকে চেয়ে থাকলাম, তার ছন্দোময় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম, সে এতক্ষণ ধরে যা কিছু বললো সেগুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করলাম। আমার মনে হলো আমার বিশ্ব যেন তার মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছে; যেন আমি জেগে উঠেছি হলুদ আকাশের বিপরীতে নীল সূর্যকে খুঁজে পাবো বলে, কিংবা পশুরা সব মানুষের মতো কথা বলে উঠবে বলে। জীবনভর আমি আমার বাবার একক চিত্র বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, এমন এক চিত্র যার বিরুদ্ধে আমি কখনো সখনো বিদ্রোহ করেছি বটে কিন্তু প্রশ্ন করে দেখিনি, এমন এক চিত্র যেটাকে আমি পরবর্তীতে একান্ত নিজের করে নেয়ার চেষ্টা করেছি। মেধাবী পণ্ডিত, দয়ালু বন্ধু, বলিষ্ঠ নেতা— আমার বাবার ভেতর এ সব কিছুই ছিল। এবং ছিল আরও বেশি কিছু, কারণ তিনি হাওয়াই-এ এসেছিলেন মাত্র একবার, তিনি কখনোই তাঁর সেই ইমেজকে ভণ্ডুল করে দেননি। কারণ অধিকাংশ মানুষই তাদের জীবনের একটা পর্যায়ে এসে যা দেখে আমাকে তা দেখতে হয়নি : তা হলো তাদের বাবার শরীর কুঁচকে যাচ্ছে, তাদের বাবার গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেছে, তাদের বাবার মুখমণ্ডল শোক সন্তাপে জীর্ণ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আমি অন্যান্য মানুষের ভেতরও দুর্বলতা দেখেছি— গ্রামপস এবং তার হতাশা, লোলো ও তার পরাজয়। কিন্তু এসব মানুষ আমার কাছে ছিল অবজেক্ট্ লেসন্স্ (উদাহরণ দিয়ে শেখানো পাঠ)-এর মতো, ওইসব মানুষকে আমি হয়তো ভালোবেসেছি কিন্তু কখনোই তাদের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করিনি, সাদা কিংবা বাদামিদের নিয়তি কখনোই আমার নিজের নিয়তির কথা বলে না। আমি আমার নিজের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী খুঁজে বেড়িয়েছি— তার সবগুলোই আমার বাবার ইমেজের সাথে বেঁধে নিয়েছি, মার্টিন ও ম্যালকমের গুণাবলি, দাবয়েস আর

www.pathagar.com

ম্যান্ডেলার গুণাবলি বাবার ইমেজের সাথে বেঁধে নিয়েছি। এবং পরবর্তীকালে যদি আমি দেখতাম যে আমার পরিচিত কৃষ্ণাঙ্গরা যেমন ফ্রাঙ্ক কিংবা রে, কিংবা উইল কিংবা রফিক– যাদের ভেতর এরকম অভিজাত মানদণ্ডের ঘাটতি ছিল; যদি দেখতাম যে আমি তাদের কঠোর সংগ্রামের জন্য তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছি– তাহলে তাদেরকে আমার নিজের বলে চিনতে পারতাম। আমার বাবার কণ্ঠ তবুও বিশুদ্ধই থেকে গিয়েছিল, তাঁর কণ্ঠ ছিল অনুপ্রেরণামূলক, তিরস্কারমূলক কিংবা সমর্থনমূলক নয়। তুমি যথেষ্ট কঠোর পরিশ্রম করো না, বেরি। তুমি তোমার মানুষদের সংগ্রামে অবশ্যই সহযোগিতা করবে। ওয়েক আপ, ব্ল্যাক ম্যান!

এখন এই সিঙ্গেল লাইট বাল্বের আলোয় বসে, হার্ড-ব্যাকড্ চেয়ারে মৃদু দুলতে দুলতে, সেই ইমেজ হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল। তার জায়গায় এলো... কী এলো? এক বন্ধ মাতাল? এক দুর্মুখ স্বামী? এক পরাজিত, নিঃসঙ্গ আমলা? আমার মনে হলো যে আমি সারা জীবন এক ভূতের সাথে লড়াই করে গেছি! হঠাৎ করেই আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো; যদি অউমা এই রুমে না থাকতো আমি সম্ভবত হো হো করে হেসে উঠতাম, রাজা এখন সিংহাসনচ্যুত। এম্যার‍্যান্ড পর্দা সরে গেছে একপাশে। আমার মাথার ভেতরের বন্দি প্রজারা এখন ছুটে যেতে পারে দিগ্বিদিক; আমি এখন যা খুশি তাই করতে পারি।

রাত বেড়েই চললো; আমি আমার ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করলাম, বুঝতে পারলাম নতুন স্বাধীনতা খুঁজে পেয়ে আমি কিছুটা তৃপ্ত। যদি আমি ওল্ডম্যানের মতো একইরকমভাবে পরাজিত হই তাহলে আমাকে কে বাধা দেবে? কে আমাকে রক্ষা করবে সন্দেহের হাত থেকে কিংবা কে আমাকে সতর্ক করবে কালো মানুষের অন্তরে থাকা সেসব ফাঁদ থেকে? আমার পিতাকে নিয়ে আমার যে অলীক কল্পনা তা আমাকে অন্তত হতাশা থেকে দূরে রেখেছিল। তিনি এখন মৃত। তিনি এখন আর বলতে পারবেন না কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়।

তিনি আমাকে বললে যা কিছু বলতে পারেন তা হলো তার আসলে কী হয়েছিল। আমার মনে হলো যে এই সমস্ত নতুন তথ্য পাওয়া সত্ত্বেও আমি বাবাকে চিনতে পারিনি যে বাবা কেমন ছিলেন? তার সেই তেজস্বী মনোভাবের, তার সেই প্রতিজ্ঞার কী হয়েছিল? কিসে তার এমন উচ্চাভিলাষ গড়ে উঠেছিল? আমি আবারও আমাদের সেই প্রথম এবং একমাত্র দেখা হওয়ার ঘটনা কল্পনা করতে শুরু করলাম, যে লোকটাকে এখন আমি চিনি সে লোকটা অবশ্যই আমি যেমন শঙ্কিত ছিলাম তিনিও তেমন ছিলেন, সেই লোকটা ফিরে গিয়েছিলেন হাওয়াই-এ তার অতীতকে বদল করতে এবং চেষ্টা করেছিলেন তার ভেতরের সবচেয়ে ভালো দিকগুলোকে উন্মোচন করতে। ওই সময় তিনি আমাকে তাঁর সত্যিকারের অনুভূতিগুলো খুলে বলতে পেরেছিলেন না, ঠিক আমি যেমন আমার দশ বছর বয়সের আকাঙ্ক্ষাগুলো খুলে বলতে পারতাম না। আমরা পরস্পরকে দেখে হিম মেরে গিয়েছিলাম, আমরা আমাদের বিশ্বাসহীনতাকে আড়াল করতে অসমর্থ ছিলাম। আজ পনেরো বছর পর,

www.pathagar.com

আমি তাকিয়ে আছি অউমার ঘুমন্ত মুখের দিকে এবং দেখলাম ওই নীরবতার কতটা মূল্য আমরা দিয়েছি।

দশ দিন পর, আমি আর অউমা একটা এয়ারপোর্ট টার্মিনালের শক্ত প্লাস্টিকের আসনে বসেছিলাম, কাচের উঁচু দেয়ালের ভেতর দিয়ে প্লেনের ওঠা-নামা দেখছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কী ভাবছে, সে নরম করে হাসলো।

"আমি অ্যালোগোর কথা ভাবছি," সে বললো। "হোম স্কয়ার– আমার দাদার বাড়ি, যেখানে গ্র্যানি এখনো বসবাস করছে। সবচাইতে সুন্দর একটা জায়গা বারাক। আমি যখন জার্মানিতে থাকি, যখন বাইরে ঠাণ্ডা পড়ে এবং যখন একা একা লাগে, তখন মাঝে মধ্যে আমি চোখ বন্ধ করে ওই জায়গাটার কথা ভাবি। আমি বসে আছি ওই কম্পাউন্ডের ভেতর, বড় বড় গাছপালা দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড, গাছগুলো আমাদের দাদা লাগিয়েছিলেন। গ্র্যানি কথা বলছে, আমাকে মজার কোনো কাহিনী বলছে, শুনতে পেতাম আমাদের পেছনে গরুগুলো খসখস শব্দ করছে, মাঠের প্রান্তে মুরগিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে আগুনের গন্ধ। আর একটা আমগাছের নিচে, সরিষা ক্ষেতের কাছাকাছি একটা জায়গা আছে, ওখানেই ওল্ডম্যান ঘুমিয়ে আছে..."

অউমার প্লেন একটু পরেই উড়াল দেবে। আমরা তখনো বসে আছি। অউমা চোখ বন্ধ করে আমার হাতটা চেপে ধরলো।

"আমাদের বাড়িতে যাওয়া প্রয়োজন," সে বললো, "আমাদের বাড়িতে যাওয়া প্রয়োজন, বারাক, এবং সেখানে গিয়ে তাকে দেখা দরকার।"

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

জায়গাটাকে ফিটফাট সাজিয়ে তুলতে রফিক তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। প্রবেশপথে নতুন সাইনবোর্ড, আর দরজাটাও খুলে রাখা হয়েছে যেন ভেতরে বসন্তের আলো প্রবেশ করতে পারে। মেঝে ঘষেমেজে ঝকঝকে করা হয়েছে, আসবাবপত্রগুলোকে পুনরায় নতুন করে সাজানো হয়েছে। রফিক পরেছে কালো স্যুট আর কালো লেদারের টাই; তার লেদার 'কুফু' ঝকঝকে পালিশ করা। রুমের একপাশে একটা ফোল্ডিং টেবিল পাতা নিয়ে সে বেশ কয়েক মিনিট ত্রস্তব্যস্ত ছিল, তাদের দু'জন লোককে নির্দেশনা দিল কীভাবে কুকিজ আর পান্‌চ সাজিয়ে রাখতে হবে, দেয়ালে ঝোলানো হ্যারল্ডের ছবি বেশ কয়েকবার অস্থিরভাবে এদিক-সেদিক নাড়ালো।

"ছবিটা কি সোজা হয়েছে?" সে জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

"হ্যাঁ, হয়েছে, রফিক।"

রোজল্যান্ডে নতুন এমইটি ইনটেক সেন্টার উদ্বোধনী করতে আসছেন মেয়র। এটাকে এক বিরাট অভ্যুত্থান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে রফিক তদ্‌বির চালিয়ে গেছে যেন এই কর্মকাণ্ড তার বিল্ডিং-এ করা হয়। সে শুধু একাই নয়। পৌর মুখ্যও বলেছিলেন যে তাঁর অফিসে মেয়রের সঙ্গে এই কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতে পারলে তিনি খুব খুশি হবেন। স্টেট সিনেটর, একজন পুরোনো ওয়ার্ডহিলার, যিনি গত মেয়র নির্বাচনে একজন শ্বেতাঙ্গ প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে মস্ত ভুল করেছিলেন, তিনি আমাদের কথা দিয়েছেন যে আমাদের যে কোনো প্রজেক্টের জন্য তিনি আমাদের অর্থ পাইয়ে দেবেন, যদি আমরা শুধু তাকে ওই প্রোগ্রামে নিয়ে থাকি। এমনকি রেভারেন্ড স্মলস্‌ও ফোন দিয়েছিলেন, উনি পরামর্শ দিলেন যে উনার সাথে উনার "ভালো বন্ধু হ্যারল্ডের" পরিচয় করিয়ে দিলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালো সাহায্য করতে পারবো। যখনই আমি ডিসিপি অফিসে যাই, আমার সেক্রেটারি আমার হাতে একগাদা নতুন ম্যাসেজ্ ধরিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

"তুমি নিশ্চিত জনপ্রিয় হতে যাচ্ছো, বারাক।" ফোন আবারও বেজে ওঠার আগে আমার সেক্রেটারি আমাকে বলতো।

আমি তখন নিচে রফিকের ওয়্যার হাউসে লোকজনের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছি, বেশির ভাগই রাজনীতিবিদ এবং তাদের গলগ্রহ, ওদের প্রত্যেকেই কয়েক মিনিট পর পর দরজার বাইরে উঁকি মেরে দেখছে, সাদা পোশাকে পুলিশ তাদের ওয়াকিটকিতে কথা বলছে আর দৃশ্যটা জরিপ করে নিচ্ছে। রুমের ভেতর দিয়ে কোনো রকম জায়গা করে নিয়ে আমি হাঁটতে হাঁটতে উইল এবং অ্যানজেলাকে পেয়ে গেলাম, তাদেরকে একপাশে টেনে নিলাম।

"তোমরা কি রেডি?"

তারা মাথা ঝাঁকালো।

"মনে রেখো," আমি বললাম। "আগামী শরৎকালের র‍্যালিতে আসার জন্য হ্যারল্ডের কথা নেবার চেষ্টা করবে কিন্তু। তাঁর শিডিউলার যখন আসবে তখন এটা করবে। আমরা এখানে কী কী কাজ করছি, কেন করছি সব কিছু তাকে খুলে বলবে— "

ঠিক ওই মুহূর্তে লোকজনের ভেতর গুঞ্জন শুরু হলো, তারপর হঠাৎ করেই সব চুপচাপ। এক বিশাল মোটর শোভা যাত্রা এসে দাঁড়ালো। লিমুজিনের একটা দরজা খুলে গেল, একদল পুলিশের পেছনে স্বয়ং তাঁকে দেখলাম। তিনি পরে আছেন একটা প্লেইন ব্লু স্যুট এবং দুমড়ানো কুঁচকানো একটা ট্রেন্‌চ কোট; তাঁর বাদামি চুলগুলো কেমন অবসন্ন দেখাচ্ছে, এবং আমি যতটা ভেবেছিলাম তিনি তার চেয়েও খাটো। তবু তাঁর উপস্থিতি কেমন একটা তীব্রতা ছড়িয়ে আছে, তাঁর মতো ক্ষমতাধর একজন মানুষের মুখে যেমন হাসি থাকার কথা তেমনই একটা হাসি ছড়িয়ে আছে তাঁর চোখে মুখে। লোকজন চিৎকার শুরু করে দিল— "হ্যা-রল্ড! হ্যা-রল্ড!" —তিনি হালকা চালে এক চক্কর ঘুরে নিলেন, তাঁর হাতটা অভিবাদনের ভঙ্গিতে ওপরে ওঠানো। সাদা পোশাকের পুলিশ আর মিস্ আলভারেজ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন, ভিড়ের ভেতর দিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে আসছেন। সিনেটর এবং পৌরমুখ্যকে পেরিয়ে গেলেন। রফিক এবং আমাকে পেরিয়ে গেলেন, রেভালেন্ড স্মলস্-এর বাড়িয়ে দেয়া হাত পেরিয়ে গেলেন এবং শেষপর্যন্ত সোজা গিয়ে থামলেন একেবারে অ্যানজেলার সামনে।

"মিস্ রাইডার— " তিনি তার হাতটা ধরে একটু মাথা নোয়ালেন। "তোমাদের কাজের কথা শুনে আমি ভীষণ খুশি।"

অ্যানজেলাকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। মেয়র তাকে তার সহযোগীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে বললেন, অ্যানজেলা হাসতে শুরু করলো এবং ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো, তারপর কোনোরকম নিজের ভেতর স্থিরতা নিয়ে এসে তাঁকে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো নেতৃবৃন্দের কাছে নিয়ে গেলেন। নেতৃবৃন্দ স্কাউট

www.pathagar.com

লাইনের মতো অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো, প্রত্যেকের মুখেই এক অসহায় দাঁত কেলানো হাসি। পরিচয় পর্ব শেষ হলে মেয়র অ্যানজেলার দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং দু'জন একসাথে দরজার দিকে এগুতে থাকলেন, জনতা ভিড় জমিয়ে তাঁর পিছে পিছে ভেতরে ঢুকতে শুরু করলো।

"হানি, ক্যান ইউ বিলিভ দিস?" শিরলে মোনার কানে ফিসফিস করে বললো।

অনুষ্ঠানটা প্রায় পনেরো মিনিট ধরে চলেছিলো। পুলিশ মিশিগান এভেন্যুর দুটো ব্লক আটকে দিয়েছিল, স্টোরফ্রন্টের সামনে তৈরি করা হয়েছিল ছোট্ট একটা মঞ্চ যেখানে খুব শিগগির এমইটি সেন্টার উদ্বোধন করা হবে। এই প্রোজেক্টের কাজে যে সমস্ত চার্চ কাজ করেছিল এবং যেসব রাজনীতিক সহযোগিতা করেছেন অ্যানজেলা তাদের প্রত্যেকেই পরিচয় করিয়ে দিলো; উইল ডিসিপি স্পটে সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণ দিল। জনকল্যাণমূলক কাজে জড়িত হওয়ার জন্য মেয়র আমাদের অভিনন্দন জানালেন, সিনেটর, রেভারেন্ড স্মল্‌স্ এবং পৌরমুখ্য তাঁর পেছনে জায়গা করে নেবার জন্য মোটামুটি প্রতিযোগিতায় নামলেন, উনারা ফটোগ্রাফার ভাড়া করে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আকর্ণবিস্তৃত হাসি উপহার দিচ্ছেন। ফিতে কাটা হলো, এবং সে পর্যন্তই শেষ। লিমুজিন তাঁকে নিয়ে চলে গেল পরবর্তী ইভেন্টে, তার সাথে সাথে ভিড়ও উধাও হয়ে গেলো, শুধু জঞ্জাল ছড়ানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা ক'জন।

আমি হেঁটে হেঁটে অ্যানজেলার কাছে গেলাম, সে শিরলে আর মোনার সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। "যখন শুনলাম উনি আমাকে 'মিস্ রাইডার' বলছেন," সে বলছে, "আমার তো মনে হচ্ছিলো আমি মরেই যাবো।"

শিরলে বললো, "শোনো মেয়ে, আমি কী সেটা জানি না।"

"প্রমাণ রাখার জন্য আমরা ছবি তুলে রেখেছি," মোনা তার ইনস্টামেটিক ক্যামেরা দেখিয়ে বললো, আমি আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালাম। "র‍্যালির জন্য আমরা কোনো ডেট্ পেয়েছি কি?"

"তারপর উনি বললেন যে আমাকে দেখে নাকি মনেই হচ্ছে না যে আমার চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে আছে। তুমি ভাবতে পারো?"

"উনি কি আমাদের র‍্যালিতে আসতে চেয়েছেন?" আমি আবারও বললাম।

তিনজনই আমার দিকে অধৈর্য হয়ে তাকালো "কীসের র‍্যালি?"

আমি হতাশ হয়ে জোরে জোরে পা ফেলে রাস্তার দিকে আসলাম। কারের কাছে পৌঁছতেই বুঝতে পারলাম উইল পেছনে পেছনে আসছে।

"এত তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"জানি না, তবে যাচ্ছি কোথাও।" একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাতাস খুব জোরে জোরে প্রবাহিত হচ্ছিলো। একটা গালি দিয়ে ম্যাচটাকে মটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উইলের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। "তুমি মনে হয় কিছু জানতে চাচ্ছিলে, উইল?"

www.pathagar.com

"কী?"

"আমরা খুবই তুচ্ছ। আমরা আসলেই তাই। তুচ্ছ। এখানে আমরা, আমাদের মেয়রকে দেখানোর একটা সুযোগ ছিল যে এই শহরে আমরাই হলাম আসল খেলোয়াড়— এমন একটা গ্রুপ যাদেরকে তিনি সিরিয়াস্‌লি নেবেন। কিন্তু আমরা কী করলাম? আমরা তারকা-মুগ্ধ একদল শিশুর মতো আচরণ করলাম। তার চার পাশে দাঁড়িয়ে এমন হুড়োহুড়ি সব শুরু করে দিয়েছে যেন ছবি তুলতে পারবে কি না এই নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো যে তুমি ছবি তুলতে যাওনি?" উইল মুচকি হাসলো, তারপর খুব উৎফুল্ল হয়ে একটা পোলারয়েড সট্ তুলে ধরলো, তারপর একটা হাত আমার কাঁধের ওপর রাখলো।

"তোমাকে একটা কথা বললে কিছু মনে করবে না তো? বারাক? তোমাকে বিষয়টা আরেকটু হালকাভাবে নেয়া উচিত। তুমি যেটাকে তুচ্ছ বলছো সেটা অ্যানজেলা এবং তাদের জন্য ভীষণ মজার। আজ থেকে দশ বছর পরেও তারা এটা নিয়ে গর্ব করবে। এতে তারা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। এবং তুমি এটা করে দেখিয়েছ। এখন তারা যদি হ্যারল্ডকে র‍্যালিতে দাওয়াত দিতে ভুলে যায় তো কী হয়েছে? আমরা তো তাঁকে যে কোনো সময় ফোন করতে পারি।"

আমি আমার কারে চড়ে বসলাম, জানালার কাচ নামিয়ে দিলাম। "ভুলে যাও, উইল। আমি একটু হতাশ আর কী।"

"হ্যাঁ, আমিও তাই দেখছি। কিন্তু তোমার নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত কেনো তুমি এত হতাশ।"

"তোমার কী মনে হয়?"

উইল কাঁধ ঝাঁকালো। "আমার মনে হয় তুমি ভালো কিছু করার একটা চেষ্টা করছো। কিন্তু আমার এটাও মনে হয়— তুমি কখনোই তৃপ্ত হতে পারো না। তুমি চাও সব কিছু খুব দ্রুত ঘটুক। মনে হয় তুমি এখানে এরকম কিছু একটা প্রমাণ করার মতো কিছু একটা পেয়েছো।"

"আমি কোনো কিছুই প্রমাণ করার চেষ্টা করছি না উইল।" আমি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চালানো শুরু করলাম, কিন্তু খুব জোরেও চালাচ্ছিলাম না, আমি উইলের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

"আমাদের কাছে তোমাকে কিছুই প্রমাণ করতে হবে না বারাক। আমরা তোমাকে ভালোবাসি। জেসাস তোমাকে ভালোবাসে!"

আমার শিকাগোতে আসা প্রায় বছরখানেক পেরিয়ে গেছে, আমাদের পরিশ্রম অবশেষে সফল হতে শুরু করেছে— উইল আর মেরির স্ট্রিট কর্নার গ্রুপ বৃদ্ধি পেয়ে শক্তিশালী পঞ্চাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; তারা নেইবারহুড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার

www.pathagar.com

আয়োজন করেছে, ওই এলাকার যুবকদের জন্য ক্যারিয়ার ডে পালন করার জন্য স্পন্সর করেছে, স্যানিটেশন সার্ভিস উন্নয়নের জন্য পৌরমুখ্যের সঙ্গে চুক্তি করতে পেরেছে। এছাড়াও উত্তরে, মিসেস ক্রেনশ' এবং মিসেস স্টিভেন্স পার্ক ডিস্ট্রিক্টকে নষ্ট হয়ে যাওয়া নগর উদ্যান এবং খেলার মাঠ মেরামত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে; এবং সেখানে ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। রাস্তাগুলো মেরামত করা হয়েছে, পয়ঃপ্রণালী স্থাপন করা হয়েছে। ক্রাইম ওয়াচ্ প্রোগ্রাম প্রবর্তন করা হয়েছে। আর এখন হলো নিউ জব ইনটেক সেন্টার, যেটা একদা শুধু একটা ফাঁকা স্টোর ফ্রন্ট ছিল।

যেহেতু সংগঠনগুলোর মজুদ বেড়েছে, সুতরাং আমারও কিছুটা পরিচিতি বেড়েছে। আমি এখন প্যানেলে বসার জন্য ওয়ার্কশপের আয়োজনের জন্য অনেক নিমন্ত্রণ পাওয়া শুরু করলাম; স্থানীয় রাজনীতিকরা এখন আমার নাম জানে, যদিও তারা আমার নাম তখন পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারতো না। নেতৃবৃন্দের কাছে যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তাতে বোঝা যায় আমি ছোটখাটো দু-একটা ভুল করতেই পারি। "সে যখন এখানে প্রথম আসে তখন যদি তুমি তাকে দেখতে," আমি একদিন শুনতে পেয়েছিলাম যে শিরলে এক নতুন লিডারকে এই কথাটা বলছে। "সে তখন বেশ ছোট ছিল। আমি দিব্বি দিয়ে বলতে পারি, তুমি তখন তাকে দেখলেই বুঝতে পারতে যে সে আলাদা রকমের একটা মানুষ।" সে কথা বলছিলো গর্বিত মায়ের মতো : যেন আমি এক অপরিণামদর্শী পুত্রের প্রতিভূ।

যাদের সাথে কাজ করছিলাম তাদের প্রশংসা, নেইবারহুডে মূর্ত অগ্রগতি, ওই সব কিছুই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তবু উইল যা বলেছিলো তা-ই সত্যি। আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না।

সম্ভবত অউমার এখানে ঘুরতে আসা এবং ওল্ডম্যান সম্পর্কে সে যেসব সংবাদ নিয়ে এসেছিলো তার সাথে এটার একটা সংযোগ রয়েছে। এক সময় আমার মনে হতো যে আমি তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আমার জীবন গড়ে তুলবো, কিন্তু এখন মনে হয় যে তার জীবনের ভুলগুলোর ক্ষতিপূরণ আমাকে করতে হবে। শুধু তার ওই ভুলের প্রকৃতিটা আমার কাছে এখনো স্পষ্ট নয়; আমার এখনো সেই সাইনপোস্টগুলো পড়া হয়ে ওঠেনি যেগুলো তাঁর রং টার্ন সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করতে পারে। আর ওই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণেই, তাঁর ইমেজ সম্পর্কে আমার ভেতর স্ববিরোধের কারণেই অর্থাৎ কখনো এটা কখনো ওটা, কিন্তু একসঙ্গে কখনোই দুটো থাকে না— মনে হয়, বিশেষ করে দিনের ওই এলোমেলো মুহূর্তে, মনে হয় আমি যেন কোনো এক পূর্বনির্ধারিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে জীবন যাপন করছি, যেন আমি তাঁর ওই ভুলপথই অনুসরণ করছি। আমি তাঁর ট্রাজেডির এক বন্দি।

www.pathagar.com

তারপর মার্টির সঙ্গে আমার ঝামেলা ছিল, আমরা সেই বসন্তে অফিসিয়ালি আলাদা আলাদা দায়িত্ব পালন করতে থাকলাম; তখন থেকেই তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটাবেন শহরতলির চার্চগুলোয়, যেখানে দেখা গেছে প্যারিশবাসীরা, সাদা হোক আর কালো হোক, সাদাদের ওই একই প্যাটার্নের পলায়ন নিয়ে এবং একদশক আগে সাউথ সাইডে ছড়িয়ে পড়া সম্পত্তির মূল্য কমে যাওয়া সম্পর্কে যতটা উদ্বিগ্ন তার চেয়ে তাদের চাকরি নিয়ে তুলনামূলক কম উদ্বিগ্ন।

এগুলো বেশ জটিল ইস্যু ছিলো, বর্ণবৈষম্যবাদে পরিপূর্ণ এবং নাজুক, যেগুলোতে মার্টির অরুচি ধরে গিয়েছিলো। সুতরাং তিনি ওখান থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরেকটি সংগঠনকে নিয়োগদান করেন, যারা শহরতলির প্রতিদিনের কাজের অধিকাংশই করে দেবে, এবং গ্যারিতে একটি নতুন সংগঠন শুরু করা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। গ্যারি এমন একটা শহর যেখানে অনেক আগেই অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছিলো— আর ওখানকার অবস্থা ছিলো ভয়ানক খারাপ, মার্টি বলেছিলেন যে, ওখানে একজন সংগঠকের গায়ের রঙ নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। একদিন তিনি আমাকে তার সাথে কাজ করার জন্য ডাকলেন।

"তোমার জন্য এটা একটা খারাপ ট্রেইনিং সিচুয়েশন," তিনি বললেন। "সাউথ সাইড অনেক বড় একটা জায়গা। নানানরকম বিভ্রান্তি, এটা অবশ্য তোমার দোষ নয়। অবশ্য আমারই ভালো জানা উচিত ছিলো।"

"আমি এই জায়গা ছাড়তে পারি না, মার্টি। আমি এখানে মাত্র এসেছি।"

সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন। "শোনো, বারাক, তোমার আনুগত্য প্রশংসনীয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তোমার উচিত তোমার নিজের উন্নতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। এখানে থাকলে তুমি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভালো কিছু করতে পারার আগেই সংগঠন ছেড়ে তুমি চলে যাবে।"

তিনি সব কিছু হিসাব-নিকাশ করে রেখেছিলেন : আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ দিতে এবং প্রশিক্ষণ দিতে কতটা সময় লাগতে পারে, গতানুগতিক বাজেট পরিহার করার প্রবণতা, তাঁর পরিকল্পনার কথা শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারলাম এই তিন বছরে তিনি মানুষজনের সাথে কিংবা জায়গার সাথে তেমন ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি। মানুষের যে ধরনের আন্তরিকতা কিংবা যোগাযোগ প্রয়োজন তা আসে অন্য কোথাও থেকে : যেমন তাঁর অমায়িক ভদ্র স্ত্রীর কাছ থেকে, তাঁর সুদর্শন তরুণ পুত্রের কাছ থেকে। একটা মাত্র আইডিয়া তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় যে আইডিয়াতে একটা বন্ধ প্ল্যান্টকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে, কিন্তু ওই প্রতীকায়ন ছিল প্ল্যান্টের চেয়েও বড়, অ্যানজেলা কিংবা উইলের চেয়েও বড় কিংবা ওই নিঃসঙ্গ পাদ্রির চেয়েও বড় যিনি তাঁর সাথে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। এই আইডিয়া জ্বলে

www.pathagar.com

উঠতে পারে যে কোনো কোথাও; মার্টির কাছে এটা ছিল পরিস্থিতির সঠিক কম্‌বিনেশন খুঁজে বের করার মতো একটা ব্যাপার, উপাদানগুলোর সঠিক মিশ্রণের একটা ব্যাপার।

"মার্টি।"

"কী?"

"আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

শেষ পর্যন্ত আমরা একটা সমঝোতায় পৌঁছেছিলাম : তিনি আমাকে পরামর্শ দেবেন যা আমার ভীষণ রকমের প্রয়োজন। তিনি যে ফি পাবেন তা তাঁর অন্যত্রে কাজের ক্ষেত্রে ভর্তুকি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের সাপ্তাহিক মিটিং-এ আমি যা বেছে নিয়েছি সে সম্পর্কে তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, মাঝারি গোছের সাফল্য অর্জনে কোনো ঝুঁকি নেই, যা শহরতলির সুন্দর সুন্দর স্যুট পরা লোকজনেরা এখনো করে যাচ্ছে। "জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, বারাক," তিনি বলতেন। "তুমি যদি এখানে আসলেই কোনো কিছুর পরিবর্তন আনতে না চাও তুমি তাহলে হয়তোবা এসব ভুলে যাবে।"

ওহ, আচ্ছা, সত্যিকার পরিবর্তন। এটাকে মনে হচ্ছিল কলেজের অর্জনযোগ্য সেই লক্ষ্যের মতো, আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছার এবং আমার মায়ের বিশ্বাসের একটা সম্প্রসারণ, অনেকটা আমার গড় গ্রেড পয়েন্ট বাড়ানোর মতো কোনো একটা ব্যাপার কিংবা মদপানের বদঅভ্যাস ছেড়ে দেবার মতো কোনো ব্যাপার; যেন একটা দায়িত্ব গ্রহণ এবং প্রদানের মতো কোনো একটি ব্যাপার। বছরখানেক সংগঠনের কাজ করার পর তখন কোনো কিছুকেই খুব সাধারণ বলে মনে হয় না। অ্যালটগেল্ডের মতো একটা জায়গার জন্য, কারা দায়ী? নিজেকে এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম। বুল কনর-এর মতো সিগারচমপিং ক্র্যাকার ওখানে পাওয়া যায় না, পিকারটনের মতো ভয়ানক গুণ্ডা-বদমাশদের ক্লাব ওখানে একটাও নেই। ওখানে রয়েছে কেবল ক্ষুদ্র এক দল বয়স্ক নারী-পুরুষ, যারা যতটা বিদ্বেষপরায়ণ এবং হিসেবি হিসেবে চিহ্নিত তার চেয়ে বেশি চিহ্নিত ভীতু ও লোভী হিসেবে। ওখানে রয়েছেন মি. অ্যান্ডারসনের মতোন মানুষ, অ্যালটগেল্ডের প্রোজেক্ট ম্যানেজার, টাকমাথাওয়ালা, অবসর নেবেন আর বছরখানেক পর। কিংবা রয়েছেন মিসেস রিসির মতো মহিলা, গোলগাল চেহারার আর পিন-কুশনের মতো নরম মুখ, অফিসিয়াল টিনেন্ট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, যিনি দিনের অধিকাংশ সময় কাটান তাঁর অফিসে আসা নানানজনের ছোট ছোট অধিকার রক্ষায় : ভাতা আর বাৎসরিক ভুরিভোজে অংশগ্রহণ; তিনি দেখতে চান যে তাঁর কন্যা পছন্দমতো অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছে, তাঁর ভাতিজা চাকরি পেয়েছে সিএইচএ বুরোক্রেসিতে। কিংবা বলা যায় রেভারেন্ড জনসনের কথা, উনি হলেন মিসেস রিসির প্যাস্টর ও অ্যালটগেল্ডে একমাত্র বৃহৎ চার্চের

www.pathagar.com

প্রধান, তাঁর সাথে আমাদের একবার দেখা হয়েছিল, এবং ওটাই ছিল তাঁর সাথে প্রথম এবং শেষ দেখা, যখনই আমি সংগঠন শব্দটা উচ্চারণ করেছি তখনই তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

"সিএইচএ কোনো সমস্যা নয়," ভালো রেভারেন্ড আমাদের বলেছিলেন। "সমস্যা হলো ওখানকার যুবতী মেয়েদের নিয়ে, মেয়েগুলো ওখানে বেলেল্লাপনা করে।"

অ্যালটগেল্ডের কিছু ভাড়াটিয়া আমাকে বলতো যে যারা এলএসি নির্বাচনে মিসেস রিসি এবং তার সমর্থিত প্রার্থীদের বিরোধিতা করতো মি. অ্যান্ডারসন তাদের অ্যাপার্টমেন্টের মেরামত করতেন না, এভাবে মিসেস রিসি রেভারেন্ড জনসনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন, আর মি. জনসন সিএইচএ-এর অধীনে সিকিউরিটি গার্ড সার্ভিসের মালিকানা নিয়ে নেন। এসব আসলেই সত্যি কি না তা আমি বলতে পারবো না, এমনকি শেষে গিয়ে এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু মনে হয় না। ওই তিনজন অ্যালটগেল্ড-এ কাজ করা অধিকাংশ মানুষের আচরণের প্রতিফলন মাত্র : শিক্ষক, ড্রাগ কাউন্সেলর, পুলিশ। কেউ কেউ ওখানে ছিল শুধু পে-চেকের জন্য; কিন্তু অন্যরা আন্তরিকভাবেই অন্যকে সহযোগিতা করতে চাইতো। এখন উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, সবাই একটা ক্ষেত্রে গিয়ে একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য, যে একই ক্লান্তি সবাইকে গ্রাস করেছে, ক্লান্তি সবার অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেছে। তাদের চার পাশে যে অবনতি বিরাজমান ছিল তা থেকে উঠে আসার যে শক্তি, যে আত্মবিশ্বাস তাদের একদা ছিল তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। সেই আত্মবিশ্বাস হারানোর সাথে সাথে তারা তাদের ক্ষোভ প্রদর্শনের শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। নিজেদের প্রতি এবং দায়িত্ববোধের যে ধারণা তাও ধীরে ধীরে মুছে গেছে, আর তার জায়গা করে নিয়েছে ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা আর গ্যালোজ হিউমার।

এদিক দিয়ে দেখতে গেলে উইলের কথাই ঠিক : আমার মনে হয়েছে যে অ্যালটগেল্ড বাসিন্দাদের কিছু একটা প্রমাণ করার আছে, মার্টির, আমার বাবার এবং আমার কিছু একটা প্রমাণ করার আছে। আর সেটাকেই আমি কিছু একটা বলে গণ্য করি। আমি এরকম গর্দভ নই যে আকাশ কুসুম কল্পনার পিছে পিছে ছুটে বেড়াবো। পরবর্তীকালে, যখনই আমি উইলকে এসব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যেতাম সে হাসতো এবং মাথা ঝাঁকাতো, সে আমার সেই ফিতে কাটার ওই দিনের বদমেজাজি আচরণকে এক প্রকার তারুণ্যসুলভ ঈর্ষা বলে অভিহিত করতে পছন্দ করে। "শোনো, বারাক, তুমি হলে এক যুবক মোরগ," সে বললো, "আর হ্যারল্ড হলো এক বুড়ো মোরগ। বুড়ো মোরগ এলো, আর মুরগিরা একযোগে তার দিকে ঝুঁকে গেল। তারা যুবক মোরগকে এটা বোঝালো যে বুড়ো মোরগের এমন কিছু আছে যা থেকে যুবক মোরগদের শিক্ষা নেয়ার অনেক কিছু আছে।"

www.pathagar.com

মনে হয় উইল এ ধরনের তুলনা দেয়াটা বেশ উপভোগ করতো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা জিনিস আমি জানতাম তা হলো আমার উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে তার একটা ভুল ধারণা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমি চাইতাম হ্যারল্ড সফল হোক; ঠিক আমার প্রকৃত বাবার মতো, মেয়র আর তাঁর অর্জনগুলো দ্বারাই সম্ভাবনাগুলো প্রতিভাত হয়ে ওঠে; তাঁর সহজাত গুণ, তাঁর ক্ষমতা মেপে নিয়েছিলাম আমার নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। তাঁর সেদিনের বক্তব্য ছিল দারুণ প্রশংসনীয় এবং চমৎকার রসবোধসম্পন্ন, যা কিছু আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল তা হলো তার ওই ক্ষমতার ওপর চাপ প্রয়োগ করা। হ্যারল্ড, অন্ততপক্ষে সিটি সার্ভিসকে আরও ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে পারতেন। বর্তমানে কৃষ্ণাঙ্গ পেশাজীবীরা সিটি বিজ্‌নেসের একটা বড় অংশ পেয়ে গেছে। আমাদের রয়েছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট, একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ প্রধান, একজন কৃষ্ণাঙ্গ সিএইচএ ডিরেক্টর। হ্যারল্ডের উপস্থিতি সান্ত্বনা পেয়েছে, ঠিক যেমন উইলের জেসাস সান্ত্বনা পেয়েছে, রফিকের জাতীয়তাবাদ সান্ত্বনা পেয়েছে। কিন্তু এই আলোকোজ্জ্বল বিজয় কোথাও কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি, না অ্যালটগেল্ডে না অন্য কোথাও।

আমার খুবই জানতে ইচ্ছে করে যে, হ্যারল্ড লোকচক্ষুর মধ্যমণি থেকে সরে গিয়ে যখন একা হন তখন তিনি কি ক্ষমতার ওই সব সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে ভাবেন? মি. অ্যান্ডারসন কিংবা রিসি কিংবা যারা এখন অভ্যন্তরীণ শহুরে জীবন পরিচালনা করছেন তাদের মতো, তিনিও কি যাদের জন্য কাজ করছেন তাদের কাছে ফাঁদে পড়ে আছেন বলে অনুভব করেন না, এক বেদনাদায়ক ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হয়ে কতিপয় গতিশীলতার সাথে কতিপয় স্থিতিশীলতার ভেতরে গিয়ে, প্রতিদিন উত্তাপ হারানো কোনো সিস্টেমের ভেতরে থেকে নিচু স্তরের স্থবিরতার ভেতরে থেকে তিনি কি অমনটা অনুভব করেন না?

আমার জানতে ইচ্ছে করে, তিনিও কি নিজেকে নিয়তির বন্দি বলে অনুভব করেন কি না?

ড. মার্থা কুলিয়ার শেষ পর্যন্ত আমাকে সেই মহা আতঙ্ক থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি ছিলেন কার্ভার এলিমেন্টারির অধ্যক্ষা, অ্যালটগেল্ডের দুটো এলিমেন্টারি স্কুলের মধ্যে এটি একটি। প্রথমবার আমি তাঁকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করেছিলাম, সেবার তিনি খুব বেশি একটা প্রশ্ন আমাকে করেননি।

"তোমার কোনো সাহায্য পেলে আমি তার সদ্ব্যবহার করবো," তিনি বললেন। "তোমার সাথে সাড়ে আটটায় দেখা হবে।"

স্কুল, ইটের তৈরি তিনটি বিশাল অবকাঠামো, যা বিশাল একটা আবর্জনার গর্তের চার দিকে অশ্বক্ষুরাকৃতির আকার ধারণ করে আছে, অ্যালটগেল্ডের দক্ষিণ

www.pathagar.com

সীমান্তে। ভেতরে এক নিরাপত্তা প্রহরী মূল অফিসে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, সেখানে গাট্টাগোট্টা, মাঝবয়েসী এক কৃষ্ণাঙ্গ রমণী নীল স্যুট পরে আলুথালু উত্তেজিত আরেক রমণীর সাথে কথা বলছিলেন।

"তুমি এখন বাড়ি যাও এবং বিশ্রাম নাও," ড. কোলিয়ার তাঁর একটা হাত ওই মহিলার ঘাড়ের ওপর রেখে বললেন, "আমার কিছু কাজ আছে, তারপর দেখছি তোমার এটার কোনো সুরাহা করতে পারি কি না।" তিনি মহিলাটাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, "তুমি অবশ্যই ওবামা। ভেতরে এসো। কফি চলবে?"

উত্তর দেবার আগেই উনি সেক্রেটারির দিকে ঘুরে বললেন, "মি. ওবামার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে এসো। আর ওই পেইন্টাররা কি এখনো এসে পৌঁছায়নি?"

সেক্রেটারি তাঁর মাথা ঝাঁকালেন, আর ড. কোলিয়ার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। "হোল্ড অল্ কল্স," তিনি বললেন, আমি অফিসের ভেতর তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিলাম। "শুধু ওই অপদার্থ বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বাদে। আমি ওই গর্দভটাকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে তার সম্পর্কে আমি কী ভাবি।"

তাঁর অফিসে পাতলাভাবে ছড়ানো আসবাবপত্র, দেয়াল বলতে গেলে ফাঁকা, শুধু কয়েকটা সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড আর একটা কৃষ্ণাঙ্গ বালকের পোস্টার, যার ওপর লেখা "God Don't Make No Junk." ড. কোলিয়ার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন, "এইমাত্র যে মেয়েটা গেলো সে আমাদের স্কুলের একটা বাচ্চার মা। হেরোইনে আসক্ত। তার বয়ফ্রেন্ড গত রাত্রে গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু কোনো জামিন নিতে পারেনি। তাহলে বলো— তোমার সংগঠন এরকম মেয়েদের জন্য কী করতে পারে?"

সেক্রেটারি কফি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। "আমি আশা করছিলাম, আপনি এ ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেবেন"— আমি বললাম।

"আমার তো মনে হয় এই জায়গাকে ছিঁড়েছুড়ে, লোকজনকে আবার প্রথম থেকে শুরু করার একটা সুযোগ দিতে পারলে ভালো হতো। যাই হোক আমি নিশ্চিত নই।"

তিনি এখানে দু'দশক ধরে শিক্ষকতা করছেন, আর দশ বছর ধরে তিনি এখানকার অধ্যক্ষ্যা। তিনি ওপরওয়ালাদের সাথে লড়াই করে অভ্যস্ত— একসময় এখানকার প্রত্যেকেই ছিল শ্বেতাঙ্গ— আর এখন অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গ— বিশেষ করে সাপ্লাই-এ, কারিকুলাম প্রণয়নে এবং নিয়োগ প্রদান পলিসিতে। কার্ভারে আসার পর থেকে তিনি একটা চাইল্ড-প্যারেন্টস সেন্টার খুলেছেন, যার ফলে টিনএজ মা-বাবারা ক্লাসরুমে এসে তাদের বাচ্চাদের সঙ্গেই লেখাপড়া শিখতে পারে। "এখানকার বেশির ভাগ মা-বাবারাই তার সন্তানদের জন্য সবচেয়ে

www.pathagar.com

ভালো যা তাই করতে চায়," ড. কোলিয়ার বললেন। "কিন্তু তারা জানে না যে, কীভাবে তা করতে হয়, সুতরাং আমরা তাদের পুষ্টির ওপর পরামর্শ দেই, স্বাস্থ্যের যত্নের ওপর পরামর্শ দেই, কীভাবে নানান চাপ মোকাবেলা করতে হয় তার পরামর্শ দেই। যারা পড়তে শেখার প্রয়োজন মনে করে তাদের পড়া শেখাই যেন তারা বাড়িতে বাচ্চাদের পড়াতে পারে। আমরা যেখানেই পারি আমরা তাদের হাইস্কুলের সমমানের শিক্ষা নিতে সহায়তা করি, কিংবা সহকারী শিক্ষক হিসেবে আমরা তাদের নিয়োগ দেই।"

ড. কোলিয়ার কফির কাপে চুমুক দিলেন, "আমরা যে জিনিসটা পরিবর্তন করতে পারি না তা হলো এসব মেয়ের এবং তাঁদের বাচ্চাদের প্রতিদিনের জীবনযাপন। আজ হোক কাল হোক এসব বাচ্চা আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তারপর তার বাবা-মা'রা এখানে আসা বন্ধ করে দেয়— "

তাঁর ফোন বেজে উঠলো; ফোন করেছে তাঁর পেইন্টার।

"আমি তোমাকে বলি কী, ওবামা," ড. কোলিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। "তুমি আগামী সপ্তাহে এসে বাবা-মা'দের গ্রুপের সাথে কথা বলো। ওদের মনের খবর তুমি জেনে নাও। আমি তোমাকে এখন উৎসাহিত করছি না। কিন্তু যদি বাবা-মা'রা সিদ্ধান্ত নেয় যে তোমার সাথে তাদের কিছু করার আছে, তাহলে আমি তো তাদের আর থামাতে পারি না, পারি কি?"

তিনি চমৎকার হেসে উঠলেন, তারপর আমাকে হেঁটে হেঁটে হলওয়েতে নিয়ে গেলেন, ওখানে এলোমেলো লাইনে পাঁচ-ছ'বছর বয়সী বাচ্চারা ক্লাসরুমে ঢোকার প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কেউ কেউ আমাদের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে সুন্দর হাসি উপহার দিল; একেবারে পেছনে দু'টি ছেলে একনাগাড়ে চক্কর খেয়েই যাচ্ছে, তাদের হাত দুটো পাশে শক্ত করে ঝোলানো; একটা ছোট্ট মেয়ে তার সোয়েটার খোলার জন্য ভীষণ টানাটানি করছে, তার হাতায় গিয়ে তার সোয়েটারটা আটকে গেছে। শিক্ষক যখন তাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন তাদেরকে দেখে ভীষণ সুখী ও বিশ্বস্ত মনে হচ্ছিল, যদিও নানান দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে তাদের আগমন— কেউ হয়তো-বা অপ্রাপ্তকালে জন্ম নিয়েছে, কিংবা কেউ হয়তোবা জন্ম নিয়েছে মাদকাসক্ত মায়ের গর্ভে, যাদের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত— ওরা সাধারণ গতিশীলতার ভেতরেই বোধ হয় আনন্দ খুঁজে নেয়, প্রতিটি নতুন মুখ দেখলেই তারা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এদের দেখে আমার রেগিনার কথা মনে পড়ে গেলো, কয়েক বছর আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সময়ে ভিন্ন একটা স্থানে সে আমাকে কথাটি বলেছিল : এটা শুধু তোমাকে নিয়ে নয়।

"সুন্দর, তাই না?" ড. কোলিয়ার বললেন।

"হ্যাঁ, আসলেই সুন্দর।"

www.pathagar.com

"পরিবর্তনটা আসে দেরিতে। প্রায় বছর পাঁচেক পর, যদিও মনে হয় যে এটা সবসময় খুব দ্রুত ঘটে।"

"কীসের পরিবর্তন?"

"যখন তাদের চোখের হাসি থেমে যায়। তাদের কণ্ঠ থেকে তখনো ওরকম শব্দ বের হয়। কিন্তু তুমি যদি তাদের চোখের দিকে তাকাও, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে তারা ভেতরে কী যেন একটা বন্ধ করে রেখেছে।"

আমি সপ্তাহে একদিন ওই সব বাচ্চার সাথে এবং তাদের বাবা-মা'দের সাথে বেশ কয়েক ঘণ্টা করে সময় কাটাতে থাকলাম। মা-দের অধিকাংশই কিশোর বয়সের শেষ প্রান্তে অথবা বিশের কোঠার শুরুর দিকে; যাদের অধিকাংশই জীবন কাটিয়েছে অ্যালটগেল্ডে, এবং লালিত হয়েছে তাদের নিজেদের কিশোরী মায়েদের কাছে। কোনোরকম আত্মসচেতনাতা ছাড়াই চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে তারা কথা বলে গর্ভধারণ নিয়ে, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার বিষয়ে, তাদের জীবনে তাদের বাবাদের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকে খুবই ক্ষীণ। তারা কাজের পদ্ধতি নিয়ে আমাকে বললো, যেখানে শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা : সমাজকর্মীদের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, ওয়েলফেয়ার চেক ভাঙ্গানোর কারেন্সি এক্সচেঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যে বাসে তারা পাঁচ মাইল দূরের সুপার মার্কেটে গিয়ে ডায়াপার কিনবে। তাদের এই ঠাসাঠাসি বিশ্বে টিকে থাকার জন্য তারা এক অন্যরকম জীবন দক্ষতা আয়ত্ত্ব করেছে এবং এর জন্য তাদের কোনো অপরাধবোধ নেই। কিন্তু তারপরও তারা নৈরাশ্যবাদী নয়, যা আমাকে দারুণ বিস্মিত করে। তাদের এখনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। লিন্ডা ও বার্নাদেত্তির মতো এখনও কিছু মেয়ে আছে, ওরা হলো দু'বোন , ড. কোলিয়ার তাদেরকে হাইস্কুলের সমমান অর্জনে সহায়তা করেছিলেন। বার্নাদেত্তি এখন কমিউনিটি কলেজে ক্লাস করছে; লিন্ডা আবারও গর্ভবতী হয়েছে, সে বাড়িতে থেকে বার্নাদেত্তির ছেলে টাইরন এবং তার নিজের মেয়ে জুয়েলকে দেখাশোনা করছে– কিন্তু সে বলেছে যে তার বাচ্চার জন্মের পর সেও কলেজে যাবে। কলেজে পড়া শেষ করতে পারলে দু'জনই চাকরি খুঁজে পাবে– ফুড ম্যানেজমেন্টে কিংবা সেক্রেটারি হিসেবে তারা চাকরি পেয়ে যাবে। তারপর তারা অ্যালটগেল্ড থেকে চলে যাবে অন্য কোথাও। লিন্ডার অ্যাপার্টমেন্টে ওরা একদিন আমাকে একটা অ্যালবাম দেখালো, ওটাতে বেটার হোমস্ এন্ড গার্ডেনের অসংখ্য ছবি। তারা ঝকঝকে রান্নাঘর আর শক্ত কাঠের মেঝের দিকে আঙুল নির্দেশ করে আমাকে বললো যে একদিন তারাও ওরকম বাড়ির মালিক হবে। টাইরন সাঁতার শিখবে, আর জুয়েল শিখবে ব্যালে নৃত্য।

মাঝে মধ্যে এসব সরল নিরীহ স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে, আমার ভেতর তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠতো যে এইসব মেয়েদের এবং আমার কোলে ধরা এসব শিশুর

www.pathagar.com

সবাইকে আমার বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরি, মনে হতো কোলে ধরা এসব বাচ্চার আরও শক্ত করে ধরে রাখি এবং কখনোই কোলছাড়া হতে দেবো না। মেয়েরা বোধহয় আমার ওই আবেগটা ধরতে পারতো, লিন্ডা, তার কালো এবং বিস্ময়কর সৌন্দর্য নিয়ে বার্নাদেত্তির দিকে তাকিয়ে হাসতো আর আমাকে বলতো যে আমি এখনো কেন বিয়ে করিনি।

"মনের মতো মেয়েই তো খুঁজে পেলাম না"— আমি বলতাম।

তখন বার্নাদেত্তি লিন্ডার বাহুতে থাপ্পড় বসিয়ে বলতো, "চুপ করো। মি. ওবামা লজ্জা পাচ্ছে তো।" তারপর দু'জন খিলখিল করে হেসে উঠতো, এবং আমি বেশ বুঝতে পারতাম তাদের দু'জনকে আমি যেমন নিষ্পাপ সরল মনে করি তারাও আমাকে অমন সরল নিষ্পাপ মনে করে।

বাবা-মা'দের জন্য আমার যে পরিকল্পনা ছিল তা খুবই সাধারণ। আমরা এখনো স্টেট ওয়েলফেয়ার পলিসি পরিবর্তন করার ক্ষমতা অর্জন করিনি কিংবা স্থানীয়ভাবে নতুন নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারিনি কিংবা স্কুলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে দিতে পারিনি। কিন্তু আমরা যা করতে পারি তা হলো অ্যালটগেল্ডের মৌলিক সার্ভিসগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে পারি— যেমন টয়লেট বসানো, হিটারগুলো ঠিকঠাক করা, জানালা মেরামত করা। আমরা কয়েকটা বিষয়ে জয়লাভ করতে পেরেছি, এবং আমি কল্পনায় দেখতে পাই যে বাবা-মা'রা একটা সত্যিকার স্বাধীন ভাড়াটিয়া সংগঠন গড়ে তুলছে। মনে মনে এই স্ট্রেটেজি নিয়ে পরবর্তী প্যারেন্টস-মিটিং-এ আমি একটা অভিযোগ ফরম সবার হাতে বিলি করলাম, যেন তারা তাদের নিজ নিজ ব্লক সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে পারে। তারা আমার এই পরিকল্পনায় রাজি হয়ে গেল, কিন্তু মিটিং শেষে, বাবা-মা'দের একজন, সাদি ইভান নামক এক ভদ্রমহিলা, আমার কাছে এগিয়ে এসে ছোট্ট একটা নিউজ পেপার ক্লিপিং ধরিয়ে দিলেন।

"গতকালের পেপারে আমি এটা দেখেছি, মি. ওবামা," সাদি বললেন, "আমি জানি না এটার কোনো মানে আছে কি না, কিন্তু আমি দেখতে চাই এটা নিয়ে তুমি কী ভাবো।"

ওটা ছিল একটা লিগ্যাল নোটিশ, ছোট প্রিন্টে একটা বিশেষ সেকশনে খবরটা ছাপানো হয়েছে। এখানে লেখা যে সি এইচ এ যোগ্য ঠিকাদারদের কাছে অ্যালটগেড ম্যানেজমেন্ট অফিস থেকে অ্যাজবেস্টজ অপসারণের জন্য একটা নিলামের ডাক দিয়েছে। আমি বাবা-মা'দের জিজ্ঞেস করলাম যে এই সম্ভাব্য অ্যাজবেস্টজ অপসারণ সম্পর্কে আপনারা আগে থেকে অবহিত ছিলেন কি না? তারা সবাই তাদের মাথা ঝাঁকালো।

"তুমি কি ভাবছো এগুলো আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সরাচ্ছে?" লিন্ডা জিজ্ঞেস করলো।

www.pathagar.com

"আমি জানি না। কিন্তু আমরা খুঁজে বের করতে পারি, ম্যানেজমেন্ট অফিসে কেউ কি মি. অ্যান্ডারসনকে ফোন করতে চান?

আমি রুমের চার দিকে তাকালাম, কিন্তু কারো কোনো সাড়া নেই। "কেউ একজন দাঁড়ান। আমি তো আর ফোন করতে পারি না। কারণ আমি এখানে বাস করি না।"

শেষ পর্যন্ত সাদি তার হাত তুললো। "আমি করবো।"

সাদিই যে আমার প্রথম পছন্দ ছিল তা নয়। সে ছিল ছোটখাটো, হালকা-পাতলা একজন মহিলা, তার ওপর তার কণ্ঠস্বর কেমন ক্যাঁচক্যাঁচে, আর এ নিয়ে সে ভীষণ লজ্জায় থাকে। সে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা একটা পোশাক পরে আর যেখানেই যায় সঙ্গে থাকে একটা বাইবেল। অন্যান্য মায়েদের চেয়ে সে আলাদা, কারণ একমাত্র সে-ই বিবাহিতা। সে বিয়ে করেছে এক তরুণ যুবককে যে একটা স্টোরে দিনের বেলা কেরানির চাকরি করছে কিন্তু রাত্রে একজন মিনিস্টার হবার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে; আর তাদের ওই চার্চ চার্চের বাইরের অন্য কাউকে কোনোরকম সহায়তা প্রদান করে না।

এসব কিছুর কারণে সে ওই গ্রুপে বেমানান এবং সে সিএইচএ-এর সঙ্গে লেনদেন করার মতো বেশ শক্তসামর্থ্য কি না সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু সেদিন অফিসে ফিরে গিয়েই আমার সেক্রেটারির কাছে শুনলাম যে সাদি ইতিমধ্যেই মি. অ্যান্ডারসনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাকা করে ফেলেছে এবং অন্য সব মায়েদের সেটা ফোন করে জানিয়েছে। পরদিন সকালে দেখলাম সাদি অ্যালটগেল্ডের ম্যানেজমেন্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখতে ঠিক একজন এতিমের মতো মনে হচ্ছিল, দাঁড়িয়ে ছিল ঠাণ্ডা চটচটে কুয়াশার ভেতর।

"মনে হচ্ছে এখানে কেউ আসেনি, মি. ওবামা?" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বললো,

"আমাকে বারাক বলে ডেকো;" আমি বললাম। "শোনো, তুমি কি এখনো চাচ্ছো যে এই কাজটা তুমি করবে? তুমি যদি স্বস্তি বোধ না করো, তাহলে আমরা মিটিংটা রি শিডিউল করতে পারি এবং অন্য কোনো মাকে এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি।"

"আমি জানি না। তোমার কি মনে হয় আমি কোনো সমস্যায় পড়তে পারি?"

"আমি মনে করি, যা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সে বিষয়ে তথ্য জানার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে মি. অ্যান্ডারসনও একইরকম ভাবছেন। আমি তোমার পেছনে আছি, এবং অন্য মায়েরাও তোমার সাথে আছে, কিন্তু তোমার জন্য ভালো হবে এমন কিছুই তোমার করা উচিত।"

সাদি বেশ শক্ত করে তার ওভারকোটটা তার শরীরের সাথে ভালোভাবে বেঁধে নিলো এবং আবারও ঘড়ির দিকে তাকালো। "মি. অ্যান্ডারসনকে অপেক্ষায় রাখা ঠিক হবে না।" সে বললো, তারপর দরজার দিকে এগুলো।

www.pathagar.com

আমরা যখন হেঁটে হেঁটে তাঁর অফিসে ঢুকছিলাম তখন তাঁর অভিব্যক্তি দেখে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিলো যে তিনি আমাকে আশা করছিলেন না। তিনি আমাদের বসতে বলে কফি খাবো কি না জিজ্ঞেস করলেন?

"নো, থ্যাঙ্ক ইউ," সাদি বললো। "এরকম শর্ট নোটিশে আপনার দেখা পেয়ে আমরা সত্যিই দারুণ খুশি।" তার গায়ে তখনো কোটটা চাপানো আছে, সে লিগ্যাল নোটিশটা বের করে মি. অ্যান্ডারসনের ডেস্কে রাখলো। "স্কুলের বেশ ক'জন মা এই নোটিশটা দেখেছেন; আমরা এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন...আর, আমরা জানতে চাচ্ছিলাম হয়তো এ ধরনের অ্যাসবেস্টজ আমাদের অ্যাপার্টমেন্টেও আছে।"

মি. অ্যান্ডারসন নোটিশের দিকে চোখ বুলালেন; তারপর ওটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। "এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, মিসেস ইভানস্," তিনি বললেন। "আমরা এই ভবনটার সংস্কার করছিলাম, ঠিকাদাররা ওয়াল ভেঙে ফেলার পর পাইপের ভেতর কিছু অ্যাসবেস্টজ খুঁজে পেয়েছিল। পূর্ব সতর্কতা হিসেবে এগুলোকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে।"

"ঠিক আছে... তাহলে একই জিনিস কী, মানে পূর্ব সতর্কতার পদক্ষেপ কি আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য নেয়া যায় না? মানে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টেও কি অ্যাসবেস্টজ নেই?"

ফাঁদ পাতাই ছিল, মি. অ্যান্ডারসনের চোখ পড়লো আমার চোখের ওপর। কোনো কিছু ঢাকতে গেলে এসবেস্টজের মতোই ওটা আরও বেশি প্রচার পেয়ে যেতে পারে, আমি মনে মনে বললাম। প্রচার আমার কাজকে আরও সহজ করে দেবে। আমি দেখলাম মি. অ্যান্ডারসন তাঁর চেয়ারে অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন, তিনি পরিস্থিতি মেপে দেখার চেষ্টা করছেন। একবার মনে হলো অপ্রীতিকর পরিণাম সম্পর্কে তাঁকে একটু সতর্ক করে দিই। আমি তাঁর মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরে নিজেই অস্থিরতা বোধ করতে লাগলাম। জীবন এই বুড়ো লোকটার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে– ঠিক এরকমই চাহনি আমি আমার নানার চোখে দেখেছি। আমার মনে হলো, আমি যদি এই লোকটাকে কোনোভাবে বোঝাতে পারতাম যে আমি তাঁর উভয়সঙ্কটাবস্থা বুঝতে পেরেছি, আমি তাঁকে বলতে চাইলাম যে এলটগেল্ড তাকে কী সমস্যায় ফেলেছে সেটা তিনি যদি ব্যাখ্যা করে আমাদের বলতেন, এবং তিনি যদি স্বীকার করতেন যে আসলে তাঁর নিজেরও সাহায্যের প্রয়োজন, তাহলে এই কক্ষে পরিত্রাণের হয়তো কোনো পদক্ষেপ নেয়া যেতো।

কিন্তু আমি কিছুই বললাম না; মি. অ্যান্ডারসন অন্য দিকে ঘুরলেন, "না, মিসেস ইভান্স্," তিনি সাদিকে বললেন। রেসিডেন্টশিয়াল ইউনিটগুলোতে কোনো অ্যাসবেস্টজ নেই। আমরা ওগুলো খুব ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি।

"ওহ্, তাহলে তো বাঁচাই গেলো"– সাদি বললো।

www.pathagar.com

"ধন্যবাদ। আপনাকে ভীষণ ধন্যবাদ।" সে উঠে দাঁড়িয়ে মি. অ্যান্ডারসনের সঙ্গে করমর্দন করলো, তারপর দরজার দিকে যেতে আরম্ভ করলো। আমি তাকে কিছু একটা বলার আগেই সে ঘুরে দাঁড়ালো প্রোজেক্ট ম্যানেজারের দিকে।

"ওহ্, আই অ্যাম সরি," সে বললো। "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। মানে... অন্য প্যারেন্টসরা হয়তো এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা কপি দেখতে চাইবেন। মানে টেস্টের রেজাল্ট আর কী। আপনি তো জানেন যে, আমরা আসলে চাচ্ছি প্রত্যেকে যেন এটা নিশ্চিত হতে পারে যে আমাদের বাচ্চারা নিরাপদে আছে।"

"আমি, আমি... রেকর্ডগুলো সব ডাউনটাউন অফিসে আছে," মি. অ্যান্ডারসন তোতলাতে শুরু করলেন। "ফাইল এখান থেকে চলে গেছে, বুঝতেই পারছেন।"

"আগামী সপ্তাহে একটা কপি দেওয়া কি সম্ভব হবে?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই...। আমি দেখছি, আগামী সপ্তাহে কী করতে পারি।"

বাইরে এসে সাদিকে বললাম যে তুমি ভালোই দেখিয়েছো।

"তোমার কি ধারণা সে সত্য কথা বলছে?"

"আমি জানি না। তবে খুব শিগগিরই জানতে পারবো।"

এক সপ্তাহ পর সাদি মি. অ্যান্ডারসনের অফিসে ফোন দিলো : অফিস থেকে তাকে জানানো হলো যে রেজাল্ট তৈরি করতে আরও সপ্তাহখানেক লেগে যাবে। দু-সপ্তাহ পর ওরা সাদির ফোনই ধরল না। আমরা মিসেস রিসিকে পাওয়ার চেষ্টা করলাম, তারপর সিএইচএ-এর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারকে পাওয়ার চেষ্টা করলাম, তারপর সিএইচএ-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে মেয়র অফিসের একটা কপিসহ চিঠি পাঠালাম। কোনো সাড়া নেই।

"এখন আমাদের কী করা উচিত?" বার্নাদেত্তি জিজ্ঞেস করলো।

"আমরা শহরতলিতে যোগাযোগ করবো। ওরা যদি না আসে তাহলে আমরাই তাদের কাছে যাবো।"

পরের দিন আমরা আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। সিএইচএ-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের কাছে আরেকটা চিঠি পাঠালাম, আমরা তাঁকে জানালাম যে আমরা তাঁর অফিসে দু-একদিনের ভেতরে এসে অ্যাসবেস্টজ বিষয়ক কিছু জানতে চাই। একটা সংক্ষিপ্ত প্রেস রিলিজ ইস্যু করা হয়েছে। কার্ভারের প্রত্যেক শিশুর জ্যাকেটে পিন দিয়ে ফ্লায়ার আটকে দেয়া হয়েছে, ফ্লায়ারে তাদের মায়েদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছে যেনো তাঁরা আমাদের সাথে যোগদান করেন। সাদি, লিন্ডা, বার্নাদেত্তি সন্ধ্যার বেশির ভাগ সময়টাই মায়েদের ফোন করে কাটালো।

www.pathagar.com

কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটা যখন আসলো আমি দেখলাম মাত্র আটজনকে নিয়ে হলুদ একটা বাস স্কুলের সামনে এসে থামলো। বার্নাদেত্তি আর আমি পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম বাচ্চাদের নিতে আসা আরও ক'জন মাকে আমাদের সাথে নেয়া যায় কি না? কেউ কেউ বললো যে ডাক্তারের সাথে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আবার কেউ কেউ জানালো যে দেরি হয়ে গেলে তারা বেবি সিটার নাও পেতে পারে। কেউ কেউ অবশ্য কোনো পাত্তাই দিল না, ভিক্ষুকদের পাশ কেটে যেমন চলে যায় তেমনি চলে গেল। অ্যানজেলা, মোনা ও শিরলে এলো আমাদের কী অবস্থা দেখার জন্য। তাদেরকে আমাদের সাথে যেতে বললাম যেন এদের উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেককেই কেমন হতাশ দেখাচ্ছে, প্রত্যেককেই, শুধু টাইরন আর জুয়েল ব্যতীত, যারা মি. লুকাসকে মুখ ভেংচাতে ভীষণ ব্যস্ত ছিল, ওই গ্রুপে মি. লুকাসই ছিলেন একমাত্র পিতা। ড. কোলিয়ার আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

"এরকমটাই ভেবেছিলাম," আমি বললাম।

"আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও ভালো"— তিনি বললেন। "ওবামার সৈন্যবাহিনী।"

"ঠিক বলেছেন।"

"গুড লাক," আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন।"

আমাদের বাস পুরনো চুল্লি পেরিয়ে, রেইরসন স্টিল প্ল্যান্ট পেরিয়ে, জাকসন পার্কের ভেতর দিয়ে লেক শোর ড্রাইভে উঠে গেল। আমরা যখন শহরতলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি আমাদের কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত একটা পাণ্ডুলিপি বিলি করে সবাইকে সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে বললাম। সবার পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছিলাম, দেখলাম মি. লুকাসের কপালে গভীর চিন্তার একটা ভাঁজ পড়ে গেছে। মি. লুকাস ছোটখাটো গড়নের ভদ্র একটা মানুষ, কথায় সামান্য একটু তোতলামি আছে; তিনি অ্যাল্টগেল্ডের আশপাশেই নানান ধরনের খুচরোখাচরা কাজ করে বেড়ান আর সময় পেলেই তাঁর বাচ্চাদের মাকে সহযোগিতা করেন। আমি তাঁর পাশে এসে বললাম, "কোনো সমস্যা?"

"আমি খুব ভালো পড়তে পারি না;" খুব শান্ত স্বরে বললেন।

আমরা দু'জনই এলোমেলো টাইপ করা কাগজটার দিকে চোখ রাখলাম।

"ঠিক আছে।" আমি হেঁটে বাসের সামনে এলাম, "প্রত্যেকেই শুনুন। আমরা সবাই একসাথে স্ক্রিপটা পড়বো যেন আমরা সবাই খুব ভালো করে জিনিসটা বুঝতে পারি। আমরা কী চাই?"

"ডিরেক্টরের সাথে মিটিং।"

"কোথায়?"

"অ্যালটগেল্ডে!"

www.pathagar.com

"তারা যদি বলে তোমাদের পরে জানাবো তাহলে কী হবে?"

"আমরা এখনই জানতে চাই!"

"তারা যদি এমন কিছু করে যা আমরা আশা করিনি?"

"আমরা সম্মেলন করবো!"

লুপ এর কেন্দ্রে ধূসর রঙের মজবুত একটা ভবনে সিএইচএ-এর অফিস। আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম, লবির ভেতরে ঢুকলাম, তারপর সবাই এলিভেটরে উঠে দাঁড়ালাম। পঞ্চম তলায় ঝকঝকে আলো জ্বালানো একটা লবির ভেতরে ঢুকলাম সেখানে জমকালো এক ডেস্কের পেছনে একজন রিসেপশনিস্ট বসে ছিল।

"ক্যান আই হেল্প ইউ?" রিশিপসনিস্ট মেয়েটা বললো, ম্যাগাজিন থেকে সে তার মাথাটা ওঠাতেই চাচ্ছিল না।

"আমরা ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলাম," সাদি বললো।

"আপনাদের কি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?"

"তিনি..." সাদি আমার দিকে তাকালো।

"তিনি জানেন আমরা আসছি," আমি বললাম।

"কিন্তু তিনি তো এই মুহূর্তে অফিসে নেই।"

তখন সাদি বললো, "আপনি কি তাঁর ডেপুটি দিয়ে একটু চেক্ করে দেখবেন?"

রিসেপশনিস্ট ঠাণ্ডা চোখে তাকালো, আমরা তখনো দাঁড়িয়েই থাকলাম। "বসুন," শেষ পর্যন্ত সে বললো।

বাবা-মা'রা বসে পড়লেন, প্রত্যেকেই কেমন চুপ মেরে গেল। শিরলে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, কিন্তু অ্যানজেলা তাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে থামিয়ে দিলো।

"আমরা স্বাস্থ্য নিয়েই কিন্তু উদ্বিগ্ন, তাই না?"

"স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার বয়স আমার পার হয়ে গেছে; বুঝেছো, মেয়ে" শিরলে বিড়বিড় করে বললো, কিন্তু সে তার সিগারেটের প্যাকেট তার পাশে রেখে দিলো। একদল স্যুট-টাই পরা লোক রিসেপশনিস্টের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো, এলিভেটরে উঠতে উঠতে চটপট আমাদের বাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখলো। লিন্ডা বার্নাদেত্তিকে ফিসফিস করে কী যেন বলছে, বার্নাদিত্তে তাকে ফিসফিস করে কী যেন বলছে।

"সবাই ফিসফিস করে কী বলছো?" আমি গলা উঁচু করে বললাম।

বাচ্চারা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বার্নাদেত্তি বললো, "মনে হচ্ছে আমি কোনো প্রিন্সিপাল কিংবা ওই ধরনের কাউকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছি।"

"তোমরা সবাই শোনো," আমি বললাম। "ওরা এই বিশাল অফিস বানিয়েছে শুধু তোমাদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য। শুধু মনে রাখবে এটা হলো একটা পাবলিক অথরিটি। এখানে যারা কাজ করে তারা তোমাদের কাছে দায়বদ্ধ।"

www.pathagar.com

"এক্সকিউজ মি," রিসেপশনিস্ট আমাদের বললো, তার গলা আমার মতোই উঁচু। "আমাকে বলা হয়েছে যে ডিরেক্টর আজকে আপনাদের সাথে দেখা করতে পারবেন না। আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা অ্যালটগেল্ডে গিয়ে মি. এ্যাভারসনের কাছে রিপোর্ট করুন।"

"দেখুন আমরা তাঁর সাথে অলরেডি দেখা করেছি," বার্নাদেত্তি বললো। "ডিরেক্টর যদি না থাকে তাহলে তাঁর ডেপুটির সাথে আমরা দেখা করতে চাই।"

"আমি দুঃখিত, সেটাও সম্ভব নয়। আপনারা যদি এ মুহূর্তে না যান তবে আমি সিকিউরিটি ডাকতে বাধ্য হবো।"

ঠিক ওই মুহূর্তে এলিভেটরের দরজা খুলে গেল এবং বেশ ক'জন টিভি ফিল্ম ক্রু চলে এলো, তাদের সাথে বেশ ক'জন রিপোর্টার। "অ্যাসবেস্টজ নিয়ে প্রতিবাদ এটাই তো নাকি?" একজন রিপোর্টার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি সাদিকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, "তিনিই হলেন মুখপাত্র।"

টিভি ক্রুরা তাদের জিনিসপত্র সেট করতে শুরু করলেন, রিপোর্টাররা তাদের নোটবুক বের করলেন। সাদি এক্সকিউজ মি বলে আমাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এলো।

"টিভি ক্যামেরার সামনে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না।"

"কেনো?"

"আমি জানি না, টিভি ক্যামেরার সামনে আমি এর আগে কখনোই কথা বলিনি।"

"কোনো সমস্যা নেই।"

কয়েক মিনিটের ভেতরেই ক্যামেরা রোলিং শুরু হয়ে গেল, আর সাদি, সাদির গলা কেমন কাঁপছিল, সে জীবনের প্রথম প্রেস কনফারেন্সে কথা বলছে। যখন সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল তখন লাল স্যুট পরা কড়া করে মাসকারা মাখা এক মহিলা রিসেপশনের দিকে ছুটে এলেন। সে সাদির দিকে তাকিয়ে কড়া একটা হাসি দিলেন, তিনি নিজের পরিচয় দিলেন ডিরেক্টরের অ্যাসিস্টেন্ট বলে, তাঁর নাম মিস্ ব্রডনাক্স। "আমি খুবই দুঃখিত যে ডিরেক্টর এখানে নেই," মিস ব্রডনাক্স বললেন। "আপনারা যদি এভাবে আসেন, তাহলে আমি নিশ্চিত আমরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারবো।"

"সিএইচএ-এর সমস্ত ইউনিটেই কি অ্যাজবেস্টজ রয়েছে?" একজন রিপোর্টার চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। "ডিরেক্টর কি প্যারেন্টসদের সাথে দেখা করবেন?"

"আমরা রেসিডেন্টের সবচেয়ে ভালো ফলাফলের ব্যাপারে আগ্রহী।" মিস ব্রডনাক্স উঁচু গলায় বললেন। আমরা তাঁর পেছনে পেছনে বিশাল একটা কক্ষে গিয়ে পৌঁছলাম, ওখানে দেখলাম আগে থেকেই বেশ ক'জন বিষণ্ন চেহারার কর্মকর্তা

www.pathagar.com

কনফারেন্স টেবিলে বসে আছেন। মিস্ ব্রডনাক্স, বাচ্চারা খুব সুন্দর মন্তব্য করে সবাইকে কফি আর ডগনাট খেতে দিলেন।

"আমাদের ডগনাটের দরকার নেই, আমাদের দরকার প্রশ্নের উত্তর।"

আমাকে কোনো কথাই বলতে হলো না, বাবা-মা'রাই দেখতে পেল যে কোনো টেস্ট এ যাবৎ করা হয়নি এবং তারা এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলো যে আজকেই দিনের শেষের দিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হবে। তারা সাব্যস্ত করলো যে, ডিরেক্টরের সাথে মিটিং হবে, অনেক বিজনেস কার্ড তারা সংগ্রহ করলো, এবং মিস ব্রডনাক্সকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো। প্রেসের সামনেই মিটিং-এর তারিখ ঘোষণা করা হলো, এর পর আমরা বাস ধরার জন্য এলিভেটরে উঠে দাঁড়ালাম। রাস্তায় এসে লিন্ডা বাসড্রাইভারসহ সবাইকে পপকর্ন খাওয়াতে বললো। বাস যখন চলছিল তখন আমি পুরো ঘটনার মূল্যায়ন করতে শুরু করলাম, প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্বগুলো পয়েন্ট আউট করছিলাম, ভেবে দেখছিলাম একটা টিম হিসেবে সবাই কেমন কাজ করছে।

"ওই মহিলার মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলে, ক্যামেরার সামনে কথা বলতে গিয়ে ওর মুখটা কেমন হয়ে গিয়েছিল?"

"আর বাচ্চাদের নিয়ে ওর ভড়ংটা খেয়াল করছিলে? আমাদের ভোলানোর চেষ্টা আর কী, যেন আমরা কোনো প্রশ্ন না করি।"

"সাদি কী ভয়ংকর কাণ্ডটা করলো, দেখলে?"

"আমি আমার কাজিনকে বলে ভি সি আর সেট করে নেবো। টিভিতে আমাদের দেখা যাবে।"

সবাই একসাথে কথা বলছে, আমি তাদের কথা বলা থামানোর জন্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু মোনা আমার জামা ধরে টান মারলো। "বাদ দাও, বারাক। এই যে নাও।" সে আমাকে এক ব্যাগ পপকর্ন দিলো। "খাও।"

আমি তার পাশের সিটে বসেছিলাম। মি. লুকাস বাকিংহাম ঝরনা দেখানোর জন্য তার বাচ্চাদের কোলের ওপর তুলে ধরেছেন। আঠালো পপকর্ন চিবুতে চিবুতে আমি তাকিয়ে ছিলাম হ্রদের দিকে, শান্ত হ্রদ, এখন আরও বেশি নীলাভ হয়ে আছে, আমি আরও বেশি দ্বন্দ্বমূলক মুহূর্তের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করলাম।

ওই বাস ট্রিপের কারণেই আমার ভেতর পরিবর্তন এলো, আর পরিবর্তনটা এলো মৌলিকভাবেই। এটা এমন এক ধরনের পরিবর্তন যা মূলত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শুধু এ কারণেই নয় যে এটা যে কোনোভাবে হোক আপনার মূর্ত পরিস্থিতিকে বদলে দেবে (যেমন সম্পদ, নিরাপত্তা, খ্যাতি) বরং এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে এটা একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান করে যা আপনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে, তাৎক্ষণিক উল্লাস, পরবর্তী হতাশা এসব ছাড়িয়ে, এমন একটা জিনিস

www.pathagar.com

উদ্ধার করে নিয়ে আসবে যা আপনার হাতে একদা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও ছিল। ওই বাসে আমি চলতেই থাকলাম, আমার ধারণা আমি আজও ওই বাসে চড়েই যাচ্ছি।

প্রচারণা নিঃসন্দেহে খুব ভালো ছিল। সিএইচএ অফিস থেকে সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখলাম পুরো টেলিভিশনের পর্দাজুড়ে সাদির মুখ। সংবাদ মাধ্যম, রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে, তারা সাউথ সাইডের আরেকটা প্রজেক্ট খুঁজে পেয়েছে যেখানে পাইপগুলোতে এসবেস্টজ রয়েছে। পৌরমুখ্যরা তাৎক্ষণিক শুনানির জন্য এদিক-সেদিক ফোন করা শুরু করেছেন।

কিন্তু এসব কিছু বাদে, আমরা যখন সিএইচএ-এর ডিরেক্টরের সঙ্গে মিটিং করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন আমি কিছু চমৎকার ব্যাপার দেখতে শুরু করলাম। বাবা-মা'রা ভবিষ্যৎ ক্যাম্পেইনের জন্য নানান আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। তাদের সাথে নতুন বাবা-মা'রাও যোগ দিয়েছে। আমরা পূর্বে ব্লক বাই ব্লক প্রচারণার যে পরিকল্পনা করেছিলাম তা এখন কার্যকরী হয়ে উঠেছে, লিন্ডা তার স্ফিত উদর নিয়ে হেলেদুলে প্রতিটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিযোগপত্র বিলি করছে; মি. লুকাস, যিনি নিজেই পড়তে জানেন না, তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের খুব ভালো করে বুঝিয়েছিলেন কীভাবে ফরম পূরণ করতে হয়। এমনকি যারা আমাদের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিল এখন তারাও আসতে শুরু করলো; মিসেস রিসি এই ইভেন্টের কো স্পন্সর হতে চাইলেন, আর রিভারেন্ড জনসন তাঁর কিছু সদস্যকে সানডে সার্ভিসে এ বিষয়ক ঘোষণা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ব্যাপারটা এমন যেন সাদির এই ছোট্ট, আন্তরিক পদক্ষেপ অবশেষে আশা আকাঙ্ক্ষার একটা বিরাট জলাধারে পরিণত হয়ে গেছে, অ্যালটগেল্ডের জনগোষ্ঠী যেন তাদের হারানো শক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে।

মিটিংটা হওয়ার কথা ছিল আমাদের লেডিস জিমনেসিয়ামে, ওটাই অ্যাল্টগেল্ডের একমাত্র ভবন যা প্রায় তিনশত লোকের জায়গা দিতে সক্ষম, আমরা আশা করছি যে মিটিং-এ প্রায় শ'তিনেক মানুষ আসছে, লিডাররা ঘণ্টাখানেক আগেই এসে উপস্থিত হলেন। আমরা আমাদের দাবিগুলোকে শেষবারের মতো আবারও দেখে নিলাম— সিএইচএ-এর সাথে কাজের জন্য রেসিডেন্ট প্যানেল গঠন করা হয়েছে যারা অ্যাসবেস্টজ আছে কি না তা নিশ্চিত করবে এবং সিএইচএ মেরামতের জন্য একটা নিশ্চিত সময়সূচি তৈরি করবে সে ব্যাপারটা তারা নিশ্চিত করবে। আমরা যখন শেষবারের মতো খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ করছিলাম তখন, রক্ষণাবেক্ষণকারী হেনরি, আমাকে ডেকে পাবলিক অ্যাড্রেস্ সিস্টেমের কাছে নিয়ে গেল।

"কী ব্যাপার?"

"সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে। কী যেন একটা কম পড়েছে।"

www.pathagar.com

"আমাদের কি মাইক্রোফোন নেই?"

"না, এখানে নেই। এসব দিয়েই এখন তৈরি করে নিতে হবে।" সে একটা অ্যাম্প্লিফায়ারের দিকে নির্দেশ করে বললো, ওটার সাইজ মোটামুটি একটা স্যুটকেসের সমান, সাথে একটা লুজ মাইক্রোফোন, একটা সিঙ্গেল ক্ষয়ে যাওয়া কর্ডের সাথে ঝোলানো। সাদি আর লিন্ডা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ওই আদিম বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"তুমি মনে হয় ইয়ার্কি মারছো," লিন্ডা বললো।

আমি মাইকে টোকা লাগালাম। "ঠিক হয়ে যাবে। মাইকের সামনে তোমাদের জোরে জোরে কথা বলতে হবে।"

তারপর, অ্যাম্প্লিফায়ারের দিকে আবারও তাকিয়ে বললাম। "চেষ্টা করবে যেন ডিরেক্টর সারাক্ষণ মাইকটা না নিয়ে রাখতে পারে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেই যাবে। শুধু প্রশ্ন করার পরই মাইকটা তার মুখের সামনে ধরবে। ঠিক অপরাহ্র মতো।"

"যদি কেউ না আসে," সাদি তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "তাহলে তো মাইকের কোনো দরকারই হচ্ছে না।"

লোকজন এসে গেছে। গার্ডেনের সমস্ত এলাকা থেকে লোকজন এসেছে— বয়স্ক নাগরিক, কিশোর-কিশোরীরা ছোট ছোট বাচ্চারা। সাতটার ভেতর প্রায় শ' পাঁচেক মানুষ এসে জড়ো হলো ; সাতটা পনেরোতে এসে জড়ো হলো সাতশ মানুষ। টিভি ক্রুরা তাদের ক্যামেরা সেট্ করতে শুরু করলো। স্থানীয় রাজনীতিকরা এই জনতাকে উত্তেজিত রাখার একটা সুযোগ নিতে চাইলো। মার্টি এই ঘটনা দেখতে এসে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না।

"তুমি দারুণ জিনিস পেয়ে গেছো, বারাক। এই লোকজন যখন তখন মুভ্ করতে প্রস্তুত।"

সমস্যা শুধু একটাই : ডিরেক্টর এখনো এসে পৌঁছাননি। মিস ব্রডনাক্স জানালেন তিনি ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়েছেন। সুতরাং, আমরা এজেন্ডার প্রথম পর্ব নিয়ে আগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজকর্মগুলো সারা হয়ে গেছে, এখন বাজে পুরোপুরি আটটা। লোকজন ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু করে দিলো, গরম, বাতাসহীন জিমনেসিয়ামের ভেতর নিজের হাত দিয়েই কেউ কেউ বাতাস করা শুরু করলো। দরজার কাছে, আমি দেখলাম মার্টি লোকজনকে উত্তেজিত রাখার চেষ্টা করছেন। আমি তাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেলাম।

"কী করছেন আপনি?"

"তোমার লোকজন তো সব চলে যাবে। তাদেরকে এখন উত্তেজনার ভেতর রাখতে হবে।"

"বসুন, প্লিজ।"

www.pathagar.com

জিমনেসিয়ামের পেছন থেকে গুঞ্জন শুরু হলো, ডিরেক্টর বেশ ক'জন সহকারী পরিবেষ্টিত হয়ে দরজা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন আর আমি মিস ব্রডনাক্সের সাথে সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ডিরেক্টর মাঝারি গড়নের একজন পরিপাটি কালো মানুষ, বয়স চল্লিশের কোটায়। তিনি তাঁর টাই সোজা করতে করতে নির্মম মুখভঙ্গি নিয়ে রুমের সামনের দিকে এগুতে থাকলেন।

"ওয়েলকাম," সাদি মাইকে ঘোষণা করলেন।" আমরা এখানে অজস্র মানুষ জড়ো হয়েছি যারা আপনার সাথে কথা বলতে চায়।"

লোকজন হাততালি দিয়ে উঠলো, আমি কয়েকটা দুয়ো ধ্বনিও শুনতে পেলাম। টিভি লাইট জ্বলে উঠলো।

"আজকে রাতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।" সাদি বললো, "এমন একটা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে যা আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। কিন্তু অ্যাসবেস্টজ নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের জানা দরকার যে আমরা প্রতিদিন কী কী সমস্যার মুখোমুখি হই। লিন্ডা?"

সাদি লিন্ডার দিকে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিল, লিন্ডা ডিরেক্টরের দিকে ঘুরে অভিযোগ পত্রের স্তূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।

"মি. ডিরেক্টর। আমরা অ্যালটগেল্ডের কেউই কোনো মিরাক্‌ল আশা করছি না। কিন্তু আমরা আশা করছি মৌলিক সেবাগুলো। শুধু মৌলিক সেবাগুলো। আজ এখানে যেসব লোকজন এসেছে তারা যথাযথ সুযোগ সুবিধার বাইরে, সিএইচএ-কে তারা এ যাবৎ যা কিছু ঠিকঠাক করতে বলেছে সেসব কিছু কখনোই ঠিকঠাক হয়নি। সুতরাং আমাদের প্রশ্ন হলো, আপনি কি এখানে আজ এই রাতে, এসব অধিবাসীদের সামনে মেরামতের ব্যাপারে রাজি আছেন কি না?"

পরবর্তী ওই মুহূর্তটা আমার স্মৃতিতে কেমন ঘোলাটে হয়ে আছে। যতটুকু মনে পড়ে, লিন্ডা ডিরেক্টরের উত্তর পাওয়ার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল। কিন্তু ডিরেক্টর যখন মাইক্রোফোনের দিকে হাত বাড়ালেন লিন্ডা তখন মাইক্রোফোন সরিয়ে নিলো।

"আপনি হ্যাঁ অথবা না উত্তর দিন, প্লিজ," লিন্ডা বললো। ডিরেক্টর তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে কী যেন বলে আবারও মাইক্রোফোনের দিকে হাত বাড়ালো। লিন্ডা আবারও তা পেছনে সরিয়ে নিলো, কিন্তু এবারের ভঙ্গিতে সামান্য একটু উপহাসের ইঙ্গিত ছিলো, মনে হচ্ছে কোনো এক শিশু তার সহোদরের সাথে কোন্ আইসক্রিম নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। আমি চেষ্টা করলাম লিন্ডাকে হাত নেড়ে জানাতে যে আমি যা বলেছিলাম তা ভুলে যেতে এবং মাইক্রোফোন তাঁর হাতে দিয়ে দিতে। কিন্তু আমি পেছন দিকে এত দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে তার পক্ষে আমাকে দেখা সম্ভবই নয়। ইতিমধ্যেই ডিরেক্টর মাইক্রোফোনের কর্ড ধরে ফেলেছেন, তারপর কিছুক্ষণের জন্য শুরু হলো বিশিষ্ট কর্মকর্তা এবং ঢোলা প্যান্ট আর ব্লাউজ পরিহিত গর্ভবতী একটা

www.pathagar.com

মেয়ের ভেতর মাইক্রোফোন নিয়ে কাড়াকাড়ি। তাদের পেছনে সাদি চুপচাপ স্থির দাঁড়িয়ে, তার মুখ চকচক করছে, বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া। লোকজন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী ঘটছে ওখানে, ওরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল, কেউ কেউ ডিরেক্টরের সাথে, কেউ কেউ লিন্ডার সাথে।

এরপর— বিকট হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। ডিরেক্টর মাইক্রোফোন ছেড়ে দিলেন তারপর বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। একক প্রোকষ্ঠে বন্দি পশুদের মতো, লোকজন দরজার কাছে ডিরেক্টরের দিকে ঝেঁকে চলে এলো, ডিরেক্টর প্রায় পালানোর ভঙ্গিতে দৌড়াতে শুরু করলেন। আমিও দৌড়াতে শুরু করলাম কিন্তু দৌড়ানোর পথ বের করে নিতে আমাকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছিলো, ডিরেক্টর ইতিমধ্যেই লিমুজিনে উঠে পড়েছেন, তার গাড়ির চারপাশে হৈ হৈ করে লোকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কেউ কেউ গাড়ির জানালার কাচের সাথে তাদের মুখ ঠেসে ধরছে, কেউ হাসছে, কেউ সমানে গালি দিয়ে যাচ্ছে, আর অধিকাংশই বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লিমো খুব ধীরে সামনের দিকে এগোচ্ছে, প্রতি ধাক্কায় এক ইঞ্চি করে যেতে পারছে যতক্ষণ না রাস্তা ফাঁকা হলো, তারপর গাড়ির গতি বেড়ে গেল, ভাঙাচোরা রাস্তায় লাফাতে লাফাতে কিছুক্ষণ গেল, তারপর চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আমি জিমনেসিয়ামের দিকে হতভম্ব হয়ে ফিরে গেলাম, লোকজন স্রোতের মতো বাড়ি ফিরছে, সেই স্রোতের বিপরীতে ভিড় ঠেলে ঠেলে আমি জিমনেসিয়ামের দিকে গেলাম। দরজার কাছে, লেদার জ্যাকেট পরিহিত একজন তরুণকে ঘিরে বেশ ক'জন জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাকে চিনতে পারলাম, সে হলো পৌরমুখ্যের একজন সহকারী।

"ব্রোডোলিয়াক এই পুরো কাণ্ডটা ঘটালো।" সে তার দলকে বলছিল, "তোমরা দেখলেই তো যে ওই শ্বেতাঙ্গ লোকটা এদের কীভাবে প্ররোচিত করছিলো। ওরা হ্যারল্ডের বদনাম বের করার চেষ্টা করছে।"

কয়েক ফুট দূরে, আমি মিসেস রিসি আর তাঁর বেশ ক'জন লেফটেন্যান্টকে খুঁজে পেলাম। "দেখো, তোমরা কী করলে!" তিনি খুব চড়া গলায় আমাকে বললেন। "তুমি যখনই এসব অল্পবয়সী লোকজনদের নিয়ে কিছু করতে যাবে তখনই এসব কাণ্ড ঘটে যাবে। এরা পুরো গার্ডেনকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে, টেলিভিশনে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় শ্বেতাঙ্গরা চেয়ে চেয়ে দেখলো যে কেমন নিগ্রোর মতো আচরণ করলাম আমরা! আর এরকমই তো ওরা দেখতে চায়।"

ভেতরে মাত্র অল্প ক'জন বাবা-মা তখনো রয়ে গেছেন, লিন্ডা একটা কোণায় একা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। আমি তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম।

www.pathagar.com

"ঠিক আছো তো?"

"আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে," সে কান্নার একটা ঢোক গিলে নিয়ে বললো। "আমি জানি না বারাক, কী হয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষের সাথেই... আমি সবসময় গুবলেট পাকিয়ে ফেলি।"

"তুমি গুবলেট পাকাওনি," আমি বললাম। "যদি কেউ পাকিয়েই থাকে তাহলে সেটা আমি। আমি ওখানে থাকা অন্যদের সবাইকে ডেকে গোল হয়ে দাঁড়ালাম এবং সবাইকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করলাম। জনসমাবেশ ছিল চমৎকার, আমি বললাম, যার মানে হলো, লোকজনের ভেতর দারুণ উৎসাহ রয়েছে। অধিকাংশ অধিবাসীই আমাদের প্রচেষ্টাকে এখনো সমর্থন করে। আমরা আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নেবো।

"আর ডিরেক্টরও এখন জেনে গেছে যে আমরা কারা," শিরলে বললো।

এই শেষ বাক্যে সবাই দুর্বল এবং ক্ষীণ কণ্ঠে হেসে উঠলো। সাদি জানালো তাকে এখন বাড়ি যেতে হবে; আমি ওই গ্রুপকে বললাম যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি। বার্নাদেত্তি টাইরনের একটা হাত ধরলো, ঘুমে ঢুলু ঢুলু টাইরনকে নিয়ে সে জিমনেসিয়াম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর আমার পেটে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ড. কোলিয়ার আমার ঘাড়ে টোকা মারলেন।

"তো তোমাকে কারা চিয়ার-আপ করতে যাচ্ছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"তুমি এই সুযোগ কাজে লাগাও, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

"কিন্তু লোকজনের মুখের দিকে তাকালে তো..."

"ওসব নিয়ে ভেবো না," ড. কোলিয়ার বললেন। "ওরা বেশ শক্ত বটে, কিন্তু যতটা শক্ত মনে হয় অতটা তারা নয়– আসলে আমরা কেউই নয়, তুমিও নও। কিন্তু ওরা এটা কাটিয়ে উঠবে। এটা হচ্ছে বেড়ে ওঠার একটা অংশ। আর বড় হতে গেলে এরকম বাধাবিঘ্ন আসবেই।"

মিটিং-এর ঘটনা আরও অনেক বেশি খারাপ হতে পারতো। কারণ আমরা অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছিলাম। শুধু একটা টিভি স্টেশন থেকে লিন্ডা আর ডিরেক্টরের মাইক্রোফোন টানাটানির দৃশ্য বেশ কয়েকবার প্রচার করা হলো। সকালবেলার একটা দৈনিকে ছাপানো হলো যে রেসিডেন্টসদের ভেতর হতাশা বিরাজ করছে কারণ অ্যাসবেস্টজ সমস্যার প্রতি সিএইচএ তেমন একটা ভূমিকা গ্রহণ করছে না, আর ছাপানো হলো যে ডিরেক্টর সেদিন সন্ধ্যায় অনেক বিলম্ব করে এসেছিলেন। বস্তুত আমরা দাবি করতে পারি যে এই মিটিং-এ আমাদের এক ধরনের বিজয় অর্জিত হয়েছে; কেননা পরের সপ্তাহেই গার্ডেনের সমস্ত এলাকায় দেখা গেল চন্দ্রাভিযানের মতো পোশাক পরা লোকজনদের প্রত্যেকেই মুখে মাস্ক পরে আছে,

www.pathagar.com

যেসব অ্যাসবেস্টজ তাৎক্ষণিকভাবে হুমকিস্বরূপ সেগুলোতে তারা সিল মেরে দিচ্ছে। সিএইচএ এটাও ঘোষণা দিয়েছে যে তারা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হাইজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্টকে জানিয়েছে যে এই জরুরি ক্লিনআপ ফান্ডের জন্য প্রায় কয়েক মিলিয়ন ডলার লাগবে।

এই বিশেষ সুবিধা পেয়ে বাবা-মা'দের ভেতর বিপুল উদ্দীপনা বেড়ে গেলো, এবং কয়েক সপ্তাহ পরই আমাদের নিজেদের ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য, আমরা আবারও মিটিং শুরু করলাম এটা নিশ্চিত করতে যে সিএইচএ যেন তাদের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখে। আমি চাই না, অন্তত অ্যালটগেল্ডে যে সম্ভাবনার দুয়ার একবার স্বল্পতম সময়ের জন্য হলেও খুলেছে তা হুট করে আবারও বন্ধ হয়ে যাক। লিন্ডা, বার্নাদেত্তি, মি. লুকাস— তারা সবাই ডিসিপি'র সঙ্গে কাজ শুরু করবে, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, যতটা না পারস্পরিক আনুগত্য থেকে কাজ করবে তার চেয়ে বেশি করবে আমার প্রতি আনুগত্য থেকে। যেসব বাবা-মা'রা ওই মিটিংয়ের সময় আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো তারা সবাই সরে পড়বে। মিসেস রিসি আমাদের সাথে আর কোনো কথাই বলতে চান না, তিনি আমাদের উদ্দেশ্য আর কর্মপন্থা নিয়ে কটু কথা বলেন এবং তাঁর কথা শুনে অনেকেই তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দেয়, ফলে যেটা হয় তা হলো এখানকার অধিবাসীদের ভেতর আরও বেশি সন্দেহের জন্ম হয় যে যত বড়ই পদক্ষেপ নেয়া হোক না কেন তা তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না, বরং উল্টো এসব তাদের জন্য কিছু অমঙ্গল বয়ে আনবে যা তাদের আদৌ প্রয়োজন নেই।

প্রারম্ভিক অপসারণ কাজের এক মাস কী তারও কিছু বেশি সময় পরে, আমরা এইচইউডি-এর সঙ্গে দেখা করলাম যেন আমরা সিএইচএ-এর বাজেটের অনুরোধ নিয়ে তাদের সাথে লবিং করতে পারি। ওই ইমার্জেন্সি ক্লিন-আপ ফান্ড ছাড়াও, সিএইচএ প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের কথা বলেছে পুরো শহরের মৌলিক মেরামত প্রকল্পের জন্য। এই ইউডি-এর এক একগুঁয়ে শ্বেতাঙ্গ ওই আইটেমগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।

"আমি সোজাসুজিই বলি," সে বললো আমাদের। "সিএইচএ যা কিছু চেয়েছে তার অর্ধেকও পাবে কি না ঠিক নেই। হয়তো আপনাদের ওখান থেকে অ্যাসবেস্টজ সরিয়ে নেয়া হতে পারে। কিংবা যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেখানে আপনার প্লাম্বিং আর রুফিং করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু দুটো জিনিস একসাথে পাবেন না।"

"তো আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এত কিছু করার পরও আমরা আবার আগের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থায় যাবো," বার্নাদেত্তি বললো।

"না, ঠিক তা না। ইদানীং বাজেট আসে গুরুত্বানুসারে ওয়াশিংটন থেকে। আমি দুঃখিত।"

www.pathagar.com

বার্নাদেত্তি টাইরনকে তাঁর কোলে তুলে নিল। "এই কথাটা ওই বাচ্চাটাকে বোঝান।"

সেই মিটিং-এ সাদি আমাদের সাথে ছিল না। সে ফোনে আমাকে জানিয়েছিল যে সে ডিসিপি'র সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।

"আমার স্বামী এসব কাজকে খুব একটা ভালো চোখে দেখছে না, যে আমি নিজের পরিবারের কাজ ফেলে রেখে সারাক্ষণ ওসব নিয়েই থাকছি। সে বলে যে পাবলিসিটি নাকি আমার মাথা খেয়ে ফেলেছে– আমি নাকি অহংকারী হয়ে উঠছি।"

আমি তাকে বোঝালাম যে, যত দিন তুমি এই গার্ডেনে থাকছো তত দিন তোমাকে এসবের সাথে জড়িত হতেই হবে।

"কিছুই বদলাবে না, মি. ওবামা" সে বললো। "আমরা এখন মনোযোগ দিয়েছি পয়সা জমানোতে, যেন আমরা যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে পারি।"

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

"আমি তোমাকে বলছি, ম্যান, যে পৃথিবী হচ্ছে একটা 'স্থান'।"

"তুমি বলছো পৃথিবী একটা 'স্থান,' ভালোই।"

"হ্যাঁ, আমি সে কথাই বলছিলাম।"

হাইড পার্কে ডিনার শেষ করে আমরা গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম, আর জনি তখন বেশ খোশমেজাজে ছিল। সে প্রায় সময়ই এরকম খোশমেজাজে থাকে, বিশেষ করে ভালো খাওয়ার পর আর ভালো মদ খাওয়ার পর। তার সাথে আমার প্রথম যখন দেখা হয় তখন সে শহরতলির একটা সিভিক গ্রুপে কর্মরত; তখন সে জ্যাজ আর পূর্বদেশীয় ধর্মের ভেতরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিল, তার পরই আকস্মিক প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে পেছনের কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করে দিলো, এবং শেষ পর্যন্ত আলোচনা গিয়ে থামলো ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক পলিসি নিয়ে। এ ধরনের মুহূর্তে তার চোখগুলো বড় বড় হয়ে ওঠে; তার কথার গতি ভীষণ বেড়ে যায়; তার গোলাকার দাঁড়িওয়ালা মুখে শিশুদের মতো বিস্ময় ফুটে ওঠে। জনিকে নিয়োগ দেয়ার ওটাও একটা কারণ বটে, আমার ধারণা, তার রয়েছে অপার কৌতূহল, এবং উদ্ভট হাস্যকর বিষয়বস্তুকে সে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে।

"আমি তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বলছি শোনো," জনি এখন আমাকে বলছে। "সেদিন আমি ইলিনয়েজ রাজ্যের এক বিল্ডিং-এ মিটিং করার জন্য যাচ্ছিলাম, তুমি তো জানই ওই বিল্ডিংয়ের মাঝখানটা কেমন খোলামেলা, ঠিক কি না... বিশাল এক অ্যাটরিয়াম। যার সাথে আমার মিটিং করার কথা সে তখনো আসেনি, তো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেরো তলা থেকে নিচের লবির দিকে তাকিয়ে আর্কিটেক্সার খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছিলাম, তারপর হঠাৎ করেই একটা শরীর আমার পাশ দিয়ে উড়ে গেল। আত্মহত্যা।"

"তুমি তো একথা আমাকে আগে বলো নি— "

www.pathagar.com

"হ্যাঁ, বলিনি, যাই হোক, ঘটনাটা আমাকে ভালোই ঝাঁকুনি দিয়েছে। অনেক ওপরে আমি ছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওই শরীরটা যখন গিয়ে পড়লো মনে হলো ওটা যেন আমার ঠিক পাশেই কোথাও গিয়ে পড়েছে। ভয়ংকর শব্দ। অফিসের সব কর্মীরা ছুটে এসে গার্ডরেলের কাছে দাঁড়ালো, কী হয়েছে দেখার জন্য। আমরা সবাই নিচের দিকে তাকিয়ে আছি, এবং স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি একটা কোঁকড়ানো নিস্তেজ শরীর ওখানে শুয়ে আছে। লোকজন চেঁচামেচি শুরু করে দিলো, কেউ কেউ চোখ বুঁজে ফেললো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, লোকজন চেঁচামেচি শেষ করে পুনরায় ওই রেলিংয়ে ফিরে গেল দ্বিতীয়বারের মতো দেখার জন্য। তারপর তারা আবারও চিৎকার দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললো। এখন কথা হচ্ছে তাদের এরকম করার মানেটা কী? মানে, দ্বিতীয়বার তারা আসলে কী আশা করছিলো? কিন্তু দেখ, লোকজন আসলে ওরকমই হাস্যকর। ওই মৃতদেহটা দিয়ে আমরা আমাদের আর কোনো কাজেই লাগাতে পারবো না..."

"যাই হোক, পুলিশ আসলো, দেহটা সরিয়ে নিলো। তারপর ওই ভবনের ক্রুরা এসে জায়গাটা পরিষ্কার করতে শুরু করলো। বিশেষ কিছুই না, তুমি তো জানই— শুধু একটা ঝাড়ু আর ন্যাকড়া। ওটা দিয়েই একটা জীবন মুছে ফেললো। পুরো জিনিসটা পাঁচ মিনিটের ভেতর মুছে ফেললো। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ— মানে আমি বলতে চাচ্ছি, ওটার স্পেশাল কোনো যন্ত্রপাতি কিংবা স্যুট কিংবা অন্য কোনো কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে ভাবাতে শুরু করলো, আচ্ছা যেসব দারোয়ানরা ওরকম মৃতদেহ পরিচ্ছন্ন করে তাদের অনুভূতিটা কী? আর ওটা তো কাউকে না কাউকে করতেই হবে, তাই না? কিন্তু ওই কাজ করার পর তুমি সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবে কীভাবে?"

"লাফটা দিয়েছিলো কে?"

"সে আরেক কাহিনী বারাক!" জনি তার সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে তার মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। "ওটা ছিল একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে, বয়স ষোলো কী সতেরো। অনেকটা পাঙ্ক রক্ টাইপের, নীল চুল, তার নাকে একটা দুল পরা। পরে, আমার মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে গেল যে মেয়েটা যখন এলিভেটর দিয়ে ওপরে উঠছিলো তখন সে কী ভাবছিলো। মানে, যখন সে এলিভেটরে উঠেছিল তখন তো তার পাশে অবশ্যই কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে ছিলো। ওরা হয়তো তার দিকে দু এক পলক তাকিয়ে, তাকে উদ্ভট ভেবে নিয়ে, নিজ নিজ চিন্তায় আবারও মগ্ন হয়ে পড়েছিলো। কেউ হয়তো প্রোমোশন নিয়ে, কেউ হয়তো বুল গেম নিয়ে কিংবা অন্য যে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করছিলো। আর এই পুরো সময়টা ধরে মেয়েটা তাদের পাশে তার মনের ভেতর কষ্ট নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। মনে হয় তার ভেতর অনেক কষ্ট ছিলো, কারণ লাফ দেয়ার আগে সে অবশ্যই নিচে তাকিয়েছিলো এবং সে জানতো যেখানে সে লাফ দিতে যাচ্ছে সে জায়গাটা কত শক্ত।"

www.pathagar.com

জনি তার সিগারেটটা ফেলে দিলো। "তো, সেই কথাই আমি তোমাকে বলছিলাম বারাক। জীবনের অবাধ বিস্তৃত দৃশ্য ওখানে দেখতে পাওয়া যায়। নানান সব পাগলামিতে ভরপুর। তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করো, অন্য কোথাও কি এসব ঘটে? এসব ঘোড়ার ডিমের পূর্বদৃষ্টান্ত কি অন্য কোথাও আছে? এসব প্রশ্ন তুমি নিজেকে কখনো করেছো?"

"পৃথিবী হচ্ছে একটা স্থান," আমি আবারও বললাম।

"দেখো! কথাটা কিন্তু খুব সিরিয়াস।"

জনির কারের কাছে পৌঁছতেই ফটাশ একটা শব্দ শুনতে পেলাম, চাপা এবং খুব অল্প সময়ের জন্য শব্দটা শোনা গেলো, ঠিক বেলুন ফেটে গেলে যেমন শব্দ হয়। আমরা শব্দের উৎসের দিকে তাকালাম, দেখলাম অল্পবয়সী একটা ছেলে একটা কর্ণার থেকে উঠে আসছে। তাঁর চেহারাটা আমার স্পষ্ট মনে নেই, কিংবা তার পরনে কী ছিলো তাও স্মরণ করতে পারি না, কিন্তু ছেলেটার বয়স কোনোক্রমেই পনেরোর বেশি নয়। আমার শুধু মনে আছে সে মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছিলো, রাবারের তালিওয়ালা কাপড়ের জুতো পরে নিঃশব্দে সাইডওয়াক দিয়ে দৌড়াচ্ছিলো, তার লম্বা রোগাটে হাত পা খুব দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছিল, তার বুক সামনের দিকে এমনভাবে বেরিয়ে আছে যেন কোনো অদৃশ্য ফিতা দিয়ে ওটাকে টান টান করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

জনি তাড়াতাড়ি একটা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ঘাসের ওপর চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়লো, আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করলাম। কয়েক সেকেন্ড পরেই, আরও দু'জন ছেলে একই কর্ণার থেকে বেরিয়ে এলো, ওরাও ভীষণ জোরে দৌড়াচ্ছিল। তাদের একজন খাটো, মোটাসোটা, তার প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো, হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল। কোনো লক্ষ্য না করেই সে পরপর তিনবার গুলি চালালো ওই প্রথম ছেলেটার উদ্দেশ্যে। তারপর যখন বুঝতে পারলো যে ছেলেটা গুলির রেঞ্জের বাইরে তখন সে তার শার্টের নিচে অস্ত্রটা রেখে দিলো। তার হাড্ডিসার সঙ্গী লম্বা লম্বা কান নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

"স্টুপিড, মাদারফাকার," হাড্ডিসার ছেলেটা বললো। এবং বেশ তৃপ্তি নিয়ে থুথু ফেললো। তারপর দু'জন হাসতে হাসতে রাস্তার ওপর উঠে গেল, তাদের শরীরের ছায়া খাটো ও মোটা হয়ে রাস্তার ওপর পড়েছে।

আরেক শরৎকাল এলো এবং আরও একটা শীতকাল এলো। অ্যাসবেস্টজ ক্যাম্পেইনের হতাশা মোটামুটি কাটিয়ে উঠেছি। এখন অন্য ইস্যু নিয়ে কাজ করছি এবং অন্য নেতৃবৃন্দ খুঁজে পেয়েছি। জনির উপস্থিতি আমার কাজের ভার অনেকখানি লাঘব করে দিয়েছিলো, এবং আমাদের বাজেট বেশ স্থিতিশীল; তারুণ্যপূর্ণ প্রবল উৎসাহের কারণে আমি যা হারিয়েছি সেটাকে আমি আমার অভিজ্ঞতায় পরিণত করে

www.pathagar.com

নিয়েছি। এবং বস্তুত এমন হতে পারে যে, ওই ল্যান্ডস্কেপের সাথে আমার দিন দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার কারণে, সময়ের মন্ত্রণার কারণে আমার ভেতর ১৯৮৭ সালের সেই বসন্তে সাউথ সাইডের ওইসব শিশুর ব্যাপারে কিছুটা ভিন্ন ধরনের বোধ কাজ করতে শুরু করেছিলো; যেন একটা অদৃশ্য রেখা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, একটা অন্ধ এবং কুৎসিত সময় এসে গেছে।

সুনির্দিষ্ট কোনো কিছুই আমি দিক্‌নির্দেশ করে দেখাতে পারিনি, কোনো শক্ত পরিসংখ্যানও নয়। গোলাগুলি, অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন, রাত নেমে এলে প্রতিবেশী বখাটেদের উদ্দাম বেপরোয়া মাদক সেবন, দুই দলে মারামারি, ভূতের মতো সব অটোমোবাইল, যেখানে পুলিশ আর গণমাধ্যম সাহস করে কেবল তখনই যায় যখন কোনো একটা মৃতশরীর পড়ে থাকে পেভমেন্টের ওপর, যখন কোনো একটা ডোবার ঝকঝকে পানিতে ছড়িয়ে পড়ে রক্তের ধারা— আর এসব কোনো কিছুই নতুন নয়। অ্যালটগেল্ডের মতো একটা জায়গায় প্রিজনরেকর্ড চলতেই থাকে, পিতা থেকে পুত্রে এমনকি এক প্রজন্মেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে; শিকাগোতে একেবারে প্রথম দিন এসেই দেখতে পেয়েছিলাম একদল পনেরো কিংবা ষোলো বছর বয়সী ছেলেদের জটলা, ওরা মিশিগান কিংবা হলস্টেডের মোড়ে মোড়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মাথার হুড খোলা, পায়ের জুতোর ফিতা খোলা, কনকনে শীতের মাসে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো। গ্রীষ্মে টি-শার্ট খুলে ঘুরে বেড়ানো, মোড়ের পে ফোন থেকে তাদের বিপারদের জবাব দেয়া : পুলিশের গাড়ি যখনই তাদের বারাকুদা* নিস্তব্ধতা পেরিয়ে সাঁ করে ছুটে যায় তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে এবং খুব শিগ্‌গির আবারও একসাথে হয়ে পড়ছে।

কিন্তু না, আসলে ওটা ছিল আবহ পরিবর্তনের চেয়েও আরও অনেক বেশি কিছু, ঠিক ধেয়ে আসা বিদ্যুতের মতো। ব্যাপারটা আমি অনুভব করেছিলাম, একদিন সন্ধ্যায় যখন আমি গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, দেখলাম চারজন লম্বা লম্বা ছেলে অলসভঙ্গিতে সারি সারি গাছের ব্লকের ভেতর দিয়ে হাঁটছে আর সারি করে লাগানো চারাগাছ মট মট করে ভেঙে ফেলছে, যে চারাগাছগুলো এক বয়স্ক দম্পতি তাদের বাড়ির সামনে মাত্র কিছুদিন আগেই লাগিয়েছিলেন। ব্যাপারটা আমি অনুভব করি যখনই আমি হুইল চেয়ারে বসা তরুণদের দিকে তাকাই, সেই বসন্তে হুইলচেয়ার নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় তরুণদের আগমন শুরু হয়েছিল, পরিপূর্ণ বিকাশের আগেই এসব ছেলেরা পঙ্গু হয়ে গেছে, তাদের চোখে এখন আত্ম-করুণারও কোনো ছাপ নেই। তাদের চোখগুলো এত শান্ত, ইতোমধ্যে এতই কঠিন হয়ে উঠেছে যে ওই চোখ এখন আর কোনো অনুপ্রেরণা জোগায় না, ওই চোখ এখন ছড়ায় কেবল একরাশ ভীতি।

---

* বারাকুদা (barracuda) : ক্যারিবীয় সাগরের বৃহৎ হিংস্র মৎস্য বিশেষ।

www.pathagar.com

আর এটাই হলো নতুন কিছু : আশা আর ভয়ের ভেতর এক নতুন ভারসাম্যের আগমন; এমন এক বোধের জন্ম দেয় যা ছেলে বুড়ো প্রত্যেকেই অনুভব করে, যে আমাদের ছেলেদের অধিকাংশ না হলেও, কেউ কেউ উদ্ধারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এমনকি সাউথ সাইডে আজীবন ধরে বসবাস করা জনির চোখেও এই পরিবর্তন ধরা পড়েছে। "এরকম আগে কখনোই দেখিনি, বারাক।" তার অ্যাপার্টমেন্টে বসে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে সে আমাকে বলতো। "মানে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখনো সব কিছু কেমন কর্কশ ছিলো ঠিকই কিন্তু তারও একটা সীমা ছিল। আমরাও মাদক নিয়েছি, আমরাও মারামারি করেছি। কিন্তু ওসব করেছি লোকচক্ষুর আড়ালে, মারামারি করেছি বাড়িতে, ওই সময় বড়রা কেউ যদি দেখতো তুমি চেঁচামেচি করছো কিংবা গোলমাল বাধিয়েছো তাহলে তখন তারা কিছু না কিছু একটা বলতো। আর আমাদের বেশির ভাগ ছেলেরাই তা শুনতাম, বুঝতে পারছো, আমি কী বলতে চাচ্ছি?"

"এখন সব কিছু কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে— আর তার জায়গায় এসেছে ড্রাগ আর বন্দুক। মনে করো না যে প্রত্যেকটা শিশুর হাতেই বন্দুক আছে। বন্দুক আছে মাত্র দু-একজনের হাতে। ওদের কেউ যদি কিছু বলতে যায় তো উল্টো তারই বিপদ। আর লোকজন এরকম নাজেহাল হওয়ার কাহিনী শুনে ওই সব ছোকরাদের সাথে পারতপক্ষে কথা না বলারই চেষ্টা করে। আমরাও সাদাদের মতো তাদের সাধারণীকরণ করা শুরু করেছি। যখন দেখি তারা দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করছে তখন আমরা তাদের এড়িয়ে অন্যদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। যার কারণে একটা ভালো ছেলেও এটা বুঝে যায় যে এখানে আমাদের দেখার কেউ নেই। যার কারণে বারো বছর বয়সী একটা ছেলেকেও দেখা যায় যে সে তার নিজস্ব নিয়মকানুন অনুসারে চলছে।"

জনি তার বিয়ারে চুমুক দিলো, বিয়ারের ফেনা তার গোঁফে লেগে আছে। "আমি জানি না বারাক, কেন। কিন্তু মাঝে মধ্যে আমি তাদের ভয় পাই। যারা তোমাকে থোড়াই কেয়ার করে তাদেরকে কিন্তু তুমিও ভয় পাবে। ওদের বয়স কত ওটা কোনো ব্যাপার নয়।"

আমার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসার পর, আমি জনির কথাগুলো ভাবতে লাগলাম। আমি কি ভয় পাই? আমার তা মনে হয় না... অন্তত জনি যেরকম ভয় পাওয়ার কথা বলেছে ওরকম ভয় তো আমি পাই না। অ্যালটগেল্ড কিংবা অন্যান্য কর্কশ নেইবারহুডগুলোতে ঘোরাফেরা করে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার ভয়গুলো সবসময়ই অভ্যন্তরীণ! পুরনো ভয়গুলো এখন আর কাজ করে না। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হবো এমন ভাবনা মনে কখনোই হয় না। জনি ভালো ছেলে এবং খারাপ ছেলেদের ভেতর যে পার্থক্য করেছে সেই একই পার্থক্যের হিসাব-নিকাশ আমার মাথায় খেলে না। বোধহয় এটা পূর্বানুমানভিত্তিক যা আমার

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে, অনুমানটা এমন যে, শিশুরা যেকোনোভাবেই হোক, তাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য শর্তজুড়ে দিতে পারে। আমি বার্নাদেত্তির পাঁচ বছর বয়সী ছেলেটার কথা ভাবতে লাগলাম যে, অ্যালটগেল্ডের ভাঙা রাস্তা, সিউয়েজ প্ল্যান্ট আর আবর্জনার স্তূপের ভেতর দিয়ে ছুটোছুটি করে। তো এই ছেলেটা সদ্‌গুণের বর্ণচ্ছটা কোথায় পাবে? আর ছেলেটা যদি শেষ পর্যন্ত একজন গুণ্ডা হয়ে ওঠে কিংবা জেলখানার কয়েদি হয়ে ওঠে তাহলে এটাই কি তার মৌলিক স্বভাব বলে প্রমাণিত হবে? তার স্বেচ্ছাচারি বংশগতি... অথবা এটা কি এই ত্রুটিপূর্ণ পৃথিবীর প্রভাব বলে প্রমাণিত হবে?

আর কাইলি? সে যে দুর্ভোগ সয়ে গেছে তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে রুবির ছেলেকে নিয়ে ভাবতে লাগলাম। সে সবেমাত্র ষোলোতে পা দিয়েছে; আমি এখানে আসার মাত্র দুই বছরের মাথায় সে ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হয়ে উঠছে, তার শরীরের ওজন বেড়েছে, নাকের নিচে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সে এখনো আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে, সে এখনো বুলফাইট নিয়ে কথা বলে— এ বছর বোধহয় জর্ডান তাদের ফাইনালে নিয়ে যাবে, সে বললো। রাত্রে কোনো কোনো দিন রুবি তার বাড়িতে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতো শুধু তার বিষয়েই কথা বলার জন্য, সে এখন কোথায় যায় না যায় সে বিষয়ে রুবি এখন কিছুই জানতে পারে না, স্কুলে তার গ্রেড দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সে রুবির কাছে এখন অনেক কিছুই লুকায়, তার রুমের দরজা এখন সবসময়ই বন্ধ থাকে।

এ নিয়ে ভাববে না, আমি তাকে বলতাম; কাইলির বয়সে আমি আরও বেশি খারাপ অবস্থায় ছিলাম। আমি মনে করি না যে সে এই বিশেষ সত্যি কথাটা বিশ্বাস করেছে, কিন্তু এ কথা শুনে সে অবশ্যই একটু ভালো বোধ করবে। একদিন আমি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার মনোভাব বোঝার জন্য তাকে আমার সাথে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে পিক-আপ বাস্কেটবল খেলার আমন্ত্রণ জানালাম। হাইড পার্ক পর্যন্ত সে মোটামুটি নিশ্চুপই ছিল বলা যায়, আমি তাকে যে প্রশ্নই করছি সে হ্যাঁ, কিংবা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্তির সাথে উত্তর দিচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে এখনো এয়ারফোর্সে যেতে চায় কি না, সে তার মাথা ঝাঁকালো; সে শিকাগোতেই থাকবে বলে জানালো, সে একটা ভালো চাকরি খুঁজে নিয়ে নিজের অবস্থান ঠিক করে নেবে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন সে মত পাল্টালো। সে বললো যে এয়ারফের্সে কালোদের কখনোই প্লেন চালাতে দেওয়া হয় না।

আমি তার দিকে বাঁকা চোখে তাকালাম। "তোমাকে এই উল্টোপাল্টা কথা কে বলেছে?"

কাইলি কাঁধ ঝাঁকালো। "কারো বলার দরকার নেই, যা সত্যি তাই বললাম।"

"শোনো, এটা একটা ভুল ধারণা। তুমি যা খুশি তাই হতে পারো যদি তার জন্য পরিশ্রম করো।"

www.pathagar.com

কাইলি একটা আত্মতৃপ্তিমূলক হাসি দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলো, তার নিঃশ্বাসে জানালার কাচ ঝাপসা হয়ে উঠছে।"... তুমি ক'জন কালো পাইলটকে চেনো?"

আমরা যখন জিমনেশিয়ামে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সেখানে কোনো ভিড় ছিলো না, কোর্টে যাওয়ার আগে মাত্র একটা গেমের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রায় ছ'মাস পর আমি বাস্কেটবল আবার চোখে দেখলাম, আর সিগারেট তাদের মাশুল পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছে। গেমের প্রথম খেলাতেই সে আমার হাত থেকে বল কেড়ে নিল এবং আমি ফাউল ডাকলাম, সাইডলাইনের প্লেয়াররা সব হৈ হৈ করে উঠলো, আমি হাসির পাত্রে পরিণত হয়ে গেলাম, দ্বিতীয় গেমে হাফ কোর্টের লাইন পেরোতেই কেমন বমি বমি লাগতে লাগলো।

আবারও হাস্যকর কিছু করার আগেই আমি বসে বসে কাইলির খেলা দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে খুব একটা খারাপ খেলে না, কিন্তু সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় একজনকে বেশ ভালোই গার্ড দিচ্ছে, লোকটা একটা হসপিটালের আরদালি, ছোটখাটো কিন্তু বেশ আগ্রাসী ধরনের এবং খুব চটপটে। কিছুক্ষণ খেলার পর দেখা গেল লোকটা কাইলির চেয়ে ভালো খেলে। সে পরপর তিনটা স্কোর করে ফেললো, তারপর গতানুগতিক যা বলার তাই বলা শুরু করলো।

"এই ছেলে, তুমি কি এর চেয়ে ভালো খেলতে পারো না? আমার মতো এক বুড়োর কাছে তুমি হেরে যাচ্ছো?"

কাইলি কোনো উত্তর দিলো না, কিন্তু তাদের দু'জনের খেলা ক্রমশ কর্কশ হয়ে উঠলো। পরের বার, লোকটা যখন বাস্কেটের দিকে এগোতে লাগলো তখন কাইলি খুব জোরে লোকটাকে ধাক্কা মারলো। লোকটা বলটা নিয়ে কাইলির বুকে মারলো, তারপর তার পার্টনারের দিকে তাকিয়ে বললো। "দেখলে? এই পাঙ্ক আমাকে গার্ড দিতে পারে না— "

হঠাৎ করেই, কোনো কথা নেই বার্তা নেই, কাইলি লোকটার চোয়ালে ধুম্ করে একটা ঘুষি মেরে দিলো, লোকটা সাথে সাথে মেঝেতে পড়ে গেলো, আমি দৌড়ে কোর্টে চলে গেলাম, অন্য লোকজন কাইলিকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলো। তার চোখ দুটো বিস্ফোরিত, তার গলা কাঁপছিলো, আরদালী উঠে দাঁড়ানোর জন্য ছটফট করছিলো, সে থু করে মুখ দিয়ে রক্তের দলা ফেললো। "আমি পাঙ্ক না," বিড় বিড় করে বললো কাইলি। তারপর আবারও বললো, "আমি পাঙ্ক না।"

সেদিন আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল; কেউ একজন ওখানে সিকিউরিটি গার্ড ডেকে পাঠিয়েছে। আরদালী এই ঘটনায় এতোই বিব্রত যে সে এসব স্বীকারই করতে চাচ্ছিলো না। বাড়ি ফিরতে ফিরতে, আমি কাইলিকে একটা লম্বা লেকচার শোনালাম, মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা, হিংস্রতা, দায়িত্ব বোধ এসব সম্পর্কে। কিন্তু কথাগুলো একেবারেই মামুলি শোনালো। কাইলি আমার কথার কোনো উত্তর না

www.pathagar.com

দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলো এবং রাস্তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো। আমার কথা শেষ হলে আমার দিকে ঘুরে বললো, "শুধু মাকে বলবে না, ঠিক আছে?"

আমি ভাবলাম এটা মনে হয় একটা ভালো লক্ষণ। তাকে বললাম, ঠিক আছে আমি রুবিকে এসব কথা বলবো না।

কাইলি একটা ভালো ছেলে : সে এখনো অন্তত কিছু একটা ব্যাপারে কেয়ার করে, কিন্তু শুধু এটুকু দিয়েই কি তাকে রক্ষা করা যাবে?

আমার এবং জনির হাইড পার্ক অ্যাডভেঞ্চারের সপ্তাহখানেক পর, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এবার পাবলিক স্কুলগুলোয় যেতে হবে।

খুব সাধারণ একটা ইস্যু হয়ে উঠেছে এটা। বিচ্ছিন্নকরণ এখন আর কোনো ইস্যুর মধ্যেই পড়ে না; শ্বেতাঙ্গরা এই সিস্টেম পরিত্যাগ না করে পারেই নি। কোনো স্কুলেই এখন ভিড় নেই, অন্তত কালো নেইবারহুড হাইস্কুলগুলোয়; শিক্ষার্থীদের অর্ধেকের মতো গ্র্যাজুয়েশন করার কোনো তোয়াক্কাই করে না। আর তা না হলে শিকাগোর স্কুলগুলোয় অন্তহীন সমস্যা লেগেই থাকতো— বার্ষিক বাজেটে শত শত মিলিয়ন ঘাটতি; টেক্সটবুক এবং টয়লেট পেপারের ঘাটতি; শিক্ষক সমিতি প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর একবার করে হরতালের ডাক দেয়; আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং রাজ্যের আইন প্রণয়নকারী সংস্থার উদাসীনতা। সিস্টেম সম্পর্কে যতোই আমি জানছি ততোই আমি নিশ্চিত হতে পারছি যে রাস্তায় দেখা ওই তরুণদের দুর্দশা সমাধানের সম্ভাব্য সমাধান হলো স্কুল সংস্কার করা; যাদের পরিবারে কোনো স্থিতিশীলতা নেই, যে কাজ করে তারা অন্তত দুই বেলা খেতে পারে সেই কাজের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, শিক্ষা এদের কাছে সর্বশেষ সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং এপ্রিলের মধ্যেই অন্যান্য ইস্যু নিয়ে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে, আমি সংগঠনের জন্য একটা অ্যাকশ্‌ন প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম এবং নেতৃবৃন্দকে একটু একটু করে ব্যাপারটা বোঝাতে লাগলাম।

বিস্ময়কর সাড়া পেলাম।

ব্যক্তিগত স্বার্থবিষয়ক কিছু কিছু সমস্যা ছিল, নির্বাচকমণ্ডলীরা একমত ছিলেন না। চার্চের পুরনো সদস্যরা আমাকে বলেছেন যে তাঁরা ইতিমধ্যেই তাদের বাচ্চাদের লালন-পালন করছেন; তরুণী মায়েরা যেমন অ্যানজেলা এবং মেরি, তাদের বাচ্চাদের ক্যাথলিক স্কুলে পাঠিয়েছে। কিন্তু সবেচেয়ে বড় প্রতিরোধের উৎস নিয়ে কথাই হয় না বলা চলে, নামেমাত্র যা একটু হয়; বস্তুত, সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার হলো আমাদের প্রত্যেকটা চার্চই শিক্ষক, অধ্যক্ষ আর জেলা সুপারিনটেন্ডেন্টস্ দ্বারা পরিপূর্ণ। এই শিক্ষাবিদদের ভেতর কেউ কেউ তাদের নিজেদের সন্তানকে পাঠান পাবলিক স্কুলে; তারা সে বিষয়ে খুব বেশি জানেন। কিন্তু তারাই আবার তাদের ওই সামান্য দক্ষতা আর তেজস্বীতা নিয়ে দু'দশক আগে

www.pathagar.com

শ্বেতাঙ্গরা যেমন নিজের পক্ষাবলম্বন করতো তাই করে। তারা আমাকে বলতো যে ওই কাজ করার মতো যথেষ্ট অর্থকড়ি তাদের হাতে নেই (কথাটা আসলেই সত্যি)। সংস্কারের প্রচেষ্টা— যেমন বিকেন্দ্রীকরণ কিংবা আমলাতন্ত্রের জটিলতা হ্রাস— ছিল সাদাদের উদ্যোগের একটা অংশমাত্র, আর সাদারা ওটা করতে চেয়েছিল নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য (এটা সত্যি কি না তা খুব একটা নিশ্চিত নয়)। আর ছাত্ররা তো অসহ্য। অলস, উচ্ছৃঙ্খল আর নির্বোধ। এসব হয়তো বাচ্চাদের দোষ নয়, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এটা স্কুলেরও দোষ নয়। খারাপ ছেলে হয়তো নেই, কিন্তু খারাপ বাবা-মায়ের অভাব নিশ্চয়ই নেই, বারাক।

আমার মতে, এসব কথোপকথন মূলত আমরা সেই ১৯৬০ সাল থেকে যে ধরনের অব্যক্ত বিলি বন্দোবস্ত করে রেখেছি তারই একটা প্রতীকী রূপ, এমন এক বন্দোবস্ত যেখানে আমাদের শিশুদের অর্ধেক এগিয়ে যেতে পারে সামনে আর অর্ধেক পড়ে থাকে অনেক অনেক পেছনে। তার চেয়েও বড় কথা হলো ওই সব কথাবার্তায় আমার ভীষণ রাগ ধরে; আমাদের বোর্ড থেকে আমাদের প্রায় সমর্থন না জানানোর মতোই সমর্থন করা সত্ত্বেও জনি এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাবো এবং এই এলাকার কিছু কিছু স্কুল পরিদর্শনে যাবো, এই আশায় যে আমরা অ্যালটগেল্ডের তরুণ বাবা-মা ছাড়াও আমাদের কাজকে সমর্থন জানানোর জন্য নির্বাচকমণ্ডলীদের আহ্বান জানাতে পারবো।

আমরা কাইলির হাইস্কুল থেকে শুরু করলাম, এই এলাকায় এই স্কুলের যথেষ্ট নাম ডাক আছে। একটিমাত্র ভবন, তুলনামূলক নতুন তবে দেখতে কেমন যত্নহীন এবং ব্যক্তিত্বহীন : কংক্রিটের নগ্ন পিলার, ফাঁকা লম্বা করিডোর, জানালাগুলো গ্রিন হাউসের জানালার মতো, মনে হয় খোলাই যায় না আর ধুলো ময়লায় ভর্তি হয়ে আছে। অধ্যক্ষ বেশ মনোযোগী ও সুদর্শন একজন মানুষ, ড. লনি কিং, তিনি বললেন যে তিনি আমাদের মতো কমিউনিস্ট গ্রুপের সাথে কাজ করতে ভীষণ আগ্রহী। তারপর তিনি তাঁর স্কুলের কাউন্সিলরের নাম উল্লেখ করলেন, মি. অ্যাস্টেন মোরান, যিনি স্কুলে তরুণদের জন্য একটা মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম চালু করার চেষ্টা করছেন, এবং পরামর্শ দিলেন আমরা যেন তাঁর সাথে দেখা করি।

ড. কিং-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা ভবনের পেছনের ছোট্ট একটা অফিসে গেলাম। অফিসটি আফ্রিকান থিম অনুসারে সাজানো হয়েছে : আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্র, আফ্রিকার আদিম রাজা-রানীদের পোস্টার, ড্রাম, লাউয়ের শুকনো খোলের কালেকশন আর দেয়ালে ঝোলানো বুনোনো কাপড়। ডেস্কের পেছনে বসে আছেন লম্বা এবং জবরদস্ত একজন মানুষ, হাতলদণ্ডের মতো গোঁফ আর শক্তিশালী চোয়াল। তিনি গায়ে চাপিয়েছেন আফ্রিকান প্রিন্টের একটা পোশাক, তাঁর মোটা কব্জিতে এলিফেন্ট-হেয়ার ব্রেসলেট। মনে হয় তিনি প্রথম দিকে কাজ স্থগিত রেখেছিলেন— কারণ তাঁর টেবিলে এসএটি-এর অনুশীলনী পরীক্ষার একগাদা

www.pathagar.com

খাতার স্তূপ পড়ে আছে, এবং আমার মনে হচ্ছে ড. কিং এর ফোন তাঁকে বরং বিরক্তই করেছে। যাই হোক, তিনি আমাদের বসতে বললেন এবং তাঁকে অ্যাস্টেন বলে ডাকতে বললেন, এবং আমাদের আগ্রহ বুঝতে পেরে তিনি তাঁর কিছু কিছু আইডিয়া আমাদের বলতে শুরু করলেন।

"প্রথম যে জিনিসটা আপনাদের উপলব্ধি করতে হবে," তিনি জনি এবং আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "তা হলো পাবলিক স্কুলগুলো কালো শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য নয়। কখনো ছিলও না। শহরের অভ্যন্তরীণ স্কুলগুলো হলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক। ওগুলো খোয়াড় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে– ছোটখাটো জেলখানা আর কী। আর কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরাও এই খোয়াড় ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং সাদাদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়, কিন্তু সমাজের এ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই যে এসব বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে হবে কি না?

"শুধু একটা কথা ভাবো যে এসব বাচ্চাদের প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের শিক্ষা দেয়া যায়। এই শিক্ষাটা হতে পারে এরকম যে বাচ্চারা নিজেদের বুঝতে শিখবে, তার জগৎ সম্পর্কে, তার সংস্কৃতি, তার কমিউনিটি সম্পর্কে সে বুঝতে শিখবে। যে কোনো শিক্ষাপদ্ধতির এটাই হলো প্রারম্ভ বিন্দু। আর এ থেকেই শিক্ষার্থীদের ভেতর জ্ঞানতৃষ্ণা জন্মাবে– তারা কোনো একটা কিছুর অংশবিশেষ হয়ে উঠতে চাইবে, তারা তাদের পরিবেশ আয়ত্ত করতে শিখবে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ শিশুর বেলায় সব কিছু কেমন উল্টে গেছে। প্রতিদিন সে কী শিখছে? সে অন্যদের ইতিহাস শিখছে। অন্যদের সংস্কৃতি শিখছে। শুধু তা-ই নয়, যে সংস্কৃতি সে রপ্ত করছে সেই সংস্কৃতিই তাকে পদ্ধতিগতভাবে বাতিল করে দিচ্ছে, তার মানবত্বকে অস্বীকার করছে।"

অ্যাস্টেন তাঁর চেয়ারে হেলান দিলেন, তাঁর হাত দুটো তাঁর পেটের ওপর আড়াআড়ি করে রেখেছেন। "কালো শিশুরা পড়াশুনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেললে কি অবাক হওয়ার কিছু আছে? অবশ্যই নেই। ছেলেদের জন্য ব্যাপারটা আরও বেশি খারাপ। মেয়েদের অন্তত কথা বলার মতো বয়স্ক মহিলারা আছেন, যারা মেয়েদের কাছে মাতৃত্বের উদাহরণস্বরূপ। কিন্তু ছেলেদের ওসব কিছু নেই। অর্ধেকের মতো ছেলে তাদের বাবাদেরই চেনে না। পুরুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তাদের গাইড করার কেউ থাকে না– পুরুষত্বের অর্থ তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কেউ নেই। এবং বিপর্যয়ের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কারণ প্রতিটি সমাজেই তরুণদের হিংস্র হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। এখন ওই প্রবণতাকেই সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করতে হবে আর নয়তো ওই প্রবণতা তরুণদের ধ্বংস করে ফেলবে, কিংবা সমাজকে নষ্ট করে ফেলবে কিংবা উভয়কেই নষ্ট করে ফেলবে।

"আমরা এসব নিয়েই এখানে কাজকর্ম করে যাচ্ছি। আমি যেখানে পারি সেখানেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করি। আমি শিক্ষার্থীদের কাছে অফ্রিকান ইতিহাস,

www.pathagar.com

ভূগোল এবং শিল্পকলার ঐতিহ্য তুলে ধরি। আমি তাদের এক ভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করি— যেন তারা বস্তুবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের দিনের বাদবাকি পনেরো ঘণ্টার জন্য যেন ওগুলো চিন্তার খোরাক হয়ে উঠতে পারে। আমি তাদের শেখাই যে আফ্রিকানরা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ, আফ্রিকানরা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করে। আমার কতিপয় ইউরোপিয়ান সহকর্মী আমার এসব কর্মকাণ্ডকে ভয় পান। কিন্তু আমি তাদের বলি যে তাদের এগুলো শেখানো মানে অন্য সংস্কৃতিকে ছোট করে দেখা নয়। এগুলো তাদের শেখাই এ কারণে যে এর ফলে তরুণরা নিজের একটা ভিত্তিভূমি খুঁজে পাবে। তারা যদি নিজেদের ঐতিহ্যের শেকড় খুঁজে না পায় তাহলে তারা অন্য সংস্কৃতিকে বুঝতেও পারবে না এবং তার প্রশংসাও করতে শিখবে না— ।"

এ সময় দরজায় একটা টোকা পড়লো, গুণ্ডামতো এক তরুণ অফিসের ভেতর উঁকি মারলো। অ্যাস্টেন আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন; তাঁর আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিন্তু তিনি খুবই খুশি হবেন যদি তাঁর সাথে আমরা আবারও দেখা করে এ অঞ্চলের সম্ভাব্য ইয়ুথ প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করি। জনি এবং আমাকে হেঁটে হেঁটে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, অ্যাস্টেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে আমার নাম আর আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে বললাম।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম!" অ্যাস্টেন হেসে বললেন, "ওই মহাদেশের ওই দেশটাতেই আমি প্রথম গিয়েছিলাম। কেনিয়া। পনেরো বছর আগে গিয়েছিলাম, কিন্তু মনে হয় এই তো গতকালই গিয়েছিলাম। কেনিয়া আমার জীবনকে চিরজীবনের জন্য বদলে দিয়েছে। ওখানকার লোকজন খুবই আন্তরিক। আর ওখানকার প্রকৃতি— আমি এত সুন্দর জায়গা আর কোথাও দেখিনি। ওখানে গিয়েই আমার মনে হয়েছে যেন আমি আমার বাড়িতে এসেছি।" কেনিয়ার স্মৃতি তাঁর চোখে মুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "ওখান থেকে শেষ কবে এসেছো?"

আমি ইতস্তত বোধ করলাম। "আসলে আমি ওখানে কখনোই ছিলাম না।"

এস্টেনকে একটু বিভ্রান্ত দেখালো। "ঠিক আছে— " একটু থেমে বললেন, "আমি নিশ্চিত যে ওখানে গেলে তোমার জীবনটাও বদলে যাবে।" তিনি আমাদের সাথে করমর্দন করে ওই ছেলেটাকে ইশারায় ডেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অফিসে ফিরে আসার পথে আমি আর জনি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম। আমরা ট্রাফিক জ্যামে পড়লাম, তখন জনি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বারাক?"

"অবশ্যই।"

www.pathagar.com

"তুমি এখন পর্যন্ত কেনিয়ায় কেন যাওনি?"

"আমি জানি না। সম্ভবত আমি ওখানে যেতে ভয় পাই।"

"হাহ্।" জনি একটা সিগারেট ধরালো, ধোঁয়াগুলো বের করে দেবার জন্য জানালার কাচ নামিয়ে দিলো। "হাস্যকর," সে বললো, "অ্যাস্টেনের কথা শুনতে শুনতে আমার ওল্ডম্যানের কথা মনে পড়ে গেল। আমার ওল্ডম্যান কিন্তু সত্যিকার শিক্ষিত ছিল না। সে আফ্রিকা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আমার মা মারা যাওয়ার পর সে-ই আমাকে ও আমার ভাইদের নিজের মতো করে মানুষ করেছে। বিশ বছর ধরে স্পাইজেল-এর ট্রাক ড্রাইভার ছিল। তাকে পেনশন না দিয়েই ছাঁটাই করা হয়, যার কারণে সে এখনো অন্য এক কোম্পানিতে কাজ করেই যাচ্ছে, কিন্তু প্রতিদিন সেই একই কাজ। অন্য লোকদের আসবাবপত্র তুলে দেয়া।

"কখনোই মনে হয় না যে সে তার জীবনটাকে উপভোগ করে, বুঝতেই পারছো আমি কী বলতে চাচ্ছি। উইকেন্ডে সে বাড়িতেই থাকে, তখন আমার কিছু আঙ্কেল এসে মদটট খায় আর গান শোনে। তারা এসে তাদের বস্‌দের নিয়ে নানান অভিযোগ করে যে তাদের বস্ এই করেছে, সেই করেছে। কিন্তু তাদের ভেতর কেউ একজন যদি ভিন্ন ধরনের কোনো কাজ করা নিয়ে কোনো কথা বলে, কিংবা নতুন কোনো আইডিয়ার কথা বলে তাহলেই তারা লোকটাকে একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করে। 'তোমার মতো এক তুচ্ছ নিগ্রো কীভাবে নিজে নিজে ব্যবসা শুরু করবে?' তাদের কেউ একজন এই কথাটা বলবে। আর কেউ কেউ বলবে, 'এই জিনির কাছ থেকে গ্লাসটা কেড়ে নে— গ্লাসের মাল ওর মাথায় ঠিকমতো ঢোকেনি।' তারপর সবাই হো হো করে হাসতে শুরু করবে। কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পারি তাদের মনের ভেতরটা হাসছে না। মাঝে মধ্যে, আমি যদি তাদের আশেপাশে যাই তাহলে তারা আমাকে নিয়ে কথা বলা শুরু করে। 'এই ছেলে, এই ছেলেটার মাথা নিশ্চয়ই ভালো।' 'এই ছেলে, তোমার ভাবভঙ্গি তো দেখছি সাদাদের মতোই, সাদাদের মতোই বড় বড় কথা।'"

জনি কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো। "আমি যখন হাইস্কুলে পড়তাম, তখন ওল্ডম্যানকে নিয়ে বেশ লজ্জায় থাকতাম। ওল্ডম্যান কুকুরের মতো সারাদিন খেটে যেতো। আর ওখানে বসে বসে তার ওই সব ভাইয়ের সাথে মদ গিলতো। আমি দিব্যি কেটেছিলাম যে আমার জীবনের পরিণতি যেন তার মতো না হয়। কিন্তু পরে যখন এসব নিয়ে ভেবেছি, আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে আমার ওল্ডম্যান আমি কলেজে যাওয়ার কথা বললে সেটা নিয়ে কখনোই হাসাহাসি করতো না। মানে আমি বলতে চাচ্ছি সে কখনোই বলতো না যে এটা এভাবে করো, ওটা ওভাবে করো, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের নিশ্চিত করতেন যে আমাদের স্কুলে যেতে হবে, আমাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। আমি যেদিন গ্র্যাজুয়েট হলাম, আমার মনে আছে সে টাই আর জ্যাকেট পরেছিল, সে শুধু আমার হাতটা ধরে

www.pathagar.com

নাড়িয়েছিল। আর কিছু না... শুধু হাতটা ধরে নাড়িয়েছিল, তারপর সে ফিরে গিয়েছিল তার কাজে...।"

জনি তার কথা থামালো; ট্রাফিক জ্যাম শেষ হয়েছে। অ্যাস্টেনের অফিসের ওই পোস্টারগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম– নেফারতিতির পোস্টার, সে তাঁর সোনার সিংহাসনে কালো রং আর পরিতৃপ্ত মুখ নিয়ে বসে আছে; সাকা জুলু, আজানুলম্বিত চিতা বাঘের চামড়ায় হিংস্র এবং উদ্ধত– এবং মনে পড়তে লাগলো বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা, হাওয়াই-এ বাবা ঘুরতে আসার আগেকার কথা যেদিন আমি লাইব্রেরিতে আমার নিজস্ব জাদুর রাজ্য খুঁজতে গিয়েছিলাম। আমার জানতে ইচ্ছে করে, অ্যাস্টেনের অফিসে এইমাত্র ফেলে আসা পোস্টারগুলো বালকদের মনে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে। সম্ভবত অ্যাস্টেন নিজে যেমন প্রভাবিত তার চেয়ে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারবে না। আমি মনে মনে ভাবলাম। অ্যাস্টেন এমন একজন মানুষ যিনি কথা শুনতে ইচ্ছুক। তরুণদের ঘাড়ে অন্তত এই একটা মানুষের স্নেহময় হাত রাখা আছে।

"তিনি সেখানে ছিলেন," আমি জনিকে বললাম।

"কে?"

"তোমার বাবা। তিনি সেখানে ছিলেন তোমার জন্য।"

জনি তার হাত-পা ছড়িয়ে বসলো। "হ্যাঁ, বারাক। আমার ধারণা সে জন্যই তিনি সেখানে ছিলেন।

"তুমি কি কখনো তাকে সেটা বলেছো?"

"না। আমরা দু'জনের কেউই কথাবার্তা বলায় অতটা পারদর্শী ছিলাম না।" জনি জানালার বাইরে তাকালো; তারপর আমার দিকে ঘুরে বললো, "আমার হয়তো বলা উচিত ছিল, হাহ্।"

"হ্যাঁ, জন," আমি মাথা নেড়ে বললাম। "হয়তো তোমার উচিত ছিল।"

পরবর্তী দুই মাস ধরে অ্যাস্টেন এবং ড. কোলিয়ার ইয়ুথ কাউন্সেলিং নেটওয়ার্কের জন্য একটি প্রস্তাবনা তৈরিতে বেশ সাহায্য করেছিলেন। যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর-কিশোরীদের মেনটরিং এবং টিউটোরিয়াল সার্ভিস দেয়া হবে এবং বাবা-মা'দের সংস্কার পরিকল্পনা পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। দারুণ উত্তেজনাকর একটা প্রকল্প, কিন্তু আমার মন ছিল অন্যখানে। প্রস্তাবনার কাজ যখন শেষ হয়ে এলো, আমি জনিকে বললাম যে আমি কয়েক দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, এবং সে যেন শিডিউল অনুযায়ী মিটিংয়ের কাজগুলো চালিয়ে নেয়, যেন এতে করে আমরা আরও বেশি সমর্থন আদায় করতে পারি।

"তুমি কোথায় যাচ্ছো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।"

"তোমার যে ভাই আছে তা তো জানতাম না।"

www.pathagar.com

"অনেক দিন ধরে ছিল না।"

পরদিন সকালে, আমি প্লেনে চেপে চলে গেলাম ওয়াশিংটন ডি সি, ওখানে আমার ভাই রয় থাকে। অউমা যে বার শিকাগোতে এসেছিল সে বারই তার সাথে আমার প্রথম কথা হয়েছিল; অউমা আমাকে বলেছিল যে রয় একজন আমেরিকান পিস্ করপ্স কর্মীকে বিয়ে করে ওই রাজ্যেই বসবাস করছে। একদিন আমরা তাকে শুধু সৌজন্যমূলক ফোন দিয়েছিলাম। আমাদের ফোন পেয়ে তাকে বেশ খুশিই মনে হয়েছিল, তার কণ্ঠস্বর ভারী এবং শান্ত, যেন তার সাথে আমাদের গতকালই কথা হয়েছে। তার চাকরি, তার স্ত্রী, আমেরিকায় তার নতুন জীবন– সবই তার মতে "লাভ্‌লি"। কিন্তু উচ্চারণ করার সময় শব্দটা কেমন যেন ধীরে ধীরে তার মুখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, শব্দটা সে এভাবে বললো "ল...ভ...লি"। তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ব্যাপারটা হবে "ফ্যান–টাস্–টিক" তার সাথে ও তার স্ত্রীর সঙ্গে থাকা নিয়ে "নু–প্রোব–লেম" ফোন ছাড়ার পর অউমাকে বলেছিলাম যে সে তো বেশ ভালোই আছে। অউমা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল।

"হ্যাঁ, তুমি রয়কে কখনই চিনতে পারবে না," অউমা বলেছিলো "সে কখনই তার আসল রূপ প্রকাশ করে না। এ ক্ষেত্রে সে 'ওল্ডম্যানের মতই'। 'ওল্ডম্যানের' সঙ্গে যদিও তার কোনো বনিবনা ছিলো না তবুও তাকে দেখলে আমার কেনো যেনো বারবার ওল্ডম্যানের কথাই মনে পড়ে। অন্তত নাইরোবিতে সে ওরকমই ছিলো। ডেভিডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর থেকে তার সাথে আমার আর দেখাই হয়নি, সম্ভবত বিয়ে থা করে সে একটু থিতু হয়েছে বলেই মনে হয়।"

অউমা অবশ্য তার সম্পর্কে এর বেশি কিছু আর বলেনি, সে বলেছিলো যে রয়কে আমার নিজ উদ্যোগে চিনে নিতে হবে। সুতরাং রয় আর আমি ঘুরতে যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে ফেললাম; আমাকে ওই লম্বা ছুটি কাটাতে ডি. সিতে উড়ে যেতে হবে, আমরা ওখানে ওখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবো, দারুণ একটা সময় কাটবে আমাদের। আর এখন। আমি ন্যাশনালের শূন্য দরজায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু কোথাও রয়ের দেখা মিললো না। আমি তার বাড়িতে ফোন লাগালাম, সে বেশ ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে আমাকে জানালো :

"ভাই– শোনো আজ রাতটা একটু কষ্ট করে না হয় হোটেলেই কাটাও।"

"কেনো? কোন সমস্যা?"

"না, সমস্যা তেমন নয়। তবে একটু হয়েছে আর কী, বউয়ের সাথে আমার একটু কথাকাটাকাটি হয়েছে। এখানে রাতকাটাতে তোমার ভালো নাও লাগতে পারে, বুঝতেও তো পারছো?

"অবশ্যই, অবশ্যই, আমি বরং–"

"হোটেল খুঁজে পেলেই আমাকে ফোন দেবে, ঠিক আছে। রাতেই আমাদের দেখা হচ্ছে, আমরা একসাথেই খাবো। আটটার দিকে আমি তোমাকে তুলে নেবো।"

www.pathagar.com

সবচেয়ে সস্তায় যে হোটেলটা খুঁজে পেলাম সেটাতেই উঠলাম আমি, এরপর অপেক্ষা করতে থাকলাম। ন'টার দিকে শুনতে পেলাম দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলতেই দেখলাম ইয়া বড় সড় ধরণের একটা মানুষ পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দেঁতো হাসি যেনো আছড়ে পড়েছে তার আবলুস কাঠের মতো কালো মুখটাতে।

"আহ্— ভাইজান— কী অবস্থা?" সে বললো, কিন্তু তার যে ছবি আমি দেখেছিলাম তার সাথে এই রয়ের কোনো মিলই নেই, ওই ছবিতে সে ছিলো বেশ হালকা পাতলা একটা মানুষ, তার পরনে ছিলো আফ্রিকান প্রিন্টের পোশাক, কেশবিন্যাস রীতি পুরোদমে আফ্রিকীয়, মুখে ছাগুলে দাড়ি আর নাকের নিচে ইয়া বড় গোঁফ। আর এখন এক প্রকাণ্ড সাইজের লোক কি না আমাকে আলিঙ্গন করছে, তার ওজন কমছে কম দু'শো পাউন্ড, তার পাতলা চশমা জোড়ার নিচ থেকে তার গালের মাংস যেনো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তার ছাগুলে দাড়ি উধাও; আফ্রিকান শার্টের জায়গা দখল করে আছে একটা ছাইরঙা স্পোর্টস কোট, সাদা শার্ট আর টাই। অউমা ঠিক কথাই বলেছিলো, ওল্ডম্যানের মতো সেও বেশ বিচলিত। আমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আমি যেনো আবার আমার দশবছর বয়সে ফিরে গেলাম।

"তুমি তো বেশ ভালোই মোটা হয়েছো," তার গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললাম,

রয় তাঁর সুবোধ ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে ওটাকে একটু হাত বুলিয়ে আদর করলো। "আরে আর বলোনা, এই সবই হচ্ছে ওই ফাস্টফুড। সবখানেই কেবল ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কিং। আর ওটা কেনার জন্য গাড়ি থেকে নামারও দরকার হয়না। দু'টো অল-বিফ্‌পেটিস, স্পেশাল সস, লেটুস আর চিজ। চিজের সাথে ডাবল হুপার" তারপর একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "আমাকে ওরা বলে কি না নিয়মমাফিক খেতে হবে। আমার নিয়ম! ফ্যান্টাস্টিক।" সে মাথাটা ওপরে তুলো হাসতে শুরু করলো, হাসিতে যেনো জাদু মেশানো, তার পুরো শরীর নড়ে নড়ে উঠছে হাসিতে যেনো সে তার এই নতুন জীনটাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তার হাসিটা ছিলো সংক্রামক— যদিও ডিনারের জন্য যেতে যেতে আমি মোটেও হাসছিলাম না। তার বিশাল বপুর তুলনায় তার টয়োটা খুবই ছোট হয়ে গেছে— এই কার্নিভাল বাম্পার কার চালানোতে সে এখনও শিশুই রয়ে গেছে, গাড়ি চালানোতে সে এখনও পেকে ওঠে নি, রাস্তার নিয়মকানুন, স্পিড লিমিট কোনো কিছুই ভালো করে রপ্ত করতে পারেনি। সামনে থেকে আসা গাড়িগুলোর সঙ্গে দু'বার তো ধাক্কা প্রায় মেরেই দিয়েছিলো, আর উঁচু একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে গাড়িটা একদিকে অনেক খানি কাত হয়ে গিয়েছিলো।

"তুমি কি সবসময় এভাবেই গাড়ি চালাও নাকি?" সে তার টেপ ডেকে খুব জোরে গান ছেড়েছিলো যার কারণে আমাকে চিৎকার করে বলতে হলো কথাটা।

www.pathagar.com

পাঁচ নম্বরে শিফ্‌ট করে রয় একটা মুচকি হাসি দিলো। "আমি খুব একটা ভালো চালাই না, তাই না? মেরি, আমার বউ, ওরও ওই একই অভিযোগ। বিশেষ করে ওই একসিডেন্টের পর থেকে..."

"এক্‌সিডেন্ট?"

"আরে, তেমন কিছুনা, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো আমি এখনও দিব্যি বেঁচে আছি। এখনও নিঃশ্বাস ফেলছি।" তারপর আবারও মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে শুরু করলো যেনো গাড়ি তার কথামতো না চলে নিজ ইচ্ছেমতোন চলে, আর আমাদের এরকম নিরাপদে পৌঁছতে পারাটা যেনো ঈশ্বরের আশির্বাদের আরেকটা মনোরম উদাহরণ।

রেস্টুরেন্টটা ছিলো ম্যাক্সিকান, একটা মেরিনার (প্রমোদ তরির জন্য নির্দিষ্ট স্থান)-এর পাশে, সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসা যাবে এমন একটা টেবিল বেছে নিলাম আমরা। আমি অর্ডার দিলাম একটা বিয়ারের আর রয় দিলো একটা মার্গারিটার, আমার কাজকর্ম আর তার বিশাল মর্টগ্রেজ ফাইনান্স কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং জব নিয়ে আমরা কিছু খুচরো আলাপ সালাপ করলাম। বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই সে খেলো, আরও একটা মার্গারিটা সাবাড় করলো; আমেরিকায় তাঁর এডভেঞ্চার নিয়ে বেশ ঠাট্টাও করলো। খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষের পথে, সে যে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলো তা প্রকাশ পেতে থাকলো। কথায় কথায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার স্ত্রী কেনো আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো না। তার হাসি বাষ্পীভূত হয়ে গেলো।

"ওহ, মনে হয় আমাদের ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে" –সে বললো।

"আমি দুঃখিত।"

"আমি বাইরে অনেক সময় কাটাই এতে সে ক্লান্ত। তার মতে আমি খুব বেশি মদ খাই, সে বলে আমি নাকি "ওল্ডম্যানের" মতো হয়ে যাচ্ছি"

"তোমার কী মনে হয়?"

"আমার আবার কী মনে হবে?" মাথাটা নিচু করে, মুখটা মলিন করে আমার দিকে তাকালো, টি-ক্যান্ডেলের অগ্নিশিখা তার চশমার লেন্সে ক্ষুদ্র বহ্নুৎসবের মতো নাচতে লাগলো। "ব্যাপারটা কী জানো," তার শরীরের সমস্ত ভার সামনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে বললো, "আমার মনে হয় না যে আমি আসলে আমার মতো, আর এজন্য ওই 'ওল্ডম্যানকেই' আমি দোষ দেই।"

তারপর সে বলেই চললো, অউমা তাদের কষ্টের দিনগুলো নিয়ে যা যা বলেছিলো সেও তা-ই বলে চললো– মা এবং পরিচিত সব কিছু ছেড়ে হঠাৎ ইয়াংকি হয়ে ওঠা; ওল্ডম্যানের হঠাৎ এত দরিদ্র হয়ে পড়া; ঝগড়াঝাটি সম্পর্কচ্ছেদ এবং অবশেষে এখানে চলে আসা এসব নিয়ে বললো। বাবার বাড়ি ছেড়ে আসার পর তার জীবনকাহিনী নিয়ে সে বললো; কিভাবে এক আত্মিয়ের বাড়ি থেকে

www.pathagar.com

আরেক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করেছে, কিভাবে নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে একটি স্থানীয় একাউন্টিং ফার্মে কিভাবে চাকরি নিলো; গুছিয়ে কাজ করা কিভাবে শিখলো, কিভাবে সে সম্ভব করতো নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজে পৌঁছে যাওয়া এবং যতই রাতই হোক না কেন কাজ শেষ করে চলে আসতো। তার কথা শুনতে শুনতে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠলো, ঠিক যেমনটা হয়েছিলো অউমার জীবন কাহিনী শুনে অউমার প্রতি; তারা দু'জনই দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছে, দু'জনই একই রকম একগুঁয়ে শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে মন্দ পরিস্থিতি থেকে। এছাড়াও অউমার ভেতর আমি ইচ্ছাশক্তির একটা জিনিস দেখতে পাই তা হলো সে অতীতকে পেছনে ফেলে আসতে চায়, অতীতকে ভুলতে না পারলেও অতীতকে ক্ষমা করতে পারার সামর্থ্য তার রয়েছে। ওন্ডম্যানের স্মৃতি রয়ের মনেই বেশি দগদগে, আরও বেশি শ্লেষপূর্ণ হয়ে আছে। রয়ের কাছে অতীত হলো এক উন্মুক্ত ক্ষত।

"কোনো কিছুতেই তার মন ভরতো না," বাসবয় এসে যখন আমাদের প্লেটগুলো নিয়ে যাচ্ছিলো তখন সে বললো, "উনি বেশ স্মার্ট ছিলেন, আর সেটাই উনি অনবরত আমাদের মনে করিয়ে দিতেন। ক্লাসে দ্বিতীয় হলে জিজ্ঞেস করতেন কেনো প্রথম হলামনা। 'তুমি হলে একজন ওবামা,' উনি বলতেন, 'তোমাকে অবশ্যই সর্বত্তোম হতে হবে।' উনি যে তা শুধু বললেন তা নয়, উনি মনে প্রাণে তা বিশ্বাসও করতেন। তারপরই তাকে দেখতাম মাতলামি করতে, কপর্দকহীন ভিখারির মতো জীবন যাপন করতে। আমি ভাবতাম, যে এরকম একজন স্মার্ট মানুষের এমন করে পতন হওয়া কিভাবে সম্ভব? এর কোনো মানে খুঁজে পেতাম না আমি, কিচ্ছু না।"

"এমনকি আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরেও, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরও আমি এই রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। মনে হয় আমি যেনো তাঁর কাছ থেকে কোথাও পালিয়ে যেতে পারছি না। আমি সবসময়ই স্মরণে রাখি যে আমরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অ্যালোগোতে গিয়েছিলাম, আর আমি তাঁর বড় সন্তান হিসেবে ওই সমস্ত আয়োজনের দায়িত্বে ছিলাম। সরকার চেয়েছিলো তাঁকে খ্রিষ্টীয় নিয়মে কবর দেয়া হোক। কিন্তু আমাদের পরিবার চেয়েছিলো মুসলিম নিয়মে কবর দেওয়া হোক। সমস্ত জায়গা থেকে মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিলো হোম স্কয়ারে, লু-ঐতিহ্য অনুসারে আমরা তার জন্য শোক প্রকাশ করলাম, তিনদিন যাবৎ একটা কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বেলে রেখেছিলাম, লোকজনের কান্না আর আর্তনাদ শুনতাম। যত মানুষ এসেছিলো তাদের প্রায়ই অর্ধেক জনই খাবার খেতে চাইতো, বিয়ার খেতে চাইতো, ওরা যে আসলে কারা তা আমি জানতাম না। কিছু কিছু লোক কানাকানি করতো যে ওন্ডম্যানকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে, আমি যেনো অবশ্যই তার প্রতিশোধ নেই। কিছু কিছু লোক বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি করা

www.pathagar.com

শুরু করলো। এরপর আমাদের আত্মীয়দের ভেতর শুরু হলো ওল্ডম্যানের সম্পত্তি নিয়ে কলহ। ওল্ডম্যানের শেষ বান্ধবি, আমাদের পিচ্চি ভাইটার মা, জর্জি সমস্ত কিছু উনিই নিতে চান। কিছু লোক, যেমন আমার সারাহ্ ফুফু, উনার পক্ষ নিলেন। আর আমাদের পরিবারের অন্যরা পক্ষ নিলো আমার মায়ের। সবাই কেমন উম্মাদ হয়ে উঠলো। সব কিছুই এলোমেলো হয়ে গেলো।

"অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আমি কারও সঙ্গেই থাকতে চাইলাম না। আমি একমাত্র যাকে বিশ্বাস করতাম, সে হচ্ছে ডেভিড, আমাদের ছোটভাই। বলতে গেলে ওই ছেলেটাই একটু ভালো ছিলো। ও দেখতে অনেকটা তোমার মতো, বয়স একটু কম এই যা... পনেরো কী ষোলো। তার মা রুথ চেষ্টা করেছিলো তাকে আমেরিকানদের মতো মানুষ করতে। কিন্তু ডেভিড কথা শুনলনা। তুমি জানো ও সবাইকে ভালোবাসতো। ও বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার কাছে চলে এলো। আমি তাকে বোঝালাম যে তার ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু সে শুনলনা। ও ছিলো একজন আফ্রিকান, ও ছিলো একজন ওবামা।

"ডেভিড মারা গেলো আর ও মরলো আমার জন্যই। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে আমাদের পুরো পরিবার অভিশপ্ত। আমি মদ খাওয়া শুরু করলাম, মারামারি শুরু করলাম– কোনো কিছুর তোয়াক্কা করলাম না। আমি ভেবে দেখলাম ওল্ডম্যান যদি মারা যেতে পারে, ডেভিড যদি মারা যেতে পারে, তাহলে আমিও তো মারা যেতে পারতাম। মাঝে মধ্যে আমি অবাক হয়ে ভাবি, আচ্ছা আমি যদি কেনিয়ায় থাকতাম তাহলে কেমন হতো। ওখানে ন্যান্সি ছিলো, ওই মেয়েটাকে আমি ওখানে দেখতাম। সে স্টেট্স-এ ফিরে এসেছিলো; সুতরাং তাকে একদিন ডাকলাম, ডেকে বললাম যে আমি ফিরে আসতে চাই। সে হ্যাঁ বলতেই আমি পরের প্লেনে টিকিট কেটে রওনা দিলাম। আমি সাথে করে ব্যাগপত্রও নেইনি। আমার অফিসকেও বলিনি, এমনকি কারও কাছ থেকেই বিদায়ও নেইনি।

"আমার ধারণা ছিলো আমি আবার সব কিছু প্রথম থেকে শুরু করতে পারবো। কিন্তু এখন আমি জানি সব কিছু প্রথম থেকে শুরু করা যায় না। তুমি হয়তো ভাবতে পারো তোমার নিজের ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু তুমি হলে অন্যের পেতে রাখা জালে আটক একটা মাছ। মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় আমি হয়তো সে কারণেই অ্যাকাউন্টিং পছন্দ করি। সারা দিন তোমার কেটে যাবে সংখ্যা নিয়ে। তুমি যোগ করবে, গুণ করবে, আর একটু সতর্ক থাকলে সবসময়ই তুমি একটা না একটা সমাধান পাবে। ওখানে ধারাবাহিক একটা ব্যাপার আছে, একটা বিন্যাস আছে, সংখ্যা দিয়ে তুমি পারো নিয়ন্ত্রণ করতে...।"

রয় আরেক চুমুক পান করে নিলো, আর হঠাৎ করেই তার কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে গেলো যেনো সে অন্য কোনো গভীর জায়গায় চলে গেছে, যেনো বাবা তার কাছ থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে যাবেন। "আমি সবার বড়। লু ঐতিহ্য অনুযায়ী আমি

www.pathagar.com

এখন পরিবারের প্রধান। তোমার প্রতি, আমার প্রতি আর ছোটদের সবার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। সব কিছু ঠিকঠাক রাখা আমারই কর্তব্য। বাচ্চাদের স্কুলের বেতন। অউমার বিয়ে ঠিকঠাক হলো কি না? সুন্দর একটা বাড়ি আর পরিবারে সবাইকে একত্রে আনা আমারই কর্তব্য।"

আমি টেবিল পেরিয়ে এসে তার হাতখানা ধরলাম। "ভাইজান, এ দায়িত্ব তোমাকে একা নিতে হবে না," আমি বললাম। "আমরা সবাই মিলে এই ভার বহন করতে পারি।"

আমার কথা সে শুনতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। সে একদৃষ্টিতে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে, তারপর হঠাৎ করে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো চমকে উঠে পরিচারিকাকে হাত নেড়ে ডাকতে শুরু করলো।

"তুমি আরও একটা ড্রিঙ্ক নেবে?"

"আমরা কি এখন থামতে পারি না?"

রয় আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। "তোমাকে উদ্বিগ্ন করার মতো অনেক কিছুই আমি বলতে পারি, বারাক। আর ওটাই হলো আমার সমস্যা। আমার মনে হয় কী জানো, আমার মনে হয় আমাদের স্রোতে গা ভেসে দেওয়াটা শেখা দরকার। আমেরিকায় থাকতে হলে ওটাই কি করা উচিত নয়? জাস্ট গো উইথ দি ফ্লো..." রয় আবারও হেসে উঠলো, বেশ জোরেশোরেই হেসে উঠলো, পাশের টেবিলের ওরা ঘাড়ঘুরে তাকালো। ওই হাসিতে কোনো মন্ত্রমুগ্ধতা নেই; ফাঁপা একটা হাসি, মনে হচ্ছে ওটা বিস্তীর্ণ কোনো ফাঁকা অঞ্চল দিয়ে ছুটে চলেছে।

পরের দিন আমি আমার ফ্লাইট ধরলাম স্ত্রীর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে হবে রয়কে, হোটেলে আর একরাত থাকার মতো পয়সাও আমার কাছে ছিলো না। সকালের নাশতা আমরা এক সাথেই করেছিলাম, সকাল বেলার আলোয় তাকে আরও ঝরঝরে দেখাচ্ছিলো। এয়ারপোর্টের গেটে আমরা হাত ঝাঁকিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম, সব ঝামেলা শেষ হওয়ার পর সে আমার কাছে আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করলো। প্লেনেচড়ে শিকাগো যাওয়ার সমস্ত পথ এবং সমস্ত উইকেন্ডজুড়ে আমি কেবল রয়ের কথাই ভেবেছি, কেবলই মনে হচ্ছে যে রয় বিপদের মধ্যে আছে, সেই বুড়ো দানব তাকে গভীর গর্তে ফেলে দিচ্ছে, একজন ভালো ভাই হিসেবে আমার উচিত তার পাশে দাঁড়িয়ে তার পতন রোধ করা।

সোমবার সন্ধ্যায় জনি আসলো আমার অফিসে, রয়ের চিন্তা তখনও আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো "তুমি তো বেশ তাড়াতাড়ি চলে এলে দেখছি," জনি বললো। "তোমার ট্রিপ কেমন ছিলো?"

"ভালো, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পেরে ভালোই লাগছে।" মাথা নেড়ে বললাম, আমার ডেস্কের প্রান্তে আঙুল দিয়ে মৃদু টোকা মেরে যাচ্ছিলাম।

www.pathagar.com

"আমি যাওয়ার পর এখানকার খবর কী?" জনি চেয়ারে বসে পড়লো। "ভালো কথা," ও বলল, "স্টেট সিনেটরের সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম, পাইলট প্রোগ্রামের ফান্ড পাওয়ার জন্য উনি একটা বিল উত্থাপন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

"ওহ দারুণ। হাইস্কুলের প্রিন্সিপালদের খবর কী?"

"এই তো, ড. কিং এর সাথে এই মাত্র দেখা করে আসলাম, অ্যাসানটেস স্কুলের প্রিন্সিপাল। বাদবাকি প্রিন্সিপালরা আমার ফোনের উত্তর দেন নি।"

"ঠিক আছে। ড. কিং কী বলেন?"

"ওহ, ভালোই তো মনে হলো," জনি বলল। "উনি তো বললেন যে এই প্রস্তাব তাঁর নাকি সত্যি সত্যিই ভালো লেগেছে। আমরা ফান্ড পেতে পারি শুনে উনি তো খুব উৎসাহ দেখালেন, উনি বললেন যে আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আর আমাদের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন দেবার জন্য অন্যান্য প্রিন্সিপালদের উনি উৎসাহিত করবেন। উনার কথা হলো, যুবশক্তি রক্ষা করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু থাকতে পারে না।"

"ভালোই বলেছেন।"

"হ্যাঁ ভালোই বলেছেন। আমি তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে আসতেই তিনি হঠাৎ করেই আমাকে এটা ধরিয়ে দিলেন।" জনি তার ব্রিফকেসের কাছে গিয়ে একটুকরো কাগজ বের করে আমার হাতে দিলো। কাগজটা ওর হাতে ফেরত দেওয়ার আগে আমি কয়েকটা লাইন পড়ে ফেললাম।

"রিজিউম?"

"শুধু রিজিউমই না বারাক। এটা হলো তাঁর স্ত্রীর রিজিউম। মনে হয় তাঁর স্ত্রী বাড়িতে থাকতে থাকতে বিরক্ত, আর ড. কিং-এর ধারণা উনার স্ত্রী আমাদের প্রোগ্রামের একজন চমৎকার ডিরেক্টর হতে পারবেন। কোনো চাপ নেই, তুমি বুঝতেই পারছো। জাস্ট টাকার অনুমোদনটা পেয়ে গেলেই, একটু বিবেচনা করতে হবে আরকী, আমি কী বলতে চাচ্ছি তুমি মনে হয় বুঝতে পেরেছো।

"উনি তোমাকে তাঁর স্ত্রীর রিজিউম ধরিয়ে দিলেন—?"

"শুধু তাঁর স্ত্রীরটাই নয়," জনি ব্রিফকেসের কাছে গিয়ে আরেক টুকরো কাগজ আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো। "তাঁর কন্যারটাও আছে! উনি আমাকে বলেছেন যে তাঁর কন্যা একজন 'চমৎকার' কাউন্সিলর হতে পারবে—"

"না- না- না—"

"আমি বলছি তোমাকে, বারাক, উনি সব কিছু ভেবেচিন্তে বের করেছেন। আর তুমি তো জানই সেটা কী? যতক্ষণ ধরে আমরা কথা বলেছি ততক্ষণ যাবৎ উনি চোখের পাতা একবারও ফেলেনি। এরকম অভিনয় এই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অভিনয়টা ছিলো অবিশ্বাস্য।" এরপর জনি তার মাথাটা ঝাঁকালো,

www.pathagar.com

তারপর হঠাৎ করেই ধর্ম প্রচারকের মতো চিৎকার দিয়ে উঠলো "জেসাস! ডকথা লনি কিং? এখন আমরা বেশ শক্ত গোছের একটা মানুষ পেয়ে গেছি! এন এন্টারপ্রাইজ ব্রাদার্স প্রোগ্রাম এখনও শুরু হয়নি আর উনি কি না ইতিমধ্যেই আগাম চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন।"

আমি হাসতে শুরু করে দিলাম।

"উনি শুধু একটা চাকরিই চান না! উনি চান দুটো চাকরি! উনি পারলে উনার পুরো পরিবারের রিজিউমই দিয়ে দিতেন ...।"

"ডকথা লনি কিং!" আমি স্পিরিটটা ধরতে পেরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম।

"জেসাস! ডকথা লনি কিং!" জনি ফিক-ফিক করে হাসতে লাগলো, ওর হাসি শুনে আমার হাসির বেগ বেড়ে গেলো, আমাদের হাসি খুব শিগগিরই অট্টহাসিতে পরিণত হলো, হাসির চোটে ওই নামটার পুনরাবৃত্তি করতে আমাদের লম্বা একটা দম নিতে হলো— "ডকথা লনি কিং!— মনে হচ্ছে যেনো এই নামটি কোনো এক স্পষ্ট সত্য ধারন করে আছে, এই উপাদান সমৃদ্ধ পৃথিবীতে এই নামটি যেনো সবচেয়ে মৌলিক উপাদান ধারন করে আছে। হাসতে হাসতে আমাদের মুখ চোখ গরম হয়ে উঠল, মুখের দু'পাশে ব্যাথা শুরু হলো, চোখ দিয়ে পানি গড়ে পড়লো, হাসতে হাসতে ফতুর হয়ে গেলাম, আর মোটেও হাসা সম্ভব নয় তখনই আমাদের হাসিটা থামলো, বিকেল বেলার বাকি সময়টা আমরা বিয়ার খাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

সেই রাতে, তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, আমার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে একটা গাড়ি এসে থামলো, একদল টিনএজ বয়সী ছেলে আর তাদের সাথে স্টেরিও স্পিকার ওটা এতো জোরে বাজছিলো যে পুরো বিল্ডিং কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। এরকম বিরক্তি আমি অবশ্য এড়িয়ে চলা শিখেছি আর ওই সব ছেলের যাবেই বা কোথায়? আমি নিজেকে বললাম। কিন্তু সেদিন রাতেই আমার সঙ্গে একজন অতিথি ছিলেন; তাছাড়াও পাশের বাড়ির এক দম্পত্তি তাদের নবজাতক শিশুকে নিয়ে মাত্র ক'দিন আগেই বাড়িতে উঠেছেন; সুতরাং আমি সর্টস পরে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এই নৈশকালীন আগন্তুকদের সাথে কথা বলার জন্য আসলাম। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই, সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলো, সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকালো।

"শোনো, লোকজন এখানে ঘুমাবে, তোমরা এসব নিয়ে অন্য কোথাও যেওনা কেনো?"

গাড়ির ভেতরের ওই ছেলে চারজন একটি কথাও বলছে না, এমনকি নড়াচড়াও করছে না। বাতাসে আমার ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেলো, এই মাঝরাতে সর্টস পরে সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করেই আমি আনমনা হয়ে গেলাম। গাড়ির ভেতরের কারও মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না; আর এতই অন্ধকার যে ওদের বয়স আন্দাজ

www.pathagar.com

করাও মুশকিল, ওরা ভদ্র না মদ্যপ, ভালো না মন্দ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওদের একজন হতে পারে কাইলি। একজন হয়তোবা রয়। আরেকজন হয়তোবা জনি। আর আরেকজন হয়তোবা আমি। ওখানে দাড়িয়ে আমি স্মরণ করতে থাকলাম আমার ওই দিনগুলো যখন আমি ওরকমভাবে গাড়ির ভেতর বেপরোয়া আর অস্ফুট ক্রোধ নিয়ে বসে থাকতাম, প্রমান করতে চাইতাম পৃথিবীতে আমাকে নিজস্ব জায়গা করে নিতে হবে। ন্যায্য ক্রোধের অনুভূতি নিয়ে আমি চিৎকার করে উঠতাম গ্রামপ্স এর সাথে, তবে কারণগুলো এ মুহূর্তে ভুলে গেছি। হাইস্কুলের তুমুল ঝগড়ায় আমার রক্ত টগবগ করে উঠতো। ঔদ্ধত্য আচরণ নিয়ে ঢুকে পড়তাম ক্লাস রুমে, শিক্ষকরা গন্ধ শুঁকে বুঝে নিতো আমি মদ খেয়েছি না গাঁজা খেয়েছি, এভাবে কিছু একটা বলার সাহস দেখাতাম তাদের। আমি এখন নিজেকে এইসব ছেলেদের দৃষ্টিতে দেখতে থাকলাম, আমি এখন এক কর্তৃপক্ষ, ওরা এখন কি হিসাব-নিকাশ করছে তা আমি জানি, ওদের একজন এসে আমাকে এখান থেকে বের করে দিতে পারবে না, কিন্তু চারজন মিলে নিশ্চিত তা পারবে।

আমি অন্ধকারে চোখ হেনে দিয়ে তাদের অন্ধকার মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছি– তারা গাঁট বেধে আছে আর নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবি জানিয়ে গাড়ির ভেতর যেনো চিৎকার করছে, আমি ভাবছি আমি যখন ওই বয়েসী ছিলাম তখন আমি এই ছেলেদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলাম নাকি দুর্বল ছিলাম, ওদের সাথে আমার পার্থক্য হলো শুধু এই : আমি যে পৃথিবীতে ওই সব কঠিন দিনগুলো পার করে এসেছি সেই পৃথিবীটা ছিলো অনেক বেশি ক্ষমাশীল আর এসব ছেলেদের ভুলের কোনো সীমাপরিসীমা নেই; এরা যদি সাথে বন্দুক রাখে, তাহলে ওই বন্দুক তাদের ওই সত্য থেকে রক্ষা করতে পারে না, আর ওই সত্য হলো সেই সত্য, যা তারা উপলব্ধি করে ঠিকই কিন্তু মুখে স্বীকার করে না, আর বস্তুত, আগামী দিন যদি ওদের জেগে উঠতে হয় তাহলে তারা তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবে, যা তাদের বাধ্য করেছিলো, কিংবা অন্যেরা চাইবে যেনো শেষ পর্যন্ত সহানুভূতিবোধের সমস্ত দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, যে সহানুভূতি তারা একদা অনুভব করত। তাদের দুর্দম্য পৌরুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না, যেমন এক বুড়ো মানুষের আহত অহংকারের প্রতি আমার বিষণ্ন বোধ থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছিলো। বিপদের ইঙ্গিত দেখিয়ে তাদের ক্রোধকে দমন করা যাবে না। যা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিলো যখন আমি অন্য ছেলেদের ঠোঁট ফাটিয়ে দিতাম কিংবা জিন খেয়ে ঘোলাটে মাথা নিয়ে হাইওয়েতে মেতে উঠতাম গতি প্রতিযোগিতায়। এখানে দাঁড়িয়ে, আমি ভেবে দেখলাম যে অপরাধ আর সহানুভূতি এ দুটোই আমাদের চাপা পড়া বোধের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, যে আমাদের এক ধরনের বিন্যাস প্রয়োজন, প্রচলিত সামাজিক বিন্যাস নয়, এই বিন্যাস হতে হবে আরও বেশি মৌলিক আরও বেশি জোরালো দাবি সম্পন্ন, এক প্রকার বোধ, যে এই

www.pathagar.com

বিন্যাসে কেউ একজন ঝুঁকি নিতে পারবে, এক ধরনের ইচ্ছা পোষন যে, এই বিন্যাস মাঝে মধ্যে অস্থির হয়ে উঠলেও তা কোনো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না, এই বিন্যাস মহাবিশ্বের বাইরে নিঃশেষিত হয়ে যাবে না। আমার সন্দেহ যে, এই ছেলেগুলোকে এই বিন্যাসের খোঁজ করতে হবে দীর্ঘদিন ধরে এবং খুব কঠিন পরিশ্রম করে– বাস্তবিক, এমন একটা বিন্যাস হতে হবে যেখানে এই ছেলেগুলোকে আর ভয়ের বস্তু মনে হবে না কিংবা অবজ্ঞার পাত্র বলে বিবেচিত হবে না আর এ ধরনের সংশয় আমাকে ভীত করে তোলে, কারণ এখন আমার এই পৃথিবীতে থাকার এটা জায়গা আছে, আমার একটা চাকরি আছে, অনুসরণ করার মতো আমার একটা অনুসূচি রয়েছে। আমি যতই নিজেকে অন্যভাবে বোঝাই না কেন, আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। এই ছেলেরা আর আমি পরিণত হয়ে যাচ্ছি ভিন্ন উপজাতিতে, কথা বলছি ভিন্ন ভাষায়, জীবনযাপন করছি ভিন্ন নিয়মাবলিতে। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট হলো, ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে চলে গেলো। আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ফিরে চললাম এ কথা জেনে যে আমি একটা নির্বোধ এবং ভাগ্যবান, আরো জানতে পারলাম যে আমি আসলে ভীতু।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

ভবনটা বেশ পুরোনো, দক্ষিণ দিকের পুরোনো নেইবারহুডগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম, এখনও চলনসই আছে তবে ভবনটার মেরামত ভীষণ জরুরি এবং ছাদটাকে ভেঙে নতুন করে করাতে হবে। গির্জাটা অন্ধকার হয়ে আছে, অনেক পিউ-এ ফাটল ধরেছে এবং ভেঙে ভেঙে পড়েছে; লালচে কার্পেটটায় ছাতা পড়ে গেছে, স্যাঁতস্যাঁতে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে; আর নানান জায়গায় ফ্লোরবোর্ডের নিচে পিঠের মতো বেঁকে গেছে আর কোথাও কোথাও তলিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে তৃণভূমির পাড় সেলাই করে দেয়া হয়েছে। রেভারেন্ড ফিলিপের অফিসটারও ওই একই রকম ভগ্নদশা, একই করম জীর্ণশীর্ণ। একটা মাত্র এন্টিক ডেস্কল্যাম্প ওই রুমটায় বিষণ্ন আলো ছড়িয়ে জ্বলে আছে, আর ছড়িয়ে দিয়েছে স্বচ্ছ হলুদাভাব বাদামি আভা, রেভারেন্ড ফিলিপ নিজেও বয়সের ভারে ন্যূব্জ। জানালার ছায়া আর ধূলিময় বইয়ের স্তূপ তাঁর চার পাশ ঘিরে ধরেছে, মনে হচ্ছে, তিনি ক্রমশ দেয়ালের সাথে লেপ্টে যাচ্ছেন, ঠিক পোর্ট্রেট এর মতো, শুধু তাঁর বরফ-সাদা চুলগুলোই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, তাঁর কণ্ঠস্বর সুলোলিত, যেনো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, অনেকটা স্বপ্নের মতো।

আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কথা বললাম, গির্জা নিয়েই বেশির ভাগ কথাবার্তা হলো আমাদের। তাঁর গির্জা অবশ্য অন্যান্য গির্জার মতো নয়, তাঁর গির্জা ঐতিহাসিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের, তাঁর গির্জা হলো একটা প্রতিষ্ঠান, একটা আইডিয়া। তিনি একজন পণ্ডিতব্যক্তি, আমাদের কথোপকথন শুরু হয়েছিলো দাসদের ধর্মের ইতিহাস নিয়ে, তিনি আমাকে আফ্রিকানদের কথা বললেন যারা এক শত্রুভাবাপন্ন উপকূলে এসে নতুনভাবে বসতি গড়ে তুলেছিলো, এরা এসে এক আদিম ছন্দোময় নবলব্ধ পৌরাণিক আগুনের চার পাশে গোল হয়ে বসেছিলো, তাদের সংগীত প্রগতিশীলদের কাছে পরিণত হয়েছিলো একটা আধারে– যারা স্বাধীনতা, আকাঙ্ক্ষা আর টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতো। রেভারেন্ড তাঁর তরুণ বয়সের

www.pathagar.com

সাউদার্ন চার্চের কথা স্মরণ করতে লাগলেন, ছোট্ট, কাঠের তৈরি সাদা রঙের একটি চার্চ, তাঁর ভাষায় এটা নির্মিত হয়েছিলো প্রচণ্ড শ্রমে আর ঘামে, যৌথ চাষাবাদ থেকে একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে, যেখানে প্রতিটি রবিবারের উজ্জ্বল উষ্ণ সকালে চোখের পানিতে ধুয়ে মুছে যেতো সারা সপ্তাহের গোপনভীতি আর উন্মুক্ত ক্ষত; তুমুল করতালি আর সম্ভাষণ কেবলই উসকে দিতো ওই সব রক্তিম জ্বলন্ত কয়লার মতো একগুঁয়ে ধারণাগুলোকে— স্বাধীনতা, টিকে থাকা আর দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। মার্টিন লুথার কিং-এর শিকাগো পরিদর্শনের কথা আলোচনা করেছিলেন তিনি, আর বলেছিলেন কিং-এর অনুসারী মিনিস্টারদের ঈর্ষাপরায়ণতার কথা, যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিজ চোখে, এসব মিনিস্টারদের ভয় ছিলো উৎখাত হয়ে যাওয়ার; আর ভয় ছিলো মুসলিমদের উত্থান। তাদের ক্রোধ রেভারেন্ড ফিলিপ ঠিকই বুঝতে পারতেন: এটা তাঁর নিজেরও ক্রোধ বলা যায়, উনি বলতেন যে উনি এই ক্রোধ থেকে পুরোপুরি পালিয়ে যেতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন না কিন্তু তিনি প্রার্থনার সাহায্যে ওটা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন এই ক্রোধ যেনো তাঁর সন্তানদের ভেতর প্রবাহিত না হয়। এরপর তিনি শিকাগোর চার্চের ইতিহাসের বর্ণনা করলেন। ওখানে হাজারও মানুষ হাজারও জিনিস, মনে হচ্ছে উনি সবাইকে চেনেন সব কিছুই জানেন : ছোট্ট স্টোরফ্রন্ট আর বিশাল পাথরের সৌধ; গির্জায় নিয়মিত উপাসকবৃন্দের সমাবেশের সেই হাই-ইয়েলা যেখানে বসে ওরা ক্যাডেটদের মতোই অনমনীয় ঈশ্বরবন্দনায় মেতে উঠতো, ভক্তি ও উৎসাহ সঞ্চারে পারদর্শিগণ এমন ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতেন যেনো তাদের শরীর থেকে বিধাতার দুর্বোধ্য কথাগুলো বিতাড়িত। শিকাগোর বড় বড় চার্চগুলো দুই রকম রূপের (form) মিশ্রণ, রেভারেন্ড ফিলিপ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে পৃথকীকরণের একটা গোপন আর্শিবাদ রয়েছে, কেননা এতে আইনজীবি, ও ডাক্তার বাধ্য হন কাজের লোক আর শ্রমিকের সঙ্গে একসাথে প্রার্থনা করতে এক সাথে বসবাস করতে। এটা হলো চমৎকার এক হৃদপিণ্ডের মতো, এখানে চার্চ হৃদপিণ্ডের মতোই ছড়িয়ে দেয় নানান কিছু— পণ্যদ্রব্য, তথ্য, মূল্যবোধ, আইডিয়া, এগুলো ছড়িয়ে দেয় ধনী ও দরিদ্রের মাঝে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মাঝে, পাপি এবং পুণ্যবান লোকের মাঝে।

উনি আমাকে বলেছিলেন যে ওই চার্চটি ওই ধরনের কর্মকাণ্ড কত দিন চালিয়ে যেতে পারবে সে ব্যাপারে উনি নিশ্চিত নন। তাঁর অধিকাংশ ধনি বন্ধুরাই সাজানো গোছানো নেইবারহুডগুলোতে চলে গেছেন, এখানে তাঁরা উপশহরীয় জীবন যাপন করছেন। তাঁরা অবশ্য প্রতি ররিবারেই এখানে ছুটে আসেন, এখন তা আনুগত্যের কারণেই হোক আর অভ্যাসের কারণেই হোক কিন্তু তাঁরা আগে যেভাবে চার্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এখন আর সেভাবে জড়িত নন। স্বেচ্ছাসেবামূলক যে কোনো কাজেই এখন তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন— যেমন টিউটরিং প্রোগ্রাম, কিংবা কারও বাড়ি পরিদর্শন কেননা এতে করে তাঁদের এই শহরে রাত্রেও থাকতে হতে পারে। তাঁরা চার্চকে ঘিরে আরও বেশি নিরাপত্তা চান, তাঁরা চান তাদের গাড়ি পার্ক করার জন্য

www.pathagar.com

বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা একটা জায়গা থাকুক। রেভারেন্ড ফিলিপের ধারণা উনি মারা গেলে তাঁর বন্ধুরা এখানে আসাই বন্ধ করে দেবেন। তাঁরা নতুন ধরনের গির্জা চালু করবেন, যে গির্জা হবে তাদের খ্রিষ্টের মতোই পরিপাটি। তাঁর একটা ভয় হলো অতীতের সঙ্গে যে একটা সংযোগ ছিলো সেটা হয়তো একদিন ভেঙে পড়বে, বাচ্চারা এক দিন জানবেও না আগুনের চার পাশে গোল হয়ে বসার কথা ...।

উনার কথাগুলো কেমন জড়িয়ে যেতে লাগলো, বুঝতে পারলাম উনি বেশ ক্লান্ত। আমি তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য প্যাস্টরদের (ভিন্নমতাবলম্বী গির্জার যাজক) পরিচয় জানতে চাইলাম যারা সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী, এবং উনি বেশ কয়েকজন প্যাস্টরের নাম উল্লেখ করলেন তাদের ভেতর একজন প্যাস্টর আছেন যিনি বয়সে তরুণ এবং প্রাণবন্ত, তিনি রেভারেন্ড জেরেমিয়াহ রাইট জুনিয়র, উনি হলেন ট্রিনিটি ইউনাইটেড চার্চ অব্ খ্রিষ্ট-এর প্যাস্টর। ফিলিপ বললেন যে এই লোকটির সাথে কথা বলা যায়। তাঁর কথায় আমার মতো তরুণরা উদ্দীপ্ত হতে পারে। আমি চলে আসার জন্য যখন উঠে পড়ছিলাম, তখন রেভারেন্ড ফিলিপ আমাকে তাঁর নম্বরটি দিলেন, আর আমি তাঁকে বললাম, "আমরা যদি শুধু পঞ্চাশটি চার্চকে একত্রিত করতে পারি তাহলেই আমরা কিছু প্রবণতা বদলে ফেলতে পারবো যেসব প্রবণতার কথা আপনি বললেন।"

রেভারেন্ড ফিলিপ মাথা ঝাঁকালেন এবং বললেন, "তুমি হয়তো ঠিকই বলছো, মি. ওবামা। তোমার কিছু ইন্টারেস্টিং আইডিয়া রয়েছে। কিন্তু দেখো, এখানে যেসব চার্চ আছে ওগুলো যার যার ইচ্ছেমতো কাজ করে। মাঝে মধ্যে প্যাস্টরদের চাইতে কংগ্রেগেশনের সংখ্যাই বেশি বেড়ে যায়।" উনি আমার জন্য দরজা খুলতে খুলতে একটু বিরতি দিলেন। "যাই হোক, তুমি কোন ধরনের চার্চে যাও?"

"আমি ... আমি বিভিন্ন রকম চার্চে যাই।"

"কিন্তু তুমি তো সুনির্দিষ্ট কোনো চার্চের সদস্য নও?"

"আমার ধারণা, আমি এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"ভালো, আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার নিজস্ব এলাকায় যদি একটা চার্চ থাকে তাহলে তোমার মিশনের জন্য ওটা বেশ কাজে দেবে। তবে ওটা ঠিক কোথায় হওয়া উচিত ওটা আসলেই কোনো ব্যাপার নয়।

আমাদের ওটার ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস রাখতে হবে। এ জন্যই আমাদের জানতে ইচ্ছে করে তুমি তোমারটা কোত্থেকে নিয়েছো, অর্থাৎ বিশ্বাস আর কী।"

বাইরে এসে, সানগ্লাসটা পরে নিয়ে আমি বয়স্ক মানুষদের একটি দলকে পেরিয়ে গেলাম, ওঁরা তাস খেলার জন্য সাইডওয়াকে লন-চেয়ার পেতে বসেছেন। বেশ চমৎকার একটা দিন। পঁচাত্তরের লেট-সেপ্টেম্বর। পরবর্তী এপয়েন্টমেন্টে সোজা চলে না গিয়ে বরং আমি ইচ্ছে করেই সময় নষ্ট করতে লাগলাম, গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে আমার পা দুটোকে ঝুলিয়ে দিলাম। আর ওই সব বুড়োদের তাস খেলা দেখতে লাগলাম। বুড়োরা খুব একটা বেশি কথা বলছিলেননা। তাঁদের দেখে আমার

www.pathagar.com

গ্রামপস-এর কতিপয় বুড়োদের কথা মনে পড়ে গেলো, ওরা বসে বসে ব্রিজ খেলতেন, তাঁরাও ছিলেন ওই একই রকম মোটাসোটা, সেই কঠিন হাত, সেই পাতলা মোজা আর সেই অসম্ভব রকমের পাতলা জুতো; আর তাঁদের চ্যাপ্টা টুপির ঠিক নিচে তাঁদের ঘাড়ের ভাঁজে ভাঁজে জপমালার পুঁতির মতো জমে আছে স্বেদবিন্দু। আমি সেই হাওহাই-এ ফিরে গিয়ে তাঁদের নাম মনে করার চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম তাঁরা জীবিকার জন্য কী করতেন তা মনে করার, অবাক হয়ে ভাবলাম তাঁরা আমার ভেতর কি অবশিষ্টাংশ রেখে গেছেন। ওই সময় ওই সব কালো মানুষেরা আমার কাছে ছিলেন এক অপার রহস্য; আর ওই রহস্যই আমাকে টেনে এনেছে এই শিকাগোতে। আর এখন, এখন আমি বাস করি এই শিকাগোতেই, আমি অবাক হয়ে ভাবি আগের চেয়ে এখন আমি আসলেই তাদের ভালো করে বুঝতে পারি কি না?

জনিকে ছাড়া আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা আর কাউকে জানাইনি। আমি ভেবে দেখলাম যে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পরেও সময় পাওয়া যাবে; এমনকি জানুয়ারি পর্যন্ত ল স্কুল থেকেও কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেলো না। আমাদের নতুন ইয়ুথ প্রোগ্রাম তখনও চালু; আমি পরবর্তী বছরের বাজেট করে রাখতে পারতাম, এবং আরও কয়েকটি চার্চকে একীভূত করতে পারতাম। আমি শুধু জনিকে বললাম এ কারণে যে আমার আসলে জানার দরকার ছিলো সে আমার বদলে প্রধান সংগঠক হিসেবে থাকতে চায় কি না?

এছাড়া জনি হলো আমার বন্ধু আর সেকারণেও হয়ত তাকে বলেছি কারণ নিজেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিলো। আমি তাকে যে মুহূর্তে বললাম যে আমি একটা স্কুলের জন্য আবেদন করেছি আর স্কুলের নাম হলো হাভার্ড, ইয়ালে, স্টানফোর্ড– সে তখন ফিক করে হেসে উঠে আমার পিঠে থাপ্পড় লাগালো।

"আমি জানতাম।" জনি চিৎকার দিয়ে বললো।

"কী জানতে?"

"এটা একটা সময়ের ব্যাপার মাত্র, বারাক।"

"কেনো? তোমার ওরকম মনে হচ্ছে কেনো?"

জনি মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে শুরু করলো। শালার বারাক... আমার এরকম মনে হচ্ছে কারণ তোমার বাছাই করার একটা সুযোগ আছে। কারণ তুমি ছেড়েও দিতে পারো, মানে আমি জানি যে তোমার বিবেক বলে কিছু একটা আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যখন কাউকে হাভার্ড আর রোজল্যান্ডের ভেতর বেছে নিতে বলা হয় তখন সবাই ওই রোজল্যান্ডই বেছে নেয়"। আবারও সে মাথা ঝাঁকাতে লাগালো। "হাভার্ড! খুব খারাপ, খুব খারাপ। তবে আশা করি শহরতলির ওই অফিসে গিয়ে এই বন্ধুটার কথা মনে রাখবে।"

কোনো এক কারণবশত জনির হাসির কারণে আমাকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে হচ্ছে। আমি জোর দিয়েই বললাম যে আমি এই নেইবারহুডে ফিরে আসব।

www.pathagar.com

আমি তাকে বললাম যে হাভার্ডের ওই চোখ ধাঁধানো সম্পদ আর ক্ষমতা দেখে হতভম্ভ হয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আমার নেই, এবং তারও উচিত নয় ওই-জাতীয় কোনো চিন্তাভাবনা করা। জনি আমাকে ভেংচানোর জন্যই হাত তুলে আত্মসম্পর্ণ করলো।

"শোনো, শোনো, শোনো, আমাকে ওসব বলো না, আমি ওসবের ধারে কাছেও নেই।"

আমার অস্বস্তি বেড়েই চললো আর আমি বললাম। "শোনো, আমি যে কথাটা বলছি সেটা হলো আমি ফিরে আসব। আমি চাই না তুমি কিংবা নেতারা কেউ আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করো।"

জনি বেশ ভদ্রলোকের মতো একটা মুচকি হাসি দিলো, "বারাক কেউই তোমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করছে না। শোনো, তোমার সাফল্যে আমরা গর্বিত।"

এ সময় সূর্য একটা মেঘের আড়াল হয়ে গেলো; দু'জন তাস খেলুড়ে তাদের চেয়ারের পেছনে যে উইন্ডব্রেকার ঝুলিয়েছিলেন তা টেনে নিলেন। আমি একটা সিগারেট ধরালাম আর জনির সাথে আমার কথোপকথনের অর্থোউদ্ধারের চেষ্টা করলাম। সে কি আমার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করেছে? নাকি আমি নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিনা? আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রায় শ'খানেক বার চিন্তা করলাম। আমার আসলে বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। আমি কেনিয়া যেতে চাইলাম : অউমা ইতিমধ্যেই নাইরোবিতে ফিরে গেছে, ওখানে সে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য শিক্ষকতা করবে; সুতরাং বেড়াতে যাওয়ার এটাই একটা উৎকৃষ্ট সময়।

ল স্কুলে আমার শেখার অনেক কিছু ছিলো, সত্যিকার পরিবর্তন আনতে হলে ওগুলো আমার শেখা উচিত। আমি শিখতে চাই লাভের হার, করপোরেটগুলোর একত্রীভবন, আইন প্রণয়নের পদ্ধতি, কিভাবে বাণিজ্য আর ব্যাংক এক সাথে চলে, রিয়েল স্টেটের ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ কিভাবে সফল হয় কিংবা ব্যর্থ হয় এই সবকিছু। আমি শিখতে চাই মুদ্রার ক্ষমতা আর এর যাবতীয় জটিলতা বিষয়ক খুঁটিনাটি, এই জ্ঞান হয়তো আমি শিকাগোতে আসার আগেও অর্জন করতে পারতাম, কিন্তু এখন বুঝে গেছি এই জ্ঞানের প্রয়োজন কোথায় কোথায়, প্রমিথিউসের আগুন চুরির মতো আমি এই জ্ঞান এখন নিয়ে আসতে পারবো রোজল্যান্ডে, নিয়ে আসতে পারবো অ্যাল্টগেল্ডে।

এই যে গল্পটা আমি নিজেই নিজেকে এতক্ষণ ধরে বললাম, ওই একই গল্প, আমি কল্পনা করতে পারি, আমার বাবাও আটাশ বছর আগে নিজেকে নিজে অমন গল্প শুনিয়েছেন; যেহেতু তিনি আমেরিকায় আসার জন্য, স্বপ্নের দেশে আসার জন্য প্লেনে চেপেছিলেন। সম্ভবত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে তিনি কোনো এক মহৎ চিন্তায় বিভোর, তিনি সম্ভাব্য অযৌক্তিক পরিস্থিতি থেকে পালাতেন না। কিন্তু কথা হলো তিনি শেষ পর্যন্ত কেনিয়াতেই ফিরে গেছেন। তাই নয় কি? তাঁর পরিকল্পনা, তাঁর স্বপ্ন খুব শিগগিরই ধুলায় মিশে গেলো...।

www.pathagar.com

আমার বেলাতেও কি ওই একই ঘটনা ঘটবে? সম্ভবত জনির কথাই ঠিক; একবার যদি যুক্তিসহকরণ উন্মোচিত করে ফেলা যায় তাহলে সবসময়ই পলায়নপর একটা মনোভাব তৈরি হয়। এই পলায়ন হচ্ছে দরিদ্রতা থেকে, একঘেয়ে ক্লান্তি থেকে, এই পলায়ন হচ্ছে অপরাধ থেকে, কিংবা তোমার চামড়ার শেকল থেকে। সম্ভবত ল স্কুলে গিয়ে আমি হয়তো সেই পুরোনো প্যাটার্নেরই পুনরাবৃত্তি করব মাত্র, যা শুরু হয়ে গেছে কয়েকশ আগে থেকেই, যখন সাদা মানুষেরা এক অবান্তর ভীতি নিয়ে আফ্রিকান উপকূলে নোঙর ফেলেছিলো, তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো বন্দুক আর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, আর পরাজিতদের নিয়ে গিয়েছিলো শেকলে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে। শত্রুর সাথে এই প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাতের পর থেকেই কালোদের জীবনের মানচিত্র পুনরাঙ্কিত হয়ে গেছে, তাদের বিশ্ব পুনঃকেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে, আর পালিয়ে যাওয়ার সেই ধারণাটি প্রোথিত হয়ে গেছে সেই তখন থেকেই— ওই ধারণার বসবাস ফ্রাঙ্কের মনের ভেতর, ওই ধারণার বসবাস অন্য কালো বুড়ো পুরুষদের মনের ভেতর যারা হাওয়াই-এ বসবাসরত উদ্বাস্তু হিসেবে; সেই ধারণা নীলচোখা জয়েসের মনের ভেতর যে ফিরে গিয়েছিলো পাশ্চাত্যে, চেয়েছিলো কেবল স্বতন্ত্র জীবন যাপন: সেই ধারণা অউমার মাথার ভেতর, কেনিয়া আর জার্মানির টানাটানিতে সে ক্ষতবিক্ষত; সেই ধারণা প্রোথিত হয়ে আছে রয়ের ভেতর, যে কি না বুঝে গেছে ফের নতুন করে জীবন শুরু করা আর সম্ভব নয়। আর এখানে, এই সাউথ সাইডে, রেভারেন্ড ফিলিপের চার্চের সদস্যদের ভেতর কেউ কেউ হয়তো হেটেছেন ড. কিং-এর পাশাপাশি, এই বিশ্বাসে যে তাঁরা এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তাঁরা এগিয়ে চলেছেন সমস্ত ঈশ্বরের সন্তানদের অধিকার আর নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু যারা কোনো এক সময় উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে ক্ষমতা আসলে অ-বশীভূত আর নৈতিকতা অস্থিতিশীল, এমনকি বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড রোধ আইন করার পরও স্বাধীনতার ভীষণ ঘনিষ্ঠ ব্যাপারটিও পলায়নপর মনোবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকবে, শারীরিকভাবে না হলেও আবেগগতভাবে তা জড়িয়ে থাকবে, এবং তা দূরে থাকবে আমাদের কাছ থেকে, দূরে থাকবে আমরা যা জানি তা থেকে, থাকবে সাদাদের সাম্রাজ্যের নাগালের বাইরে— কিংবা ঘনিষ্ঠ হয়ে তার কোলেই থাকবে।

এই অ্যানলেজি পুরোপুরিভাবে ঠিক ছিলো না। সাদা ও কালোদের সম্পর্ক, পলায়নের অর্থ আমার কাছে যেমন ফ্রাঙ্কের কাছে ঠিক তেমন নয়, কিংবা ওল্ডম্যানের কাছে এমনকি রয়ের কাছেও তেমন নয়। এবং শিকাগো যেমন ছিলো তেমন বিচ্ছিন্ন, জাতিগত সম্পর্কের মতোই টান টান উত্তেজনা, নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সফলতা যা অন্তত কমিউনিটিগুলোর ভেতর কিছুটা হলেও ওভারল্যাপ-এর সৃষ্টি করেছে আর এরকম অবস্থায় আমার মত মানুষদের তো আরও নৈপুণ্য সহকারে কাজ করতে পারার কথা। কালোদের কমিউনিটিতে আমি একজন সংগঠক কিংবা একজন আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারি, এবং আমি শহরতলির

www.pathagar.com

বহুতল ভবনে বসবাস করতে পারি। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে: আমি সাউথ সাইডে প্রকাণ্ড এক বাড়ি কিনে নির্ভরযোগ্য এবং মূল্যবান একটা ল' ফার্মে কাজ করতে পারি, দামি গাড়ি হাঁকাতে পারি, অনুদান দিতে পারি এনএএসিপি এবং হ্যারোল্ডের প্রচারাভিযানে, স্থানীয় হাইস্কুলে আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরতে পারি। তারা আমাকে একজন রোল মডেল বলতো, বলতো যে আমি হলাম সফল কালো পুরুষদের একজন উদাহরণ।

তো এগুলোতে কি কোনো ভুল ছিলো? জনি অবশ্যই তা মনে করে না। সে মুচকি হেসেছিলো, আমি এখন বেশ বুঝতে পারি তার হাসির কারণ, সেও আমার নেতাদের মতোই এ ধরনের সফলতাকে দোষের কিছু মনে করে না। আর এই শিক্ষাটাই আমি পেয়েছি বিগত আড়াই বছরে, তাই পাইনি কি?— বেশির ভাগ কালোরাই আমার স্বপ্নের বাবার মতো নয়, যে লোকটা আমার মায়ের গল্পে বেঁচে আছেন, যে লোকটা বিরাট এক ভাবাদর্শ নিয়ে ছিলো কিন্তু বাস্তবজ্ঞান ছিলো না। ওই সব কালোরা আসলে আমার সৎবাবা লোলোর মতো, উনি ছিলেন বাস্তববাদী, যিনি জানতেন যে জীবন এখানে ভীষণ কঠিন, এখানে পরস্পরের চয়েস যাচাই করা সম্ভব নয়, এখানে জীবন এতই এলোমেলো যে বিমূর্ত আদর্শ নিয়ে আসলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কেউ-ই-আমার কাছ থেকে আত্মত্যাগ আশা করেনা— এমনকি রফিকও না যে আমাকে সম্প্রতি বিরক্ত করে চলেছে আমি যেনো সাদাদের ফাউন্ডেশন থেকে তার সাম্প্রতিক পরিকল্পের জন্য টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করে দেই, আশা করেন না রেভারেন্ড স্মলসও, যিনি স্টেট সিনেটর পদের জন্য লড়তে চান এবং যিনি উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের সমর্থনের আশায় আছেন। তাদের কাছে যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, একজন কমিউনিটি সদস্যও হওয়ার জন্য আমার গায়ের রঙ সবসময়ই যথার্থ, ওটা দিয়েই উতরে যাওয়া যাবে।

আর এই সব কিছুই আমাকে টেনে এনেছে এই শিকাগোতে, আমি অবাক হয়ে ভাবি এই শুধু সামান্য একটু অনুমোদনের জন্য আমার এত আকুলতা? কমিউনিটির কাছে এটা অবশ্যই এক অন্যতম এক অর্থবহন করে। কিন্তু এর অন্য একটা অর্থও রয়েছে, যা আরো বেশি প্রণোদনাসম্পন্ন। আর অবশ্যই, তুমি কালো হতে পারো এবং অ্যালটগেল্ড-এ কিংবা রোজল্যান্ডে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার তোয়াক্কা নাও করতে পারো। কাইলির মতো ছেলেদের, বেরানদেত্তা কিংবা সাদির মতো তরুণী মায়েদের পাত্তা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু নিজের কাছে সৎ থাকার জন্য অন্যের কাছে সৎ থাকার জন্য, কমিউনিটির পীড়নের প্রতি একটা অর্থ প্রদানের জন্য আর এই কমিউনিটিকে পীড়নমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন আরও বিশেষ কিছুর। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক অঙ্গীকার যা ড. কোলিয়ার প্রতিদিন পালন করে চলেছেন অ্যালটগেল্ড-এ। এর জন্য প্রয়োজন ত্যাগের যে ত্যাগ অ্যাসানটে তাঁর ছাত্রদের জন্য করতে চান।

এর জন্য প্রয়োজন বিশ্বাসের। আমি এখন স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম চার্চের ছোট্ট দোতলা জানালার দিকে, কল্পনা করতে লাগলাম ভেতরের প্রবীণ প্যাস্টরকে যিনি

www.pathagar.com

তাঁর সাপ্তাহিক হিতোপদেশের খসড়া তৈরিতে ব্যস্ত। তোমার বিশ্বাস কোথা থেকে এসেছে? উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। হঠাৎ করেই আমি বুঝতে পারলাম যে এর কোনো উত্তর আমার জানা নেই। সম্ভবত, এখনও আমার নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু নিজের প্রতি বিশ্বাস কখনই যথেষ্ট হতে পারে না।

সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। চোখ রাখলাম রিয়ারভিউ আয়নার দিকে, ওইসব চুপচাপ প্রবীণ তাসখেলুড়েরা ক্রমশ আমার চোখের আড়াল হতে লাগলেন।

সংগঠনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড জনিই সামাল দিচ্ছিলো আর আমি ওই এলাকার কালো মিনিস্টারদের সাথে একের পর এক দেখা করতে থাকলাম এই আশায় যে আমাদের সংগঠনে যোগদানের জন্য হয়তো আমি তাদের প্ররোচিত করতে পারবো। কাজটা খুব ধীরগতিতে এগুচ্ছিলো, বেশির ভাগ কালো প্যাস্টররা ক্যাথোলিক প্যাস্টরদের মতো নন, তাঁরা ভয়াবয় রকমের স্বাধীনচেতা, ধর্মসভা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত এবং বাইরের সাহায্য তাদের প্রয়োজন নেই বললেই চলে, আমি যখন প্রথমবার তাঁদের ফোন করতাম তখনই তাঁরা সন্দিহান হয়ে পড়তেন কিংবা কৈশলে এড়িয়ে যেতে চাইতেন, কেননা তাঁরা নাম নিয়ে একটা সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেতেন যে এই মুসলিম এখানে কেন— তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো, এই আইরিশম্যান কেন? ও'-বামা তাঁদের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতেই কয়েকমিনিট চলে যেতো। আর আমার সাথে বেশ কয়েকজনের দেখা হয়েছিলো যারা হলেন রিচার্ড রাইটের উপন্যাস কিংবা ম্যালকম এক্স-এর বক্তৃতার প্রোটোটাইপ এর অনুরূপ : বকধার্মিক কিছু প্রাচীন ব্যক্তি পরলোকে সুখ কল্পনা করে ধর্মপদেশ দিয়ে যান আর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন দান বাক্সের ওপর।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের অনেকের সাথেই আমার মুখোমুখি দেখা হয়েছে, এবং আমি মুগ্ধ হয়েছি। একটি গ্রুপ হিসেবে তাঁরা দারুণ চিন্তাশিল, পরিশ্রমী, আত্মবিশ্বাসী এবং তাঁরা জানেন তাঁদের উদ্দেশ্য, যার কারণে এই নেইবারহুডে তাঁরা সবচেয়ে ভালো সংগঠক হতে পেরেছিলেন। সময়ের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন দারুণ ভদ্র, আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো উনারা আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিজেদের উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত। একজন মিনিস্টার তাঁর বিগত জুয়ায় আসক্ত জীবনের কথা বললেন। আরেকজন বললেন এক্সিকিউটিভ হিসেবে তাঁর সফলতার কথা এবং গোপনে গোপনে মদ পান করার সেসব দিনগুলোর কথা। তাঁরা সবাই তাদের ধর্ম নিয়ে সন্দেহ পোষণের ওই সব দিনগুলোর কথা বলেছেন; বিশ্বের এবং তাদের নিজেদের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেছেন;

এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভেতর পুনরুত্থান ঘটাতে পেরেছেন, নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন বৃহৎ কোনো কিছুর সাথে, আর সেটাই হলো তাঁদের আত্মবিশ্বাসের উৎস, তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন তাঁদের ব্যক্তিগত পতনের কথা এবং

www.pathagar.com

দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা দেন তাদের ধারাবাহিক পরিত্রাণের কথা। আর এ ব্যাপারটিই তাদের সুসমাচার প্রচারে তাদের কর্তৃত্বপরায়ন করে তোলে।

আমি কি সুসমাচার শুনেছি? তাঁদের কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতেন।

তুমি কি জানো তোমার এই বিশ্বাস কোথা থেকে আসে?

যখন আমি বললাম যে আমি অন্য প্যাস্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাই তখন অনেকেই আমাকে রেভারেন্ড রাইটের কথা বললেন, আর বেভারেন্ড ফিলিপও তাঁর চার্চে আমাকে এই একই মিনিস্টারের কথা বলেছিলেন, তরুণ মিনিস্টাররা রেভারেন্ড রাইটকে একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে বেশ শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা একটি চার্চকে যেমন দেখতে চান, তাঁর চার্চ তারই একটা মডেল। প্রবীণ প্যাস্টররা তাঁদের গুণকীর্তনে বেশ সতর্ক, তাঁরা ট্রিনিটির ধর্মসভার দ্রুত বর্ধনে মুগ্ধ তবে পেশাদার কৃষ্ণাঙ্গদের ভেতর এর জনপ্রিয়তাকে তাঁরা একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই দেখে থাকেন ("ওটা একটা বাপ্পি চার্চ," জনৈক প্যাস্টর আমাকে বলতেন)

শেষ পর্যন্ত অক্টোবরের শেষের দিকে এসে, রেভারেন্ড রাইটের সঙ্গে দেখা করার এবং চার্চটাকে আমার নিজের মতো করে দেখার সুযোগ পেলাম। চার্চটা একটা প্রায় আবাসিক এলাকার নাইনটিফিফ্থ স্ট্রিটের সমতলবর্তী, লউডন হোম প্রজেক্ট থেকে কয়েক ব্লক দূরত্ব মাত্র। আমি আশা করেছিলাম জমকালো কিছু একটা হবে, কিন্তু দেখলাম লাল ইটের তৈরি কোন্‌যুক্ত জানালার ছোটখাটো, মাঝারি ধরনের একটা অবকাঠামো, চার পাশটা চিরহরিত গাছপালায় ঘেরা, ঝোপঝাড়গুলো চমৎকার করে ছেঁটে নেওয়া আর ঘাসের ভেতর ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা— FREE SOUTH AFRICA। আর ভেতরে শীতল একটা পরিবেশ আর নানান কর্মকাণ্ডের মৃদু কোলাহল। ডে-কেয়ারের একদল ছোট ছোট শিশুরা অপেক্ষা করে আছে বাড়ি ফিরে যাবে বলে। আফ্রিকান নাচের ক্লাসের পোকাশের মত পোশাক পরা টিনএজ মেয়েদের একটি দল এই মাত্র দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ছে। চারজন প্রৌঢ়া রমনী উঠে দাঁড়িয়েছেন গির্জার বেদিতে, তাদের একজন চিৎকার করে বলছেন "ঈশ্বর মহান" আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা প্রতিউত্তর দিচ্ছে, "সব সময়ের জন্য"।

অবশেষে সুশ্রী মনোরোম চেহারার এক ভদ্রমহিলা হন্তদন্ত হয়ে এসে তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি ট্রেসি, রেভারেন্ড রাইটস এর অন্যতম এক সহকারী। উনি জানালেন যে রেভারেন্ড-এর আসতে কয়েক মিনিট দেরি হবে এবং আমি কফি খেতে চাই কি না তাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে চার্চের পেছন দিকের রান্নাঘরে গেলাম, আমরা কথা বলা শুরু করলাম, চার্চ নিয়েই বেশির ভাগ কথা হলো আমাদের, কিন্তু তাঁর সম্পর্কেও সামান্য কিছু কথা হলো। উনার জীবনে বেশ কঠিন সময় গেছে একটা; অল্পকিছুদিন হলো তাঁর স্বামী মারা গেছেন, তার সপ্তাহ কয়েক পরই তিনি শহরতলি ছেড়ে চলে যান, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে দীর্ঘসময় ধরে এক কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই

www.pathagar.com

তিনি কাটিয়েছেন শহরে। কিন্তু কোথায় গেলে তাঁর টিনএজ বয়সী পুত্রের জন্য ভালো হবে সে বিষেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বর্তমান সময়ে শতশত কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার কিভাবে শহরতলিতে এসে ভিড় জমাচ্ছে সে বিষয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন; এখানে তাঁর পুত্র কোনোরকম হেনস্থার স্বীকার না হয়ে কিভাবে রাস্তায় মুক্তভাবে চলাচল করতে পারবে সে সম্পর্কে তিনি বললেন; তাঁর ছেলে যে স্কুলে ভর্তি হবে সে স্কুলের মিউজিক কোর্সের কথা বললেন, বললেন যে ওখানে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যান্ড দল রয়েছে, আর গানের সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং ইউনিফরম ফ্রি।

"ও সবসময়ই একটা ব্যান্ড দলে ভর্তি হতে চায়"— নরম গলায় বললেন উনি।

আমরা যখন এসব বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম তখন দেখলাম চল্লিশের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া একজন ভদ্রলোক হেঁটে হেঁটে আমাদের দিকে আসছেন। মাথা ভর্তি রূপালি চুল, নাকের নিচে রূপালি গোঁফ আর থুতনিতে ছাগুলে দাঁড়ি; তিনি পরে আছেন ছাই রঙের থ্রিপিস স্যুট। উনি নড়াচড়া করছেন খুব ধীর গতিতে, এবং নিয়মমাফিক, যেনো তিনি তাঁর শরীরে শক্তিসঞ্চয় করে রাখতে চাচ্ছেন, তিনি তাঁর চিঠিপত্র বাছাই করতে করতে নিজের মনে গুণগুণ করে বললেন:

"বারাক", এমন ভাবে বললেন যেনো আমি তাঁর বহুদিনের পুরোনো বন্ধু," দেখি, ট্রেসি কথা বলার জন্য আমাদের দু এক মিনিট সময় দেয় কি না?"

"ওর কথায় কান দেবেন না, বারাক," ট্রেসি বললেন, তিনি তাঁর স্কার্টটা ছড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "আপনাকে আমার আগেই সতর্ক করা উচিত ছিলো যে রেভ মাঝে মধ্যে বোকার মতো কথা বলেন।"

রেভারেন্ড রাইট হেসে ফেললেন, তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন এলোমেলো ছোট্ট এক অফিস রুমে।

"দেরি করে ফেলার জন্য দু:খিত," উনি বললেন, দরজাটা লাগিয়ে দিলেন। "আমরা একটা নতুন গির্জা তৈরির চেষ্টা করছি, আমাকে ব্যাংকারদের সাথে দেখা করতে হচ্ছে, আর আপনি তো জানেন ওরা সবসময়ই আপনার কাছ থেকে কিছু একটা চায়। সম্প্রতি ওরা আমাকে আরও একটি জীবন বীমা খুলতে বলছে। যদি আমি আগামীকাল মারা যাই। তারা ভেবেচিন্তে দেখেছে যে আমি ছাড়া পুরো চার্চটাই ধসে পড়বে।"

"তাই নাকি?"

রেভারেন্ড রাইট তাঁর মাথা নাড়ালেন। "আমি একটা চার্চ নই, বারাক। যদি আগামীকাল মারা যাই, আমি আশা করব লোকজন ভদ্রভাবেই আমাকে কবরস্থ করবেন, খুব খুশি হব দু-একজন যদি চোখের পানি ফেলেন। কিন্তু যখনই আমি ছয় ফুট মাটির নিচে চলে যাবো, তখনই আমার জায়গাটা তারা ঠিকই পূরণ করে ফেলবে, তারাই ভেবে বের করে ফেলবে কিভাবে এই চার্চকে মিশনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায়।"

উনি বড়ো হয়েছেন ফিলাডেলফিয়াতে, উনি হলেন একজন বাপিস্ট মিনিস্টারের পুত্র, উনি প্রথমে তাঁর পিতার পেশার বিরোধিতা করেছিলেন, কলেজ থেকে বেরিয়ে

www.pathagar.com

যোগদান করেছিলেন মেরিনে। ষাটের দশকে কড়া মদ, ইসলাম আর কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে বিশ্বাসের ডাক ছিলো, নানান দোলা-চোলে অবশেষে তিনি প্রবেশ করলেন হাওয়ার্ডে, এরপর প্রবেশ করলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওখানে ছ'টি বছর কাটিয়েছেন ধর্মের ইতিহাসের ওপর পিএইচডি করার জন্য। উনি শিখেছেন হিব্রু এবং গ্রিক, পড়েছেন Tillich আর Niebuhr এর সাহিত্য এবং ছিলেন ব্ল্যাক লিবারেশন থিওলোজিয়ান। স্ট্রিট জীবনের সুখ দুঃখ, বইপত্রের জ্ঞান আর মাঝে মধ্যে টুয়েন্টি ফাইভ সেন্ট ওয়ার্ড, এসব নিয়ে প্রায় দু'দশক আগে উনি প্রবেশ করেছিলেন এই ট্রিনিটিতে, যদিও তাঁর আত্মজীবনী সম্পর্কে আমি অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম কিন্তু প্রথম দেখাতেই একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, যদিও উনি বারবার তা অস্বীকার করে আসছিলেন, তা হলো তিনি তাঁর দারুণ মেধাবলে সব কিছু ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, বিরোধের মীমাংসা না করতে পারলেও, কৃষ্ণাঙ্গদের পরস্পরবিরোধী মেজাজ-এর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই শেষ পর্যন্ত ট্রিনিটি সফল হতে পেরেছে।

"এখানে নানান কিছিমের লোকজন আছে" উনি বললেন, "এখানে যেমন আছে আফ্রিকানিস্ট তেমন আছে ট্র্যাডিশনালিস্ট। কখনো সখনো এসবরে ভেতর অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়— অবস্থা কুৎসিত হয়ে ওঠার আগেই আমাকে তা সারিয়ে তুলতে হয়। তবে তা সব সময় নয়। সাধারণত কেউ যদি নতুন কোনো মিনিষ্ট্রির জন্য আইডিয়া বের করে, তাহলে আমি তাদের বলি যে ওরা যেনো এই ব্যাপারগুলোর সঙ্গেই থাকে, তাহলে ওরা নিজেরাই ওদের উপায় খুঁজে বের করতে পারবে।"

তাঁর পদ্ধতিতে অবশ্যই কাজ হয়েছিলো : তাঁর মেয়াদ কালে চার্চের সদস্য সংখ্যা দুইশত থেকে চার হাজারে উন্নিত হয়েছিলো; প্রত্যেক ধরনের রুচি অনুযায়ী একটা করে সংগঠন ছিলো, যোগ ব্যায়ামের ক্লাস থেকে শুরু করে ক্যারিবিয়ান ক্লাব পর্যন্ত। চার্চের অগ্রগতিতে তিনি দারুণ সন্তুষ্ট ছিলেন বিশেষ করে চার্চের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, যদিও তিনি সবসময়ই স্বীকার করে আসছেন যে এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে।

"তোমার মতো তরুণদের কাছে পৌঁছতে পারাটা ভীষণ কঠিন", উনি বললেন। "ওদের কোমল হতে হবে ভেবে তরুণরা বেশ উদ্বিগ্ন। ওদের ইয়ার দোস্তরা কী মনে করবে এটা ভেবে তারা উদ্বিগ্ন। ওদের কথা হলো এই সব চার্চ-ফার্চ মেয়েদের জিনিস, ছেলেদের এসব আধ্যাত্মিক দুর্বলতা বেমনান।"

তারপর রেভারেন্ড আমার দিকে তাকালেন, উনার তাকানোতে আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমি প্রসঙ্গ বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম, ভাবলাম আরও পরিচিত কোনো বিষয়ে কথা বলা যাক, ডিসিপি এবং আমরা যে ইস্যু নিয়ে কাজ করছিলাম সেসব বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে তাঁর এই চার্চের মতো বড় বড় চার্চগুলো এসব কাজে জড়িত হতে পারে। উনি বসে

www.pathagar.com

বসে খুব ধৈর্যসহকারে আমার কথা শুনলেন, আমি কথা শেষ করার পরে উনি মৃদু সম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা নাড়লেন।

"আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব, যদি পারি আরকি," উনি বললেন।" কিন্তু তোমার জানা উচিত যে তোমার চেষ্টায় তুমি যদি আমাদের জড়িত করতে পারো তাহলে সেটা কোনো গর্বের ব্যাপার হবে না।"

"কেনো? কেনো?"

রেভারেন্ড রাইট কাধ ঝাঁকালেন। "আমার কিছু সহকর্মী পাদ্রি আমাদের কর্মকাণ্ডকে প্রশংসার চোখে দেখেন না। তাঁদের ধারণা আমরা খুব বেশি প্রগতিশীল। অন্যদের ধারণা, আমরা তেমন একটা প্রগতিশীল নয়। আমরা হলাম অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ। আমরা আসলে যথেষ্ট আবেগপ্রবণ নয়। আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দেই আফ্রিকান ইতিহাসের ওপর, স্কলারশীপ-এর ওপর"

"কেউ কেউ বলে যে," আমি কথার মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটালাম, "এই চার্চের গতিময়তা নাকি খুব বেশি ঊর্ধ্বমুখী"। রেভারেন্ডের হাসি মিলিয়ে গেলো। "সব বাজে কথা," উনি একটু কড়া গলায় বললেন। "যারা এইসব অনর্থক কথাবার্তা বলে তারা আসলে নিজেরাই বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। ওরা শ্রেণীভেদ ব্যাপারটাকে তীব্র করে তুলেছে, যার কারণে আমরা আর একত্রে কাজ করতে পারি না। তাদের অর্ধেকের ধারণা যে সাবেক গ্যাং ব্যানজার কিংবা সাবেক মুসলিমের খ্রিষ্টান চার্চে কোনো কাজ থাকতে পারে না। অন্য অর্ধেকের ধারণা যে শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা চাকরি-বাকরি করে এমন সব কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা অন্য যেসব চার্চ স্কলারশিপের প্রতি শ্রদ্ধেয় সেগুলো সবই সন্দেহের যোগ্য।

"আমরা এখানে এইসব মেকি বিভাজন করিনি। এটা আয়রোজগারের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বারাক। পুলিশ যখন আমাকে ধরে নিয়ে যায় ক্রুশের মতো হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে গাড়ির ওপর ঠেসে ধরে তখন ওরা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করে না। এসব বখে যাওয়া ভাইয়েরা, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানীদের মতোই 'জাতিগত সম্পর্কের গুরুত্ব ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে' এই বিষয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছে। এখন কথা হলো, সে বাস করছে কোন দেশে?"

কিন্তু আমি ভীষণ অবাক হলাম শ্রেণীভেদের পেছনে কি তাহলে কোনো বাস্তবতা নেই? তাঁর সহকারীর সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হলো আমি তাঁকে সেগুলো বললাম, আমি তাঁকে ওই সব লোকের প্রবণতার কথা বললাম যারা বিপদসীমার বাইরে থাকতে চায়। উনি চোখ থেকে তাঁর চশমাটা নামিয়ে মুছতে লাগলেন আর আমি দেখতে পেলাম তাঁর ক্লান্ত চোখ জোড়া।

"শহরের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য আমিই ট্রেসিকে পরামর্শ দিয়েছিলাম," উনি শান্তস্বরে বললেন। "তার ছেলেটা যেখানে যাচ্ছে সে জানতেও পারবেনা সে কোথায় যাচ্ছে এবং সে কে।"

"সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি নেওয়াটা খুবই কঠিন।"

www.pathagar.com

"এই দেশে কালোদের কোনো নিরাপত্তা নেই, বারাক। কখনই ছিলো না। সম্ভবত ভবিষ্যতেও হবে না।"

এক সেক্রেটারি এসে উত্তেজিতভাবে রেভোরেন্ড রাইটকে তাঁর পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমরা হ্যান্ডশেক করলাম, আমার সঙ্গে কোন কোন সদস্য সাক্ষাৎ করবেন ট্রেসিকে দিয়ে উনি তার একটা তালিকা তেরি করে আমাকে দেবেন বলে রাজি হলেন।

এরপর পার্কিং লট-এ আমার গাড়িতে বসে রিসিপশন থেকে যে রুপালি রঙের পুস্তিকা নিয়েছিলাম তা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। এটাতে অনেক গাইডিং প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে– "কালোদের মূল্যবোধ তন্ত্র"– ধর্মীয় সভায় এটা গৃহীত হয়েছে ১৯৭৯ সালে। তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি অঙ্গীকার, "যিনি আমাদের মিনতিপূর্ণ নিষ্ক্রীয়তা পরিত্যাগ করতে শক্তি জোগাবেন এবং কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিষ্টান কর্মী হতে শক্তি জোগাবেন। শক্তি জোগাবেন কালোদের মুক্তির সৈনিক হতে আর সমস্ত মানবতাকে মর্যাদা দিতে পারার।" এর পরে রয়েছে কালোদের কমিউনিটি, কালোদের পরিবার, শিক্ষা, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও আত্মসম্মানবোধের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কথা।

খুবই ন্যায়সংগত এবং আন্তরিক একটি তালিকা– আমার ধারণা, দুই প্রজন্ম আগে প্রবীণ রেভারেন্ড ফিলিপ তাঁর গ্রামের সাদা রঙের গির্জায় যে মূল্যবোধের শিক্ষা নিয়েছিলেন তার সাথে এই তালিকার মূল্যবোধের কোনো পার্থক্য নেই। ট্রিনিটির পুস্তিকায় সুনির্দিষ্ট একটা অনুচ্ছেদ দেয়া আছে যদিও তা শুনতে অনেকটা ঐশি আদেশের মতো, আর এটার জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত বর্ণনার। এর শিরোনামে দেয়া আছে "মধ্যবিত্তমানসিকতার অনুসরণ অস্বীকার" আরও বলা আছে "আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে 'মধ্যম আয়ের' পেছনে ছোটা অনুমোদনযোগ্য", ওই টেক্সট-এ বলা আছে, আমেরিকান মূলধারায় সফল হবার মতো যাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত মেধা এবং সৌভাগ্য রয়েছে তারা অবশ্যই "ব্ল্যাক 'মিডলক্লাসনেসকে' মনঃস্তাত্ত্বিকভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবেনা, কেননা এতে সফল ভাই-বোনেরা এমনভাবে সম্মোহিত হয়ে যায় যে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা বাদবাকি সবার চেয়ে উত্তম এবং বাদবাকিদের 'ইউএস' এই শিক্ষা না দিয়ে বরং 'আমরা' এবং 'তোমরা' এই ধারণা প্রদান করে।"

ট্রিনিটির নানান সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আমি কেবলই ঘুরেফিরে ওই ঘোষণার কথা চিন্তা করতাম। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে অন্তত রেভারেন্ড রাইট চার্চের সমালোচকদের বিদায় করে দিয়ে অংশত ভালো কাজই করেছেন, ওই চার্চের সিংহভাগ সদস্যই একেবারে খাঁটি শ্রমিক শ্রেণীর ঠিক যেমন শহরের অন্য বড় বড় কৃষ্ণাঙ্গ চার্চগুলোতে শিক্ষক, সেক্রেটারিয়েটস এবং সরকারি চাকুরেরা থাকতেন এখানেও তেমন। আশেপাশের হাউজিং প্রজেক্টের অধিবাসীদের সক্রিয়ভাবে নিয়োগ

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে এবং দরিদ্রদের চাহিদা মেটাতে নানান প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন– আইনি সহায়তা, টিউটোরিয়ালস, মাদক প্রকল্প– এর জন্য চার্চের সম্পদ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নেওয়া হয়েছে।

তারপরও এখনও অস্বীকার করা হয় না যে গির্জায় কৃষ্ণাঙ্গ পেশাদারদের সংখ্যা পদমর্যাদা, যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, হিসাবরক্ষক এবং কর্পোরেট ম্যানেজার অনুযায়ী অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। তাদের কেউ কেউ ট্রিনিটিতেই উচ্চতর পদে উন্নীত হয়েছেন, কেউ কেউ অন্য ধর্মসম্প্রদায় থেকে পরিবর্তীত হয়ে এখানে এসেছেন। এঁদের অনেকেই স্বীকার করেছেন যে তারা ধর্মকর্ম চর্চায় অনেকদিন যাবত অনুপস্থিত ছিলেন– কেউ কেউ অবশ্য পছন্দের ব্যাপারে বেশ সচেতন, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি এর অন্যতম কারণ হলেও এর চেয়ে আরও জোরালো কারণ হলো চার্চ তাদের কাছে খুব একটা প্রাসঙ্গিক ছিলো না যেহেতু তারা শ্বেতাঙ্গদের প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ছুটে বেড়ান।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যদিও, তাঁরা সবাই আমাকে বলেছেন যে তাঁরা সবাই আধ্যাত্মিকতার এক কানাগলিতে পৌঁছে গেছেন, তাদের অনুভূতিটা কেমন যেনো অপরিণত এবং পীড়াদায়ক, মনে হয় তাঁরা নিজেদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। গির্জায় নিয়মিত তাঁরা আসেন না, মাঝে মধ্যে আসেন, এবং এসে ট্রিনিটিতে ওই একই জিনিস দেখতে পান যা সব ধর্মই তার ধর্মান্তরিতদের বলে থাকে: এটা একরকম আধ্যাত্মিক আশ্রয় এবং এখানে এলে একজন দেখতে পাবে যে তার অনুদান বা দান বেশ প্রশংসিত হচ্ছে এবং সেটার স্বীকৃতিও দেয়া হচ্ছে যা কোনোভাবেই সম্ভব নয় পে চেক্-এ দান করলে : এটা এক ধরনের নিশ্চয়তা, যখন হাড় দুর্বল হয়ে পড়বে, যখন চুল ধূসর রঙের হয়ে উঠবে, তখন কেবল তাদের এই সব দান-ই তাদের সঙ্গে থেকে যাবে– যখন তাদের সময় ঘনিয়ে আসবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে তখন কমিউনিটি তাদের স্মরণ করবে।

কিন্তু এই সমস্ত লোকজন যা খুঁজতেন তার সবটাই যে পুরোপুরিভাবে ধর্মীয় তা নয়; আমার ধারণা, শুধু যীশুর জন্যই যে তারা বাড়ি থেকে আসতেন তা নয়, আমার মনে হয়েছে যে, ট্রিনিট্রি তার আফ্রিকান মূলভাব নিয়ে কালোদের ইতিহাসের ওপর বেশি জোর দিয়েছে, আর রেভারেন্ড ফিলিপের ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে, যার কথা উনি আগেই বর্ণনা করেছিলেন যে চার্চ হলো মূল্যবোধ বিতরণকারী এবং আইডিয়া প্রচারকারি। বর্তমানে এই পুনঃবিতরণ শুধু মাত্র একটা দিকেই যে হচ্ছে তা নয়, স্কুলশিক্ষক থেকে শুরু করে চিকিৎসক পর্যন্ত যাঁরা বর্গাচাষিদের কিংবা দক্ষিণ থেকে আসা নব্য তরুণ যে বড় শহরের শহুরে জীবনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চায়, তাদের সাহায্য করাকে একজন খাঁটি খ্রিষ্টানের দায়িত্ব বলেই মনে করেন। বর্তমানে সংস্কৃতির ধারা উল্টে গেছে বলা যায়; সাবেক গ্যাং-ব্যানজার, টিন এজ মা, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধরনের বৈধতা রয়েছে– যেহেতু বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে সেহেতু বৈধতা দানের

www.pathagar.com

ব্যাপার রয়েছে, আর সে জন্যই চার্চে তাদের উপস্থিতির কারণে আইনজীবী কিংবা ডাক্তাররা স্ট্রিট জীবনের সুঃখ দুঃখের কথা জানতে পারে। চার্চের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত, যারা আসতে চায় তারাই আসতে পারবে, আর ট্রিনিটির মতো চার্চ তার সদস্যদের এই আশ্বাস প্রদান করে যে তাদের নিয়তি অবিচ্ছেদ্যরূপে সীমাবদ্ধ, এবং "আমাদের" ব্যাপারটি এখনও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

অনুষ্ঠানটি বেশ শক্তিশালীই ছিলো, এই কালচারাল কমিউনিটি তার তুচ্ছ জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় না দিয়ে বেশ সুনামের সাথেই অনুষ্ঠানটি করেছে, এই কমিউনিটি আমার নিজস্ব ধরনের সংগঠনের চাইতে বেশি টেকসই। তারপরেও আমি এখনও নিশ্চিত হতে পারি না যে এটা লোকজনকে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে কি না কিংবা তরুণদের জেলে যাওয়া কমাতে পারবে কিনা। কৃষ্ণাঙ্গ স্কুল প্রশাসন, ধরা যাক আর কী, এবং কৃষ্ণাঙ্গ স্কুল অবিভাবকদের মধ্যে খ্রিষ্টীয় বন্ধুভাব কি স্কুল চালানোর পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে? এবং রেভারেন্ড রাইটের মতো লোক যদি পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন, ট্রিনিটির মতো চার্চ যদি সত্যিকার ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত হওয়ার ব্যাপারটা প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্যিকার দ্বন্দ্বের ঝুঁকি নেয়, তাহলে পুরো কমিউনিটিকে অক্ষত রাখার আর কোনো সুযোগ থাকবে কি?

মাঝে মধ্যেই কথায় কথায় আমি লোকজনদের এই প্রশ্নটা করতাম। রেভারেন্ড ফিলিপ ও রেভারেন্ড রাইট যেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন তারাও একইরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। ট্রিনিটির পুস্তিকায় যেসব নীতিমালা দেয়া আছে, সেগুলোকে তারা যীশুর 'পুনরুত্থানের' চাইতে কোনো অংশেই কম বিশ্বাস করেন না। তোমার আইডিয়াগুলো বেশ ভালো, উনারা আমাকে বলতেন। তুমি যদি চার্চে যোগদান করো তাহলে একটা কমিউনিটি প্রোগ্রাম শুরু করতে আমাদের সাহায্য করতে পারো। আচ্ছা, 'রবিবারে' আসোনা কেনো?

তখন আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওই প্রশ্নটা আবারও করতাম, একটা জিনিস আমি স্বীকার করতে অসমর্থ ছিলাম তাহলো আমি বিশ্বাস আর মূঢ়তার ভেতর, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার ভেতর পার্থক করতে পারতাম না, তাদের কথাবার্তায় যে আন্তরিকতা খুঁজে পেতাম তাতে আমি বিশ্বাস পোষণ করতাম আর তখন আমি এক অনিচ্ছুক সংশয়বাদী থেকে যেতাম, আমার নিজের অভিপ্রায়ের ওপরেও আমি সন্দিহান ছিলাম, সতর্ক ছিলাম সুবিধাজনক ধর্মান্তরিতকরণে, ঈশ্বরের সঙ্গে পাপমোচন নিয়ে প্রচুর ঝগড়াঝাটি করতাম।

শোকরানা আদায়ের আগের দিন, হ্যারল্ড ওয়াশিংটন মারা গেলেন।

হঠাৎ করেই ঘটনাটা ঘটে গেলো। মাত্র কয়েকমাস আগে, হ্যারল্ড পুনর্নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, খুব দক্ষতার সাথে উনি ভ্রোডোলিয়াক আর

www.pathagar.com

বায়ার্নিকে হারিয়ে দিয়ে ওই শহরের গত চার বছরের অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছিলেন। শেষবার তিনি খুব সতর্কভাবে প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন, পেশাদার মনোভাব নিয়ে সামাল দিতে পেরেছিলেন, ১৯৮৩ সালের কোনো শক্তিমত্তা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন না; তাঁর প্রচারণা ছিলো সংহতকরণের, পাবলিক ওয়ার্ক আর বাজেটের মধ্যে ভারসাম্য বজায়ের। উনি হাত বাড়িয়েছিলেন কতিপয় পুরোনো দিনের মেশিন রাজনীতিকদের কাছে, যেমন আইরিশ, পোলিশ, উনি শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত ছিলেন। ব্যাবসায়িক সম্প্রদায় তাঁর কাছে তাদের চেক পাঠিয়েছিলো, তারা তাঁর উপস্থিতি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলো। তাঁর ক্ষমতা এতই নিরাপদ ছিলো যে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজেরই ঘাঁটিতে অসন্তোষের দানা বেঁধে উঠেছিলো, কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদীরা নাখোশ হয়েছিলেন তার ওপর, কেননা তিনি শ্বেতাঙ্গ ও হিসপানিকদের সক্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন। কর্মিরা তাঁর ওপর হতাশ হয়েছিলো কারণ তিনি দারিদ্র্য সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যেসব লোকজন বাস্তবতার নিরিখে স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন তারা তাঁর এই ছাড় দেয়াকে পুরুষত্বহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন।

হ্যারল্ড অবশ্য এসব সমালোচনায় কান দেননি। উনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বড় বড় ঝুঁকি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আবার তাড়াহুড়ো করারও কিছু নেই। তিনি বলেছিলেন যে তিনি পরবর্তী বিশ বছরের জন্য মেয়র হতে চান।

আর তারপরই তিনি মারা গেলেন : আকস্মিক এক নীরব প্রস্থান, উদ্ভট রকমের এক স্বাভাবিক মৃত্যু, বিশালদেহধারী এক মানুষের চিরবিদায়।

সেবার উইকএন্ডে বৃষ্টি হচ্ছিলো, ঠাণ্ডা এবং একটানা বৃষ্টি, ওই নেইবারহুডের স্ট্রীটগুলো ছিলো নীরব। ভেতরে এবং বাইরে লোকজন কান্নাকাটি করছিলো। কৃষ্ণাঙ্গদের রেডিও স্টেশন থেকে হ্যারল্ডের বক্তৃতা প্রচার করা হচ্ছিলো ঘণ্টায় ঘণ্টায়। যেন মৃত্যুকে সমন জারি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সিটি হলে মানুষের লাইন এঁকে বেঁকে ঢুকে পড়েছিলো নানান ব্লকে, শোকার্ত মানুষেরা এসছিলো মৃতকে এক নজর দেখার জন্য, সর্বত্র কৃষ্ণাঙ্গরা হতভম্ব হয়ে পড়লো, আহত বোধ করতে লাগলো, তাদের দিক নির্দেশনা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়লো, ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরপরই ওয়াশিংটনের অনুগতরা প্রারম্ভিক অভিঘাতের ভেতর দিয়েই কাজ করতে থাকলেন। তারা পারস্পরিক সাক্ষাৎ আরম্ভ করে দিলেন, নতুন ভাবে দলবদ্ধ হতে শুরু করলেন, চেষ্টা করলেন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য কোনো স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা যায় কি না, আরও চেষ্টা করলেন হ্যারল্ডের কোনো আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বাছাই করা যায় কি না? কিন্তু তত দিনে এসব কাজ করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওখানে তখন কোনো ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন ছিলেনা, কোনো স্পষ্ট নীতিমালা ছিলো না যা অনুসরণ করা যেতো। কৃষ্ণাঙ্গদের

www.pathagar.com

সমস্ত রাজনীতি কেন্দ্রীভূত ছিলো একজন মানুষের ওপর যিনি সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করতেন, এখন উনি নেই, তাঁর বেঁচে থাকার প্রয়োজন যে কতটা ছিলো কেউ তা বলে শেষ করতে পারছেন না।

অনুগতরা তুচ্ছবিষয় নিয়ে তুমুল ঝগড়ায় মেতে উঠলেন। চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর উদ্ভব হলো, ছড়িয়ে পড়লো নানান গুজব। সোমবারে সিটি কাউন্সিলের বিশেষ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নতুন মেয়র নির্বাচন করার কথা ছিলো, যে কোয়ালিশন হ্যারল্ডকে প্রথম অফিসে বসিয়েছিলো সেই কোয়ালিশন বিলুপ্ত হয়ে গেলো। সেদিন সন্ধ্যায় আমি সিটি হলে গিয়েছিলাম এই দ্বিতীয় মৃত্যু দেখার জন্য। লোকজন, বেশির ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ, কাউন্সিল চেম্বারের বাইরে বিকেলের শেষভাগ পর্যন্ত ভিড় জমিয়েছিলো— বয়স্ক লোকজন, কৌতূহলী মানুষজন, ব্যানার ও প্রতীক হাতে নানান নারী পুরুষ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ওরা কৃষ্ণাঙ্গ পৌরমুখ্যের বিরুদ্ধে চিৎকার করছিলো যিনি শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। তারা এই মৃদু-ভাষী কৃষ্ণাঙ্গ পৌরমুখ্যের দিকে ডলার বিল নেড়ে নেড়ে দেখাচ্ছিলো— তিনি সেই মেশিন এর আমল থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন— আর তাঁর পাশে থেকেই শ্বেতাঙ্গ পৌরমুখ্য তাদের সমর্থন দিয়ে যেতেন। ওরা এই ভদ্রলোককে বিশ্বাসঘাতক বেঈমান এবং আঙ্কেল টম বলে অভিহিত করছে। জমায়েত লোকজন সুর করে গান গাওয়া শুরু করলো, তালে তালে পা নাচাতে লাগলো আর প্রতিজ্ঞা করলো তারা কখনই এ জায়গা ছেড়ে যাবে না।

কিন্তু ক্ষমতা এখন এক অসুস্থ রোগী এবং সে জানে তার কী প্রয়োজন; ক্ষমতা কৌশলে পরাস্ত করতে পারে সমস্ত স্লোগানকে, সমস্ত প্রার্থনাকে এবং পরাস্ত করতে পারে মোমবাতির আলোয় সারা রাত্রীর জাগরণকে। মধ্যরাত্রের দিকে, অর্থাৎ কাউন্সিল যখন ভোট নিতে যাবে তার ঠিক একটু আগে, চেম্বারের দরজা একটুখানি ফাঁক হলো, আমি দেখলাম দু'জন পৌরমুখ্য শলাপরামর্শের জন্য একত্রিত হয়েছেন। তাদের একজন হলেন কৃষ্ণাঙ্গ, যিনি হ্যারল্ডের লোক ছিলেন; অপরজন হলেন ভ্রোডোলিয়াক, শ্বেতাঙ্গ। উনারা ফিস ফিস করে কথা বলছেন, মৃদু মুচকি হাসি দিচ্ছেন। তারপর তাকালেন তখনও শোরগোল করে যাওয়া ভিড়ের দিকে এবং তাকিয়ে খুব দ্রুত হাসি সামলে নিলেন, দু'জনই বিশাল আকৃতিসম্পন্ন, দু'জন পরে আছেন চটকাদার ডাবল-ব্রেস্টেড স্যুট এবং দু'জনের চোখেই একই রকম ক্ষুধা এবং দু'জনই জানেন এর হেতু কি।

তারপর ওই জায়গা ছেড়ে আমি চলে এলাম। স্ট্রিটের উপচে পড়া ভিড় ঠেলে ঠেলে আমি ড্যালি প্লাজা অতিক্রম করে আমার গাড়ির দিকে এগোতে থাকলাম। ঠাণ্ডা বাতাস চাবুকের মতো এসে গায়ে আঘাত করছে, ধারালো ব্লেডের মতো তীক্ষ্ম ঠাণ্ডা, আমি দেখতে পেলাম হাতে লেখা একটা ব্যানার আমার পেছনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। বিশাল বড় বড় অক্ষরে লেখা HIS SPIRIT LIVES ON। আর তার নিচেই একটা ছবি দেয়া, যে ছবিটা স্মিটির বারবারশপে একটা চেয়ারের জন্য

www.pathagar.com

অপেক্ষা করতে করতে অসংখ্যবার আমি দেখেছি; সুদর্শন, ধূসর মুখ; প্রশ্রয়পূর্ণ হাসি; মিটিমিটি চোখ; আর এখন, শরতের ঝরাপাতার মতো ফাঁকা শূন্য দিয়ে বয়ে চলেছেন তিনি।

কয়েকটা মাস দম বন্ধ করা গতিতে পার হয়ে গেলো, আর সেই সঙ্গে অনবরত মনে করিয়ে দিতে থাকলো যে এখনও অজস্র কাজ পড়ে রয়েছে। স্কুল সংস্কারে সমর্থন লাভের জন্য আমরা একটা সিটিওয়াইড কোয়ালিশনের সঙ্গে কাজ করলাম। এই অঞ্চলে পরিবেশসংক্রান্ত একটা স্ট্রেটেজি নির্ধারণের জন্য আমরা মেক্সিকানদের সঙ্গে ঘনঘন আলোচনায় বসলাম। আমি গাড়ি চালিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম জনির কাছে। যা শিখতে আমার তিন তিনটি বছর লেগে গিয়েছিলো তা জনিকে জোর করে শেখানোর জন্য আমি উন্মত্ত হয়ে উঠলাম।

"তা এই সপ্তাহে কার সাথে দেখা করলে?" আমি জিজ্ঞেস করতাম।

"ওহ্, এই তো দেখা করলাম মিসেস ব্যাংকস এর সাথে, ট্রু ভাইন হলিনেস চার্চ-এ। উনাকে বেশ যোগ্য বলেই মনে হচ্ছে... হুম, একটু দাঁড়াও, হ্যাঁ, এই তো। শিক্ষক, শিক্ষায় আগ্রহী, আমার ধারণা উনি অবশ্যই আমাদের সাথে কাজ করবেন।"

"উনার স্বামী কী করেন?

"ওহ্, আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।"

"শিক্ষক সমিতি সম্পর্কে উনার কী ধারণা?

"ওহ্, বারাক, আমি মাত্র আধাঘণ্টার মতো সময় পেয়ে ছিলাম ওঁর সাথে কথা বলার জন্য...।"

ফেব্রুয়ারিতে, হাভার্ড থেকে আমার অনুমতিপত্র এলো। চিঠিটা মোটা একটা প্যাকেটে এসেছিলো। চিঠিটা দেখেই আমার মনে পড়ে গেলো চৌদ্দ বছর আগের এক গ্রীষ্মে পুনাহু থেকে এরকমই একটা প্যাকেট এসেছিলো। আমার মনে পড়ে গ্রামপ্স সারারাত ধরে ক্যাটালগ থেকে মিউজিক লেসন্স্, অ্যাডভান্সড প্রেসমেন্ট কোর্স, গ্লি-ক্লাব আর ব্যাকালিউরেটস্ (প্রবেশিকা) পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন; মনে পড়ে তিনি কিভাবে ক্যাটালগ ধরে শূন্যে নাড়াচ্ছিলে আর বলছিলে যে এটা হলো তার খাবারের টিকিট, আর ওই পুনাহু স্কুলের মতো একটা স্কুলে আমি যাদের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাদের সাথে সম্পর্ক আজীবন থেকে গেলো, আমি এক মনোমুগ্ধকর বন্ধু সার্কেল-এ ঘুরতাম এবং সমস্ত রকম সুযোগ পেতাম, যা গ্রামপ্স কখনই পায়নি। আমার মনে পড়ে সেদিন সন্ধ্যায়, গ্রামপ্স হাসতে হাসতে আমার মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছিলো, তাঁর নিঃশ্বাস থেকে হুইস্কির গন্ধ ভেসে আসছিলো, তাঁর চোখ ঝকঝক করছিলেন, মনে হচ্ছিলো তিনি এইমাত্র কেঁদে ফেলবেন। আমি তার পেছনে একটা মুচকি হাসি দিলাম এবং ভান করলাম যেনো আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আসলে আমি চাচ্ছিলাম যে আমি এখনও সেই

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ায়, খালি পায়ে ধানক্ষেত মাড়িয়ে দৌড়ে চলেছি কোথাও, ঠাণ্ডা কাদার ভেতর আমার পা ডুবে ডুবে যাচ্ছে, আমার সাথে বাদামি রঙের আরও কয়েকটি ছেলে।

আমার এখনকার অনুভূতিটা অনেকটা এরকম।

বিশ জন কী তারও বেশি মিনিস্টারের জন্য আমি আমাদের অফিসে একটা মধ্যাহ্নভোজের তালিকা করলাম, ওই সব মিনিস্টারের চার্চ আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগদান করতে রাজি হয়েছে। যেসব মিনিস্টারের আমরা নিমন্ত্রণ করেছিলাম তাদের বেশির ভাগই উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আমাদের মূল নেতৃবৃন্দও অনেকে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরবর্তী বছরের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা একত্রে আলাপ আলোচনা করলাম, হ্যারল্ডের মৃত্যুতে আমরা যে শিক্ষাটা পেয়েছিলাম সেটা নিয়ে হালকা আলোচনা করলাম। আমরা একটা রিট্রিট (ধর্ম-কর্মের জন্য সাময়িক নির্জনবাস) প্রশিক্ষণের জন্য দিন তারিখ নির্ধারণ করলাম, করণীয় কাজগুলো সমাপ্ত করার জন্য আমরা একটা সময় সূচিতে একমত পোষণ করলাম। আমরা কথা বললাম আরও বেশি বেশি চার্চকে আমাদের সংগঠনে নিয়োগ দেয়া অব্যাহত রাখা প্রসঙ্গে। আলোচনা শেষ হবার পর আমি ঘোষণা করলাম যে আমি আগামী মে মাসে চলে যাচ্ছি এবং আমার জায়গায় পরিচালকের পদে দায়িত্ব নেবে জনি।

কেউই বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। উনারা প্রত্যেকেই আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে সাধুবাদ জানালেন। রেভারেন্ড ফিলিপ আমাকে নিশ্চিত করলেন যে আমি একটা বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অ্যানজেলা ও মোনা আমাকে জানালো যে আমি কোনো একদিন বিশেষ কেউ হব এরকম ধারণা তারা সবসময়ই করে থাকে। শিরলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁর ভাগ্নেকে কোনো উপদেশ দিতে পারি কিনা, তাঁর ভাগ্নে ম্যানহোলে পড়ে গিয়েছিলো এবং সে এ ব্যাপারে মামলা করতে চায়।

শুধু মেরিকে একটু হতাশ মনে হলো। মিনিস্টাররা যখন প্রায় সবাই চলে গেলেন তখন মেরি উইল, জনি এবং আমাকে পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করলো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম পৌঁছে দিতে হবে কি না, সে তার মাথা ঝাঁকানো শুরু করলো।

"তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো? উইল এবং আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, সে তার কোটটা টেনে নিচ্ছিলো যার কারণে কথা বলতে গিয়ে তার গলাটা সামান্য একটু কাঁপছিলো। "আচ্ছা তোমরা সবসময় এমন তাড়াহুড়ো করো কেনো বলো তো? আর তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে তোমরা কখনই সন্তুষ্ট থাকতে পারো না কেনো?"

আমি কিছু একটা বলা শুরু করেছিলাম, কিন্তু তখনই মেরির বাসায় মেরির মেয়ে দুটোর কথা মনে হলো, মেয়ে দুটো কখনই তাদের বাবার কথা জানতে পারবে না। আমি কোনো কথা না বলে দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলাম এবং আলিঙ্গন

www.pathagar.com

করলাম। ও চলে যাওয়ার পর আমি আবার মিটিং রুমে ফিরে এলাম। উইল তখনও রান্নাঘরে প্লেট পরিষ্কার করে যাচ্ছিলো।

"খাবে নাকি?" চিবুতে চিবুতে ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো।"

আমি মাথা নাড়ালাম, টেবিলের আরেক পাশে চেয়ার নিয়ে বসে পড়লাম। সে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, সে চুপচাপ চিবিয়ে যাচ্ছিলো, তার আঙুল থেকে গরম গরম সস্ চুষছিলো।

"ওখানে যাওয়ার খুব শখ তোমার, তাই না? অবশেষে উইল বললো,

আমি মাথা নোয়ালাম, "হ্যাঁ, উইল, তা-ই;

সে সোডায় একটা চুমুক দিলো এবং ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলল। "তিন বছর দেখতে দেখতেই চলে যাবে।"

"আমি ফিরে আসব তা তুমি কী করে জানো?"

"আমি জানি, কিন্তু কিভাবে জানি তা জানি না,"

তার প্লেটটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে দিতে বললো। "তুমি যে আবার আসবে তা জানি।" এরপর আর কোনো কথা না বলে উইল তার হাত ধুয়ে নিলো, তারপর সে তার বাইকটা নিয়ে স্ট্রিট ছেড়ে ভোঁ করে চলে গেলো।

সেদিন রবিবারে আমি ছ'টার দিকে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। বাইরে তখনও অন্ধকার। দাঁড়ি শেভ্ করে নিলাম। আমার একমাত্র স্যুট ঝাড়মোচ করে নিলাম এবং সাতটা তিরিশে গিয়ে পৌঁছলাম চার্চে। বেশির ভাগ পিউ ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। সাদা দস্তানা পরা দাররক্ষী আমাকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন, পাখির পালকের টুপি পরা গৃহিণীদের অতিক্রম করে চলে গেলাম আমরা, লম্বা লম্বা পুরুষেরা গম্ভীর মুখে স্যুট, টাই আর মাড-ক্লথ কুফি পরে আছেন। বাচ্চারা তাদের রবিবারের সবচেয়ে ভালো পোশাকটিই পরে এসেছে। ড. কোলিয়ারের স্কুল থেকে আসা একজন অবিভাবক আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ালেন; উনি সিএইচএ-এর একজন অফিসিয়াল যাঁর সাথে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছিলো, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে কোনো কথা না লে শুধু মাথা নোয়ালাম। আমি একটা সারির একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে দু'জন নাদুসনুদুস প্রবীণা ভদ্রমহিলার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম আর দু'জনই একটু এদিক সেদিক সরে দাঁড়াতে ব্যর্থ হলেন। চারজনের এক অল্প বয়সী পরিবারও সেখানে ছিলো, বাবা মোটা একটা উলের জ্যাকেট পরে ঘামছিলেন, আর মা তার দুই পিচ্চি ছেলেকে লাফালাফি বন্ধ করার জন্য বলছিলেন।

"ঈশ্বর কোথায়?" কেবল হাটতে শিখেছে যে বাচ্চাটা আমি তাকে এই কথাটা বলতে শুনলাম,

"চুপ করো," বড় ছেলেটা উত্তর দিলো,

"তোমরা দু'জনই এখন চুপ করবে," মা বললেন।

www.pathagar.com

ট্রিনিটির সহকারী প্যাসটর, একজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা, চুলে কেবল পাকধরা শুরু করেছে, চাল চলনে কোনো আগড়ম বাগড়ম নেই, উনি বুলেটিন পাঠ করলেন আর নিদ্রালু ভঙ্গিতে কতিপয় ঈশ্বর বন্দনামূলক গানের নেতৃত্ব দিলেন। তারপর গির্জার গায়কদল ঢিলে গাউন আর কেন্টি-ক্লথ শাল পরে গির্জার অভ্যন্তর চলাচল পথে দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিয়ে গান গাইতে শুরু করলো, মনে হচ্ছে বেদির পেছন থেকে তাদের সঙ্গীতে কেউ আগুন উসকে দিচ্ছে, একটা অরগান দ্রুততালের ড্রামের সঙ্গে তাল মেলাতে লাগলো :

আমি ভীষণ আনন্দিত, জেসাস আমাকে উদ্ধার করেছেন!
আমি ভীষণ আনন্দিত, জেসাস আমাকে উদ্ধার করেছেন!
আমি ভীষণ আনন্দিত, জেসাস আমাকে উদ্ধার করেছেন!
গেয়ে ওঠো তার মহিমা, হা-লি লু-ইয়াহ!
জেসাস আমাকে উদ্ধার করেছেন!

গির্জায় যথারীতি এসেছেন নিয়মিত উপাসকবৃন্দ, উপপুরোহিত, রেভারেন্ড রাইট, গির্জার আড় থেকে ঝুলানো বিশাল এক ক্রুশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছেন সবাই। প্রার্থনা পড়াকালীন রেভারেন্ড চুপচাপ ছিলেন, তাঁর সামনের মুখগুলো তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন, হাতে হাতে ঘুরছিলো যে দানবাক্স তাকিয়েছিলেন সেদিকে। সবার দান করা শেষে তিনি উঠে এলেন উঁচু বেদিতে এবং এই সপ্তাহে যারা চিরনিন্দ্রায় শায়িত হয়েছেন তাদের নাম পাঠ করলেন। যারা অসুস্থ তাদের নাম পাঠ করলেন, আর প্রত্যেকটা নামই আগত উপাসকবৃন্দের ভেতর মৃদু আলোড়ন তুললো, নামগুলো পরিচিত হওয়ার কারণেই এই মৃদুগুঞ্জন।

"চলুন আমরা একতাবদ্ধ হই," রেভারেন্ড বললেন, "এই পুরোনো অমসৃণ ক্রুশের পাদদেশে হাঁটু গেঁড়ে বসে চলুন আমরা প্রার্থনা করি–"

"হ্যাঁ..."

"প্রভু, তুমি ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য যা করেছো তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই...। তোমাকে সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাই জেসাসকে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছো বলে। প্রভু, আমরা এখানে নানান শ্রেণীর লোক এসেছি। কেউ উঁচু কেউ নিচু... কিন্তু এই ক্রুশের পাদদেশে আমরা সবাই সমান। প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ জেসাসের জন্য... আমাদের যন্ত্রণাবহনকারী এবং আমাদের কষ্টের অংশীদার, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই...।"

রেভারেন্ড রাইট সেদিন সকলের জন্য যে হিতোপদেশ দিয়েছিলেন তার শিরোনাম ছিলো, "আকাঙ্ক্ষার ঔদ্ধত্য", উনি স্যামুয়েল-এর একটি বই থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃতির মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করেছিলেন– ওটা ছিলো হান্নার গল্প, গল্পের ওই মেয়েটি ছিলো বন্ধা আর এ নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে নানাভাবে বিদ্রূপ করতো, মেয়েটা তার ঈশ্বরের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়তো। উনি বললেন যে এই গল্পটা পড়ে

www.pathagar.com

তার বেশ কয়েক বছর আগেকার একটা হিতোপদেশের কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো, যেখানে একজন প্যাস্টর একটি কনফারেন্সে হিতোপদেশে বলেছিলেন যে উনি একটা জাদুঘরে গিয়ে "আশা' শিরোনামে একটি চিত্রকর্মের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

"ওই চিত্রকর্মে একজন হার্পবাদক-এর চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে," রেভারেন্ড রাইট ব্যাখ্যা করে বললেন, "এই হার্পবাদক হচ্ছে একজন মেয়ে যাকে প্রথম দেখাতে মনে হবে যে সে একটা বিশাল পর্বতের চূড়ায় বসে আছে। কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে দেখা যাবে যে মেয়েটির গায়ে কালশিরে দাগ পড়া আর রক্তাক্ত, এবং ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা, হার্প-এর তার ছিঁড়তে ছিঁড়তে আর মাত্র একটা তার ছিঁড়তে বাকি আছে। এরপর আপনার চোখ পড়বে ওই দৃশ্যের নিচে, ওই নিচের উপত্যকায় যেখানে সর্বত্র ছড়ানো নির্মম দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধের দামামা, বিবাদ আর বঞ্চনার পৃথিবী আর্তনাদ করছে।

"এই হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী, যেখানে ক্রুজ শিপগুলো থেকে প্রতিদিন যে পরিমাণ খাবার ফেলে দেয়া হয়, পোর্ট-অউ-প্রিন্স এর অধিবাসীরা পুরো এক বছরেও অত খাবার একসাথে চোখে দেখেনি, যেখানে সাদাদের লোভ লালসার কারণে পুরো পৃথিবীজুড়ে চলছে কেবল অভাব আর অভাব, পৃথিবীর এক গোলার্ধে জাতিগত বিদ্বেষ অপর গোলার্ধে তীব্র ঘৃণা... এই হচ্ছে সেই পৃথিবী! যার ওপর সেই আকাঙ্ক্ষা উপবিষ্ট!"

রেভারেন্ড বলতেই থাকলেন, পতিত পৃথিবী গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে উঠলো। আমার পাশে বসা ছেলে দুটো তাদের চার্চ বুলেটিনের ওপর আনমনে হিজিবিজি দাগ কেটে যেতে লাগলো, রেভারেন্ড রাইট সার্পসভাইল আর হিরোশিমার কথা বললেন, হোয়াইট হাউসের এবং স্টেট হাউসের নীতিনির্ধারকদের উদাসীনতা নিয়ে কথা বললেন। হিতোপদেশ যতই এগোতে থাকলো, যদিও ওই বিবাদের গল্পটাকে খুব বেশি গতানুগতিক মনে হচ্ছিলো কিন্তু যন্ত্রণা আরও আসন্ন হয়ে উঠছিলো। রেভারেন্ড কঠিন কষ্টদায়ক জীবনের কথা বলছিলেন, আগামীকালই যার মুখোমুখি হবেন এখানে আগত উপাসকবৃন্দরা, পাহাড়ের চূড়া থেকে যারা বহুদূরে তাদের যন্ত্রণার কথা বলছিলেন তিনি, যারা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু ওই রূপক পাহাড় চূড়ার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে যাদের তাদের বেদনার কথাও বললেন তিনি। সেই সব মধ্যবিত্ত রমণীর কথা যাদের পার্থিব সমস্ত চাহিদার যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তাদের স্বামীরা তাদের সাথে "গৃহকর্মকাণ্ডে, জিটনি সার্ভিসে, এসকট সার্ভিসে ঠিক ঝি চাকরানীর মতোই ব্যবহার করেন," আর ধনবানরা তাদের সন্তানদের 'মাথার ভেতরের সুশিক্ষা নিয়ে যতটা না উদ্বিগ্ন তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে তাদের মাথার বাইরের চুলের বাহার নিয়ে।'

"আমরা প্রত্যেকে যে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি সেই পৃথিবীটা কি এমন নয়?

"হ্যাঁ... হ্যাঁ!"

ঠিক হান্নার মতো, আমরাও তিক্ত সময়ের সাথে পরিচিত। প্রতিদিনই আমরা মুখোমুখি হই প্রত্যাখ্যানের আর হতাশার।"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ...হ্যাঁ"

আমাদের সামনের এই চিত্রের কথা আবারও ভাবুন। আকাঙ্ক্ষা! ঠিক হান্নার মতো, যে হার্পবাদক তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বপানে, যে কতগুলো মলিন সূর ছড়িয়ে দিয়েছে স্বর্গপানে। সে সাহস করে আশা পোষণের... হার্পে সূর তোলার— ঈশ্বরের প্রশংসা করার ঔদ্ধত্য রয়েছে তার— তার সেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা একটা মাত্র তার নিয়ে!"

লোকজন শোরগোল শুরু করে দিলো, ওরা তাদের আসন থেকে লাফিয়ে ওঠে, হাততালি দিয়ে, কান্নাকাটি করে উত্তেজিত হয়ে উঠলো, আর রেভারেন্ডের কণ্ঠস্বর আরও শক্তিশালী হয়ে বাতাসে ভেসে গির্জার আড় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে লাগলো। আমি আমার আসনে বসে বসে এসব শুনছিলাম আর দেখছিলাম, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম সেই সমস্ত সঙ্গীত যা গত তিন বছর ধরে আমার মনের ভেতর ঘূর্ণিপাকের মতো ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছিলো। রুবি এবং উইলের সাহস এবং ভয়। রফিকের মতো মানুষদের জাতিগত গর্ব আর ক্ষোভ। সব কিছু ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা, পালিয়ে বেড়ানোর ইচ্ছা, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার ইচ্ছা যিনি পারবেন তার হতাশা দূর করতে।

আর আমি শুনলাম ওই সূরের মতো একটিমাত্র শব্দ— আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু আমি শুনতে পেলাম তার চেয়েও বেশি কিছু; ক্রুশের পাদদেশে, ওই শহরের হাজার হাজার চার্চের ভেতর, আমি সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গদের গল্প কল্পনা করে নিলাম, যাদের সাথে মিল রয়েছে ডেভিড ও গোলিয়াথ-এর, মোজেস এবং ফারাও-এর, সিংহের গুহার ভেতরের খ্রিষ্টানদের আর মিল রয়েছে এজেকাইল-এর সেই শুকনো হাড়ের মাঠের সাথে; টিকে থাকার সংগ্রাম, স্বাধীনতা এবং আকাঙ্ক্ষার ওই সব গল্প পরিণত হয়েছে আমাদের গল্পে, যতসব রক্তপাত হয়েছে তা আমাদের রক্ত, যে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিলো তা আমাদের অশ্রু; এখনও এই কৃষ্ণাঙ্গ চার্চগুলো, আজকের এই উজ্জ্বল দিনে, মনে হয় পরিণত হয়েছে গল্পের এক জাহাজে যা তার গল্প বয়ে নিয়ে চলেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, বয়ে নিয়ে চলেছে এই বৃহৎ পৃথিবীর কাছে। আমাদের চিহ্নরেখা, আমাদের বিজয় তৎক্ষণাৎ হয়ে উঠল অনন্য এবং সর্বজনীন, হয়ে উঠলো কালো এবং কালোর চেয়েও বেশি কিছু : ঘটনাপঞ্জিতে আমাদের যাত্রা, আমাদের গল্প এবং গান অতীত স্মৃতিচারণে এক নতুন উপায় বাতলে দেয় যে আমাদের আসলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই, ওই সব প্রাচীন মিশনের চাইতে এসব স্মৃতি আরও বেশি অভিগম্য, এইসব স্মৃতি নিয়ে করা যেতে পারে গবেষণা, এবং ওগুলোকে সযত্নে লালনকরা যেতে পারে, এবং ওটা দিয়েই আমরা শুরু করতে পারি পুনর্নির্মাণ। এবং আমার চেতনার এক অংশ যদি এরকম ভাবনা অব্যাহত রাখে যে এই রবিবাসরীয় কমিউনিয়ন মাঝে মধ্যে আমাদের প্রকৃত অবস্থাকে সরলীকরণ করে ফেলে, অর্থাৎ এটা আমাদের ভেতর সত্যিকারের যে সব দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকে সেগুলোকে আড়াল করে ফেলতে পারে অথবা দমিয়ে রাখতে পারে এবং এটা তার প্রতিজ্ঞা কেবল কর্মের মাধ্যমেই পূরণ করতে পারে। এমনকি এই প্রথমবারের মতো আমি অনুভব করলাম যে এই উদ্দীপনা কতটা সচল। এই জায়মান, অসম্পূর্ণতার ভেতর, আমাদের সংকীর্ণ স্বপ্ন পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার ভেতর।

www.pathagar.com

"আকাঙ্ক্ষার ঔদ্ধত্য! আমার এখনও আমার দাদিমার কথা মনে পড়ে, "উনি বাড়িতে গাইতেন, 'আলোকিত দিক কোথাও না কোথাও আছেই... ওটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তুমি থেমে যেয়ো না...।"

"একেবারে ঠিক কথা!"

"আকাঙ্ক্ষার ঔদ্ধত্য!" একটা সময় ছিলো যখন আমরা বিল পরিশোধ করতে পারতাম না। একটা সময় ছিলো যখন মনে হতো আমার দ্বারা কখনই কিছু হবেনা...। পনেরো বছর বয়সে,

...এবং তারপরেও আমার বাবা মা এইগান গেয়ে ওঠেন...

ধন্যবাদ তোমাকে, জেসাস
ধন্যবাদ তোমাকে, জেসাস
ধন্যবাদ তোমাকে, জেসাস
ধন্যবাদ তোমাকে, জেসাস
ধন্যবাদ তোমাকে, জেসাস
ধন্যবাদ তোমাকে, প্র-ভু–
তুমি আমাকে উদ্ধার করেছো–
এক শক্তিশালী দীর্ঘপথ থেকে, শক্তিশালী দীর্ঘপথ থেকে।

"আর এই গান, আমার কাছে অর্থহীন মনে হতো! কেনো তাঁরা তাঁদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তাঁকে ধন্যবাদ জানাতো? আমি নিজেকেই এই প্রশ্ন করতাম। কিন্তু দেখুন, আমি তাদের জীবনে শুধু দেখতাম তাদের অনুভূমিক মাত্রাকেই।

"এখন সেটা বলুন!"

"তারা উলম্ব মাত্রা নিয়ে কথাবার্তা বলতেন কিন্তু আমি বুঝতাম না। বুঝতাম না ঈশ্বরের সাথে তাদের কী সম্পর্ক। আমি বুঝতাম না আমাকে নিয়ে আকঙ্ক্ষা করার যেসব সাহস তারা দেখাতেন তার জন্য তাঁরা ঈশ্বরকে কেনো অগ্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেন। ওহ, জেসাস, তোমাকে ধন্যবাদ, যখন আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে ছেড়ে যাওনি! ওহ্ জেসাস আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই...।"

গির্জার গায়কদল তাদের সঙ্গিতে ফিরে গেছে, রেভারেন্ড রাইট বেদিতে যাদের ডেকে ডেকে আনছেন উপাসকবৃন্দরা তাদের প্রশংসায় ফেটে যাচ্ছে, মাথার ওপর মৃদু স্পর্শ টের পেলাম। আমি পাশে তাকিয়ে দেখলাম ওই দুই ছেলের বড়টা আমার পাশে বসে আছে, সে আমাকে একটা পকেট টিস্যু এগিয়ে দিলো, তখন তাঁকে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন দেখালো। তার পাশেই তার মা, বেদিতে যাওয়ার আগে আমার দিকে ম্লান হেসে তাকিয়েছিলেন। আমি যখন ছেলেটাকে ধন্যবাদ জানালাম তখন আমার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

"ওহ্ জেসাস," পাশের প্রবীণ মহিলাটি ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "তোমাকে ধন্যবাদ আমাদের এই এত দূরে নিয়ে আসার জন্য।"

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্ব

কেনিয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঝড়ো আবহাওয়ার ভেতর দিয়েই হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দিলাম। একদল ব্রিটিশ তরুণ প্লেনের পেছনের অংশে বেখাপ্পা সব ব্লেজার গায়ে চাপিয়ে বসে আছে– তাদেরই একজন– দেখতে ফ্যাকাশে চেহারার, দলবল নিয়ে থাকতে মনে হয় ভালোবাসে, আর মুখের ব্রন নিয়ে এখনও বিব্রত– আমার পাশে এসে বসল। ইমার্জেন্সি ইন্সট্রাকশন গভীর মনোযোগ দিয়ে দু'বার করে পড়ে নিলো, আমাদের বিমান যখন উড্ডীয়মান সে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম আমি নাইরোবিতে আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

"নাইরোবি তো খুব সুন্দর জায়গা, ওখানে একটা যাত্রা বিরতি দিতে পারলে খুব ভালো হতো, আমি জোহানেসবার্গ যাচ্ছি। সে আমাকে বুঝিয়ে বললো যে ওদের জিওলজির ডিগ্রি পোগ্রামের একটা অংশ হিসেবে ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার একটা খনি কোম্পানিতে তাদের জন্য এক বছরের কাজের ব্যবস্থা করেছে। "মনে হয় ট্রেইন্ড লোকজনের অভাব আছে ওদের, ভাগ্য ভালো হলে আমাদের পার্মানেন্ট কোনো স্পটের জন্য নিয়েও নিতে পারে, আমি ওই ভরসাতেই আছি– যদি না আবার উত্তর সাগরের কোনো অয়েল রিগে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরতে হয়। ওটা আমার দ্বারা হবে না, ওহ্ আপনাকে ধন্যবাদ।"

আমি বললাম যে সুযোগ পেলে প্রচুর কালো সাউথ আফ্রিকান এ জাতীয় প্রশিক্ষণ নিতে ভীষণ আগ্রহী।

"হুম্, আমারও তাই মনে হয়", সে বললো । "তবে রেস পলিসি ওরা খুব একটা মেনে চলে না। খুব লজ্জার কথা।" এরপর একটু ভেবে নিয়ে আবার বললো, "কিন্তু আফ্রিকার অন্য অংশগুলো তো এখন ভেঙে আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? মানে আমি অন্তত: যেটুকু জেনেছি আর কী, সাউথ আফ্রিকায় কালোরা তো ওই সব কিছু কিছু হতচ্ছাড়া দেশগুলোর কালোদের মতো তো

www.pathagar.com

আর না খেয়ে মরছে না। আপনি আবার মনে করবেন না যে ওদের হিংসা করে কথাটা বলছি। কিন্তু কথা হচ্ছে ইথিওপিয়ার ওই সব ফকিরনির বাচ্চাদের সাথে যদি তুলনা করেন—"। দুই সারির আসনের মধ্যবর্তী সরু পথ দিয়ে একজন স্টিউডেস অনেকগুলো ভাড়ায় চালিত হেডফোন নিয়ে এলেন, তরুণ ছেলেটা তার ওয়ালেট খুলল, "অবশ্যই আমি সবসময় চেষ্টা করি রাজনীতির বাইরে থাকতে, ফিগার নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার দেশের অবস্থাও একই— প্রত্যেকেই সরকারের ভাতা খায়। ওই একই রাবিশ আমাদের পার্লামেন্টের বুড়োরাও খাচ্ছে। সবচেয়ে ভালো হয় কী জানেন, আপনি আপনার নিজের ছোট্ট জগৎ নিয়ে নিজের মতো করে থাকেন।" সে হেডফোনের আউটলেট খুঁজে নিয়ে কানে গুঁজে দিলো। "ওরা খাবার নিয়ে এলে আমাকে একটু জাগিয়ে দেবেন, হ্যাঁ," গা এলিয়ে দিতে দিতে বলল ছেলেটা।

আমি আমার ক্যারি-অন ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পড়ার চেষ্টা করলাম। এক পশ্চিমা সাংবাদিক বইটি লিখেছেন, আফ্রিকান নানান দেশের চিত্র ফুটে উঠেছে বইটিতে, ওই সাংবাদিক ভদ্রোলোক আফ্রিকায় প্রায় একদশক কাটিয়েছেন, তাঁকে একটা আফ্রিকান বুড়ো হাত বলা যেতে পারে, তিনি তাঁর মূল্যায়নে সুন্দর একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরে বেশ গর্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর বইয়ের প্রথম কয়েকটা অধ্যায়ে উপনিবেশবাদ এর ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন: জাতিগত বিদ্বেষের অপব্যবহার ও খামখেয়ালি ঔপনিবেশিক সীমান্ত নির্ধারণ, উচ্ছেদ, বিনাবিচারে আটক, তীব্র এবং স্বল্পমাত্রায় অবমাননাকরণ এসব বিষয় নিয়ে মোটামুটিভাবে আলোচিত হয়েছে এখানে। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিককার বীরযোদ্ধাদের যেমন, কেনিয়াত্তা এবং ক্রুমাহ্‌র মতো বীরদের যথোচিত শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে পরবর্তী জন স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, অন্তত স্নায়ুযুদ্ধের নানান ষড়যন্ত্রে তিনি অবদান রেখেছিলেন।

কিন্তু বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন বর্তমান অতীতের চেয়ে অনেক ভালো। দুর্ভিক্ষ, রোগশোক, রাখালের লাঠির মতো ঢালাই করা একে-৪৭ নিয়ে মূর্খ তরুণদের ক্যু এবং পাল্টা ক্যু— লেখক যেনো বলতে চাচ্ছেন আফ্রিকায় যদি কোনো ইতিহাস থেকেই থাকে তাহলে বর্তমানের এই দুর্ভোগ ওই-সব ইতিহাসকে অর্থহীন করে তুলবে।

ফকিরনির বাচ্চারা। হতচ্ছাড়া যতসব দেশ।

বইটা বন্ধ করলাম, আমার ভেতর সেই পরিচিত ক্রোধ চেপে বসল, সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের অভাবেই বোধ হয় রাগে চরম উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। পাশেই ব্রিটিশ ছেলেটা কোমল সুরে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, ওর চশমাজোড়া ওর সুন্দর নাকের ওপর তির্যকভাবে সেঁটে আছে। আমি কি এই ছেলেটার ওপর রেগে আছি? আমি অবাক হলাম, এটা কি এই ছেলেটার দোষ, আমার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা , আমার

www.pathagar.com

আয়ত্তকৃত সমস্ত তত্ত্ব দিয়েও আমি কি তার প্রশ্নের আৎক্ষণিক উত্তর দিতে পেরেছিলাম? সে তার নিজের ভাগ্য গড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে এতে আমি তাকে কতটুকু দোষ দিতে পারি? তার ওপর আমার রাগের কারণটা হলো আমার সম্পর্কে তার গড়পড়তা ধারণা, আমার সর্ম্পকে তার ধারণা হচ্ছে, একজন আমেরিকান হিসেবে, এমনকি কালো আমেরিকান হলেও আফ্রিকা সর্ম্পকে ওর ওই অস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমি বোধহয় একমত পোষণ করব; ওরকম দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত তাদের বিশ্বে প্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, কিন্তু আমার কাছে ওটা আমার বিব্রতকর অবস্থানকে আরও বিব্রতকর করে তোলে: একজন পশ্চিমা কিন্তু পশ্চিম যার নিজ বাসভূমের মতো নয়, একজন আফ্রিকান কিন্তু আফ্রিকায় সে একজন অপরিচিত আগন্তুক।

ইউরোপে থাকাকালীন পুরো সময়টা জুড়ে এরকম অস্বস্তির ভেতর ছিলাম খিটখিটে মেজাজ, আত্মরক্ষামুলক মনোভাব আর ভিনদেশীদের সামনে দ্বিধাগ্রস্ত। ওখানে ওভাবে যাওয়ার পরিকল্পনা আমার ছিলো না। ওখানকার যাত্রাবিরতি এক খামখেয়ালি ঘুরপথ ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে যে সব জায়গা আগে কখনও দেখিনি সেগুলো দেখার একটা সুযোগ হয়েছিলো। তিন সপ্তাহ আমি একাই ভ্রমণ করেছি, মহাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত গেছি, বেশির ভাগই বাস ও ট্রেনে চেপে, সঙ্গে ছিলো একটা গাইডবুক। টেমস্ নদীর তীরে চা খেয়েছি আর দেখেছি বাচ্চারা লুক্সেমবার্গ গার্ডেনের বাদাম দিয়ে ছোড়াছুড়ি খেলছে। ভর দুপুরে অতিক্রম করে চলে গেছি প্লাজা মেজর, ডি ত্রিকিও ছায়া আর কোবাল্ট রঙের আকাশে অজস্র চুড়ুইয়ের ঘূর্ণিপাক; প্যালাটাইনে বসে বসে দেখেছি রাত্রি নেমে আসা, আর অপেক্ষায় থেকেছি প্রথম নক্ষত্রের আগমনের, কান পেতে শুনেছি বাতাসের শব্দ আর নশ্বর পৃথিবীর সাথে বাতাসের ফিসফিস কথা বলা।

প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে কিংবা ওরকম একটা সময়েই, আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমি একটা ভুল করে ফেলেছি : ওটা ওই সেই অসুন্দর ইউরোপ ছিলোনা, পুরোটাই ছিলো আসলে আমার কল্পনা। ঠিক যে আমার ছিলো তা নয়, আমার মনে হচ্ছিলো আমি অন্য কারো প্রণয়লীলার বাইরে বসবাস করছি ; অর্থাৎ আমার নিজের অসম্পুর্ণ ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে আমার এবং জানালার সার্সির শক্ত কাচের মতো যে সাইটগুলো আমি দেখছি সেগুলোর মাঝখানে। আমার ক্রমশ সন্দেহ হতে শুরু করলো যে আমার এই ইউরোপিয়ান যাত্রাবিরতি আরও একটা শুধু শুধু বিলম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, ওল্ডম্যানের সাথে আপস-মীমাংসা এড়িয়ে যাওয়ার আরও একটা উদ্যোগ মাত্র। ভাষা, কাজ, প্রাত্যাহিক রুটিন— এমনকি জাতিগত ভাবাবেগ যে ভাবাবেগে আমি ভীষণ রকম অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং ওটাকেই (অনিচ্ছাকৃতভাবে) পরিপক্বতার একটা লক্ষণ বলে মনে করতাম— এসব কিছুকে পেছনে ফেলে আমি আমার মনের ভেতর প্রবেশ করতে বাধ্য হলাম এবং দেখলাম সেখানে এক বিশাল শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

www.pathagar.com

কেনিয়া ভ্রমণ কি আমার এই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে? শিকাগোর লোকজনের ধারণা তা-ই। ব্যাপারটা হবে ঠিক শেকড়ের মতো, আমার বিদায়ী— পার্টিতে উইল কথাটা বলেছিলো, আর অ্যাসাল্ট্ বলেছিলো এটা একটা তীর্থ যাত্রার মতো, তাদের কাছে এবং আমার কাছে আফ্রিকা একটি স্থান না হয়ে বরং ক্রমশ হয়ে উঠেছে একটি ধারণা বা আইডিয়ার মতো, একটি নতুন প্রমিজল্যান্ড, আদিম ঐতিহ্য আর বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর, মহৎ লড়াই সংগ্রাম আর সেই ড্রাম বাজানোর গল্প গাথা। দূরত্বের সুবিধার কারণে আফ্রিকার সঙ্গে আমরা এক প্রকার নৈর্বচনিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিলাম— ঠিক যে প্রকার আলিঙ্গন আমি ওল্ডম্যানকে করেছিলাম। যদি কখনও ওই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতাম তাহলে কি হতো? একটা কথা বিশ্বাস করতে আমার দারুণ ভালো লাগতো তা হলো সত্য যেভাবেই হোক আমাকে মুক্তি দিতো। কিন্তু সেটা যদি ভুল হতো তাহলে কী হতো? কেমন হতো, যদি সত্য আমাকে কেবলই হতাশ করতো, এবং আমার বাবার মৃত্যু যদি আমার কাছে কোনোরকম অর্থবহ না হতো, এবং তিনি যে আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন এই ব্যাপারটির যদি কোনো অর্থ না থাকতো, এবং তাঁর সঙ্গে কিংবা আফ্রিকার সঙ্গে বন্ধনের একমাত্র কারণ কি তাহলে শুধু একটা নাম, একটা ব্লাড টাইপ, নাকি শ্বেতাঙ্গদের নিদারুণ অবজ্ঞা?

আমি আমার মাথার ওপরের লাইটের সুইচ বন্ধ করে দিলাম এবং চোখটা বন্ধ করে স্পেনে যাওয়ার সময় একজন আফ্রিকানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো তার কথা ভাবতে শুরু করলাম, ইনি হলেন আরেক পালিয়ে বেড়ানো মানুষ। আমি একবার মাদ্রিদ আর বার্সেলোনার মাঝামাঝি একটা জায়গায় রাস্তার ধারের এক ট্যার্ভানে বসে রাতের বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বেশ কজন বুড়ো একটা টেবিলে বসে ঘোলাটে গ্লাসে করে মদজাতীয় কিছু পান করছিলেন, গ্রাম্পসের সঙ্গে হোটেল স্ট্রিটবারের সেই সব রাতের কথা মনে পড়ে যেতে লাগলো— বেশ্যা, বেশ্যালয়ের দালাল আর ওই সব আড্ডায় একমাত্র শ্বেতাঙ্গ ছিলো গ্রাম্পস।

টেবিলের সব খাবার খেয়ে যখন শেষ করে ফেলেছি ঠিক তখনই এক লোক পাতলা উলের সুয়েটার পরে আমার সামনে কোত্থেকে যেনো উদয় হলেন এবং বললেন যে উনি আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে চান। তিনি ইংরেজিতে কোনো কথা বলছিলেন না, আবার তাঁর স্পেনিশটাও আমার চেয়ে খুব একটা ভালো নয়, কিন্তু তাঁর মুখে একটা বিজয়ের হাসি ও মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গ ভীষণ প্রয়োজন। বারে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে জানালেন যে তাঁর দেশ হলো সেনেগাল, সিজনাল কাজের আশায় পুরো স্পেন চষে বেড়াচ্ছেন। প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে এমন একটা ফটোগ্রাফ ওয়ালেট থেকে বের করে তিনি আমাকে দেখালেন, তরুণী একটা মেয়ে, গোলগাল চেহারা আর বেশ মসৃণ গাল দুটো। তাঁর স্ত্রী, তাকে

www.pathagar.com

ছেড়েই চলে আসতে হয়েছে। তার হাতে কিছু টাকা পয়সা জমলেই তারা দুজন আবার একসাথে হতে পারবেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে নিয়মিত চিঠি লেখেন এবং টাকা পয়সা পাঠিয়ে দেন।

আমরা দু'জন একসঙ্গেই বার্সেলোনা গেলাম, দু'জনের কেউই খুব বেশি কথাবার্তা বলছিলাম না, তবে তিনি প্রায় আমার দিকে ঘুরে ড্রাইভারের সিটের ওপরে ঝোলানো অদ্ভুত ধরনের এক টিভি ভিডিওতে যেসব স্পেনিশ কৌতুক হচ্ছিলো সেগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন। ভোর হওয়ার একটু আগে আমরা একটা পুরোনো বাস ডিপোর সামনে গিয়ে হাজির হলাম, এবং আমার বন্ধুটি রাস্তার ধারে বেড়ে ওঠা একটা খাটো মোটা পাম গাছের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি তাঁর ন্যাপস্যাক থেকে টুথব্রাশ, চিরুনি এবং এক বোতল পানি বের করলেন, বিনয়ে ভীষণ বিগলিত হয়ে পানির বোতলটা আমার হাতে দিলেন। ভোরের কুয়াশার ভেতর আমরা হাতমুখ ধুয়ে নিলাম, তারপর ব্যাগপত্র ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

তাঁর নামটা যেনো কী? এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না, এ-ও সেই আরেক ক্ষুধার্ত মানুষ, জন্মভূমি থেকে অনেক অনেক দূরে, সাবেক কলোনির অজস্র সন্তানের ভেতর সেও একজন— আলজেরিয়ান, পশ্চিম ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানি— এখন তাদের সাবেক প্রভুদের ব্যারিক্যাড ভেঙে নিজেদের মনে ক্ষোভ জমিয়ে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এবং তবুও, আমরা যখন র‍্যামব্লাসের দিকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম, আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো অন্য অনেকের মতো সেও আমার পরিচিত; পৃথিবীর দু'প্রান্ত থেকে দু'জন এসেছি, দু'জনই ঘুরে বেড়াচ্ছি একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে। শেষ পর্যন্ত দু'জন যখন আলাদা হয়ে গেলাম, তখন আমি অনেক সময় ধরে রাস্তাতেই ছিলাম, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম প্রগতজানু ছিপছিপে এই লোকটা ক্রমশ দূর থেকে দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আমার মনের এক অংশ বলছিলো আমিও তো তার সঙ্গে এই খোলা মেলা রাস্তায় আর এরকম এই বিষণ্ন সকালের জীবনে অনায়াসেই যেতে পারতাম ; কিন্তু অন্য অংশ ঠিকই বুঝে গেছে যে এরকম ইচ্ছাও এক ধরনের রোমান্স, এক ধরনের আইডিয়া, আমার ওল্ডম্যানকে নিয়ে কিংবা আফ্রিকা নিয়ে আমার মনে যে চিত্রকল্প রয়েছে অনেকটা তার মতো। তবে আজ অবধি একটা সত্যের ওপর আমি স্থির হয়ে আছি যে সেনেগাল থেকে আসা এই যে লোকটা আমাকে কফি কিনে খাওয়ালো, বোতল থেকে পানি দিলো, এ সবই তো বাস্তব, আর এরকমটা আশা করার অধিকার তো আমাদের প্রত্যেকেরই আছে: অপ্রত্যাশিত সুযোগ, পারস্পরিক অংশিদারিত্বের গল্প, ছোট ছোট সহানুভূতি...।

এয়ারপ্লেন কেমন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো; ফ্লাইট ক্রু আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসলো। তরুণ ব্রিট্‌কে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম, সে খুব চমৎকার করে নিখুত

www.pathagar.com

ভঙ্গিতে খেয়ে চললো আর চিবানোর ফাঁকে ফাঁকে বর্ণনা করছিলো ম্যানচেস্টারে বেড়ে ওঠা ব্যাপারটা আসলে কেমন? শেষ পর্যন্ত আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। ঘুম থেকে জেগে দেখলাম স্টিউডেসরা ল্যান্ডিং এর প্রস্তুতির জন্য কাস্টমস্ ফরম বিলি করছে। বাইরে তখনও অন্ধকার, কিন্তু জানালার কাচে মুখটা চেপে ধরে দেখতে পেলাম সব ছড়ানো বিক্ষিপ্ত কোমল আর কুয়াশাচ্ছন্ন জোনাকির মতো টুকরো টুকরো আলো, ক্রমশ শহরের অবয়ব স্পষ্ট হতে শুরু করলো। কয়েক মিনিট পরেই গোল গোল পাহাড়ের ঢাল চোখের সামনে চলে আসতে থাকলো, পূর্ব দিগন্তের বিস্তীর্ণ আলোর রেখার বিপরীতে ঢালগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। আফ্রিকান ভোরের ভেতর দিয়ে আমরা আফ্রিকান মাটি স্পর্শ করলাম, তাকিয়ে দেখলাম হালকা ছোপ ছোপ মেঘ ছড়িয়ে আছে আকাশে, আর নিম্ন ভাগ জ্বলজ্বল করছে রক্তিম আভায়।

কেনিয়াত্তা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বলতে গেলে একেবারেই ফাঁকা। কর্মকর্তারা সকালের চায়ে চুমুক দিতে দিতে পাসপোর্ট চেকিং করছিলেন, ব্যাগেজ এরিয়ায় কনভেয়র বেল্ট ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে সমস্ত লাগেজ উগরে ফেললো। অউমার কোনো পাত্তা নেই, সুতারাং আমি আমার ক্যারি-অন ব্যাগে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। কয়েক মিনিট পর এক সিকিউরিটি গার্ড হাতে একটা কাঠের ডান্ডি নিয়ে আমার চার পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো। আমি চার পাশে এসট্রের জন্য তাকালাম, ভাবলাম ভুল করে মনে হয় নো-স্মোকিং এরিয়ায় বসে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছি, কিন্তু লোকটা আমাকে কোনো প্রকার গালাগাল না করে আমার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো আর কোনো সিগারেট আছে কি না?

"কেনিয়ায় এই প্রথম এলে নাকি?" সিগারেটের জন্য আগুন দিতেই সে এই প্রশ্নটা করলো।

"হ্যাঁ।"

"হুম," সে আমার পাশেই বসে পড়লো। "তুমি তো আমেরিকাতেই থাকো। আমার ভাইয়ের ছেলেকে মনে হয় তুমি চিনতে পারবে। স্যামসন ওতিয়েনো। ও টেক্সাসে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ছে।"

আমি বললাম যে আমি কখনই টেক্সাসে ছিলাম না, সুতরাং ওর ভাইকে চিনতে পারার কোনো মানেই হয়না। মনে হলো ও একটু হতাশ হয়েছে। তারপর খুব দ্রুত সিগারেটে পর পর কয়েকটা দম মারল। ইতিমধ্যে আমার ফ্লাইটের সর্বশেষ যাত্রীও টার্মিনাল ছেড়ে চলে গেলো। গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম আর কেনো ব্যাগ কি আসছে নাকি। ও বেশ সন্দেহ নিয়েই মাথা ঝাঁকালো।

"মনে হয় না, কিন্তু তুমি এখানে অপেক্ষা করলে আমি অন্য কাউকে ডাকতে পারি তোমার সাহায্যের জন্য।" সে বললো।

www.pathagar.com

সরু একটা করিডর দিয়ে সে অদৃশ্য হয় গেলো, আমি আড়মোড়া ভাঙ্গার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আমার সমস্ত পূর্ব ধারণা একে একে মিলিয়ে যেতে লাগলো আর বাড়ি ফেরা নিয়ে যে রকম কল্পনায় মেতে উঠেছিলাম ওটা ভাবতেই আমার হাসি পেলো। মেঘ কেটে যাচ্ছে, বুড়ো দানবেরা সব পালিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠছে কারণ পূর্বপুরুষেরা কবর থেকে উঠে এসে উৎসবে মেতে উঠেছে। কিন্তু ওসবের কিছুই হলো না, আমি বরং ভীষণ ক্লান্ত আর নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলাম। টেলিফোনের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতেই সিকিউরিটি গার্ড অসম্ভব সুন্দরী এক তরুণীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো, কালো, হালকা পাতলা গড়নের আর প্রায় ছ'ফিটের কাছাকছি লম্বা এই মেয়েটি, পরনে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইউনিফর্ম। সে তার পরিচয় দিয়ে বললো যে তাঁর নাম মিস ওমোরো, আর বললো যে আমার ব্যাগ সম্ভবত ভুল করে জোহানেসবার্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

"আপনার অসুবিধার জন্য আমরা ভীষণ দুঃখিত," সে বললো। "আপনি যদি এই ফরমটা পূরণ করেন তাহলে আমরা জোহানেসবার্গে ফোন করে যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী ফ্লাইটেই আপনার লাগেজ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো।"

আমি ফরম পূরণ করলাম, মিস ওমোরো আমার দিকে না তাকিয়েই ফরমটা পুরেপুরি পড়ে দেখলেন। "আচ্ছা ড. ওবামা কি আপনার কেউ হন?" মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ উনি আমার বাবা।"

মিস্ ওমেরো সমবেদনাসম্পন্ন একটা মুচকি হাসি দিলেন। "আমি খুবই দুঃখিত যে উনি মারা গেছেন। আপনার বাবা আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তিনি প্রায় আমাদের বাড়িতে আসতেন।"

এখানে ঘুরতে আসা নিয়ে আমরা কথা বলতে শুরু করলাম, আর সে তার লন্ডনের পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো এবং বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোতে তার আগ্রহের কথাও সে জানালো। আমি বুঝতে পারলাম যে আমি আসলে তার সাথে কথা বাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে যে কথা বাড়ানোর চেষ্টা করছি তা নয়– সে তার প্রেমিকের কথা ইতিমধ্যে বলেও ফেলেছে– আমি আসলে অনুপ্রাণিত হয়েছি কারণ সে আমাকে নামে চিনতে পেরেছে। এরকমটা আগে কখনই হয়নি, হাওয়াই-এ নয়, ইন্দোনেশিয়াতে নয়, এল.এ তে নয়, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো কোথাও নয়। জীবনের এই প্রথম আমি স্বস্তি বোধ করলাম, একটা নামের ভেতর পরিচেয়ের যে দৃঢ়তা থাকে তা অনুভব করলাম, একটা নাম অন্যের স্মৃতিতে সমগ্র ইতিহাসটাই বহন করে, যার কারণে ওরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "ওহ আচ্ছা, তুমি হলে অমুক, আর অমুকের ছেলে।" এখানে এই কেনিয়াতে আমাকে কেউই

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করবে না যে তোমার নাম কিভাবে বানান করতে হয়, কিংবা নামটাকে উচ্চারণ করতে গিয়ে উদ্ভট কিছু বলে ফেলবে না। এখন আমি অনুভব করি যে আমার একটা নাম আছে, সুতরাং আমিও আছি, এই নামেই আমি যুক্ত হয়েছি আত্মীয়তার বেড়াজালে, যুক্ত হয়েছি মিত্রদের সাথে।

"বারাক!" পেছনে তাকিয়ে দেখলাম অউমা আরেকজন গার্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছে, গার্ড তাকে ব্যাগেজ এরিয়ার ভেতর ঢুকতে দিচ্ছিলো না। মেয়েটার কছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ওর দিকে দৌড়ে চলে গেলাম, ঠিক প্রথমবারের মতোই আমরা হাসতে হাসতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। আমাদের পাশেই এক লম্বা, বাদামি চামড়ার ভদ্রমহিলা মুচকি হাসছিলেন, অউমা তাঁর দিকে ফিরে বললো, "বারাক, এই আমাদের আন্টি জিতুনি। আমাদের বাবার বোন।"

"ওয়েলকাম হোম," জিতুনি বললেন, উনি আমার দু'গালেই চুমু খেলেন।

আমি ওদের আমার ব্যাগের ব্যাপারটা বললাম আর বললাম যে এখানকার একজন আমার বাবাকে চেনে, তারপর পেছনে ফিরে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে তাকিয়ে দেখলাম যে মিস্ ওমোরো সেখানে আর নেই। সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোথায়। গার্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো যে সে হয়তো সেদিনের জন্য বেরিয়ে পড়েছে।

অউমা একটা পুরোনো বেবি-ব্লু ভক্সওয়াগেন বিট্‌ল চালিয়ে যাচ্ছিলো। কারটা ছিলো তার কাছে একটা বিজ্‌নেস ভেনচার: যেসব কেনিয়ানরা বিদেশে বসবাস করতো তারা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি জাহাজে করে নিয়ে আসতে পারতো, সেই বিপুল পরিমান আমদানি কর তাদের দিতে হতো না, অউমা হিসাব-নিকাশ করে দেখেছে যে নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিন সে ক্লাস নেবে তত দিন সে ওটা ব্যবহার করতে পারবে, এরপর সে শিপিং-এর ওই দামেই বিক্রি করে দিতে পারবে এবং এতে সম্ভবত তার কিছুটা লাভও থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত যক্ষ্মা রোগীর মতো কাশতে কাশতে ইন্‌জিনটা একটা জোরে শোরে ঝাঁকুনি খেয়ে বন্ধ হয়ে গেলো, এবং মাফলারটা এয়ারপোর্ট রোডের ওপর পড়ে গেলো। আমরা ফোর-লেন হাইওয়ের ওপর সশব্দে থেমে পড়লাম। অউমা খুব শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইল দুই হাতে চেপে আছে, এবং আমি কিছুতেই আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

"আমি কি নিচে নেমে ঠেলবো?"

জিতুনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, "আহ্ বেরি, এই গাড়ি নিয়ে এসব কিছু বলবে না। খুব সুন্দর গাড়ি এটা। গাড়িটাকে একটু রঙ করাতে হবে এই আর কী। অউমা গাড়িটা আমাকেই দেবে বলেছে।"

www.pathagar.com

অউমা মাথা ঝাঁকালো। "তোমার আন্টি আমার সাথে চিটিং করার চেষ্টা করছে, বারাক। আমি বলেছিলাম যে আমরা এটা নিয়ে কথা বলব, আমি শুধু এটুকুই বলেছিলাম।"

"কথা বলার আর কী আছে?" জিতুনি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ মারলেন। "আমি তো বলেইছি অউমা, আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি দাম দেব।"

আমার ভ্রমণ কেমন হয়েছে, ওরা কী কী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, কার কার সাথে আমাকে দেখা করতে হবে এবং তার যে একটা তালিকা তারা তৈরি করেছে সেসব নিয়ে দু'জন প্রায় একই সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করলো। রাস্তার দু পাশেই বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, বেশির ভাগই সাভানা (উষ্মমন্ডলীয় পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার বৃক্ষহীন তৃণময় সমতল ভূমি) ঘাসে ভর্তি, দূর দিগন্তের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে দু- একটা কাঁটাজাতীয় গাছ, প্রাচীন এবং সজীব একটা ল্যান্ডস্কেপ। ক্রমশ ট্রাফিকের ভিড় জমতে শুরু করলো, কান্ট্রিসাইড থেকে অজস্র লোকজন এসে যার যার কর্মক্ষেত্রের দিকে ধাবমান, পুরুষেরা এখনও তাদের ফিল্মি শার্টে বোতাম লাগাচ্ছে, রমণীরা পরেছেন স্ট্রেইট-ব্যাক্‌ড পোশাক আর মাথায় উজ্জ্বল রঙের স্কার্ফ। গাড়িগুলো সব খানাখন্দ, বাইসাইকেল আর পথচারীদের এড়িয়ে লেন আর গোলচক্কর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে, ভাঙাচোরা জিটনিগুলো— যেগুলোকে এখানে ম্যাটাটুস বলে, আমাকে ওরা ওরকমটাই বলেছিলো আর কী— হুটহাট থেমে যাচ্ছে যেখানে সেখানে, যাত্রীরা গাদাগাদি করে উঠে যাচ্ছে ওগুলোতে। হঠাৎ করেই এসব দৃশ্য আমার কাছে খুব চেনা মনে হতে লাগলো, মনে হলো ঠিক যেনো এরকমই কোনো রাস্তায় আমি এর আগেও এসেছিলাম এবং তখনই আমার মনে পড়ে গেলো ইন্দোনেশিয়ার অন্যসব সকালবেলাকার কথা, মা এবং লোলোর সঙ্গে সামনের সীটে বসে কথা বলছিলাম, কাঠ আর ডিজেল পোড়ার সেই একই গন্ধ, সেই একই ভিড়, একইরকম অভিব্যক্তি, অন্য দিনের চেয়ে আজকে একটু ভালো যাবে এই আশা কিংবা ভাগ্যে কোনো একটা পরিবর্তন ঘটবে বুকে এরকম একটা মৃদু আকাঙ্ক্ষা কিংবা অন্তত কোনো বিপর্যয় যেনো না ঘটে।

কেনিয়া ব্রিওয়ারিজ-এ আমরা জিতুনিকে নামিয়ে দিতে গেলাম, বিশাল একঘেয়ে একটা কমপ্লেক্স, এখানে উনি কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করেন। গাড়ি থেকে নেমেই ঝুঁকে পড়ে আমার গালে আবারও চুমো খেলেন, আর অউমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। "বেরির যত্ন নেবে কিন্তু," উনি বললেন। "আর দেখো ও যেনো আবার হারিয়ে না যায়।"

হাইওয়েতে আবার যখন ফিরে এসেছিলাম আমি অউমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে জিতুনি আসলে হারিয়ে যাওয়া বলতে কী বুঝিয়েছেন। অউমা কাঁধ ঝাঁকালো।

www.pathagar.com

"এটা এখানকার একটা কথার কথা," সে বললো। "সাধারণত, এর মানে হলো তোমাকে যদি কেউ বেশ কিছুদিন যাবৎ না দেখে তাহলে ওরা বলবে যে তুমি হারিয়ে গেছো, কিংবা বলবে হারিয়ে যেও না।" মাঝে মধ্যে এই কথায় সিরিয়াস কিছুও বোঝায়। যেমন কারও পুত্র কিংবা স্বামী শহরে চলে গেছে কিংবা পশ্চিমে চলে গেছে, ঠিক যেমন আমাদের আঙ্কেল ওমর, উনি তো বোস্টনে আছেন। উনার বাচ্চাদের স্কুল শেষ হলে ফিরে আসবেন। উনাদের কথা হচ্ছে উনারা যখন সেট্‌লড হতে পারবেন তখনই পরিবারকে ডেকে পাঠাবেন। প্রথম প্রথম উনারা সপ্তাহে একদিন করে চিঠি লিখতেনই, তারপর শুরু করলেন মাসে একটা করে লেখা, তারপর পুরোপুরিভাবে লেখাই বন্ধ করে দিলেন। এরপর তাদের আর কেউ দেখেনি। সুতারাং দেখতেই পাচ্ছো ওরা হারিয়ে গেছে। যদিও লোকজন জানে যে ওরা কোথায় আছে।"

ভক্সওয়াগন উঁচু এক রাস্তায় ওঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, রাস্তার দু'ধারে ঘন ইউক্যালিপটাসের কুঞ্জবন ভ'রে আছে দ্রাক্ষালতায়। পুরোনো অভিজাত বাড়িগুলো ঝোপঝাড় আর ফুল গাছের পেছনে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, এই বাড়িগুলো একসময় একান্তই ব্রিটিশদের ছিলো, কিন্তু এখন এগুলোতে সরকারি কর্মকর্তারা এবং বিদেশী দূতাবাসের সদস্যরা বসবাস করেন। উঁচু জায়গার একেবারে চূড়ায় এসে আমরা হঠাৎ করে ডান দিকে মোড় নিলাম এবং একটা হলুদ দোতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে গিয়ে গাড়ি পার্ক করলাম, বিল্ডিংটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার ফ্যাকাল্টির জন্য ভাড়া করেছে। বিশাল একটা লন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঢালু হয়ে সোজা নেমে গেছে বটগাছ আর উঁচু উঁচু গাছের বন পর্যন্ত, আরও নিচ দিয়ে একটা সরু গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝরণা চওড়া একটা পাথুরে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে।

অউমার অ্যাপার্টমেন্ট ছোট্ট কিন্তু ভেতরের স্পেস্ বেশ আরামদায়ক, ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ে ঘরের ভেতর, আর অ্যাপার্টমেন্টটাও দোতলায়, সর্বত্র ছড়ানো বই পত্রের স্তূপ, একটা দেয়ালে ঝুলছে ফটোগ্রাফের কোলাজ, স্টুডিও পোর্ট্রেট আর প্যালারয়েড সট্‌স, পরিবারের প্রত্যেকের ছবি অউমা সেলাই করে জোড়া লাগিয়েছে। অউমার বিছানার ওপর দেখলাম এক কালো রমণীর বিশাল পোস্টার, তাঁর মুখটা ওপরের দিকে একটা প্রস্ফুটিত পুষ্পমুকুলের দিকে তাকানো, তার নিচে প্রিন্ট করে লেখা "আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম।"

"তো, তোমার স্বপ্নটা কি অউমা? ব্যাগপত্র রাখতে রাখতে বললাম।

অউমা হাসলো। "ওটাই আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা, বারাক। আমার স্বপ্নের অন্ত নেই। স্বপ্ন নিয়ে থাকা একটা মেয়ে সবসময় ঝামেলায় থাকে।"

আমি যে ভ্রমণ-ক্লান্ত তা মনে হয় আমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কারণ অউমা আমাকে পরামর্শ দিলো যে সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে যাবে আমি যেনো সে

www.pathagar.com

সময়টা ঘুমিয়ে নেই। অউমা আমার জন্য যে বিছানা তৈরি করে রেখেছিলো সেটাতে গা এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম, আর জানালায় পোকামাকড়েরা গুনগুন করতে থাকলো। ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম সন্ধার অন্ধকার নেমে পড়েছে আর অউমা তখনও বাড়ি ফেরেনি। রান্নাঘর থেকে তাকিয়ে দেখলাম বটগাছের ভেতরে একদল কালোমুখো বানর গাদাগাদি করে বসে আছে। দলের বুড়োটা গাছের গোড়ায় বসে খুব সতর্ক ভঙ্গিতে দৃষ্টি রাখছে বাচ্চা বানরগুলোর ওপর, ওগুলো আঁকাবাঁকা লম্বা শেকড়ের ওপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিলো। আমি বেসিনে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে চায়ের পানি চড়িয়ে দিলাম, তারপর দরজা খুলে উঠোনের দিকে গেলাম, বানরগুলে ওদের চলাচল পথ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছে; সবাই একযোগে চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। কয়েক ফুট দূরেই এক বিশাল আকৃতির সবুজ পাখার ঝাপটায় বাতাস এলোমেলো হয়ে গেলো, এবং তাকিয়ে দেখলাম এক লম্বা গলাওয়ালা পাখির স্বপ্নময় সমুত্থান, তীব্র চেঁচামেচি করতে করতে দূরের আকাশের দিকে উড়ে চলে গেলো পাখিটি।

ঐ রাতে আমরা থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, স্টিউ রান্না হলো আর পারস্পরিক যাবতীয় খবরাখবর আদান-প্রদান করলাম। পরদিন সকালে শহরের ভেতর হাঁটতে বের হলাম এবং উদ্দেশ্যহীন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ালাম, শুধু চার পাশটা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমি যতটা আশা করেছিলাম শহরটা তার চেয়েও ছোট, বেশির ভাগ ঔপনিবেশিক স্থাপত্য এখনও অক্ষতই রয়ে গেছে: সারি সারি জীর্ণ সাদা চুনকাম করা স্টাকু, সেই নাইরোবি যখন থেকে ব্রিটিশ রেলওয়ে কন্‌স্ট্রাকশনে আউটপোস্ট হিসেবে সার্ভিস দিতে শুরু করেছিলো সেই তখনকার আমলের ওসব। এই ভবনগুলোর পাশাপাশি অন্য একটি শহরও গড়ে উঠেছে এখানে, বহুতল বিশিষ্ট অফিস ভবন, অভিজাত দোকানপাট, লবি বিশিষ্ট হোটেল সিঙ্গাপুর কিংবা আটলান্টা থেকে আলাদাই করা যায় না। শহরটা কেমন মাতাল করা, আর কেমন যেনো পালাই পালাই একটা ভাব, আর সর্বত্রই তীব্র বৈপরীত্য: মার্সিডিজ বেন্‌জ ডিলারশিপের সামনে দিয়েই মাসাই ট্রেনে চেপে রমণীরা যাচ্ছে মার্কেটে, তাদের মাথা নিখুঁত করে কামানো, লাল সুকাস-এ জড়ানো তাদের ছিপছিপে শরীর, কানে লম্বা লম্বা কানের দুল ঝকমকে মুক্তসহকারে ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে চলে, কিংবা খোলা ছাদের মসজিদের প্রবেশপথেই দেখতে পেলাম একদল ব্যাংক অফিসার তাদের চোখা চোখা জুতো জোড়া খুব সাবধানে খুলে রেখে তাদের পা ধুয়ে নিয়ে কৃষক আর নর্দমা-খনকদের পাশে গিয়ে বিকেলের প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেনো নাইরোবির ইতিহাস শ্রেণি বৈষম্য প্রত্যাখ্যান করেছে, মনে হচ্ছে যেনো তখনকার আর এখনকার সময় এক স্থির কোলাহলময় দ্বন্দ্বে লিপ্ত।

www.pathagar.com

আমরা একটা পুরোনো মার্কেটপ্লেসের ভেতর ঘুরে বেড়ালাম, গুহার মতো একটা ভবন, পাকা ফলের গন্ধ বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে, আর ঘুরলাম কসাইখানার আশেপাশে। এই ভবনের পেছন দিকে যাওয়ার একটা পথ রয়েছে, ওখানে খোলা আকাশের নিচে হরেক রকম দোকানপাটের গোলক ধাঁধা, ব্যবসায়ীরা কাপড়, ঝুড়ি, পেতলের অলংকার এবং আরও অন্যান্য অভূতপূর্ব শিল্পকর্ম নিয়ে হকারি করছে। আমি ওগুলোর একটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ছোট্ট কাঠ খোদাই করা একসেট জিনিসপত্র ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে। আমি ওগুলো চিনতে পারলাম, অনেক আগে বাবা আমাকে ওগুলো উপহার দিয়েছিলেন: হাতি, সিংহ, মাথায় কাপড় জড়ানো উপজাতি ড্রামবাদক। বাবা বলতেন এসব খুবই ক্ষুদ্র জিনিস...

"এই যে মিস্টার," দোকানের তরুণ বয়সী মালিকটা বলল। "আপনার স্ত্রীর জন্য সুন্দর একটা নেকলেস আছে।"

"ও আমার বোন।"

"আপনার বোন খুব সুন্দর। আসুন এটা উনাকে খুব সুন্দর মানাবে।"

"দাম কত?"

"পাঁচশ শিলিং মাত্র। চমৎকার।"

অউমা ভ্রু কুঁচকে তাকালো এবং লোকটাকে সোয়াহেলি ভাষায় কিছু একটা বললো। "সে তোমার কাছে ওয়াজুংগু দাম রাখছে।" ওয়াজুংগুর মানে সে ব্যাখ্যা করে বললো, "সাদা চামড়ার মূল্য।"

তরুণ লোকটা হেসে ফেললো। "দুঃখিত বোন," সে বলল। "একজন কেনিয়ানের জন্য এর দাম মাত্র তিনশ শিলিং।"

স্টলের ভেতরে একজন বয়স্ক রমণী সুতোয় মুক্তো পরাচ্ছিলেন এবং অউমার দিকে তাকিয়ে কী যেনো বললেন আর অউমাও হেসে ফেললো।

"উনি কী বললেন?"

"উনি বললেন যে তোমাকে দেখতে আমেরিকানদের মতো লাগছে।"

"উনাকে বলো যে আমি লু," বুক চাপড়িয়ে বললাম।

বৃদ্ধা রমণী হেসে ফেললেন এবং অউমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম শুনে বৃদ্ধা আরও জোরে হেসে উঠলেন । উনি আমার হাত ধরে তাঁর পাশে আমাকে দাঁড় করালেন। "উনি বলছেন যে তুমি দেখতে খুব একটা লু দের মতো নও," অউমা বললো, "কিন্তু তোমার চেহারায় দয়ালু একটা ভাব আছে। উনি বলছেন যে উনার একটা মেয়ে আছে, তার সাথে তোমার দেখা করা উচিত। এবং তুমি যদি তাঁকে একটা সোডা কিনে দাও তাহলে তার বিনিময়ে তুমি দুটো ভাস্কর্য আর এই পাঁচশ শিলিং দামের যে ভাস্কর্য উনি তৈরি করছেন তা পাবে।"

তরুণ লোকটা আমাদের সবার জন্য সোডা কিনতে চলে গেলো এবং আমরা সবাই কাঠের টুলে বসলাম, টুলগুলো বৃদ্ধা এক বিশাল চেষ্ট-এর পেছন থেকে টেনে

www.pathagar.com

বের করেছিলেন। উনি আমাদের তাঁর ব্যবসার কথা বললেন, বললেন কী পরিমাণ টাকা সরকারকে খাজনা দিতে হয় এই দোকান ব্যবহার করার জন্য, কেন তাঁর ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগদান করলো, কারণ গ্রামে তাঁদের আর কোনো জমিজমা নেই যে তারা চাষাবাদ করবে। আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে আরেকজন রমণী নানান রঙের খড় দিয়ে ঝুড়ি বুনছিলেন, পাশেই আরেকজন লোক লম্বা করে ফালি তৈরি করছে ঝুড়ির হাতল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

আমি বসে বসে এসব তুখোড় ক্ষিপ্রগামী হাতগুলো দেখছিলাম আর ওই বৃদ্ধার কথা শুনছিলাম, কাজের খুটখাট শব্দ আর বেচাকেনার হইচই ছাপিয়ে তাঁর কথাগুলো ভেসে আসছিলো এবং এক মুহূর্তের জন্য সমগ্র পৃথিবীটাকে সম্পূর্ণ সহজবোধ্য মনে হলো। আমি দিনগুলোর একঘেয়ে ছন্দের কথা কল্পনা করতে শুরু করলাম। এই শক্ত দৃঢ় ভূমিতে তুমি বসবাস করো যেখানে প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে ওঠো তুমি, আর খুব ভালো করেই জানতে পাও এই আজকের দিনটা যেমন আছে গতকালটা ঠিক তেমনই ছিলো, যেখানে তুমি দেখতে পাও কিভাবে তৈরি হয় তোমার ব্যবহৃত জিনিস আর শুনতে পাও এসব যারা তৈরি করে তাদের জীবনের ফিরিস্তি এবং একটা কথা বিশ্বাস করতে পারো যে কম্পিউটার টার্মিনাল কিংবা ফ্যাক্স মেশিন ছাড়াই তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারো, আর ততক্ষণে কালো কালো মুখের মিছিল পেরিয়ে যায় তোমার চোখের সামনে দিয়েই, শিশুদের গোল গোল মুখ, নানান জিনিসের টুকরো টাকরা, ক্লান্ত বুড়োদের মুখ, সুন্দর মুখ দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারি কেনো অ্যাষ্টেন এবং অন্য কালো আমেরিকানরা প্রথমবার এখানে এসেই বদলে গিয়েছিলো। কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাসের সময়কালে তুমি যে স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা লাভ করো তা পর্যবেক্ষণের অনুভূতি থেকে আসে না, বরং এই বিশ্বাসের স্বাধীনতা থেকে আসে যে তোমার মাথার চুল যতটুকু বেড়ে ওঠার কথা ঠিক ততটুকুই বেড়ে উঠবে এবং তোমার নিতম্ব যতটুকু দোলার কথা ঠিক ততটুকুই দুলে উঠবে। তুমি দেখতে পাও একজন লোক নিরেট উন্মাদের মতো কেবল নিজের সাথেই কথা বলে যাচ্ছে, কিংবা পত্রিকার প্রথম পাতায় সে পড়ছে একজন সন্ত্রাসীর খবরাখবর, আর মানুষের হৃদয়ে দুর্নীতিবোধের ব্যপারটা নিয়ে সে ভেবে যাচ্ছে, কিন্তু ভাবছে না যে এই সন্ত্রাসী কিংবা উন্মাদ আসলে তোমার নিজের নিয়তির কথাই বলে যাচ্ছে। এখানে এই বিশ্ব কালোদের, এখানে তুমি হলে শুধুই তুমি, এখানে তুমি দেখতে পাবে যে এখানকার সমস্ত জিনিস তোমার জীবনের জন্য কেমন অনবদ্য, এখানে মিথ্যে আর বিশ্বাসঘাতকতার জীবনে বসবাস করা নেই।

এরকম মুহূর্ত অক্ষত রেখেই উড়াল দেবার ভাবনা আমাকে দারুণ প্রলুব্ধ করছিলো। তরুণ লোকটা অউমার জন্য যেমন নিখুঁতভাবে তার নেকলেসটা

www.pathagar.com

মোড়াকাবৃত করছিলো ঠিক তেমনি আমিও আমার এই অনুভবকে মোড়কাবৃত রেখেই ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম আমেরিকায়, যেনো মনের সজিবতা নেতিয়ে পড়লেই ওই অনুভব দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারি।

কিন্তু অবশ্যই ওসব কখনই সম্ভব নয়। আমরা আমাদের সোডা শেষ করলাম। দরদাম বুঝিয়ে দিলাম। বাজার ছেড়ে এলাম, ওই মুহূর্তটি পালিয়ে গেলো।

আমরা কিমাথি স্ট্রিট-এর দিকে যেতে থাকলাম, মাউ-মাউ বিদ্রোহী এক নেতার নামানুসারে এই সড়কের নাম রাখা হয়েছে। শিকাগো ছেড়ে আসার আগে কিমাথি সম্পর্কে আমি পড়েছিলাম, তার ফটোগ্রাফও আমার মনে পড়ছে: একদল নির্ভীক মানুষের সাথে তিনিও রয়েছেন, ওরা বাস করতো জঙ্গলে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ভেতর ছড়িয়ে দিতো এক গোপন শপথ এরা হলো এক ধরনের প্রোটোটাইপ গেরিলাযোদ্ধা। তিনি নিজের জন্য চালাকি করে একধরনের পোশাক বেছে নিয়েছিলেন (কিমাথি এবং অন্যান্য মাউ-মাউ নেতারা এক সময় ব্রিটিশ রেজিমেন্টে কাজে করতো), তাঁর পোশাক কলোনিয়াল ওয়েস্টের ভেতর তীব্র ভীতি ছড়াতো, ঠিক একই রকম ভীতি ছড়েছিলো এনটেবিলাম সাউথ-এ ন্যাট টার্নারের মনে, আর এখন সে ভীতি ছড়াচ্ছে কোক-ক্রেজ লুণ্ঠনকারীরা শিকাগোতে শ্বেতাঙ্গদের মনে।

অবশ্যই কেনিয়ার মাউ-মাউরা এখন অতীত। কিমাথিকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। কেনিয়াত্তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো, তিনিই কেনিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হন। উনি তাৎক্ষণিকভাবে তল্পিতল্পা গোটাতে ব্যস্ত শ্বেতাঙ্গদের একটা জিনিস নিশ্চিত করলেন যে ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হবে না, ল্যান্ড-হোল্ডিং আগের মতোই অক্ষত থাকবে যতদিন পর্যন্ত কালোরা সরকার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবে। কেনিয়া হয়ে ওঠে আফ্রিকার পশ্চিম অংশের সবচেয়ে বলিষ্ঠ চোখের মণি, হয়ে ওঠে স্থিতিশীলতার এক অন্যতম মডেল, যার সাথে এক হিতকর বৈসাদৃশ্য রয়েছে বিশৃঙ্খল উগান্ডার, বৈসাদৃশ্য রয়েছে তানজানিয়ার ব্যর্থ সমাজতন্ত্রের সাথে। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে গেছে গ্রামে, কেউ কেউ সরকারি চাকরি নিয়েছে আর কেউ কেউ পার্লামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নির্বাচনে লড়ছে। কিমাথির নাম এখন স্ট্রিট সাইনে, ট্যুরিস্টদের কাছে একেবারেই নিরানন্দ একটা ব্যাপার।

নিউস্ট্যানলি হোটেলের আউটডোর ক্যাফেতে বসে আমি আর অউমা এসব ট্যুরিস্টদের সম্পর্কে জানার একটা সুযোগ নিলাম। প্রায় সব ধরনের ট্যুরিস্টই এখানে আছে জার্মান, জাপানিজ, ব্রিটিশ,আমেরিকান— ওরা কেউ ছবি তুলছে, টেক্সি ডাকাডাকি করছে, রাস্তার ফেরিওয়ালাদের সাথে দরদাম করছে, অনেকেই সিনেমার এক্সট্রাদের মতো সাফারি স্যুট পরে আছে। হাওয়াই-এ আমরা তখনও খুব ছোট, আমি এবং আমার বন্ধুরা এধরনের টুরিস্টদের নিয়ে হাসাহাসি করতাম, ওরা

www.pathagar.com

ওদের ফোস্কা পড়া চামড়া আর ফ্যাকাশে চর্মসার ঠ্যাং নিয়ে যেনো আমাদের সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্যের উত্তাপ উপভোগ করতো। এখানে এই আফ্রিকায় এইসব ট্যুরিস্টরা অবশ্য অতটা হাস্যকর নয়, কিন্তু তারপরও তাদের অবৈধ বলে মনে হচ্ছে; তাদের নির্মলচিত্তকে কেমন একটা অস্পষ্ট অবমাননাকর মনে হলো। এরকম মনে হওয়ার কারণ তাদের ভেতর আত্মসচেতনতারও তীব্র অভাব , তারা যে ধরনের স্বাধীনতার প্রকাশ করছে, অউমা এবং আমি কখনই তেমন স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা লাভ করিনি, তাদের নিজেদের সংকীর্ণতায় তাদের অগাধ আত্মবিশ্বাস রয়েছে, সাম্রাজ্যিক সংস্কৃতির ভেতর যাদের বসবাস তাদের ভেতর এরকম আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

ঠিক তখনই আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের কাছ থেকে কয়েক টেবিল পরেই একটি আমেরিকান পরিবার বসে আছে। দু'জন আফ্রিকান ওয়েটার তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে তাদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লো, দু'জনের মুখেই আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। যদিও অউমা এবং আমাকে এখন পর্যন্ত কোনো খাবার দাবারই দেয়া হয়নি, আমি দু'জন ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম, ওরা রান্নাঘরের পাশেই দাঁড়িয়েছিলো, মনে হচ্ছিলো ওরা যে কোনোভাবেই হোক আমাদের দেখতে ব্যর্থ হচ্ছিলো। বেশ কিছুক্ষণ ওরা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে সমর্থ হয়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুলনামূলক এক বয়স্ক লোক ঘুমঘুম চোখে আমাদের প্রতি একটু সদয় হয়ে দুটো খাবরের ম্যানু নিয়ে এসে হাজির হলো। যদিও সে এতে ক্ষুব্ধ, তারপর বেশ অনেক সময় চলে গেলেও তার আর ফিরে আসার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলাম না। রাগে অউমার মুখ চোখ জ্বলে উঠলো, আমি আবারও হাত নেড়ে ওয়েটারকে ডাকলাম, আমার অর্ডার লেখার সময় সে যেমন নিশ্চুপ ছিলো এখনও সে সেরকমই নিশ্চুপ। ওই আমেরিকান পরিবার ততক্ষণে খাবার পেয়ে গেছে, আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হওয়ার কেনো লক্ষণই দেখা গেলোনা। এরই ভেতর শুনতে পেলাম সোনালি চুলের বেণীওয়ালা একটা মেয়ে অভিযোগ করছে যে ওদের কোনো ক্যাচআপ দেয়া হয়নি। অউমা উঠে দাঁড়ালো।

"চলো যাই।"

সে বাইর পথের দিকেই এগোচ্ছিলো, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ওই ওয়েটারেরে কাছে ফিরে গেলো, ওয়েটার নির্বিকারচিত্তে আমাদের চলে যাওয়া দেখছিলো।

"তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত," অউমা লোকটাকে বললো, রাগে তার গলা কাঁপছিলো। "তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।"

ওয়েটার সোহায়েলি ভাষায় বিড়বিড় করে কী যেনো প্রতিউত্তর করলো।

"তোমরা কতজনকে খাওয়াও ওটা আমার দেখার বিষয় না। তোমরা নিজেদের লোকদের সাথে ওরকম কুকুরের মতো আচরণ করতে পারো না..." অউমা ঝট করে তার পার্সটা খুলে দোমাড়ানো মোচড়ানো একশ শিলিং-এর একটা নোট বের

www.pathagar.com

করলো। "এই যে!" অউমা চিৎকার করে বললো। "এই ঘোড়ার ডিমের খাবারের দাম দেয়ার টাকা আমার আছে।" সে ওই নোটটা মেঝেতে ছুড়ে মারলো, তারপর গটগট করে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। বেশ কয়েক মিনিট আমরা কোনো সুর্নিদিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করলাম, শেষ পর্যন্ত আমিই সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসের পাশে পেতে রাখা বেন্‌চিতে বসার জন্য পরামর্শ দিলাম।

"তুমি ঠিক আছো?" অউমাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে মাথা ঝাঁকালো। "ওভাবে টাকা ছুড়ে মারাটা বোকামি।" সে ওর পার্সটা পাশে রেখে বসে পড়লো, আমরা দু'জন বসে বসে গাড়ি ঘোড়ার যাওয়া আসা দেখতে লাগলাম। "তুমি মনে হয় জানো, আমি এখানকার কোনো হোটেলের ক্লাবে যেতে পারি না।" শেষ পর্যন্ত অউমা কথা বললো। "গেলে আস্‌কারিরা আমাদের পতিতা ধরে নিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। একই ঘটনা এখানকার বড় বড় অফিস বিল্ডিংগুলোরও। তুমি যদি ওখানে কাজ না কর আর যদি আফ্রিকান হও তাহলে কেন এসেছো কোথায় এসেছো এসব হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে যদি কোনো জার্মান বন্ধু থাকে তাহলে সবার মুখেই হাসি হাসি ভাব থাকে। তখন বলবে 'গুড ইভিনিং মিস, হাউ আর ইউ টু নাইট? ' অউমা তার মাথা ঝাঁকালো। "এই জন্যই কেনিয়ার জি এন পি যাই হোক না কেনো, কিংবা এখানে তুমি যা-ই কিনতে পাওনা কেনো বাদবাকি সারা আফ্রিকা এই কেনিয়াকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কেনিয়া হলো আফ্রিকার বেশ্যা, বারাক। টাকা দিলেই যে কারো কাছে এরা ঠ্যাং ফাঁক করে দেয়।"

আমি অউমাকে বললাম যে তুমি কেনিয়ানদের প্রতি অযথাই বেশি রূঢ় আচরণ করছো, এই একই জিনিস ঘটছে ডিজাকার্তায় কিংবা মেক্সিকো সিটিতে– এর কারণ হচ্ছে শুধু দুর্ভাগ্যজনক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে গিয়ে বুঝলাম যে আমার এসব কথাবার্তায় তার মনের তিক্ততা মোটেও দূর হচ্ছে না। আমারও সন্দেহ হলো যে সে–ই হয়তো ঠিক কথা বলছে: সব ট্যুরিস্টই যে নাইরোবিতে শুধু বন্যপ্রাণী দেখতে আসে তা নয়। কেউ কেউ আসে কারণ কেনিয়া, নির্লজ্জভাবে, ওই যুগেরই পুনঃসৃষ্টি করে চলেছে যে যুগে সাদারা এই বিদেশভূমিতে কালোদের পিঠের ওপর ভর করে খুব আয়েশে দিনযাপন করে গেছে: নিস্পাপ নির্মল যুগ ছিলো একটা, কিমাথি আর ক্ষুব্ধ তরুণেরা সোয়েটো কিংবা ডেট্রয়েট কিংবা মেকংবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় তখনও সন্ত্রাস আর বিদ্রোহ শুরু করেনি। কেনিয়ায় একজন শ্বেতাঙ্গ এখনও আইজাক ডিনেসেনের বাড়ির ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, এবং ব্যারনের রহস্যময় তরুণী স্ত্রীর সাথে রোমান্স কল্পনায় মেতে উঠতে পারে, কিংবা লর্ড ডেলামার হোটেলে গিয়ে সিলিং ফ্যানের নিচে বসে জিনের বোতলে চুমুক লাগাতে পারে এবং কোনো এক সফল শিকারের শেষে নির্মম মুখের কুলি পরিবেষ্টিত হয়ে হেমিংওয়ের পোট্রেট এর নিচে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

স্মিত হেসে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে যেতে পারে, কোনোরকম ভয় কিংবা অপরাধবোধ ছাড়াই একজন কালো মানুষের সেবা সে এখানে পেতে পারে অনায়াসেই, বিস্মিত হতে পারে বিনিময় হার দেখে আর তখন উদারতা প্রদর্শনপূর্বক ছুড়ে দিতে পারে কিছু টিপস; আর যদি হোটেলের বাইরে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কোনো ভিক্ষুক দেখে তার পেটে সামান্যতম বদ হজমের লক্ষণ দেখা দেয় তবে সাথে সাথেই সে একটা রেডি টনিক প্রয়োগ করতে পারে। যাই হোক কালোদের শাসন এসে গেছে, এটা ওদের দেশ, আমরা হলাম দর্শনার্থী মাত্র।

আমাদের ওয়েটাররা কী জানে যে কালোদের শাসন এসে গেছে? কালোদের শাসনের মানে কি তারা বোঝে? হয়তো একসময় বুঝতো, আমি ভাবছিলাম। স্বাধীনতার ওই সময়ের কথা হয়তো তার মনে থাকবে, "হুরু!" বলে চিৎকার আর নতুন পতাকা উত্তোলন, কিন্তু এসব স্মৃতি এখন তার কাছে উদ্ভট মনে হয়, দূরবর্তী ছলাকলাহীন কোনো একটা স্মৃতি। একটা জিনিস সে জেনে গেছে, তা হলো স্বাধীনতার আগে যারা এই ভূমির নিয়ন্ত্রক ছিলো স্বাধীনতার পরে তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। সাদাদের তৈরি ওইসব রেস্টুরেন্টে সে খেতে পারে না, সাদাদের তৈরি কোনো হোটেলে সে যেতে পারে না। সে দেখে যে তার শহরে তার মাথার ওপর দিয়ে টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে, আর প্রযুক্তি তার রোবট মুখ দিয়ে থু করে উগরে দিচেছ একের পর এক পণ্য। সে যদি উচ্চাভিলাষী হয়ে থাকে তাহলে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে শ্বেতাঙ্গদের ভাষা এবং তাদের যন্ত্রপাতি শিখে নেওয়ার এবং চেষ্টা করবে আয় বুঝে ব্যয় করার, ঠিক নিউ ইয়র্কে একজন কম্পিউটার মেরামতকারী কিংবা শিকাগোর একজন বাস ড্রাইভার যা করে থাকে, পর্যায়ক্রমিক প্রবল উৎসাহ কিংবা প্রবল হতাশায় সে তা যতটা না করে থাকে তার চেয়ে বেশি এসব সে সয়ে যায় বিনা প্রতিবাদে।

এবং কেউ যদি তাকে বলে যে তুমি নব্য-ঔপনিবেশিকতাবাদের স্বার্থে কাজ করছো কিংবা এ-জাতীয় কিছু একটা করছো, তাহলে সে জবাব দেবে, হ্যাঁ, সে তাদের স্বার্থেই কাজ করবে যদি তা করার প্রয়োজন হয়। যে তাদের স্বার্থে কাজ করতে পারে সে-ই ভাগ্যবান; যে করে না সে দুর্ভাগ্যবান, তাকে সেই ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি করেই চলতে হবে আর নিম্নমানের উদ্ভট সব কাজকর্ম করে বেড়াতে হবে: কেউ কেউ তলিয়ে যাবে অন্ধকারে।

আবার এটাও বলা যায় যে, ওই ওয়েটারের কাছে ব্যাপারটা মনে হয় ওরকম কিছু নয়। তার মনের কিছু অংশ হয়তো সেই মাউমাউ-এর গল্প দিয়ে আচ্ছন্ন, তার ওই অংশের হয়ত মনে পড়ে তার গ্রামের রাত্রের নীরব নিস্তব্ধতার কথা কিংবা পাথুরে বারকোশে তার মায়ের শস্য ভাঙার কথা। তার মনে কিছু একটা এখনও তাকে বলে যে সাদাদের পথ তার নিজের পথ নয়, সে যে সব জিনিস প্রতিদিন ব্যবহার করে তা তার নিজের তৈরি নয়। সে স্মরণ করে এমন একটা সময়ের কথা

www.pathagar.com

যে সময়ে সে নিজের এই বিপন্ন জীবন এড়িয়ে যেতে পারবে। সে আসলে তার স্মৃতির থাবা থেকে পালিয়ে যেতে পারেনো। যার কারণে সে দুই নৌকায় পা রাখার মতো এই দুই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে, দুটোই অনিশ্চিত, দুটোই সবসময়ই ভারসাম্যহীন, তার তলাহীন দারিদ্র্য দূর করতে যে কোনো খেলাই সে খেলতে রাজি, সে তার ক্রোধের অবাধ প্রকাশে সদা সতর্ক, শুধু তার মতো পরিস্থিতিতে যারা আছে পুরো রাগটা সে ঝাড়ে তাদের ওপর।

তার মন তাকে বলে যে হ্যাঁ, পরিবর্তন এসেছে, পুরোনো সব নিয়মকানুন ভেঙে পড়েছে, যত দ্রুত সম্ভব তোমার উদরপূর্তির পথ করে নাও আর সাদারা যেনো তোমাকে উপহাস না করে সে ব্যবস্থা করে নাও।

আবার তার মন তাকে বলে যে না, তুমি খুব শীঘ্রি পৃথিবীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

সেই সন্ধ্যায়, আমরা গাড়ি চালিয়ে কারিয়াকোতে গেলাম, একটা এলোমেলো অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, চার পাশে আলগা মাটির জমি। চাঁদ ডুবে গেছে ঘন মেঘের আড়ালে, হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, তখন একটা তরুণ ছেলে আমাদের লাফিয়ে পার হয়ে ভাঙা ফুটপাত আর রাতের অন্ধকারে মিশে গেলো। তৃতীয় তলায় গিয়ে অউমা একটা দরজায় ধাক্কা মারলো, দরজাটা আগে থেকেই একটু খানি ফাঁক করা ছিলো। "বেরি ! শেষ পর্যন্ত তুমি এলে!"

খাটো, গাট্টাগোট্টা এক হাসিখুশি বাদামী মুখের মহিলা আমার কোমর শক্ত করে ঠেসে ধরলেন। তাঁর পেছনে প্রায় পনেরো জনের মতো মানুষ, প্যারেডের মতো আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে হাসছিলো। খাটো মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকালেন।

"আমাকে তুমি চিনতে পারোনি মনে হয়?"

"আমি... ।"

"আমি তোমার জেন আন্টি, তোমার বাবা মারা গেলে আমিই তোমাকে খবর দিয়েছিলাম।" স্মিত হেসে বললেন আমাকে।

"এদিকে এসো, সবার সাথে পরিচিত হও, জিতুনির সঙ্গে তো তোমার আগেই দেখা হয়েছে। ইনি হলেন..." একজন হ্যান্ডসম বৃদ্ধা রমণীর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, বৃদ্ধা সবুজ প্যাটার্নের একটা পোশাক পরেছিলেন। "ইনি হলেন আমার বোন, কেজিয়া, অউমা এবং রয় ওবামার মা।"

কেজিয়া আমার হাতখানা ধরলেন, আমার নামটা বলে সোহায়েলি ভাষায় কী যেনো বললেন। "উনি বলছেন যে উনার আরেক ছেলে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরলো," জেন বললেন।

www.pathagar.com

"মাই সান," কেজিয়া ইংরেজিতে আবারও বললেন, বৃদ্ধা মাথা নিচু করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মাই সান হ্যাজ কাম হোম।" রুমের সবার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলাম, আন্টি, ভাতিজা, ভাতিজি, সবার সঙ্গেই হাত মেলালাম। প্রত্যেকেই দারুণ উদ্দীপনা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানালো কিন্তু খুব সামান্য হলেও ওরা একটুখানি অপ্রতিভ ছিলো, ভাবখানা এমন ছিলো যে প্রথমবারের মতো কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করাটা যেনো একটা নিত্তনৈমেত্তিক ঘটনা। বাচ্চাদের জন্য আমি এক ব্যাগ চকলেট নিয়ে এসেছিলাম। বাচ্চারা আমার চার পাশে খুব সুবোধ বালকের মতো ঘিরে ধরে তাকিয়েছিলো আর বড়রা ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলো যে আমি কে। একটা অল্প বয়েসী ছেলেকে দেখলাম, ষোলো কি সতেরো বছর বয়স, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলো।

"ও তোমার আরেকটা ভাই," অউমা আমাকে বলল। "ওর নাম বার্নাড।"

আমি ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত মেলালাম; দু'জন দুজনের মুখের অভিব্যক্তি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, আমি একটু হতভম্ব হলেও হতভম্ব ভাব সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেমন ছিলে।

"ভালোই ছিলাম মনে হয়," নরম স্বরে সে উত্তর করলো, ওর এই কথায় রুমের সবাই হেসে উঠলো।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে জেন আমাকে ঠেলে ছোট্ট একটা টেবিলের দিকে নিয়ে গেলেন, টেবিলের ওপর রাখা খাসির মাংস, ভাজা মাছ, কোলারড্স আর ভাত। খাওয়ার সময় উনারা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হাওয়াই-এ ওরা সবাই কেমন আছে। শিকাগোতে আমার দিনকাল এবং সংগঠক হিসেবে আমার কাজকর্ম সর্ম্পকে ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলাম। ওরা সবাই চুপচাপ শুনে মাথা ঝাঁকালেও সবাইকে একটু বিস্মিত মনে হলো, সুতরাং আমি বললাম যে আগামী শরৎকাল থেকে আমি হাভার্ডে ল পড়তে যাচ্ছি।

"আহ্, এটাই ভালো হবে, বেরি," জেন তরকারি থেকে একটা হাড় চুষতে চুষতে বললেন," তোমার বাবাও এই স্কুলে পড়েছেন, হার্ভাড। তুমি আমাদের সবাইকে গর্বিত করবে, ঠিক তোমার বাবার মতোই, শোনো বার্নাড, তোমার ভাইয়ের মতো অনেক পড়াশোনা করতে হবে তোমাকে কিন্তু।"

বার্নাড একজন ফুটবল তারকা হবার কথা ভাবছে," জিতুনি বললো।

আমি বার্নাডের দিকে ঘুরে বললাম,"তাই নাকি, বার্নাড?"

"না," সে বললো, ওর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। "আমি একটু খেলাধুলা করি এই আর কী।"

"ভালো— মাঝে মাঝে আমরা এক সাথে খেলতে পারবো।"

বার্নাড ওর মাথা ঝাঁকালো । "আমার এখন বাস্কেটবল খেলতে ভাল্লাগে, ম্যাজিক জনসনের মতো," বেশ আন্তরিকভাবেই সে বললো কথাটা।

www.pathagar.com

পেটপুরে খাবার কারণে শুরুর দিকের কিছু উত্তেজনা একটু থিতিয়ে এলো, বাচ্চারা বিশাল আকৃতির একটা সাদা-কালো টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে দেখতে লাগলো, টেলিভিশনে প্রেসিডেন্টের দানশীলতা বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিলো: প্রেসিডেন্ট একটা স্কুলের উদ্বোধন করছিলেন; তিনি বিদেশি সাংবাদিক আর নানান কমিউনিস্ট এলিমেন্টদের তীব্র নিন্দা করছিলেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর জাতিকে নাইরায়ো— অর্থাৎ "উন্নয়নের দিকে অগ্রযাত্রা"র পথ অনুসরনের জন্য জাতিকে উৎসাহিত করছিলেন। আমি অউমার সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের বাদবাকি অংশগুলো দেখতে গিয়েছিলাম, অ্যাপার্টমেন্টে মাত্র দুটি বেডরুম, দুটোই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কার্পেট দিয়ে ঠাসা।

"এখানে কতজন থাকে?" আমি অউমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিত নই!" অউমা বললো। জেন আসলে কাউকে না করতে পারেন না, সুতরাং এই শহরে যে-ই আসুক সে এখানে এসে ওঠে কিংবা কেউ চাকরি টাকরি হারালে এখানেই থেকে যায়। মাঝে মধ্যে ওরা দীর্ঘ সময় ধরে থেকে যায়। কিংবা ওদের বাচ্চাকাচ্চাদের এখানে রেখে দেয়। বাবা ও আমার মা বার্নাডকে এখানেই রেখে গিয়েছিলেন। বলতে গেলে জেনই বার্নাডকে মানুষ করেছেন।

"উনি কি খরচ সামলাতে পারেন?"

"বলতে গেলে না পারাই, উনি হলেন টেলিফোন অপারেটর, ওখানে খুব বেশি একটা টাকা তিনি পান না। এ নিয়ে যদিও তিনি কোনো অভিযোগও করেননি। তাঁর নিজের কোনো ছেলেপুলে নেই, সে জন্য তিনি অন্যদের দেখাশোনা করেন।"

আমরা লিভিংরুমে ফিরে এলাম, পুরোনো একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। রান্নাঘরে জিতুনি অল্পবয়েসী মেয়েদের ডিশ পরিষ্কার করার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছিলেন: বাচ্চাদের কয়েকজন আমি যে চকলেট নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলো। আমি চার দিকের অবস্থা দেখার জন্য চোখ মেললাম- পুরোনো আসবাবপত্র, দুই বছরের পুরোনো ক্যালেন্ডার, ম্লান হয়ে যাওয়া ফটোগ্রাফ, একটা নীল রঙের সিরামিক দেবশিশু লিনেন ডইলের ওপর বসানো । ঠিক এট্‌লগেডের অ্যাপার্টমেন্টের মতই, আমি উপলব্ধি করলাম— মা, মেয়ে আর সন্তানের সেই একই রকম শেকল, সেই একই রকমের হইচই, গালগল্প আর টেলিভিশন, রান্না করা, পরিষ্কার করা কম-বেশি আহতদের সেবা করার সেই এক অবিরাম চক্র, পুরুষদের সেই একই রকম অনুপস্থিতি।

দশটার দিকে আমরা বিদায় নিলাম, বিদায়কালে প্রতিজ্ঞা করে এলাম প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে পালাক্রমে একবার করে যাব। দরজার দিকে যেতেই জেন আমাদের একপাশে আলাদা করে নিয়ে গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করলেন, "সারাহ আন্টির সঙ্গে দেখা করার জন্য তোমার বেরিকে নিয়ে যাওয়া উচিত," অউমার কানে

www.pathagar.com

ফিসফিস করে বললেন। "সারাহ হলেন তোমার বাবার বড় বোন। ভাইবোনদের ভেতর তিনিই সবার বড়। তোমাকে দেখার জন্য তিনি পাগল হয়ে আছেন।"

"অবশ্যই," আমি বললাম, "কিন্তু আজকে রাতে তিনি এখানে নেই কেনো। তিনি কী অনেক দূরে থাকেন?"

জেন আমার দিকে তাকালেন, গোপন কী একটা কথা তাদের ভেতর বিনিময় হলো।

"এসো, বারাক," অউমা শেষপর্যন্ত বললো, "গাড়িতে যেতে যেতে তোমাকে বলছি।"

রাস্তা ফাঁকা আর বৃষ্টিতে একটু পিচ্ছিল হয়ে আছে। "জেন ঠিক কথাই বলেছে, বারাক," বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে যেতে যেতে অউমা আমাকে বললো। "সারাহর সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছিনা ।"

"কেন?"

"বাবার সম্পত্তি নিয়ে তার সাথে ঝামেলা চলছে। এই সম্পত্তির দাবিদারদের ভেতর সারাহ অন্যতম। উনি লোকজনের কাছে বলে বেড়াচ্ছেন যে রয়, বার্নাড আর আমি কেউই আমার বাবার সন্তান নই," অউমা একটু লজ্জা পেলো, "আমি জানি না। তবে তাঁর প্রতি আমার কিছুটা দরদ আছে। তিনি খুব কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন। বাবা যেমন সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন উনি তেমন একটা পাননি। তুমি তো জানই উনি পড়তে পারেননি, বিদেশেও যেতে পারেননি। এসব কারনেই তাঁর মনটা বিষিয়ে আছে। তাঁর ধারণা আমার মা, আমি তাঁর এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।"

"কিন্তু বাবার সম্পত্তির দাম আর কতই বা হবে?"

"খুব বেশি হবেনা। ওই গভমেন্টের সামান্য কিছু পেনশন আর কী। এক টুকরো জমি আছে, সেটাও কোনো কাজের না, আমি এসবের বাইরে থাকার চেষ্টা করি। এখন কাজের কাজ যা হচ্ছে তা হলো টাকা পয়সা সব উকিলেদের পেছনেই খরচ হচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস দেখো, প্রত্যেকেই বাবার কাছ থেকে খুব বেশি আশা পোষণ করতো। সবার মধ্যে তিনি একটা ধারণা তৈরি করেছিলেন যে উনার সব কিছু আছে, এমনকি যখন তাঁর কিছুই ছিলো না তখনও। যার কারণে এখন যার যার জীবন নিয়ে অভ্যস্ত না হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করছে আর অপেক্ষায় আছে, ভাবছে বাবা কবরের ভেতর থেকেই তাদের উদ্ধার করে ফেলবে। বার্নাডও ওই একই স্বভাবের হয়েছে। দেখো বারাক ও কিন্তু আসলেই স্মার্ট একটা ছেলে, কিন্তু সারাদিন সে কিছুই করে না, শুধু বসেই দিন কাটায়। সে স্কুলে ড্রপ দিয়েছে এবং ভালো কাজ খুঁজে পাওয়ার মতো অবস্থাও তার নেই । আমি তাকে বলেছি যে কোনো ট্রেড স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে তাকে আমি সাহায্য করব, সে যা-ই চাক না কেনো, তাকে তো কিছু একটা করতে হবে, তাই না। তাকে কিছু বললেই বলবে

www.pathagar.com

ও.কে। কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করি তুই অ্যাপ্লিকেশন করেছিস, কিংবা স্কুল মাস্টারের সাথে কথা বলেছিস, তখন দেখা যায় সে কিছুই করেনি। মাঝে মধ্যে মনে হয় আমি যদি ধাপে ধাপে সব কিছু করে না দিই তাহলে কিছুই হবে না।"

"আমি মনে হয় হেল্প করতে পারি।"

"হ্যাঁ, তুমি ওর সাথে কথা বলতে পারো। তুমি এখন এখানে, আমেরিকা থেকে এখানে এসেছো, তুমি এই উত্তরাধিকারের একটা অংশ। যার কারণে সারাহ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর ধারণা আমি তোমাকে লুকিয়ে রেখেছি কারণ তুমি হলে এমন একজন যার সব কিছু আছে।"

কার পার্ক করার সঙ্গে সঙ্গে আবারও বৃষ্টি শুরু হলো। একটা মাত্র লাইট বাল্ব বিল্ডিং-এর এক কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে, তরল ছায়া এসে পড়েছে অউমার মুখে। "পুরো ব্যাপারটাতে আমি খুবই ক্লান্ত, বারাক," খুব নরম সুরে সে বললো। "তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না আমি যখন জার্মান ছিলাম তখন আমি কেনিয়াকে কতটা মিস্ করতাম। সবসময় ভাবতাম কবে বাড়ি ফিরবো। আমি ভাবতাম আমি তো এখানে নিঃসঙ্গ বোধ করতাম না, এখানে কেউই তার বাবা-মা কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় না কিংবা তাদের বাচ্চাদের অপরিচিত কারও সাথেও রাখে না। তারপর আমি যখন এখানে আসলাম দেখি সবাই আমার কাছে সাহায্য চাইছে। মনে হচ্ছিলো সবাই যেনো আমাকে চেপে ধরছে এবং আমি কোথাও ডুবে যাচ্ছি। আবার আমার ভেতর অপরাধবোধও কাজ করে কারণ আমি তাদের চেয়ে বেশি ভাগ্যবান। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। আমি ভালো একটা চাকরি পেতেই পারি। কিন্তু আমি কী করতে পারি, বারাক? আমি একজন মাত্র মানুষ?" আমি অউমার হাতটা চেপে ধরলাম এবং গাড়ির ভেতর বেশ কয়েক মিনিট বসেছিলাম, শুনছিলাম বৃষ্টির শব্দ, বৃষ্টি অনেকটা কমে এসেছে। "আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে আমার স্বপ্ন কী," শেষ পর্যন্ত অউমা কথা বললো । "মাঝে মধ্যে আমি এই স্বপ্ন দেখি যে আমি আমার দাদার জমিতে খুব সুন্দর একটা বাড়ি করবো। বিশাল বড় একটা বাড়ি যেখানে পরিবারের সবাইকে নিয়ে থাকা যাবে। দাদার মতো আমরাও ফলের গাছ লাগাতে পারবো, আমাদের বাচ্চারা আমাদের জন্মভূমিকে সত্যিকারভাবে চিনতে পারবে, লু ভাষায় কথা বলতে পারবে, বয়স্কদের কাছ থেকে আমাদের নিজস্ব ধরনের জীবন যাপন শিখতে পারবে, এটা হবে একান্তই তাদের।"

"আমরা ওই সব কিছুই করতে পারবো, অউমা।"

ও মাথা ঝাঁকালো। "আমি ভাবতে শুরু করেছি যে আমি যদি না থাকি তাহলে এই বাড়ির দেখভাল কে করবে? আমি চিন্তা করি যে কোনো ছিদ্র হলে কিংবা কোনো বেড়া মেরামতের প্রয়োজন হলে ওই দায়িত্ব কাকে দেব? আমি জানি, চিন্তাটা ভয়ানক, খুবই স্বার্থপর ধরনের। আর এসব যখন ভাবি তখনই বাবার ওপর ক্ষেপে যাই, কারণ তিনি আমাদের জন্য বাড়ি তৈরি করেননি । বারাক, আমরা তো

www.pathagar.com

তার সন্তান। সবার দেখাশোনার দায়িত্ব আমদের কেন নিতে হবে? সব কিছু উল্টে গেছে, সবাই পাগল হয়ে গেছে। বার্নাডের মত শুধু আমাকেই আমার দেখাশোনা করার কথা । আমি অবশ্য এখন আমার নিজের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, ঠিক জার্মানদের মতো। সব কিছু গোছানো। যদি কিছু ভেঙে যায় আমি নিজেই ঠিকঠাক করি। যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, তা আমারই দোষ। আমি পরিবারের কাছে টাকা পাঠাই, এবং এই টাকা নিয়ে তারা যা খুশি করতে পারে, আমি তাদের ওপর নির্ভর করতে চাই না, তারাও আমার ওপর নির্ভর করবে না।"

"ব্যাপারটাকে নিঃসঙ্গতা মনে হচ্ছে।"

"আমি জানি, বারাক। যার কারনেই আমি সবসময় বাড়িতে আসি। যার কারণে আমি এখনও স্বপ্ন দেখে যাই।"

দু'দিন পেরিয়ে গেলো, আমি এখনও আমার ব্যাগটা পাইনি। শহরতলির এয়ারলাইন্স অফিস আমাকে এয়ারপোর্টে ফোন করতে বললো, কিন্তু যখনই ফোন করি তখনই লাইন ব্যস্ত থাকে । শেষমেশ অউমা পরামর্শ দিলো যে ওখানে গাড়ি নিয়ে আমাদের যাওয়া উচিত। আমরা যখন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ডেস্কে গিয়ে পৌঁছালাম দেখলাম দুই তরুণী সদ্য উদ্বোধন হওয়া নাইটক্লাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছে। আমি তাদের কথোপকথনে বিঘ্ন ঘটালাম এবং আমার ব্যাগের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তখন তাদের একজন খুব অলস ভঙ্গিতে একগাদা কাগজের স্তূপ উল্টেপাল্টে দেখলো।

"আপনার কোনো রেকর্ড আমরা দেখছিনা।" সে বললো ।

"প্লিজ, আবার একটু চেক করে দেখবেন।"

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকালো। "যদি পারেন তো আজকে মাঝরাত্রের দিকে একবার আসবেন, ওই সময় জোহানেসবার্গ থেকে একটা ফ্লাইট আসে।"

"আমাকে তো বলা হয়েছিলো যে ব্যাগটা আমকে দেবে।"

"সরি। কিন্তু আপনার ব্যাগের কোনো রেকর্ড আমার কাছে নেই। আপনি ইচ্ছা করলে আরেকটা ফরম পূরণ করতে পারেন।"

"মিস ওমোরো কি এখানে আছেন? উনি হলেন.."

"ওমোরো ছুটিতে আছেন।"

অউমা আমাকে একপাশে সরিয়ে দিলো। "আপনারা যদি কিছুই বলতে না পারেন তাহলে অন্য আর কার সাথে কথা বলতে পারি?"

"কারও সাথে কথা বলতে হলে ডাউনটাউনে চলে যান," মেয়েটা কাঠখোট্টা ভাবে জবাব দিয়ে তাদের আলোচনায় চলে গেলো। আমরা ডাউনটাউনে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অফিসে গেলাম। একটা বহুতল বিশিষ্ট ভবনে এই অফিসটা, ওই ভবনের এলিভেটরগুলো বৈদ্যুতিকভাবে কেতারদুরস্ত ভিক্টোরিয়ান কণ্ঠে প্রতিটি ফ্লোর

www.pathagar.com

নাম্বার ঘোষণা করছেঃ সিংহের বাচ্চা এবং নৃত্যরত কয়েকটা শিশু এরকম একটা ছবির নিচে বসে আছে এক রিসেপশনিস্টঃ আমাদের এয়ারপোর্টে গিয়ে চেক করা উচিত, তিনি এই কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

"আমাকে ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে দিন" আমি বললাম, চেষ্টা করলাম যেনো চিৎকার না করে উঠি।

"আই অ্যাম সরি, মি. মাডুরি মিটিং-এ আছেন।"

"দেখুন মিস, আমরা এই মাত্র এয়ারপোর্ট থেকে এলাম। ওরা আমাদের এখানে আসতে বললো। দু'দিন আগে আমাকে বলা হয়েছে যে ওরা আমাকে আমার ব্যাগটা দেবে। এখন ওরা বলছে যে আমার ব্যাগ সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না। আমি..." কথার মাঝখানে থেমে গেলাম। রিসেপশনিস্ট একটা পাথুরে মুখোশের দিকে সরে গেলো, এমন জায়গায় সরে গেলো যে ওখানে না শোনা যাবে কোনো কাতর অনুনয় না শোনা যাবে কোনো তর্জনগর্জন। অউমা আপাতত একই জিনিস পুনরায় দেখতে পেলো, তার কাছ থেকে মনে হলো যেনো বাতাস সরে গেলো। আমরা দু'জন একসঙ্গে লাউন্জের এক জোড়া চেয়ারে থাবা মারলাম। এরপর আমাদের কী করার আছে আমরা কিছুই জানি না, ঠিক তখনই অউমার কাঁধে একটা হাত এসে পড়লো। অউমা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো কালো, তারের মতো পাতলা, নীল ব্লেজার পরা একটা লোক।

"আহ্ আঙ্কেল! আপনি এখানে ক করছেন?"

অউমা লোকটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো, লোকটা আমাদের এত দুঃসম্পর্কের প্যাঁচানো আত্মীয় যে আমি ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না যে উনি কিভাবে কিভাবে আমার আঙ্কেল হচ্ছেন। আমরা কোনো ট্রিপে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি কি না তিনি জানতে চাইলেন, তখন অউমা তাঁকে ঘটনা খুলে বললো।

"শোনো, উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই," আমাদের আঙ্কেল বললেন। "মাডুরি আমার খুব ভালো বন্ধু। আসলে আমি এখন তারই সাথে লাঞ্চ-এ যাচ্ছি।" আমাদের আঙ্কেল রিসেপশনিস্টের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, রিসেপশনিস্ট বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনছিলো।

"মি. মাডুরি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন যে আপনি এখানে," স্মিত হেসে মেয়েটা বললো।

মি. মাডুরিকে দেখা গেলো বিশাল ভারিক্কি এক লোক, কন্দ সদৃশ নাক আর খ্যাঁচখ্যাঁচে গলার আওয়াজ, তাঁকে আমাদের গল্পটা বলতেই উনি ফোন ওঠালেন ।

"হ্যালো? ইয়েস, দিস ইজ মাডুরি। কে বলছিলেন? শোনেন, মি. ওবামা নামক এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছেন, উনি তাঁর ব্যাগটা খুঁজছেন। হ্যাঁ, ওবামা। উনি এই ব্যাগটা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চাচ্ছেন। হোয়াট? ইয়েস, লুক নাও, প্লিজ।" কয়েক মিনিট পর আবার ফোন বেজে উঠলো। "ইয়েস...ও. কে, এটা

www.pathagar.com

পাঠিয়ে দেবেন...” তিনি অউমার কাছে অউমার অফিসের ঠিকানা শুনে শুনে ওপ্রান্তে বলছিলেন, তারপর ফোনটা রেখে দিয়ে বললেন যে ব্যাগটা আজকে বিকেলেই অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

“আর কোনোরকম যদি সমস্যা হয় আমাকে ফোন দেবেন”— উনি বললেন।

আমরা দু'জনকেই আমাদের গভীর আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম, তারপরই ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম, আমাদের ভাগ্যে যে কোনো মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম, নিচতলায় নেমে কেনিয়াত্তার বিশাল ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, ছবিটা অফিস উইন্ডোর সঙ্গে লাগানো। তাঁর চোখে মুখে ঝরে পড়ছে আত্মবিশ্বাস আর ধূর্ততা; তাঁর রত্নখচিত হাত এক কিকুইউ উপজাতীয় সর্দারের এক নিবেদিত প্রাণ সদস্যকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। অউমা এলো, সেও আমার পাশে দাঁড়ালো।

“এই এখান থেকেই সব কিছু শুরু,” অউমা বললো, “এই হচ্ছে বড় মানুষ। তারপর তাঁর সহকারী, কিংবা তাঁর পরিবার, কিংবা তাঁর বন্ধু, কিংবা তাঁর গোষ্ঠী, তুমি একটা ফোন নিতে যাও, কিংবা ভিসা নিতে যাও আর চাকরিই নিতে যাও, সব ক্ষেত্রে এই একই ঘটনা ঘটবে। তোমার আত্মীয় কে? তুমি কাকে চেনো? প্রভাবশালী কারও সাথে পরিচয় না থাকলে তুমি এসব ভুলে যাও। আর ব্যাপারটা বাবা কখনই বুঝে উঠতে পারেননি। দেখো, উনি এখানে ফিরে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন যেহেতু তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং ভালো ইংরেজি বলতে পারেন সেহেতু সবাই তাঁর যোগ্যতা বুঝে নিয়ে তাঁকে বড় কোনো পদে নিয়োগ দেবে। উনি ভুলেই গিয়েছিলেন কিসে এখানে সব কাজ হয়।”

“তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন,” আমি শান্তস্বরে বললাম।

অউমার গাড়িতে ফিরে যেতে যেতে একটা গল্প মনে পড়ে গেলো, গল্পটা অউমা একবার আমাকে বলেছিলো, গল্পটা বাবাকে নিয়ে, বাবা ততদিনে তাঁর দাপট হারিয়ে ফেলেছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় উনি অউমাকে একটা দোকানে গিয়ে কিছু সিগারেট আনতে বললেন। অউমা তাঁকে মনে করিয়ে দিলো যে তাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই, কিন্তু বাবা খুব অধৈর্য হয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন।

“বোকার মতো কথা বলো না,” অউমাকে বললেন। দোকানদারকে বলো যে তুমি ড. ওবামার মেয়ে এবং আমি তাকে পরে টাকা শোধ করে দেবো।”

অউমা দোকানে গিয়ে তা-ই বললো। কিন্তু দোকানদার তার কথা শুনে হেসে উঠেছিলো এবং সিগারেট না দিয়েই বিদায় করেছিলো। অউমা তখন ভয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। সে তখন তার এক কাজিনকে ডেকে পাঠিয়েছিলো, ওই কাজিনকে বাবা একবার চাকরির ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন, তারপর সেই কাজিনের কাছ থেকে কয়েক শিলং ধার করেছিলো অউমা। বাড়িতে ফিরলে বাবা সিগারেট নিয়েছিলেন আর অনেকক্ষণ দেরি করার জন্য অউমাকে গালিগালাজ করেছিলেন।

www.pathagar.com

"দেখলে," সিগারেটের প্যাকেটটা খুলতে খুলতে তিনি বললেন। "বলেছিলাম না তোমার কোনো সমস্যাই হবেনা। এখানে সবাই ওবামাকে চেনে।"

ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে অউমা আর আমি হাঁটতে হাঁটতে বাবার উপস্থিতি অনুভব করছিলাম, আমাদের অতিক্রম করে চলে যাওয়া স্কুল বালকদের ভেতরে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম, রোগা কালো ঠ্যাং পিষ্টন রডের মত নীল শর্টস আর বেঢপ সাইজের জুতোর ভেতর ওঠানামা করছে। সামোচা আর দুধের সর দিয়ে মিষ্টি চা খেতে খেতে হেসে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভেতর আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এক কান হাত দিয়ে চেপে ধরে টেলিফোনে কথা বলছে যেসব ব্যবসায়ী তাদের সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে আমি বাবার গন্ধ পেলাম; বাবার গন্ধ পেলাম ঘামে সিক্ত এক দিনমুজুরের গায়ে যে নুড়ি পাথর টেনে টেনে বোঝাই করছে ঠেলাগাড়িতে, তার মুখ এবং খোলা বুক কাদায় মাখামাখি। মনে হচ্ছে, বাবা এখানে, যদিও তিনি আমাকে কিছুই বলছেন না, তিনি এখানে, আমাকে বলছেন এসব কিছু উপলব্ধি করতে।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

ঠিক দশটায় এসে বার্নাড ডোর বেল বাজালো। চটে যাওয়া নীল রঙের শর্টস আর খুব ছোট সাইজের একটা টি-শার্ট তার গায়ে পরা; হাতে ধরা একটা টেকো কমলা রঙের বাস্কেট বল, এমনভাবে ধরে আছে যেন সে কোনো উপহার নিয়ে এসেছে।

"রেডি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"প্রায়। একটু দাঁড়াও জুতাটা পরে নিই।"

সে আমার পিছে পিছে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে এলো, আমি যে ডেস্কে বসে কাজ করছিলাম ওখানে গেল। "তুমি আবারও পড়াশোনা শুরু করেছো, বেরি," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "তোমার বউ বিরক্ত হয়ে যাবে, সবসময় এরকম বইপত্র নিয়ে থাকলে।"

জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য আমি বসলাম। "জানি।"

সে তার বলটা শূন্যে ছুড়ে দিলো। "আমার বইপত্র ভাল্লাগে না। আমি হলাম ম্যান অব্ অ্যাকশন। র‍্যাম্বোর মতো।"

আমি হাসলাম। "ঠিক আছে, র‍্যাম্বো," উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতে খুলতে বললাম। "চলো দেখা যাক তুমি মাঠে কেমন দৌড়াও।"

বার্নাড আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো। "কোর্ট তো অনেক দূরে। তোমার গাড়ি কোথায়?"

"অউমা ওর অফিসে নিয়ে গেছে।" আমি বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করলাম। "ও তো বললো ওটা নাকি মাত্র মাইলখানেক দূরে। খুব ভালো ওয়ার্মআপ করা যাবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমার দেখাদেখি কয়েক ধরনের ব্যায়াম করে নিলো, তারপর প্রধান সড়কে ওঠার জন্য খোয়া বিছানো যে ড্রাইভওয়ে আছে সেখানে নামলাম। চমৎকার একটা দিন। মৃদুমন্দ হাওয়া, ফাঁকা রাস্তা, কেবল দূরে একজন

www.pathagar.com

মহিলাকে দেখা যাচ্ছে, মাথায় খড়ির বোঝা। কোয়ার্টার মাইল না যেতেই বার্নাড শেষ, তার কপাল থেকে মুক্তোর মতো ঘাম ঝরে পড়ছে।

"আমার ওয়ার্মআপ শেষ, বেরি," বাতাস গিলতে গিলতে সে বললো। "আমাদের এখন হাঁটা উচিত।"

শহরের একেবারে কেন্দ্রে, প্রায় দুই একর জায়গা নিয়ে নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। কোর্টগুলো অ্যাথলেটিক ফিল্ডের একটু ওপরে, আগাছায় ভরা নুড়ি পাথরের রাস্তা দিয়ে ওখানে যেতে হয়। লতাগুল্ম এড়িয়ে যেতে যেতে আমি বার্নাডকে দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম গত ক'দিনের ভেতরেই সে কেমন সহজ সচ্ছন্দ এবং অমায়িক ভদ্র একজন সঙ্গি হয়ে উঠেছে, অউমা যখন তার পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত তখন সে নিজেই গাইড হওয়ার মহান দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। রাস্তার ভিড়ের ভেতর দিয়ে যখন আমরা পথ করে নিতাম তখন সে আমার হাত চেপে ধরতো যেনো সে আমাকে কোনো কিছু থেকে রক্ষা করছে, যেসব ভবন কিংবা সাইনপোস্ট সে প্রতিদিন পেরিয়ে যেতো সেসবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন সেগুলো দেখতে শুরু করতাম তখন সে এক সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, সে আমার বেখাপ্পা আচরণে বেশ মজা পেতো কিন্তু তার ওই বয়সে আমি যেমন বিরক্ত হতাম কিংবা প্রতিরোধ গড়ে তুলতাম সে সেসবের কিছুই করতো না।

তার চেহারার মাধুর্য এবং তার চাতুর্যহীনতার কারণে তার সতেরো বছর বয়সের তুলনায় তাকে আরও বেশি শিশুর মতো মনে হতো। কিন্তু তার বয়স যে সতেরো আমি তা মাথায় রাখতাম। এমন একটা বয়স যে বয়সে একটু বেশি স্বাধীনতা, একটু বেশি চারিত্রিক প্রখরতা খুব বেশি খারাপ কিছু হতে পারে না। একটা জিনিস আমি বুঝেছিলাম যে সে আমাকে এতো সময় দেয় এ কারণে যে এর চেয়ে ভালো কিছু করার মতো তার কোনো কাজ নেই। সে এরকম ধৈর্যশীল কারণ যাওয়ার সুনির্দিষ্ট গন্তব্য তার নেই। এসব নিয়ে তার সাথে আমার কথা বলার প্রয়োজন ছিলো। অউমাকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে তার সাথে আমার কথা হবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথে আরেকজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যেমন কথা হয়ে থাকে।

"ম্যাজিক জনসনের খেলা তো দেখেছো?" বার্নাড আমাকে এখন জিজ্ঞেস করছে, একটা সট্ নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো সে। জালহীন একটা রিমের ভেতর বলটা ঢুকে পড়লো, আমি বলটা আবার তার কাছে ফিরিয়ে দিলাম।

"টিভিতে দেখেছি।"

বার্নাড মাথা ঝাঁকালো। "আমেরিকায় সবারই তো একটা করে কার আছে। আর একটা করে টেলিফোন।" তার এ কথাটা যতোটা না প্রশ্ন তার চেয়ে বেশি বিবৃতিমূলক।

"বেশির ভাগ মানুষেরই আছে, কিন্তু সবার নেই।"

www.pathagar.com

সে আরও একটা সট্ নিলো, এবার বলটা রিমের বাইরে গিয়ে পড়লো। "আমার মনে হয় এখানকার চেয়ে ওই জায়গাটাই বেশি ভালো," সে বললো, "আমি মনে হয় আমেরিকায় আসবো। তোমাকে তোমার কাজে সাহায্য করতে পারবো।"

"এই মুহূর্তে আমার কোনো কাজ নেই। তবে ল পড়া শেষ হলে হয়তো কোনো কাজ পাবো...।"

"ওখানে কাজ পাওয়া তো খুব সহজ।"

"সবার জন্য সহজ না। আসলে ওই স্টেট্সে প্রচুর মানুষের খুব কষ্টে দিন কাটছে। বিশেষ করে কালোদের।"

সে বলটা ধরলো। "এখানকার মতো অতো খারাপ তো অবশ্যই নয়।"

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। এবং আমি স্টেট্স্-এর বাস্কেটবল কোর্টের ছবি মনে করার চেষ্টা করলাম। কাছাকাছি কোথাও হয়তো গুলির শব্দ আবার শহরতলির বাড়ির পেছনে ছেলেদের হৈ হৈ খেলাধুলা এবং দুপুরের খাবারের জন্য তাদের মায়েদের হাঁকডাক। ওই দুটো দৃশ্যই সত্য, আমার মুখ দিয়ে তখন আর কোনো কথা বেরোলো না, আমার নীরবতায় সন্তুষ্ট হয়ে বার্নাড আবারও খেলায় ফিরে গেলো।

সূর্যের উত্তাপ আরও তীব্র হয়ে ওঠার পর আমরা হেঁটে হেঁটে একটা আইসক্রিম পার্লারে গেলাম, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে। বার্নাড একটা চকলেট সান্ডির অর্ডার দিলো এবং সে সেটা বেশ পদ্ধতিগতভাবে খাওয়া আরম্ভ করলো, সে প্রতিবারই আধাচামচ আইসক্রিম নিয়ে মুখে পুরছে। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিলাম। "অউমা আমাকে বললো যে তুমি নাকি ট্রেড স্কুলের চিন্তাভাবনা করছো," আমি বললাম।

সে মাথা ঝাঁকালো, অপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ অভিব্যক্তি তার চোখে মুখে।

"কী কী কোর্স তুমি করতে চাচ্ছো?"

"আমি জানি না।" সান্ডিতে তার চামচ ডুবিয়ে সে একটু ভেবে নিলো। "তবে অটো মেশিন নিয়ে পড়লে মনে হয় ভালো হবে।"

"তুমি কি এই প্রোগ্রামের জন্য কোনো চেষ্টা করেছিলে?"

"না," সে আরেক কামড় দেওয়ার জন্য একটু থামলো। "তোমাকে অবশ্যই আমার স্কুলের ফি দিতে হবে কিন্তু।"

"তোমার বয়স কতো, বার্নাড?"

"সতেরো," সে একটু সতর্ক হয়ে উত্তরটা দিলো।

"সতেরো।" আমি মাথা ঝাঁকালাম, মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লাম। "সতেরো বছর বয়স মানে বোঝো? এর মানে হলো তুমি এখন একজন সমর্থ পুরুষ। যার অবশ্যই কিছু দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। তোমার পরিবারের প্রতি তোমার দায়িত্ব থাকবে হবে। নিজের প্রতি দায়িত্ব থাকতে হবে। মানে আমি যা বলার চেষ্টা করছি তা হলো তোমার ভালো লাগে এমন কিছু ব্যাপারে তোমাকেই

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেটা অটোমেশিনও হতে পারে কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে। আর সেটা যা-ই হোক তোমাকে অবশ্যই কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য অনুসারে তোমাকে কাজ করতে হবে। অউমা আর আমি তোমাকে স্কুল ফি দিয়ে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু আমরা তো আর তোমার জীবন চালাতে পারি না। তোমাকে এর জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। বুঝতে পেরেছো?"

"বুঝতে পেরেছি।" বার্নাড মাথা ঝাঁকালো। বেশ কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে থাকলাম, তার আইসক্রিমের তরল অংশে এখন সে আনমনে চামচ ঘোরাচ্ছে। আমি ভাবতে শুরু করলাম আমার এই কথাগুলো আমার এই ভাইটার কাছে কতখানি ফাঁপা বুলি হয়ে উঠছে, এই ভাইটার একমাত্র দোষ হলো সে আমাদের বাবার বিচ্ছিন্ন বিশ্বের এক ভুল প্রান্তে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু মনে হয় এ নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ কিংবা আক্ষেপ নেই। এখনও নেই। তবে সে অবশ্যই বিস্মিত হয়ে থাকবে যে আমি কেনো আমার নিয়ম তার ওপর খাটানোর ভান করছি। সে যা চায় তা হলো আমাদের সম্পর্কের কিছু নিদর্শন— বব মার্লের ক্যাসেট, আমি চলে যাওয়ার পর একজোড়া বাস্কেটবল জুতা। চাওয়া পাওয়া হিসেবে এগুলো খুবই সামান্য এবং আরও অন্যান্য কিছুও আমি তাকে দিয়েছি— উপদেশ, বকুনি তাকে নিয়ে আমার উচ্চাভিলাষ— কিন্তু এসব কিছুকেও আরও ক্ষুদ্র মনে হলো।

সিগারেট ফেলে দিয়ে আমি তাকে বললাম আমাদের এখন যেতে হবে। রাস্তায় নেমে বার্নাড আমার ঘাড় জড়িয়ে ধরলো। "আশেপাশে এরকম একজন বড় ভাই থাকা ভালো," বলেই সে হাত নেড়ে ভিড়ের ভেতর মিশে গেলো।

পরিবার জিনিসটা আসলে কী? এটা কি শুধুই এক বংশগতির শৃঙ্খল, শুধুই কি বাবা-মা আর সন্তান? নাকি এটা একটা সামাজিক সংগঠন মাত্র, একটা অর্থনৈতিক একক, শিশুদের লালন পালন আর শ্রমবিভাজনের এক সর্বোত্তম স্থান? নাকি সম্পূর্ণই ভিন্ন কিছু : কেবলই কি এক স্মৃতির ভাণ্ডার? নাকি ভালোবাসার এক চৌহদ্দি? নাকি এক মহাশূন্যের নাগাল ধরা?

নানান সম্ভাবনার এক দীর্ঘ তালিকা আমি তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু কখনই আমি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় উপনীত হতে পারবো না, আমার পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমার এ ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তার বদলে আমি আমার চার পাশে কিছু ধারাবাহিক বৃত্ত এঁকে নিলাম, এমন এক বর্ডার দিয়ে নিলাম, যা সময়ের সাথে সাথে স্থানান্তরিত হবে এবং মুখগুলোর পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু সেসব যাই হোক না কেন নিয়ন্ত্রণের বিভ্রম তৈরি করবে না। একটা অভ্যন্তরীণ বৃত্ত যেখানে প্রেম ধ্রুব হয়ে থাকবে এবং দাবিগুলো প্রশ্নহীন হয়ে থাকবে। তারপর রয়েছে দ্বিতীয় বৃত্ত, যেখানে রয়েছে এক ঐকমত্য প্রেমের রাজ্য, যেখানে প্রতিশ্রুতি বেছে নেওয়া হয়েছে স্বাধীনভাবে। এর পরের বৃত্তে রয়েছে সহকর্মী আর পরিচিতজনেরা; রয়েছে শিকাগোর সেই বাদামি চুলের উৎফুল্ল রমণী যিনি আমার মুদিখানার জিনিসপত্রের

www.pathagar.com

জন্য ফোন দিতেন। এই বৃত্তের পরিধি শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকতো কোনো এক দেশ কিংবা জাতিতে গিয়ে কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো নৈতিকতায়, এবং তখন আমার প্রতিশ্রুতি কেবল কোনো এক মুখের প্রতি কিংবা কোনো এক নামের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকতো না, এই প্রতিশ্রুতি আমি আমার নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছিলাম।

আফ্রিকায়, আমার এই নিজস্ব জ্যোতির্বিদ্যার দ্রুত পতন ঘটে গেলো। পরিবারকে যেনো সর্বত্রই দেখা যেতে লাগলো : দোকানে, পোস্টঅফিসে, রাস্তায়, পার্কে, ওবামার দীর্ঘকাল হারিয়ে যাওয়া সন্তান নিয়ে কানাঘুষা আর অস্থিরতা। যদি আমি বলতাম যে আমার একটা নোটবুক কিংবা সেভিং ক্রিম লাগবে তখনই দেখতাম আমার কোনো এক ফুপু হয়তো বলতেন যে তিনি আমাকে প্রয়োজন হলে নাইরোবির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবেন সবচেয়ে ভালো মানের জিনিসটা কিনে দিতে, এখন ওখানে যেতে যতো সময়ই লাগুক না কেনো কিংবা ওখানে যেতে তার যতো অসুবিধাই হোক না কেনো সেটা কোনো ব্যাপার নয়।

"আহ্, বেরি...ভাইয়ের ছেলেকে সাহায্য করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী থাকতে পারে?"

যদি কোনো কাজিন আবিষ্কার করতে পারে যে অউমা আমাকে একা অ্যাপার্টমেন্টে রেখে কোথাও চলে গেছে এবং আমি একা একা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি তাহলে সে সোজা দুই মাইল হেঁটে চলে যাবে অউমার ফ্ল্যাটে এবং বলবে যে তোমাকে সঙ্গ দিতে চলে এলাম।

"আহ্, বেরি, তুমি আমাকে ফোন দাওনি কেনো? আসো, তোমাকে আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।"

এবং সন্ধ্যায় বস্তুত আমি আর অউমা ধারাবাহিক নেমন্তনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। কাকাদের নেমন্তন, ভাতিজাদের নেমন্তন, সেকেন্ড কাজিন কিংবা কাজিনদের নেমন্তন, প্রত্যেকের ওখানে গিয়ে বসতেই হবে এবং খেতেই হবে, এখন ওটা খাওয়ার সময় হোক বা না হোক কিংবা ইতিমধ্যে কতোবার খেয়েছি সেটা ব্যাপার নয়, না বসা কিংবা না খাওয়া মানে তাদের অপমানিত করা।

"আহ্, বেরি,...কেনিয়ায় হয়তো আমাদের খুব বেশি কিছু নেই– কিন্তু তুমি যেহেতু এখন কেনিয়ায় তোমাকে এখন সবসময়ই কিছু না কিছু খেতেই হবে!"

প্রথম প্রথম এরকম মনোযোগের প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া হতো মায়ের কোলে থাকা শিশুর মতো, সরল, প্রশ্রয়হীন কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন। আফ্রিকা ও আফ্রিকানদের সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিলো তার সাথে এটা মিলে গিয়েছিলো, আমেরিকার ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গ জীবনের সাথে এটার রয়েছে এক তীব্র বৈপরীত্য, এই বৈপরীত্যটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাপারটা জাতিগত নয়, ব্যাপারটা আসলে সাংস্কৃতিক। একটা ব্যবস্থা যা আমরা বিসর্জন দিয়েছি প্রযুক্তির জন্য এবং এক গতিময়তার জন্য কিন্তু ওই ব্যাপারটাই ডিজাকার্তার বাইরে ক্যামপং-এ কিংবা আয়ারল্যান্ড অথবা গ্রিসের

www.pathagar.com

যে কোনো গ্রামের মতোই— এখানে একেবারে অক্ষত রয়েছে : অন্যের সঙ্গ পেয়ে সুখ লাভ করা, মানবিক উষ্ণতা আনন্দ উপভোগ করা।

যতোই দিন যেতে লাগলো, আমার আনন্দ ততোই সন্দেহ এবং অস্থিরতায় পর্যবসিত হতে লাগলো। এর কিছু কিছু ব্যাপার অউমা সেদিন রাতে কারে বসে যা বলেছিলো তার সাথে সম্পর্কযুক্ত— আমার আত্মীয়স্বজনদের সৌভাগ্য নিয়ে তীব্র সচেতনতা, এবং কিছু কিছু পীড়াদায়ক প্রশ্ন যেখানে এরকম সৌভাগ্যের ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে। এমন নয় যে আমার স্বজনরা কেউ কষ্টের ভেতর রয়েছেন। জেন এবং জিতুনি দু'জনই বেশ ভালো একটা চাকরি করছে; কাজিয়া বাজারে কাপড় বিক্রি করছে। যদি মূলধনে খুব বেশি টানাটানি পড়ে তাহলে বাচ্চাদের অল্প কিছু সময়ের জন্য গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া যায়; যেখানে আমার আরেক ভাই আবো রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে কেন্ডু বে-তে একজন আঙ্কেল রয়েছেন যেখানে সবসময়ই গৃহস্থালি নানান টুকিটাকি কাজ থাকেই এবং যেখানে কখনই খাওয়া কিংবা থাকার সমস্যা নেই।

তবুও নাইরোবির পরিস্থিতি এখনও খারাপ এবং দিন দিন আরও বেশি খারাপের দিকেই যাচ্ছে। জামাকাপড় বেশির ভাগই সেকেন্ডহ্যান্ড, ভয়ানক জরুরি অবস্থায় না পড়লে ডাক্তারের কাছে তেমন একটা যাওয়া নেই। পরিবারের অল্পবয়স্ক সব সদস্যই বলতে গেলে বেকার, যাদের ভেতর দু'জন কিংবা তিনজন আবার কেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট করা, যারা প্রবল প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে গ্র্যাজুয়েট শেষ করতে পেরেছে। যদি জেন আর জিতুনি কখনও অসুস্থ হয়ে পড়ে, যদি কখনও তাদের কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় কিংবা তাদের চাকরিচ্যুত করা হয় তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের নিরাপত্তা প্রদানের কোনো ব্যবস্থাই নেই। তাদের পাশে থাকে কেবল স্বজনরাই। যারা ওই একই রকম কষ্টকর পরিস্থিতির ভেতর রয়েছে।

এখন আমি পরিবারের একজন, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম; এখন আমার দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মানেটা কী? রাজ্যে থাকাকালীন আমি এই ধরনের অনুভূতির রাজনীতিকীকরণ করতে পারিনি, সাংগঠনিক চিন্তায় রূপান্তর করতে পারিনি, পারিনি এটাকে আত্মবিসর্জনমূলক চিন্তায় পরিণত করতে। কেনিয়াতে, এসব স্ট্র্যাটেজি বেদনাদায়কভাবে বিমূর্ত, এমনকি নিজেকে প্রশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারটাও কেমন যেনো বিমূর্ত। কালোদের ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি বার্নাডের একটা চাকরি জোগাতে কোনোরকম সাহায্য করতে পারে না। অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক বিশ্বাস পারে না জেনকে একটা নতুন বিছানার চাদর কিনে দিতে। জীবনের এই প্রথম টাকাপয়সা নিয়ে আমি গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হলাম : আমার নিজের ভীষণ টাকাপয়সার অভাব, টাকা বানানোর উদ্যোমেরও অভাব। ত্রুটিপূর্ণ হলেও এই অপ্রত্যাখ্যেয় শান্তি কিনতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে। আমার মনের একাংশে এই ইচ্ছা জাগ্রত হলো যে, আমার এই নতুন

www.pathagar.com

স্বজনদের কল্পনায় আমি যেমন যদি তেমনটা আমি হতে পারতাম : একজন কর্পোরেট আইনজীবী, একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী, পিপার ছিপিতে উদ্যত থাকবে আমার হাত, বৃষ্টির মতো ঝরে পড়বে মান্না সালওয়া, পশ্চিমা বিশ্বের উদার দান।

কিন্তু আমি ওসবের কোনোটাই নয়। এমনকি আমার স্টেট্‌সেও, সম্পদ লেনদেন সম্পৃক্ত শুধু তাদের জন্যই যারা এর ভেতর জন্মগ্রহণ করেনি। আমি দেখতে পাচ্ছি ওই একই রকম লেনদেন অউমা এখন তৈরি করতে চেষ্টা করছে তার নিজের মতো করে তার পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য। সে গ্রীষ্মে দুটো চাকরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির পাশাপাশি কেনিয়ান ব্যবসায়ীদের সে জার্মান শেখায়। সে যে টাকা পয়সা জমায়, সে টাকা দিয়ে যে অ্যালেগোতে শুধু তার দাদির বাড়িই ঠিক করতে চায় না সে নাইরোবিতে আর এক টুকরো জমিও কিনতে চায়, যা তার একটা মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে। তার রয়েছে পরিকল্পনা, কর্মতালিকা, বাজেট এবং ডেডলাইন— সে যা কিছু শিখেছে তা এই আধুনিক বিশ্বের সাথে দরদস্তুর করার জন্য প্রয়োজনীয়। সমস্যা হলো তার এই বাজেটের অর্থ হলো সে তার পারিবারিক দায় থেকে অব্যাহতি চায়; তার বাজেটের মানে হলো টাকার জন্য নাছোড়ের মতো অনুরোধগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা। এবং যখন তা করে— যখন জেন খাবার পরিবেশন করার আগেই সে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করে, কারণ ইতিমধ্যেই দুই ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে, কিংবা তার ভক্সওয়াগনে সে আটজনকে কিছুতেই নেবে না কারণ চাপাচাপিতে তার গাড়ির সিট ছিঁড়ে যেতে পারে— তখন সেইসব অব্যক্ত হৃদয়গুলোর চাহনি দেখলেই বোঝা যায় কেমন অসন্তুষ্ট অপমানিত তারা। তার অস্থিরতা, তার স্বনির্ভরতা, ভবিষ্যৎ গড়ে নেবার জন্য তার নাছোড় আকাঙ্ক্ষা— ওই সব কিছুই ওই পরিবারের কাছে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অস্বাভাবিক...এবং অ-আফ্রিকান।

ওই একইরকম উভয় সঙ্কটাবস্থা আমি দেখেছিলাম বুড়ো ফ্রাঙ্কের ভেতর যে বছর আমি হাওয়াই ছেড়ে এসেছিলাম, এই রকম অস্থিরতায় ভুগতে পারে অ্যালটগেল্ডের সেই সব শিশুরা যারা স্কুলে খুব ভালো করছে, সেই একই রকম ন্যায়ভ্রষ্ট উত্তরজীবীর দোষ যা আমি অনুভব করার আকাঙ্ক্ষা করতে পারি, যদি আমি টাকা পয়সা বানানোর ধান্ধা করতাম, তাহলে আমি ঠিকই তরুণ কৃষ্ণাঙ্গদের দলকে মোড়ের গলিতে পেছনে ফেলে রেখে চলে যেতে পারতাম শহরতলির অফিসে। আমাদের ব্যক্তিগত সফলতা আমাদের গ্রুপকে ক্ষমতাশালী করে না, যে গ্রুপ একটা বর্ধিত পরিবারের চেয়েও বৃহত্তর হতে পারে, আমাদের সফলতা সবসময়ই অন্যদেরকে পেছনে ফেলে রাখার হুমকি দেয়। এবং সম্ভবত এই ব্যাপারটি আমাকে ভীষণ অস্থির করে রেখেছে— এই বাস্তবতা এই আফ্রিকাতেও, সেই একই উন্মাদ প্যাটার্ন এখনও দোদুল্যমান; এখানে কেউই বলতে পারে না যে আমার রক্তের বন্ধন আমার কাছে কী দাবি করতে পারে কিংবা ওই সব দাবিগুলোকে কীভাবে মানবিক বৃহত্তর ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায়। ব্যাপারটা এমন যেনো আমরা অর্থাৎ

www.pathagar.com

অউমা, রয়, বার্নাড এবং আমি সবাই মিলে একসাথে চলতে গিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করে যাচ্ছি। যেনো ওই মানচিত্র যেটা একদা আমাদের প্রেমের শক্তি এবং আমাদের কর্তব্যকর্মের নির্দেশনাকে পরিমাপ করতে পারতো, যে গূঢ়সংকেত আমাদের আশীর্বাদের বন্ধ তালা খুলে দিতো তা অনেক আগেই হারিয়ে গেছে, মাটির নিচের নিস্তব্ধ পৃথিবীতে পূর্বপুরুষদের সাথে সাথে সেটাকেও মাটিচাপা দেয়া হয়েছে।

নাইরোবিতে আসার প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে এসে, জিতুনি আমাকে নিয়ে গেলেন সারাহ্ ফুপুর কাছে। অউমার যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু যেহেতু দেখা গেলো যে অউমার মেকানিক সারাহ্র বাড়ির কাছাকাছিই থাকে, সেহেতু সে আমাদের তার গ্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব করলো; সে বললো যে ওখান থেকে আমরা হেঁটেই যেতে পারবো। শনিবার সকালে, অউমা আর আমি জিতুনিকে নিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করলাম, সিভার-ব্লক অ্যাপার্টমেন্ট আর ড্রাই পেরিয়ে, আবর্জনা ছড়ানো পার্কিংলট পেরিয়ে শেষ অবধি গিয়ে পৌঁছলাম ম্যাথার নামক এক বৃত্তাকার প্রশস্ত উপত্যকায়। অউমা গাড়িটা রাস্তার এক পাশে থামালো, আমি জানালা দিয়ে নিচে বাইরের শহুরে বস্তি এলাকার দিকে তাকালাম, মাইলের পর মাইল ঢেউটিনের ঘরবাড়ি, ভেজা তুলতুলে পদ্মফুলের পাতার মতো সূর্যের আলোয় ওগুলো ঝিকমিক করছে।

"ওখানে কতো মানুষ থাকতে পারে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। অউমা কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার ফুপুর দিকে তাকালো। "ফুপু তোমার কী মনে হয়? আধা মিলিয়ন কী হবে?"

জিতুনি মাথা ঝাঁকালেন। "গত সপ্তাহে ওরকম ছিলো। এই সপ্তাহে অবশ্যই এক মিলিয়ন হয়ে গেছে।"

অউমা পেছন দিকে কার স্টার্ট নিলো। "কেউ নিশ্চিত বলতে পারবে না, বারাক। এখানে মানুষের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। লোকজন গ্রাম থেকে এখানে আসছে কাজ করতে এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাচ্ছে। একটা সময়, সিটি কাউন্সিল চেষ্টা করেছিলো যেনো নতুন করে এখানে কেউ বসবাস শুরু না করে। কারণ তাদের মতে এখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মারাত্মক– ব্যাপারটা কেনিয়ার ইমেজের জন্য খুবই অবমাননাকর। বুলডোজার এলো, লোকজনের সামান্য যা কিছু সম্বল ছিলো সবই হারালো। কিন্তু ওই লোকজনদের যাওয়ার মতো কোনো জায়গা অবশ্যই ছিলো না। বুলডোজারও চলে গেলো, লোকজনও এসে আবার আগের মতোই ভিড় জমালো।"

আমরা একটা ঢালু টিন শেডের সামনে এসে থামলাম, ওখানে একজন মেকানিক আর তার কিছু শিক্ষানবিশ এসে অউমার গাড়ি দেখতে শুরু করলো। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি আর জিতুনি অউমাকে গ্যারেজে রেখে একটা চওড়া, কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যেই ভীষণ গরম পড়ে গেছে, রাস্তায় কোনো ছায়া নেই; রাস্তার দু'পাশে সারি সারি জীর্ণ কুটির, ওগুলোর দেয়াল বেতের বেড়া, কাদা, কার্ডবোর্ডের টুকরো, কুড়িয়ে পাওয়া প্লাইউড দিয়ে জোড়াতালি লাগানো।

www.pathagar.com

যদিও সেগুলো পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি বাড়ির সামনের উঠোন খুব সুন্দর করে ঝাড়ু দেওয়া, আর প্রতিটি জায়গাতেই আমরা দেখতে পেলাম দর্জি, মুচি এবং কাঠমিস্ত্রি রাস্তার পাশের স্টলগুলোয় তাদের কাজ করে যাচ্ছে, মহিলারা ও বাচ্চারা ভাঙাচোরা টেবিলের ওপর শাকসবজি বিক্রি করে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত আমরা ম্যাথারের এক প্রান্তে চলে এলাম, ওখানে একটা পাকা রাস্তা বরাবর কিছু কংক্রিটের ভবন দেখলাম। ভবনগুলো আটতলা, কিন্তু দেখাচ্ছে বারো তলার সমান লম্বা, এবং কৌতূহলজনকভাবে ভবনগুলোর কাজ অসম্পূর্ণ। নষ্ট সিমেন্ট আর কাঠের বিম অনেকটাই দৃশ্যমান, মনে হচ্ছে এই ভবনগুলোয় যেনো বিমান হামলা হয়েছিলো। ওগুলোরই একটাতে আমরা প্রবেশ করলাম, সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করলাম, সবশেষে দেখতে পেলাম আলোহীন একটা হলওয়ে, আরেক প্রান্তে দেখলাম একটা কিশোরী মেয়ে সিমেন্টের বাঁধানো একটা জায়গায় কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। জিতুনি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে গেলো, মেয়েটা কোনো কথা না বলে চুপচাপ আমাদের নিয়ে গেলো একটা নিচু এবং ঘষাখাওয়া দরজার কাছে। দরজায় কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন এক কালো, মাঝবয়সী রমণী, খাটো কিন্তু বেশ গাট্টাগোট্টা, ঝকঝকে প্রশস্ত ফুটো চোখ, মুখটা হাড্ডিসার। তিনি আমার হাত ধরে লউ ভাষায় কী যেনো বললেন।

"সে বলছে যে সে তার ভাইয়ের ছেলের সাথে এরকম বিশ্রী জায়গায় দেখা করার জন্য খুবই লজ্জিত"— জিতুনি তার কথার অনুবাদ করে বললেন।

ছোট্ট একটা রুম আমাদের দেখিয়ে দেওয়া হলো; দশ ফুট বাই বারো ফুট, তবে একটা বিছানা, একটা ড্রেসার, দুটো চেয়ার এবং একটা সেলাই মেশিন রাখার জন্য রুমটা বেশ বড়। আমি আর জিতুনি দু'জন দুটো চেয়ারে বসে পড়লাম, যে কিশোরি মেয়েটা আমাদের চুপচাপ এখানে নিয়ে এসেছিলো সে আমাদের জন্য দুটো উষ্ণ সোডা নিয়ে এলো। সারাহ্ বিছানার ওপর বসলেন এবং আমার মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। অউমা আমাকে বলেছিলো সারাহ্ ইংরেজি জানেন কিন্তু তিনি এখন লউ ভাষাতেই কথা বলছেন। আমি জিতুনির অনুবাদ ছাড়াই বেশ বুঝতে পারলাম তিনি খুশি হননি।

"সে জানতে চাচ্ছে তুমি তাকে এতো দেরি করে দেখতে এলে কেনো," জিতুনি অনুবাদ করে বললো। "সে বলছে যে সে হলো তোমার দাদা হুসেন ওনিয়েংগোর সবচেয়ে বড় সন্তান, তোমার উচিত ছিলো সর্ব প্রথম তার সাথে দেখা করা।"

"তাঁকে বলুন যে আমি তাঁকে কোনোরকম অসম্মান করিনি," আমি সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু তিনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন কি না আমি জানি না। "আমি আসার পর থেকে এতোই ব্যস্ত ছিলাম যে এখানে আসা সম্ভব হয়নি।"

সারাহ্‌র কণ্ঠ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। "সে বলছে যে তুমি যেসব মানুষদের সাথে ছিলে তারা তোমাকে তার নামে নানান মিথ্যে কথা বলেছে।"

www.pathagar.com

"তাঁকে বলুন যে তাঁর নামে একটা বাজে কথাও আমি শুনিনি। তাঁকে বলুন যে ওল্ডম্যানের সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়ার কারণেই অউমা এখানে আসতে অস্বস্তি বোধ করছে।"

অনুবাদ শোনার পর সারাহ্ ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন, তিনি আবারও কথা শুরু করলেন, বদ্ধ চার দেয়ালে তাঁর কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠলো। তাঁর কথা শেষ হলে জিতুনি চুপ মেরে থাকলেন।

"সে কী বললো, জিতুনি?"

জিতুনি সারাহ্র চোখে স্থির তাকিয়ে থেকে আমার কথার উত্তর দিচ্ছিলেন। "সে বলছে যে এই মামলার জন্য সে দায়ী নয়। সে বলছে যে এসব কাজিয়া করাচ্ছে মানে অউমার মা। সে বলছে যে যারা নিজেদের ওবামার সন্তান বলে দাবি করছে তারা আসলে কেউ ওবামার সন্তান নয়। সে বলছে যে তারা ওবামার কাছ থেকে সব কিছুই নিয়ে গেছে এবং ওবামাকে পথের ভিখেরির মতো ফেলে রেখে গেছে।"

সারাহ্ মাথা ঝাঁকালেন, তাঁর চোখে ধূমায়িত অসন্তোষ। "ইয়েস, বেরি," তিনি হঠাৎ করে ইংরেজি বলা শুরু করলেন। "আমিই তোমার বাবার দেখাশোনা করেছি যখন সে খুব ছোট ছিলো। আমার মা অকুমা হলো তোমার বাবারও মা, মানে অকুমা হলো তোমার আসল দাদি, এই যাকে তুমি গ্র্যানি বলছো সে না। অকুমা যে তোমার বাবার জন্ম দিয়েছে– তোমার উচিত তাকে অবশ্যই সাহায্য করা। এবং আমাকেও, আমি তোমার বাবার বোন। দেখো, আমি কী অবস্থার ভেতর আছি। তুমি আমাদের সাহায্য না করে অন্য সব লোকদের সাহায্য করছো কেনো?"

এর কোনো উত্তর দেবার আগেই জিতুনি এবং সারাহ্ লউ ভাষায় তর্কবিতর্ক শুরু করে দিলো। শেষমেশ জিতুনি উঠে দাঁড়িয়ে তার স্কার্ট ঠিকঠাক করে নিলেন।

"আমাদের এখন যাওয়া উচিত, বের।"

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু সারাহ্ তাঁর দুই হাত দিয়ে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন।

"তুমি কি আমাকে কিছু দেবে? তোমার দাদির জন্য কিছু?"

ওয়ালেট বের করে আমি যখন ডলার গুনছিলাম তখন স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার এই দুই ফুপু আমার ডলারের দিকে চোখ হেনে দিয়ে তাকিয়ে আছেন সম্ভবত ত্রিশ ডলারের মতো আছে। আমি সেগুলো সারাহর শুকনো খসখসে হাতে গুঁজে দিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলো নিয়ে তাঁর ব্লাউজের ভেতর গুঁজে রাখলেন তারপর আবারও আমার হাতখানা চেপে ধরলেন।

"এখানে কিছুক্ষণ থাকো বেরি" সারাহ বললেন। "তোমার অবশ্যই তোমার দাদির সাথে–"

"তুমি এখানে পরেও আসতে পারবে বেরি," জিতুনি বললেন, "চলো যাওয়া যাক।

বাইরে, আবছা হলুদ আলোয় রাস্তা ভরে উঠেছে, বাতাসহীন গরমে আমার জামাকাপড় ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে। জিতুনি এখন চুপচাপ, উনি এখন

www.pathagar.com

দৃশ্যত হতাশ। আমার এই ফুপু একজন গর্বিত মহিলা; সারাহর সাথে এরকম ঘটনায় তিনি অবশ্যই অবমানিত। আর ওই তিরিশ ডলার— ভগবানই জানেন উনি এর সদ্ব্যবহার করতে পারবেন কি না...?

আমরা চুপচাপ প্রায় মিনিট দশেক হাঁটলাম, তারপর জিতুনিকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁরা কী নিয়ে ঝগড়া করছিলেন।

"ও কিছু না, বেরি। স্বামী না থাকলে বুড়ো মহিলারা এরকমই হয়ে থাকে।" জিতুনি হাসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর মুখের কোনায় অস্থিরতা স্পষ্টতই দৃশ্যমান।

"ফুপু, আমাকে সত্যি কথাগুলো বলো।"

জিতুনি তাঁর মাথা ঝাঁকালেন। "সত্যি কথাটা আমি জানি না, বেরি। অন্তত পুরো সত্যটা তো জানিই না। আমি যা জানি তা হলো সারাহ সবসময়ই তার আসল মা অকুমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে। বারাক শুধু আমার মাকেই গুরুত্ব দিতো, গ্র্যানি, অকুমা চলে যাওয়ার পর গ্র্যানিই তাদের মানুষ করেছে।"

"অকুমা কেনো চলে গিয়েছিলো?"

"আমি নিশ্চিত না কেনো গিয়েছিলো। এ ব্যাপারে তুমি গ্র্যানির সাথে কথা বলতে পারো।"

রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য জিতুনি আমাকে ইশারা করলেন, তারপর আবারও কথা শুরু করলেন।

"তুমি তো জানই, তোমার বাবা আর সারাহ অনেকটা একই রকমের, যদিও তারা সবসময় একসাথে থাকতে পারেনি। সারাহও তোমার বাবার মতোই স্মার্ট ছিলো। এবং স্বাধীনচেতা ছিলো। সে আমাকে সেসব বলতো, যখন আমরা ছোট ছিলাম, ওই সময়, সে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলো যেনো কোনো পুরুষমানুষের ওপর তাকে নির্ভর করতে না হয়। আর তার মনোভাবের কারণেই তাকে পর পর চারটি বিয়ে করতে হয়েছে। কেউ তার সঙ্গে টিকতে পারেনি। প্রথম জন মারা গেছে, আর বাদবাকি অন্য সবাইকে ছেড়ে সে চলে এসেছে, কারণ সবগুলোই অলস, কিংবা তার মতে, সবাই তাকে নষ্ট করার চেষ্টায় ছিলো। তার এই মনোভাবের জন্য আমি তার প্রশংসা করি। কেনিয়ার বেশির ভাগ মেয়েরাই সব কিছু মুখ বন্ধ করে সহ্য করে যায়। আমিও দীর্ঘদিন অনেক কিছু সহ্য করে গেছি। কিন্তু সারাহকে এই স্বাধীনচেতা মনোভাবের মূল্য দিতে হয়েছে।"

জিতুনি তার হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিলেন। "যাই হোক, সারাহর প্রথম স্বামী মৃত্যুর পর, সারাহ সিদ্ধান্ত নিলো যে তাকে এবং তার বাচ্চার ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার বাবাকে নিতে হবে, যেহেতু তোমার বাবাই পড়াশোনার সুযোগটা নিয়েছে। আর সে কারণেই সে কেজিয়াকে আর তার ছেলেপুলেদের মোটেও পছন্দ করতো না। তার ধারণা, কেজিয়া দেখতেই শুধু সুন্দর আর কিছু না, যে সব কিছুই নিয়ে নিতে চেয়েছিলো। তুমি অবশ্যই বুঝতে পারবে বেরি— লউ প্রথা অনুযায়ী পুরুষ শিশুরাই উত্তরাধিকারসূত্রে সব কিছু পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সারাহর ভয় ছিলো যে তোমার দাদা মারা যাবার পর সব কিছু তোমার বাবার এবং তোমার বাবার বউদের অধিকারে চলে যাবে, আর তার কিছুই থাকবে না।"

আমি আমার মাথা ঝাঁকালাম। "কিন্তু ওল্ডম্যানের পুত্রকন্যা কারা আর কারা নয় সে বিষয়ে মিথ্যাচার করার মতো তো এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না।"

"তুমি ঠিক কথাই বলেছো। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

জিতুনি হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার বাবা যখন তার আমেরিকান স্ত্রী রুথের সাথে থাকতে আরম্ভ করলো তখন সে মাঝে মধ্যে কেজিয়ার কাছেও যেতো। তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো যে কেজিয়া ট্রেডিশন অনুযায়ী তখনও তোমার বাবার স্ত্রী। ওই সময় কেজিয়ার পেটে ছিলো আবো, যার সাথে তোমার এখনও দেখা হয়নি। সমস্যা হচ্ছে ওই সময় অন্য এক লোকের সাথেও কেজিয়া বেশ কিছুদিন ছিলো। সুতরাং সে যখন আবারও গর্ভবতী হলো, মানে তার পেটে যখন বার্নাড এলো, তখন কেউই বলতে পারে না যে আসলে কে–" জিতুনি এতটুকু বলেই থেমে গেলো, আর এতুটুকুতেই সব বোঝা হয়ে যায়।

"বার্নাড কি এটা জানে?"

"হ্যাঁ, সে এখন এটা জানে। কিন্তু তোমার বাবার কাছে এসবের কোনো গুরুত্ব ছিলো না, তুমি তো বোঝই। সে বলতো যেসব বাচ্চাই তার। সে ওই লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সে কেজিয়াকে যখন যখন পারতো তখন তখন ওই বাচ্চাদের জন্য টাকা পয়সা দিতো। কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর, সে যে এভাবে সবাইকে তার সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলো তার কোনো প্রমাণ নেই।

আমরা ব্যস্ত সড়কের একটা কর্ণারে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আমাদের সামনে একটা গর্ভবতী ছাগল আগত ম্যাটাটু অতিক্রম করার জন্য ছটফট করছে। রাস্তার ওপাশে, দুই ছোট্ট খুকি, ধুলোমাখা লাল নোংরা স্কুল ইউনিফরম পরে, তাদের নাড়া মাথা নিয়ে, পরস্পর হাত ধরাধরি করে, গান গাইতে গাইতে একটা পয়ঃনালি লাফিয়ে পেরিয়ে গেলো। একজন বয়োবৃদ্ধ মহিলা মাথায় একটা ম্লান শাল পরে আমাদের দিকে তার পন্য সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসছে : শুকনো শিমের দুই টিন মার্জারিন, এক ঝুড়ি পরিচ্ছন্ন টমেটো, একটা তারে সিলভার মুদ্রার মতো ঝোলানো শুটকি মাছ। আমি মহিলাটির মুখের দিকে তাকালাম। কে এই মহিলা? আমার দাদি না তো? নাকি কোনো আগন্তুক? আর বার্নাডেরই বা কী খবর– তার প্রতি আমার অনুভব কি এখন অন্য রকম হবে? আমি একটা বাস স্টপের দিকে তাকালাম, ওখানে তরুণ যুবকদের ভিড়, স্রোতের মতো সবাই রাস্তায় নেমে আসছে। ওদের প্রত্যেকেই লম্বা, কালো এবং ছিপছিপে, তাদের হাড্ডিগুলো তাদের শার্টের সথে লেপ্টে আছে। আমি তাদের ভেতর বার্নাডকে কল্পনা করে নিলাম, বার্নাডকে কল্পনা করে নিলাম এই ল্যান্ডস্ক্যাপ পেরিয়ে, এই মহাদেশ পেরিয়ে আরও দূরে। ক্ষুধার্ত, সংগ্রামী, বেপরোয়া, ওরা সবাই আমার ভাই।

www.pathagar.com

"তুমি এখন বুঝতেই পারছো তোমার বাবা কীসে এতো কষ্ট ভোগ করেছে।"

"কী?" আমি আমার চোখ মুছে নিয়ে ফুপুর দিকে তাকালাম, দেখলাম তিনি আমার দিকে স্থির তাকিয়ে আছেন।

"হ্যাঁ, বেরি, তোমার বাবা বেশ ভুগেছে।" তিনি কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন। "আমি তোমাকে বলছি, তার সমস্যা হলো তার মনটা ছিলো খুব উদার। সে বেঁচে থাকতে যে যা চেয়েছে তাকেই তাই দিয়েছে। আর সবাই কেবল তার কাছেই চাইতো। তুমি তো জানই, এই শহরে সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে বিদেশে পড়তে গিয়েছিলো। বাড়ির লোকজন প্লেনে চড়েছে এমন লোকজনকেই কখনও নিজের চোখে দেখেনি। সুতরাং ওরা প্রত্যেকেই তার কাছে কিছু না কিছু আশা করতো। 'আহ্, বারাক, তুমি তো এখন মস্ত লোক হয়ে গেছো। তোমার তো উচিত আমাদের কিছু দেয়া। আমাদের সাহায্য টাহায্য করা।' পরিবার থেকে সবসময়ই তার ওপর এরকম একটা চাপ থাকতো, আর সে এতোই উদার ছিলো যে সে কাউকে না করতে পারতো না। এমন কি আমাকেও তার দেখাশোনা করতে হয়েছিলো যখন আমি গর্ভবতী ছিলাম, সে আমাকে নিয়ে ভীষণ হতাশ ছিলো। সে চাইতো আমি যেনো কলেজে পড়ি। কিন্তু আমি তার কথা শুনিনি, আমি আমার স্বামীর সাথে চলে গিয়েছিলাম। আমার স্বামী আমার সাথে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করলে আমাকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয়েছিলো, তখন আমার কাছে কোনো পয়সা নেই, চাকরি নেই, তখন বুঝতেই পারছো কে আমার ভার নিয়েছিলো? হ্যাঁ, তোমার বাবাই আমার ভার নিয়েছিলো। সে জন্য অন্যরা যা-ই বলুক, আমি সবসময়ই তার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

আমরা গ্যারেজ-শপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম; দেখলাম অউমা ওপরে তার মেকানিকের সাথে কথা বলছে আর এদিকে তার ভক্সওয়াগন ইনজিন ঘড়ঘড় করছে। আমাদের পাশেই একটা ন্যাংটা ছেলে, বছর তিনেক বয়স হবে বোধ হয়, এক সারি তেলের ড্রামের পেছন দিকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পায়ের সাথে টার-এর মতো দেখতে কী যেনো লেপ্টে আছে। জিতুনি আবারও থেমে গেলেন, এ সময় তাকে হঠাৎ অসুস্থ মনে হলো, তিনি ধুলোর ভেতর থুতু ফেললেন।

"তোমার বাবার যখন ভাগ্য খারাপ হয়ে গেলো," তিনি বললেন, "এই একই মানুষেরা তাকে ভুলে গেলো। তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করলো। এমনকি কেউই তাকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিলো না। হ্যাঁ, বেরি, কেউ আশ্রয় দেয়নি। ওরা বলতো যে বারাককে আশ্রয় দেয়া খুবই বিপজ্জনক। আমি জানতাম এতে সে মনে কষ্ট পেতো কিন্তু সে কাউকেই কোনো দোষ দিতো না। তোমার বাবার মনে কোনো হিংসা ছিলো না। আর যখন সে আবারও ওপরে উঠতে লাগলো, আবারও উন্নতি করা শুরু করলো তখন সে আবারও এই লোকদের সাহায্য করতে শুরু করলো। তার এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকতো না। আমি তাকে বলতাম, 'বারাক, তোমার এখন তোমার নিজের দিকে তাকানো উচিত, তোমার নিজের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকানো উচিত। অন্য যাদের দেখছো, সবাইতো তোমার

www.pathagar.com

সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। ওরা চরম অলস, নিজের জন্য কোনো কাজ করে না।' তখন সে কি বলতো জানো? সে বলতো, 'মানুষের কি এই সামান্য জিনিসের দরকার নেই, তুমি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝো?'

ফুপু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, জোরপূর্বক একটু হেসে, অউমাকে হাত নেড়ে ডাকলেন। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি বলতে থাকলেন, "আমি তোমাকে এসব বলছি কারণ এখানে তার ওপর এ ধরনের ভয়ানক চাপ ছিলো। তুমি কখনও তাকে কর্কশভাবে বিচার করো না। এবং তোমাকে অবশ্যই তার জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তোমার যদি কিছু থাকে তাহলে সবাই সেখান থেকে ভাগ চাইবে। তোমাকে পরিবারের ভেতর একটা সীমান্ত রেখা টানতে হবে। প্রত্যেকেই পরিবারের কেউ হওয়া মানে আসলে কেউই পরিবারে কিছু নয়। তোমার বাবা এই কথাটা বুঝতে চাইতো না।

শিকাগোর একটা কথোপকথন মনে পড়ে গেলো, আমি তখনও সংগঠনের কাজে জড়িত। কথা হয়েছিলো এক মহিলার সাথে যিনি জর্জিয়ার এক গ্রামে অনেক বড় একটা পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন। পাঁচ ভাই ও তিন বোন, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তারা সবাই মিলে মাত্র একটা ঘরে বসবাস করতেন। তিনি তাঁর পিতার এক টুকরো জমিতে নিষ্ফল শ্রমের কথা বলেছিলেন, তাঁর মায়ের সবজি বাগানের কথা বলেছিলো, তাঁদের উঠোনের খোয়াড়ে থাকতো একজোড়া শূকরছানা, তাঁরা ভাইবোন মিলে মাছ ধরতে চলে যেতেন সন্নিকটস্থ এক নদীর তমিস্রনিবিড় জলে। তাঁর কথা শুনতে শুনতে একসময় বুঝতে শুরু করলাম তাঁর উল্লিখিত তিন বোনের ভেতর শুধু তিনিই বেঁচে আছেন, আর দু'জন জন্মের সময়ই মারা গেছেন, কিন্তু এই রমণীর স্মৃতিতে সেই দু'জন এখনও তাঁর সাথে সাথেই রয়ে গেছেন, নাম এবং বয়স নিয়ে এবং এক চরিত্র হয়ে ওই দুই বোনের বিদেহী আত্মা তাঁকে সঙ্গ দিতো যখন তিনি হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতেন, কিংবা তাঁকে সঙ্গ দিতো গৃহস্থালি দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজে, তারা তাঁর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা কান্না থামাতো, শিউরে ওঠা ভয় প্রশমন করতো। এই রমণীর কাছে পরিবার মানে শুধু বসবাস করে যাওয়ার এক জলাধার নয়। পরিবারে মৃতদেরও অধিকার রয়েছে, তাদের কণ্ঠস্বর তাঁর স্বপ্নের রূপায়ন করতো। সুতরাং এখন আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একই রকম। আমার মনে পড়ে, সারাহ্‌র বাড়িতে যাওয়ার কয়েক দিন পর কীভাবে অউমা আর আমি দৌড়ে গিয়েছিলাম বারক্লেইস ব্যাংকের বাইরে ওল্ডম্যানের এক পরিচিতজনের কাছে। একটা কথা আমি বলতে পারি যে ওই ভদ্রলোকের নাম অউমার স্মরণে ছিলো না, সুতরাং আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর সাথে পরিচিত হলাম। লোকটি মৃদু হেসে বললেন, "সর্বনাশ— তুমি তো অনেক লম্বা হয়ে গেছো। তোমার মা কেমন আছেন? আর তোমার ভাই মার্ক কেমন আছে–? সে কি ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট শেষ করেছে?"

www.pathagar.com

প্রথমত, আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। আমি কি এই লোকটাকে চিনি? অউমা নিচু স্বরে লোকটাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালো যে, আমি হলাম অন্য এক ভাই, আমার নাম বারাক, আমি বেড়ে উঠেছি আমেরিকায়, আমি অন্য মায়ের ছেলে। আর ডেভিড বেঁচে নেই, মারা গেছে। তারপর আমরা উভয়পক্ষই অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেলাম, ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন ("আমি দুঃখিত, আমি জানতাম না") কিন্তু তিনি আবারও তাকালেন, যেনো তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন আমরা যা বলেছি তা আসলে সত্যি কি না; অউমা এমন একটা ভান করার চেষ্টা করলো যেনো, ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও, এটা ট্র্যাজেডির একটা স্বাভাবিক বিষয়; আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম যে, কেউ যদি আমাকে ভূত বলে ভুল করে তাহলে আমার কেমন অনুভব করা উচিত।

পরে, অউমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে, আমি অউমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে মার্ক এবং রুথের সাথে তার শেষ কবে দেখা হয়েছে। অউমা আমার ঘাড়ে তার মুখটা রেখে ওপরে ছাদের দিকে তাকালো।

"ডেভিডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়," সে বললো। "যদিও ওই সময় আমাদের দীর্ঘদিন ধরে কথাবার্তা চলতো না।"

"কেনো?"

"আমি তোমাকে বলেছিলাম যে ওল্ডম্যানের সাথে রুথের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াটা ছিলো ভয়ানক তিক্ত একটা ব্যাপার। তারা আলাদা হওয়ার পর রুথ একজন তানজানিয়ানকে বিয়ে করেছিলো এবং সঙ্গে করে মার্ক আর ডেভিডকে নিয়ে গিয়েছিলো। তিনি তাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এবং তারা বিদেশীদের মতোই বেড়ে উঠছিলো। রুথ তাদেরকে আমাদের সাথে মিশতে না করে দিয়েছিলো।"

অউমা হাই তুললো। "তারপর থেকে মার্ক আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখতো না, কেন রাখতো না তা জানি না, তবে বোধহয় মার্ক বয়সে বড় হওয়ায় সে তার মায়ের কথা শুনতো। কিন্তু কোনো এক কারণবশত, ডেভিড তার কিশোর বয়সে গিয়ে রুথের সাথে বিদ্রোহ করা শুরু করলো। সে বলতো যে সে একজন আফ্রিকান, এবং নিজেকে একজন ওবামা বলে ডাকা শুরু করেছিলো। মাঝে মধ্যে সে স্কুল পালিয়ে ওল্ডম্যান এবং পরিবারের অন্যদের সাথে দেখা করতে আসতো, আর সে কারণেই আমরা তাকে জানতে পেরেছিলাম। সে সবারই প্রিয় হয়ে উঠেছিলো। সে দেখতে এতো মিষ্টি আর এতো হাসিখুশি, যদিও মাঝে মধ্যে বন্য হয়ে উঠতো।

"রুথ চেষ্টা করেছিলো তাকে কোনো বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করাতে, কারণ এতে তার ভেতর একটা স্থিরতা আসতে পারে। কিন্তু ডেভিড শেষ পর্যন্ত ওই স্কুল থেকে পালিয়েছিলো। মাসখানেক ধরে তার কোনো পাত্তা ছিলো না। একটা রাগবি খেলার পাশে একদিন রয় তাকে হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো। সারা গায়ে নোংরা আর

www.pathagar.com

লিকলিকে শরীর নিয়ে সে ভিক্ষে করছিলো। রয়কে দেখেই সে হাসতে শুরু করেছিলো। তারপর রয়কে সে তার রাস্তার জীবনের সব কাহিনী এবং তার বন্ধুদের সাথে হৈ-হুল্লোড়ের কাহিনী সব শুনিয়েছিলো। রয় তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলো কিন্তু সে তাতে রাজি ছিলো না, তখন রয় ডেভিডকে তার অ্যাপার্টমেন্টে উঠিয়েছিলো এবং রুথকে জানিয়েছিলো যে তার ছেলে এখন তার সাথে আছে এবং নিরাপদেই আছে। একথা শোনার পর রুথ স্বস্তি পেলেও ভীষণ উদ্বিগ্নও ছিলো। বাড়িতে ফিরে আসার জন্য রুথ তাকে অনেক করে বোঝালেও সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলো না; তখন রুথ রয়ের সাথে ডেভিডের থাকাটা মনে মনে মেনেই নিয়েছিলো, ভেবেছিলো যে রয়ের সাথে থাকলে হয়তো ডেভিডের মতিগতি পাল্টাবে।"

অউমা চায়ের কাপে চুমুক দিলো। "ওই সময়ই ডেভিড মারা গেলো। তার মৃত্যুতে সবাই খুব মনে আঘাত পেয়েছিলো, বিশেষ করে রয়। ওদের দু'জনের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো। কিন্তু রুথ সেটা কিছুতেই বুঝতে চাইতো না। তার ধারণা আমরা ডেভিডকে নষ্ট করেছি। তার বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে গেছি। আর আমার মনে হয় না এজন্য সে আমাদের কখনও ক্ষমা করে দেবে।"

এরপর থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ডেভিড সম্পর্কে আর কোনো কথা তুলবো না; একটা কথা আমি বলতে পারি যে ডেভিডের স্মৃতি অউমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক। কিন্তু তার কয়েক দিন পরই অউমা আর আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম যে বাড়ির বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাদামি রঙের এক ড্রাইভার প্রকট এক কণ্ঠমণি নিয়ে অউমার হাতে একটা চিরকুট তুলে দিলো।

"কী এটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"রুথের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণপত্র," সে বললো। গ্রীষ্মের ছুটিতে মার্কস আমেরিকা থেকে এখানে এসেছে, সে আমাদের লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছে।"

"তুমি কি যেতে চাও?"

অউমা তার মাথা নাড়ালো, তার মুখে চরম বিরক্তিভাব ফুটে উঠলো। "রুথ খুব ভালো করেই জানে যে আমি প্রায় ছ'মাস যাবৎ এখানেই আছি। আমাকে নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। তার নেমন্তন করার একমাত্র কারণ হলে তুমি, সে তোমার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, সে মার্কের সাথে তোমার তুলনা করে দেখতে চায়।"

"আমার মনে হয় আমার যাওয়া উচিত," শান্ত স্বরে বললাম।

অউমা চিরকুটটার দিকে আবারও তাকালো, তারপর ওটা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে সোহায়েলি ভাষায় যেনো বললো। "আমরা দু'জনই যাবো," সে বললো; আমরা অ্যাপার্টমেন্টের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

রুথ থাকেন ওয়েস্টল্যান্ডে; বিশাল দামি একটা বাড়ি, সামনে বিশাল বড় প্রশস্ত লন এবং চমৎকার বেড়ে ওঠা সীমানা নির্দেশক গুল্ম, প্রত্যেকটা সেন্ট্রি পোস্টে একটা করে বাদামি ইউনিফরম পরিহিত প্রহরী। তার বাড়িতে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় বৃষ্টি হচ্ছিলো, বড় বড় পত্রবহুল গাছগুলোতে যেনো নরম

www.pathagar.com

কোমল পানির ঝটকা দেয়া হচ্ছিলো। ঈষৎ হিম বাতাসে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিলো পুনাহু, ম্যানোয়া, ট্যানটালাসের ওইসব স্ট্রিটের কথা যেগুলোতে বসবাস করতো আমার ধনী বন্ধুরা, আমার ওই সময়ের ঈর্ষাকাতরতার কথা ভাবতে লাগলাম, আমার সহপাঠীরা ওই সময় আমাকে তাদের বাড়ির পেছনের বৃহৎ উঠোনে খেলার জন্য কিংবা তাদের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটার জন্য আমন্ত্রণ করলে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতাম। ওরকম ঈর্ষাকাতরতার জন্যই এরকম বড় সুন্দর বাড়ি আমাকে কেমন যেনো বেপরোয়া করে তুলতো। দরজার পেছনে কারও বোনের নরম মৃদু কান্নার শব্দ। মধ্যদুপুরে কোনো এক মায়ের চুপিসারে গলায় মদ ঢেলে দেয়ার দৃশ্য। আপন ডেরায় বসে থাকা কোনো একাকী পিতার মুখের অভিব্যক্তি, যিনি টেলিভিশনে কলেজ ফুটবল গেম দেখতে দেখতে মুখ চোয়াল শক্ত করে কোথাও চঠাৎ শব্দে আঘাত করে উঠছেন। এটা একাকিত্বের একটা বহিঃপ্রকাশ যা সম্ভবত সত্যি নাও হতে পারে, যা হতে পারে আমার নিজের হৃদয়ের অভিব্যক্তির প্রক্ষেপণমাত্র, কিন্তু সেটাই অন্যভাবে আমাকে পালানোর প্ররোচনা দেয়, পালাতে ইচ্ছে করে এক সমুদ্র ওপারে, ডেভিড পালিয়েছিলো, সে ফিরে গিয়েছিলো শোরগোলময় বাজার এলাকায়, কোলাহলমুখরিত রাস্তায় রাস্তায়, ফিরে গিয়েছিলো এক বিশৃঙ্খলায় এবং সৃষ্টি করেছিলো উচ্চহাস্যময় আরেক বিশৃঙ্খলার।

আমরা ব্লকের আরও বেশি পরিমিতবোধসম্পন্ন একটা বাড়িতে এসে প্রবেশ করলাম এবং বক্রাকার একটা ড্রাইভওয়ের বাঁকে আমাদের গাড়িটা পার্ক করলাম। লম্বা চোয়াল এবং ক্রমশ ধূসর বর্ণ ধারণ করা চুল নিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা বেরিয়ে এলেন আমাদের সাথে দেখা করতে। তাঁর পেছনে আমার উচ্চতার এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ যার গাত্রবর্ণ আফ্রিকান বুশম্যানদের মতো এবং চোখে শিংয়ের কাঠামোওয়ালা চশমা।

"এসো, এসো," রুথ বললেন। আমরা চারজন নিয়মনিষ্ঠভাবে করমর্দন করলাম, তারপর প্রবেশ করলাম এক বৃহৎ লিভিং রুমে, সেখানে টেকোমাথার একজন বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ সাফারি জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে একটা ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে খেলছিলেন। "আমার হাজবেন্ড," রুথ বললেন, "আর ওটা হলো মার্কের ছোট্ট ভাই, জোয়ি।"

"হাই জোয়ি," করমর্দন করার জন্য সামনে ঝুঁকে বললাম। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর। গায়ের রঙ মধুর মতো, আর সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে। রুথ হাত দিয়ে ছেলেটার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা দু'জন কেন তোমাদের ক্লাবে যাচ্ছো না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," বলেই উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"এসো, জোয়ি... নাইস টু মিট ইউ বোথ।" ছেলেটা চটপট উঠে পড়লো, সে অউমা এবং আমার দিকে তার উজ্জ্বল চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে, তার মুখের

www.pathagar.com

হাসিতে কৌতূহল ছড়ানো, তারপর তার বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

রুথ আমাদের বসার জন্য সোফা দেখিয়ে দিলেন এবং গ্লাসে লেমনেড ঢেলে দিলেন। "বেরি, তুমি যে এখানে এটা ভাবতেই অবাক লাগছে। আমি মার্ককে বললাম যে ওবামার আরেকটা ছেলেকে দেখতে হবে যে সে কেমন হয়েছে। তোমার নাম তো ওবামা, তাই না? কিন্তু তোমার মা তো আরেকটা বিয়ে করেছিলেন। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে উনি কেনো তোমার এই নামটা রাখলেন?"

আমি এমনভাবে হাসলাম যেনো এই প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারি। "তো, মার্ক," আমার ভাইয়ের দিকে ঘুরে আমি বললাম, আমি শুনেছি তুমি বারকেলিতে থাকো।"

"স্ট্যান্ডফোর্ড," সে ভুল শুধরিয়ে বললো। তার কণ্ঠস্বর গভীর এবং তার উচ্চারণ খাঁটি আমেরিকান। আমি ফিজিক্স নিয়ে পড়ছি, ফাইনাল ইয়ার।"

"খুব কঠিন অবশ্যই," অউমা কথার ভেতর প্রবেশ করলো।

মার্ক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "নট্ রিয়েলি।"

"তোমাকে অতো বিনয়ী হতে হবে না, ডিয়ার," রুথ বললেন। "মার্ক যে বিষয় নিয়ে পড়ছে ওটা খুবই কঠিন, খুব অল্প মানুষই ওটা ঠিকমতো বুঝতে পারে।" বলেই তিনি মার্কের পিঠ চাপড়ে দিলেন, তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, "তো বেরি, আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি হার্ভার্ডে যাচ্ছো, ঠিক ওবামার মতো। তুমি তার মেধার অবশ্যই কিছুটা পেয়েছো। এবং আশা করি অন্য গুণগুলো পাওনি। তুমি তো জানই ওবামা ছিলো পুরোপুরি একটা উন্মাদ; তাই নাকি? আর মদ তাকে আরও খারাপ করে তুলেছিলো, তার সাথে তোমার কি কখনও দেখা হয়েছে? মানে, ওবামার সাথে?"

"মাত্র একবার। দশ বছর বয়সে।"

"ভালো, তুমি তাহলে সৌভাগ্যবান। তুমি যে এতো ভালো করছো এর কারণ মনে হয় সেটাই।"

এভাবেই পরবর্তী এক ঘণ্টা কেটে গেলো, রুথ পাল্টাপাল্টি করে একবার বাবার ব্যর্থতার গল্প বলছিলেন আবার মার্কের সফলতার গল্প বলছিলেন। এবং তাঁর প্রশ্নগুলো শুধু আমাকে লক্ষ্য করেই, অউমা রুথের লাসাগ্না নিয়ে চুপচাপ বসেছিলো। খাওয়াদাওয়া শেষ করেই আমি উঠতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু রুথ বললেন যে মার্ক আমাদের কিছু ফ্যামিলি অ্যালবাম দেখাবে আর ওই সময় আমরা বসে বসে ডেজার্ট খাবো।

"আমার মনে হয় ওগুলো ভাল্লাগবে না, মা," মার্ক বললো।

"অবশ্যই ভালো লাগবে," রুথ বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন দূরাগত মনে হচ্ছিলো; "ওখানে ওবামার ছবি আছে, তার তরুণ বয়স থেকে শুরু করে..."

www.pathagar.com

আমরা মার্কের পিছে পিছে বুককেসের কাছে গেলাম, সে বিশাল এক ফটো অ্যালবাম টেনে বের করলো। আমরা সবাই একসাথে সোফায় বসে ধীরে সুস্থে লেমিনেটেড পৃষ্ঠা উল্টিয়ে উল্টিয়ে অ্যালবাম দেখছিলাম। অউমা এবং রয়, কালো, হাড্ডিসার, লম্বা লম্বা ঠ্যাং আর বড় বড় চোখ নিয়ে দু'টি ছোট বাচ্চাকে ধরে আছে। ওল্ডম্যান আর রুথ এই ছবিটা সমুদ্রসৈকতের কোনো জায়গায় তুলেছেন। পুরো পরিবার সেজেগুজে রাত্রের বেলা শহরের বাইরে গিয়ে ছবি তুলেছেন। সবগুলোই সুখের দৃশ্য, আর সবগুলোই অদ্ভুতরকমের পরিচিত; যেনো আমি কতগুলো বিকল্প বিশ্ব এক নজর দেখছিলাম যে রকম বিশ্ব আমার পেছনে একা একাই খেলা করতো। আমি বুঝতে পারলাম যে ওগুলো আমার মনেরই ভাবনা, আমার দীর্ঘদিনের বাঁধনহারা কল্পনা, যে কল্পনাকে আমি আমার নিজের কাছেও গোপন রাখতাম। যে কল্পনায় ওল্ডম্যান আমার মা এবং আমাকে নিয়ে ফিরে যাবেন কেনিয়ায়। যে কল্পনায় আমরা সব ভাইবোন মিলে একসাথে একই ছাদের নিচে থাকবো। যেমনটা হতে পারতো এখানে সেটা আছে, আমি ভাবলাম। এবং এই সমস্ত কিছু শেষ পর্যন্ত ভুলে পর্যবসিত হয়েছে, এবং জীবনের কর্কশ সাক্ষ্য আমাকে এতোই বিষণ্ন করে তুললো যে মাত্র কয়েক মিনিট পরই আমাকে অন্য দিকে তাকাতে হলো।

গাড়িতে ফিরে যেতে যেতে অউমাকে এরকম অগ্নি পরীক্ষার ভেতর ফেলে দেয়ার জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

"আরে বাদ দাও ওসব, ঘটনা আরও অনেক খারাপ হতে পারতো," অউমা বললো। "যদিও মার্কের জন্য আমার বেশ খারাপ লাগছে। তাকে ভীষণ একা মনে হচ্ছে। তুমি তো জানই একজন সংকরশিশুর জন্য কেনিয়া অতোটা সহজ জায়গা নয়।"

আমি জানালার বাইরে তাকালাম, ভাবছিলাম; মা, টুট এবং গ্রামপসের কথা, আমি তাদের কাছে কি ভীষণ কৃতজ্ঞ কতোটা আপন তাঁরা আমার, তাঁরা যেসব গল্প আমাকে শুনিয়েছেন সেজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি অউমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম, "তিনি মনে হয় এখনও তাঁকে ভুলতে পারেননি?"

"কে?"

"রুথ। তিনি ওল্ডম্যানকে এখনও ভুলতে পারেননি।" অউমা এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। "না, বারাক। আমার মনে হয় না সে ভুলতে পেরেছে। ঠিক যেমন আমরা কেউই ভুলতে পারিনি।"

পরের সপ্তাহে আমি মার্ককে ফোন করে বাইরে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানালাম। তাকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহরতলীর একটা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় দেখা করতে রাজি হয়েছিলো। প্রথমবারের চেয়ে এই সময় তাকে আরও বেশি ফুরফুরে মনে হচ্ছিলো, ক্যালিফোর্নিয়া আর অ্যাকাডেমিক নানান প্রতিযোগিতা নিয়ে

www.pathagar.com

সে তার কিছু নিজস্ব জোক্‌সও বললো। খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, গ্রীষ্মে এখানে বেড়াতে এসে কেমন লাগছে।

"ফাইন," সে বললো। মাম আর ড্যাডকে দেখে তো অবশ্যই ভালো লাগছে। আর জয়ি— ওহ্ দারুণ একটা ছেলে। মার্ক সমুচাতে একটা কামড় দিয়ে এর কিছু অংশ মুখে পুরে নিলো। "কেনিয়া নিয়ে আমার তেমন কোনো ভালোলাগা নেই। এটা আফ্রিকার আরেকটা গরিব দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"তুমি কি এখানে সেট্‌ল করার চিন্তা করছো?"

মার্ক কোকে এক চুমুক দিলো, "না," সে বললো।

"যে দেশে সাধারণ মানুষের টেলিফোন নেই সে দেশে একজন পদার্থবিদের কোনো কাজ থাকতে পারে না।"

আমার তখনই থামা উচিত ছিলো, কিন্তু কী যেনো একটা— আমার এই ভাইটার কণ্ঠস্বরের নিশ্চিত ভাবখানা হয়তো বা, কিংবা আমাদের ভেতরের কর্কশ সাদৃশ্যতা ঠিক যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন আয়নার দিকে তাকালে দেখা যায়— আমাকে তাকে আরো বেশি চেপে ধরতে প্ররোচিত করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি কখনই মনে হয় না যে তুমি কিছু একটা হয়তো হারাতে যাচ্ছো?"

মার্ক তার চাকু আর কাঁটা চামচটা রেখে দিলো, সেদিন বিকেলে এই প্রথমবারের মতো সে আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালো।

"তুমি কী বলতে চাচ্ছো আমি বুঝতে পেরেছি," সে সরাসরিই বললো। "তুমি ভাবছো যে যে কোনোভাবেই হোক আমি শেকড়হীন হয়ে যাচ্ছি।" সে ন্যাপকিন নিয়ে তার মুখটা মুছে নিলো এবং ন্যাপকিনটা তার প্লেটে রেখে দিলো। "তুমি ঠিকই বলেছো। একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার আসল বাবা কে সেটা নিয়ে আমি আর ভাববো না। তিনি যখন জীবিত ছিলেন আমি তখনও তাকে মৃত ভাবতাম। আমি জানতাম যে সে একজন মদ্যপ যে তার বউ বাচ্চার প্রতি কোনো খেয়াল রাখে না। আর অতটুকুই যথেষ্ট।"

"এই ব্যাপারটা তোমাকে তো পাগল করে দিয়েছে।"

"পাগল করে দেয়নি। আমাকে ভোঁতা করে দিয়েছে।"

"এবং এতে তোমার কি কোনো যায়-আসে না? মানে এরকম ভোঁতা হয়ে?"

"ওল্ডম্যানের জন্য কখনই না। আমাকে নাড়া দেয় অন্য কিছু। বেটোভোনের সিম্ফনি। শেক্সপিয়রের সনেট। আমি জানি— একজন আফ্রিকান এসব থোড়াই কেয়ার করে। কিন্তু আমি কী কেয়ার করবো না করবো সেটা আমাকে কি অন্য কেউ বলে দেবে? বুঝতে পেরেছেন, আমি আধা-কেনিয়ান হওয়ায় লজ্জিত নই। তবে এসব কিছু নিয়ে আমি অতোটা ভাবিনি। তবে আমি আসলেই কে এটা নিয়ে নিজেকে অতো প্রশ্ন করিনি।" সে কাঁধ ঝাঁকালো। "হয়তো আমার উচিত ছিলো আমি যদি নিজের ব্যাপারে সতর্কভাবে ভাবতাম তবে হয়তো এই সত্যতা আমি স্বীকার করে নিতে পারতাম...।"

www.pathagar.com

খুব সংক্ষিপ্ত এক মুহূর্তের জন্য আমি মার্কের দ্বিধা টের পেলাম, ঠিক যেমন পর্বতচারীর পা পিছলে গেলে হতভম্ব হয়ে ওঠে। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে ধাতস্থ করে নিলো।

"কে জানে?" সে বললো। "তবে মূল কথা হলো আমার ওই ধরনের চাপ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ওই সব অতিরিক্ত মালসামান ছাড়াও জীবন বেশ কঠিন।"

আমরা চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমি প্রায় জোর করেই বিল দিয়ে দিলাম। বাইরে এসে আমরা পরস্পরের ঠিকানা নিয়ে চিঠি লেখার প্রতিজ্ঞা করলাম আর আমার এই অসততার কারণে আমার হৃদয়ে একটু মোচড় দিয়ে উঠলো। বাড়িতে গিয়ে অউমাকে বললাম এসব কথা। সে কিছুক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে তারপর এক হাসিতে ফেটে পড়লো।

"হাসির কী হলো?"

"আমি ভাবছি জীবন কি অদ্ভুত। তুমি তো জানই, ওল্ডম্যান মারা যাওয়ার সাথে সাথেই সব আইনজীবীরা প্রত্যেক ভাগিদারের কাছে গিয়ে হাজির। মা বাদে কে মার্কের আসল বাবা সেটা প্রমাণ করার জন্য সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করেছিলো। পরে দেখা গেলো ওল্ডম্যানের সব পুত্র-কন্যার ভেতর কেবল মার্কই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

অউমা আবারও হেসে উঠলো। আর আমি দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, ওই একই ছবি রুথের অ্যালবামেও ছিলো, তিন ভাই এক বোন ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য কি দারুণ মিষ্টি করে হেসেছিলো।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

কেনিয়ায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে অউমা আর আমি একটা সাফারিতে গিয়েছিলাম।

অউমা এই আইডিয়ায় অতোটা শিহরিত নয়। যখন আমি তাকে প্রথম ব্রোউশার দেখালাম তখন সে ভেংচি কেটে মাথা ঝাঁকিয়েছিলো। অন্যান্য অধিকাংশ কেনিয়ানদের মতোই সেও গেম পার্ক আর ঔপনিবেশের ভেতর সরাসরি একটা সীমারেখা টানতে পারতো। "কতজন কেনিয়ান, তোমার ধারণা, সাফারি দেখতে যেতে পারে?" সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো। "অত বড় একটা এলাকা চাষাবাদের কাজে না লাগিয়ে কেন ট্যুরিস্টদের জন্য রাখা হলো? এইসব ওয়াজুংগুরা একটা মরা হাতি নিয়ে যা করে একশোটা কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের নিয়ে তা করে না।"

বেশ কয়েক দিন আমরা এটা নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক করলাম। আমি তাকে বললাম যে অন্য লোকের মনোভঙ্গি গ্রহণ করে সে নিজেকে নিজের দেশ দেখা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সে বললো যে সে পয়সা নষ্ট করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সে একটু নরম হয়েছিলো, তবে আমার নাছোড় প্ররোচনার কারণে নয় আমার ওপর করুণাবশত।

"যদি কোনো পশু তোমাকে ওখানে খেয়ে ফেলে," সে বললো, "আমি নিজেকে কখনই ক্ষমা করতে পারবো না।"

সুতরাং এক মঙ্গলবারের সকাল সাতটায় এক কিকুই ড্রাইভার, ফ্রান্সিস, সাদা মিনিভ্যানের ছাদে আমাদের মালসামান সাজালো। আমাদের সঙ্গে ছিলো পাতলা আর লম্বা একজন বাবুর্চি নাম রাফায়েল, ছিলো কালো চুলের একজন ইতালিয়ান নাম মাউরো, আর ছিলো চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে যাওয়া এক ব্রিটিশ দম্পতি, উইকারসনস।

নাইরোবির বাইরে আমরা বেশ ধীর গতিতেই গাড়ি চালাতে থাকলাম, আমরা এখন পেরিয়ে যাচ্ছি গ্রাম, সবুজ পাহাড়, লাল কাঁচা সড়ক আর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে

www.pathagar.com

ছড়ানো নুয়ে পড়া শস্যঘেরা ছোট ছোট সামবা। কেউই এখন কথা বলছে না, এক বিব্রতকর নীরবতা, আর এই নীরবতায় স্টেটস্-এর ঠিক একই রকম একটা মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেলো, এরকম সাময়িক বিরতি মাঝে মধ্যে হোটেলে কিংবা পানশালায় আমাকে সঙ্গ দিতো। আর এখনকার নীরবতায় আমার মনে পড়ছে অউমা এবং মার্কের কথা, হাওয়াই-এ আমার নানা-নানির কথা, মায়ের কথা যিনি এখনও ইন্দোনেশিয়ায়; আর মনে পড়ছে জিতুনির বলা কথাগুলো।

যদি সবাই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তখন আসলে কেউই আর পরিবারের থাকে না।

জিতুনির কথা কি ঠিক? আমি এই ভেবে কেনিয়ায় এসেছিলাম যে যে কোনোভাবেই হোক আমার নানাবিধ বিশ্বকে জোরপূর্বক হলেও একটা একক বিশ্বে পরিণত করতে পারবো, একটা সামগ্রিক ঐকতানে পরিণত করতে পারবো। কিন্তু তা না হয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিভক্তি আরও বহুগুণে বেড়ে চলেছে, এমনকি এই বিভক্তি ঢুকে পড়ছে দৈনন্দিন তুচ্ছতম টুকিটাকি গৃহস্থালি কাজকর্মেও। আমি গতকালের কথা ভাবতে শুরু করলাম যখন আমি আর অউমা আমাদের টিকিট বুকিং দিতে গিয়েছিলাম। ট্রাভেল এজেন্সির মালিক হলো এশিয়ানরা; নাইরোবির বেশির ভাগ ছোটখাটো ব্যবসাই এশিয়ানদের দখলে। আর ঠিক তক্ষুণি অউমা উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

"দেখলে তো, ওরা কেমন দেমাগী?" অউমা আমার কানে ফিসফিস করে বললো যখন এক ভারতীয় মহিলা তার কৃষ্ণাঙ্গ কেরানিকে শুধু এটা সেটা করার জন্য একের পর এক হুকুম করেই যাচ্ছে। "ওরা নিজেদের কেনিয়ান বলে ঠিকই কিন্তু আমাদের জন্য কিছুই করে না। টাকা পয়সা কামায় আর পাঠিয়ে দেয় লন্ডন আর নয়তো বোম্বে।"

অউমার এই মনোভঙ্গির কারণে আমার গা শিউরে উঠেছিলো "এশিয়ানরা দেশে টাকা পাঠালে এতে তুমি দোষের কী দেখছো," আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বিশেষ করে উগান্ডায় এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর?" আমি তাকে স্টেটস্-এর আমার ঘনিষ্ঠ ভারতীয় ও পাকিস্তানি বন্ধুদের সম্পর্কে বলেছিলাম, যে তারা কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যাপারে কেমন সমর্থন জানায়, ওই বন্ধুরা আমাকে টাকা পয়সা ধার দিয়ে অনেক সাহায্য করেছে, আমার যখন যাওয়ার কোনো জায়গা থাকতো না তখন ওরাই আমাকে থাকার জায়গা দিয়েছে। কিন্তু অউমা নির্বিকার।

"আহ্ বারাক," সে বলেছিলো। "মাঝে মধ্যে তুমি খুব সরল হয়ে যাও।"

আমি এখন অউমার মুখের দিকে তাকালাম, সে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। ছোট্ট একটা লেকচার শুনিয়ে আমি কিইবা সফলতা আশা করতে পারি? তৃতীয় বিশ্বের সংহতির জন্য আমার যে সরল সূত্র রয়েছে তা কেনিয়ায় কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। ইন্দোনেশিয়ায় চাইনিজরা যেমন এখানে ইন্ডিয়ানরা তেমন, আর সাউথ সাইডে কোরিয়ানরা ঠিক তেমন, বহিরাগত, যারা জানে কীভাবে

www.pathagar.com

বাণিজ্য করতে হয়, এরা কাজ করে যাচ্ছে রেসিয়াল কাস্ট সিস্টেমের ভেতরে, যেখানে অসন্তুষ্টি আরও বেশি দৃশ্যমান এবং আরও বেশি ঝুকিপূর্ণ। এসব আসলে কারোই দোষ নয়। এটা হলো ইতিহাসের একটা ব্যাপার, এটা হলো জীবনের এক দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা।

যাই হোক, কেনিয়ার বিভক্তি, কেবল ওখানেই থেমে নেই। বিভক্তির সীমারেখা ওখানে নিয়ত বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে কেনিয়ার চল্লিশটি কৃষ্ণাঙ্গ উপজাতির কথা বলা যায়। ওগুলোই জীবনের বাস্তবতায় ক্রিয়াশীল। অউমার বন্ধুদের ভেতর ট্রাইবালিজম ব্যাপারটা অতোটা প্রকট নয়, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ কেনিয়ানদের ভেতরে যারা স্কুলে জাতি ও কুল বিষয়ক আইডিয়া গ্রহণ করেছে; ট্রাইবের ব্যাপারটা কেবল তখনই একটা ইস্যু হয়ে ওঠে যখন তারা তাদের জীবনসঙ্গী অথবা সঙ্গিনী খুঁজে বেড়ায়, কিংবা যখন তারা আরও বয়স্ক হয়ে ওঠার পর দেখে যে এতে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়া যায় কিংবা এটা যদি তাদের ক্যারিয়ারে কোনো কাজে লাগে। অধিকাংশ কেনিয়ানরাই এখনও তাদের সেই পুরনো আইডেনটিটির মানচিত্র নিয়েই কাজ করে, সেই আদিম আনুগত্যতা। এমনকি জেন্ এবং জিতুনির কথা শুনলেও আমি বিস্মিত হয়ে উঠি। "লুউরা বুদ্ধিমান কিন্তু খুব অলস," তারা বলে। কিংবা "কিকুইরা টাকার পোকা হলেও পরিশ্রমী।" কিংবা "কেলেনজিনরা দেশের ক্ষমতা দখলের পর দেখেছো দেশের কী অবস্থাটা করেছে।"

ফুপুদের কাছে এরকম চিন্তাশূন্য গথ বাঁধা কথাবার্তা শুনলে আমি তাদের এটা বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে তাদের এই চিন্তাটা ভুল। "এটা এমন এক ধরনের চিন্তা যা আমাদের কেবল পেছনেই টানে।" আমি বলতাম, "আমরা সবাই একটা মাত্র ট্রাইবের অংশ। সেটা হলো ব্ল্যাক ট্রাইব। দেখো, ট্রাইবালিজমের কারণে নাইজেরিয়া কিংবা লাইবেরিয়ার কী অবস্থা।"

তখন জেন্ বলতেন, "আহ্, ওসব পশ্চিম আফ্রিকানরা তো সব পাগল। তুমি তো জানই ওরা এক সময় নরখাদক ছিলো। জানো না?"

এবং জিতুনি বলতেন, "তুমি তো দেখছি তোমার বাবার মতো কথা বলছো, লোকজন সম্পর্কে তোমার বাবারও ওরকম ধারণা ছিলো।"

তাঁরা বোঝাতে চাইতেন যে, তিনিও সরল ছিলেন, তিনিও ইতিহাসের সাথে এক বিতর্ক করতে পছন্দ করতেন, আর দেখো শেষ পর্যন্ত তাঁর কী হাল হয়েছিলো...।

হঠাৎ করে ভ্যান থেমে গেলো, আমার স্বপ্নলোক হঠাৎ করে ঝাঁকুনি খেয়ে আমাকে বর্তমানে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। আমরা এখন ছোট্ট একটা সাম্বার সামনে। ফ্রান্সিস আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পর, সে একটা আফ্রিকান মেয়েকে সঙ্গে করে বের হয়ে এলো, মেয়েটার বয়স বারো কী তেরো, তার পরনে জিন্স আর পরিচ্ছন্ন একটা ব্লাউজ আর হাতে ছোট্ট একটা ডুফেল ব্যাগ। ফ্রান্সিস তাকে অউমার পাশের সিটে বসার জন্য জায়গা দেখিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

"এটা কি তোমার মেয়ে?" অউমা নড়েচড়ে মেয়েটাকে জায়গা দিতে দিতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো।

"না," ফ্রান্সিস বললো। "আমার বোন। সে পশুপ্রাণী দেখতে ভালোবাসে আর ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় ঘ্যান ঘ্যান করে। কেউ কিছু মনে করেননি তো?

সবাই মাথা নাড়ালো এবং মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসলো। সবার মনোযোগে মেয়েটা বেশ ঘাবড়ে গেলো।

"তোমার নাম কী?" ব্রিটিশ ভদ্রমহিলা, মিসেজ উইলকারসন জিজ্ঞেস করলেন।

"এলিজাবেথ," মেয়েটা যেনো ফিসফিস করে বললো।

"এলিজাবেথ, তুমি ইচ্ছে করলে আমার তাঁবুতে থাকতে পারো," অউমা বললো। "আমার ভাই, আমার ধারণা সে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকে।"

আমি চোখ পাকিয়ে তাকালাম। "ওর কথা শোনো না," তার হাতে এক প্যাকেট বিস্কিট এগিয়ে দিলাম। সে বিস্কুটের প্যাকেট খুব সুন্দর করে খুলে একটা বিস্কিট নিয়ে অউমাকে দিলো, অউমা সেটা নিয়ে মাউরোকে দিলো,

"লাগবে?" অউমা জিজ্ঞেস করলো।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক মুচকি হাসি দিয়ে একটা নিলেন। তারপর অউমা বাদবাকি সবাইকে বিস্কিট বিলি করলো।

আমরা শীতল এক পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়া শুরু করলাম, ওখানে মহিলারা খড়িকাট নিয়ে খালি পায়ে হাঁটছে। ধীরে ধীরে সাম্‌বার পরিমাণ কমে আসছে, এবং ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের পরিমাণ বাড়ছে, তারপর কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই দেখলাম যে আমাদের বাম দিকে আর কোনো গাছপালা নেই, বিশাল উন্মুক্ত আকাশের দেখা পেলাম আমরা।

"দি গ্রেট্ রিফ্‌ট ভ্যালি," ফ্রান্সিস ঘোষণা দিলো।

আমরা ভ্যান থেকে বের হয়ে খাড়া ঢালুতে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর তাকালাম পশ্চিম দিগন্তের দিকে। শত শত ফুট নিচে, পাথর আর সাভানা ঘাস ছড়িয়ে আছে এক সমাপ্তিহীন সমতলে, আর দিগন্ত গিয়ে মিশেছে আকাশের সাথে, যেখানে চোখ চলে যায় সারি সারি সাদা মেঘের দিকে। ডান দিকে, একটা পর্বত নির্জন সমুদ্রের দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে; তার ওপারে সারি সারি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ছায়াময় শৈলশিরা। মানুষের উপস্থিতির দুটো মাত্র চিহ্ন দৃশ্যমান— একটা সরু রাস্তা চলে গেছে পশ্চিমে, আর আরেকটা হলো স্যাটেলাইট স্টেশন, এর বৃহৎ ডিশ মুখ করে আছে আকাশের দিকে।

কয়েক মাইল উত্তরে গিয়ে আমরা হাইওয়ে থেকে নেমে একটা টারমাকের গুঁড়ো ছিটানো রাস্তায় নামলাম। গাড়ি চলছে শ্লথ গতিতে : জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ হা করে আছে, আর মাঝে মধ্যেই বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড সব ট্রাক, ফ্রান্সিসকে তখন বাধ্য হয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে বাঁধের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমরা ওপর থেকে যে রাস্তা দেখেছিলাম সেই রাস্তায় চলে এলাম তারপর যেতে

www.pathagar.com

থাকলাম উপত্যকার তলদেশ দিয়ে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য শুষ্ক, বেশির ভাগই ঝোঁপের মতো বড় বড় ঘাস আর হতচ্ছাড়ার মতো কাঁটাওয়ালা গাছ, নুড়িপাথর আর নানান রঙের শক্ত পাথর। আমরা ছোট্ট একপাল গজলা হরিণের পাশ দিয়ে যেতে থাকলাম; হরিণের দল একটা গাছের নিচে চরে বেড়াচ্ছে; অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জেব্রা আর জিরাফ। প্রায় ঘণ্টাখানেক কোনো মানুষের সাথে দেখা নেই, শেষ পর্যন্ত অনেক দূরে নিঃসঙ্গ একজন মাসাই রাখালের দেখা পাওয়া গেলো, তার হাতের লাঠির মতোই সে রোগা পাতলা আর ঋজু, একটা ফাঁকা মাঠের ভেতর সে বড় বড় শিংওয়ালা গরু চরাচ্ছে।

নাইরোবিতে তেমন একটা মাসাই অবশ্য আমার চোখে পড়েনি, যদিও আমি তাদের সম্পর্কে অল্প বিস্তর পড়েছি। আমি জানি যে তাদের গ্রামীণ জীবন যাপন এবং যুদ্ধবিগ্রহে তারা যে হিংস্রতা অর্জন করেছিলো তাতে ব্রিটিশরা অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের সমীহ করে চলতো, যদিও চুক্তি ভঙ্গ করে তাদেরকে সংরক্ষিত এলাকার ভেতর সীমাবদ্ধ করা হয়েছিলো, পরাজয়ের পর এই উপজাতিকেও চেরোকি এবং অ্যাপাচির মতো পৌরাণিক উপজাতিতে পরিণত করা হয়েছিলো, পোস্টকার্ডে আর কফি টেবিলের বইপত্রে মহৎ বন্য হিসেবে তাদের ছবি থাকে। আমি এটাও জানি যে মাসাইদের সাথে পশ্চিমাদের এই উন্মোহন অন্যান্য কেনিয়ানদের ক্রোধোন্মত্ত করে তোলে, তারা এক ধরনের অস্বস্তির ভেতর পড়ে যায় কেননা মাসাইদের ভূমির জন্য তারা লালায়িত ছিলো। সরকার চেষ্টা করেছিলো মাসাই শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভেতর জমির মালিকানা পদ্ধতি চালু করার। ওরা হয়ে উঠেছিলো কৃষ্ণাঙ্গদের গলগ্রহ, তাদের অফিসিয়াল বক্তব্য হচ্ছে : আমরা আমাদের কম সৌভাগ্যবান ভাইদের সভ্য করে তুলছি।

গ্রামের আরও ভেতর এলাকায় প্রবেশ করতে থাকলাম, আমি ভাবতে শুরু করলাম এই মাসাইরা কত দিন তাদের এভাবে ধরে রাখতে পারবে। একটা ছোট বাণিজ্যিক শহর নারো, আমরা ওখানে গিয়ে থামলাম, গাড়িতে গ্যাস নিতে হবে আর আমরা দুপুরে লাঞ্চ করবো। খাকি সর্টস আর পুরনো টি-শার্ট পরা একদল শিশু আমাদের ভ্যান ঘিরে দাঁড়ালো, আগ্রাসী উৎসাহ নিয়ে তারা তাদের নাইরোবি প্রতিপক্ষদের দেখতে শুরু করলো, ওরা সস্তা গহনা আর খাবারদাবার বিক্রি করছিলো। দুই ঘণ্টা পর, এই সংরক্ষিত এলাকার রোদে পোড়ানো ইটের তৈরি ফটকের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, এক লম্বা মাসাই পুরুষ, মাথায় ইয়াংকি ক্যাপ আর গায়ে বিয়ারের গন্ধ আমাদের ভ্যানের জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মাসাই বোমা (boma) ট্যুরের জন্য পরামর্শ দিলো।

"মাত্র চল্লিশ শিলিং," লোকটি হাসি দিয়ে বললো। "ছবি তোলার জন্য এক্সট্রা।"

গেম ওয়ার্ডেন অফিসে ফ্রান্সিস তার কিছু কাজের জন্য চলে গেলে আমরা সবাই এই মাসাইয়ের পিছে পিছে ঢুকে পড়লাম কাটাগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা বৃত্তাকার এক বৃহৎ কম্পাউন্ডে। এর বহিঃপরিসীমা বরাবর ছোট ছোট কাদা আর গোবরের তৈরি

www.pathagar.com

কুঁড়েঘর; কম্পাউন্ডের কেন্দ্রে বেশ কয়েকটা গরু আর বেশ কয়েকটা ন্যাংটা শিশু আলগা মাটির পাশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একদল মহিলা তাদের পুঁতি দিয়ে ঢাকা লাউয়ের শুকনো খোলসের তৈরি পাত্র দেখার জন্য আমাদের দিকে হাত নাড়লো, এবং তাদের মধ্যকার একজন তরুণী মিষ্টি চেহারার মা, তার শিশুকে পিঠে ঝুলিয়ে রেখেছে, আমাকে একটা ইউএস সিকি দেখালো, কেউ একজন তাকে এটা চালাকি করে গছিয়ে দিয়েছিলো। আমি কেনিয়ান শিলং-এর সাথে এটা তাকে ভাঙিয়ে দিতে রাজি হলাম, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে আমাকে তার কুটিরে নেমন্তন জানালো। ঘরটি অপ্রশস্ত মিশমিশে কালো আর ছাদের উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট। মেয়েটা আমাকে বললো যে তারা এখানেই খায়, ঘুমায় আর নবজাতক বাছুরদের তারা এখানেই রাখে। চোখ ঝলসে দেয়া ধোঁয়া, যে কারণে মিনিটখানেক পরই আমাকে বের হয়ে আসতে হলো, আমি মেয়েটাকে খুব করে বোঝালাম তার বাচ্চার ধোঁয়া আক্রান্ত চোখের চারপাশ দিয়ে রিংয়ের মতো ঘিরে ধরা মাছিগুলো তাড়ানোর জন্য।

আমরা ভ্যানের কাছে ফিরে গিয়ে দেখি ফ্রান্সিস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, আমরা ফটকের ভেতর দিয়ে যাওয়া শুরু করলাম, একটা ছোট্ট নিষ্ফলা পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, পাহাড়ের আরেক পাশে, আমি এতো সুন্দর একটা জায়গা দেখলাম যা আগে কখনও দেখিনি। যেনো এই স্থানটিকে চিরকালের জন্য ঝাঁট দিয়ে পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে, মসৃণ সমতল তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবেশ করেছে নম্র পিঙ্গল বর্ণের, সিংহের পিঠের মতো কোমল পাহাড়গুলোর ভেতরে, লম্বা গ্যালারির মতো জঙ্গল এবং কোথাও কোথাও বিন্দুর মতো কাঁটা গাছ। আমাদের বাম দিকে বিশাল বড় এক জেব্রার পাল, তাদের শরীরের ডোরাকাটা দাগ উদ্ভট রকমের প্রতিসম, গম-রঙা ঘাস চরে চরে খাচ্ছে; আমাদের ডান দিকে, একদল গজলা হরিণ লাফিয়ে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে যাচ্ছে। আর মাঝখানে আরেকরকম হরিণ, তাদের ভারাক্রান্ত মাথা আর কুঁজোর মতো ঘাড় নিয়ে চলাফেরা করছে আর তাদের ঠ্যাং দেখে মনে হচ্ছে না ওই ঠ্যাং তাদের শরীরের ভার বহন করতে পারে। ফ্রান্সিস ভ্যানটাকে ওই পালের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো, পশুগুলো আমাদের সামনেই বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, তারপর আমাদের পশ্চাতে মাছের ঝাঁকের মতো আবারও দল বাঁধছে, তাদের খুরের শব্দ সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দের মতো। আমি অউমার দিকে তাকালাম। সে একটা হাত দিয়ে এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরেছে, তাদের দু'জনের মুখেই একই রকম নীরব স্মিত হাসি।

"আমরা এঁকেবেঁকে যাওয়া ছোট্ট পিঙ্গল রঙের নদীর তীরে কিচিরমিচির স্টার্লিং পাখিতে ভরা ডুমুর গাছের নিচে আমাদের তাঁবু খাটালাম, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গাড়ি চালিয়ে নিকটস্থ একটা জলাধারের কাছে যাওয়ার মতো সময় আমাদের হাতে তখনও ছিলো, ওখানে টপি আর গজলা হরিণ এসে জলপান করে। ফিরে আসার পর দেখলাম আগুন জ্বালানো হয়েছে, আমরা বসে রাফায়েল স্টিউ খাওয়া শুরু

www.pathagar.com

করলাম, তখন ফ্রান্সিস তার নিজের সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা শুরু করলো। স্ত্রী আর ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সংসার, ওরা থাকে তার জন্মভূমি কিকুইল্যান্ডে। তারা এক একরের মতো জায়গায় কফির চাষ করতো : সেও ছুটির দিন হলে জমিতে চাষাবাদ আর গাছ রোপণের মতো ভারি ভারি কাজ করতো। ট্রাভেল এজেন্সির কাজ ফ্রান্সিসের ভালোই লাগে কিন্তু পরিবার ছেড়ে দূরে যেতে তার ভাল্লাগে না। "পারলে আমি ফুলটাইম চাষাবাদের কাজই করতাম, সে বললো।" কিন্তু কেসিইউ আর সেটা করতে দেবে না।"

"কেসিইউ মানে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দি কেনিয়ান কফি ইউনিয়ন। সবকটাই চোর। আমরা কী চাষ করবো আর কোথায় করবো সব কিছুতে ওরা মাতব্বরি করে। আমরা আমাদের কফি শুধু তাদের কাছেই বিক্রি করতে পারবো, আর ওরা বিক্রি করে দেশের বাইরে। ওরা বলে যে দাম পড়ে গেছে, কিন্তু আমি জানি ওরা আমাকে যে দামটা দেয় তার চেয়ে একশ গুণ বেশি দামে বিক্রি করে। বাদবাকি টাকা কোথায় যায়?" ফ্রান্সিস প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে মাথা নাড়ালো। "সরকার যখন তার নিজের জনগণের কাছ থেকে চুরি করে তখন ব্যাপারটা খুবই ভয়ানক।"

"তুমি তো বেশ খোলামেলা কথা বলছো," অউমা বললো।

ফ্রান্সিস কাঁধ ঝাঁকালো। "যদি আরও বেশি বেশি লোক এরকম কথা বলা শুরু করে তাহলে কিছুটা পরিবর্তন তো আসতেই পারে। আর রাস্তার অবস্থাটা দেখেছো আজকে সকালে উপত্যকার ভেতর দিয়ে যে রাস্তা দিয়ে আমরা আসলাম? গত বছরই ওটাকে মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু ওরা আলগা নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছুই বসায়নি, প্রথম বৃষ্টিতেই ওসব ধুয়েমুছে গেছে। আর যে টাকাটা ওরা মেরে দিয়েছে ওটা দিয়ে বড় বড় আদমিরা বড় বড় বাড়ি বানিয়েছে।"

ফ্রান্সিস আগুনের দিকে তাকালো। আঙুল দিয়ে গোঁফে আঁচড় দিতে শুরু করলো। "আমার মনে হয় না এটা একমাত্র গভর্মেন্টেরই দোষ," কিছুক্ষণ পর সে বললো। "সবকিছু ঠিকঠাকভাবে করলেও আমরা কেনিয়ানরা আবার ঠিকমতো ট্যাক্স দিতে চাই না। আমাদের টাকা অন্যকে দেয়ার যে আইডিয়া তাতে আমাদের কোনো আস্থা নেই। গরিব মানুষগুলোর এরকম সন্দেহ করার অনেক কারণ আছে, কিন্তু বড়লোকগুলো? ওরাই তো এসব রাস্তায় ওদের ট্রাক চালায়, আর ওরাই কোনো ট্যাক্স দিতে চায় না। ওদের ট্রাকের যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হয় হোক, আরো বেশি টাকা পয়সা খরচ হয় হোক কিন্তু ট্যাক্স দেবে না। আমাদের ধরণটাই হলো এরকম।"

আমি আগুনের ভেতর একটা খড়ি ঢুকিয়ে দিলাম। "আমেরিকাতেও মানুষের মনোভঙ্গি অনেকটা এরকমই।" আমি ফ্রান্সিসকে বললাম।

"তুমি হয়তো ঠিক কথাই বলেছো," সে বললো। "কিন্তু কথা হলো, আমেরিকার মতো একটা ধনী দেশের ওরকম স্টুপিড হওয়া মানায়।"

www.pathagar.com

ঠিক ওই মুহূর্তে আরও দু'জন মাসাই আগুনের দিকে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস ওদের স্বাগত জানালো, ওরা একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো। ফ্রান্সিস জানালো যে রাত্রে ওরা পাহারা দেবে। লোকদুটো চুপচাপ ধরনের এবং সুদর্শন, আগুনের আলোয় তাদের চোখের নিচের উঁচু হাড় দুটো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাদের কৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের লাল-রক্তিম সুকার সাথে এক ভিন্নতা সৃষ্টি করে আছে; তাদের বর্শাগুলো মাটিতে তাদের সামনেই দাঁড় করিয়ে রাখা, বর্শাদুটোর লম্বা ছায়া গিয়ে পড়েছে গাছের দিকে। তাদের একজন, যার নাম সে বলেছে উইলসন, সোহায়েলি ভাষায় আমাদের বললো যে সে বোমাতে থাকে, এখান থেকে কয়েক মাইল পূর্বে। তার আরেক নিশ্চুপ সঙ্গি ফ্লাশলাইট দিয়ে অন্ধকারে চার পাশটা দেখতে শুরু করলো। অউমা জিজ্ঞেস করলো যে পশুরা কখনো কোনো ক্যাম্প আক্রমণ করেছে কি না। উইলসন দাঁত বের করে হাসতে শুরু করলো।

"ভয়ের কিছু নেই," সে বললো। "কিন্তু রাত্রে যদি কেউ বাথরুমে যেতে চান তাহলে আমাদের একজনকে অবশ্যই ডেকে নিয়ে যাবেন।"

ফ্রান্সিস নানান জন্তুর চলাফেরার ধরন নিয়ে ওই দু'জনকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো, এবং আমি আগুনের কাছ থেকে সরে গিয়ে আকাশের নক্ষত্রের দিকে চোখ মেললাম। অনেক বছর পর এরকম নক্ষত্রের দিকে তাকালাম; শহরের আলো থেকে অনেক দূরে, এই নক্ষত্রগুলো রত্নের মতো গোল, পুরু ও উজ্জ্বল। আমি লক্ষ করলাম ওই পরিষ্কার আকাশে পাতলা কুয়াশার মতো কী যেনো দেখা যাচ্ছে, আমি ভাবলাম এটা আগুনের ধোঁয়ার কারণে এরকম মনে হতে পারে, তারপর নিশ্চিত হলাম যে এটা আসলে মেঘ। মেঘের কোনো নড়াচড়া নেই কেনো, আমি ভাবছিলাম, আর তখনই আমার পেছনে পায়ের শব্দ পেলাম।

"আমার বিশ্বাস যে ওটা মিল্কিওয়ে," মি. উইলকারসন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন।

"ঠাট্টা করবেন না।"

তিনি হাত তুলে একটা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে দেখিয়ে দিলেন, সাউদার্ন ক্রসের একটা পয়েন্টে। তিনি দেখতে বেশ হালকা পাতলা এবং কথা বলেন নরম সুরে, চোখে গোল চশমা আর মাথায় মন্ডের মতো সোনালি চুল। প্রথম প্রথম আমি ভেবেছিলাম লোকটা বোধহয় সারা জীবন ঘরের ভেতরই কাটিয়েছে, সে হয় একজন অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা প্রফেসর। যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই দেখলাম বাইরের বাস্তব জ্ঞান তাঁর বেশ টনটনা, এমন কিছু কিছু বিষয়ে তিনি জানেন যা আমি জানি না এবং সেসব আমার জানার ভীষণ ইচ্ছা। তিনি ল্যান্ডরোভার ইঞ্জিন নিয়ে ফ্রান্সিসের সাথে একটানা কথা বলে যেতে পারেন, চটপট আমার আগেই তাঁবু গুছিয়ে ফেলতে পারেন, এবং আমরা যতো পাখি এবং গাছ দেখছি মনে হয় তিনি সবগুলোরই নাম জানেন।

আমি মোটেও বিস্মিত হলাম না যখন তিনি বললেন যে তিনি ছোটবেলায় কেনিয়াতে কাটিয়েছেন, হোয়াইট হাইল্যান্ডের একটা চা বাগানে উনারা থাকতেন।

www.pathagar.com

মনে হয় তিনি তাঁর অতীত নিয়ে কথা বলতে অনিচ্ছুক; তিনি শুধু এটুকুই বলেছেন যে স্বাধীনতার পর তাঁর পরিবার এখানকার জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান এবং লন্ডনের এক শহরতলিতে তারা থিতু হন। তিনি পড়াশোনা করেছেন মেডিক্যাল স্কুলে তারপর লিভারপুলের ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিসে প্র্যাকটিস করেছেন, সেখানেই তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীর দেখা হয় যিনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। কয়েক বছর পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাজি করাতে পেরেছিলেন তাঁর সাথে আফ্রিকায় ফিরে যেতে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁরা কেনিয়ায় বসবাস করবেন না। পরে তারা মালাউয়িতে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে গত পাঁচ বছর ধরে সরকারের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক কাজ করছেন।

"আধা মিলিয়ন লোকের একটা অঞ্চলের জন্য আটজন ডাক্তার, আর ওই আটজন ডাক্তারের দেখাশোনা আমি করি।" তিনি আমাকে বললেন। "আমাদের কখনই পর্যাপ্ত সাপ্লাই থাকে না— অন্তত সরকারের কেনা অর্ধেক জিনিস কালোবাজারে পাচার হয়ে যায়। যার কারণে আমরা শুধুমাত্র মূল বিষয়গুলোতে বেশি জোর দিই যেটা আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যেসব রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব সেসব রোগেই লোকজন বেশি মারা যাচ্ছে, ডিসেন্ট্রি, চিকেন পক্স। আর এখন মরছে এইডস-এ— কোনো কোনো গ্রামে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাগল করে দেয়ার মতো ঘটনা।"

গল্পগুলো নির্মম, কিন্তু যখন তিনি তার জীবনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন— কুয়ো খনন, দূরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান যারা বাচ্চাদের টিকা দান করবে এবং কন্ডম বিলি করবে— তখন মনে হলো তিনি নৈরাশ্যবাদীও নন এবং আবেগপ্রবণও নন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি কেনো ভাবছেন যে তিনি আফ্রিকায় ফিরে এসেছেন এবং তিনি সাথে সাথেই তার উত্তর দিলেন, যেনো এই প্রশ্নটা তিনি বহুবার শুনেছেন।

"এটা আমার জন্মভূমি, আমি মনে করি। এখানকার মানুষ, এখানকার ভূমি..." তিনি চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছে নিলেন। "ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। তুমি যদি এখানে কিছুদিন থেকে যাও তাহলে তোমার ইংল্যান্ডের জীবন যাপনকে বদ্ধ মনে হবে। ব্রিটিশদের সবকিছুই আছে, কিন্তু তারা কোনো কিছু উপভোগ করে কম। ইংল্যান্ডে নিজেকে একজন বিদেশী বলে মনে হয়।"

উনি তাঁর চশমাটা আবারও পরে নিলেন এবং কাঁধ ঝাঁকালেন। "অবশ্যই, একটা কথা খুব ভালো করেই জানি যে আমাকে স্থানান্তর করা হবে। আর ওটাই আমার চাকরির একটা অংশ— মানে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা আর কী। আমি যেসব মালাউইয়ান ডাক্তারদের সাথে কাজ করছি প্রত্যেকেই চমৎকার। দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নিবেদিতপ্রাণ। আমরা যদি শুধু একটা ট্রেইনিং হসপিটাল দিতে পারতাম, যদি আরও ভাল সুযোগ-সুবিধা দিতে পারতাম তাহলে আমরা ওদের সংখ্যা বাড়িয়ে খুব অল্প সময়েই আরও তিনগুণ করতে পারতাম...।"

www.pathagar.com

"তার পর?"

তিনি ক্যাম্প ফায়ারের দিকে ঘুরে তাকালেন, এবং আমার ধারণা তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠতে শুরু করেছে। "সম্ভবত আমি এই জায়গাকে আর নিজের জন্মভূমি বলে দাবি করতে পারবো না," তিনি বললেন, "পিতৃ পাপ, আপনি তো জানেনই। কিন্তু আমি মেনে নিতে শিখেছি।" তিনি একটু থেমে আমার দিকে তাকালেন।

"যদিও আমি এই জায়গাকে ভালোবাসি," তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার আগে বললেন।

ভোর। পুবে কালো কুঞ্জবনের ওপরে আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে, প্রথমে গাঢ় নীল, তারপর কমলা রঙ, তারপর তেলতেলে হলুদ হয়ে উঠলো আকাশ। মেঘ ধীরেই হারাতে লাগলো তার রক্তিম আভা, তারপর একটি একক নক্ষত্রকে পেছনে ফেলে ধীরে ধীরে সরে পড়তে শুরু করলো। ক্যাম্প থেকে বের হয়ে আমরা দেখতে পেলাম একটা জিরাফের কাফেলা, বাঁকানো দীর্ঘ গলা, লাল সূর্য ওঠার আগে ওদের প্রত্যেককে কালো রঙের মনে হচ্ছিলো, আদিম আকাশের বিপরীতে অদ্ভুত চিহ্নের মতো হয়ে আছে ওরা।

পরবর্তী কয়েকটা দিন আমি শিশুর মতো বিস্ময় নিয়ে সবকিছু দেখা শুরু করেছিলাম, পৃথিবী হচ্ছে মজার একটা বই, একটা রূপকথা, রুশোর আঁকানো দারুণ একটা ছবি। এখানে সিংহের অহংকার ছড়িয়ে আছে ঘাসের ওপর, জলাভূমিতে মহিষ, সস্তা উইগের মতো তাদের শিং, টিক্ পাখিরা তাদের পিঠ থেকে কাদা সাফ করছে। অগভীর নদীর তলদেশে জলহস্তি, গোলাপি চোখ আর গোলাপি নাসারন্ধ্র মনে হচ্ছে কোনো মার্বেল পানির উপরিতলে ভাসছে আর ডুবছে। হাতি তার বিশাল বিশাল কান নিয়ে বাতাস করে যাচ্ছে।

আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এর নিস্তব্ধতা, এমন এক নীরবতা যা মানিয়ে গেছে এর অন্য উপাদানগুলোর সাথে। গোধূলি বেলায়, আমাদের ক্যাম্প থেকে খুব বেশি দূরে নয়, আমরা একদল হায়েনার কাছাকাছি চলে এসেছিলাম, একটা উইল্ডাবিস্ট-এর মৃতদেহের ওপর চলছিলো ওদের ভোজন পর্ব, ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা কমলা রঙের আলোয় ওদেরকে দানব কুকুরের মতো লাগছিলো, চোখগুলোকে দেখাচ্ছিলো কালো কয়লার পিণ্ডের মতো। তাদের পাশেই অপেক্ষমাণ এক সারি শকুন কঠোর এবং ধৈর্যশীল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে, যখনই কোনো হায়েনা ওদের কাছাকাছি হচ্ছে তখনই ওরা কুঁজোর মতো লাফিয়ে একটু দূরে সরে যাচ্ছে। একটা আদিম নৃশংস দৃশ্য, আমরা ওখানে অনেক সময় ধরে ছিলাম, জীবন্ত প্রাণী খাওয়ার দৃশ্য দেখছিলাম, মাঝে মধ্যে কেবল হাড় ভাঙার মটাশ শব্দে কিংবা বাতাসের ঝাপটায় নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছিলো; কিংবা নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছিলো শকুনের পাখনার প্রবল ঝাপটানিতে যখন এটা শূন্যে ওঠে পাখা টান টান করে বাতাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কেবল উঁচু থেকে উঁচুতেই উঠতে থাকে, তারপর তাদের লম্বা প্রসারিত মহান পাখনা দুটো অন্যান্য সব কিছুর মতোই সঞ্চালনহীন এবং স্থির

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে। এবং আমি আপন মনে ভাবতে শুরু করলাম : সৃষ্টি তাহলে দেখতে এরকমই। এরকমই স্থিরতা আর এরকমই হাড় ভাঙ্গার মটাশ শব্দ। আর ওখানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে, ওই পাহাড়ের ওপরে, আমি কল্পনা করে নিলাম প্রথম মানবসন্তান তার দু'পা ফেলে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন, নগ্ন ও খসখসে চামড়া, তার অপটু হাতে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা একখণ্ড চকমকি পাথর, ভয়, পূর্বানুমান, আকাশ দেখে ভয়াপ্লুত হওয়া, নিজের মৃত্যুজ্ঞান সম্পর্কে তার মুখে কোনো উচ্চারিত শব্দ নেই। আমরা শুধু তার প্রথম সর্বজনীন পদক্ষেপ, প্রথম সর্বজনীন ভাষা স্মরণ করতে পারি সেই বাইবেলের সময়ের আগে।

রাত্রে, খাওয়াদাওয়ার পর, আমরা আমাদের মাসাই প্রহরীদের সাথে কথা বললাম। উইলসন আমাদের বললো যে সে এবং তার এই বন্ধু দু'জনই কিছুদিন আগেও মোরান ছিলো, অবিবাহিত তরুণ যোদ্ধা শ্রেণীর সদস্য, যারা ছিলো মাসাই উপকথার কেন্দ্রবিন্দু। পুরুষত্ব প্রমাণের জন্য তাদের দু'জনকেই একটা সিংহ হত্যা করতে হয়েছিলো, গবাদি পশু লুটপাটে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিলো। কিন্তু এখন কোনো যুদ্ধবিগ্রহ নেই, এমনকি গবাদিপশু লুটপাটও বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে— এই তো গত বছরই তার এক বন্ধু একজন কিকুই বন্দুকধারীর হাতে গুলি খেয়ে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত উইলসন বুঝতে পেরেছিলো যে মোরান হওয়া মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা। সে কাজের খোঁজে নাইরোবিতে গিয়েছিলো, তার পড়াশোনা জানা ছিলো না বললেই চলে, শেষ পর্যন্ত সে একটা ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ড হয়েছিলো। একঘেয়েমিতে সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলো, অবশেষে সে উপত্যকায় ফিরে গিয়ে বিয়ে করলো এবং গবাদিপশু লালন-পালন শুরু করলো। সম্প্রতি একটা সিংহ তার একটা গরুকে হত্যা করেছে, যদিও সিংহ হত্যা বর্তমানে অবৈধ তবুও সে আরও চারজনের সাথে করে ওই সংরক্ষিত এলাকার ভেতর গিয়ে ওই সিংহটাকে হত্যা করেছিলো।

"কীভাবে সিংহ মারলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পাঁচজনে ঘিরে ধরে বর্শা ছুঁড়ে মেরেছি," উইলসন বললো। "সিংহ থাবা মারার জন্য একজনকে বেছে নেয়। যাকে বেছে নেয় সে তার বর্মের নিচে বসে পড়ে এবং বাকি চারজন কাজটা সেরে ফেলে।"

"ভয়ংকর ব্যাপার," বোকার মতো বললাম।

উইলসন কাঁধ ঝাঁকালো। "সাধারণত শুধু আঁচড়ের দাগই থাকে। কিন্তু কখনও কখনও শুধু চারজনকেই ফিরে আসতে হয়।" লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে না সে গর্ব করছে— মনে হচ্ছে সে একজন মেকানিক যে তার কঠিন মেরামতকর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করছে মাত্র। তার এরকম নির্লিপ্ত মনোভাব দেখেই হয়তো অউমা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে মৃত্যুর পর মাসাইয়ের মৃত আত্মা কোথায় যায় বলে মাসাইদের ধারণা। প্রথমে মনে হলো যে উইলসন বোধহয় অউমার প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হেসে উঠলো।

www.pathagar.com

"মাসাইদের ও ধরনের কোনো বিশ্বাস নেই," সে হাসতে হাসতে বললো। "মৃত্যুর পর তুমি কিছুই না, তুমি মাটিতে মিশে যাবে, এই আর কী।"

"ফ্রান্সিস, তুমি কি মনে করো?" মাউরো জিজ্ঞেস করলো।

ফ্রান্সিস বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ লাল কভারে বাঁধাই বাইবেল পড়ছিলো। সে মাথা তুলে একটু মুচকি হাসি দিলো। "এই মাসাইরা খুব সাহসী;" সে বললো।

"তুমি কি খ্রিষ্টান হয়েছো?" অউমা জিজ্ঞেস করলো ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিস মাথা নাড়লো, "আমার জন্মের আগেই বাবা খ্রিষ্টান হয়েছিলো।"

মাউরো আগুনের দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করলো। "আমি, আমি চার্চ ত্যাগ করেছি। হাজার হাজার নিয়মকানুন। ফ্রান্সিস, তুমি কি মনে করো না যে খ্রিষ্টানত্ব মাঝে মধ্যে তেমন ভালো একটা কিছু নয়? আফ্রিকার জন্য, মিশনারি সব জায়গায় যে বদল এনেছে তার জন্য? সে-ই নিয়ে এসেছে...কী বলা যায় একে?"

"কলোনিয়ালিজম," আমি বললাম।

"হ্যাঁ–কলোনিয়ালিজম। সাদাদের ধর্ম, তাই নয় কি?"

ফ্রান্সিস তার কোলে বাইবেলটি রেখে দিলো। "এসব জিনিস আমাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলতো যখন আমি তরুণ ছিলাম। মিশনারিরাও তো মানুষ ছিলো, মানুষের মতোই তারা ভুল করেছে। আমি এখন বয়স্ক, আমি এখন বুঝতে পারি যে আমিও ভুল করতে পারি। এটা ঈশ্বরের কোনো ব্যর্থতা নয়। আমার মনে আছে খরার সময় ওরা লোকজনদের খাওয়াতো। কেউ কেউ শিশুদের পড়াশোনা শিখিয়েছে। এতে আমার বিশ্বাস যে তারা ঈশ্বরের কাজ করেছে। আমরা সবাই যা করতে পারি তা হলো আমরা ঈশ্বরের মতো জীবনযাপনে উদ্দীপ্ত হতে পারি, যদিও আমাদের সব সময়ই অভাব অনটন লেগেই থাকে।"

মাউরো তার তাঁবুতে ফিরে গেলো আর ফ্রান্সিস তার বাইবেলে ফিরে গেলো। ফ্রান্সিসের পাশে বসে অউমা এলিজাবেথের সঙ্গে করে গল্পের বই পড়া শুরু করলো। ড. উইলকারসন তাঁর দুই হাঁটু এক জায়গায় করে তাঁর প্যান্ট মেরামত করতে লাগলেন. আর তাঁর স্ত্রী তাঁর পাশে বসে তাকিয়ে থাকলেন আগুনের দিকে। আমি তাকালাম মাসাইয়ের দিকে, নিশ্চুপ এবং তাদের চোখে সতর্ক দৃষ্টি, এবং তারা বিস্মিতও যে তারা আমাদের বাদবাকি সবাইকে কেমন বিচলিত করে ফেললো। আমার ধারণা, তারা এতে মজাও পাচ্ছে। আমি জানি, যে তাদের সাহস, তাদের কাঠিন্য আমার নিজের এলোমেলো আত্মাকে নানান প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছে। তবুও, আমি যখন আগুনের চার পাশে তাকালাম, আমার মনে হলো, ফ্রান্সিসের ভেতর যে সাহস আমি দেখলাম তা কোনো অংশেই কম নয় এবং সেই সাহস অউমার ভেতরেও রয়েছে এবং রয়েছে উইলকারসন দম্পতির ভেতরেও। আমার মনে হয় এটাই সেই সাহস, যা আফ্রিকানদের ভীষণভাবে প্রয়োজন। সৎ, অর্জনযোগ্য উচ্চাভিলাষসহ ভদ্র নারী পুরুষ, এবং ওই সব উচ্চাভিলাষের প্রতি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকা। আগুন ধীরে ধীরে নিভতে শুরু করলো, একে একে সবাই যার

www.pathagar.com

যার বিছানায় চলে গেলো, শুধু রইলাম আমি, ফ্রান্সিস আর ওই দুই মাসাই। আমি উঠে দাঁড়াতেই ফ্রান্সিস কিকুই ভাষায় গম্ভীর গলায় গাইতে শুরু করলো, এমন একটা সুর যা আমি খুব অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলাম। কিছুক্ষণ শুনতেই আমি নিজের চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে আমার মনে হলো আমি তার এই শোকার্ত বিলাপসঙ্গীত বুঝতে পেরেছি, কল্পনায় দেখলাম ওই সুর উঠে যাচ্ছে ঊর্ধ্বে, মিশমিশে কালো রাতের আঁধার ভেদ করে সোজা চলে যাচ্ছে ঈশ্বরের কাছে।

মারা (Mara) থেকে যেদিন ফিরে এলাম, সেদিনই আমি আর অউমা শুনতে পেলাম যে রয় এসেছে, তার যেদিন আসার কথা তার সপ্তাহখানেক আগেই সে এসেছে। হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে হঠাৎ করেই সে কারিয়াকোরে এসে হাজির, ডি.সি.-তে অপেক্ষা করতে করতে সে নাকি অস্থির হয়ে উঠেছিলো এবং অগ্রিম ফ্লাইটের ব্যবস্থা সে করতে পেরেছিলো। পরিবারের লোকজন তার এই আগমনে বেশ শিহরিত, আমি আর অউমা ফিরে না আসা পর্যন্ত বড় ধরনের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন স্থগিত রাখা হয়েছে। বার্নাডই আমাদের কাছে তার আগমনী সংবাদটা নিয়ে এসেছিলো, বললো যে রয় খুব শিগগির আমাদের দু'জনকে আশা করছে; সে কথা বলতে বলতে অস্থির হয়ে উঠছিলো যেনো বড় ভাই ছাড়া আমাদের প্রতিটা মিনিটই ছিলো দায়িত্বের একটা বিনষ্টি। কিন্তু অউমা গত দু'দিন তাঁবুতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখনও তার আড়ষ্টতা ভাঙেনি, সে অন্তত স্নান সেরে নেবার সময়টুকু চাচ্ছিলো।

"এতো অস্থির হয়ো না, বার্নাড," অউমা বলল। "রয় সব কিছুতেই নাটক করতে পছন্দ করে।"

জেনের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেখি, হৈ হৈ রৈ রৈ অবস্থা। রান্নাঘরে, মহিলারা কোলার্ড আর গাছ আলু পরিষ্কার করছে, মুরগির-মাংস কাটছে আর উগালি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে। লিভিংরুমে বাচ্চারা চেয়ার টেবিল ঠিকঠাক করে বড়দের জন্য সোডা পরিবেশন করছে। আর এই হৈ হৈ রৈ রৈ-এর কেন্দ্রে বসে আছে রয়, সে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে, হাত দুটো সোফার পেছনে ছড়িয়ে রাখা। সে আমাদের দেখেই হাত নেড়ে ইশারা করলো, তারপর উঠে দু'জনকেই জড়িয়ে ধরলো। অউমার সাথে রয়ের বহুদিন দেখা নেই, রয় সেই স্টেটস-এ চলে যাওয়ার পর থেকে, অউমা একটু পেছনে সরে আসলো যেনো রয়কে আরও ভালো করে দেখা যায়।

"তুমি অনেক মোটা হয়ে গেছো?" অউমা বললো।

"মোটা; তাই? রয় হাসতে শুরু করলো। "একজন মানুষের মানুষের আকৃতিরই ক্ষুধা থাকা দরকার।" বলেই সে রান্নাঘরের দিকে ঘুরলো। "সেটাই আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে... আরেকটা বিয়ার কোথায় গেলো?"

তার কথা শেষ না হতেই কেজিয়া হাতে একটা বিয়ার নিয়ে আসলেন, তিনি হাসছেন। "বেরি," তিনি ইংরেজিতে বললেন, "দিস ইজ দি ইলডেস্ট সান্। হেড অব্ দি ফ্যামিলি।"

www.pathagar.com

আরেকজন মহিলাকে দেখলাম যাকে আমি এর আগে কখনই দেখিনি, গোলগাল, ভারি স্তন, ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক, বেশ লাজুক ভঙ্গিতে রয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর একটা হাত দিয়ে রয়কে জড়িয়ে ধরলেন। কেজিয়া মৃদু হেসেই ফিরে চলে গেলেন রান্নাঘরে।

"বেবি," ভদ্রমহিলা রয়কে বললেন, "তোমার কাছে কোনো সিগেরেট হবে?"

"হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও..." রয় তার শার্টের পকেটে সতর্কভাবে চাপড় লাগালো। "আমার ভাই বারাকের সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে? বারাক, এ হলো অ্যামি। আর তোমার কি অউমার কথা খেয়াল আছে।" রয় সিগেরেট খুঁজে পেয়েছে, অ্যামির জন্য সে একটা ধারালো। অ্যামি সিগারেটে লম্বা এক টান দিয়ে অউমার দিকে ঝুঁকলেন, কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো।

"অবশ্যই, অউমার কথা তো আমার মনে থাকবেই। কেমন আছো? শোনো, আমাকে বলতে দাও, তুমি দেখতে খুব সুন্দর! তোমার চুল আমার পছন্দ হয়েছে। সত্যিই, তোমার চুলগুলো খুব ন্যাচারাল!"

অ্যামি রয়ের বোতলটা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন, রয় চলে গেলো খাবার টেবিলে। সে নিজেই একটা প্লেট তুলে নিলো, তারপর সামনে ঝুঁকে ধোঁয়া ওঠা পাত্রে গন্ধ শুঁকতে লাগলো। "চ্যাপস?" বলেই সে তিনটে চাপাতি তার প্লেটে রাখলো। "সুকুমা-উইকি!" কোলার্ড গ্রিনের তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, তারপর শুরু করলো চামচে করে তার প্লেটে কোলার্ডের স্তূপ বানানো। "উগালি!" আবারও চেঁচিয়ে উঠলো, দুটো বিশাল বিশাল কর্ণমিলের কেক কেটে তার প্লেটে রাখলো। বার্নাড আর অন্য বাচ্চারা রয়ের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করছে, রয়ের প্রতিটি কথাকে তারা আরও বেশি চিৎকার করে পুনরাবৃত্তি করছে। টেবিলে গোল হয়ে বসে আছেন ফুপুরা আর কেজিয়া, সবাই খুশিতে ডগমগ, আসার পর এই প্রথম সবচাইতে সুখের একটা দৃশ্য দেখলাম।

ডিনারের পর, অ্যামি যখন ফুপুদের ধোয়ামোছায় হাত লাগাচ্ছিলো, তখন রয় অউমা আর আমার মাঝখানে এসে বসলো, বললো যে সে বেশ ক'টা বিগ্‌প্ল্যান নিয়ে এখানে এসেছে। সে একটা এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট কোম্পানি শুরু করতে যাচ্ছে। সে কেনিয়ার শিল্পকর্ম স্টেটস-এ বিক্রি করবে। "চন্দস। ফ্যাব্রিক্‌স। কাঠ খোদাই। ওখানে এসব জিনিসের খুব কদর আছে। তুমি এগুলো বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করতে পারবে, আর্ট শোতে বিক্রি করতে পারবে, স্পেশালিটি স্টোরে বিক্রি করতে পারবে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য অলরেডি আমি কিছু স্যাম্পল নিয়ে নিয়েছি।"

"ওফ্, দারুণ আইডিয়া," অউমা বললো, "দেখি কী নিয়ে এসেছো, আমাকে দেখাও।"

রয় বার্নাডকে একটা বেডরুম থেকে বেশ কয়েকটা গোলাপি রঙের প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে আসতে বললো। ব্যাগের ভেতর বেশ কয়েকটা কাঠ খোদাইয়ের কাজ রয়েছে। জিনিসগুলো বেশ মসৃণ এবং ছাঁচে ফেলে প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন করা

www.pathagar.com

হয়েছে, শহরতলিতে এগুলো নিয়ে গেলে ট্যুরিস্টদের কাছে চটপট বিক্রি হয়ে যাবে, অউমা এগুলোর একটা হাতে নিয়ে ভ্রু কুঁচকে তাকালো।

"এগুলো কতো করে কিনেছো?"

"একেকটা মাত্র চারশ শিলিং করে।"

"ভাইজান, তোমার কাছে প্রচুর দাম নিয়েছে, তোমাকে ওরা ভীষণ ঠকিয়েছে। বার্নাড তুমি তাকে এতো দাম দিয়ে কিনতে দিলে কেনো?"

বার্নাড কাঁধ ঝাঁকালো। রয়কে একটু আহত দেখালো।

"আমি তো বললামই, এগুলো শুধু স্যাম্পল, কাঠ খোদাইগুলো সে প্যাকেটে ভরতে ভরতে বললো। "ইনভেস্টমেন্ট, বাজারে কী চলবে না চলবে আমি তাহলে বুঝতে পারবো। টাকা খরচ না করলে টাকা বানাবে কীভাবে, কী বলো বারাক?"

"হুম।"

রয় তার সাবেক উদ্দীপনায় আবারও ফিরে এলো। "দেখেছো? মার্কেট জানার পরই আমি জিতুনিকে অর্ডার পাঠাবো। ধীরে ধীরে আমরা ব্যবসা গড়ে তুলবো। স্লো-লি। তারপর ব্যবসা রেগুলার হলেই, বার্নাড এবং আবো আমাদের কোম্পানিতে কাজ করবে। কি বার্নাড? তুমি আমার জন্য কাজ করতে পারবে না?"

বার্নাড অস্পষ্টভাবে মাথা নড়ালো। অউমা তার এই ছোট ভাইটার দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকালো; তারপর আবার রয়ের দিকে ঘুরে তাকালো। "তো আরেকটা বিগ প্ল্যান কী?"

রয় মৃদু হাসলো। "অ্যামি," সে বললো।

"অ্যামি?"

"অ্যামি। আমি অ্যামিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।"

"কী? তোমাদের পরিচয় কতো দিনের?"

"দু'বছর। তিন বছর, কিন্তু তাতে কী?"

"তুমি এটা নিয়ে খুব বেশি একটা ভাবার সময় পাওনি মনে হয়।"

"সে আফ্রিকান মেয়ে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সে আমাকে বোঝে। এসব ইউরোপিয়ান মেয়েদের মতো নয়, অবসর সময় স্বামীর সাথে ঝগড়া।" রয় খুব অস্থিরভাবে মাথা নাড়লো। তারপর মনে হলো কোনো এক অদৃশ্য তার দিয়ে তাকে খুব জোরে টান মারা হলো, সে হঠাৎ উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো। অ্যামিকে এক হাতে ধরে নিয়ে এলো আরেক হাতে বিয়ারের বোতল ছাদের দিকে উঁচু করে ধরা।

"সবাই শোনো! আমরা এখানে এখন সবাই আছি। উই মাস্ট হ্যাভ অ্যা টোস্ট? যারা এখানে নেই তাদের জন্য! এন্ড টু অ্যা হ্যাপি এনডিং!" সে গম্ভীরভাবে মেঝের ওপর বিয়ার ঢালতে শুরু করলো, অন্তত অর্ধেক বিয়ার অউমার জুতো ভিজিয়ে দিলো।

"ধুর!" অউমা লাফিয়ে পেছনে চলে গেলো। "কী করছো?"

www.pathagar.com

"পূর্বপুরুষদের অবশ্যই ড্রিঙ্ক করা দরকার," রয় ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে বললো। "এটাই হচ্ছে আফ্রিকান নিয়ম।"

অউমা একটা ন্যাপকিন নিয়ে ওর জুতা থেকে বিয়ার মুছতে শুরু করলো। "ওসব বাইরে করতে হয়, রয়! অন্য কারও বাড়িতে এসে এসব করা যায় না! তুমি মাঝে মধ্যেই খুব কেয়ারলেস আচরণ করো। এখন এসব পরিষ্কার করবে কে? তুমি?"

রয় কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, আর ঠিক এ সময়ই জেন একটা ন্যাকড়া নিয়ে দৌড়ে এলো। "ঠিক আছে, ঠিক আছে।" মেঝে মুছতে মুছতে বললো, "রয়কে আমাদের বাড়িতে পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছি।"

সিদ্ধান্ত হলো যে ডিনারের পর আমরা সবাই মিলে কাছাকাছি একটা ক্লাবে গিয়ে নাচবো। অউমা আর আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অউমার বিড় বিড় করে বলা কথাগুলো শুনতে লাগলাম।

"শোনো ওবামা?" সে বললো আমাকে। যে কোনো কিছু একটা নিয়ে সটকে পড়ো? তুমি কি খেয়াল করেছো ওরা তার সাথে কেমন আচরণ করছে? ওদের ধারণা সে কোনো ভুল করতে পারে না। যেমন অ্যামির ব্যাপারটা। অ্যামির ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেছে কারণ সে নিঃসঙ্গ। অ্যামির বিরুদ্ধে আমি বলছি না, কিন্তু সে রয়ের মতোই দায়িত্বজ্ঞানহীন। দু'জন একসাথে হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলবে। আমার মা, জেন, জিতুনি— সবাই একথা জানে। কিন্তু ওরা এসব নিয়ে তাকে কি কিছু বলবে? না, কারণ রয় মনঃক্ষুণ্ন হোক এমন কিছু করতে তারা ভয় পায়, সেটা রয়ের ভালোর জন্য হলেও।"

অউমা কারের দরজা খুলে পেছনে তার পরিবারের বাদবাকি সদস্যদের দিকে তাকালো। তারা এইমাত্র অ্যাপার্টমেন্টের ছায়ার ভেতর থেকে উঠে আসছে, রয়ের বপু উঁচু বৃক্ষের মতো সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো, তার হাত দুটো শাখা প্রশাখার মতো ফুপুদের ঘাড়ের ওপর রাখা। এই দৃশ্য অউমাকে একটু কোমল করে তুললো।

"হ্যাঁ, দোষটা অবশ্য তার নয়," গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে অউমা বললো। "দেখতেই পাচ্ছো সে কীভাবে ওদের সাথে মিশে আছে। সে পরিবারের একজন সদস্যের চেয়েও বেশি কিছু, সবসময়ই। তারা তার কোনো দোষগুণ বিচার করার চিন্তাই করে না।"

গার্ডেন স্কয়ারের ক্লাবে গিয়ে দেখা গেলো ক্লাবের ছাদটা নিচু, মৃদু আলো। যাওয়ার পর দেখলাম লোকজন আগে থেকেই গমগম করছে, সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। এখানে আগত অধিকাংশই আফ্রিকান এবং বয়স্ক; কাজের শেষে কেরানি, সেক্রেটারি, সরকারি কর্মচারী সবাই একটা হালকা হেলে যাওয়া ফরমিকা টেবিলে এসে জড়ো হয়। ছোট্ট মঞ্চের সামনের একটা ফাঁকা টেবিলে আমরা সবাই হুড়োহুড়ি করে বসে পড়লাম। ওয়েটার এসে আমাদের অর্ডার নিয়ে গেলো। অউমা বসলো অ্যামির পাশে।

www.pathagar.com

"তো, অ্যামি, রয় বললো যে তোমরা নাকি বিয়ে করার চিন্তাভাবনা করছো।"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি খুব ভালো হবে না! ও খুব ইয়ার্কি করতে পারে! ও বলেছে যে ও আমেরিকায় সেট্‌ল হওয়ার পরে আমিও তার সাথে আমেরিকায় থাকতে পারবো।"

"তুমি আলাদা থাকা নিয়ে উদ্বিগ্ন নও? মানে..."

"অন্য মেয়ের কথা বলছো?" অ্যামি হাসি দিয়ে রয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলো। "তোমাকে সত্যিই বলছি, আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।" সে তার মাংসল হাতটা রয়ের ঘাড়ে রাখলো। "যতক্ষণ সে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে ততক্ষণ সে যা খুশি তাই করতে পারে। রাইট্, বেবি?"

রয় ভাবলেশশূন্য মুখ বজায় রাখলো, ভাবটা এমন যে এইসব কথোপকথনে তার কোনো যায় আসে না। রয় আর অ্যামি দু'জনের চেহারাতেই অতিরিক্ত বিয়ার খাওয়ার জেল্লা, এবং আমি দেখলাম জেন্ গোপনে কেজিয়ার দিকে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করলো। আমি কথার প্রসঙ্গ পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নিলাম, জিতুনিকে জিজ্ঞেস করলাম সে এর আগে কখনও গার্ডেন স্কয়ারে এসেছে কি না।

"আমি?" আমার এই প্রগলভতায় জিতুনি চোখ বড় বড় করে তাকালো। "শোনো, তোমাকে বলি, বেবি— যদি আমি কোথাও গিয়ে নাচতাম তাহলে এসব লোকজনদের কাছেই তুমি শুনতে পেতে যে জিতুনি হলো চাম্পিয়ান। কী বলো অউমা?"

"জিতুনি ইজ দি বেস্ট।"

জিতুনি খুব গর্বের সাথে তার মাথাটা উঁচু করলো। "বেবি, সত্যিই তোমার ফুপু খুব ভালো নাচতে পারে। আর তুমি কি জানতে চাচ্ছো সবসময়ই আমার বেস্ট পার্টনার কে? তোমার বাবা? এই লোকটা আসলেই নাচতে খুব ভালোবাসতো। আমরা ছোটবেলায় অনেক নাচের প্রতিযোগিতায় যেতাম। আমি তোমাকে তোমার বাবার নাচের গল্পই বলবো। গল্পটা হলো এলেগো থেকে যখন তোমার বাবা একবার তোমার দাদার সাথে বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো সে সময়কার। সেদিন সন্ধ্যায় সে ওল্ডম্যানের জন্য বাড়ির টুকিটাকি কাজ করবে বলে কথা দিয়েছিলো— কি কাজ করবে সেটা আমার মনে নেই— কিন্তু সে সেটা না করে চলে গেলো কেজিয়ার সাথে দেখা করতে, এবং সে কেজিয়াকে নিয়ে চলে গেলো নাচতে, কেজিয়ার কথা তোমার মনে আছে? ঘটনাটা ওদের বিয়ের আগের। আমি ওদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বারাক বললো যে আমি খুব ছোট।

"যাইহোক, সেদিন তারা অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছিলো, এবং বারাক বেশ অনেক বিয়ার খেয়ে এসেছিলো, সে কেজিয়াকে গোপনে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসতে চেয়েছিলো; কিন্তু ওল্ডম্যান তখনও জাগা ছিলো এবং তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো, তোমার দাদার কান ছিলো খুব খাড়া। তখনই সে বারাককে ভেতরে আসার জন্য চিৎকার শুরু করে দিলো। বারাক ভেতরে এলো কিন্তু ওল্ডম্যান তাকে

www.pathagar.com

একটা কথাও বললো না। সে বারাকের দিকে শুধু তাকালো এবং বদরাগি ষাড়ের মতো শুধু ঘোঁত ঘোঁত করলো। হুম্‌প্‌। হুম্‌প্‌। আর এই পুরো সময়টা আমি জানালা দিয়ে ওল্ডম্যানের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওল্ডম্যান এখন বারাককে আচ্ছামতো পেটাবে, বারাকের ওপর আমি তখনও রেগে ছিলাম কারণ সে আমাকে নাচতে নিয়ে গিয়েছিলো না।

"তারপর যা হলো, তা তো আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। ফিরতে দেরি করায় কোথায় মাফ টাফ চাইবে, বারাক সোজা চলে গেলো ওল্ডম্যানের ফনোগ্রাফের কাছে, তারপর দিলো রেকর্ডটা ছেড়ে! তারপর ঘুরে চিৎকার করে কেজিয়াকে ডাকতে শুরু করলো, কেজিয়া তখন বাইরে লুকিয়ে ছিলো। 'এই মেয়ে, এদিকে এসো!' কেজিয়া সাথে সাথে চলে এলো, কেজিয়াও ভয়ে কাঠ হয়েছিলো, না করার মতো সাহস তখন ওর ছিলো না। বারাক ওর একটা হাত ধরে নাচতে শুরু করলো, ঘুরে ঘুরে নাচতেই থাকলো, নাচতেই থাকলো, যেনো সে কোনো একটা প্রাসাদের বলরুমে নাচছিলো।" জিতুনি তার মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে শুরু করলো। "কেউই তোমার দাদার সাথে ওরকম আচরণ কখনই করেনি। আমি তো নিশ্চিত ছিলাম যে ওল্ডম্যান ওকে এখন আচ্ছামতো পেটাবে। অনেকক্ষণ ধরে তোমার দাদা একটা কথাও বলেনি। সে বসে বসে তার ছেলের কাণ্ডটা দেখছিলো। তারপর হঠাৎ করেই ওল্ডম্যান হাতির মতো চেঁচিয়ে উঠলো, বারাকের চেয়েও জোরে। 'বউ এদিকে এসো।' আমার মা সাথে সাথে হাজির, যাকে তুমি এখন গ্র্যানি বলে ডাকো, সে তার নিজের ঘর থেকে দৌড়ে এলো, সে তখন বসে বসে কাপড় সেলাই করছিলো। এসে জিজ্ঞেস করলো এতো চেঁচেমেচি কীসের। তোমার দাদা উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো, তোমার দাদি রাজি হচ্ছে না, তার ধারণা তোমার দাদা তাকে বোকা বানাতে চাচ্ছে, কিন্তু তোমার দাদা এমন গোঁ ধরেছিলো যে চারজনই একসাথে নাচতে শুরু করলো, তোমার দাদা আর তোমার বাবা দু'জনই খুব গম্ভীর, কিন্তু মহিলা দু'জন হতভম্ব, তারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছিলো, দু'জনই নিশ্চিত যে ওদের স্বামীরা পাগল হয়ে গেছে।"

গল্প শুনে সবাই হো হো করে হাসলাম, রয় সবার জন্য আরেক রাউন্ড অর্ডার দিলো। আমি জিতুনিকে দাদা সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ঠিক তখনই মঞ্চে ব্যান্ড উঠে গেছে; গ্রুপটাকে প্রথমে হৈচৈ টাইপের একটা দল মনে হয়েছিলো, কিন্তু যখনই তারা তাদের প্রথম সুর তুললো পুরো পরিবেশটা তৎক্ষণাৎ বদলে গেলো, লোকজন সবাই ড্যান্সফ্লোরে চলে আসতে শুরু করলো; সুয়োকাওস-এর তালে তালে সবাই পা ফেলতে শুরু করলো। জিতুনি আমার হাত ধরলেন, রয় অউমার হাত, অ্যামি বার্নাডের হাত, সবাই আমরা ঘামতে ঘামতে আমাদের হাত, নিতম্ব, আর উরু মৃদুভাবে দোলানো শুরু করলাম; লম্বা, কালির মতো কুচকুচে কালো লউ, খাটো, বাদামি কিকুই, কাম্বা, মেরু কেলেনজিন, সবাই হাসছে, চেঁচামেচি করছে আর নাচছে। রয় অউমার চার

www.pathagar.com

পাশে ধীরে এক ভাবোদ্বেল চক্কর মারার জন্য মাথার ওপর তার হাতটা রাখলো, অউমা তার ভাইয়ের এই কাণ্ড দেখে হাসতে শুরু করলো; আর ঠিক তখনই আমার ভাইয়ের চোখে সেই একই দৃষ্টি দেখতে পেলাম যা আমি অনেক বছর আগে হাওয়াই-এ টুট আর গ্রামপসের অ্যাপার্টমেন্টে দেখেছিলাম, যখন ওল্ডম্যান আমাকে প্রথম শিখিয়েছিলেন যে কীভাবে নাচতে হয়— এ এক প্রশ্নহীন স্বাধীনতার দৃষ্টি। তিন নম্বর কী চার নম্বর নাচের শেষে আমি আর রয় দু'জনই আমাদের নিজ নিজ সঙ্গী ছেড়ে দিলাম; তারপর বিয়ার নিয়ে দু'জনই পেছনের কোর্টইয়ার্ডে চলে গেলাম। ঠাণ্ডা বাতাসে আমার নাকে সুড়সুড়ি লাগছিলো, এবং আধো টলমল ভাব লাগছিলো।

"এখানে আসতে পেরে ভালোই লাগছে," আমি বললাম। "কবির মতো কথা বলছো," রয় হাসলো, বিয়ারে একটা চুমুক দিলো সে।

"না, সত্যিই বলছি। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে, তোমার সাথে, অউমার সাথে এবং সবার সাথে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে যেনো আমরা—"

কথা শেষ করার আগেই, আমাদের পেছনে একটা বোতল ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম, দেখলাম কোর্টইয়ার্ডের আরেক পাশে একটা লোক আরেকটা লোককে ধাক্কা মারছে, ছোট যে লোকটা সে মাটিতে পড়ে আছে। সে এক হাত দিয়ে তার মাথার কাটা জায়গা ধরে আছে, আরেক হাত দিয়ে মার ঠেকাচ্ছে। আমি সামনে পা বাড়াতেই রয় আমাকে টেনে ধরলো।

"নিজের চরকায় তেল দাও, ব্রাদার," সে ফিসফিস করে বললো।

"কিন্তু—"

"ওরা পুলিশের লোক হতে পারে। শোনো বারাক, নাইরোবির জেলাখানা যে কী জিনিস তুমি তো জানো না।"

ততক্ষণে লোকটা কুঁকড়ে গিয়ে নিজেকে একটা টাইট বলে পরিণত করেছে, সে এলাপাতাড়ি মার থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করছে। তারপর ফাঁদে পড়া পশুর মতো সেও একটা পালানোর জায়গা খুঁজে পেয়েছে, লোকটা হঠাৎ করে পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে একটা টেবিলে উঠলো, তারপর কাঠের বেড়া লাফিয়ে পার হয়ে গেলো, যে লোকগুলো মারছিলো তারা তাকে ধাওয়া দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু পরে কী মনে হয়ে তারা বাদ দিলো। তাদের একজন অবশ্য আমাকে আর রয়কে দেখেছে কিন্তু কিছু বলেনি, তারপর দু'জন একসাথে চলে গেলো ভেতরে। হঠাৎ করেই আমার নেশা ভাবটা কেটে গেলো।

"ভয়ানক ব্যাপার," আমি বললাম।

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানো না ওই লোকটা প্রথমে কী কাজ করে বসে আছে।"

আমি আমার ঘাড়ের পেছনে চুলকাতে চুলকাতে বললাম। "তুমি কবে জেলাখানায় গিয়েছিলে?" রয় আরেক চুমুক বিয়ার খেলো এবং একটা মেটাল চেয়ারের ওপর বসে পড়লো। "যে রাতে ডেভিড মারা যায়।"

www.pathagar.com

আমি তার পাশে বসলাম এবং সে আমাকে গল্পটা শোনালো। তারা বাইরে মদ খেতে গিয়েছিলো কারণ তারা একটা পার্টিতে যাবে। ওরা রয়ের মোটরসাইকেলে করে কাছাকাছি একটা ক্লাবে গিয়েছিলো, ওখানে একটা মেয়ের সাথে রয়ের দেখা, মেয়েটাকে দেখে রয়ের খুব ভালো লেগে যায়, সে মেয়েটার সাথে কথা বলা শুরু করেছিলো। মেয়েটার জন্য একটা বিয়ারও কিনেছিলো, কিন্তু হুট করে আরেকটা লোক এসে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। লোকটা বলছে যে সে ওই মেয়েটার স্বামী এবং সে মেয়েটার হাত জোর করে চেপে ধরেছে। মেয়েটা হাত ছাড়িয়ে নেবার ভীষণ চেষ্টা করলো কিন্তু পড়ে গেলো। রয় মেয়েটাকে ছেড়ে দেবার জন্য লোকটকে ধমক দিলো। সুতরাং মারামারি বেধে গেলো। পুলিশ এলো, রয়ের কাছে কোনো পরিচয়পত্র ছিলো না, সুতরাং পুলিশ রয়কেই পুলিশ স্টেশনে ধরে নিয়ে গেলো। ওখানে তাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা একটা সেলে রাখা হয়েছিলো, যতোক্ষণ না ডেভিড গিয়ে তার সাথে দেখা করে।

"আমাকে মোটরসাইকেলের চাবিটা দাও, ডেভিড বলেছিলো। তোমার কাগজপত্র সব এনে দিচ্ছি।

"না। বাড়ি যাও।"

"ভাইয়া, তুমি এখানে সারারাত থাকতে পারবে না। চাবিটা দাও..."

রয় থেমে গেলো। আমরা বসে বসে ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"এটা একটা দুর্ঘটনা, রয়," আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, "এখানে তোমার কোনো দোষ নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে ভেবো না।"

আমি কিছু বলার আগেই, শুনতে পেলাম অ্যামি আমাদের পেছনে চেঁচামেচি করছে, মিউজিকের শব্দ ছাড়িয়ে তার কণ্ঠ সামান্য আমাদের কানে আসছে।

"এই যে দু'জন। আমরা সবাই তোমাদেরকে খুঁজছি তো!" আমি তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াতে শুরু করলাম, কিন্তু রয় হুড়োহুড়ি করে তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো আর চেয়ারটা পড়ে গেলো মাটিতে।

"এদিকে এসো মেয়ে," অউমার কোমর জড়িয়ে ধরে বললো। "চলো নাচতে যাই।"

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় আমাদের ট্রেন হুড়মুড় করে পুরনো নাইরোবি স্টেশন পেরিয়ে গেলো, ট্রেনটা যাবে পশ্চিমে, কিসুমুতে। জেন আমাদের সাথে আসেনি, কিন্তু বাদবাকি সবাই এসেছে— কেজিয়া, জিতুনি, অউমা এরা উঠেছে একটা কম্পার্টমেন্টে; রয়, বার্নাড এবং আমি পরবর্তী কম্পার্টমেন্টে। সবাই যখন ব্যস্ত নিজ নিজ মালসামান গোছানোতে, তখন আমি ঝটকানা মেরে জানালা খুলে দিলাম এবং তাকালাম বাঁক নেয়া রেললাইনের দিকে। এই রেললাইন কেনিয়ার উপনিবেশ ইতিহাসের অন্যতম একটা সাক্ষি হয়ে আছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একক সর্ববৃহৎ ইন্‌জিনিয়ারিং প্রচেষ্টা এই রেলওয়ে— ছয়শত মাইল লম্বা, সেই মোম্বাসা থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত, তারপর লেক্ ভিক্টোরিয়ার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত। এই প্রকল্প শেষ হতে সময় লেগেছিলো পাঁচ বছর এবং জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিলো আমদানিকৃত কয়েকশত ভারতীয় শ্রমিকদের, এই প্রকল্প শেষ হলে, ব্রিটিশরা দেখলো যে তাদের এই বিশাল প্রকল্পের ব্যায় ভার বহন করার মতো পর্যাপ্ত যাত্রী নেই। সুতরাং তারা এখানে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের তাগাদা দিতে শুরু করলো; ভূমির সংহতকরণকে কাজে লাগানো যেতে পারে নতুনদের এখানে আগমনে প্রলুব্ধকরণে; অর্থকরী ফসলের চাষ যেমন কফি এবং চা; প্রশানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা যেটাকে একটা অজানা মহাদেশের কেন্দ্রে এই রেললাইনের মতোই সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। আর রয়েছে মিশন এবং চার্চ যাদের কাজ হলো অজানা মহাদেশের নানাবিধ ভীতি দূর করা।

এটা অনেকটা আদিম ইতিহাসের মতো। আমি জানি, ১৮৯৫ সালেই প্রথম বিম বসানো হয়েছিলো এবং ১৮৯৫ সালেই জন্ম হয়েছিলো আমার পিতামহের। এটা হচ্ছে সেই হুসেন ওনিয়েংগোর ভূমি যেখানে এখন আমরা ভ্রমণ করছি। এই ভাবনার কারণেই ট্রেনের ইতিহাস আমার কাছে জীবন্ত হয়ে এলো, এবং আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম এসব নাম না জানা কোনো এক ব্রিটিশ অফিসারের

www.pathagar.com

রোমাঞ্চকর অনুভূতি যা তিনি হয়তো অনুভব করতেন সর্বপ্রথম ট্রেনযাত্রায়, গ্যাস লিট কম্পার্টমেন্টে বসে এবং জানালার বাইরে তাকিয়ে মাইলের পর মাইল ঝোপঝাড় অতিক্রম করে। তিনি কি অনুভব করতেন কোনো বিজয়োল্লাস, কোনো আত্মবিশ্বাস যে পশ্চিমা সভ্যতার গাইডিংলাইট অবশেষে প্রবেশ করেছে আফ্রিকান অন্ধকারে? নাকি তিনি আশঙ্কা করতেন আসন্ন বিপদের, হঠাৎ ঝলসে উঠতো নাকি এমন কোনো উপলব্ধি যে এই পুরো উদ্যোগ আসলে এক ধরনের মূঢ়তা, এই ভূমি, এই ভূমির সন্তানেরা তাদের সাম্রাজ্যিক স্বপ্নকে দীর্ঘায়িত করবে এমন ভাবনা আসলে নিরর্থক? আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম।

কাচের জানালার ওপারের সেই আফ্রিকান যে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করেছিলো ইস্পাতের বিশাল এক সাপ কালো ধোঁয়া ছেড়ে তাদের গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে। সে কি এই ট্রেনের দিকে ঈর্ষাকাতর হয়ে তাকায়নি? নিজেকে কি কল্পনা করেনি যে সেও একদিন ওই ইংলিশম্যানের মতো ওই কারে চড়ে বসবে, তার কষ্টকর দিনগুলো যেভাবেই হোক একটু স্বস্তি পাবে? নাকি আসন্ন ধ্বংস কিংবা যুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ভয়ে কেঁপে উঠেছিলো সে?

কল্পনা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হলাম, ফিরে এলাম বর্তমান ল্যান্ডস্কেপে, এখন আর কোনো ঝোপঝাড় নেই, ম্যাথেয়ারদের বাড়ির চাল দেখা যাচ্ছে। ফুটহিল পর্যন্ত এরকম ঘরবাড়ির বিস্তার। আমরা খোলা বাজারের মতো একটা বস্তি পেরিয়ে গেলাম। দেখলাম ছোট ছোট ছেলেদের একটা দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে, আমিও, তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম, তখনই শুনতে পেলাম কেজিয়া লুউ ভাষায় আমার পেছনে কী যেনো বলছে। বার্নাড আমার শার্ট টেনে ধরলো।

"উনি তোমাকে মাথাটা ভেতরে রাখতে বলছেন। ওই ছোঁড়াগুলো তোমাকে পাথর ছুঁড়বে।"

একজন ট্রেন ক্রিউ আসলেন এবং আমাদের বেডিং অর্ডার নিলেন আর জানালেন যে ফুড সার্ভিস ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং সবাই মিলে চলে গেলাম ডাইনিং কারে এবং সবাই একটা টেবিলে বসে পড়লাম। এই কার দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এর আভিজাত্য ম্লান হয়ে এসেছে আসল উড্প্যানেলিং স্টিল এখনও অক্ষত তবে বিবর্ণ হয়ে গেছে, ইস্পাতগুলো সত্যিকারের কিন্তু ভালোভাবে খাপ খায়নি। যাই হোক খাবার দাবার ছিলো চমৎকার, বিয়ারগুলো ছিলো ঠাণ্ডা, খাওয়া শেষে বেশ তৃপ্তিবোধ হতে লাগলো।

"হোম স্কয়ারে যেতে কতক্ষণ লাগবে?" আমার প্লেটের শেষ সসটুকু মুছতে মুছতে বললাম।

"কিসুমুতে যেতেই সারারাত লাগবে," অউমা বললো। আমরা ওখানে গিয়ে একটা বাস কিংবা ম্যাটাটু ধরবো— সম্ভবত আরও পাঁচ ঘণ্টা।"

"বাই দা ওয়ে," রয় সিগারেট ধরিয়ে আমাকে বললো। "এটা হোম স্কয়ার না। এটা হলো হোম স্কয়ারড।"

www.pathagar.com

"মানে?"

"নাইরোবির বাচ্চারা এ ধরনের কথা বলতো," অউমা বুঝিয়ে বললো। "ধরো নাইরোবিতে তোমার একটা বাড়ি আছে আবার গ্রামেও তোমার একটা বাড়ি আছে, যেটা তোমার আসল বাড়ি মানে তোমার পূর্বপুরুষদের বাড়ি আর কী। এমনকি বড় বড় মন্ত্রী এবং ব্যবসায়ীরাও একইরকম চিন্তাভাবনা করে। তার হয়তো নাইরোবিতে বিশাল একটা ম্যানসন আছে কিন্তু সে গ্রামের বাড়িতে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে রাখে। বছরে একবার কি দু'বার সে ওখানে যায়। কিন্তু তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করো যে তোমার বাড়ি কোথায় সে বলবে যে ওই কুড়ে ঘরটাই তার আসল বাড়ি। সুতরাং স্কুলে থাকতে আমরা যখন কাউকে বলতাম যে আমরা অ্যালেগোতে যাবো, তার মানে আমাদের দুটো বাড়ি। তখন এটাকে বলা হতো হোম স্কয়ার্ড।"

রয় বিয়ারে চুমুক লাগাতে লাগাতে বললো, বারাক, তোমার জন্য আমরা এটাকে বলতে পারি হোম কিউব্ড।"

অউমা হেসে তার সিটে হেলান দিলো; লাইনের ওপরে ট্রেনের ছন্দময় শব্দ শুনতে লাগলো সে। "এই ট্রেনের সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তোমার মনে আছে রয়; আমরা বাড়ি যাবার জন্য কেমন উৎকণ্ঠিত থাকতাম? এটা খুবই সুন্দর বারাক! এটা মোটেও নাইরোবির মতো নয়। আর গ্র্যানি— ওহ্ দারুণ মজার মানুষ তিনি? ওকে তোমার খুব পছন্দ হবে বারাক। তার সেন্স অব হিউমার মারাত্মক রকমের।"

"তার সেন্স অব হিউমার ভালো তো হবেই," রয় বললো, "দীর্ঘদিন সে একটা টেরর-এর সাথে থেকেছে।"

"কে টেরর?"

"যাকে আমরা দাদু বলতাম। তার মনটা ছিলো খুবই ছোট।"

রয় মাথা নেড়ে হাসতে শুরু করলো। "ওয়াও, লোকটা ছোটলোক! সে তো তোমাকে বসাতো ডিনার টেবিলে, খেতে দিতো চায়না খাবার, একেবারে ইংরেজদের মতো, আর ভুলেও যদি কোনো ভুল কথা বলে ফেলতে কিংবা ভুল চামচ ব্যবহার করতে সাথে সাথে সে সপাং করে লাঠি দিয়ে বাড়ি লাগাতো। মাঝে মধ্যে এমন হতো যে সে কেনো মারলো তা পরের দিন গিয়ে বোঝা যেতো।"

জিতুনি তাদের কথা শুনে অতোটা সন্তুষ্ট হলো না। "আহ্, তোমরা তো শুধু তার বুড়ো বয়সটাই দেখেছো। যখন তার বয়স অল্প ছিলো, আমি ছিলাম তার সবচেয়ে প্রিয়। তার আদুরে কন্যা। কিন্তু তারপরও আমি যদি কোনো ভুল করতাম তাহলে সারাদিন আমি সেটা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতাম, ভীষণ ভয় পেতাম তাকে! তোমরা তো জানই সে মেহমানদের সাথেও খুব কড়া আচরণ করতো। যদি বাড়িতে মেহমানরা আসতো তাহলে সে মেহমানদের সম্মানে প্রচুর মুরগি জবাই দিতো, কিন্তু কেউ যদি কোনো নিয়ম ভঙ্গ করতো যেমন বড়দের আগে ছোট কেউ যদি হাত ধুয়ে ফেলতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে তার গায়ে বাড়ি লাগিয়ে দিতো, এমনকি সে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও।"

www.pathagar.com

"উনি তো মনে হচ্ছে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলাম।" আমি বললাম।

জিতুনি মাথা নাড়লো। "আসলে সবাই ওকে খুব সম্মান করতো, কারণ সে একজন খুব ভালো কৃষক ছিলো। এই এলাকায় তার কম্পাউন্ড ছিলো অন্যতম একটা বড় কম্পাউন্ড, তার হাত এতোই ভালো ছিলো যে কোনো ফসল সে খুব ভালোভাবে জন্মাতে পারতো। বৃটিশদের কাছ থেকে সে এসব শিখেছিলো, যখন সে কুক হিসেবে ব্রিটিশদের সঙ্গে কাজ করতো।"

"উনি কুক ছিলেন তা তো জানতাম না।" তার অনেক জমিজমা ছিলো কিন্তু সে দীর্ঘদিন নাইরোবির ওয়াজুংগুতে কুক হিসেবে কাজ করেছে। মাঝে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের সাথেও সে কাজ করেছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় সে এক ব্রিটিশ আর্মির ক্যাপ্টেনের সাথে কাজ করেছিলো।"

রয় আরেকটা বিয়ারের অর্ডার দিলো। "সে কারণেই মনে হয় সে অতো ছোটলোক ছিলো।"

"আমি জানি না," জিতুনি বললো। "আমার মনে হয় বাবা সবসময় ওরকমই ছিলো। খুব কড়া ধাতের মানুষ, কিন্তু সৎ। তোমাকে একটা গল্প বলি, তখন আমি খুব ছোট। একদিন একটা লোক একটা ছাগল বেঁধে নিয়ে আমাদের কম্পাউন্ডের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে আমাদের জমির ভেতর দিয়ে যেতে চায় কারণ সে আমাদের জমির আরেক পার্শ্বেই থাকে, এবং সে ঘুরে যেতে চায় না। তো তোমার দাদা তাকে বললো, 'তুমি একা হলে সবসময়ই যেতে পারো, কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তোমার ছাগল যেতে পারবে না, কারণ তোমার ছাগল আমার ফসলে মুখ দেবে।' কিন্তু লোকটা কথা শুনছে না। সে অনেকক্ষণ তোমার দাদার সঙ্গে তর্ক করলো, সে বলছে যে সে তার ছাগল খুব সাবধানে নিয়ে যাবে এবং ফসলে একটা কামড়ও দেবে না। লোকটা খুব বেশি কথা বলছে দেখে তোমার দাদা আমাকে ডাক দিয়ে বললো, 'যাও তো, আমার অ্যালেগোটা নিয়ে এসো।' অ্যালেগোকে সে পাঙ্গা বলতো–"

"মানে, ওটা তার রাম দা।"

"হ্যাঁ, রাম দা। তার ওরকম দুটো রাম দা ছিলো, সে সবসময়ই ওই দুটোকে খুব ভালো করে শানিয়ে রাখতো। সারাদিন ওই দুটোকে পাথরের সাথে ঘষতো। আর ওই একটা পাঙ্গাকে সে অ্যালেগো বলতো। আর আরেকটাকে বলতো কোগেলো। সুতরাং আমি দৌড়ে গিয়ে তার ঘর থেকে অ্যালেগোটা এনে দিলাম। তারপর তোমার দাদা সেটা নিয়ে লোকটাকে বললো, 'এটার দিকে তাকাও। তোমাকে আমি আগেই বলেছি এটা পার হবে না। কিন্তু খুব তুমি ঘাওড়া একটা লোক। তোমার কথাই তাক। তুমি তোমার ছাগল নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু ছাগল যদি একটা পাতারও ক্ষতি করে— এমনকি একটা পাতার অর্ধেকও যদি খায়— আমি তোমার ছাগলের মাথা কেটে ফেলবো।'

"আমি তখন খুব ছোট হলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে লোকটা গর্দভের মতো বাবার প্রস্তাবটা মেনে নিলো। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ছাগল নিয়ে লোকটা

www.pathagar.com

আমাদের সামনে সামনে হাঁটছে। আমি আর ওল্ডম্যান তার খুব কাছাকাছি তার পিছে পিছে যেতে থাকলাম। মনে হয় বিশ ধাপও আমরা যাইনি, ছাগলটা ঘাড় ঘুরিয়ে একটা পাতা ছেঁড়া শুরু করে দিলো। তা-র-প-র। বাবা এক কোপে ছাগলের মাথার একটা পাশ কেটে ফেললো। ছাগলওয়ালা হতভম্ব, সে চিল্লানো শুরু করলো, 'ওলেইই? হুসেন অনিয়েংগো, তুমি কী করলে।' তোমার দাদা পাঙ্গাটা ধরে রেখেই বললো, 'আমি যা বলি তাই করি। তাছাড়া লোকজন বুঝবে কী করে যে আমি সত্যি কথা বলি?' লোকটা পরে বয়োজ্যেষ্ঠ কাউন্সিলে বিচার বসানোর চেষ্টা করেছিলো। ছাগল মেরে ফেলা তো কম কথা নয়। বয়োজ্যেষ্ঠরাও উচিত বিচার করতে চেয়েছিলো কিন্তু পুরো ঘটনা শোনার পর কিছুই বলেনি। কারণ ওরা জানতো যে দাদা ঠিক কাজটাই করেছে; কারণ তোমার দাদা লোকটাকে আগেই সতর্ক করেছিলো।"

অউমা তার মাথা ঝাঁকালো, "চিন্তা করতে পারো, বারাক?" সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো। "মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় এই পরিবারের সমস্যার গোড়া হলো এই লোকটা। আমার মনে হয় ওল্ডম্যান এই লোকটার ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন থাকতেন। এই একটা মানুষকেই তিনি ভয় পেতেন।"

এরই মধ্যে, ডাইনিং কার ফাঁকা হয়ে এসেছে। ওয়েটাররা খুব অধৈর্যসহকারে খুব তাড়াহুড়ো করে সব গোছাগাছ করতে শুরু করলো। সুতরাং সবাই ওখান থেকে উঠে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাঙ্কগুলো সরু হলেও, চাদরগুলো কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, আমাকে ঘুমোনোর জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো, আমি অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম, জেগে জেগে ট্রেনের ছন্দময় শব্দ আর আমার ভাইদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছিলাম; আর ভাবছিলাম গল্পগুলোর কথা। সব সমস্যা এই লোকটার কাছ থেকেই শুরু, অউমা বলেছিলো। কথাটাকে যে কারণেই হোক সঠিক বলেই মনে হচ্ছে। আমি যদি তার গল্পগুলোকে আলাদাভাবে টুকরো টুকরো করতে পারতাম, তাহলে সম্ভবত অন্য সব কিছু জায়গামতো গিয়ে পড়তে পারতো।

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লাম। এবং স্বপ্নে দেখলাম আমি একটা গ্রামের রাস্তার ভেতর দিয়ে হাঁটছি। শিশুরা শুধু পুঁতির মালা পরে গোল গোল কুড়েঘরের সামনে খেলছে এবং আমি যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম, বেশ কয়েকজন বয়স্ক লোক আমাকে হাত নেড়ে ইশারা করলেন যখন আমি তাদের পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা চিতাবাঘের হুঙ্কার শুনে দৌড়ে চলে গেলাম জঙ্গলের ভেতর, শেকড়, মুড়া আর লতাপাতায় হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত বনের একটা আলোকোজ্জ্বল খোলা জায়গায় পড়ে গেলাম। ভীষণ হাঁপাচ্ছি আমি, তারপর দেখলাম দিন ক্রমশ রাত হয়ে উঠলো। আর দৈত্যাকৃতি একটা অবয়ব গাছের মতো বিশাল লম্বা আবছাভাবে আবির্ভূত হচ্ছে, ওটার কোমরে একটামাত্র কাপড়, আর মুখে ভৌতিক মুখোশ। বজ্রপাতের মতো একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, আমাকে শুধু একটা কথাই বলছে যে এখনই সময়, এখনই সময়; আমার সমস্ত শরীর ভীষণ কেঁপে উঠলো যেনো আমি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিলাম...

www.pathagar.com

আমি ঘেমে গিয়েছিলাম, আমার মাথা বাঙ্কের ওপরের দেয়ালের সাথে জোরে ধাক্কা খেয়েছিলো। অন্ধকারে আমার হৃদস্পন্দন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো, কিন্তু চোখে আর ঘুম এলো না।

আমরা দিনের বেলা এসে পৌঁছলাম কিসুমুতে এবং প্রায় আধা মাইল হেঁটে পৌঁছলাম বাস ডিপোতে। ডিপো বাস আর ম্যাটাটুতে ভর্তি, উন্মুক্ত পার্কিং লট-এ জায়গা নেওবার জন্য হুড়োহুড়ি, প্যাঁ-পোঁ, ভোঁ-ভোঁ শুরু হয়ে গেলো, বাসগুলোর ফেন্ডারে বিভিন্ন ধরনের নাম লেখা, যেমন "লাভ ব্যান্ডিট," "বুশ বেবি,"। আমরা একটা বিষণ্ন চেহারার গাড়ি দেখতে পেলাম, ওটার টায়ারগুলো মসৃণ এবং প্রায় নষ্ট, ওই বাসটাই যাবে আমাদের গন্তব্যের দিকে। অউমাই প্রথমে গাড়িতে উঠলো, উঠেই গোমড়া মুখ নিয়ে নেমে এলো

"একটা সীটও নেই," সে বললো।

"ব্যাপার না," রয় বললো, আমরা তখন আমাদের ব্যাগপত্র হাতে হাতে নিয়ে ছাদের ওপর রাখছিলাম। "এটা আফ্রিকা, অউমা...এটা ইউরোপ না।" রয় একটা অল্পবয়সী ছেলের দিকে ঘুরে তাকালো, ছেলেটা ভাড়া তুলছিলো, তার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে বললো, "সিটের ব্যবস্থা করা যায় না, ভাই?"

ছেলেটা মাথা নাড়লো। "কোনো সমস্যা নাই, এটা ফাস্টক্লাস বাস।"

ঘণ্টাখানেক পর অউমা এসে আমার কোলের ওপর বসলো, সাথে গাছআলুর একটা ঝুড়ি এবং অন্য কার যেনো একটা কন্যাশিশু।

"থার্ডক্লাস দেখতে কেমন আমার দেখতে ইচ্ছে করছে," আমি আমার হাত থেকে একদলা লালা মুছতে মুছতে বললাম।

অউমা তার মুখের সামনে থেকে একটা কুনুই ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো। "একটা ঝাঁকুনি খেলেই তোমার ইয়ার্কি বেরিয়ে যাবে।"

সৌভাগ্যবশত হাইওয়ে মোটামুটি বেশ ভালোই, শুষ্ক ঝোপঝাড় আর ছোট ছোট পাহাড়ের ল্যান্ডস্কেপ, মাঝে মধ্যেকার সিনডার-ব্লকের ঘরবাড়ি পেরিয়ে এখন দেখা যাচ্ছে কাদামাটি আর খড়ের তৈরি ঘরবাড়ি আর চোঙাকৃতির চাল। আমরা এনডোরিতে নেমে পড়লাম, পরবর্তী দুই ঘণ্টা আমরা গরম সোডায় চুমুক দিয়ে দিয়ে কাটালাম আর দেখলাম ধুলোয় কামড়াকামড়ি করছে কয়েকটা বেওয়ারিশ কুকুর। শেষ পর্যন্ত একটা ম্যাটাটু এলো, এসে আমাদের নিয়ে রওনা দিলো উত্তরের কাঁচা সড়কে। আমরা যখন পাথুরে চালের ওপর দিয়ে চলছিলাম তখন দেখলাম খালি পায়ে ঘোরা বেশ ক'জন শিশু আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে কিন্তু তাদের মুখে কোনো হাসি নেই, একদল ছাগল আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেলো, সরু একটা ঝরনায় ওরা পানি খাবে। কিছু দূর গিয়ে দেখলাম রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে এবং আমরা শেষ পর্যন্ত এসে থামলাম একটা ফাঁকা জায়গায়। দু'জন যুবক সেখানে বসে ছিলেন, একটা গাছের ছায়ার নিচে, আমাদের দেখে তাদের মুখ

www.pathagar.com

হাসিতে ভরে উঠলো, রয় ম্যাটাটু থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো, তারপর জড়িয়ে ধরলো ওই দু'জনকে।

"বারাক," রয় ভীষণ খুশি, "ইনারা হলেন আমাদের চাচা। ইনি হলেন ইউসুফ," গোঁফওয়ালা মোটামুটি হৃষ্টপুষ্ট ধরনের একজনকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, "আর ইনি," দাঁড়ি গোঁফ কামানো তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী লোকটাকে দেখিয়ে বললো, "ইনি হলেন আমাদের বাবার সবচাইতে ছোট ভাই, সাঈদ।"

"আহ্, এই ছেলেটা সম্পর্কে আমরা অনেক কথা শুনেছি।" সাঈদ বললেন, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "ওয়েলকাম, বেরি, ওয়েলকাম। আসো, দেখি তোমার ব্যাগগুলো আমার হাতে দাও।"

আমরা ইউসুফ আর সাঈদের পেছনে পেছনে একটা রাস্তা ধরে যেতে থাকলাম, প্রধান সড়কের সাথে এই রাস্তাটা উলম্ব বরাবর চলে গেছে, আমরা উঁচু ঝোপঝাড়ের একটা দেয়াল পেরিয়ে প্রবেশ করলাম একটা বড়সড় কম্পাউন্ডে। কম্পাউন্ডের মাঝখানে একটা নিচু, আয়তকার ঘর, ওপরে লোহার ঢেউটিন, দেয়ালগুলো কংক্রিটের যার একটা পাশ ভেঙে পড়েছে, এবং বাদামি কাদার গাঁথুনি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বোর্ডগেইনভিলা, লাল, গোলাপি এবং হলুদ রঙের নানান ফুল, একটা বিশাল কংক্রিটের পানির ট্যাংক পর্যন্ত ছড়ানো। মাটির স্তূপের ওপারে একটা ছোট্ট কুড়েঘরে সারি করে বসানো মাটির বিভিন্ন পাত্র, সেখানে বেশ কয়েকটা মুরগি নানানরকম ছন্দময় শব্দ করে চলেছে। প্রশস্ত ঘাসের উঠোনে দেখলাম আরও দুটো কুড়েঘর, উঠোনটা ঘরের পেছন পর্যন্ত ছড়ানো। একটা লম্বা আমগাছের নিচে, একজোড়া হাড্ডিসার গরু আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবারও খাওয়াদাওয়ায় ফিরে গেলো!

হোম স্কয়ার্ড।

"আহ্, ওবামা! একজন বড়সড় মহিলা, মাথায় স্কার্ফ জড়ানো, প্রধান ঘর থেকে ময়দায় মাখামাখি স্কার্টের একপাশে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখের আদল অনেকটা সাঈদের মতো, মসৃণ এবং উঁচু হাড়বিশিষ্ট, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে হাসিখুশি। তিনি অউমা আর রয়কে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন মনে হচ্ছে তিনি মল্লযুদ্ধ করে দু'জনকেই মাটিতে ফেলে দেবেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভীষণ আন্তরিকভাবে আমার হাতখানা ধরে করমর্দন করলেন।

"হ্যালো!" তিনি বললেন, অনেকটা ইংরেজির মতো করে বলার চেষ্টা করলেন।

"মুসাবা!" আমি লু ভাষায় বললাম।

তিনি হেসে অউমাকে কী যেনো বললেন।

"তিনি বলছেন যে তিনি এই আজকের দিনের স্বপ্ন দেখেছেন, যে তিনি তাঁর ছেলের এই ছেলের দেখা পাবেন। তিনি বলছেন যে তুমি আসায় তিনি ভীষণ সুখী। তিনি বলছেন যে শেষ পর্যন্ত তুমি বাড়ি ফিরলে।"

গ্র্যানি মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। ছোট ছোট জানালার ভেতর দিয়ে বিকেলের আলো এসে পড়ছে, ঘরটা

www.pathagar.com

এলোমেলোভাবে সাজানো— কয়েকটা কাঠের চেয়ার, একটা কফি টেবিল, একটা পুরনো সোফা। দেয়ালে নানান পারিবারিক শিল্পকর্ম টাঙানো; ওল্ডম্যানের হার্ভার্ড ডিপ্লোমা; তাঁর এবং ওমরের ফটোগ্রাফ, ওমর চাচা পঁচিশ বছর আগে আমেরিকায় চলে গেছেন এবং কখনই ফিরে আসেননি। এগুলোর পাশেই দুটো হলদেটে পুরনো ফটোগ্রাফ, ওখানে ধিকি ধিকি চোখের লম্বা এক মহিলা, তাঁর কোলে নাদুসনুদুস এবং শিশু, ছোট্ট একটা মেয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে; দ্বিতীয় আরেকজন মহিলা তাঁর পাশেই চেয়ারে বসে আছেন : আর ওই লোকটির পরনে শার্ট আর কাঙ্গা; ইংরেজদের মতো ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে বসে আছেন, কিন্তু তার হাতে ধরা জিনিসটাকে মনে হচ্ছে একটা মুগুর। মুগুরের মাথাটা পশুর চামড়া দিয়ে মোড়ানো। উঁচু চোয়াল এবং সরু চোখ তাঁর চেহারায় স্পষ্টতই এক প্রাচ্যদেশীয় আদল দিয়েছে। অউমা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"এই তো উনি। আমাদের দাদা। ছবিতে যে মহিলাকে দেখছো উনি হলেন আমাদের আরেক দাদি, অকুমু। ওই মেয়েটা হলো সারাহ্। আর ওই বাচ্চাটা... ওই বাচ্চাটাই হলো আমাদের ওল্ডম্যান।"

আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, শেষের ছবিটার দিকে আমার চোখ চলে গেলো। দুষ্প্রাপ্য প্রিন্টের একটা ছবি, পুরনো কোকাকোলার বিজ্ঞাপনের মতো, ছবিতে কালো চুলের এক সাদা রমণী তার চোখদুটো কেমন স্বপ্নময়। জিজ্ঞেস করলাম ছবিটা কোথায় তোলা, অউমা গ্র্যানির দিকে তাকালো, গ্র্যানি উত্তর দিলেন লুউ ভাষায়–

"তিনি বলছেন যে এই ছবিটা হলো আমাদের দাদার অন্যতম এক স্ত্রীর। লোকজনকে তিনি বলতেন যে তিনি ওই মহিলাকে যুদ্ধের সময় বার্মাতে বিয়ে করেছিলেন।"

রয় হাসলো। "তাকে দেখে তো বার্মিজ মনে হচ্ছে না, বারাক?"

আমি মাথা নাড়লাম, ভদ্রমহিলা দেখতে আমার মায়ের মতো।

আমরা সবাই লিভিংরুমে গিয়ে বসলাম, গ্র্যানি আমাদের চা বানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে সব কিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছে, তাঁরা ভালোই আছেন, যদিও জমিজমার কিছুটা আত্মীয়দের দিয়ে দিয়েছেন, কারণ ইউসুফ এবং তাঁর পক্ষে সমস্ত জমি দেখাশোনা করা সম্ভব হয় না। তিনি এই ক্ষতি অন্যভাবে পুষিয়ে নেন, তিনি নিকটস্থ একটা স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে দুপুরের খাবার বিক্রি করেন, টাকা পয়সা জমলে কিসুমু থেকে জিনিসপত্তর কিনে এনে বিক্রি করেন লোকাল মার্কেটে। তাঁর একমাত্র সমস্যা হলো এই ঘরের চাল, টিনের ফুঁটো দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে মেঝেতে, তিনি সেটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন— আর আরেকটা সমস্যা হলো প্রায় বছরখানেক ধরে তিনি তার পুত্র ওমরের কোনো খোঁজখবর পান না। আমার সাথে দেখা টেখা হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করলেন। আমাকে বলতেই হলো যে না, দেখা হয়নি। লুউ ভাষায় বিড় বিড় করে কী যেনো বললেন, তারপর আমাদের কাপগুলো গোছানো শুরু করলেন।

www.pathagar.com

"উনি বলছেন যে তোমার সাথে যদি উমরের কখনও দেখা হয় তাহলে বলবে যে তিনি তার কাছে কিছুই চান না," অউমা ফিস ফিস করে বললো।" "শুধু তাকে বলবে যে তার উচিত বাড়িতে এসে মায়ের সাথে দেখা করা।"

আমি গ্র্যানির দিকে তাকালাম, এখানে আসার পর এই প্রথম তাঁর বয়সের ছাপ তাঁর মুখে ফুটে উঠলো।

ব্যাগ পত্তর খোলার পর, রয় আমাকে উঠোনের পেছনে আসার জন্য ইশারা করলো। প্রতিবেশীদের শস্যক্ষেতের প্রান্তসীমায়, একটা আম গাছের পাদদেশে, আমি দেখলাম দুটো কবর খুঁড়ে তুলে আনা কফিনের মতো দুটো লম্বা সিমেন্টের আয়তক্ষেত্র মাটি থেকে বেরিয়ে আছে, একটা কবরে প্লেক লাগানো, তাতে লেখা : হুসেন ওনিয়েংগো ওবামা, জন্ম : ১৮৯৫, মৃত্যু : ১৯৭৯। আরেকটা কবর হলুদ বাথরুম টাইল্‌সে ঢাকা, ওটার হেডস্টোন ফাঁকা, ওখানে কিছু লেখা থাকা উচিত ছিলো। রয় নিচু হয়ে কবরের দৈর্ঘ্য বরাবর মার্চ করা ট্রেনের মতো একসারি পিঁপড়াদের সরিয়ে দিলো।

"ছয় বছর," রয় বললো। "ছয় বছর, এবং এখনও এখানে লেখা নেই যে এখানে কাকে কবর দেয়া হয়েছে। আমি তোমাকে বলে রাখছি বারাক্ আমি মারা গেলে আমার নাম যেনো কবরের ওপর থাকে।" সে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললো।

সেদিনের আবেগ আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? আমি সেদিনের প্রতিটি মুহূর্তের অনুভূতি ফ্রেম বাই ফ্রেম স্মরণ করতে পারি। আমার মনে আছে অউমা এবং আমি গ্র্যানির সাথে বিকেলের বাজারে যোগ দিয়েছিলাম, সেই একই খোলা জায়গায় যেখানে ম্যাটেটু এসে আমাদের প্রথম নামিয়ে দিয়েছিলো, এখন ওখানে শুধু মহিলাদের ভিড় যারা খড়ের মাদুর বিছিয়ে বসে আছেন, তাদের হাসির শব্দ ভেসে আসছে, আমি গ্র্যানিকে কোলার্ড গ্রিনের বোটা ছাড়াতে সাহায্য করছিলাম, আর তাই দেখে ওরা হাসছিলো, আর এগুলো তিনি নিয়ে এসেছেন কিসুমু থেকে। আখের মতো স্বাদ নাটি-সুইট আমার হাতের ওপর রাখলেন এক মহিলা। আমি স্মরণ করতে পারি শস্যের পাতার মর্মর শব্দ, আমার চাচার মনোযোগী মুখ, আমাদের ঘামের গন্ধ, আমরা আমাদের সম্পত্তির পশ্চিমাংশের একটা বেড়ার গর্ত ঠিক করতে গিয়ে ঘেমে চুপসে গিয়েছিলাম। আমার মনে আছে, গডফ্রে নামক ছোট্ট একটা ছেলে বিকেলবেলা আমাদের কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়েছিলো, অউমা বলেছিলো যে ছেলেটা গ্র্যানির সাথেই থাকে কারণ তার পরিবার এমন একটা গ্রামে থাকে যেখানে কোনো স্কুল নেই; আমার মনে পড়ে গডফ্রের আত্মহারা পদক্ষেপ যখন সে কলাগাছ আর পেঁপে গাছের ভেতর দিয়ে একটা বড় কালো মোরগকে ধাওয়া করছিলো, তার কুঞ্চিত চোখের ভ্রু যখন মোরগটা ছটফট করছিলো, আর মনে পড়ে শেষ পর্যন্ত গ্র্যানি যখন মোরগটাকে এক হাত দিয়ে ধরে একেবারে লৌকিকতাহীনভাবে মোরগটার গলায় ছুরি

www.pathagar.com

চালিয়ে দিলো তার সেই মুর্হুর্তের চোখের দৃষ্টি— ওই দৃষ্টিটাকে আমার মনে পড়ে আমার নিজের দৃষ্টি বলে।

প্রতিটা মুহূর্তকে যে আমি শুধু উপভোগই করেছি তা নয়। বরং এমন একটা বোধ আমার ভেতর কাজ করেছে যে আমি যা করছিলাম, প্রতিটা স্পর্শ, প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাস এবং প্রতিটা কথা, আমার জীবনের সমস্ত ভার বহন করছিলো : একটা চক্র ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতে শুরু করেছিলো, যেনো আমি হয়তোবা শেষ পর্যন্ত নিজেকে চিনতে পারবো। যে আমি কে ছিলাম, এখানে, এখন, এই একটা জায়গায় আমি কে। সেদিন বিকেলে শুধু একটিবারের জন্য আমার মুড নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, যখন মার্কেট থেকে ফেরার পথে অউমা দৌড়ে সামনে চলে গিয়েছিলো তার ক্যামেরাটা নেবার জন্য, আমাকে আর গ্র্যানিকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখে। অনেকক্ষণ পর গ্র্যানি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "হ্যালো!" তিনি বললেন, আমি বললাম, "মোসাবা"। এই দুটো শব্দেই আমাদের পারস্পরিক কথা বলার মতো সমস্ত শব্দভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেলো। আমরা বিষণ্নভাবে ধুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত অউমা ফিরে এলো। তারপর গ্র্যানি অউমার দিকে ফিরে এমন সুরে কথা বললেন যে আমি তাঁর কথা বেশ বুঝতে পারলাম, যে তিনি তাঁর পুত্রের পুত্রের সঙ্গে কথা বলতে সমর্থ না হওয়ায় মনে খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

তাঁকে বলো যে আমি লুউ শিখতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু স্টেটস-এ সময় বেশি পাওয়া যায় না। আমি বললাম। "তাঁকে বলো যে আমি কতো ব্যস্ত থাকি।"

"তিনি সেটা বোঝেন," অউমা বললো। "তাঁর কথা হলো নিজের মানুষদের জানার সময় একজন মানুষের থাকবে না তা হতে পারে না।"

আমি গ্র্যানির দিকে তাকালাম, গ্র্যানি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, এবং আমি একটা জিনিস জানতাম তাহলো আমি যে আনন্দ উপভোগ করছি তা কোনো এক বিন্দুতে উপনীত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে এবং এই ব্যাপারটাও ও চক্রেরই একটা অংশ; প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হলো, আমার জীবন গতিশীলও নয় স্থিতিশীলও নয়, এবং এমনকি আমার এই সফরের পরেও কঠিন সিদ্ধান্তগুলো সবসময় থেকেই গিয়েছিলো।

খুব দ্রুত রাত নেমে এলো, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, বার্নাড, রয় এবং আমি পানির ট্যাংকে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে গোসল করলাম, আমাদের সাবান মাখা গা পূর্ণিমার আলোয় ঝকঝক করছিলো। ঘরে ফিরে দেখি আমাদের জন্য খাবারদাবার প্রস্তুত, আমরা কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে চললাম। ডিনারের পর রয় বাড়ি থেকে বের হলো, বিড়বিড় করে বলে গেলো যে তার কার কার সাথে যেনো দেখা করতে হবে। ইউসুফ তার কুটিরে গিয়ে একটা পুরনো ট্রানজিস্টর রেডিও নিয়ে এলো, বললো যে এটা আমার দাদার রেডিও ছিলো। নব্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে ক্যাচক্যাচ শব্দের বিবিসি সংবাদ ধরলো, ওই সেন্টার একবার ধরছে একবার ধরছে না, কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে কোন্ দূর ভিনগ্রহ থেকে ভেসে

www.pathagar.com

আসছে। কিছুক্ষণ পরেই আমরা শুনতে পেলাম দূরে নিচু স্বরে চাপা আর্তনাদের মতো কেমন এক অদ্ভুত শব্দ হলো।

"আজকে রাতে অবশ্যই নাইট রানাররা বের হয়েছে," অউমা বললো।

"নাইট রানার কী?"

"ওগুলো অনেকটা ওয়ারলক্সের মতো," অউমা বললো, "প্রেতাত্মা। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন এরা,"—অউমা গ্র্যানি এবং জিতুনিকে দেখিয়ে দিয়ে বললো— "আমাদের ওই সব প্রেতাত্মার গল্প শোনাতো। তারা বলতো যে দিনের বেলায় নাইটরানাররা সাধারণ মানুষের মতোই থাকতো। দিনের বেলায় বাজারঘাটে তোমার সাথে তাদের দেখা হতে পারে কিংবা তোমার বাড়িতে খেতেও আসতে পারে, এবং তুমি দিনের বেলা ওদের দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না। কিন্তু রাত হলেই ওরা চিতাবাঘ হয়ে যায় এবং সমস্ত পশুপ্রাণীর সাথে ওরা কথা বলতে পারে। সবচেয়ে শক্তিশালী নাইটরানারগুলো তাদের দেহ থেকে বের হয়ে উড়ে উড়ে বহুদূরে কোথাও চলে যেতে পারে। কিংবা চোখের দৃষ্টিতেই তোমাকে জাদু করে ফেলতে পারে। তুমি যদি আমাদের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করো তাহলে ওরা বলবে যে এখনও প্রচুর নাইটরানার রাত্রে ঘুরে বেড়ায়।"

"অউমা!" তুমি এমনভাবে বলছো মনে হচ্ছে এসব সত্যি না!"

কেরোসিনের কুপি বাতির নিবু নিবু আলোয়, আমার মনে হয় না জিতুনি ইয়ার্কি মারছে। "তোমাকে বলি, বেরি," তিনি বললেন, "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন নাইটরানাররা লোকজনদের অনেক জ্বালাতন করতো। ওরা ছাগল চুরি করতো। এমনকি কখনও কখনও গরুবাছুরও নিয়ে যেতো। শুধু তোমার দাদা ওদের ভয় পেতো না। আমার মনে আছে একবার সে ছাগলের ভ্যাঁ ভ্যাঁ ডাক শুনতে পেয়ে খোয়াড়ে দেখতে গিয়েছিলো যে ঘটনা কী, সে দেখলো যে একটা বিশাল চিতাবাঘ পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক মানুষের মতো। ওর থাবায় একটা ছাগলের বাচ্চা ধরা, তোমার দাদাকে দেখে ওটা জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার আগে লু ভাষায় চিল্লানো শুরু করেছিলো, তোমার দাদা ওটাকে পাহাড়ের ভেতর পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছিলো; সে যখন পাঙ্গা দিয়ে একটা কোপ তুলেছে অমনি ওটা লাফিয়ে গাছে উঠেছে। আর ভাগ্যও ভালো, লাফ দেয়ার সময় ওটার হাত থেকে বাচ্চাটা খসে পড়েছিলে, বাচ্চাটার একটা ঠ্যাং ভেঙ্গে গিয়েছিলো, এছাড়া তেমন কিছু হয়নি। তোমার দাদা ওটা নিয়ে এসে আমাকে ব্যান্ডেজ করতে শিখিয়েছিলো। আমি ওটাকে ভালো না হওয়া পর্যন্ত অনেক যত্ন করেছিলাম।"

আমরা আবারও চুপ মেরে গেলাম; বাতির আলো ক্রমেই কমে আসছে, সবাই যার যার ঘরে ঘুমোতে চলে যাচ্ছে। গ্র্যানি কম্বল আর জমজ আকৃতির একটা খাট নিয়ে এলেন আমার আর বার্নাডের জন্য, আমরা দু'জন ওই চিকন খাটে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে আমার সারা শরীরে ব্যথা করতে লাগলো; আর গ্র্যানির শোবার ঘরে, অউমা আর গ্র্যানির গুনগুন শব্দ শুনতে পাচ্ছি। রয় কোথায়

www.pathagar.com

গেলো জানতে ইচ্ছে করলো আর ওল্ডম্যানের কবরের ওপরের ওই হলুদ টাইলসগুলোর কথা ভাবতে লাগলাম।

"বেরি," বার্নাড ফিসফিস করে বললো। "তুমি কি জেগে আছো?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি জিতুনির কথা বিশ্বাস করেছো? নাইটরানারের কথা?"

"জানি না।"

"আমার মনে হয় ওসব নাইটরানার ফানার কিছু নেই, ওসব সম্ভবত চোরচোট্টা, লোকজনদের ভয় দেখানোর জন্য ওই সব গল্প বানায়।"

"তোমার কথাই হয়তো ঠিক।"

তারপর আমরা অনেকক্ষণ চুপ থাকলাম।

"বেরি?"

"কী?"

"কীসে তোমাকে শেষ পর্যন্ত বাড়িতে টেনে নিয়ে এলো?"

"আমি ঠিক নিশ্চিত না, বার্নাড। কিছু একটা আমাকে বলেছে যে এটাই বাড়ি আসার আসল সময়।"

বার্নাড পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। একটু পরই তার নাক ডাকার মৃদু কোমল শব্দ শুনতে পেলাম, আমি অন্ধকারে তাকিয়ে রইলাম, রয়ের ফেরার প্রতীক্ষায় থাকলাম।

সকালবেলা, সাঈদ আর ইউসুফ আমাকে আর অউমাকে এই এলাকায় ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলো। পেছনের উঠোন পেরিয়ে, কাঁচা রাস্তা দিয়ে, সরিষা আর মিলেটের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যখন তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম, তখন ইউসুফ আমার দিকে ঘুরে বললো, "আমেরিকার সাথে তুলনা করলে এখানকার চাষাবাদ পদ্ধতি তোমার কাছে খুব আদিম মনে হবে।"

আমি তাকে বললাম যে চাষাবাদ সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না, তবে এসব জমি দেখে মনে হচ্ছে এগুলো বেশ উর্বর।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," ইউসুফ বললো। "জমিগুলো খুব ভালো, সমস্যা হচ্ছে এখানকার লোকজন অশিক্ষিত। উন্নয়ন সম্পর্কে এরা তেমন একটা কিছু বোঝে না। চাষাবাদের সঠিক কৌশলগুলো জানে না। আমি ওদের বোঝানের চেষ্টা করি যে তোমরা মূলধন বাড়াও আর সেচ পদ্ধতি গড়ে তোলো, কিন্তু কে শোনে কার কথা। লুউরা সাধারণত একটু ঘাওড়া ধরনের।"

আমি দেখলাম সাঈদ তার ভাইয়ের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো কিন্তু কিছুই বললো না। কয়েক মিনিট পর আমরা একটা ছোট্ট ধূসর নদীর কাছে এলাম। সাঈদ চিৎকার করে দু'জন তরুণীকে সতর্ক করে দিলো, ওরা নদীর ওপারে কাঙা পরে স্নান করছিলো, সকালের স্নানে তাদের চুল এখনও ঝকমক করছে। তারা লজ্জা পেয়ে হেসে উঠলো, তারপর দৌড়ে একটা আইল্যান্ডের ওপারে চলে গেলো, সাঈদ পানি বরাবর চলে যাওয়া ঝোপঝাড় দেখিয়ে দিয়ে বললো–

www.pathagar.com

"ওই পর্যন্ত আমাদের জমির সীমানা, আগে, মানে বাবা থাকতে এই মাঠ আরও বড় ছিলো। কিন্তু মা বেশিরভাগ জমিই লোকজনদের দিয়ে দিয়েছে।"

ইউসুফ আবারও তার কথায় ফিরে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু সাঈদ আমাকে আর অউমাকে কিছুক্ষণের জন্য নদীর ধারে নিয়ে গেলো। তারপর আমরা আরও কয়েকটা মাঠ পার হলাম, বেশ কয়েকটা কম্পাউন্ড পেরিয়ে গেলাম। কয়েকটা কুটিরের সামনে দেখলাম মহিলারা কাপড় বিছিয়ে মিলেট বাছছেন, আমরা ওখানে থেমে একজনের সাথে কথা বলা শুরু করলাম, উনি একজন মাঝবয়সী মহিলা একটা ম্লান লাল পোশাক পরে আছেন, আর একটা লাল লেস্ ছাড়া কাপড়ের জুতা। তিনি কাজ ফেলে আমাদের সাথে করমর্দন করলেন এবং বললেন যে আমার বাবার কথা তার মনে আছে, ছোটবেলায় বাবার সাথে তারা একসাথে ছাগল চরাতেন। অউমা যখন জিজ্ঞেস করলো যে জীবন কেমন চলছে, তখন তিনি খুব ধীরে তার মাথা নাড়ালেন।

"সব কিছু বদলে গেছে," তিনি নিরস কণ্ঠে বললেন। "যুবকছেলেরা সব শহরে চলে যাচ্ছে। বুড়ো, বুড়ি আর বাচ্চাকাচ্চারা শুধু গ্রামে থাকছে।" তিনি কথা বলতেই ভাঙাচোরা একটা সাইকেল নিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে আমাদের পেছনে থামলেন, তারপর এসে দাঁড়ালো পাতলা লিকলিকে এক লোক, মুখে মদের গন্ধ। অ্যালেগোর কঠিন জীবনযাপন এবং যারা তাদের ছেড়ে চলে গেছে তাদের নিয়ে মহিলা যেসব কথা বলছিলেন তারা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নিজেরাই সেসব বলতে শুরু করলো। তারা আমাদের কাছে শিলং চাইল, অউমা ওদের প্রত্যেকের হাতে কিছু শিলং ধরিয়ে দিলো, তারপর আমরা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বড়ির দিকে ফিরে আসতে শুরু করলাম।

"এখানে হয়েছেটা কী, সাঈদ?" ওদের কাছ থেকে একটু দূরে এসে অউমা জিজ্ঞেস করলো। "আগে তো ওরা এরকম ভিক্ষা টিক্ষা করতো না।"

সাঈদ সামনে ঝুঁকে পড়ে শস্যের সারি থেকে ঝরে পড়া গাছের পাতা সরিয়ে দিলো। "ঠিকই বলেছো," সে বললো। "আমার ধারণা শহরের লোকজনদের কাছ থেকে ওরা এসব শিখেছে। লোকজন নাইরোবি কিংবা কিসুমু থেকে এখানে আসে আর বলে, 'তোমরা সব গরিব।' সুতরাং আমরা যে গরিব ওই ধারণা ওদের কাছ থেকে পেয়েছি। তার আগে আমাদের এ ধরনের কোনো ধারণা ছিলো না। মায়ের দিকে তাকাও। সে কখনই কিছু চায় না। সবসময়ই তার কিছু না কিছু কাজ করার থাকেই। এসবে যে তার খুব বেশি টাকা আসে তা নয়, কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাতে তার একটা গর্ব আছে। যে কেউই এসব কাজ করতে পারে, কিন্তু এখানে অনেক লোকই ওসব করা বাদ দিয়েছে।"

"ইউসুফের ব্যাপারটা কী?" অউমা জিজ্ঞেস করলো, "সে কি আরও কিছু করতে পারে না?"

সাঈদ মাথা ঝাঁকালো। "আমার ভাই, বইপত্রের মতো কথাবার্তা বলে কিন্তু তার একটাও মেনে চলে না।"

www.pathagar.com

অউমা আমার দিকে তাকালো। "ইউসুফ সত্যিই এক সময় খুব ভালো ছাত্র ছিলো। স্কুলে ও তো খুব ভালো করতো, তাই না সাঈদ? অনেক ভালো ভালো চাকরিরও অফার পেয়েছিলো, তারপর কী হয়েছিলো আমি জানি না। সে এখন গ্র্যানির সাথেই থাকে, টুকটাক গৃহস্থালি কাজকর্ম করে। মনে হয় সফল হওয়ার চেষ্টা করতেই সে ভয় পায়।"

সাঈদ মাথা ঝাঁকালো। "আমার মনে হয় শিক্ষার সাথে শ্রম না মেশালে ওটা কোনো কাজে লাগে না।"

হাঁটতে হাঁটতে সাঈদের বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম। সম্ভবত সে ঠিকই বলেছে; সম্ভবত দ রিদ্র্যের ধারণা এখানে আমদানি করা হয়েছে, একটা নতুন চাহিদার মানদণ্ড এবং নতুন ধরনের অভাববোধ হাম রোগের মতোই আমদানি করেছি আমার মতো, অউমার মতো লোকজন আর ইউসুফের সেকেলে রেডিও। বলা হয় যে দারিদ্র্য এক ধরনের আইডিয়ামাত্র, এটা বলা হয় না যে দারিদ্র্য বাস্তব কোনো কিছু নয়। যেসব মানুষের সাথে আমাদের এইমাত্র দেখা হয়েছে তারা এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারে না যে কিছু কিছু মানুষের ইনডোর টয়লেট রয়েছে কিংবা কিছু কিছু মানুষ প্রতিদিন মাংস খায়; অ্যালটগেল্ডের শিশুরা যেমন পারে না উপেক্ষা করতে বিলাসবহুল বাড়ি আর দ্রুতগামী কারকে যেগুলো টেলিভিশন সেটে তাদের চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কিন্তু সম্ভবত তারা যা পারে তা হলো তারা তাদের এই অসহায়ত্বের ধারণা দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম করতে পারে। সাঈদ এখন তার নিজের জীবন সম্পর্কে বলছে : বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনই যেতে না পারার জন্য তার একটা হতাশা রয়েছে, তার বড় ভাইয়ের মতোই, সেও অর্থাভাবে যেতে পারেনি; সে কাজ করছে ন্যাশনাল ইয়ুথ করপ্‌স-এ দেশের নানান জায়গার প্রকল্প উন্নয়নের কাজ, তিন বছরের চুক্তি, এবং এ বছরই এই চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। গত দুই দিন তার ছুটি ছিলো, এই দুই দিনে নাইরোবির বিভিন্ন ব্যবসা নিয়ে সে প্রবল চেষ্টা করে গেছে, যদিও সে একটাতেও সফল হতে পারেনি। তবুও বোধ হয় সে তার পরিস্থিতির ব্যাপারে নির্বিশঙ্ক; সে নিশ্চিত যে তার এই নাছোড় পরিস্থিতির অবসান একদিন হবেই।

"এখন চাকরি পেতে হলে খুঁটির জোর থাকা চাই, এমনকি কেরানির চাকরি হলেও।" গ্র্যানির কম্পাউন্ডের দিকে যেতে যেতে সাঈদ বললো। "কিংবা কাউকে তোমার সেরকম তেল মারতে হবে। আর সে জন্যই আমি চাচ্ছি আমি নিজেই একটা ব্যবসা শুরু করি। ছোটখাটো ব্যবসা হলেও করবো, কারণ সেটা হবে আমার নিজের। আমার ধারণা তোমার বাবার ভুলটাই ছিলো ওখানে। তার এতো মেধা থাকা সত্ত্বেও সে নিজস্ব কিছু করেনি।" সে কিছুক্ষণ কী যেনো ভাবলো। "অবশ্যই, অতীতের ভুল নিয়ে বিলাপ করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। ঠিক কি না? যেমন তোমার বাবার উত্তরাধিকার নিয়ে ঝগড়াঝাটি। একেবারে শুরু থেকে, আমি আমার বোনদের বলে আসছি যে ওসব ভুলে যাও। আমাদের অবশ্যই আমাদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আর ওরা যে টাকা

www.pathagar.com

পয়সা নিয়ে ঝগড়া ঝাটি করলো সেসব গেলো কোথায়? উকিলের পকেটে, উকিলরা খুব ভালো মক্কেল পেয়ে গেছে। আরে, একটা প্রবাদ আছে না? "দুই পঙ্গপাল যখন লড়াই করে, তখন ভোজন করে কাক।"

"এটা কি একটা লুউ অভিব্যক্তি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। সাঈদ একটা লাজুক হাসি দিলো।

"লুউ-এ একই ধরনের অভিব্যক্তি আছে," সে বললো, "কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এই অভিব্যক্তি আমি শিখেছি চিনুয়া আচাবের বই পড়ে। একজন নাইজোরিয়ান লেখক। তাঁর লেখা আমার ভীষণ পছন্দ। আফ্রিকান দুর্দশা নিয়ে তিনিই একমাত্র সত্য কথাগুলো বলেছেন। নাইজেরিয়ান, কেনিয়ান— সব একই।

ফিরে দেখি গ্র্যানি আর অউমা বাড়ির বাইরে বসে ভারি স্যুট পরা একজন লোকের সাথে কথা বলছিলো। ভদ্রলোক পাশের একটা স্কুলের অধ্যক্ষ; তিনি ওখানে এসেছেন শহরের খবরাখবর দেবার জন্য এবং আগের রাতের রেখে দেয়া মুরগির মাংস খাবার জন্য। আমি দেখলাম যে রয় তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে ফেলেছে এবং কোথায় যাচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"কেন্ডু বে-তে," সে বললো। "প্রিন্সিপাল সাহেব ওদিকেই যাচ্ছেন. সুতরাং আমি, বার্নাড আর আমার মা তার গাড়িতেই যাচ্ছি এবং আমরা আবোকে এখানে নিয়ে আসবো। তোমারও আমাদের সাথে যাওয়া উচিত এবং ওখানকার পরিবারের প্রতি তোমার সম্মান প্রদর্শন করে উচিত।"

অউমা গ্র্যানির সাথেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো, কিন্তু আমি আর সাঈদ কাপড়-চোপড় বদলে প্রিন্সিপাল সাহেবের পুরনো জেলোপিতে প্রধান সড়ক দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম এবং দেখা গেলো যে ওখানে পৌঁছতে প্রায় কয়েক ঘণ্টা লাগবে; পশ্চিম দিকে, কিছুক্ষণ পরপরই লেক্ ভিক্টোরিয়ার সাথে দেখা হতে লাগলো, এর স্থির রুপালি জল মসৃণ সবুজ জলাভূমির দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। শেষ বিকেলের দিকে আমরা কেন্ডু বে-এর প্রধান সড়কে গিয়ে উঠলাম, প্রশস্ত ধূলিময় রাস্তা, তার দুই ধারে বালু রঙের দোকানের সারি। প্রিন্সিপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আমরা পার্শ্ব সড়কের এক গোলকধাঁধায় গিয়ে একটা ম্যাটাটু ধরলাম, তারপর টাউনের সমস্ত চিহ্ন পেছনে ফেলে আবারও সেই তৃণ ভূমি আর শস্যক্ষেত। রাস্তার সন্ধিস্থলে, কেজিয়া দাঁড়িয়ে আমাদের নামার জন্য সংকেত দিলেন, আমরা হাঁটতে শুরু করলাম, চুনাপাথর-রঙের খাতের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম যার তলদেশ দিয়ে চওড়া, চকলেট-বাদামি রঙের নদী বয়ে গেছে, নদীর পাড় বরাবর দেখলাম মহিলারা পাথরের ওপর তাদের কাপড় ধোলাই করছেন; ওপরে স্নানের ঘাটে এক পাল ছাগল হলদেটে ঘাস চিবুচ্ছে, সাদা, কালো এবং মিশ্রবর্ণের ছাগলগুলো দেখে মনে হচ্ছে মাটির ওপর জন্মানো কোনো ছত্রাক। আমরা একটা সরু ফুটপাতে নেমে পড়লাম, তারপর ঢুকলাম বেড়া দেয়া একটা কম্পাউন্ডে।

www.pathagar.com

কেজিয়া থেমে পড়লেন, তারপর দেখিয়ে দিলেন পাথর আর কাঠির এলোমেলো একটা স্তূপের দিকে, আর রয়কে লুউ ভাষায় কী যেনো বললেন।

"ওটা হলো ওবামার কবর," রয় বুঝিয়ে বললো। "আমাদের প্রপিতামহ। এখানকার আশেপাশের সমস্ত ভূমিকে বলা হয় কে'ওবামা— মানে হলো 'ওবামার ভূমি'। আমরা হলাম জক' ওবামা— মানে 'ওবামার লোকজন'। আমাদের প্র-পিতামহ মানুষ হয়েছিলেন অ্যালেগোতে, কিন্তু তরুণ বয়সেই তিনি এখানে চলে এসেছিলেন। এখানেই তিনি থিতু হয়েছিলেন, এবং এখানে তাঁর সব ছেলেমেয়ের জন্ম।"

"তাহলে আমাদের দাদা আবার অ্যালেগোতে ফিরে গেলেন কেন?"

রয় কেজিয়ার দিকে ঘুরে তাকালো, কেজিয়া মাথা নাড়লেন। "প্রশ্নটা তুমি গ্র্যানিকে জিজ্ঞেস করো," রয় বললো। "আমার মায়ের ধারণা দাদার সঙ্গে দাদার ভাইয়ের বনিবনা হচ্ছিল না। ঘটনা হলো উনার এক ভাই এখনও বেঁচে আছেন। উনার বয়স এখন কত হতে পারে, আমরা তাঁকে তো দেখতে যেতে পারি।"

আমরা কাঠের তৈরি ছোট্ট একটা বাড়িতে এলাম, সেখানে লম্বা, সুগঠিত এক মহিলা উঠান ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। তার পেছনে খালি গায়ে একটা ছেলে বারান্দায় বসে আছে। মহিলাটি আমাদের কিছুক্ষণ পরখ করে নিয়ে আমাদের হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালেন, ছেলেটা খুব ধীরে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। রয় মহিলার সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে গেলো, ভদ্রমহিলার নাম সেলিনা; আর ছেলেটাও উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিনন্দন জানালো।

"আহ্, শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখতে আসলে তাহলে," আবো বললো, আমাদের প্রত্যেককেই সে একে একে আলিঙ্গন করলো। সে তার শার্টের জন্য হাত বাড়ালো। "আমি শুনেছি যে অনেক আগেই বেরিকে নিয়ে তোমরা আসছো!"

"হ্যাঁ, তুমি তো জানোই," রয় বললো। গোছগাছ করতেই অনেক সময় লেগে গেলো।"

"তোমরা এসে আমার খুব ভালো হয়েছে। আমার নাইরোবিতে ফিরে যাওয়া খুব জরুরি।"

"তোমার কি এখানে ভাল্লাগছে না?"

"জায়গাটা খুবই বোরিং, ম্যান, তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না, এখানে টিভি নাই, ক্লাব নাই। এখানকার লোকজন খুব স্লো। বিলি এখানে না থাকলে তো আমি পাগল হয়ে যেতাম।"

"বিলি এখানে?"

"হুম, সে আশেপাশেই কোথাও আছে..." আবো স্পষ্টভাবে তার হাতটা নাড়লো, তারপর আমার দিকে ঘুরে মৃদু হেসে বললো, "তো বেরি, অ্যামেরিকা থেকে আমার জন্য কী এনেছো?"

www.pathagar.com

আমি আমার ব্যাগ খুলে একটা পোর্টেবল ক্যাসেট প্লেয়ার বের করলাম, বার্নাড আর তার জন্য দুটো এনেছিলাম। সে প্লেয়ারটা হাতে নিলো, কেমন একটা ছদ্ম-হতাশা ভাব তার মুখে।

"এই ব্র্যান্ড তো সনির না, তাই না?" সে বললো, তারপর তার মাথা তুলে তাকালো, খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে আমার পিঠে চাপড় মেরে বললো। "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেরি, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।"

আমি মাথা নোয়ালাম, চেষ্টা করলাম না রেগে যাবার। সে বার্নাডের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো, বার্নাডের চেহারার সাথে তার ভয়াবহ রকমের মিল : একই উচ্চতা, একই রকম রোগা পাতলা, একইরকম সাবলীল, একইরকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। আবোর গোঁফ কেটে দিলেই দু'জনকে যমজ বলে বেশ চালিয়ে দেয়া যাবে। শুধু একটা জিনিস বাদে...। সেটা হলো আবোর চোখের চাহনি, গাঁজা খাওয়া রক্তিম চোখই শুধু নয়, আরও গভীর কিছু, ওই চোখ দেখলেই আমার শিকাগোর তরুণদের কথা মনে পড়ে যায়। এমন একটা দৃষ্টি যা দেখলেই সতর্ক হতে হয় এবং সতর্ক হিসাব-নিকাশ করতে হয়। এ ধরনের ছেলেরা তাদের জীবনের শুরুর দিকেই জেনে গেছে যে তাদের সাথে অন্যায় করা হয়েছে।

আমরা সেলিনার পিছে পিছে বাড়ির ভেতরে গেলাম, তিনি ট্রেতে সোডা ও বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি যখন ট্রে সাজিয়ে রাখছিলেন তখন একজন চমৎকার স্বাস্থ্যের গোঁফওয়ালা একটা ছেলে, দেখতে সেলিনার মতোই সুন্দর এবং রয়ের মতো লম্বা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলো।

"আরে রয় যে? তুমি এখানে কী করো?"

রয় উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। "তুমি তো আমাকে চেনোই, আমি খাবারের খোঁজে এসেছি। আর আমারও ওই একই প্রশ্ন তুমি এখানে কী করছো?"

"আমি, আমি শুধু মাকে দেখতেই আসি। মাঝে মধ্যে না এলেই ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে দেয়।" সে সেলিনার গালে চুমু খেলো তারপর আমার হাতটা নিয়ে একটা ভাংচুর ধরনের করমর্দন করলো। "আমার আমেরিকান ভাইটাকে তাহলে সাথে করেই নিয়ে এসেছো! তোমার কথা অনেক শুনেছি, বেরি; তুমি যে এখানে আসবে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি," তারপর সেলিনার দিকে তাকিয়ে বললো, বেরিকে কিছু খেতে দিয়েছো?"

"দেবো, বিলি, দেবো।" সেলিনা কেজিয়ার হাতটা ধরে রয়ের দিকে ঘুরলো। "দেখো, মায়েদের কতো কিছু সহ্য করতে হয়। যাই হোক, তোমার গ্র্যানি কেমন আছে?"

"আগের মতোই আছে।"

উনি বেশ চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। "তার মানে খুব একটা খারাপ উনি নেই," তিনি বললেন। তারপর কেজিয়ার সাথে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। বিলি রয়ের পাশে সোফার ওপর বসে পড়লো।

www.pathagar.com

"তো, তুমি এখনও আগের মতোই পাগল আছো, বাওনা? তোমার চেহারার দিকে তাকাও। প্রাইজ পাওয়া ষাঁড়ের মতো! স্টেটস-এ মনে হয় বেশ ভালোই আছো।"

"ইট্স ওকে," রয় বললো। "মোম্বাসা কেমন আছে? আমি শুনলাম তুমি নাকি পোস্ট অফিসে চাকরি করছো।"

বিলি কাঁধ ঝাঁকালো। "ওরা পয়সা ভালোই দেয়। খুব বেশি চিন্তাভাবনা করতে হয় না, তবে চলে ভালোই।" আমার দিকে ঘুরে বললো, "শোনো বেরি, তোমার এই ভাই ভীষণ জংলি ছিলো! ছোটবেলায় আমরা সবাই জংলি ছিলাম, জন্তু জানোয়ার তেড়ে তেড়ে সময় কাটাতাম, তাই না রয়!" সে রয়ের উরুতে থাবা মেরে হো হো করে হাসতে শুরু করলো। "আচ্ছা এখন বলো, তোমার আমেরিকান মেয়েদের কী খবর?" রয় হাসলো, কিন্তু সেলিনা আর কেজিয়া ভেতরের ডিনার নিয়ে ঢুকে পড়ায় মনে হলো সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। "শোনো বেরি," তার নিচু টেবিলের সামনে সে তার খাবার প্লেটটা রাখতে রাখতে বললো, "তোমার বাবা আর আমার বাবা প্রায় সমবয়সী এবং খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো। আমি আর রয়ও সমবয়সী সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমরাও খুব ঘনিষ্ঠ। তোমাকে বলি, তোমার বাবা, খুব বড় মাপের মানুষ ছিলো। আমার বাবার চেয়ে তোমার বাবার সাথেই আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিলো। আমার কোনো সমস্যা হলেই আমি বাবার কাছে না গিয়ে বারাক আঙ্কেলের কাছেই প্রথম যেতাম। আর রয়, আমার ধারণা তুমিও যেতে আমার বাবার কাছে।"

"আমাদের পরিবারের পুরুষদের বৈশিষ্ট্য হলো অন্যের ছেলেমেয়েদের প্রতি বেশি যত্নশীল," রয় শান্তস্বরে বললো, "আর নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি তারা কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাইতো না।"

বিলি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো এবং তার আঙুলগুলো চুষতে লাগলো। "হ্যাঁ, রয়, তুমি যা বলেছো তা ঠিকই বলেছো। আমি নিজে কিন্তু ওই একই ভুল করতে চাই না। আমি আমার পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার করতে চাই না।" বিলি হাত পরিষ্কার করে নিয়ে তার পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করে আমাকে তার স্ত্রী এবং তাদের দুই সন্তানের ছবি দেখালো। "মাইরি, বিয়ে একটা দারুণ জিনিস, বাওনা! আমাকে দেখো, আমি এখন অনেক শান্তশিষ্ট। আমার বউ জানে যে সবসময় আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কী বলো সাঈদ?"

আসার পর থেকে দেখলাম সাঈদ খুব বেশি একটা কথা বলেনি। সে বিলির দিকে তাকানোর আগে তার হাত ধুয়ে নিলো।

"আমি এখনও বিয়ে করিনি," সে বললো, "সুতরাং আমার কথা বলা মনে হয় ঠিক হবে না। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি এসব নিয়ে কিছুটা ভেবেছি। ভেবে দেখলাম যে এই সমস্যাটা আফ্রিকার জন্য খুবই মারাত্মক।" সে একটু থেমে রুমের চার পাশে তাকিয়ে নিলো। "নারী-পুরুষের এই যে ব্যাপারটা। আমাদের পুরুষরা, মানে আমরা শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের শক্তি

www.pathagar.com

ভুল জায়গায় ব্যবহার হয়। আমাদের বাবাদের অনেকগুলো বউ ছিলো, সুতরাং আমাদেরও অনেক বউ থাকতে হবে। কিন্তু আমরা এর পরিণামটা ভেবে দেখি না। অতগুলো বউরা তখন কী করে? ওরা একজন আরেকজনের সাথে হিংসা করে। বাচ্চারা তাদের বাবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। এটা হলো—"

সাঈদ হঠাৎ থেমে হেসে উঠলো। "আমার একটা বউই নেই, সুতরাং আমার থেমে যাওয়া উচিত। যেখানে অভিজ্ঞতা নেই সেখানে জ্ঞানীদের উচিত চুপ থাকা।"

"আচ্ছা বেশ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সাঈদ হাসলো এবং আমার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরলো। "না, বেরি। এটা আমারই কথা।"

ডিনার শেষ করতে করতে রাত নেমে এলো, সেলিনা এবং কেজিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিলির পেছনে পেছনে সরু ফুটপাতের ওপর এলাম। ভরা পূর্ণিমায় আমরা হাঁটছিলাম, আমরা খুব শিগগির একটা ছোট্ট বাড়িতে এসে হাজির হলাম, ওড়াওড়ি করা দেয়ালি পোকাদের ছায়া পড়েছে হলুদ জানালার ওপর। বিলি দরজায় টোকা মারলো, কপালে কাটা দাগওয়ালা এক ছোটখাটো লোক বেরিয়ে এলো, ঠোঁটে মৃদু হাসি কিন্তু চোখ দুটো হতভম্ব! তার পেছনে একজন লোক বসা, লম্বা, ভীষণ হালকা পাতলা, ছাগুলে দাড়ি আর গোঁফে তাকে ভারতীয় সাধুদের মতো লাগছে। দু'জনই একসাথে আমাদের সাথে ভীষণ ঝাঁকুনিসহকারে করমর্দন করলেন; তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে আমার সাথে কথা বললেন।

"ইউর নিপ্‌হিউ!" সাদা চুলের লোকটা নিজেকে দেখিয়ে দিয়ে বললো।

খাটো লোকটা হো হো করে হেসে উঠলো, "ওর চুল সাদা, আর ও কি না তোমাকে আঙ্কেল বলছে! হা-হা-হা। ইউ লাইক দিস্ ইংলিশ? কাম।"

ওরা আমাদের নিয়ে একটা কাঠের টেবিলের কাছে গেলো, টেবিলের ওপর লেবেল না লাগানো মদের বোতল আর তিনটে গ্লাস। সাদা চুলের লোকটা বোতলটা তুলে ধরলো, তারপর খুব সাবধানে প্রত্যেকটা গ্লাসেই মদ ঢাললো। "হুইস্কির চেয়ে এই মালটাই বেশি ভালো, বেরি," বিলি তার গ্লাসটা উঁচুতে তুলে ধরে বললো। "এটা পুরুষদের বীর্যবান করে তোলে," সে তার গলায় মদ ঢেলে দিলো; রয় আর আমি দু'জনই তাকে অনুসরণ করলাম। আমার বুকের ভেতর মনে হচ্ছে কোনো কিছুর বিস্ফোরণ ঘটে গেলো, সূচের বৃষ্টির মতো পেটে গিয়ে হানতে লাগলো। আবারও গ্লাসে মদ ঢালা হলো, সাঈদ মদ নিলো না, সুতরাং আমার চোখের সামনেই খাটো লোকটা অতিরিক্ত মদটুকু গলায় ঢেলে দিলো। গ্লাসের ভেতর দিয়ে তার বিকৃত মুখটা দেখা যাচ্ছে।

"আর লাগবে?"

"না, এখন না," কাশির দমক থামিয়ে বললাম। "ধন্যবাদ।"

"ইয়ে, মানে তুমি আমাকে কি কিছু দিতে পারবে?" সাদা চুলের লোকটা বললো। "টি-শার্ট কিংবা জুতো?"

www.pathagar.com

"দুঃখিত— আমি ব্যাগপত্র সব অ্যালোগেতে ফেলে এসেছি।"

খাটো লোকটা হাসতে লাগলো যেনো সে কিছুই বুঝতে পারেনি, আমাকে আবারও অফার করলো, এবার বিলি লোকটার হাত ঠেলে সরিয়ে দিলো। "তাকে ছেড়ে দাও!" বিলি চিৎকার করে বললো। "আমরা পরে অনেক মাল টানতে পারবো, আমাদের উচিত আগে আমাদের দাদাকে দেখা।"

লোক দুটো আমাদের পেছনের ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে গেলো। ওখানে একটা কেরোসিন বাতির সামনে এক বুড়ো মানুষ বসে আছেন, এরকম বয়োবৃদ্ধ মানুষ আমি আমার জীবনে এর আগে কখনও দেখিনি। চুলগুলো বরফের মতো সাদা, গায়ের চামড়া পার্চমেন্টের মতো। তিনি স্থির হয়ে আছেন, তাঁর চোখ দুটো বন্ধ, তাঁর পেশিহীন বাহু তাঁর চেয়ারের হাতলে রাখা। আমি ভেবেছিলাম তিনি মনে হয় ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু বিলি যখন সামনে গেলো তখন এই বৃদ্ধ আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথাটা তুললেন, এবং আমি দেখতে পেলাম অ্যালেগোতে দেখা গতকালের সেই হুবহু ফটোগ্রাফ, যা গ্র্যানির দেয়ালে টাঙানো।

বিলি তাঁকে বুঝিয়ে বললো যে আমরা কারা, তখন ওই বৃদ্ধ তাঁর মাথা ঝাঁকালেন, তারপর নিচু স্বরে, কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলতে শুরু করলেন, মনে হচ্ছে যেনো মেঝের নিচের কোনো চেম্বার থেকে কথা ভেসে আসছে।

"তিনি বলছেন যে তুমি আসায় তিনি ভীষণ খুশি হয়েছেন;" রয় অনুবাদ করে দিচ্ছে। "তিনি হলেন তোমার দাদার ভাই। তিনি চান তুমি যেনো ভালো থাকো।" আমি বললাম আমি তাঁকে দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি, বৃদ্ধ আবারও মাথা নাড়লেন।

"তিনি বলছেন যে অনেক যুবক ছেলেই সাদাদের দেশে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলছেন যে তাঁর নিজেরই এক ছেলে আমেরিকায় গিয়ে আছে এবং বহু বছর যাবৎ দেশে আসেনি। এসব মানুষ হচ্ছে ভূতের মতো। তারা যখন মরবে তাদের জন্য কান্নাকাটি করার মতো কেউ থাকবে না। তাদের পিতৃপুরুষরা তাদের স্বাগত জানাবে না। সুতরাং...তিনি বলছেন যে তোমরা ফিরে এসে ভালোই করেছো।"

বৃদ্ধ খুব ধীরে তাঁর হাত ওঠালেন এবং আমি আলতো করে তার হাত ঝাঁকালাম। আমরা যখন চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম তখন তিনি আরও কী যেনো বললেন; রয় তাঁর কথা শুনে মাথা নেড়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চলে এলো। "তিনি বলছেন যে তাঁর ছেলের সাথে যদি তোমার কখনও কথাবার্তা হয় তাহলে তাকে বলো যে তার বাড়িতে যাওয়া উচিত।" রয় বললো আমাকে।

সম্ভবত এটা চাঁদের আলোর কোনো প্রভাব হতে পারে, কিংবা আমার আশেপাশের মানুষজন এমন একটা ভাষায় কথা বলছিলো যে ভাষা আমি বুঝতে পারছিলাম না তারও প্রভাব হতে পারে। কিন্তু আমি যখনই সেই সন্ধ্যার পরবর্তী ঘটনাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করি, মনে হয় যেনো আমি স্বপ্নের ভেতর হাঁটাহাঁটি করছি। চাঁদ ঝুলে আছে

www.pathagar.com

আকাশের অনেক নিচে, রয় আর অন্যদের শরীর মাঠের ফসলের ছায়ার সাথে একীভূত হয়ে আছে। আমরা প্রবেশ করলাম আরেকটা ছোট্ট বাড়িতে, সেখানে দেখলাম আরও বেশি লোকজন, সম্ভবত ছয়জন, কিংবা দশজন, রাত যতোই বাড়ছে মানুষের সংখ্যা ততোই পরিবর্তিত হচ্ছে। ভাঙাচোরা একটা কাঠের টেবিলের মাঝখানে আরও তিন তিনটে মদের বোতল, লোকজন তাদের গ্লাসে চাঁদের আলো ভরে নিলো, প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবেই খেলো, তারপর আরও দ্রুত আরও অতিমাত্রায়; বিষণ্ন, লেবেলহীন বোতল ঘুরতে লাগলো হাতে হাতে। আমি দুই শর্ট মেরে খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু মনে হয় না কেউ সেটা খেয়াল করেছে। বুড়ো মুখ, তরুণ মুখ প্রত্যেকের মুখই পরিবর্তনশীল কুপি বাতির আলোয় আলেয়ার আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; চেঁচামেচি, হা-হা, হি-হি, অন্ধকার কোনে হঠাৎ থাবা মেরে ওঠা, সিগারেট কিংবা আরেক চুমুক পান করার জন্য নানান বন্য অঙ্গভঙ্গি। ক্রোধ কিংবা উল্লাস একেবারে চূড়ায় উঠে আবার হঠাৎ করেই মিইয়ে যাচ্ছে, লুউ, সোহায়িলি আর ইংরেজি একসাথে এক অচেনা ঘূর্ণিপাকের মতো ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে, টাকা কিংবা শার্ট কিংবা বোতলের জন্য মিষ্টি মিষ্টি করে বলা কথা, কখনও হেসে ওঠা, কখনও ফুঁপিয়ে ওঠা, বাড়িয়ে দেয়া হাত, আমার নিজের তরুণ বয়সের সেই তোতলানো খিস্তিখেউর, হারলেম, সাউথ সাইড; আর আমার পিতার কণ্ঠস্বর।

আমি নিশ্চিত না কতক্ষণ আমরা ওখানে ছিলাম। আমি যা জানি তা হলো সাঈদ এক সময় উঠে এসে আমার হাত ঝাঁকাতে লাগলো।

"বেরি, আমরা যাচ্ছি," সে বললো। "বার্নাড কেমন যেনো করছে।"

আমি বললাম আমি তাদের সাথে যাবো, কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াতেই আবো আমার ঘাড়ের ওপর হেলান দিয়ে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরলো।

"বেরি, কোথায় যাচ্ছো?"

"ঘুমোতে যাচ্ছি, আবো।"

"তোমার অবশ্যই উচিত আমাদের সাথে থাকা! রয়ের সাথে! এবং আমার সাথে!"

আমি রয়কে দেখার জন্য মাথা উঁচু করে তাকালাম দেখলাম রয় ধপাস করে সোফায় বসে পড়লো। আমাদের চোখাচোখি হলো, আমি ইঙ্গিতে দরজা দেখিয়ে দিলাম। মনে হলো ওই সময় সমস্ত রুম নীরব হয়ে আছে, মনে হচ্ছে আমি সাউন্ড অফ্ করে দিয়ে কোনো টেলিভিশন দেখছিলাম। দেখলাম সাদা চুলের লোকটা রয়ের গ্লাস ভরে দিলো, আর আমি ভাবতে লাগলাম রয়কে কীভাবে রুমের বাইরে বের করা যায়। কিন্তু আমার চোখ থেকে তার চোখ সরিয়ে নিলো; সে হেসে প্রচুর হৈ হল্লা করে তার গলায় মদ ঢেলে দিলো। আমি, সাঈদ, বার্নাড সেলিনার বাড়ির দিকে যাওয়ার সময়ও রয়ের হৈচৈ শুনতে পাচ্ছিলাম।

"ওরা খুব বেশি টেনে ফেলেছে," বার্নাড মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুর্বল কণ্ঠে বললো, "রয়কে নিয়ে আমার ভয় হয়, কারণ রয় এক্কেবারে আমার বড়

www.pathagar.com

ভাইয়ের মতো, তুমি তো জানোই যে তোমার বাবা এদিক দিয়ে খুব নামকরা লোক ছিলো। এমনকি অ্যালোগোতেও, সে বাড়িতে ফিরলেই, সবার জন্য ড্রিঙ্ক কিনে দিতো এবং গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতো। এখানকার লোকজন এই ব্যাপারটার খুব প্রশংসা করতো। তারা বলতো, তুমি এতো বড় মানুষ, কিন্তু আমাদের ভুলে যাওনি। আর আমার মনে হয়, এসব কথা শুনে সে খুবই খুশি হতো। আমার মনে আছে, একবার সে আমাকে তার মার্সিডিজে করে কিসুমু শহরে নিয়ে গিয়েছিলো। রাস্তায় দেখলো যে একটা ম্যাটাটু রাস্তা থেকে যাত্রী তুলছে, তখন সে আমাকে বললো, 'সাঈদ, আমরা এই সন্ধ্যায় ম্যাটাটু ড্রাইবার হবো?' প্রতিটা স্টপে সে লোক নিলো এবং আমাকে বললো ন্যায্য ভাড়া আদায় করতে। আমার মনে হয় আট জনকে আমরা ঠেলে গুঁজে নিতে পেরেছিলাম। সে তাদের শুধু কিসুমুতেই নিয়ে যায়নি, সে তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে কিংবা ঠিক যেখানে তাদের যাবার প্রয়োজন সেখানে পৌঁছে দিয়েছে এবং যখন ওরা নেমে যাচ্ছিলো তখনই তাদের ভাড়ার টাকা ফেরত দেয়া হচ্ছিলো, সে এরকম কেনো করছে লোকজন কিছুই বুঝতে পারছিলো না, এরপর আমরা গিয়েছিলাম পানশালায়, পানশালায় সে তার বন্ধুদের এই গল্প বলে নিজেই হো হো করে হেসেছিলো, সেদিন রাতে সে প্রাণ খুলে হেসেছিলো।"

সাঈদ একটু বিরতি নিলো, সে কথা বলার জন্য খুব সতর্কভাবে শব্দ বাছাই করছে।

"এসবের কারণেই আমার ভাই এতো ভালো মানুষ হয়েছিলো, এসব কারণেই। কিন্তু আমি এটাও মনে করি যে তুমি একটা কিছু হওয়ার পর অন্য কিছু হওয়ায় ভাণ করতে পারো না। এটা কীভাবে সম্ভব যে একই মানুষ একবার ম্যাটাটু ড্রাইভার হচ্ছে, বহু রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকছে আবার সেই লোকটাই কেনিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করছে? একটা মানুষ তার দেশের মানুষের জন্য তার কাছে যা ঠিক বলে মনে হচ্ছে তাই করছে, তাই নয় কি? অন্যের মতো করে সে কিছু করতো না। যদিও আমার ভাই তার স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়ে বেশ গর্বিত ছিলো কিন্তু আমার মনে হয় অন্য কিছু একটা নিয়েও তার ভয় ছিলো। তার ভয় ছিলো আগেভাগে বার থেকে চলে গেলে লোকজন তাকে নিয়ে কী বলবে না বলবে। সম্ভবত এটা এ কারণে যে সে যাদের সাথে একসঙ্গে বড় হয়েছে সে এখন আর তাদের কেউ নয়।"

"আমি ওভাবে চলতে চাই না।" বার্নাড বললো, সাঈদ তার এই ভাতিজাটির দিকে করুণার চোখে তাকালো। "আমি কিছু মনে করে এতো মুক্তভাবে কিছু বলতে চাইনি, বার্নাড। তোমার অবশ্যই বড়দের সম্মান করা উচিত। ওরা তোমার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে গেছেন যেনো তোমরা সহজে পথ চলতে পারো। কিন্তু তোমরা যদি দেখো যে তারা কোনো গর্তে পড়ে গেছে তাহলে তোমাদের অবশ্যই সেটা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।"

www.pathagar.com

"তাঁদের আশেপাশে হাঁটতে হবে।" বার্নার্ড বললো।

"ঠিকই বলেছো। ওই পথ থেকে সরে এসে নিজের পথ করে নিতে হবে।"

সাঈদ এই অল্পবয়সী ছেলেটার কাঁধের ওপর হাত রাখলো। সেলিনার বাড়ির দিকে যেতে যেতে আমি আমার পেছন দিকে তাকালাম। আমি তখনও ওই বৃদ্ধের জানালার মৃদু আলো দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং বুঝতে পারছিলাম যে তাঁর অন্ধ চোখ তাকিয়ে আছে বাইরের অন্ধকারের দিকে।

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

রয় আর আবো দু'জনই মারাত্মক মাথা ব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো, এবং কেজিয়ার সাথে কেন্ডুতে আরও একদিন থেকে গেলো। আমার পরিস্থিতি একটু ভালো থাকায়, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সাঈদ ও বার্নাডের সাথে হোমস্কয়ার্ড-এ বাসে চড়ে ফিরে যাবো, এই সিদ্ধান্তটা ছিলো খুবই বেদনাদায়ক। প্রায় সারা রাস্তা আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছে, বাসের নিচু ছাদের জন্য সারাক্ষণ মাথা নিচু করে থাকতে হয়েছে। পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলার জন্য আমি সাথে করে একটা খাঁচা নিয়ে এসেছিলাম। প্রতিটা ঝাঁকির সময় আমার পেটে একটা করে মোচড় দিয়ে উঠছিলো আর প্রতিটা বাঁক ঘোরার সময় আমার মাথা ধড়াস ধড়াস করে উঠছিলো। এবং যার কারণে আমরা যখন গ্র্যানি ও অউমার কাছে এসে পৌঁছলাম তখন আমি খুব সতর্ক হয়ে ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছিলাম, তারপর তাদের উদ্দেশে কোনোরকম কাঠখোট্টাভাবে হাত নেড়ে দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে গেলাম, তারপর এক পাগলা গরুর চার পাশ ঘুরে চলে গেলাম বাড়ির বাইরের ছোট্ট ঘরে। প্রায় মিনিট বিশেক পর সেখান থেকে উঠে এলাম, বিকেলের শুরুর দিকের আলোয় আমার চোখ কয়েদির মতো পিট পিট করতে লাগলো। মহিলারা সব আম গাছের ছায়ার নিচে খড়ের মাদুরের ওপর বসে ছিলো, গ্র্যানি অউমার চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছিলো আর জিতুনি আঁচড়িয়ে দিচ্ছিলো প্রতিবেশিনী একটা মেয়ের।

"কেমন লাগলো?" অউমা বললো, চেষ্টা করলো না হাসার।

"ওয়ান্ডারফুল!" আমি তাদের পাশে গিয়ে বসলাম, এবং দেখলাম একজন হাড্ডিসার বৃদ্ধা রমণী বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে গ্র্যানির পাশেই বসলেন। মহিলার বয়স এখন সত্তরের কোঠায়, কিন্তু তিনি পরে আছেন উজ্জ্বল গোলাপি রঙের সোয়েটার; লাজুক স্কুলপড়ুয়া মেয়ের মতোই তিনি ঠ্যাং গুটিয়ে বসেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে অউমাকে লু ভাষায় কী যেনো বললেন।

www.pathagar.com

"উনি বলছেন যে তুমি দেখতে অতোটা ভালো না।"

বৃদ্ধা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তাঁর সামনের নিচের মাড়ির দুটো দাঁত নেই।

"উনি হলেন আমাদের দাদার বোন, ডরসিলা," অউমা বললো। "আমাদের প্র-পিতামহের শেষ সন্তান। উনি অন্য একটা গ্রামে থাকেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন-- ওহ্, বারাক, তোমার ভাগ্যটা ভালো যে তোমার বিনুনি নেই, যাই হোক, কী যেনো বলছিলাম? ওহ্ হ্যাঁ-ডরসিলা বলছিলেন যে তিনি আমাদের কথা শুনে পুরোটা রাস্তা হেঁটে হেঁটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তিনি তাঁর গ্রামের সব মানুষের কাছ থেকে আমাদের জন্য অভিনন্দন নিয়ে এসেছেন।"

ডরসিলা আর আমি করমর্দন করলাম এবং তাঁকে বললাম যে আমি তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে কেন্ডু বে-তে দেখা করে এসেছি। তিনি মাথা নেড়ে আবারও কথা বলা শুরু করলেন।

"তিনি বলছেন যে তাঁর ভাই অনেক বুড়ো হয়ে গেছে," অউমা অনুবাদ করে বলছে। "যখন তাঁর ভাই ছোট ছিলো, তখন দেখতে ঠিক আমার দাদার মতোই ছিলো। মাঝে মধ্যে তাঁর ভুল হয়ে যেতো কোনটা কে।"

আমি তার কথার সাথে একমত হলাম এবং আমি আমার লাইটারটা বের করলাম। ওটা জ্বালাতেই আমার এই দাদি একটা অবজ্ঞাসূচক চিৎকার দিয়ে উঠলেন, "তিনি জানতে চাচ্ছেন ওই আগুন কোত্থেকে আসছে।" আমি ডরসিলাকে লাইটারটা দিলাম এবং কীভাবে আগুন জ্বালাতে হয় দেখিয়ে দিলাম। অউমা তাঁর কথা ব্যাখ্যা করে বললো, "তিনি বলছেন যে কতো দ্রুত কতো কী বদলে গেলো, এসব দেখলেই তাঁর মাথা ঘুরে যায়, তিনি বলছেন যে প্রথমবার যখন তিনি টেলিভিশন দেখলেন, তাঁর ধারণা ছিলো যে ভেতরের মানুষেরাও তাঁকে দেখতে পায়। তাঁর ধারণা ছিলো মানুষগুলো খুব নিষ্ঠুর; কারণ তিনি যখন তাদের সাথে কথা বলতেন তারা কোনো উত্তর দিতো না।"

ডরসিলা হাসিতে ফেটে পড়লেন, জিতুনি উঠে রান্নাঘরে গেলেন। কয়েক মিনিট পর জিতুনি তাঁর হাতে করে একটা মগ নিয়ে এলেন। সাঈদ আর বার্নাডের কী অবস্থা তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"ওরা ঘুমাচ্ছে," আমার হাতে কাপটা দিয়ে তিনি বললেন। "এই যে, এটা খাও।" আমি এই সবুজ তরল পদার্থের গন্ধ শুঁকলাম, জলাভূমির মতো একটা গন্ধ।

"কী এটা?"

"এটা একটা গাছ দিয়ে তৈরি, এখানেই জন্মায়। আমার কথা বিশ্বাস করো— এটা খেলে এক্ষুনি তোমার পেট ভালো হয়ে যাবে।"

আমি পরীক্ষামূলক প্রথম এক চুমুক খেলাম। জিনিসটা দেখতে যেমন বিশ্রী, স্বাদও তেমন বিশ্রী, কিন্তু শেষ বিন্দু পর্যন্ত খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত জিতুনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন, "এটা তোমার দাদার রেসিপি," সে বললো। "আমি তো তোমাকে বলেছিলাম তোমার দাদা একজন কবিরাজ ছিলো।"

www.pathagar.com

আমি সিগারেটে আরেকটা টান মেরে অউমার দিকে ঘুরলাম। "গ্র্যানিকে বলো দাদার সম্পর্কে আরও কিছু বলতে।" আমি বললাম। "আমাদের দাদা, মানে রয় বলে যে তিনি নাকি কেন্ডুতেই বড় হয়েছেন, তারপর নিজেই চলে এসেছিলেন অ্যালেগোতে।"

অউমার অনুবাদ শুনে গ্র্যানি মাথা নাড়লো। "তিনি কি জানেন কেনো দাদা কেন্ডু ছেড়েছিলেন?"

গ্র্যানি কাঁধ ঝাঁকালেন। "তিনি বলছেন যে আসলে তাঁর লোকজন এই ভূমি থেকে এসেছিলো।" অউমা বললো।

আমি গ্র্যানিকে শুরু থেকে শুরু করতে বললাম। আমাদের প্রপিতামহ ওবামা কোথা থেকে কেন্ডুতে বসবাস করতে এসেছিলেন? আমাদের দাদা কোথায় কাজ করতেন? ওল্ডম্যানের মা কেনো তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো? তিনি যখন উত্তর দিচ্ছিলেন তখন দেখলাম একবার বাতাস উঠেই আবার থেমে গেলো। এক সারি উঁচু মেঘ পাহাড় অতিক্রম করছে। এবং আম গাছের ছায়ার নিচে আমি শুনতে পেলাম সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করেছে, তিন প্রজন্মের কোলাহল ধীরগতিতে বহমান নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে, আমার প্রশ্নগুলো পানিতে গড়িয়ে যাওয়া পাথরের মতো, স্মৃতির বিভ্রাট কেবল স্রোতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, কিন্তু সমস্ত কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত সেই একই একক পথে চলে আসছে, পরিণত হচ্ছে একটি একক গল্পে...

প্রথমে ছিলো মিউইরু। তার আগে কে ছিলো তা কেউ জানে না। মিউইরু হলো সিগোমার বাবা, সিগোমা হলো ওয়িনির বাবা, ওয়িনি হলো কিসোধির বাবা, কিসোধি হলো ওগেলোর বাবা, ওগেলো হলো ওটোন্ডির বাবা, ওটোন্ডি হলো ওবোঙ্গোর বাবা, ওবোঙ্গে হলো ওকোখের বাবা, ওকোথ হলো ওপিয়োর বাবা। যে সব মহিলারা তাদের লালন পালন করেছেন তাদের নাম সবাই ভুলে গেছে, আমাদের লোকজনদের এরকমই নিয়ম।

ওকোথ বাস করতেন অ্যালোগোতে। তার আগে, শুধু এটুকুই জানা যায় যে এই পরিবার বহুদূরে চলে গিয়েছিলো, এখান থেকে অনেক দূরে যেটাকে এখন উগান্ডা বলে, এবং আমরা ছিলাম মাসাইয়ের মতো, বিশাল গবাদিপশুর পালের জন্য পানি এবং চারণভূমি খুঁজে বেড়াতাম। অ্যালেগোতে ওই সব লোকজন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলো এবং শস্যের আবাদ করতে লাগলো। অন্যান্য লুউরা হ্রদের তীরে বসবাস শুরু করলো এবং মাছ ধরা শিখলো। অন্যান্য উপজাতিও ছিলো, যারা কথা বলতো বান্টু ভাষায়, বান্টু ভাষা তখনও চালু ছিলো যখন এখানে লুউরা আসা শুরু করলো এবং সেই মহান যুদ্ধটা যখন হয়েছিলো। আমাদের পূর্বপুরুষ ওয়িনি ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা ও দলপতি। তিনি বান্টু বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু বান্টুদের এখানে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং লুউদের সাথে বিবাহের

www.pathagar.com

অনুমতি দিয়েছিলেন, আর ওরা আমাদের চাষাবাদ এবং নতুন ভূমি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়েছিলো।

লোকজন যখন এখানে চাষাবাদ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলো তখন ধীরে ধীরে এর লোকসংখ্যা বেড়ে অনেক হলো। ওপিয়ো, ওকোথের ছেলে, তিনি ছিলেন ভাইদের ভেতর ছোট, এবং সম্ভবত সে জন্যই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন্ডু বে-তে যাওয়ার। ওখানে যাবার পর তার কোনো জমি ছিলো না। কিন্তু আমাদের লোকজনের প্রথা অনুযায়ী যে কেউই অব্যবহৃত জমি চাষ করতে পারবে। কেউ যদি কোনো কিছু ব্যবহার না করতে পারতো তাহলে সে সেটা ট্রাইবের কাছে ফিরিয়ে দিতো। সুতরাং ওপিয়োর পরিস্থিতি খুব একটা লজ্জাজনক ছিলো না। সে অন্য একটা লোকের কম্পাউন্ডে কাজ করতো এবং তার নিজের চাষের জন্য জমি পরিষ্কার করতো। কিন্তু সে যথেষ্ট উন্নতি করার আগেই খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলো, আর রেখে গিয়েছিলো দুটি স্ত্রীসহ বেশ ক'জন সন্তান। একজন স্ত্রীকে ওপিয়োর ভাই নিয়ে গিয়েছিলো, তখন ওটাই ছিলো প্রথা— সে হয়েছিলো ওপিয়োর ভাইয়ের স্ত্রী আর তার ছেলেমেয়েরা হয়েছিলো ওপিয়োর ভাইয়ের ছেলেমেয়ে। কিন্তু আরেকজন স্ত্রীও মারা গিয়েছিলো, আর তারই বড় ছেলে হলো ওবামা, সেই বালক তখন এতিম। সেও তার চাচার সাথেই থাকতো, কিন্তু ওই পরিবারে একটু টানাটানি চলছিলো, সুতরাং ওবামা যখন বড় হলো তখন সে তার বাবার মতোই অন্য একজনের কাজ করতে শুরু করলো।

সে যে পরিবারে কাজ করতো সেই পরিবার ছিলো বেশ ধনী, ওদের ছিলো প্রচুর গবাদিপশু। তারা ওবামার খুব প্রশংসা করতো, কারণ সে ছিলো ভীষণ উদ্যমী এবং খুব ভালো কৃষক। সে যখন তাদের বড় কন্যাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিলো তখন তারা রাজি হয়ে গেলো, ওবামার চাচা বিয়ের সব যৌতুকের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং যখন এই বড় কন্যা মারা গেলো তখন তারা তাদের ছোট কন্যার সাথে ওবামার বিয়ে দিয়েছিলো, তার নাম নাইয়োকি। শেষ পর্যন্ত ওবামার চারটি বউ হয়েছিলো, যারা জন্ম দিয়েছিলো অজস্র সন্তানের। সে তার নিজের জন্য জমি পরিষ্কার করে নিলো, তারপর বেশ ধনী হয়ে উঠলো, সুবিশাল কম্পাউন্ড এবং অজস্র গরু ও ছাগল, নম্র আচরণ ও দায়িত্ববোধের কারণে তিনি কেন্ডুর বয়োজ্যেষ্ঠতে পরিণত হন, এবং তাঁর কাছে অনেকেই নানান উপদেশ নিতে আসতো।

তোমার দাদা ওনিয়েংগো ছিলো নাইয়োকির পঞ্চম সন্তান। ডরসিলা, যে এখানে বসে আছে, ছিলো ওবামার স্ত্রীর শেষ সন্তান।

এই সময়টা হলো সাদারা এই দেশে আসার আগের সময়। প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব কম্পাউন্ড থাকতো, কিন্তু সবাই বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ম মেনে চলতো। পুরুষদের নিজস্ব কুড়েঘর থাকতো, এবং তারা জমি পরিষ্কার এবং চাষাবাদের প্রতি খুব দায়িত্ববান ছিলো, এছাড়াও গবাদিপশুদের বন্য প্রাণী এবং অন্য ট্রাইবের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতো। প্রত্যেকটি স্ত্রীর থাকতো নিজস্ব সবজি বাগান,

www.pathagar.com

যা শুধু সে এবং তার কন্যারা চাষ করতো। বউরা পুরুষদের জন্য রান্না করতো, পানি টেনে আনতো এবং কুড়েঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতো। বয়োজ্যেষ্ঠরা সমস্ত চাষাবাদ এবং ফসল তোলার ব্যাপারটা তদারকি করতো। তারা পরিবারগুলোকে সংগঠিত করতো এবং তাদের পালাক্রমে কাজ ভাগ করে দিতো, সুতরাং প্রতিটি পরিবার অন্য পরিবারকে সহায়তা করতে পারতো। বয়োজ্যেষ্ঠরা বিধবাদের কিংবা অন্য দুস্থদের খাবার বিলি করতো, যৌতুক প্রদেয়ার জন্য যাদের গরু থাকতো না বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের গরু প্রদান করতো এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দিতো। বয়োজ্যেষ্ঠদের কথাই ছিলো আইন এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলা হতো— যারা অমান্য করতো তাদের ওই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া হতো এবং অন্য গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে হতো। বাচ্চারা কেউ স্কুলে যেতো না, তারা পিতামাতার কাছ থেকে শিক্ষা নিতো। মেয়েরা তাদের মায়েদের কাজে সাহায্য করতো এবং মিলেট গুঁড়ো করে কীভাবে পরিজ বানাতে হয় তা শিখতো, শিখতো কীভাবে সবজি বাগান করতে হয়, কুড়েঘরের জন্য কীভাবে কাদা তৈরি করতে হয়। ছেলেরা তাদের বাবাদের কাছে কাজ শিখতো এবং গবাদিপশু চরানো শিখতো, এছাড়াও, শিখতো কীভাবে পাঙ্গা ব্যবহার করতে হয় এবং বর্শা ছুড়তে হয়। যখন কোনো মা মারা যেতেন, অন্যরা তার বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাচ্চার মতো করে স্তন্য পান করাতো। রাতে মেয়েরা তাদের মায়েদের সাথে খাওয়াদাওয়া করতো, আর ছেলেরা তাদের বাবাদের সাথে কুড়েঘরে যেতো, ওখানে তারা গল্প শুনতো এবং আমাদের লোকজনদের মধ্যে কোনো হার্প বাদক আসতো, তখন গ্রামের সব মানুষ চলে আসতো তার গান শুনতে। হার্পবাদক গাইতো অতীতের গৌরবময় কোনো কর্মকাণ্ড নিয়ে, মহান যোদ্ধাদের নিয়ে এবং প্রাজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে। তারা ভালো কৃষকদের কিংবা সুন্দরী মহিলাদের স্তুতি গাইতো, আর অলস ও নিষ্ঠুরদের ভর্ৎসনা করতো। গ্রামে অবদান রাখার জন্য সবাইকে গানে গানে স্বীকৃতি দেয়া হতো, ভালো ও মন্দদের কথা বলা হতো, এবং এভাবে পূর্বপুরুষদের এই ঐতিহ্য বজায় রাখা হতো। যখন মহিলারা ও শিশুরা সবাই চলে যেতো তখন পুরুষদের সব একসাথে বসে গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতো।

সেই ছোটকাল থেকেই তোমার দাদা ওনিয়েংগো ছিলো অদ্ভুত ধরনের, বলা হতো যে তার মলদ্বারে সব সময় পিঁপড়া লেগেই থাকতো, কারণ সে কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতো না। মাঝে মধ্যে অনেক দিনের জন্য লাপাত্তা হয়ে যেতো, এবং ফিরে আসার পর কিছুতেই বলতো না যে সে এতো দিন কোথায় ছিলো। সে সবসময় গম্ভীর, হাসতো না, অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলতোও না এমনকি ইয়ার্কি ঠাট্টাও করতো না। সে সবসময়ই অন্য লোকদের ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলো, আর এভাবেই সে গাছ-গাছড়া থেকে ভেষজ ওষুধ বানানো শেখে এবং একজন ভেষজ কবিরাজ-এ পরিণত হয়। তোমার অবশ্যই জানা উচিত একজন ভেষজ-কবিরাজ আর একজন সামান-এর মধ্যে পার্থক্য কী— সামানকে সাদারা বলতো ডাইনির

www.pathagar.com

ডাক্তার। সামানরা জাদু করতে পারতো এবং আত্মার সাথে কথা বলতে পারতো। আর ভেষজ-কবিরাজ নানান গাছের রস দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো অসুখ কিংবা ক্ষত সারাতে পারতো, সেই বালক বয়সেই তোমার দাদা তার গ্রামের ভেষজ-কবিরাজের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতো। অন্য ছেলেরা যখন খেলাধুলা নিয়ে মগ্ন থাকতো তখন সে খুব মনোযোগ দিয়ে ওগুলো দেখতো এবং শুনতো, তারপর এভাবে সে ওই সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলো।

তোমার দাদা ছোট থাকতেই আমরা শুনতে শুরু করলাম যে কিসুমু টাউনে সাদারা এসেছে। তখন বলা হতো যে সাদাদের চামড়া নাকি বাচ্চাদের মতো কোমল, কিন্তু তারা যে জাহাজ চালায় ওটা বজ্রপাতের মতো গর্জন করে, আর তাদের হাতের লাঠি বিস্ফোরিত হয় এবং ওটা দিয়ে আগুন বের হয়। এই সময়ের আগে ছাড়া আমাদের গ্রামের কেউ কোনো দিন সাদা মানুষ দেখেনি— সাদা বলতে আমরা শুধু আরব বণিকদের দেখেছি যারা চিনি ও কাপড় বিক্রি করতে আসতো। কিন্তু সেটাও ছিলো খুব বিরল, কারণ আমাদের লোকজনরা অতো বেশি চিনি ব্যবহার করতো না, এবং আমরা কোনো কাপড়-চোপড় পরতাম না, আমরা শুধু ছাগলের চামড়া পরতাম, যা শুধু আমাদের যৌনাঙ্গ ঢেকে রাখতো। বয়োজ্যেষ্ঠরা যখন তাদের সম্পর্কে গল্প শুনতো তখন তারা ওটা নিয়ে নিজেদের ভেতর শলাপরামর্শ করতো এবং লোকজনদের উপদেশ দিতো যে সাদাদের ভালো করে না বুঝতে পারা পর্যন্ত কিসুমু থেকে দূরে থাকতে হবে।

এই সতর্কতা সত্ত্বেও ওনিয়েংগো ভীষণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে সাদাদের সাথে দেখা করবেই। একদিন সে লাপাত্তা, কেউ জানে না সে কোথায় গেছে। তারপর, অনেক কয় মাস পর, যখন ওবামার অন্য ছেলেরা মাঠে কাজ করছিলো, তখন সে গ্রামে ফিরে আসে। সে সাদাদের ট্রাউজার পরে এসেছিলো, শার্ট পরেছিলো তাদের মতো, জুতাও পরেছিলো তাদের মতো। ছোট বাচ্চারা তাকে দেখে ভয় পেয়েছিলো; তার ভাইয়েরা বুঝতেই পারছিলো না যে তার ভেতর পরিবর্তন কীভাবে এলো। তারা ওবামাকে ডাকলো, সে তার কুড়েঘর থেকে বেরিয়ে এলো, পরিবারের সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো তার এই অদ্ভুত বেশ দেখার জন্য।

"তোমার হয়েছেটা কী?" ওবামা জিজ্ঞেস করেছিলো। "তুমি এরকম অদ্ভুত চামড়া গায়ে দিয়েছো কেনো?" ওনিয়েংগো এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি। ওবামা তখন ভাবলো যে ওনিয়েংগো এ ধরনের পাজামা পরার কারণ হচ্ছে সে অবশ্যই খৎনা করিয়েছে এবং সে সেটা লুকিয়ে রাখতে চায়, খৎনা করা ছিলো লুউদের প্রথাবিরোধী একটা কাজ। সে ভেবেছিলো ওনিয়েংগোর শার্ট অবশ্যই তার গায়ের ফুসকুড়ি আর ক্ষত চিহ্ন লুকিয়ে রেখেছে। সে তার অন্যান্য ছেলেদের দিকে ঘুরে বললো, "তোমরা তোমাদের এই ভাইটার কাছে যাবে না। সে অপবিত্র।" তারপর সে তার কুড়েঘরে ফিরে গেলো; অন্যরা ওনিয়েংগোকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করলো

www.pathagar.com

এবং তার সম্পর্কে সতর্ক থাকলো। আর এ কারণেই ওনিয়েংগো কিসুমুতে গিয়েছিলো, এবং পিতার সাথে তার সম্পর্ক আজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কেউই তখন বুঝতে পারেনি যে সাদারা এই মাটিতে থেকে যাওয়র মতলব আঁটছে। আমরা ভেবেছিলাম তারা মনে হয় তাদের পণ্য নিয়ে শুধু বাণিজ্যই করতে এসেছে। তাদের কিছু কিছু প্রথা আমরা খুব শিগগিরই রপ্তও করে নিয়েছিলাম, যেমন চা পান। চা খেতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে আমাদের চিনি দরকার, আমাদের চায়ের কেটলি দরকার এবং কাপ দরকার। আর এসব কিছুই আমরা কিনতাম চামড়া, মাংস ও সবজির বিনিময়ে। পরবর্তীকালে আমরা সাদাদের মুদ্রা গ্রহণ করে নিতে শিখলাম। কিন্তু এসবে আমাদের তেমন একটা যেতো আসতো না। ঠিক আরবদের মতোই, সাদাদের সংখ্যাও এখানে ছিলো স্বল্প, আমাদের ধারণা ছিলো তারাও তাদের দেশে ফিরে যাবে। কিসুমুতে কিছু সাদা লোক থেকে গেলো এবং একটা মিশন তৈরি করলো। এরা তাদের দেবতার কথা বলতো, তাদের দেবতা নাকি সর্বশক্তিমান। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তাদের এসব কথাবার্তাকে খুব একটা পাত্তা দিতো না, মামুলি কথাবার্তা বলেই ধরে নিতো। এমনকি সাদারা তাদের রাইফেল নিয়ে এলেও কেউই তখন কোনো প্রতিরোধ করতো না, কেননা আমাদের জীবনে তখনও এইসব অস্ত্র মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসেনি। আমাদের অনেকেই ভাবতাম এই বন্দুকগুলো দেখতে সুন্দর একটা উগালি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্বেতাঙ্গদের যুদ্ধের শুরু থেকেই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। একজন শ্বেতাঙ্গ যে কি না নিজেকে ডিসট্রিক্ট কমিশনার বলে দাবি করতো তার সাথে সাথে আরো প্রচুর পরিমাণ বন্দুক চলে এলো। আমরা এই লোকটাকে বলতাম বাউয়ানা ওগালো, এর অর্থ হলো "নির্যাতক"। উনি আমাদের কুড়েঘরের ওপর কর আরোপ করেছিলেন এবং তাও আবার সাদাদের মুদ্রায় পরিশোধ করতে হতো। আর এ কারণেই অনেক মানুষই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলো। উনি জোরপূর্বক আমাদের লোকদের ধরে ধরে তার সেনাবাহিনীতে ভর্তি করাতো যেনো তারা খাদ্যদ্রব্য বহন করে নিয়ে আসতে পারে এবং রাস্তা নির্মাণ করতে পারে যে রাস্তা দিয়ে অটো মোবাইল চলতে পারবে। তার চার পাশে লর্ডদের রেখে দিতো, এই লর্ডরা সাদাদের মতোই পোশাক পরিধান করতো এবং তার এজেন্ট এবং ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে কাজ করতো। আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের ওপর এখন হর্তাকর্তা রয়েছে, যদিও তারা কেউই বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদের সদস্য নয়। এসব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিলো, অজস্র মানুষ যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিলো। কিন্তু যারাই প্রতিরোধ করতে যেতো তাদের হয় বেদম পেটানো হতো কিংবা গুলি করে হত্যা করা হতো। কর দিতে ব্যর্থ হলেই তাদের কুড়েঘর পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশে দেয়া হতো। কোনো কোনো পরিবার পালিয়ে গিয়ে অন্য গ্রামে নতুন করে বসবাস শুরু করতো। কিন্তু অনেক মানুষই এখানে থেকে

www.pathagar.com

যেতো এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপখাইয়ে নেওয়া শিখতো। যদিও আমরা সবাই এখন বেশ ভালো করেই বুঝে গেছি যে সাদাদের আগমন উপেক্ষা করাটা ছিলো ভীষণ বোকামি।

এরকম সময়েই তোমার দাদা সাহেবদের হয়ে কাজ করতো। ওই আমলে খুব কম লোকই ইংরেজি কিংবা সোহায়েলি বলতে পারতো— লোকজন তাদের ছেলেমেয়েদের সাহেবদের স্কুলে পাঠাতে পছন্দ করতো না, তারা বরং ওদের সাথে মাঠে গিয়ে কৃষি কাজ করতেই পছন্দ করতো। কিন্তু ওনিয়েংগো লেখাপড়া শিখেছিলো, ও সাদা সাহেবদের পেপার রেকর্ড আর ল্যান্ড টাইটেল সিস্টেম বুঝে ফেলেছিলো। শেষ পর্যন্ত ওকে ওরা টাঙ্গানিইকাতে পাঠিয়েছিলো, টাঙ্গানিইকাতে ও অনেক বছর ছিলো। তারপর সে যখন আজীবনের জন্য ফিরে এলো তখন কেন্দ্রুতে সে নিজের জন্য জমিজমা নির্ঝঞ্ঝাট করে নিয়েছিলো, কিন্তু ওই জায়গাটা ছিলো ওর বাবার কম্পাউন্ড থেকে অনেক দূরে, আর ওর ভাইদের সাথে ও কথা বলতোনা বললেই চলে। নিজের জন্য ও ঠিকমতো একটা কুড়েঘরও তৈরি করেনি, তার বদলে ও তাঁবুতে বসবাস করতো। এ ব্যাপারটায় লোকজন বেশ তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলো। লোকজন ওকে পাগলা কিসিমের মানুষ বলেই মনে করতো। সে তার জমিজমা সম্পত্তি সব ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেলো নাইরোবিতে, ওখানে কোন এক সাদা সাহেব নাকি তাকে চাকরি দেবে বলেছিলো। ওই আমলে, খুব কম আফ্রিকানই ট্রেনে চড়তে পারতো, আর এ জন্যই ওনিয়েংগো সারা রাস্তা হেঁটে হেঁটে নাইরোবিতে গিয়ে উঠেছিলো। হেঁটে পৌঁছতে তার সপ্তাহ দুয়েক লেগেছিলো। ওই যাওয়ার পথের নানান কাহিনী সে আমাদের পরে গল্প করে শোনাতো। পাঙ্গা দিয়ে অনেকবার তাকে চিতা বাঘ খেদাতে হয়েছে। একবার তো এক পাগলা ষাঁড়ের খপ্পরে পড়ে ওকে এক গাছে উঠতে হয়েছিলো এবং ওই গাছেই তাকে দু'দিন ঘুমাতে হয়েছিলো। বনের মধ্যে ও একবার দেখতে পেলো একটা ড্রাম পড়ে আছে, ড্রামের ঢাকনা খুলতে একটা সাপ সড়াৎ করে ওর দুই পায়ের ফাঁকের মধ্য দিয়ে চলে গেলো। পথে ওর কোনোরকম কোনো ক্ষতিটতি অবশ্যই হয়নি, শেষমেশ সে নাইরোবিতে পৌঁছেছিলো ওই সাহেবের বাড়িতে কাজ করার জন্য।

টাউনে যাওয়া মানুষ যে সে একলাই ছিলো তা না। যুদ্ধের পর অনেক আফ্রিকানই মজুরি হিসেবে কাজ করতো, বিশেষ করে জোর করে সেনাবাহিনীতে যাদের ঢুকানো হয়েছিলো, আর না হয় কেউ কেউ শহরের আশপাশেই থেকে যেতো, কেউ কেউ আবার সাহেবদের মিশনে যোগ দিতো। যুদ্ধ চলাকালে আর যুদ্ধ থামার সাথে সাথে বহু মানুষ কে কোথায় চলে গিয়েছিলো তার ঠিক-ঠিকানা নেই। যুদ্ধের কারণে দুর্ভিক্ষ এলো, রোগবালাই এলো, আর বহুত সাহেবটায়েব এখানে এসে আস্তানা গেড়ে বসলো, আর ভালো ভালো জমিগুলো ওরা কেড়ে নিতে লাগলো।

www.pathagar.com

রদবদল একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পেলো কিকুইউরা, ওরা থাকতো নাইরোবির উঁচু জমিগুলোতে, আর ওখানকার সাহেবরা ছিলো সে রকম দুর্দান্ত। কিন্তু লুরাও টের পেয়েছিলো সাহেবদের শাসন কাকে বলে। কালোনিয়াল প্রশাসনে সবাইকে রেজিস্টারি করতে হয়েছিলো আর কুড়েঘরের ট্যাক্স দিন দিন বেড়ে চলছিলো। আর এসব কারণে দিন দিন আরও বেশি মানুষ সাহেবদের বড় বড় ফার্মে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছিলো। আমাদের গ্রামে আরও অনেক পরিবার সাহেবদের মতো পোশাক-আশাক পরা শুরু করেছিলো, আর অনেক বাপেরাই রাজি হয়েছিলো তাদের ছেলেপুলেদের মিশন স্কুলে পাঠাতে। আর অবশ্যই একটা কথা জেনে রাখো সাহেবরা যা করতো পারতো ওই স্কুল পড়ুয়ারা তা কখনই করতে পারতো না। কিছু কিছু জমি ছিলো তাও কেবল সাহেবরাই কিনতে পারতো। আর কিছু কিছু ব্যবসা ছিলো যা আইনগতভাবেই হিন্দুরা আর আরবরা করতে পারতো।

কিছু লোক অবশ্য এসব পলিসির বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করেছিলো, ওরা এর বিরুদ্ধে পিটিশন করতো এবং বিক্ষোভও দেখাতো, কিন্তু সংখ্যায় ছিলো ওরা খুবই কম, আর বেশির ভাগ লোকই সংগ্রাম করতো কেবল বেঁচে থাকার জন্য। যেসব আফ্রিকান দিনমজুর হিসেবে কাজ করতো ওরা গ্রামেই থেকে যেতো, চেষ্টা করতো পুরোনো হালচালে জীবন-যাপন করতে। কিন্তু গ্রামের লোকজনদেরও চালচলনে পরিবর্তন আসতে লাগলো। জমাজমিতে ভিড় জমতে শুরু করলো কারণ জমির মালিকানায় নতুন সিস্টেম চালু হলো, ছেলে পুলেদের জন্য নিজের মতো চাষাবাদ করার মতো আর কোনো জমিই থাকলনা— সব জমিরই মালিক হলো অন্য কেউ একজন। পুরোনো রীতিনীতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা দুর্বল হয়ে পড়লো, কারণ যুবক ছেলেরা দেখলো যে মূল ক্ষমতা আসলে বয়জ্যেষ্ঠদের হাতে নেই। যে বিয়ার এক সময় তৈরি হতো মধু দিয়ে এবং লোকজন সেটা খেতো বেশ হিসাব-নিকাশ করে সেই বিয়ার এখন চলে এলো বোতলে, অনেকেই ওই বিয়ার খেয়ে মাতলামি করতে লাগলো। আমরা অনেকেই সাহেবদের জীবনের স্বাদ নিতে শুরু করলাম, তোমার দাদার সাথে তুলনা করে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে আমাদের নিজেদের জীবন-যাপন খুবই দরিদ্র।

এই মান অনুযায়ী তোমার দাদা বেশ উন্নতি করেছিলো। নাইরোবিতে চাকরি করতে করতে সে শিখেছিলো কিভাবে সাহেবদের খানা তৈরি করতে হয়, কিভাবে সাহেবদের ঘর বাড়ি গোছাতে হয়। এসব কারণেই চাকরি দাতাদের ভেতর তার বেশ কদর ছিলো এবং সে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাহেবদের অ্যাস্টেটে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলো, এমনকি সে লর্ড ডিলোবারেরও কাজ করেছিলো। সে তার পারিশ্রমিকের পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কেন্ডুতে জমাজমি কিনতো, গরু-ছাগল কিনতো। এসব জমিতে সে শেষ পর্যন্ত একটা কুড়েঘর বানিয়েছিলো। কিন্তু সে তার বাড়িটাকে যেভাবে রাখতো তার সাথে অন্যদের বেশ তফাৎ ছিলো। তার বাড়িটা ছিলো এক্কেবারে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন, তার বাড়িতে কেউ যদি ঢুকতো তাহলে তাকে পা

www.pathagar.com

ধুয়ে ঢুকতে হতো আর নয়তো জুতা খুলে ঢুকতে হতো, সে তার খাবার দাবার চেয়ার টেবিলে বসে মশারি খাটিয়ে খেতো এবং খেতো ছুরি আর কাঁটা চামচ দিয়ে। যেসব খাবার দাবার ভালো করে ধোয়া হতো না, সে সেগুলো স্পর্শই করতোনা, আর রান্না হওয়ার সাথে সাথে তার খাবার দাবার ঢেকে রাখতে হতো। সে নিয়মিত গোসল করতো, প্রতিদিন রাত্রে কাপড়-চোপড় কেচে দিতো, তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ওরম ছিলো, ভীষণ পরিচ্ছন্ন আর স্বাস্থ্যকর, কেউ যদি কোনো জিনিস এলোমেলে করতো কিংবা খারাপভাবে পরিষ্কার করতো সে ভীষণ ক্ষেপে যেতো।

আর সম্পত্তির ব্যাপারে সে খুবই কড়া মানুষ ছিলো। কেউ তার কাছে কিছু চাইলে সে দিতো– যেমন খাবার দাবার দিতো, টাকা পয়সা দিতো, এমনকি জামা কাপড়ও দিতো। কিন্তু তাকে না বলে তার জিনিস যদি কেউ ছুঁতো তাহলেই সে ক্ষেপে আগুন হয়ে যেতো। এমনকি পরে যখন তার ছেলেপুলে হলো তখন সে সবাইকে বলতো খবরদার অন্যের জিনিস ছোঁবে না।

কেন্ডুর লোকজনদের কাছে তার আচরণ খুবই অদ্ভূত ঠেকতো। লোকজন সবসময় ওর বাড়িতে আসতো কারণ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে বেশ উদার এবং সবসময়ই তার বাড়িতে আসলে কিছু না কিছু খেতে পাওয়া যেতো। কিন্তু লোকজন নিজেদের ভেতর ওকে নিয়ে বেশ হাসি তামাশা করতো কারণ তার কোনো বউ ছেলেমেয়ে ছিলোনা বলে। সম্ভবত ওনিয়েংগো তাদের কথাবার্তা শুনে থাকবে, কারণ সে খুব শিগগির একটা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলো। তার সমস্যাটা ছিলো একটাই যে সে যেভাবে চায় ওভাবে কোনো মেয়েই তার ঘরদোর সামলাতে পারবে কি না? সে অনেক মেয়েকেই যৌতুক দিয়ে ঘরে তুলেছিলো, কিন্তু যখনই ওরা অলসতা দেখাতো কিংবা বাসন কোসন ভেঙে ফেলতো তখন তোমার দাদা ওদের বেদম প্রহার করতো। লু সম্প্রদায়ে বউকে পেঠানো খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা ছিলো, কিন্তু ওনিয়েংগোর আচরণ লু সম্প্রদায়ের লোকজনদের কাছেও খুব নিষ্ঠুর বলে বিবেচিত হতো, যার কারণে শেষ পর্যন্ত তার বউরা পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতো, এভাবে তোমার দাদা প্রচুর গবাদিপশু হারিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত মানিয়ে চলতে পারবে এমন একটা বউ সে পেয়েছিলো। তার নাম হলো হেলিমা। তবে তোমার দাদাকে হেলিমার কেমন লাগতো তা অবশ্য কখনও জানা যায়নি, কিন্তু এই মেয়েটা ছিলো চুপচাপ ধরনের আর ভীষণ ভদ্র এবং তোমার দাদার কাছে সে ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে তোমার দাদার সেই উন্নত মানসম্পন্ন ঘর দোর সামাল দিতে পারতো। তোমার দাদা তার জন্য কেন্ডুতে একটা কুটির তৈরি করেছিলো, আর এখানেই ওই মেয়েটি তার জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় পার করেছে। মাঝে মধ্যে সে তার বউকে নিয়ে নাইরোবির ওই বাড়িটায় যেতো যে বাড়িটায় সে কাজ করতো আরকি। কয়েক বছর যাওয়ার পর টের পাওয়া গেলো যে হেলিমা বাচ্চা কাচ্চা নিতে অক্ষম। লুদের ভেতর এ ধরনের বউকে তালাক দেওয়া খুব স্বাভাবিক একটা নিয়ম ছিলো, যে কোনো পুরুষ তার বন্ধা বউকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারতো কিন্তু

www.pathagar.com

তোমার দাদা তা করলো না, সে হেলিমাকে রেখেই দিলো, এবং এক্ষেত্রে, সে তার সাথে ভালো ব্যবহারই করেছে আর কী।

তারপরও, হেলিমার অবশ্য খুব একা একা লাগতো, কারণ তোমার দাদা সারা দিন ধরে কাজকর্ম করতো, বন্ধু-বান্ধবদের কিংবা আনন্দফূর্তি করার মতো সময় তোমার দাদার হাতে ছিলো না। সে অন্য লোকদের সাথে মদটদ খেতো না, বিড়ি তামাক কিছুই খেতো না। তার একমাত্র বিনোদোন ছিলো সে মাসে একবার করে নাইরোবি ড্যান্স হলে যেতো, কারণ সে নাচতে পছন্দ করতো। সে যে ভালো নাচতে পারতো তাও নয়— তার নাচের ধরন ছিলো খুবই কর্কশ, সে প্রায়ই কারো না কারো গায়ের ওপর পড়ে যেতো আর পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতো। তবে এজন্য তাকে অবশ্য কেউ কিছু বলতো না কারণ ওরা তোমার দাদার মেজাজ সম্পর্কে ভালো করেই জানতো। একদিন রাতে, একলোক ওনিয়েংগোর এরকম অমার্জিত আচরণ নিয়ে অভিযোগ করলো, লোকটা অবশ্য তখন মাতাল অবস্থায় ছিলো। লোকটা বেশ কড়া ধাঁচের কথাবার্তা বলেছিলো, সে তোমার দাদাকে বলেছিলো, "শোনো, ওনিয়েংগো, তুমি তো বুড়ো হয়ে গেলে তোমার গরু-ছাগলও আছে অনেক, আবার তোমার একটা বউও আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমার কোনো ছেলেপুলে নেই। এখন আমাকে বলো, তোমার দুই ঠ্যাং-এর মাঝখানের জিনিসটার কি কোনো ঝামেলা আছে?"

লোকজন যারা ওদের কথা শুনছিলো ওরা হাসতে শুরু করলো, আর ওনিয়েংগো লোকটাকে পেটালো আচ্ছামতো। কিন্তু পেটালেও ওই মাতাল লোকটার কথায় তোমার দাদার আঁতে বেশ ঘা লেগেছিলো, ওই মাসেই সে আরেকটা মেয়ে খোঁজা শুরু করেছিলো। সে কেন্ডুতে ফিরে এলো এবং সারা গাঁয়ের সমস্ত মেয়েদের খোঁজ খবর নিলো। শেষমেশ আকুমু নামের একটা মেয়েকে তার মনে ধরলো, সুন্দর হিসেবে মেয়েটার বেশ নামডাক ছিলো। কিন্তু সে আগেভাগেই আরেকজনের বাগদত্তা হয়েছিলো, ওই লোকটা মেয়েটার বাবাকে ছয়টা গরু যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলো, এবং ভবিষ্যতে আরও ছ'টা দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। কিন্তু ওনিয়েংগো মেয়েটার বাবাকে চিনতো, সে তার বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালো গরু ছ'টা ফেরত দেওয়াতে। আর তার বদলে ওনিয়েংগো মেয়েটার বাবাকে ওই মুহূর্তেই পনেরোটা গরু যৌতুক দিলো। পরের দিন, অকুমু একটা বনের ভেতর হাঁটছিলো, এই সময় তোমার দাদার এক বন্ধু মেয়েটাকে ধরে টেনে-হিঁচড়ে জোর করে তোমার দাদার কুটিরে নিয়ে চলে আসে।

গডফ্রে, অর্থাৎ ওই বাচ্চা ছেলেটা ওয়াসবেসিন নিয়ে হাজির হলো। আমরা সবাই দুপুরের খাবারের জন্য হাত ধুয়ে নিলাম। অউমা দাঁড়িয়ে তার পিঠটা টান করে নিলো, তার চুলের অর্ধেকে এখনো চিরুনি চালানো হয়নি, তার মুখটা দেখে তাকে

www.pathagar.com

কেমন যেনো সমস্যাগ্রস্ত মনে হলো। সে ডরসিলা আর দাদিমাকে কিছু একটা বলেছে, আর ওই দুই রমণীই তার কথার এক দীর্ঘ প্রতিউত্তর দিলেন।

"আমি ওঁদের জিজ্ঞেস করলাম যে দাদা অকুমুকে গায়ের জোরে ধরে এনেছিলেন কিনা।" অউমা তার প্লেটের ওপরে মাংসে চামচ চালাতে চালাতে বলল আমাকে।

"উনারা কী বললেন?"

"উনারা বললেন যে মহিলাদের অমন জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া লুদের একটা প্রথা। ঐতিহ্য অনুযায়ী, যখন কোনো পুরুষ যৌতুক পরিশোধ করে, তখন ওই মেয়েটি অবশ্যই ওই পুরুষের সঙ্গে যেতে রাজি নাও হতে পারে। মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যানের ভান করতে হয়, আর সে কারণেই এই লোকটির বন্ধুরা তাকে জোরপুর্বক ধরে ওই লোকটির কুটিরে নিয়ে চলে আসে। এই প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পরই বিয়ের অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করা হয়।" অউমা তার খাবারে ছোট্ট এক কামড় বসালো। "আমি ওঁদের জিজ্ঞেস করলাম যে এরকম প্রথার কিছু কিছু মেয়েকে হয়তো সত্যি সত্যিই প্রত্যাখ্যানের ভান করতে হয় না।"

জিতুনি তার উগালি স্টিউ এর ভেতর ডুবিয়ে নিলো। "হ্যাঁ, অউমা, তুমি যতটা খারাপ ভাবছ অতটা আসলে খারাপ ছিলো না। যদি স্বামী খারাপ ব্যবহার করতো তাহলে মেয়েটা যে কোনো সময়ই চলে যেতে পারতো।"

"কিন্তু কথা হচ্ছে বাবার পছন্দই যদি শেষ কথা হয় তাহলে ওটা আবার ভালো হলো কিভাবে? আমাকে বলো, যদি কোনো মেয়ে তার বাবার পছন্দের পানি প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে তখন কী হতো?"

জিতুনি কাঁধ ঝাঁকালো। "সে নিজেকে এবং তার পরিবারকে একটা লজ্জার মধ্যে ফেলে দেবে।"

"দেখো?" অউমা দাদিমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, আর অউমার কথার উত্তরে দাদিমা যাই বলুক না কেনো অউমা দাদিমার বাহুতে ঠাট্টাচ্ছলে থাপ্পড় লাগাচ্ছিলো।

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মেয়েটাকে যে রাত্রে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সে রাত্রে কি ওই লোকটা জোরপূর্বক তাকে বিছানায় শুতে বাধ্য করতো কি না?" অউমা বলল, "আর উনি আমাকে বললেন যে ওই লোকটার কুটিরে কী হতো না হতো তা কেউ জানতে পারতো না। কিন্তু সে আমাকে এটাও বললো যে কোনো পুরুষ যদি পুরো এক বাটি স্যুপ খেতে চায় তাহলে সে তো তা আগে একটু চোখ দেখবেই।"

আমি দাদিকে জিজ্ঞেস করলাম যে ওই মেয়েটির বয়স কত ছিলো যখন সে আমার দাদাকে বিয়ে করেছিলো। এই প্রশ্নে উনি এতই মজা পেলেন যে উনি ডরসিলার কাছে বারবার এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে চললেন, আর ডরসিলা খিলখিল করে হাসতে হাসতে দাদিমার পায়ে থাপড়িয়ে চললেন।

www.pathagar.com

"উনি ডরসিলাকে বললেন যে তুমি নাকি জানতে চাচ্ছ যে দাদা কখন অউমার সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হয়েছিলেন," অউমা বললো।

দাদিমা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ মারলেন, তারপর আমাকে বললেন যে যখন তার বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিলো ষোলো; আমাদের দাদা ছিলেন তার বাবার বন্ধু। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এতে তার কোনো সমস্যা হয়নি, উনি মাথা নাড়ালেন।

"উনি বলছেন যে বয়স্ক লোককে বিয়ে করা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিলো," অউমা বললো, "উনি বলছেন যে ওই আমলে বিয়ে করা শুধু দু'জনেরই ব্যাপার ছিলো না। এটা দুইটি পরিবারকে একত্রিত করতো এবং এর প্রভাব পড়তো সারা গ্রামেই। কোনো রকম কোনো অভিযোগ ছিলো না, কিংবা প্রেম নিয়ে কোনো উদ্বিগ্নতা ছিলো না। তুমি যদি তোমার স্বামীকে ভালোবাসতে না শেখো তাহলে তাকে মান্য করতে শেখো।"

এ বিষয়টা নিয়ে, অউমা আর দাদিমা বেশ অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললো, আর দাদিমা এমন কিছু বলছেন যাতে সবাই আবার হেসে উঠছে। অউমা বাদে বাদবাকি সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বাসনকোসন গোছাতে লাগলো।

"আমি হার মানলাম," সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে।

"কেনো দাদিমা কী বলেন?"

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে মেয়েরা কেন এই আয়োজনের বিয়ে মেনে নিতো। ওরা কেনো মেনে নিতো যে পুরুষরাই সব সিদ্ধান্ত নেবে। বউকে পেটাবে। উনি কী বললেন জানো? উনি বললেন যে মেয়েদের নিয়মিত পেটানোই উচিত, তা না হলে পুরুষদের যা প্রয়োজন তা মেয়েরা করতে পারবেনা। তুমি তো জানই আমরা কেমন? আমরা সব সময়ই অভিযোগ করি, কিন্তু আমরা এখনও চাই পুরুষরা আমাদের বিষ্ঠার মতোই ভাবুক। গডফ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো। দাদিমা আর ডরসিলার কথাবার্তা কি ওর আচরণে কোনো প্রভাব ফেলবে না?"

দাদিমা অউমার কথার মূল ব্যাপারটা ধরতে পারেননি, কিন্তু তিনি অবশ্যই অউমার কথার সুর শুনে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছেন, কারণ তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে উঠলো।

"তুমি যা বলছ তার অনেকটাই সত্যি, অউমা," উনি লু ভাষায় বললেন। "আমাদের মেয়েদের অনেক ভার বহন করতে হয়। কেউ যদি মাছ হয় তাহলে সে কখনো ওড়ার চেষ্টা করেনা, সে অন্য মাছদের সাথেই সাঁতার কাটার চেষ্টা করে। একজন যা জানতে পারে সে শুধু ততটুকুই জানে। আমি যদি এখন তরুণ হতাম, আমি সম্ভবত এসব কিছুই মেনে নিতাম না। সম্ভবত আমি আমার অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতাম, আমি হয়তো প্রেমে পড়তাম। কিন্তু আমি যে পৃথিবীতে মানুষ হয়েছি সে পৃথিবীটা ওরকম ছিলো না। আমি যতটুকু দেখেছি ঠিক ততটুকুই জানি। আমি যা দেখিনি তা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে না।"

www.pathagar.com

আমি মাদুরে হেলান দিয়ে দাদিমার কথাগুলো চিন্তা করে দেখতে লাগলাম। এখানে নিশ্চিত কোনো জ্ঞানের বিষয় রয়েছে। আমি ধরে নিলাম; তিনি অন্য কোনো সময়ের কথা বলছেন, অন্য কোনো জায়গার কথা বলছেন। কিন্তু আমিও অউমার হতাশার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমি ভালো করেই জানি, দাদার যৌবন বয়সের গল্প শুনতে শুনতে আমার ভেতরেও বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে উঠেছিলো। ওনিয়েংগো সম্পর্কে আমার মনের ভেতর যে মলিন চিত্রকল্প গড়ে উঠেছিলো সে অনুযায়ী তিনি ছিলেন একজন স্বৈরাচারী মানুষ একজন নিষ্ঠুর মানুষও বটে। কিন্তু পাশাপাশি এরকম কল্পনাও করি যে আসলে উনি তাঁর সময়ের মানুষদের তুলনায় ছিলেন একজন স্বাধীন মানুষ, যিনি আমাদের শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন। তবে আমার এরকম চিন্তার পেছনে কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই, কিন্তু এখন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি গ্রাম্পসের কাছে তার লেখা একটা চিঠি থেকে, যে চিঠিতে উনি বলেছেন যে তিনি চান না তাঁর কোনো পুত্র সাদা মেম সাহেব বিয়ে করুক। তাঁর ওই চাওয়া, এবং তাঁর মুসলিম বিশ্বাস, যা আমার ধারণা মতে ওই স্টেটস-এর ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে। দাদিমা আমাদের এতক্ষণ যা বললেন তাতে চিত্রকল্প পুরোপুরিভাবে হোঁচট খেতে থাকে, বিদ্যুৎচমকের মতো কতিপয় শব্দ আমার ভেতর খেলে যেতে থাকে। আঙ্কেল টম, রাষ্ট্রোদ্রোহী, হাউজ নিগার।

আমি দাদিমাকে এর কিছু কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলোম, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের দাদা কি সাহেবদের ব্যাপারে তাঁর কোনো অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তখনই বাড়ির ভেতর থেকে রোগগ্রস্ত টলমলে চোখে সাঈদ ও বার্নার্ড এসে হাজির হলো, আর জিতুনি তাদের জন্য একপাশে সরিয়ে রাখা খাবারের বাসন কোসনগুলো তাদের দেখিয়ে দিলেন। তাদের খাওয়া শেষ হলে এবং অউমা আর পড়শি মেয়েটা এসব প্রবীণ রমণীদের সামনে পুনরায় আসন গেড়ে বসলে দাদিমা তাঁর গল্পে ফিরে গেলেন।

তোমাদের দাদার ভাবনাচিন্তা অবশ্য আমিও সবসময় বুঝতে পারতাম না। ব্যাপারটা বেশ কঠিন ছিলো, কারণ ও চাইতো না লোকজন ওকে খুব ভালোভাবে জেনে ফেলুক। এমনকি কারও সাথে কথা বলতে শুরু করলেও সে ভয়ে ভয়ে থাকত যে ওর চিন্তাভাবনা না জানি কেউ বুঝে ফেলে। তাহলে বুঝতেই পারছো, সাদাদের নিয়ে ওর ভাবনা চিন্তা ওরকমই ছিলো। একদিন এক কথা বলতো আর পরের দিনই মনে হতো সে যেনো অন্য কিছু একটা বলেছিলো। আমি জানি সে সায়েবদের ভালই শ্রদ্ধা করতো, কারণ সাহেবদের কারণেই ও ক্ষমতা পেয়েছিলো, অস্ত্র পেয়েছিলো, যন্ত্রপাতি পেয়েছিলো এবং সে তার মনমতো জীবন গুছিয়ে নিতে পেরেছিলো। সে বলতো যে সায়েবদের কারণেই তার জীবনে উন্নতি এসেছে। কিন্তু আফ্রিকানরা যে কোনো নতুন কিছুতেই সন্দেহ পোষণ করতো। সে মাঝে মধ্যেই

www.pathagar.com

আমাকে বলতো যে "আফ্রিকানরা নির্বোধ" "তার মতে আফ্রিকানদের দিয়ে কিছু করাতে হলে তাদের অবশ্যই পেটাতে হবে।"

কিন্তু সে এসব কথাবার্তা বললেও, আমার মনে হয় না যে সে সবসময় সাদাচামড়াদের আফ্রিকানদের প্রভু বলে মনে করতো। আসলে, সে অনেক শ্বেতাঙ্গদেরই তাদের নানানরকম প্রথার কারণে শ্রদ্ধা করতে পারতোনা। সে মনে করতো সাহেবদের অনেক কর্মকাণ্ডই নির্বোধের মতো এবং অন্যায়। সে নিজে কখনো সাদাদের হাতে মার খাওয়াটা মেনে নিতো না। আর এ কারণেই সে অনেক চাকরি হারিয়েছে। যদি কোনো সায়েব তাকে গালাগাল দিতো তাহলে সে তাকে বলতো যে তুমি জাহান্নামে যাও, বলেই সে অন্য চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। একবার এক সায়েব তাকে বেত দিয়ে পেটানোর চেষ্টা করেছিলো আর তোমার দাদা ওই সায়েবের বেতটা কেড়ে নিয়ে ওটা দিয়েই তাকে ঠেসে ধরেছিলো। এ কারণে তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিলো, কিন্তু সে যখন তাদের ঘটনা বুঝিয়ে বলেছিলো তখন কর্তৃপক্ষ তাকে কিছু জরিমানা আর হুঁশিয়ারি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলো।

তোমার দাদার শ্রদ্ধা ছিলো শক্তিতে, শৃঙ্খলায়। আর এ কারণেই, যদিও সে সাদাদের জীবনযাপনের অনেক কিছু আয়ত্ত করেছিলো কিন্তু সে লু ঐতিহ্য খুব কড়াভাবে মেনে চলতো। বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করতো। কর্তৃপক্ষের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো। তার সব কাজে সে নিয়মকানুন আর প্রথা মেনে চলতো। আমার মনে হয় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করার এটাও একটা কারণ। তবে খুব অল্প সময়ের জন্য সে খ্রিষ্টান হয়েছিলো এবং নামও বদলে রেখেছিলো জনসন। কিন্তু শত্রুর প্রতি দয়া দেখানোর ওই আইডিয়া তার মাথায় ঢোকেনি, কিংবা জেসাস লোকটা যে মানুষের সব পাপ ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারে তাও তার মাথায় ঢোকেনি। তোমার দাদার মতে ওগুলো হচ্ছে যতসব নির্বোধ আবেগ। এটাকে সে মেয়েলি ব্যাপার বলে মনে করতো। আর সে কারণেই সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে— তার ধারণা ইসলাম চর্চা তার বিশ্বাসের সাথে অনেকটা মিলে যায়।

আসলে তার কঠোর প্রকৃতির কারণেই তার আর অকুমুর ভেতর অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিলো। আমি যখন তার সাথে বসবাস করার জন্য গেলাম ততদিনে অকুমা দুই দুটো বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। প্রথম জন হলো সারাহ। তার তিন বছর পর হলো তোমার বাবা, বারাক। আমিও অকুমুকে ভালো করে চিনতাম না, কারণ সে তার বাচ্চাদের নিয়ে হেলিমার সঙ্গে তোমার দাদার বাড়িতে বসবাস করতো, আর ওসময় আমি থাকতাম নাইরোবিতে, আমি ওখানে তাকে ওর কাজে সাহায্য করতাম। কিন্তু যখনই তোমার দাদার সাথে আমি কেন্ডুতে আসতাম তখনই আমি অকুমুকে অসুখী দেখতাম। তার ভেতর কেমন একটা বিদ্রোহী মনোভাব ছিলো, আর সে দেখতো যে আসলে ওনিয়েংগোর চাহিদা অনেক। তোমার দাদা সবসময়ই অভিযোগ করতো যে সে ঘরদোর বিশ্রি করে রাখে। এমন কি বাচ্চাকাচ্চা লালনপালনেও সে তার সাথে খুব কড়া আচরণ করতো। সে তাকে বাচ্চাদের

www.pathagar.com

শিশুশয্যায় শোয়ানোর জন্য বলতো এবং নাইরোবি থেকে আসা সুন্দর কাপড়-চোপড় পরাতে বলতো। বাচ্চারা যা-ই স্পর্শ করুক না কেনো ওটাকে আগের চেয়ে আরও বেশি পরিষ্কার করতে হতো। হেলিমা অকুমুকে সাহায্য করার চেষ্টা করতো, সে অকুমুর বাচ্চাদের নিজের বাচ্চাদের মতো যত্ন করতো, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হতো না। অকুমু বয়সে আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড় ছিলো, কিন্তু তার ওপর খুব বেশি চাপ যেতো এবং মনে হয় অউমার কথাই ঠিক... মনে হয় অকুমু এখনও ওই লোকটাকেই ভালোবাসে যার কাছ থেকে ওনিয়েংগো অকুমুকে কেড়ে এনেছিলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার জন্য জীবন সহজ হয়ে উঠলো। তোমার দাদা ব্রিটিশ ক্যাপ্টেনের রাঁধুনি হিসেবে বিদেশে চলে গিয়েছিলো। আর আমি চলে এলাম অকুমু আর হেলিমার সাথে বসবাস করার জন্য। দু'জনকেই চাষাবাদ আর বাচ্চাদের দেখাশোনার সাহায্য করতাম। বহুদিন তোমার দাদার সাথে আমাদের দেখা হয়েছিলোনা। সে ব্রিটিশ রেজিমেন্টের সাথে বিশ্বের নানান প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো—কখনো বার্মা, কখনো সিয়েলন, আবার সেখান থেকে আরবে এবং এমনকি ইউরোপের কোথাও কোথাও সে গিয়েছিলো। তিন বছর পর যখন সে ফিরে এলো তখন সে সঙ্গে করে একটা গ্রামোফোন নিয়ে এসেছিলো, আর ওই যে ছবিতে যে মেয়েটাকে দেখেছো তাকে নাকি সে বার্মায় বিয়ে করেছিলো। তুমি মনে হয় ছবিটা আমার দেয়ালে দেখেছো ছবিটা ওই সময়ে তোলা।

ওনিয়েংগোর সে সময় পঞ্চাশ হয়ে গেছে। তখন সে সাদাদের কাজ আর করবে না বলে ভীষণভাবে চিন্তাভাবনা করছিলো, সে তার জমিতে ফিরে এসে চাষাবাদ করবে বলে চিন্তাভাবনা করছিলো। কিন্তু সে দেখলো যে কেন্ডুর চার পাশ দিয়ে যত জমিজমা আছে সবগুলোতে প্রচুর ভিড় আর ঘাসে ভরা। সুতরাং সে অ্যালোগোতে ফিরে যাওয়ার জন্য মন ঠিক করলো, ওখানে তার দাদা কিন্তু জমি অনাবাদি রেখেছিলো। একদিন সে এসে আমাদের সবাইকে এলেগোতে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে বললো। ওই সময় আমার বয়স কম ছিলো এবং সব জায়গায় মানিয়ে নেওয়া আমার জন্য সমস্যা ছিলো না, কিন্তু হেলিমা, আর অকুমুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। ওই দু'জনেরই বাপ মা ভাইবোন থাকে কেন্ডুতে। আর এখানে থাকতে থাকতে ওদের অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিলো। বিশেষ করে হেলিমার মনে ভয় হলো যে সে ওই নতুন জায়গায় একেবারে একা হয়ে পড়বে, কারণ তার বয়স ওনিয়েংগোর প্রায় কাছাকাছি এবং তার নিজের কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। সুতরাং সে যাবে না বলে জানিয়ে দিলো। অকুমুও প্রথম প্রথম যেতে চায়নি, কিন্তু এবারও তার পরিবার তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালো যে তার স্বামীর কথা তার অবশ্যই শোনা উচিত এবং তার বাচ্চাদের যত্ন নেয়া উচিত।

এলেগোতে যখন আমরা এসে পৌঁছলাম তখন এই সব যত জমি তুমি দেখছো সব ছিলো ঝোপঝাড়ে ভরা, আর এখানের জীবনযাপন ছিলো খুবই কষ্টের। কিন্তু

www.pathagar.com

তোমার দাদা নাইরোবিতে থাকার সময় আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলো এবং সে ওটা এখানে এসে কাজে লাগিয়েছিলো। সে যে কোনো কিছুই বেশ ভালো উৎপন্ন করতে পারতো এবং এক বছরের কম সময়ই সে ফসল তুলে বাজারে বিক্রি করতে পারতো। সে চওড়া লন তৈরি করে মাটিকে মসৃণ করতো এবং যেখানে তার ফসল খুব ভালো এবং প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো সেখানে সে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখতো। সে আম, কলা ও পেঁপের চাষ করতো যা তুমি এখন দেখছো।

সে তার অধিকাংশ গবাদিপশু বিক্রি করে দিতো, কারণ তারমতে ওরা যত বেশি চরতো জমির উর্বরতা তত বেশি কমতো। সে এসব টাকা দিয়ে অকুমুর জন্য এবং আমার জন্য কয়েকটা কুটির বানিয়েছিলো এবং তার জন্যও কয়েকটা কুটির বানিয়েছিলো। সে ইংল্যান্ড থেকে একটা ক্রিস্টাল সেট নিয়ে এসেছিলো যেটা সে তাকের ওপর দেখানোর জন্য রেখে দিতো, আর সে তার গ্রামোফোন নিয়ে গভীর রাতে সব অদ্ভুত গান শুনতো। যখন আমার প্রথম সন্তানেরা অর্থাৎ ওমর আর জিতুনি জন্ম নিলো তখন সে তাদের জন্য আলাদা আলাদা ক্রিব (শশুশয্যা) কিনেছিলো এবং আলাদা আলাদা মশারি কিনেছিলো, ঠিক যেমন বারাক আর সারাহর জন্য কিনেছিলো, রান্নাঘরে সে একটা ওভেন বানিয়েছিলো, ওখানে সে রুটি এবং কেক বানাতো ঠিক তোমরা এখন যেমন স্টোরে ওগুলো কেনো।

এলেগোতে তার প্রতিবেশিরা এরকম জিনিস আগে কখনই দেখেনি। প্রথম প্রথম তারা ওকে নিয়ে বেশ সন্দেহের মধ্যে ছিলো যে লোকটা হয়তো পাগল বিশেষ করে সে যখন তার গবাদিপশু বিক্রি করে দিয়েছিলো। কিন্তু খুব শিগগিরই তারা তার উদারতায় মুগ্ধ হলো, বিশেষ করে সে যখন তাদের চাষাবাদ আর হার্বাল মেডিসিন সম্পর্কে শিখিয়েছিলো। এমনকি তারা তার মেজাজের প্রশংসা করতে লাগলো, কারণ তারা একটা জিনিস আবিস্কার করেছিলো যে সে তাদেরকে জাদুবিদ্যা থেকে রক্ষা করতে পারবে। ওই আমলে, শামানদের পরামর্শ প্রায়ই নেওয়া হতো এবং লোকজন তাদের বেশ সমীহ করতো। বলা হয় যে ওরা তোমাকে প্রণোয়পচার (প্রেমের জন্য পানি পড়া ধরনের কিছু একটা) দিতে পারতো তাহলে তুমি যাকে পেতে চাও তাকে পেতে পারতে, আবার আরেক ধরনের তরল ওষুধ দিতো পারতো, যা তোমার শত্রুর মৃত্যু ঘটাতে পারতো। কিন্তু তোমার দাদা ওসবে বিশ্বাস করতো না, কারণ সে দেশবিদেশ ঘুরেছিলো, অনেক বইপত্র পড়েছিলো। তার ধারণা ওরা সব ভাঁওতাবাজ, লোকজনদের টাকাপয়সা চুরি করার মতলবে ওসব করে।

এমনকি এখনও এলেগোর অনেকেই তোমাকে বলবে যে অন্যপ্রদেশ থেকে একজন শামান তার এক প্রতিবেশীকে খুন করতে এসেছিলো। ওই প্রতিবেশী বাড়ির পাশের একটা মেয়েকে পছন্দ করতো এবং ওই দুই পরিবারের সবাই ওদের বিয়েতে রাজি হয়েছিলো। যাই হোক আরেক লোক ওই মেয়েটার জন্য পাগল

www.pathagar.com

ছিলো, সে হিংসায় জ্বলেপুড়ে একজন শামান ভাড়া করে তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে মেরে ফেলবে বলে। আমাদের ওই প্রতিবেশী যখন তার ওই পরিকল্পনা কথা শুনতে পেলো তখন সে ভীষণ ভয় পেয়েছিলো, সে ওনিয়েংগোর কাছে এসেছিলো উপদেশ নেওয়ার জন্য। তখন তোমার দাদা মনোযোগ দিয়ে লোকটার গল্প শুনলো, এরপর সে তার পাঙ্গা ও হিপ্পো-হাইড চাবুকটা নিয়ে ওই শামান যে পথে আসবে সেখানে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো।

ওনিয়েংগো দেখলো যে অনেক দূর থেকে একজন শামান হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট বাক্সে করে প্রণোয়পচার নিয়ে আসছে। সে কাছাকাছি আসতেই তোমার দাদা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললো, "যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও।" শামান জানতো না যে ওনিয়েংগো কেমন লোক ছিলো, সে তোমার দাদার পাশ কেটে যেতে লাগলো, কিন্তু তোমার দাদা তার পথ আটকে দিয়ে বললো, "তোমার যদি এতই শক্তি তাহলে আমাকে বজ্রপাত দিয়ে মেরে ফেলোতো দেখি কেমন পারো। আর যদি না পার তুমি এক দৌড়ে ওখান থেকে চলে যাবে, যতক্ষণ না এই গ্রাম পার হবে ততক্ষণ দৌড়াতে থাকবে, আর যদি তা না করো আমি তোমাকে ঠেঙ্গাতে বাধ্য হবো।" শামান আবারও তোমার দাদার পাশ কেটে যেতে লাগলো। কিন্তু সে আর এক ধাপ দেয়ার আগেই লোকটাকে মেরে শুইয়ে দিলো, লোকটার বাক্স কেড়ে নিয়ে সে বাড়িতে চলে গেলো।

আর এই ঘটনাটা খুব গুরুতর আকার ধারণ করেছিলো, বিশেষ করে তোমার দাদা যখন শামানের পানিপড়া ফেরত দিতে অস্বীকার করেছিলো। পরেরদিন বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিষদরা একটা গাছের নিচে জড়ো হয়ে একটা সালিস বসিয়েছিলো, ওখানে ওনিয়েংগো আর শামান দু'জনকেই তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে বলা হয়েছিলো। শামান প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের বললো যে ওনিয়েংগো যদি তার বাক্স ফেরত না দেয় তাহলে এই পুরো গ্রামের ওপর ভয়ানক অভিশাপ নেমে আসবে। এরপর ওনিয়েংগো ওঠে দাঁড়ালো, এবং সে আগেরবার যা বলেছিলো এবারও ওই একই কথা বললো। "যদি এই লোকের জাদু এতই শক্তিশালী হয়ে থাকে তাহলে ওকে বলো আমাকে অভিশাপ দিয়ে এখুনি মেরে ফেলুক।" বয়োজ্যেষ্ঠরা সঙ্গে সঙ্গে ওনিয়েংগোর কাছ থেকে হেলে দাঁড়ালো কারণ প্রেতাত্মরা ভুল করে না তাদের কাউকে মেরে ফেলে। কিন্তু তারা দেখলো যে কোনো প্রেতাত্মাই আসছে না। সুতরাং ওনিয়েংগো ওই লোকটার দিকে অর্থাৎ যে শামানকে ভাড়া করেছিলো তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, "যাও, আরেকটা নতুন মেয়ে খুঁজে বিয়ে করোগে, আর এই মেয়েটাকে এই লোকটার সাথেই বিয়ে হতে দাও।" তারপর শামানের দিকে ঘুরে বলল, "যেখান থেকে এসেছো সেখানে চলে যাও, এখানে কোনো খুন খারাপি চলবে না।"

এসব বিষয়ে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠরা একমত পোষণ করলো। কিন্তু তারা এও দাবি করলো যে ওনিয়েংগো অবশ্যই শামানের বাক্স ফেরত দেবে, কারণ তারা কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে চায় না। ওনিয়েংগোও রাজি হলো এবং যখন সালিশ শেষ হলো

www.pathagar.com

তখন সে শামানকে ডেকে তার কুটিরে নিয়ে গেলো। সে আমাকে একটা মুরগি জবাই দিতে বললো, শামানের খাবারের জন্য, এমনকি সে শামানকে কিছু টাকাও দিলো যেনো এগেলোতে আসার উদ্দেশ্য তার ব্যর্থ না হয়ে যায়। কিন্তু শামানকে ছেড়ে দেওয়ার আগে সে শামানের বাক্সের ভেতরে সব কিছু দেখে নিলো এবং শামান ওই প্রণোয়পচারের সমস্ত উপাদানের কথা তাকে ভেঙে বলল, সুতরাং সে শামানের সব চালাকি শিখে ফেললো।

আর ওনিয়েংগো যদি এসব মন্ত্রপড়া কোনো কিছু একটা অকুমুর ওপরে প্রয়োগও করতো তাহলেও মনে হয় সে অকুমুকে খুশি করতে পারতো না। অকুমুকে সে যতই পেটাকনা কেনো অকুমু মুখে মুখে তর্ক কেটেই যেতো। সে বেশ অহংকারীও ছিলো আবার আমাকে বেশ তাচ্ছিল্যও করতো, বাড়ির টুকটাক কাজে তাকে সাহায্য-টাহায্য করতে চাইলে সে প্রায়ই আমাকে না করে দিতো। তার তিন নম্বর আরও একটা বাচ্চা ছিলো– নাম অউমা, এই যে এখানে বসে আছে এই বাচ্চার মতো– সে তার নতুন বাচ্চার যত্ন আত্তি করতে করতে গোপনে পালানোর ফন্দি এঁটেছিলো। একদিন রাতে, তখন সারাহর বয়স বারো আর বারাকের নয়, তখন সে পালানোর উদ্যোগ নিলো। সে সারাহকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বললো যে সে কেন্ডুতে পালিয়ে যাচ্ছে। সে সারাহকে এটাও বললো যে এত রাতে বাচ্চাদের যাওয়াটা খুবই কঠিন হবে, এবং এটাও বলেছিলো যে তোরা বড় হলে আমার কাছে আসিস। তারপর সে কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ওনিয়েংগো ঘটনা জানতে পেরে রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেলো। প্রথমে সে ভাবলো অকুমুকে সে চিরতরে ছেড়ে দেবে, কিন্তু যখন সে দেখলো না বারাক এবং সারাহ এখনও ছোটই আছে, আবার আমারও দুই দুটো বাচ্চা যারা এখনও বেশ ছোটই তখন সে কেন্ডুতে অকুমুর পরিবারের কাছে গেলো এবং অকুমুকে ফেরত চাইল। কিন্তু এবার অকুমুর পরিবার তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। কারণ তারা পুনরায় অকুমুর বিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকজনের কাছে যৌতুক নিয়ে নিয়েছিলো এবং অকুমু তার নতুন স্বামীর সাথে টাঙ্গানিইকাতে চলে গিয়েছিলো। ওনিয়েংগোর কিছুই করার ছিলো না, সুতরাং সে অ্যালেগোতে ফিরে এলো। তখন সে নিজেকেই নিজে বলেছিলো, "এটা কোনো ব্যাপারনা," তারপর আমাকে বলল যে এখন থেকে তুমি এসব বাচ্চার মা।

তোমার দাদা আর আমি কেউই জানতাম না অকুমু শেষ কবে সারাহর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। কিন্তু সারাহ তার মায়ের নির্দেশনা মনে রেখেছিলো এবং কয়েক সপ্তাহ না যেতেই সারাহ একদিন মধ্যরাতে বারাককে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলো, ঠিক যেমন তার মা সারাহকে ডেকে তুলেছিলো। সে বারাককে চুপ থাকতে বলে তাকে কাপড় চোপড় পরিয়ে দিলো, তারপর দু'জন মিলে কেন্ডুর উদ্দেশে হাঁটা ধরলো। আমার এখনও অবাক লাগে যে ওরা বেঁচে আছে। ওরা দুই

www.pathagar.com

সপ্তাহ ধরে হেঁটেছিলো, প্রতিদিন বেশ কয়েক মাইল করে হাঁটতো, রাস্তায় তাদের পাশ দিয়ে যারা যেতো তাদের কাছ থেকে তারা লুকিয়ে পড়তো, মাঠে শুয়ে ঘুমাতো আর খাবারের জন্য ভিক্ষে করতো। কেন্ডু থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তারা হারিয়ে গিয়েছিলো, শেষপর্যন্ত ওরা একটা মহিলার নজরে পড়ে, ওদের দেখে মহিলাটির বেশ মায়া হয়, প্রচণ্ড নোংরা অবস্থায় ছিলো ওরা আর বলতে গেলে একেবারেই না খাওয়া, মহিলাটি ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওদের খাইয়েছিলো এবং ওদের নামধাম জিজ্ঞেস করেছিলো; তখন মহিলাটি বুঝতে পেরেছিলো যে ওরা কারা, তখন সে তোমার দাদার কাছে লোক পাঠিয়েছিলো খবর দিতে। এরপর ওনিয়েংগো এসে দেখলো ওদের কী হাল হয়েছে, আর এই প্রথম লোকজন দেখলো যে ওনিয়েংগো কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

বাচ্চারা অবশ্য এরপর আর কখনো পালানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু আমার মনে হয় না ওরা ওদের এই পালানোর ঘটনা কখনও ভুলে যাবে। সারাহ ওনিয়েংগোর কাছ থেকে সবসময় একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতো, আর মনে মনে সে অকুমুর প্রতি তার অন্তরের টান বজায় রেখেছিলো, কারণ সে বড় হয়ে সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলো কী জঘন্য আচরণটাই না তার মায়ের সাথে তার বাবা করেছিলো। আর আমার বিশ্বাস সে আমাকে তার মায়ের জায়গায় দেখে চরম বিরক্ত ছিলো। বারাকের প্রতিক্রিয়া ছিলো অন্যরকমের। তাকে ফেলে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা সে কখনই ভুলতে পারেনি, সে এমন ভাব করতো যেনো অকুমুর কোনো অস্তিত্বই নেই। সে সবাইকে বলতো যে আমিই তার মা, আর সে বড় হয়ে অকুমুকে টাকা পয়সা পাঠাতো এবং সে তার জীবনের শেষদিকে অকুমুর সঙ্গে সবসময়ই ঠাণ্ডা আচরণ করতো। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো নানান দিক থেকে সারাহর সাথে সারাহর বাবার ব্যক্তিত্বে দারুণ মিল আছে। সেও তার বাবার মতোই কড়া ধাঁচের, কঠোর পরিশ্রমী, এবং খুব সহজেই রেগে যেতো। অন্যদিকে বারাক তার মায়ের মতোই বন্য এবং একগুঁয়ে ছিলো। কিন্তু অবশ্যই একটা কথা হলো যে কেউই নিজের ভেতর ওসব কিছু টের পেতো না।

তুমি সহজেই আশা করতে পারো যে, ওনিয়েংগো তার বাচ্চাদের ব্যাপারে ভীষণ কড়া ছিলো। সে তাদের কঠিন পরিশ্রম করিয়ে নিতো এবং কাউকেই বাড়ির বাইরে খেলতে দিতো না, কারণ সে বলতো যে অন্য বাচ্চারা নোংরা আর অভদ্র। ওনিয়েংগো যখনই বাইরে বের হতো তখন আমি ওই সব নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করতাম না, কারণ বাচ্চাদের অবশ্যই অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে হবে, ঠিক যেমন তাদের খেতে হবে, ঘুমাতে হবে। কিন্তু তোমার দাদাকে আমি কি করতাম না করতাম তা কখনই বলতাম না, আর তোমার দাদা আসার আগেই আমি ওদের খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতাম।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা ছিলো না, বিশেষ করে বারাকের বেলায়। ছেলেটা খুবই বদমাশ ছিলো! ওনিয়েংগোর সামনে সুবোধ বালকের মতো শান্তশিষ্ট থাকতো

www.pathagar.com

এবং ওর বাবা ওকে কিছু করতে বললে কখনই মুখফুটে কিছু বলতো না। কিন্তু ওর বাবা না থাকলে সে যা ইচ্ছে তা-ই করে বেড়াতো। ওনিয়েংগো ব্যবসার কাজে গেলে, বারাক ঠিকঠাকমতো সাজুগুজু করে বেরিয়ে পড়তো অন্য ছেলেদের সাথে মারামারি করতে, নয়তো নদীতে সাঁতার কাটতে, কিংবা প্রতিবেশীদের বাগান থেকে ফলমূল চুরি করতো আর নয়তো অন্য কারও গরুর পিঠে চড়ে বসে থাকতো। প্রতিবেশীরা এ নিয়ে ওনিয়েংগোর কাছে সরাসরি যেতে ভয় পেতো, সুতরাং ওরা এসে আমাকে ওসব বিচার দিতো। কিন্তু আমি কখনও বারাকের ওপর ক্ষেপে যেতাম না এবং সবসময়ই বারাকের বোকামিগুলো তার বাবার কাছে ঢেকে রাখতাম, কারণ আমি ওকে আমার নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতাম।

তোমার দাদাও বারাককে খুবই ভালোবাসতো, যদিও তার আচরণে ওটা প্রকাশ পেতো না, বারাককে সে পছন্দ করতো কারণ বারাক ছিলো খুবই বুদ্ধিমান, বারাক তখনও একজন শিশু, ওই সময়ই ওর বাবা ওকে বর্ণমালা, সংখ্যা এসব শিখিয়েছিলো এবং বাবাকে এসবে ছাড়িয়ে যেতে বারাকের খুব বেশি সময় লাগেনি। এসব কারণেই ওনিয়েংগো বারাকের ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলো, কারণ ওনিয়েংগোর মতে জ্ঞানই হচ্ছে সাদাচামড়াওয়ালাদের ক্ষমতার উৎস এবং সে চাইতো তার পুত্র ঠিক সাদাদের মতোই শিক্ষিত হবে। সারাহর শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে তার অতটা মাথাব্যথা ছিলো না, যদিও সারাহও বারাকের মতোই মেধাবী ছিলো। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা ছিলো যে মেয়েদের পড়ানো মানে অযথা পয়সা নষ্ট করা। সারাহ তার প্রাইমারি স্কুল শেষ করে যখন হাইস্কুলের জন্য তার বাবার কাছে স্কুল ফি চাইল তখন তার বাবা তাকে বললো, "আমি কেন তোমাকে পড়িয়ে পয়সা নষ্ট করতে যাবো, কারণ তুমি তো অন্য লোকের বাড়িতে থাকবে?" যাও তোমার মায়ের কাজে সাহায্য করো আর কিভাবে একজন ভালো বউ হতে হয় তা শিখে নাও।"

এ কারণেই সারাহ আর তার ছোট ভাইয়ের ভেতর একটা মনকষাকষি চলতে থাকলো, বিশেষ করে সারাহ জানতো যে বারাক পড়াশোনায় সবসময় মনযোগী নয়। কিন্তু তারপরও সব কিছু সে সহজেই শিখে ফেলতে পারতো। বারাক প্রথমে কাছাকাছি একটা মিশন স্কুলে গিয়েছিলো, কিন্তু সে পরেরদিনই স্কুল থেকে চলে এসেছিলো এবং এসে ওর বাবাকে বলেছিলো যে সে ওই স্কুলে পড়বে না কারণ ওই স্কুলে পড়ায় একজন মহিলা আর সে যা পড়ায় সবই তার জানা আছে। এরকম মনোভঙ্গি সে তার বাবার কাছে থেকে পেয়েছে, সুতরাং ওনিয়েংগো কিছুই বলতে পারতো না। তারপর সবচেয়ে কাছাকাছি স্কুলটা ছিলো ছয় মাইল দূরে এবং আমি প্রতিদিন তার সাথে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। এখানে তার শিক্ষক ছিলো একজন পুরুষ মানুষ। কিন্তু বারাক একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারলো যে সে পুরুষ মানুষ হলেও তার সমস্যা সমাধানে সে যথেষ্ট নয়। প্রশ্নের উত্তর বারাকের সবসময়ই জানা থাকতো এবং মাঝে মধ্যে সে পুরো ক্লাসের সামনে মাস্টারেরই ভুল শুধরিয়ে দিতো। তার এই বেয়াদবির জন্য মাস্টার তাকে বেশ

www.pathagar.com

বকাঝকা করতো। এসব কারণে বারাক হেডমাস্টারের হাতেও প্রচুর বেতের পিটুনি খেতো। কিন্তু এতে সে অবশ্য একটা জিনিস শিখতে পেরেছে তা হলো পরের বছর যখন সে নতুন ক্লাসে যাবে তখন ওই নতুন ক্লাসের ক্লাস নেবে একজন মাস্টারনি, আমি খেয়াল করে দেখেছিলাম এবার আর ওর কোনো অভিযোগ নেই।

তারপরও স্কুলের প্রতি সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো, যখন সে একটু বড় হলো, তখন সে স্কুল কামাই দিতে লাগলো, মাঝে মধ্যে সে পুরো সপ্তাহজুড়ে স্কুল কামাই দিতো। পরীক্ষার কয়েক দিন আগে সে তার কোনো বন্ধুকে খুঁজে নিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তো। সে বসে বসে নিজে নিজেই যে কোনো কিছু কয়েক দিনের মাথায় শিখে যেতে পারতো। পরীক্ষার ফল বেরোলে সবসময়ই দেখা যেতো যে সে ফার্স্ট হয়েছে। তবে দু-একবার অবশ্য সে ফার্স্ট হতে পারেনি, ফার্স্ট হতে না পারলে সে আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে আসতো, কারণ ফার্স্ট হতে হতে তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছিলো মাত্র একবার কি দু'বার– সাধারণত সে হাসতে হাসতেই বাড়িতে আসতো আর সে তার বুদ্ধির গরব করতো।

বারাকের অহংকারে নিষ্ঠুরতা ছিলো না– ওর সাথে যারা পড়তো তাদের সাথে তার আচরণ খুব ভালো ছিলো, সে ওদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতো। ওর অহংকারটা ছিলো এমন যে কোনো বাচ্চা যেমন খুব ভালো দৌড়াতে পারে নয়তো ভালো শিকার করতে পারে জেনে খুব গরব করে ঠিক ওই ধরনের। সুতরাং তার অহংকারে অন্যরা যে বিরক্ত কিংবা অসন্তুষ্ট হতো সে তা বুঝতেই পারতো না। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার পরেও সে এ ধরনের অনেক কিছুই বুঝতে পারতো না। কোনো বার-এ কিংবা রেস্তোরাঁয় সে যদি তার কোনো ক্লাসমেটের দেখা পায় যারা এখন মিনিস্টার কিংবা ব্যবসায়ী, তখন সে সবার সামনেই ওদের বলবে যে ওদের আইডিয়াগুলো খুব নিম্নমানের। সে তাদের বলতো, "ওহ, আমার মনে পড়েছে, আমি তো তোমাকে অঙ্ক কষা শেখাতাম, তো তুমি কিভাবে এখন এত বড় মানুষ হলে?" তারপর সে একচোট হাসতো এবং তাদের বিয়ার কিনে দিতো, বিয়ার খেতে সে খুবই পছন্দ করতো। কিন্তু এইসব লোকদের স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে যেতো যে বারাক সত্যি কথাই বলছে, তারা মুখে রাগ প্রকাশ করতো না।

তোমার বাবার যখন টিন-এজ, তখন কেনিয়ায় খুব দ্রুত কিছু ওলটপালট ঘটলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর আফ্রিকান যুদ্ধ করেছে। ওরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে বার্মায় ও প্যালেস্টাইনে নিজেদের খুব ভালো যোদ্ধা বলে প্রমাণ করেছিলো। ওরা দেখেছে যে সাদারাই সাদাদের সাথে যুদ্ধ করছে, ওরা নিজেরাই নিজেদের মারছে। ওরা একটা জিনিস শিখেছিলো যে আফ্রিকানরাও সাদাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে পারে, ওরা আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে দেখা করেছিলো যারা অ্যারোপ্লেন চালাতে পারে, সার্জারি করতে পারে। ওরা যখন কেনিয়ায় ফিরে এলো, তখন তারা তাদের এই নতুন জ্ঞান সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাইলো এবং সাদাদের শাসন ব্যবস্থায় আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলো না। লোকজন স্বাধীনতা নিয়ে গুঞ্জন শুরু

www.pathagar.com

করে দিলো। মিটিং মিছিল এসব হতে লাগলো, প্রশাসনের কাছে নানা পিটিশন যেতে থাকলো, অভিযোগ উঠলো জমি বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে, প্রধান কমিশনের ক্ষমতার বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠতে থাকলো যে প্রধান কমিশন সরকারি প্রজেক্টে সবাইকে মাগনা খাটিয়ে নিচ্ছে। এমনকি যেসব আফ্রিকান মিশন স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলো তারাও তাদের নিজস্ব চার্চ এর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো; ওরা সাদাদের দোষারোপ করতে লাগলো যে ওরা আফ্রিকানদের ছোট করে খ্রিষ্টান ধর্মটাই নষ্ট করেছে। আগে এ ধরনের সমস্ত কর্মকাণ্ড কিকুইল্যান্ডের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকতো। কারণ ওখানকার উপজাতিরা সাদাদের জোঁয়াল টানতে টানতে হাঁপিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু নুরাও নিপীড়িত হচ্ছিলো, বিশেষ করে সাদারা ওদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নিতো। আমাদের এলাকায় লোকজনও কিকুইদের সাথে সাথে বিক্ষোভ দেখাতে লাগলো এবং পরে ব্রিটিশরা যখন জরুরি অবস্থা জারি করলো তখন অনেককেই জেলখানায় বন্দি করা হলো এবং অনেক মানুষই লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিলো।

অন্য অনেক ছেলেদের মতো তোমার বাবাও স্বাধীনতা নিয়ে বেশ প্রভাবিত হয়েছিলো, সে স্কুল থেকে ফিরে আসলে যেসব মিছিল মিটিং সে দেখেছিলো সেসব নিয়ে কথাবার্তা বলতো। কেএএনইউ-এর মতো বেশ কয়েকটা দলের দাবিদাওয়ার সাথে তোমার দাদাও একমত ছিলো, কিন্তু স্বাধীনতা নিয়ে সে বেশ সংশয়ের ভেতর ছিলো; কারণ তার ধারণা হলো আফ্রিকানরা শ্বেতাঙ্গ আর্মিদের সাথে লড়াই করে জিতবে পারবে না। "আফ্রিকানরা কি করে শ্বেতাঙ্গদের হারাবে," সে বারাককে জিজ্ঞেস করতো "আফ্রিকানরা তো নিজেদের জন্য একটা বাইসাইকেলও তৈরি করতে পারে না? আর সে বলতো যে আফ্রিকানরা কখনই সাদাদের হারাতে পারবে না কারণ কালোরা কাজ করে শুধু তার পরিবার কিংবা গোত্রের জন্য, যেখানে সাদারা কাজ করে তাঁদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। "একটা সাদা মানুষ একটা পিঁপড়ের মতো," ওনিয়েংগো বলতো "তাকে সহজেই পিষে ফেলা যায়, কিন্তু এরা পিঁপড়ের মতো দলবেধে কাজ করে। ওর জাতি, ওর ব্যবসা নিজের চেয়ে ওগুলোই ওদের কাছে বড়ো। সে তার নেতার নেতৃত্ব মেনে চলে এবং তার আদেশের বিরুদ্ধে সে টুশব্দ করে না। কিন্তু কালোরা ঠিক ওরকম নয়। সবচেয়ে গর্দভ কালোমানুষটাও মনে করে সে জ্ঞানীদের চেয়ে বেশি জানে। এ কারণেই কালো সবসময়ই হেরে যাবে।"

তার এরকম মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তাকে একবার গ্রেফতার করা হয়েছিলো। ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের জমিতে কাজ করতো একজন আফ্রিকান সে তোমার দাদার সাথে খুব হিংসা করতো। এই লোকটাকে তোমার দাদা একবার বেশ গালাগাল করেছিলো, কারণ লোকটা লোকজনদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে এবং সেগুলো সে নিজের পকেটে ঢোকায়। জরুরি অবস্থার সময় লোকটাকে এএনইউ-এর সাপর্টারের তালিকায় ওনিয়েংগো নাম ঢুকিয়ে দেয় এবং শ্বেতাঙ্গকে

www.pathagar.com

সে জানায় যে ওনিয়েংগো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। একদিন ওই সাহেবদের আসকারিরা ওনিয়েংগোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলো, ওরা ওকে নিয়ে গিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দিলো। শেষ পর্যন্ত শুনানিতে দেখা গেলো যে সে আসলে নির্দোষ। কিন্তু তাকে ক্যাম্পে প্রায় ছ'মাস থাকতে হয়েছিলো। তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিলো এবং খুবই নোংরা অবস্থায় সে এলেগোতে ফিরে এসেছিলো। এখানে আসার পর তার হাঁটতে বেশ কষ্ট হতো, তার মাথা উকুনে ভরে গিয়েছিলো। সে খুবই লজ্জা পেয়েছিলো, সে বাড়িতেও ঢুকতে চাইলোনা এবং কী হয়েছে তাও বলতে চাইলো না। তার বদলে সে আমাকে তার জন্য পানি গরম করতে বললো আর একটা রেজার নিয়ে আসতে বললো। সে তার মাথা কামিয়ে ফেললো এবং অনেকক্ষণ ধরে গোসল করলো, আমিও তার গোসলে সাহায্য করলাম। এই ঠিক এখন যেখানে তুমি বসে আছো সেখানে গোসল করিয়ে ছিলাম। আর সেদিন থেকেই দেখতে পেলাম যে সে বুড়ো হয়ে গেছে।

বারাক ওই সময় বাড়ি থেকে দূরে ছিলো এবং সে এই ডিটেনশন লেটারের কথা শুনেছিলো, তার তখন ড্রিস্টিক্ট এক্সাম চলছিলো এবং সে ভর্তি হয়েছিলো ম্যাসেনো মিশন স্কুলে, ওটা ছিলো প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে ইকুয়েটর-এর কাছে। বারাকের জন্য ওটা ছিলো খুবই সম্মানজনক একটা ব্যাপার, কারণ খুব কম আফ্রিকানই উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সুযোগ পেতো, আর ম্যাসনে যেত সবচেয়ে ভালো ছাত্ররা। কিন্তু তোমার বাপের অসংযত আচরণ স্কুলের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। সে গোপনে ওর ডরমেটরিতে মেয়েদের নিয়ে আসতো, সে মেয়েদের সাথে খুব মিষ্টি করে কথা বলতো আর মেয়েদের সব ধরনের স্বপ্নপূরণ করবে বলে কথা দিতো। সে আর তার বন্ধুরা মিলে আশেপাশের ফার্মে হানা দিয়ে মুরগি আর গাছ আলু চুরি করে আনতো, কারণ ডরমেটরির খাবার দাবার তাদের পছন্দ ছিলো না। ওই স্কুলের মাস্টাররা তার এসব কর্মকাণ্ডের অনেক কিছু দেখেও তাকে তেমন কিছু বলতো না কারণ তারা দেখেছিলো যে ছেলেটা খুব মেধাবী। কিন্তু বারাকের বদমায়েশি এতই চরমে উঠল যে শেষ পর্যন্ত স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো।

ওনিয়েংগো এতে এতই ক্ষেপে গেলো যে সে বারাককে লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে পিঠ থেকে রক্ত বের করে দিলো। কিন্তু বারাক দৌড়ে পালালও না আবার কোনো রকম কোনো কান্নাকাটিও করলোনা; আর কী হয়েছে না হয়েছে তার আদ্যপান্তও সে তার বাবাকে জানালো না। শেষ পর্যন্ত ওনিয়েংগো বারাককে বলে দিলো, "তুমি যদি আমার বাড়িতে থেকে ঠিকঠাকমতো আচরণ করতে না পারো তাহলে তোমাকে দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই।" পরের সপ্তাহে ওনিয়েংগো বারাককে জানিয়ে দিলো যে সে সমুদ্রতীরে বারাকের যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে, ওখানে ওকে কেরানি কাজ করতে হবে।" "পড়াশোনার কী মূল্য তুমি এখন টের পাবে।" ওনিয়েংগো বলেছিলো, "তুমি ফূর্তি কর কিভাবে আমি তাই দেখবো, নিজের খাওয়ার টাকা নিজে জোগাড় করগে।

www.pathagar.com

বাবার কথা মেনে না নিয়ে বারাকের কোনো উপায় ছিলো না। সে মোসাবায় গিয়ে চাকরিটা নিলো। ওই অফিসটা ছিলো এক আরব ব্যবসায়ীর। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরই ওই আরবের সাথে তার ঝগড়া লেগে যায়, এবং সে বেতন না নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। সে আরেকটা কেরানির চাকরি খুঁজে নেয় কিন্তু এখানে তাকে বেতন কম দিতো। সে মরে গেলেও ওর বাবার কাছে কোনো প্রকার সাহায্যের জন্য বলেনি এমনকি তার ভুলও স্বীকার করেনি। যাই হোক, ওনিয়েংগোর কানে ওই সব কথা এসে পৌঁছালো এবং বারাক যখন বাড়িতে বেড়াতে এলো তখন ওর বাবা চেঁচামেচি শুরু করে দিলো সে একটা আস্ত গর্দভ। বারাক ওনিয়েংগোকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে তার নতুন চাকরি আগেরটার চেয়ে অনেক ভালো, তার বেতনও আগেরটার চেয়ে বেশি, এখানে তার মাসে কামাই একশ পঞ্চাশ শিলিং। তখন ওনিয়েংগো বললো, "কই দেখি তোমার ওয়েজ বুক, তুমি এত ধনী আমাকে একটু দেখাও দেখি।" তখন বারাক একটা কথাও বলছিলো না; ওনিয়েংগো জানতো যে তার ছেলে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে। সে বারাকের কুটিরে গিয়ে বারাককে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বললো কারণ ওর কারণে ওর বাবার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

বারাক চলে গেলো নাইরোবিতে এবং একটা রেলওয়েতে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে ফেললো। কিন্তু ওখানে সে ছিলো চরম বিরক্ত, আর তার মন চলে গেলো রাজনীতির দিকে। কিকুউরা জঙ্গলে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলো। কেনিয়াত্তার মুক্তির দাবিতে সব জায়গায় মিছিল মিটিং শুরু হয়ে গেলো। বারাক কাজের শেষে রাজনৈতিক মিটিং-এ যোগ দিতে থাকলো এবং বেশ কয়েকজনকে এএনইউ পার্টির নেতাদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো। একদিন এরকম একটা মিটিং চলাকালে পুলিশ চলে এলো, তারা বারাককে ধরে ফেললো কারণ বারাক মিটিং-এর আইন ভঙ্গ করেছিলো। সে জেলে চলে গেলো এবং জেল থেকে বাবার কাছে খবর পাঠালো যে ও জামিনের জন্য টাকা পয়সা দরকার। কিন্তু ওনিয়েংগো টাকা দেবে না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দিলো, আর আমাকে বলল যে ওর একটা উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার।

বারাক যেহেতু কেএএনইউ-এর নেতা ছিলো না সেহেতু সে কয়েক দিন পর এমনিতেই ছাড়া পেয়ে গেলো। কিন্তু ছাড়া পেলেও তার মনটা খুশি ছিলো না, তার মনে হতে লাগলো যে ওর বাপের কথাই মনে হয় ঠিক যে ও একটা অপদার্থ। ওর বয়স তখন বিশ আর ওর নিজস্ব বলতে ছিলই বা কি? রেলওয়ের চাকরিটাও হারালো। সে তার বাপের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলো, সঙ্গে টাকা পয়সাও নেই আর ভবিষ্যত বলেও কিছু নাই। এখন তার সাথে তার বউ আর একটা বাচ্চা। ওর বয়স যখন আঠারো তখন কেজিয়া নামের এক মেয়ের সাথে ওর দেখা হয়। ও ওর রূপে পাগল ছিলো, অল্প কিছুদিন প্রেমট্রেম করে ও ওকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর সে ভালো করেই জানতো যে বিয়ে করার যৌতুকের টাকা ওর বাপের কাছ

www.pathagar.com

থেকেই নিতে হবে, সে জন্য সে আমাকে তার হয়ে তার বাপকে বলতে বললো। ওনিয়েংগো প্রথমে দিতেই চাইলো না, আর সারাহ তার প্রথম স্বামী মরে যাওয়ার পর অ্যালেগোতে চলে এসেছিলো, সেও রাজি হলোনা। সে তোমার দাদাকে বললো যে কেজিয়া কেবল ধনসম্পদ দেখেই ওকে বিয়ে করছে। কিন্তু আমি ওনিয়েংগোকে বললাম যে বারাক যদি তার আত্মীয়স্বজনের কাছে যৌতুকের টাকা ধার চায় তাহলে ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে কারণ সবাই জানে যে বারাক ধনি ঘরের ছেলে। ওনিয়েংগো দেখলো যে হ্যাঁ, আমি ঠিক কথায় বলেছি, ওর মনটা তখন নরম হলো। বছরখানেক পর বারাক আর কেজিয়ার বিয়ে হলো, রয় এর জন্ম হলো। দু'বছর পর হলো অউমা।

বউবাচ্চা চালানোর জন্য বারাক যে কাজ পারলো সে কাজই করতে লাগলো এবং সে শেষ পর্যন্ত অন্য এক আরবকে পটিয়ে ফেললো, ওর নাম সুলাইমান, লোকটা তাকে অফিস বয় হিসেবে নিয়োগ দিলো। কিন্তু বারাক আগের মতোই গভীর হতাশ থেকে গেলো, আর ওর মনটাও ছটফট করতে থাকলো। তার বয়সী ম্যাসেনোর অন্য ছেলেরা এক সময় যাদের মাথা ওর ধারে কাছেও ছিলো না, তারাই ইতিমধ্যে উগান্ডার মাকারেরি বিশ্ববিদ্যালয় পাস দিয়ে বেরিয়েছে। কেউ কেউ পড়তে লন্ডনেও চলে গেছে। ওরা স্বাধীন কেনিয়ায় ফিরে এসে বড় বড় চাকরির আশা করছে। বারাক দেখলো যে তাকে সারা জীবন এই লোকটার অধীনেই কেরানিগিরি করে মরতে হবে।

তারপর তার ভাগ্য খুলে গেলো, দু'জন আমেরিকান মহিলা সৌভাগ্যের বেশ ধরে ওর কাছে এসেছিলো। ওরা নাইরোবিতে মাস্টারি করতো, ওদের সঙ্গে কিছু ধর্মীয় সংগঠনের যোগাযোগ ছিলো। আমার মনে হয় ওরা একদিন বারাক যে অফিসে কাজ করতো সেখানে এসেছিলো। তোমার বাবার কথায় ওরা দু'জনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং ওরা দু'জনই তোমার বাবার বন্ধু হয়ে যায়। ওরা তোমার বাবাকে পড়ার জন্য বইপত্র ধার দেয় এবং তাদের বাড়িতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং ওরা যখন দেখলো যে তোমার বাবা বেশ স্মার্ট একটা ছেলে তখন ওরা তাকে বললো যে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া উচিত। কিন্তু সে ওদের বুঝিয়ে বললো যে ওখানে পড়ার মতো তার অত টাকা-পয়সাও নেই আর ওর সেকেন্ডারি স্কুলের সার্টিফিকেটও নেই, কিন্তু ওই মহিলা দু'জন জানালো যে তারা তাকে একটা করাসপন্ডেন্স কোর্সের ব্যবস্থা করে দেবে তাহলে সে তার প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। সে যদি এতে সফল হতে পারে তাহলে তারা তাকে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়ার চেষ্টা করবে।

বারাক খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং খুব শিগগিরই করাসপন্ডেন্স কোর্সের জন্য লিখে পাঠালো। তার জীবনে এই প্রথম সে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যেতে লাগলো। প্রতিদিন রাতে এবং দুপুরের খাওয়ার ফাঁকে সে পড়াশোনা করা শুরু করে দিলো, সে তার নোটবুকে তার লেসন্সগুলো করে যেতে লাগলো। কয়েকমাস পর

www.pathagar.com

আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে সে পরীক্ষার জন্য বসলো। পরীক্ষার রেজাল্ট দিতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিলো, আর এই কয়েক-মাসে রেজাল্টের চিন্তায় সে নাওয়া-খাওয়া করতেই পারতোনা। সে এতই শুকিয়ে গেলো যে আমাদের মনে হলো ও মনে হয় মরেই যাবে। একদিন চিঠি এলো। ও যখন চিঠিটা খুলল তখন অবশ্য আমি সেখানে ছিলাম না। সে যখন আমাকে সংবাদটা দিলো তখন সে খুশিতে চেঁচাচ্ছিলো। তার সাথে আমিও খুব হাসলাম, এরকম ঘটনা তার জীবনে অনেক বছর আগে ঘটতো যখন সে স্কুল থেকে খুব গরব করতে করতে তার মার্ক নিয়ে ফিরতো।

তবে তখনও তার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই, এবং তখনও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভর্তির সুযোগ দেয়নি। ওনিয়েংগো তার ছেলের প্রতি অবশ্য নরম হয়েছিলো, কারণ তার ছেলে দিন দিন দায়িত্ববান হচ্ছে, কিন্তু বারাকের টিউশন ফি, বিদেশ যাওয়ার খরচ এসব দেবার মতো টাকা তার কাছেও ছিলো না। গ্রামের কেউ কেউ অবশ্য টাকা-পয়সা দিতে চেয়েছিলো কিন্তু তাদের অনেকের ভয় হলো বারাক টাকা পয়সা নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। এরপর বারাক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চিঠি লিখতে থাকলো সে একটার পর একটা লেখতেই থাকলো। শেষমেশ হাওয়াই-এর একটা বিশ্ববিদ্যালয় চিঠির উত্তর দিয়ে জানালো যে তারা তাকে স্কলারশিপ দেবে। কেউই জানতো না যে জায়গাটা কোথায়, কিন্তু বারাকের তাতে কোনো বিকার নেই। সে তার পোয়াতি বউ আর ছেলেকে আমার কাছে রেখে মাসখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে ওখানে চলে গেলো।

আমেরিকায় কী হয়েছিলো তা আমি বলতে পারবোনা। প্রায় বছর দুয়েক পর বারাকের কাছ থেকে আমরা একটা চিঠি পেলাম, চিঠিতে লেখা যে তার সাথে এই আমেরিকান মেয়েটার দেখা হয়েছে, ওর নাম অ্যান, এবং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। এখন, বেরি, তুমি হয়তো শুনে থাকবে যে তোমার দাদার ওই বিয়েতে অমত ছিলো। এটা সত্যি, কিন্তু তুমি যে কারণটা বলেছিলে সেটা সে কারণে না। তোমার বাবা যে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করছে তা তোমার দাদা বিশ্বাস করতো না। সে বারাকের কাছে চিঠি লিখলো, চিঠিতে বললো, "বাড়িতে একটা বউ রেখে তুমি কিভাবে একজন সাদা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছো? এই মেয়েটা কি তোমার সাথে এখানে এসে লু মহিলাদের মতো জীবনযাপন করবে? তোমার যে আগের বউবাচ্চা আছে সেকি সেটা মেনে নেবে? আমি কখনই শুনিনি যে সাদারা এইসব ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে। ওদের মেয়েগুলো খুব হিংসুটে হয় আর ওরা খুব আহ্লাদিও হয়। আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি তাহলে ওই মেয়েটার বাবাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলো, আমরা পুরো পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা বলি। এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে বয়স্করা, বাচ্চা ছেলেরা না!" সে তোমার নানা স্ট্যানলির কাছেও এসব বলে চিঠি লিখেছিলো।

www.pathagar.com

তুমি তো জানই তোমার বাবা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেই ছিলো। সে শুধু তোমার জন্মের পর তোমার বাবাকে জানিয়ে দিলো যে ঘটনা কি ঘটেছিলো। আমরা খুব খুশি যে ভাগ্যিস বিয়েটা হয়েছিলো, তানা হলে আমরা তোমাকে এখন এখানে আমাদের মধ্যে পেতাম না। কিন্তু ওই সময় তোমার দাদা ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলো, সে বারাকের ভিসা বাতিল করে দেয়ার ভয় দেখিয়েছিলো। আর তোমার দাদার যেহেতু সাদাদের সাথে উঠাবসা ছিলো সেহেতু সে জানতো যে বারাকের চেয়ে সাদাদের প্রথা অনেক ভালো। কারণ বারাক যখন চূড়ান্তভাবে কেনিয়ায় ফিরে এলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে সে তোমাকে আর তোমার মাকে ফেলে চলে এসেছে, আর ওনিয়েংগোর আশংকা ছিলো ওরকমই।

বারাকের আসার কিছুদিন পরেই একজন সাদা মহিলা কিসুমুতে এসেছিলো বারাককে খুঁজতে। প্রথমে তো আমরা ওকেই তোমার মা বলে ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম ও-ই মনে হয় অ্যান। বারাককে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছিলো যে ওই মেয়েটা অ্যান নয় সে হলো রুথ। সে বললো যে ওই মেয়েটার সাথে ওর হার্ভাডে দেখা হয়েছিলো আর মেয়টা তাকে না জানিয়েই কেনিয়ায় চলে এসেছে। তোমার দাদা ওর এই গল্প বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ভাবল এটা মনে হয় তোমার বাপের আরেকটা বদমাসি। কিন্তু আমি অতটা নিশ্চিত ছিলাম না, কারণ প্রথমে মনে হয়েছিলো যে রুথকে বিয়ে করার ইচ্ছা বারাকের নেই। কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারবো না যে কিসে তার মন ঘুরে গেলো। সে হয়তো মনে করেছিলো যে রুথের সাথে তার নতুন জীবন বেশ মিলবে। আর নয়তো সে কারো কাছ থেকে শুনেছে যে কেজিয়া তাকে ছাড়াই বেশ ফুর্তিতে ছিলো, যদিও আমি তাকে বলেছিলাম যে ওই সব গালগল্প সত্যি নয়। আর নয়তো এরকম হতে পারে যে ও মুখে স্বীকার না করলেও রুথকে সে ভালোবাসতো।

কারণ যাই হোক না কেন, আমি ঠিকই জানতাম যে বারাক রুথকে বিয়ে করতে রাজি আছে, আর কেজিয়া বারাকের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে থাকবে তা রুথ পছন্দ করেনি। সে কারণে বাচ্চারা তাদের বাবাদের সাথে এবং তার নতুন বউ-এর সাথে চলে গেলো নাইরোবিতে। বারাক যখন অউমা আর রুথকে নিয়ে বেড়াতে এলো তখন অউমা বারাকের সাথে আসতে রাজি হয়নি এবং সে ডেভিড আর মার্ককেও সাথে করে নিয়ে আসতে দেয়নি। ওনিয়েংগো এ নিয়ে বারাকের সাথে সরাসরি আলোচনা করেনি। কিন্তু সে বারাককে শুনিয়ে শুনিয়ে তার বন্ধুদের বলতো যে, "আমার ছেলে এখন হোমরা-চোমরা মানুষ, কিন্তু সে যখন বাড়িতে আসে তখন তার জন্য তার বউয়ের বদলে তার মাকে রান্নাবাড়া করতে হয়।"

অন্যরা হয়তো তোমাকে বলেছে যে নাইরোবিতে তোমার বাবার কী হয়েছিলো। আমাদের সাথে তার খুব কমই দেখা হতো, সে সাধারণত খুব কম সময়ই আমাদের সাথে থাকতো। যখনই সে আসতো তখনই সে আমাদের জন্য দামি উপহার, টাকা পয়সা নিয়ে আসতো। আর সবাই তার সুন্দর পোশাক-আশাক আর বিশাল বড়

www.pathagar.com

গাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু তোমার দাদা তার সাথে খ্যাঁচম্যাচ করে কথা বলতো, যেনো সে একটা বাচ্চা ছেলে। ওনিয়েংগোর তখন বুড়ো হয়ে গেছে। সে তখন লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে এবং চোখে দেখতে পায় না বললেই চলে। আমার সাহায্য ছাড়া ও গোসলই করতে পারতো না। আমার মনে হয় এ জন্য সে লজ্জাও পেতো। কিন্তু বয়স হলেও তার রাগ কমেছিলোনা। পরে যখন বারাক ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো, তখন সে তার বাবার কাছে তার সমস্যাগুলো লুকানোর চেষ্টা করতো। সে উপহার আনতেই থাকলো যদিও ওগুলো তখন তার কেনার ক্ষমতা ছিলোনা, যদিও আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে সে তার গাড়িতে না এসে ট্যাক্সিতে করে আসে। সে শুধু আমার কাছেই তার গোপন কথাগুলো বলতো, তার দুঃখের কথা, তার মন খারাপের কথা বলতো। আমি তাকে বলতাম যে সে সরকারের সাথে খুবই ঘাউড়ামি করেছে। সে আমার সঙ্গে নীতি-নৈতিকতা নিয়ে কথা বলতো। আমি তাকে বলতাম যে তোমার নীতি-নৈতিকতা তোমার বাচ্চাদের ওপর বোঝার মতো চেপে আছে। সে আমাকে বলতো যে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। ঠিক ওর বাপ যেভাবে বলতো আর কী। তখন আমি আর উপদেশ না দিয়ে চুপচাপ তার কথা শুনতাম।

আর এটাই তার সবচেয়ে বেশি দরকার ছিলো যে কেউ একজন তার কথা শুনবে। যদিও তার অবস্থা আবারও ফিরতে শুরু করেছিলো, আর সে-ই এই বাড়িটা আমাদের জন্য করে দিয়েছিলো, কিন্তু তার মন খুব ভারি থাকতো। ওনিয়েংগো বারাকের সাথে যে রকম আচরণ করতো বারাকও তার বাচ্চাদের সাথে সেরকম আচরণ করতো। সে দেখতো যে সে আসলে তাদের দূরে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু তার আসলে কিছুই করার ছিলো না। সে তখনও লোকজনের সাথে গর্ব করতে, হাসি-তামাশা করতে আর মদ খেতে পছন্দ করতো। কিন্তু তার তামাশা ছিলো ফাঁকা। আমার মনে আছে ওনিয়েংগো মারা যাওয়ার আগে সে একবার এসেছিলো। ওরা দু'জন ওদের চেয়ারে বসেছিলো, মুখোমুখি হয়ে খাবার খাচ্ছিলো, কিন্তু দু'জন একটা কথাও বলেনি। কয়েক মাস পর ওনিয়েংগো যখন ভবলিলা সাঙ্গ করে পরপারে চলে গেলো, তখন বারাক বাড়িতে এসে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলো। সে খুব কম কথা বলেছিলো, এবং সে যখন তার বাবার কিছু জিনিসপত্র বাছাবাছি করছিলো তখন আমি তাকে কাঁদতে দেখেছিলাম।

দাদিমা উঠে পড়লেন, স্কার্ট থেকে ঘাস ঝেড়ে ঝেড়ে ফেললেন। পুরো উঠোনে সুনসান নীরবতা, নীরবতা ভাঙলো কেবল একটা পাখির উদ্বিগ্ন স্বরে ডাকাডাকিতে।" একটু পরেই বৃষ্টি নামবে," উনি বললেন এবং আমরা সবাই মিলে মাদুর এবং পেয়ালা জড়ো করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলাম।

ভেতরে ঢোকার পর দাদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম উনি বাবার কিংবা দাদার কোনো কিছু রেখে দিয়েছেন কি না? উনি তার শোবার ঘরে গেলেন, পুরোনো একটা

www.pathagar.com

চামড়ার ট্রাঙ্কে বেশি কিছু জিনিসপত্র বাছাবাছি করলেন। কয়েক মিনিট পর তিনি একটা পাসপোর্ট সাইজের একটা রঙচটা বই বের করলেন, সঙ্গে বেশ কয়েক রঙের কাগজপত্র, ওগুলো স্ট্যাপলার পিন দিয়ে একসাথে আটকানো, আর একদিকে কোনাচে করে কামড়ানো।

"আমি তো এগুলো ছাড়া আর কিছু পেলাম না" উনি অউমাকে বললেন। "অন্য জায়গায় থোয়ার আগেই ইঁদুর কাগজপত্র সব নিয়ে গেছে।"

অউমা আর আমি বসে পড়লাম এবং ওই বইটা আর কাগজগুলো আমাদের সামনে খুলে ধরলাম, লাল বইটার বাঁধাই ছিড়ে গেছে, কিন্তু কভারের লেখাগুলো এখনও স্পষ্ট : Domestic Servant's Pocket Register, ওটাতে লেখা, এবং ছোট অক্ষরে লেখা আছে, Issued under the Authority of the Registration of Domestic Servant's Ordinance, 1928, Colony and Protectorate of Kenya. বইটার ভেতরের কভারে আমরা দেখলাম দুই শিলং এর একটা ডাকটিকিট, ওনিয়েংগের ছবির ঠিক ওপরে, আর ডানে দেখলাম তাঁর বুড়ো আঙুলের টিপসই। কুঞ্চিত জায়গা এখনও স্পষ্ট, ঠিক কোরালের মতো ছাপমারা। বাক্সটা খালি পড়ে আছে যেখানে একসময় ওই ফটোগ্রাফ লাগানো ছিলো।

প্রস্তাবনায় বলা আছে : এই অধ্যাদেশের বিষয় গার্হস্থ্য কাজে চাকুরিপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির জন্য প্রামাণিক দলিল হিসেবে প্রদেয়, এবং চাকুরিপ্রাপ্ত সকলের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত এবং চাকরিপ্রাপ্ত যেসব ব্যক্তি এ ধরনের কাজে অযোগ্য বলে বিবেচিত তাদের কাছ থেকে চাকরি দাতাদের এই দলিল সুরক্ষা প্রদান করবে। চাকর পদটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে; রাঁধুনী, গৃহভৃত্য, পরিচারক, খানসামা, নার্স, ভ্যালিট (প্রভুর পোশাকের যত্ন নেওয়ার জন্য নিযুক্ত ভৃত্য), পানাগারিক (বার-বয়), ফুট ম্যান (খাবার টেবিলে খাবার পরিবেশনের জন্য নিযুক্ত খানসামা), কিংবা গাড়ি চালক, কিংবা ধোপা। পাস বই সঙ্গে বহন করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে : এই পাস বই ছাড়া যদি কোনো ভৃত্যকে পাওয়া যায় কিংবা যদি কোনো ভৃত্য এটা বিনষ্ট করে; তাহলে সে জরিমানা দিতে বাধ্য এবং জরিমানার পরিমাণ একশত শিলিং এর বেশি হবেনা কিংবা কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং এর মেয়াদ হতে হবে ছয়মাস কিংবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত হবে। এর পর নিবন্ধন কৃত ভৃত্যের বিস্তারিত বিবরণ, নামপরিচয়হীন কোনো এক কেরানি খুব সযত্নে এবং ধীরে সুস্থ্যে এই ফরম পুরণ করেছিলো :

Name : Hussein II Onyango
Native Registration Ordinance No : Rwl A NBI 0976717
Race or Tribe : Ja'Luo
Usual Place of Residence When Not Employed : Kisumu.
Sex : M
Age : 35

www.pathagar.com

Hieght and Build : 6' 0" Medium
Complexion : Dark
Nose : Flat
Mouth : Large
Hair : Curly
Teeth : Six Missing
Scars, Tribal Marks, or Other Peculiarities : None

বইটির পেছনে আমরা চাকরির বিবরণ খুঁজে পেলাম, ওখানে বেশ কয়েকজন চাকরিদাতার স্বাক্ষর এবং সত্যায়িত করা। ক্যাপ্টেন সি. হারফোর্ড অব নাইরোবি গভমেন্ট হাউস লিখেছেন যে ওনিয়েংগো performed his duties as personal boy with admirable diligence. মি. এজি ডিকসন বলেছেন তাঁর রান্না খুব চমৎকার he can read and write English and follows any recipes... apart from other things his pastries are excellent, ওনিয়েংগোর সেবা তাঁর আর প্রয়োজন নেই কারণ তিনি লিখেছেন I am no longer on safari. ড. এইচ এইচ শেরি পরামর্শ দিয়েছেন যে ওনিয়েংগো is a capable cook but the job is not big enough for him. অন্যদিকে পূর্ব আফ্রিকা সার্ভে গ্রুপ-এর মি. ডব্লিউ ও এইচ কুলি লিখেছেন যে after a week on the job, Onyango was found to be unsuitable and certainly not worth 60 shillings per month. এবার আমরা চিঠিপত্রের স্তুপের দিকে এগোলাম। ওগুলো আমার বাবার লেখা, একেকটা চিঠিতে একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা দেয়া। ত্রিশটারও বেশি ঠিকানায় লেখা চিঠি, মরগান স্টেট, সানটা বারবারা জুনিয়র কলেজ, সান ফ্রানসিসকো স্টেট এর প্রেসিডেন্ট বরাবর লেখা।

Dear president Calhoun একটা চিঠির শুরুটা এরকম I have heard of your college from Mrs. Helen Roberts of Palo Alto, California, who is now in Nairobi here. Mrs. Roberts, Knowing how much desirous I am to further my studies in the United States of America, has asked me to apply to your esteemed college for admission. I shall therefore be very much pleased if you will kindly forward me your application form and information regarding the possibility of such scholarships as your may be aware of. অনেক চিঠিতে মেরিল্যান্ডের সাহিত্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ মিস এলিজাবেথ মুনির সুপারিশপত্র সংযুক্ত করা আছে। It is not possible to obtain Mr. O'Bama's school transcripts, তিনি লিখেছেন, since he has been out of school for years. যাইহোক আমার বাবার মেধায় তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিলো, উনি উল্লেখ করেছেন observed him making use of algebra and geometry. উনি এর সাথে আরও যোগ করে বলেছেন যে কেনিয়ায় সমর্থ এবং আন্তরিক শিক্ষকের প্রয়োজন এবং given Mr. O'Bama's desire to be of service to his country, he should be given a chance, perhaps on a one-year basis.

www.pathagar.com

তাহলে এই সেই, আমি মনে মনে ভাবলাম। এই সেই আমার উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি। আমি চিঠিপত্রগুলো কাছাকাছি একটা তাকে নতুন করে রেজিস্ট্রি বুক-এর নিচে গুছিয়ে রাখলাম। তারপর গেলাম উঠোনের পেছনে। দুটো কবরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম, আমার চার পাশের সব কিছুর অস্তিত্ব টের পেলাম— শস্যমাঠ, আমগাছ, আকাশ— সব কিছু আমার কাছাকাছি চলে আসছে, ধারাবাহিক কতগুলো চিত্র একের পর আমার চোখে ভাসতে লাগলো। দাদিমার গল্পগুলো জীবন্ত হয়ে উঠলো।

আমি দেখতে পাচ্ছি আমার দাদা, তাঁর বাবার কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর ঢোল্লা ট্রাউজারে আর তাঁর বোতামহীন খোলা শার্টে তাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। আমি দেখলাম তাঁর বাবা তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর ভাইদের হাসাহাসি শুনছেন। আমি অনুভব করছি তাঁর ভ্রুর নিচ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে, তাঁর হাত-পায়ে গাঁট পড়ে যাচ্ছে; অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠছে তার হৃৎপিণ্ড এবং তিনি তাঁর শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন এই রক্তিম পৃথিবীর পথে। কিন্তু আমি জানি তাঁর সময়ের ওই পথ এখন বদলে গেছে অনবর্তনীয়ভাবে এবং পুরোপুরিভাবে।

তাঁকে এখন এই অনুর্বর, নির্জন জায়গায় নতুন করে নিজেকে পুনঃআবিষ্কার করতে হবে, নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়ে, উনি এই অজানা পৃথিবীর জঞ্জালের বাইরে সৃষ্টি করবেন এক জীবন এবং স্মরণ করবেন সেই পৃথিবী যা এখন সেকেলে হয়ে গেছে এবং এখনও তিনি বসে আছেন তাঁর চকচকে কুটিরে, বসে আছেন এক বৃদ্ধ যাঁর চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। আমি জানি উনি এখনও শুনতে পাচ্ছেন তাঁর ভাইয়েরা তাঁর পেছনে তাঁকে বিদ্রূপ করছেন। তিনি এখনও শুনতে পান সেই ক্যাপ্টেনের কাটা কাটা কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর তাঁকে এই তৃতীয়বারের মতো ও শেষবারের মতো বোঝাচ্ছে কতটুকু জিনের সাথে কতটুকু টনিক মেশাতে হবে। এই বুড়ো লোকটার গলার স্নায়ু শক্ত হয়ে আসছে, ক্রোধে ফুঁসে উঠছেন তিনি— উনি তাঁর লাঠিটা হাতে নিয়ে আঘাত করছেন কোনো একটা কিছুতে, যে কোনো কিছুতে। যতক্ষণ না তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত দুর্বল হয়ে এলো এই উপলব্ধিতে যে তাঁর হাতের সমস্ত শক্তি এবং তাঁর মনের সমস্ত শক্তি, তাঁকে নিয়ে এই বিদ্রূপ, এই গালাগাল তাঁর সঙ্গে আজীবন থেকে যাবে। চেয়ারে তাঁর শরীর শিথিল হয়ে আসে। তিনি জানেন যে তাঁর এই হাস্যকর নিয়তি তাঁর সঙ্গেই থেকে যাবে চিরকাল। তিনি মৃত্যুবরণ করতে চান, একাকী।

দৃশ্যগুলো ম্লান হয়ে আসছে, তার বদলে চোখে ভেসে আসছে নয় বছর বয়সী একটা বালকের ছবি— আমার বাবার ছবি। ক্ষুধার্ত, বড় বোনের হাত চেপে ধরে থাকা, মায়ের খোঁজে ক্লান্ত এক বালকের ছবি। তার এই ক্ষুধা তার জন্য প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিলো, ক্লান্তি তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো; ছেলেটা কাঁদতে শুরু করলো; সে তার বোনের হাত ঝাঁকিয়ে চলেছে। সে বাড়ি যেতে চায়, সে চিৎকার করছে, ফিরে

www.pathagar.com

আসছে তার বাবার বাড়িতে। সে এখানে এক নতুন মা খুঁজে পাবে। সে খেলায় হেরে যাবে এবং সে তার মনের ক্ষমতা সম্পর্কে শিখবে।

কিন্তু সেদিনের সেই মরিয়া মনোভাব সে ভুলে যাবে না। বার বছর পর, তার সেই অপ্রশস্ত ডেস্ক থেকে সে পলকে দেখে নেবে সেই একগাদা ফর্ম-এর স্তূপ, ক্লান্তিহীনভাবে তাকাবে আকাশের দিকে আর অনুভব করবে যে ওই একই আতঙ্ক ফিরে ফিরে আসছে। তাকেও আবিষ্কার করতে হবে নিজেকে। তার বস অফিসে নেই; সে তার ফর্মগুলো একপাশে রেখে এক পুরোনো ফাইল ক্যাবিনেট থেকে টেনে বের করলো নানান ঠিকানার এক দীর্ঘ তালিকা। ঝট করে টেনে নিলো টাইপরাইটার নিজের দিকে এবং শুরু করলো টাইপ করা। একের পর এক খামের ওপর, চিঠিগুলো ভরে ফেললো খামের ভেতর, ঠিক যেমন মানুষ তার বার্তা পুরে দেয় বোতলের ভেতর, তারপর সে চিঠিটা কোনো এক পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ফেলে দেবে চিঠির এক বিশাল সমুদ্রে, আর সম্ভবত যা তাকে নিয়ে যেতে পারবে তার বাবার লজ্জার দ্বীপ থেকে অনেক দূরে।

কিন্তু যখন তাঁর সেই প্রতীক্ষিত জাহাজ পাল তুলে তার কাছে এসেছিলো অবশ্যই তিনি নিজেকে কতই না ভাগ্যবান ভেবেছিলেন। যখন হাওয়াই থেকে চিঠিটি এলো, তখন তিনি অবশ্যই জানতে পারলেন যে তিনি মনোনিত হয়েছেন; তিনি তাঁর নামের মর্যাদা রাখতে পেরেছেন, *বারাকা*— ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাঁর ডিগ্রি, অ্যাসকট, আমেরিকান স্ত্রী, গাড়ি, কথাবার্তা, শরীর, ওয়ালেট, জিন-এর সাথে টনিকের সঠিক আনুপাতিক মিশ্রণ, চাকচিক্য এই সমস্ত জিনিস একখণ্ড কাপড়ের মতো জোড়াতালিহীনভাবে তাঁর সাথে মিশে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, আর তার পূর্বের সেই এলোমেলো জীবনও জোড়াতালিহীনভাবে তার সাথে মিশে আছে— তার পথে এখন কিসে বাঁধা?

তিনি তো প্রায় সফল হয়েইছিলেন, তাঁর নিজের পিতাও অমনভাবে সফল হওয়ার স্বপ্ন কখনই দেখতেন না। এবং এরপর, অনেক দূরে গিয়েও তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তিনি আসলে পালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি এখনও সেই ক্রোধ, সন্দেহ, পরাজয়ের ফাটল নিয়ে তাঁর বাবার দ্বীপেই আটকা পড়ে আছেন। তার মনের একটু গভীরে গেলেই দেখা যাবে সেই সব আবেগ এখনও দৃশ্যমান, শয়তানের নির্বিকার মুখের মতো এখনও উষ্ণ, গলিত ও জীবন্ত। আর তাঁর মা চলে গেছেন, চলে গেছেন চিরতরে...।

আমি মাটিতে বসে পড়লাম এবং মসৃন হলুদ টাইলের ওপরে হাত বুলিয়ে চললাম। বাবা! আমি কেঁদে উঠলাম। তুমি যে বিভ্রান্তিতে ছিলে তাতে লজ্জার কিছু নেই। ঠিক তোমার আগে তোমার বাবার বিভ্রান্তিতে যেমন লজ্জার কিছু ছিলো না। শুধু লজ্জার বিষয় ছিলো তোমাদের নীরবতা যে নীরবতার জন্ম হয়েছিলো ভয় থেকে। এই নীরবতাই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যদি এটা নীরবতার জন্য না হয়ে থাকতো তাহলে তোমার দাদা তোমার বাবাকে বলতেন তুমি কখনো

www.pathagar.com

নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়াতে পারো না। কিংবা তুমি নিজেকে নিজে নতুন করে সৃষ্টি করে নাও। তোমার বাবাও ওই একই শিক্ষা তোমাকে দিতেন। এবং তুমি, পুত্র হিসেবে, তোমার বাবাকে শেখাতে যে এই নতুন বিশ্বে যে বিশ্ব তোমাদের সবাইকে ইশারা করে ডেকেছিলো সেই বিশ্বে শুধু রেলরোড, ইনডোর টয়লেট, ইরিগেশন খাত, গ্রামোফোন, মৃত সব যন্ত্রপাতি এসব নিয়ে মগ্ন থেকেও এসব কিছুকেই পুরোনো রীতিনীতিতে আত্মীভূত করে ফেলা যেতো। তুমি তাঁকে বলতে পারতে এসব হাতিয়ায় তাদের জন্য এক ভয়াবহ ক্ষমতা নিতে আসতে পারে, যে তারা এসব দিয়ে পৃথিবীটাকে নতুন করে অবলোকন করতে পারবে। এই ক্ষমতাকে নতুন করে অবলোকন করতে পারবে। এই ক্ষমতাকে তারা তাদের বিশ্বাসের পাশাপাশি আত্মীভূত করে নিতে পারতো যে বিশ্বাসের জন্ম চরম দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে, আর এই বিশ্বাস মোটেও নতুন কিছু নয়, এই বিশ্বাস শ্বেতাঙ্গ কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ নয়, খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান নয়, এই বিশ্বাসের স্পন্দন আদি আফ্রিকান গ্রাম থেকে আদি কানসাস-এর বাস্তুভিটার হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত স্পন্দিত— আর তা হলো অপরের প্রতি বিশ্বাস।

নীরবতাই তোমাদের বিশ্বাসকে গলাটিপে হত্যা করেছে। আর এই বিশ্বাসের অভাবেই তোমরা অতীতের একটা দিক খুব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ছিলে আর আরেকটা দিক মোটেও ধরে রাখনি। তোমরা খুব বেশি আঁকড়ে ধরে ছিলে অতীতের কঠোরতা, অতীতের সন্দেহপ্রবণতা, অতীতের সেই পুরুষসুলভ নিষ্ঠুরতা। আর হারিয়ে ফেলেছিলে দাদিমার কণ্ঠের হাসি, ছাগল চরানো রাখালদের নির্মল সঙ্গ, হাটবাজারের গুঞ্জনধ্বনি, আগুনের চার পাশে গোল হয়ে বসে বলা সেই সব গল্পের ঝুড়ি। আনুগত্য যে আনুগত্য পূরণ করতে পারতো প্লেন আর রাইফেলের অভাব। উৎসাহ প্রদানমূলক কথাবার্তা নিবিড় আলিঙ্গন। এক শক্তিশালী সত্যিকার ভালোবাসা। তোমাদের এসব প্রকৃতিদত্ত উপহার— সংবেদনশীল মন, মনোযোগের ক্ষমতা, মুগ্ধতা— এসব কিছু পেছনে ফেলে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে তোমরা কখনই সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না...।

অনেকক্ষণ যাবৎ ওই দুই কবরের মাঝখানে বসে বসে আমি কাঁদছিলাম। শেষ অশ্রুবিন্দুটি আমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ার পর, আমার মনে এক প্রশান্ত ভাব চলে এলো। আমি অনুভব করলাম একইসূত্রে বাঁধা ওই ব্যক্তিবৃন্দ শেষ অব্দি নিবিড় হয়ে এলো। আমি উপলব্ধি করলাম আমি কে, কিসে আমার এত উদ্বিগ্নতা, এটা আর শুধু বোধশক্তি কিংবা নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলোনা, এটা শুধু আর কথার ঘোরপ্যাঁচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলোনা। আমি দেখলাম আমেরিকায় আমার যে জীবন আমার সেই কৃষ্ণাঙ্গ জীবন, শ্বেতাঙ্গ জীবন, বাল্যকালে নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করার সেই অনুভূতি, শিকাগোর সেই আশা ও নিরাশার অভিজ্ঞতা— এসব কিছুই এক সমুদ্র ওপারের ওই ছোট্ট ভূমিখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাম কিংবা শরীরের চামড়ার সেই আকস্মিক মিলের চেয়েও ব্যাপারটি আরও বেশি তীব্রভাবে সম্পর্কিত।

www.pathagar.com

আমি যে ব্যথা অনুভব করি তা আমার বাবার মনের ব্যথা। আমার মনে যে প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলো আমার ভাইদের প্রশ্ন। তাদের সংগ্রাম, আমার জন্মগত অধিকার।

হালকা বৃষ্টি পড়া শুরু হলো, পাছের পাতায় পানির ফোঁটা পড়তে লাগলো। ঠিক যখনই আমি একটা সিগারেট ধরাতে গেলাম তখনই আমার হাতে আরেকটা হাতের স্পর্শ টের পেলাম। আমি আমার পাশে উবু হয়ে বসে থাকা বার্নাডের খোঁজ করার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম, আমরা দু'জন মিলে চেষ্টা করলাম একটা পুরোনো ছাতার নিচে আশ্রয় নেওয়ার।

"তুমি ঠিক আছ কি না ওটা দেখার জন্য ওরা আমাকে বলেছে," সে বলল।

আমি মুচকি হাসলাম। "হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।"

সে মাথা নোয়ালো, ট্যারা চোখে তাকালো আকাশের মেঘের দিকে এবং বললো "তুমি আমাকে একটা সিগারেট দিচ্ছো না কেনো, আমি বসে বসে তোমার সাথে সিগারেট খাবো।"

আমি তার মসৃণ কালো মুখটার দিকে তাকালাম তারপর সিগারেটটা বাক্সের ভেতর পুরে রাখলাম। "আমার সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার দরকার," আমি বললাম। "চলো, তার বদলে আমরা হাঁটি।"

আমরা উঠে দাড়িয়ে ওই কম্পাউন্ডের প্রবেশপথের দিকে এগোলাম। অল্প বয়সী ছেলে গডফ্রে রান্নাঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে একটা মাটির দেয়ালে ক্রেনের মতো ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আপাতত একটা মুচকি হাসি দিলো। "চলে এসো," বার্নাড ছেলেটাকে হাত ইশারায় ডাকলো। "তুমি আমাদের সঙ্গে হাঁটতে যেতে পারো।" সুতরাং আমরা তিনজন মিলে আঁকাবাকা ধুলোপথ বেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তায় দু'পাশে জন্মানো গাছপালা থেকে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিতে থাকলাম আর নানান উপত্যকায় নেমে আসা রামধনু দেখতে থাকলাম।

www.pathagar.com

উপসংহার

আমি কেনিয়াতে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে থেকে গেলাম। আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম নাইরোবিতে, ওখানে চলতে থাকলো একের পর এক ডিনার, আরো বেশি তর্কবিতর্ক, এবং আরও আরও গল্প। দাদিমা অউমার অ্যাপার্টমেন্টে থেকে গেলেন এবং প্রতি রাতেই আমি তাঁদের ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। একদিন আমরা সবাই মিলে একটা ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে জড়ো হলাম ফ্যামিলি পোর্ট্রেট তোলার জন্য, মহিলারা সবাই তাদের উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ আর নীল রঙের গাউন পরে এলেন আর পুরুষেরা ছিলেন সবাই লম্বা লম্বা, দাঁড়ি সেভ করে এবং নিখুঁত সাজগোজ করে সবাই এসেছিলেন আর এই ফটোগ্রাফার ছিলেন আংশিক ইন্ডিয়ান, ঘন ঝোপের মতো ভ্রু জোড়া, মন্তব্য করলেন, চমৎকার একটা ফটোগ্রাফ হবে এটা।

এর খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রয় ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে এলেন। দাদিমা ফিরে গেলেন হোম স্কয়ারড-এ। দিনগুলো হঠাৎ করেই নির্জন হয়ে গেলো, অউমা আর আমার ওপর কেমন একটা বিষাদ ভর করে বসলো, যেনো আমরা কোনো এক স্বপ্ন থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এলাম। কিংবা খুব শিগগির আমাদেরও ফিরে যেতে হবে আমাদের অন্য জীবনে এবং এই চিন্তাতেই মনে হয় ওরম বিষণ্নতা চেপে বসেছে আমাদের ওপর, আমাদের আবারও একে অপরকে ছেড়ে আলাদা হয়ে যেতে হবে, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম একদিন জর্জকে দেখতে যাব, আমার বাবার শেষ শিশুসন্তান।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত খুবই বিশ্রী হয়ে গেলো, আমরা ওর মাকে না জানিয়েই খুব তাড়াহুড়া করে ওর কাছে যাওয়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছিলাম : আমরা খুব সাদামাটাভাবে জিতুনিকে নিয়ে একটা ছিমছাম একতলা স্কুল ভবনে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম, ওখানে একদল ছেলেমেয়ে ঘাসে ভরা এক বিশাল মাঠে খেলাধূলা করছিলো। ক্লাসের ফাঁকের এই বিরাতির সময়টা দেখভাল করছিলেন যে শিক্ষক

www.pathagar.com

তাঁর সাথে এক সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা বলার পর জিতুনি আমাদের কাছে এক বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। ছেলেটা দেখতে বেশ সুদর্শন, গোলগাল মাথা, চোখে ভীষণ সতর্ক দৃষ্টি। জিতুন নিচে ঝুঁকে পড়ে অউমা এবং আমাকে দেখিয়ে দিলো।

"ও হলো তোমার বোন অউমা," জিতুনি ওকে বললো, "ও তোমাকে হাঁটুর ওপর নিয়ে তোমার সঙ্গে খেলতো আর ও হলেন তোমার ভাই, সেই আমেরিকা থেকে শুধু তোমাকে দেখার জন্যই এসেছে।"

ছেলেটা খুব সাহসের সাথেই আমাদের সঙ্গে হাত মেলালো, কিন্তু ওর চোখ বারবার ফিরে যাচ্ছিলো খেলার দিকে। আমরা তখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই স্কুলের প্রিন্সিপাল তাঁর অফিস রুম থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন যে, ছেলেটার মায়ের অনুমতি যেহেতু নেই সেহেতু আমাদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। জিতুনি ওই ভদ্রমহিলার সাথে তর্কজুড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অউমা বললো, না, আন্টি, উনি ঠিকই বলছেন। আমাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত"

গাড়ি থেকে আমরা দেখতে পেলাম জর্জ তার বন্ধুদের ভেতর ফিরে গেলো, গোল গোল মাথা, আর ফোলা ফোলা হাঁটু নিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে ঘষটা খাওয়া বলের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে, ওদের ভিড়ে ওকে আর আলাদাভাবে চেনাই গেলনা। তখন আমার হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেলো আমার বাবার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনাটা, তাঁর উপস্থিতি আমার ভেতর এক ধরনের ভয় আর অস্বস্তির জন্ম দিয়েছিলো, এবং এই প্রথমবারের মতো আমাকে বাধ্য করলো আমার নিজের জীবনের রহস্যকে বিবেচনায় নিয়ে আসতে। আর আমি স্বস্তি পেলাম এই ভেবে যে সম্ভবত কোনো একদিন, যখন জর্জ বড় হয়ে হয়তো জানতে চাইবে কে তার বাবা ছিলো, কারা তার ভাই, কারা তার বোন, এবং সে যদি কখনও আমার কাছে আসে তাহলে আমি তাকে গল্প বলে শোনবে যা আমি জানি।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি অউমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে লু-দের ওপর ভালো কোনো বইপত্র আছে কি না, সে আমাকে তার প্রাক্তন শিক্ষিকার কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলো, ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা, উনার নাম হলো ড. রুকিয়া ওদেরো, উনি বাবার বন্ধু ছিলেন। আমরা যখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন উনি কেবল রাতের খাবার খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছিলেন, উনি আমাদের খাওয়ার জন্য বেশ পীড়াপীড়ি করলেন। তেলাপিয়া আর উগালি দিয়ে খাবার খেতে খেতে, প্রফেসর আমাকে বললো যে আমি যেনো তাঁকে অবশ্যই রুকিয়া বলে ডাকি, তারপর এদেশে এসে আমার কেমন লাগলো জানতে চাইলেন।

জানতে ইচ্ছে করছে এখানে এসে আমি হতাশ হয়েছি কিনা। আমি তাঁকে বললাম, না আমি হতাশা হয়নি, যদিও অনেক কিছু না জেনেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

"ভালো," রুকিয়া তাঁর চশমাটা নাকের ব্রিজের ওপরে ঠেলে দিয়ে বললেন, "আর এজন্যই তো আমরা ঐতিহাসিকরা কিছু একটা করে খেতে পারছি। সারা দিন আমরা বসে বসে নতুন একটা প্রশ্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, কাজটা আসলেই ক্লান্তিকর। বদমাসি করার জন্য বিশেষ ধরনের মানসিক ধাতের প্রয়োজন। তুমি জানো, আফ্রিকাকে অলীক কল্পনার রঙে রঞ্জিত করার প্রবণতা আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ তরুণীদের ভেতর রয়েছে। তোমার বাবা আর আমি যখন তরুণ বয়সী ছিলাম, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো ছিলো— আমরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম আমেরিকায়, হারলেমে, শিকাগোতো, ল্যাংস্টোন হগ্‌স এবং জেমস ব্যাল্ডউইনের ভেতর। ওসব জায়গা থেকেই আমরা আমাদের প্রেরণা খুঁজে পেতাম। এবং কেনেডিরা— ওরা খুব জনপ্রিয় ছিলো। আমেরিকায় পড়তে পারার সুযোগাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো। খুব আশাব্যঞ্জক একটা সময়। আর অবশ্যই ফিরে আসার পর আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম যে আমাদের নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা সবসময়ই আমাদের জন্য অতটা ভালো ছিলো না। কিংবা যারা আমাদের পাঠাতো তারাও নয়। আর এসব তালগোল পাকানো ইতিহাসের সাথেই আমাদের মোকাবেলা করতে হয়।"

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কৃষ্ণাঙ্গ তরুণরা আফ্রিকায় এসে হতাশ কেন হয়? উনি তাঁর মাথা ঝাঁকালেন এবং হাসলেন। "কারণ এখানে তারা অকৃত্রিমতা খুঁজতে আসে," উনি বললেন, "আর তখনই ওরা হতাশ হতে বাধ্য। এই যে দেখো, যে খাবারটা আমরা খাচ্ছি। অনেক লোকই তোমাকে বলবে যে লু-রা হচ্ছে মাছ-খেকো মানুষ। কিন্তু সব লু-দের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। এ কথা খাটে কেবল যেসব লুরা হ্রদের ধারে বসবাস করে। এমনকি ওই লু-দের জন্যও কথাটা সবসময় সত্য নয়। হ্রদের চার পাশে বসতি গড়ে তোলার আগে ওরা ছিলো মেষপালক, ঠিক মাসাইদের মতো। এখন, তুমি এবং তোমার বোন যদি তোমাদের মতো আচরণ করো এবং এখান থেকে খাবার ভাগ করে খাও, তাহলে আমি তোমাদের চা খাওয়ার অফার দেবো। কেনিয়ানরা তাদের চায়ের গুণাগুণ নিয়ে খুবই গর্বিত তুমি হয়তো ওটা খেয়াল করেছো। কিন্তু অবশ্যই আমরা এই স্বভাবটা পেয়েছি ইংরেজদের কাছ থেকে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এধরনের বস্তু কখনই পান করত না। আর আমরা বিশেষ এক ধরনের মসলা দিয়ে এই মাছ রান্না করি। আর মসলাটা এসেছে ভারত কিংবা ইন্দোনেশিয়া থেকে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছো এই সামান্য খাবারের ভেতরেই অকৃত্রিমতা খুঁজে পাওয়া মুশকিল যদিও এই খাবারটা নিঃসন্দেহে আফ্রিকান।"

রুকিয়া উগালির একটা বল হাতে ভাজ করে নিয়ে তার স্টিউতে ঢোকালেন। "তুমি অবশ্যই নিষ্কলঙ্ক আমেরিকা কামনা করার ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের দোষ দিতে পারো না। যে নিষ্ঠুরতার ভেতর দিয়ে তারা গেছে— এবং পত্রিকায় এখনো মাঝে মধ্যে দেখি তারা এখনও নিপীড়িত হচ্ছে— এরপর তাদের এই

www.pathagar.com

আকাঙ্ক্ষায় আর কোনো অসামান্যতা নেই। ইউরোপিয়ানরাও ওই একই জিনিস চায়— নিষ্কলঙ্ক অতীত। জার্মানরা চায়, ইংরেজরা চায়... তারা সবাই এথেন্স আর রোমকে নিজেদের বলে দাবি করে, বস্তুত ঘটনা হলো তাদের পূর্বপুরুষেরা ক্লাসিকাল সংস্কৃতি বিনষ্ট করতে বেশ ভালো সহায়তা করেছে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিলো অনেক আগে, যার কারণে তাদের পক্ষে কাজটা করা বেশ সহজ হয়েছে। তাদের স্কুলগুলোতে তুমি দেখবে, ইউরোপিয়ান চাষীদের দুঃখ দুর্দশার কথা অধিকাংশ প্রামাণিক ইতিহাসেই বলা নেই। শিল্পবিপ্লবের দুর্নীতি ও শোষণ, উপজাতিগুলোর হৃদয়হীন যুদ্ধ এসবই খুব লজ্জার কথা যে ইউরোপিয়ানরা নিজেদের দেশের অন্য বর্ণের মানুষদের সাথে কি ব্যবহারটাই না করেছে। সুতরাং সাদাদের প্রবেশের পূর্বে আফ্রিকায় যে স্বর্ণযুগ ছিলো এমন ধারণা করা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।"

"একটা সংশোধন আছে," অউমা বলল,

"সত্যি কথাগুলোই সাধারণত বেশি সংশোধনযোগ্য হয়ে থাকে," রুকিয়া মুচকি হেসে বললেন, "তুমি জানো, মাঝে মধ্যে আমি সবচেয়ে খারাপ জিনিসটা ভাবি তাহলো এই যে ঔপনিবেশিকতাবাদ অতীত সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘোলাটে করে ফেলেছে। সাদাদের ছাড়াও হয়তো আমরা আমাদের নিজেদের ইতিহাসকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারতাম। আমরা হয়তো আমাদের কতিপয় সাবেক প্রথাগুলোকে যোগ্য বিবেচনা করে সংরক্ষণ করতে পারতাম। অন্যগুলোকে আমরা হয়তো ঘষামাজা করে ওগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে পারতাম। দুর্ভাগ্যবশত সাদারা আমাদের ভেতর খুব বেশি পরিমাণ আত্মরক্ষামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছে। যে সমস্ত জিনিস তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যাওয়ার পরও টিকেছিলো সে সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা আঁকড়ে ধরে রাখার অবসান ঘটিয়েছিলাম, বহু বিবাহ; যৌথ জমির মালিকানা। এগুলো তাদের সময় বেশ ভালো কাজ করেছিলো, কিন্তু এখন ওগুলো প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়। হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে পুরুষেরা, ব্যবহার করে সরকার। এবং এমনকি তুমি যদি এ জাতীয় কথাবার্তা বলো তাহলে বলবে যে তুমি পশ্চিমা মতাদর্শ দ্বারা সংক্রমিত।"

"তাহলে কিভাবে খাপ খাওয়ানো উচিত?" অউমা বললো

রুকিয়া কাঁধ ঝাকালেন। "এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবে পলিসি মেকাররা। আমি কেবল একজন হিস্টোরিয়ান মাত্র। কিন্তু আমার সন্দেহ, আমরা এরকম ভান করতে পারি না যে আমাদের পরিস্থিতির ভেতর অসংগতির অস্তিত্ব নেই। আমরা আসলে যা করতে পারি, তা হলো বেছে নেওয়া। যেমন, মেয়েদের খৎনার বিষয়টি কিকুউদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রথা, মাসাইদেরও তাই কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে কাজটাকে খুবই বর্বরোচিত মনে হবে। সম্ভবত আমরা এই খৎনার কাজটা হসপিটালে করতে পারতাম, হসপিটালে করালে মৃত্যুর হারটা কমিয়ে আনা যেতো। রক্তপাত যথাসম্ভব সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যেতো কিন্তু তুমি শুধু খৎনার

www.pathagar.com

অর্ধেকটা করে রাখতে পারো না। এতে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারে না। সুতরাং আমাদের অবশ্যই বেছে নিতে হবে। এই একই কথা প্রজোয্য আইনের ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। উপজাতিদের আনুগত্যের সঙ্গে এই সমস্ত জিনিসের একটা দ্বন্দ্ব লেগে যেতে পারে। তুমি কোনো বিধিবিধান তৈরি করে তোমার গোত্রের কোনো সদস্যকে গোত্র থেকে অব্যহতি দিতে পারো না। তাহলে তুমি কী করতে পারো? আবারও তুমি বাছাই করতে পারো। তুমি যদি ভুল বাছাই করে, তাহলে তুমি তোমার ভুল থেকে শিখতে পারবে, তুমি দেখো কোনটাতে কাজ হয়।"

"আমি আমার আঙুলগুলো চেটে নিয়ে আমার হাতটা ধুয়ে নিলাম। "তাহলে সত্যিকারের আফ্রিকান বলে কি আর একটা জিনিসও নেই?"

"আহ, কথা হলো সেটাই, তাই না?" রুকিয়া বললো। "এই জায়গাটার আলাদা একটা বিশেষত্ব আছে বলেই মনে হয়। আমি জানি না জিনিসটা কী। তবে সম্ভবত আফ্রিকানদের সময় সম্পর্কে এক অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে কেননা তারা নানান জায়গায় যতদূর সম্ভব খুব বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিংবা হতে পারে যে আমরা আমাদের জানার চেয়ে বেশি পরিমাণ দুর্ভোগের সাথে পরিচিত। কিংবা এই জায়গাটাই হয়তোবা। আমি জানি না সম্ভবত আমি নিজেও রোমান্টিক, আমি ভালো করেই জানি এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আমি বেশিদিন থাকতে পারবো না। এখনও এখানে লোকজন পরস্পর কথা বলে। যখন আমি স্টেটস-এ ঘুরতে যাই, তখন তাই জায়গাটাকে নিঃসঙ্গ মনে হয়—"

হঠাৎ করেই পুরো বাড়ির বাতিগুলো নিভে গেলো। রুকিয়া হাই তুললেন ব্লক আউট এখন একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, উনি বললেন, ম্যান্টলপিচের ওপর রাখা মোমবাতিটা জ্বালানোর জন্য আমি তাঁকে আমার লাইটারটা এগিয়ে দিলাম। আর অন্ধকারে বসে বসে জিতুনির বলা একটা গল্প আমার মনে পড়ে গেলো, আমি একটা মন্তব্য করলাম যে নাইট রানার অবশ্যই দূর হয়ে যাবে। রুকিয়া মোমবাতি জ্বালালেন, মোমবাতির আলোয় তাঁর মুখে একটা বিদ্রূপের মুখোশ দেখা দিলো।

"তুমি তো দেখছি নাইট রানার সম্পর্কে জানো তাহলে! হ্যাঁ, ওরা অন্ধকারে খুবই শক্তিশালী, আমাদের এলাকায় ওসব অনেক আছে, বলা হয় যে ওরা নাকি রাতে হিপোদের সাথে হাঁটে। আমার মনে আছে একবার..."

মোমবাতি ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে বাতিগুলো জ্বলে উঠলো। রুকিয়া ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন এবং মাথা নেড়ে বললেন। "যাক, শেষ পর্যন্ত শহরে বিদ্যুৎ চলে এলো। আমার মেয়ের কাছে নাইটরানারের কোনো মূল্যই নেই। ওর প্রথম ভাষা কিন্তু লু নয়, এমনকি সোয়াহেলিও নয়। এর প্রথম ভাষা ছিলো ইংরেজি। ওর বন্ধুদের সঙ্গে প্রথমবার যখন ওকে কথা বলতে শুনলাম তখন কথাগুলো কেমন অনর্থক মনে হচ্ছিলো। তারা ইংরেজি, সোহায়েলি, জার্মান, লু সব মিশিয়ে কথা বলছিলো। মাঝে মধ্যে আমি বিরক্ত হয়ে যেতাম। যে কোনো একটা

www.pathagar.com

ভাষাই ঠিকমতো শেখোনা কেনো, আমি তাদের বলতাম। রুকিয়া নিজেই হেসে উঠলেন। "কিন্তু ধীরে ধীরে ওসব বলা ছেড়ে দিলাম— আসলে এসব ক্ষেত্রে কিছুই বলার নেই। কারণ ওরা একটা মিশ্র জগতে বাস করে। আমার মনে হয় ঠিকই আছে। শেষ পর্যন্ত আমি আমার মেয়ের মধ্যে আফ্রিকান অকৃত্রিমতা খোঁজার চেয়ে তার ভেতর তার নিজস্বতা খোঁজার দিকেই বেশি আগ্রহি হয়ে উঠলাম।"

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিলো; আমরা রুকিয়াকে তাঁর আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু তাঁর কথাবার্তাগুলো আমার ভেতরে থেকে গেলো, আমার নিজস্ব স্মৃতিচারণকে আরও উসকে দিলো, উসকে দিলো আমার নিজস্ব দীর্ঘ লালিত প্রশ্নকে। ওখানে থাকার শেষ সপ্তাহে, অউমা আর আমি ট্রেনে চেপে একটা সমুদ্রতীরে গেলাম এবং মোম্বাসার এক পুরোনো বিচফ্রন্ট হোটেলে থাকলাম, এই জায়গাটা এক সময় আমার বাবার খুব পছন্দের জায়গা ছিলো। জায়গাটা খুবই ভদ্রগোছের, পরিচ্ছন্ন, এই অগাষ্ট মাসে এই জায়গাটা জার্মান ট্যুরিস্ট দিয়ে ভরে গেছে, আর আমেরিকান নাবিকরা তট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমরা ওখানে খুব বেশি কিছু করিনি, শুধু পড়েছি, সাঁতার কেটেছি, এবং সমুদ্রসৈকতের ধার ঘেঁষে হেঁটেছি, আর দেখেছি বিবর্ণ সব কাঁকড়ারা ভুতের মতো তাদের গর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন আমরা মোম্বাসার পুরনো শহর দেখতে গেলাম এবং ফোর্ট জেসাসের পুরোনো সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম, এই দুর্গটা প্রথম বানিয়েছিলো পর্তুগিজরা, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের ট্রেডরুটকে আরো সংহত করার জন্য, পরবর্তীকালে ওটার দখল নিয়েছিলে দ্রুতগামী ওমানি জাহাজ, এরপর ওটা ছিলো ব্রিটিশদের বিচহেড, তখন তারা সমুদ্র দূরবর্তী এলাকাগুলোতে সোনা আর হাতির দাঁতের খোজে ঘুরে বেড়াতো, আর এখন? এটা একটা ফাঁকা পাথরের খাঁচা হয়ে আছে, এর বিশাল দেয়ালের গা কাগজের মন্ডের মতো ছিলে ছিলে উঠে গিয়ে বিবর্ণ কমলা, সবুজ এবং গোলাপি রঙ ধারণ করেছে, অচেতন কামানগুলো তাক করা শান্ত সমুদ্রের দিকে যেখানে এক নিঃসঙ্গ জেলে তাঁর জাল নিক্ষেপ করছেন সমুদ্রের পানিতে।

নাইরোবি থেকে ফেরার পথে আমরা নিজেদের একটু জাহির করার সিদ্ধান্ত নিলাম, টিকিট কিনলাম বাসের, যে বাসের আসনগুলো পূর্বনির্ধারিত। বিলাসিতার আমেজ ছিলো ক্ষণস্থায়ী; জনৈক এক যাত্রীর গুঁতো লাগছিলো আমার হাঁটুতে, সে তার রিক্লাইনিং চেয়ারে বসে পুরো পয়সা উসুল করতে চায়, তারপর হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো, বাসের ছাদের ফুটো দিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করলাম টিস্যু দিয়ে ওটার ফুটো বন্ধ করতে কিন্তু ব্যর্থ হলাম।

শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি থামলো, আমরা নিজেদের দেখতে পেলাম কাঁকর, ঝোপঝাড় আর দু-একটা বাউবাব গাছের এক ঊষর ল্যান্ডস্কেপ এর মাঝে, বাউবাব গাছগুলো তার নগ্ন ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে, আর প্রচুর পাখি তাদের গোল গোল বাসা তৈরি করে ডালটাকে সাজিয়ে রেখেছে। আমার মনে পড়ছে আমি কোথায় যেনো পড়েছিলাম যে

www.pathagar.com

বাউবাব গাছে নাকি বছরের পর বছর কোনো ফুল ফোটে না, এটা খুব সামান্য বৃষ্টির পানিতেও বেঁচে থাকতে পারে; বিকেলের অস্পষ্ট আলোয় এসব গাছ দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে কেন মানুষ নিজেদের অতিন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে— ওগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো নানান প্রেতাত্মা আর অপদেবতাদের আশ্রয় দিয়ে থাকে, মনে হচ্ছে মানুষ প্রথম এই গাছের নিচেই এসেছিলো। ওগুলোর বেখাপ্পা আকৃতির জন্যই যে ওগুলোকে অমন লাগছে তা নয়, ডোরাকাটা আকাশের নিচে ওগুলো এক প্রাগ-ঐতিহাসিক রূপরেখা তৈরি করে আছে। "ওগুলোকে দেখতে এমন লাগছে মনে হচ্ছে প্রতিটি গাছ একটা করে গল্প বলতে পারবে," অউমা বললো, এবং ব্যাপারটা সত্যিই, একেকটা গাছকে একেকটা চরিত্র বলে মনে হচ্ছে; যে চরিত্রগুলো দেখতে মহৎও নয় আবার নিষ্ঠুরও নয় কিন্তু বেশ টেকসই, এতে এমন একটা গোপনীয়তা আছে যার গভীরতা আমি কখনই মেপে কূল পাবো না, এর এমন একটা প্রাজ্ঞভাব আছে যা ভেদ করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। গাছগুলো আমাকে বিরক্তও করলো আবার সুখীও করলো, গাছগুলোকে দেখতে এমন লাগছে যেনো ওগুলো তাদের শেকড় উপড়ে ফেলে কোথাও যেনো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে— এই পৃথিবীতে এক জায়গার সঙ্গে আরেক জায়গার কোনো পার্থক্য নেই এই-জাতীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য তারা হেঁটে যাচ্ছে না, তারা হেঁটে যাচ্ছে এই জ্ঞান অর্জনের জন্য যে একটি মুহূর্ত বয়ে নিয়ে চলে তার পূর্বের সমস্ত মুহূর্তগুলোকে।

কেনিয়ায় প্রথমবার যাওয়ার পর প্রায় ছয় ছয়টি বছর কেটে গেছে এবং পৃথিবীতে বদল ঘটেছে বিপুল পরিমাণে।

আমার কাছে, তুলনামূলকভাবে এই সময়টা ছিলো শান্ত নির্জন একটা পর্ব। এই সময়ে যতটা না সংহতকরণের ঘটনা ঘটেছে তার চেয়ে অনেক কম ঘটেছে কোনো কিছু উদ্ভাবনের ঘটনা, আমরা যা যা নিজেরা করবো বলে মনে করি আমাদের উন্নতির জন্য শেষ পর্যন্ত তা আমরা অবশ্যই করি। আমি হাভার্ড ল স্কুলে গেছি, ওখানে তিন বছরে আমি বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছি স্বল্পালোকিত লাইব্রেরিগুলোতে, ওখানে অভিনিবেশসহকারে অধ্যায়ন করেছি মামলা মকদ্দমা আর সংবিধিগুলো। মাঝে মধ্যে আইন পড়াটাকে অসহ্য মনে হতো, এটা হচ্ছে এক অসহযোগিতামূলক বাস্তবতার সংকীর্ণ যতসব আইন এবং গোপন ক্রিয়াবিধি প্রয়োগের ব্যাপার; এটা হচ্ছে ক্ষমতাবানদের কারবারকে বিধি অনুসারে আরও মহিমান্বিত করা এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা।

কিন্তু সব আইনই ওরকম নয়। আইন একটা স্মৃতিশক্তিরও ব্যাপার বটে; আইন হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা কথোপকথনের একটা প্রামান্য লিপি, একটা জাতি তার চেতনা নিয়ে ওখানে তর্কে লিপ্ত হয়।

আমরা এইসব সত্য স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধারণ করি। এই বাক্যটির ভেতর আমি শুনতে পাই ডগলাস এবং ডেলানির স্পিরিট, শুনতে পাই জেফারসন এবং

www.pathagar.com

লিংকন-এর স্পিরিট; দেখতে পাই মার্টিন এবং ম্যালকম-এর সংগ্রাম আর দেখতে পাই অঘোষিত মার্চারদের যারা এ বাক্যটিকে বাস্তবে রূপদান করতে চায়। আমি শুনতে পাই জাপানি পরিবারদের কণ্ঠস্বর যারা কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর অন্তরীত; শুনতে পাই লোয়ার ইস্ট সাইড-এ মিষ্টির দোকানে নকশা কাটায় ব্যস্ত তরুণ রাশিয়ান ইহুদিদের কণ্ঠস্বর; চূর্ণবিচূর্ণ অবশিষ্টাংশ ট্রাকে লোড করছে ধূলিময় এলাকার যেসব কৃষকেরা তাদের কণ্ঠস্বর। শুনতে পাই অ্যালটগেল্ড গার্ডেনস-এর মানুষের কণ্ঠস্বর, শুনতে পাই তাদের কণ্ঠস্বর যারা দাঁড়িয়ে আছে এই দেশের সীমান্তের ওপারে, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত একদল মানুষ যারা অতিক্রম করছে রিও গ্রান্ডে। আমি শুনতে পাই এই সমস্ত মানুষ শোরগোল চেঁচামেচি করছে নিজ নিজ স্বীকৃতির জন্য, তাদের প্রত্যেকের ওই একই প্রশ্ন, যে প্রশ্ন আমার জীবনকে গড়ে তুলছে, যে প্রশ্ন আমি রাতের গভীর যামে আপন মনে আমার বাবাকে করেছি। আমাদের কমিউনিটি কী, আর এই কমিউনিটিকে কিভাবে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা যায়? আমাদের নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে? কিভাবে আমরা ক্ষমতাকে ন্যায়বিচারে রূপান্তর করতে পারবো? কিভাবে পারবো আমাদের ভাবপ্রবণতাকে ভালবাসায় রূপান্তর করতে? আইনের বইতে যেসব উত্তর আমি খুঁজে পাই তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনা– ব্রাউন ভি.বোর্ড অব এডুকেশন-এ আমি মামলা মকদ্দমার একটা হেতু খুঁজে পাই যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ আর লোকের কাছে বিবেকের জলাঞ্জলি দিতে হয়। এবং এখনও, এসব কথোপকথনে এইসব সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে, আমি দেখতে পাই যে আমি বেশ পরিণতভাবেই উৎসাহিত, এই বিশ্বাসে যে যত দিন ধরে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসিত হতে থাকবে, তত দিন ধরে তা আমাদের কোনো না কোনোভাবে একটা বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে এবং শেষ পর্যন্ত তা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সরলতার এতই পার্থক্য যে সময় সময় এই বিশ্বাস টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হয়ে যায়। শিকাগো ফিরে আমি দেখতে পেলাম সমস্ত সাউথ সাইড জুড়ে অবক্ষয় আরও তরান্বিত হচ্ছে– নেইবারহুডগুলো জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা আরও বেশি খিটখিটে স্বভাবের হয়ে উঠছে আর চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, মধ্যবিত্তরা দলবেঁধে চলে যাচ্ছে শহরতলিতে, আবেগোচ্ছল তরুণদের ভিড়ে জেলখানাগুলো ফেটে পড়ছে, আমার ভাইদের কোনো উন্নতি নেই। কিন্তু একটা মানুষকেও আমি এই প্রশ্ন করতে শুনলাম না যে আমরা কি এমন কাজটা করেছি যে আমাদের বাচ্চাদের হৃদয় দিন দিন কঠোর হয়ে যাচ্ছে, কিংবা সম্মিলিতভাবে কী করলে বাচ্চাদের নৈতিকতার কম্পাস সঠিক দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায়– আমরা কোন মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকব। আর এর বদলে আমি দেখছি যে আমরা সবসময় যা করে থাকি এখনও তাই করছি, ভাবখানা এমন করছি যে এসব বাচ্চারা আমাদের কেউ না। এই

www.pathagar.com

জোয়ার উল্টো দিকে ফেরানোর জন্য আমি আমার ছোট্ট পরিসরে কাজ শুরু করেছি। এবং শুরু করেছি আইনসংক্রান্ত অনুশীলনের মাধ্যমে, আমি কাজ করি বেশির ভাগই চার্চ এবং কমিউনিটি গ্রুপের সঙ্গে, কাজ করি ওই সব নারী-পুরুষের সাথে যারা শহরের ভেতর শান্তশিষ্টভাবে গড়ে তুলছে মুদির দোকান, হেলথক্লিনিক এবং দরিদ্রদের জন্য গড়ে তুলছে আবাসন। সবসময়ই আমি দেখি যে আমি কোনো না কোনো বৈষম্যবিষয়ক মামলায় কাজ করছি, আমাদের অফিসে এসে মক্কেলরা যেসব গল্প বলেন, সেসব গল্প শুনে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে যেনো এসব ঘটনা পৃথিবীতে আর না ঘটে। মক্কেলদের অধিকাংশই তাদের ওপর ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে বিব্রত, যদিও তাদের শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীরা তাদের হয়ে মামলায় সাক্ষী দিতে চান; কেউই আসলে গোলোযোগ সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না। এবং তারপরও বিশেষ কোনো এক অবস্থানে গিয়ে বাদি এবং সাক্ষী উভয়েই যদি বুঝতে পারে যে একটি মৌলিক সত্য এখন ঝুঁকির সম্মুখীন, যা কিছু ঘটেছে সে সব কিছু ঘটার পরেও, দুইশত বছর আগে কাগজে যা লেখা হয়েছে তা অবশ্যই কোনো না কোনো অর্থবহন করে। সাদা এবং কালো, উভয়েরই দাবি আছে এই কমিউনিটির ওপরে যে কমিউনিটিকে আমরা বলি আমেরিকা। ওরা আমাদের উত্তম ইতিহাসকে বাছাই করে নেবে।

আমার মনে হয় আমি গত কয়েক বছরে আরও বেশি ধৈর্যধারণ করা শিখেছি, অন্যদের ব্যাপারেও যেমন ধৈর্যধারণ করতে পারি নিজেদের ব্যাপারেও তেমন ধৈর্যধারণ করতে পারি। যদি তা-ই হয়, তাহলে আমার চরিত্রের অনেক উৎকর্ষের মধ্যে এটা একটা অন্যতম এবং আমি এর জন্য পুরো কৃতিত্ব দিতে চাই মিশেলকে। সে হলো সাউথ সাইডের মেয়ে, সে বড় হয়েছে সেসব বাংলো স্টাইলের অন্যতম একটা বাড়িতে যেখানে আমি শিকাগো থাকাকালীন প্রথম বছরে ওই বাড়িতে গিয়ে অনেক ঘণ্টা কাটিয়েছি। সে কিছুতেই জানতোনা যে আমার পরিণতি কি হবে; সে সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকতো যে আমি মনে হয় গ্রাম্পস আর বাবার মতোই, আমি মনে হয় কেবলই একজন স্বাপ্নিক। বাস্তবিক, তার সেই বিখ্যাত বাস্তববাদিতা আর তার সেই মিডওয়েস্টার্ন আচরণ দেখে টুটের কথা আমার একদম মনে পড়েনি। আমার মনে পড়ে প্রথমবার আমি যখন তাকে হাওয়াই-এ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম তখন গ্রাম্পস আমার পাঁজরে গুঁতো মেরে বলেছিলো যে মিশেল দেখতে "বেশ সুন্দর," অন্যদিকে টুট মন্তব্য করলো যে তোমার নতুন বউয়ের কাণ্ডজ্ঞান খুব ভালো হবে"— আমার নানির কাছ থেকে পাওয়া এই প্রশংসাকে মিশেল একটা উচ্চ প্রশংসা হিসেবে ধরে নিলো।

আমাদের এনগেজমেন্ট হওয়ার পর, আমি মিশেলকে নিয়ে কেনিয়ায় গেলাম আমার পরিবারের অন্য অর্ধেকের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সে ওখানেও খুব দ্রুত সফল হতে পেরেছিলো, সে লু ভাষার শব্দাবলি ছাড়া তার শব্দভাণ্ডার খুব দ্রুত সমৃদ্ধ করে ফেললো

www.pathagar.com

এবং এক্ষেত্রে সে আমাকেও ছাড়িয়ে গেলো। অ্যালেগোতে খুব চমৎকার একটা সময় কেটেছিলো আমাদের, অউমার একটা ফিল্ম প্রজেক্টে সে অউমাকে দারুণ সাহায্য করেছিলো, সে আমার দাদিমার কাছ থেকে আরও অনেক বেশি গল্প শুনেছিলো, প্রথমবার ঘুরতে গিয়ে যেসব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো না সে তাদের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ করেছিলো। এই সময় পল্লী অঞ্চল গুলো থেকে দূরে কেনিয়ার অন্যান্য এলাকার জীবন-যাপন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিলো, অর্থনীতি ভেঙে পড়ছিলো, দুর্নীতি আর রাস্তাঘাটে সন্ত্রাস বেড়েই চলছিলো। আমার বাবার পুরো ব্যাপারটা তখনও অমীমাংসিত, সারাহ আর কেজিয়া তখনও পরস্পর তেমন একটা কথাবার্তা বলেন না। বার্নাড, আবো কিংবা সাঈদ তখনও তারা তাদের মনের মতো কাজ খুঁজে পায়নি যদিও তারা তখনও কাজের ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী— তখন তারা পরস্পর কথা বলতো কিভাবে ড্রাইভিং শিখতে হয়, সম্ভবত তারা সবাই মিলে একটা পুরোনো ব্যবহৃত মাটাটু কিনেছিলো। আমরা আবারও চেষ্টা করেছিলাম জর্জের সাথে দেখা করতে এবং আবারও ব্যর্থ হয়েছিলাম। আর বিলি, আমার চাচাতো ভাই, বেশ গাট্টাগোট্টা, দারুণ সঙ্গপ্রিয়, তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো কেন্ডু বে-তে, ওই সময় সে ছিলো এইডস আক্রান্ত। আমি যখন তাকে দেখেছিলাম তখন সে শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, কথাবার্তার মাঝখানে মনে হতো সে ক্লান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়বে। তবুও তাকে শান্ত দেখাচ্ছিলো, সে আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলো, সে আমাকে শুভদিন যখন আসবে তখন আমাদের দু'জনের ফটোগ্রাফ পাঠাতে বলেছিলো। কিন্তু আমি তার কাছে ছবি পাঠানোর আগেই সে নিদ্রার ভেতর চিরনিদ্রায় চলে গিয়েছিলো।

সে বছর আরও কয়েকটা মৃত্যু হয়েছিলো। সে বছর মারা গিয়েছিলেন মিশেলের বাবা, তাঁর মতো ভালো মানুষ আর ভদ্র মানুষ আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি, কন্যাদান করার আগেই তিনি চলে গেলেন পরপারে। গ্রাম্পস মারা গেলেন তার কয়েক মাস পরই, দীর্ঘদিন ভুগেছিলেন প্রস্টেট ক্যানসারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন যুদ্ধপ্রবীণ হিসেবে পাঞ্চবোউল ন্যাশনাল সিমেট্রিতে সমাহিত হওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন তিনি, তাঁকে সমাহিত করা হলো হনলুলু পাহাড়ের ওপরে। তাঁর ব্রিজ ও গল্‌ফ খেলার সঙ্গীদের নিয়ে ছোটখাটো একটা অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হলো, তিনবার কামান দাগিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানানো হলো, এবং সামরিক বিউগল বাজানো হলো।

এসব বেদনাসত্ত্বেও মিশেল আর আমি আমাদের বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে থাকলাম। রেভারেন্ড জেরেমিয়াহ এ.রাইট জুনিয়র, নাইনটি-ফিফথ্ অ্যান্ড পারনেল-এর ট্রিনিটি ইউনাইটেড চার্চ অব খ্রিষ্টে আমাদের বিয়ের কাজটা সেরে দিলেন। অভ্যর্থনার সময় প্রত্যেককেই খুব সুন্দর লাগছিলো, আমার নতুন আন্টিরা কেকের দারুণ প্রশংসা করলেন, আর আমার নতুন আঙ্কেলরা তাদের ভাড়াকরা নিজেদের ডিনারজ্যাকেটের প্রশংসা নিজেরাই করলেন। ওখানে ছিলো

www.pathagar.com

জনি, সে জেফ, স্কট, হাওয়াই থেকে আসা আমার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে এবং আমার কলেজের রুমমেটদের সঙ্গে হাসাহাসি করছিলো। অ্যানজেলা, শিরলে এবং মোনাও তাই করছিলো, ওরা আমার মাকে বলছিলো যে আমার মা আমার মতো ছেলেকে বড় করে কি সুন্দর কাজটাই না করেছেন ("তোমরা এর অর্ধেকের খবর অবশ্য রাখনা," মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন)। আমি দেখলাম মায়া খুব ভদ্রভাবে কতিপয় ভাইয়ের কাছ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে, যাদের ধারণা যে ওরা বেশ সেয়ানা, কিন্তু মূলত ওরা মায়ার তুলনায় বয়সে অনেক বুড়ো এবং তা তারা ভাল করেই জানে, আমি বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করা শুরু করলাম, তখন মিশেলে আমাকে বললো শান্ত হও, আমার ছোট্টবোন একাই ওসব সামাল দিতে পারবে। ওর কথাই দেখলাম ঠিক হলো; আমি আমার শিশু বোনটার দিকে তাকালাম আর দেখতে পেলাম এক পরিপূর্ণ রমণীকে, সুন্দরী আর বুদ্ধিমতি, তার জলপাই রঙের ত্বক, কালো লম্বা চুল আর কালো রঙের মিতকনের পোশাকে তাকে লাতিন কাউন্টেসদের মত দেখাচ্ছে। অউমা তার পাশে দাঁড়িয়েছিলো, তাকেও দেখতে দারুণ কমনীয় লাগছিলো যদিও তার চোখগুলো ছিলো সামান্য ফোলা ফোলা এবং ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম যে সে-ই একমাত্র যে এই অনুষ্ঠানে এসে কেঁদেছিলো। ব্যান্ড বাজা শুরু হতেই ওরা দু'জন মিশেলের পাঁচ বছর এবং ছয় বছর বয়সী কাজিনদের দেখভাল করার কাজে লেগে গেলো। বাচ্চা দুটো অফিসিয়াল রিং বেয়ারার-এর কাজটা খুব ভালোই করেছিলো। দেখলাম ছেলেগুলো বিষণ্ন বদনে আমার বোনদের ড্যান্স ফ্লোরে নিয়ে গেলো, ছোট্ট কেন্টি-ক্লথ ক্যাপ, ম্যাচিং করা কোমরবন্ধনী আর নুয়ে পড়া বোটাই-এ তাদের দেখতে আফ্রিকান রাজপুত্রদের মতো লাগছে।

যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি গর্বিত করেছেন তিনি হলেন রয়। মূলত আমরা এখন তাকে আবোঙ্গো বলে ডাকি, আবোঙ্গো তাঁর লু নাম, বছর দুয়েক আগে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে আফ্রিকান রীতিনীতিতে জীবন যাপন করবে। সে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে ধূমপান ছেড়ে দেবে, শুয়োরের মাংস এবং মদ কখনই ছোঁবে না। সে এখনও তার অ্যাকাউন্টিং ফার্মেই কাজ করছে, কিন্তু হাতে যথেষ্ট টাকাপয়সা আসলে সে কেনিয়ায় ফিরে যাবে বলে মাঝে মধ্যেই বলে। বস্তুত, হোম স্কয়ারড-এ যখন আমাদের পরস্পর দেখা হয়েছিলো তখন সে ব্যস্ত ছিলো তার মায়ের জন্য একটি কুটির নির্মাণে, আর কুটিরটা নির্মাণ করছিলো লু ঐতিহ্যানুসারে দাদার কম্পাউন্ড থেকে দূরে। সে আমাকে বলেছিলো যে তার আমদানি ব্যবসা বেশ এগিয়ে নিয়েছে এবং আশা করছে সে সেখানে বার্নাড আর আবোকে ফুলটাইম কাজে নিয়োগ দিতে পারবে। আর আমরা যখন বাবার কবরে পাশাপাশি একখানে দাঁড়ানোর জন্য গিয়েছিলাম তখন লক্ষ্য করলাম যে ওখানে শেষ পর্যন্ত খালি সিমেন্টের ওই অংশটায় একটা ফলক লাগানো হয়েছে।

www.pathagar.com

নতুন ধরনের জীবন-যাপনে আবোঙ্গে হয়ে উঠেছে চর্বিহীন এবং পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে কালো আফ্রিকান গাউন আর তার সঙ্গে হোয়াইট ট্রিম এবং ম্যাচিং করা ব্যাগ-এ তাকে বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ দেখাচ্ছিলো এবং কেউ কেউ তো ভেবেছিলেন যে সে হলো আমার বাবা। অবশ্যই সেদিন সে ছিলো বয়োজৌষ্ঠ ভ্রাতা, আমার বিবাহপূর্ব স্নায়বিক দৌর্বলের ভেতর দিয়েই কথা বলে যাচ্ছিলো, খুব ধৈর্যসহকারে পঞ্চমবার কি ষষ্ঠবারের মতো আমাকে বললো যে হ্যাঁ, তার কাছে আংটিটা এখনও রয়েই গেছে, কুনই দিয়ে গুতো মেরে আমাকে দরজার বাইরে বের করে আনলো, কারণ আমাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে যদি আমি আয়নার সামনে আরও বেশি সময় কাটাই তাহলে আমাকে যেমনটাই দেখাক না কেন সেটা কোনো ব্যাপার নয়, ব্যাপার হলো আমাদের নিশ্চিত বিলম্ব হয়ে যাবে।

তার পরিবর্তনটা এমন নয় যে অস্থিরতা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিষাক্ত প্রভাব থেকে একজন কালো মানুষের মুক্ত হওয়ার জন্য সে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দিতে উম্মুখ, আর অউমার ইউরোপীয় জীবন যাপন নিয়ে সে অউমাকে বেশ বকাবকি করে। সে যেসব কথাবার্তা বলে তার পুরোটাই অবশ্য তার নিজস্ব কথাবাবর্তা নয়, এবং তার ক্লান্তিকালে তাকে মাঝে মধ্যে দুর্বোধ্য মনে হয় এবং গোঁড়াও মনে হয়। কিন্তু তার হাসিতে সেই ইন্দ্রজাল এখনও রয়েই গেছে এবং আমরা দু'জন যে কোনো বিষয়ে কোনোরকম তিক্ততা ছাড়াই দ্বিমত পোষণ করতে পারি। ধর্মান্তরিতকরণের কারণে সে পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেয়ে গেছে, এই পৃথিবীতে তার স্থানে এটা এক অহংকার এবং ওটার উপর ভিত্তি করেই আমি দেখছি যে তার আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠছে, সে ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠছে এবং কঠিন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, সে ওইসব গৎবাঁধা বুলি আর স্লোগান দেওয়া বাদ দিয়েছে এবং সে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেয় কোন কাজটা তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। মনমানসিকতায় প্রচণ্ড উদার আর দারুণ রসবোধসম্পন্ন মানুষ সে, মানুষের প্রতি তার আচরণ ভীষণ ভদ্র, ভীষণ ক্ষমশীল, যার কারণে একজন কালো মানুষ হয়ে ওঠার যে ধাঁধা সে ধাঁধার খুব সাধারণ সমাধান সে খুঁজে পেয়ে গেছে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের শেষ দিকে এসে, আমি দেখলাম সে তার সবগুলো দাঁত বের করে ভিডিও ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি উপহার দিচ্ছে, তার লম্বা হাত দুটো সে আমার মা আর টুট এর ঘাড়ের ওপর নিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে, আর ওই দু'জনের মাথা তার বুক পর্যন্ত কোনো মতে গিয়ে ঠেকেছে, "দেখো, ভাই," আমি হেঁটে হেঁটে যখন তিনজনের দিকে যাচ্ছিলাম তখন সে আমাকে বললো। "মনে হচ্ছে আমি এখন দু'জন নতুন মা পেলাম"। টুট তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন "আর আমরা আমাদের একটা নতুন ছেলে পেয়েছি," যদিও উনি চেষ্টা করছিলেন তাকে "আবোঙ্গো" বলে ডাকতে কিন্তু তার কানসাস

www.pathagar.com

জিহবা খুব হতাশাজনকভাবে বারবার তা ভুল করে ফেলছে। আমার মায়ের চিবুক আবারও কেঁপে উঠতে শুরু করলো, আর আবোঙ্গো তাঁর ফলের রসের গ্লাস ওপরে তুললো টোষ্ট করার জন্য।

"যারা আমাদের সাথে এখানে নেই তাদের জন্য", সে বললো।

"এবং শুভ সমাপ্তির জন্য," আমি বললাম।

আমাদের পানীয় ছিটকে পড়তে লাগলো, চেকার্ড টাইল ফ্লোরের ওপর এবং অন্তত ওই মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগলো আমি মনে হয় এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

-০-

www.pathagar.com

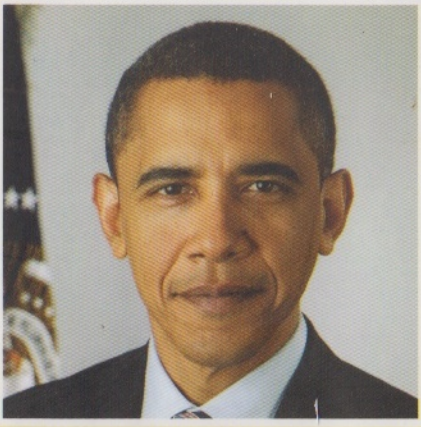

প্রথম মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, প্রথমবার নির্বাচিত হন ২০০৮ সালের ৪ নভেম্বর এবং দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হলেন ২০১২ সালে। ছাত্রাবস্থায় তিনি হার্ভাড ল-এর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তার পরেই প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন একটি বই লেখার জন্য। কিন্তু তিনি গতানুগতিক আত্মজীবনী না লিখে শুরু করলেন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রা দিয়ে, ফলে তাঁর লেখাটি পরিণত হয় একটি অস্বাভাবিক জীবনের গভীর অনুসন্ধানমূলক স্মৃতিকথায়। তাঁর জন্ম ১৯৬১ সালে। মা হলেন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান আর বাবা হলেন কৃষ্ণাঙ্গ কেনিয়ান। তিনি যখন হামাগুড়ি দিতে শিখেছেন ঠিক সেসময়ই তাঁর বাবা তাঁকে এবং তাঁর মাকে ফেলে চলে যান কেনিয়ায়। যার কারণে তিনি তাঁর তরুণ বয়সে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর জাতিগত আত্মপরিচয়। স্কুল জীবনে অতিক্রম করেছেন এক অস্থির সময়, আর এ সময়ই, তাঁর দশ বছর বয়সে, তাঁর কতৃত্বপরায়ন বাবা এসেছিলেন একমাসের এক লম্বা সফরে।

তাঁর পিতার মৃত্যুর পরেও কি যেনো এক বাধ্যবাধকতা রয়ে গিয়েছিলো তাঁর ভেতর। তিনি কেনিয়া সফরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি সিক্ত হয়েছিলেন তাঁর স্বজনদের নিবিড় মমতায়। ওবামা তাঁর এই বইটিতে আমাদের মুখোমুখি করেছেন কতিপয় দীর্ঘকালস্থায়ী প্রশ্নের। মেরিয়ান রাইট এডলম্যানের ভাষায় বলতে গেলে– এই বইটি আপনার সম্পর্কেই কিছু বলবে এখন আপনি শ্বেতাঙ্গ হোন আর কৃষ্ণাঙ্গই হোন।

অনুবাদক : গোলাম রসুল ফিরোজ-এর জন্ম নাটোরে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়াশুনা করেছেন পাবনা ক্যাডেট কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। বসবাস নাটোরের গ্রামের বাড়িতে।

www.pathagar.com

চমৎকার বুনন... অকপট এবং মনকে নাড়া দেয়ার মতো বুকশেল্ফে এই বইটিকে রাখা যেতে পারে 'দ্য কালার অব ওয়াটার'-এর লেখক জেমস্, 'লাইফ অন দ্য কালার লাইন'-এর লেখক হাওয়ার্ড উইলিয়াম-এর বইয়ের পাশাপাশি, আমেরিকার জাতিগত শ্রেণীসমূহের দুই বিশ্বে পা ঝুলিয়ে রাখার এক জীবন্ত আখ্যান।

–স্কট টুরো

দারুণ উত্তেজনাকর... দুই বিশ্বে তাল মিলিয়ে চলার ঘটনার দারুণ বিবরণ এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে আসলে সে কোনো বিশ্বেরই নয়।

–নিউইয়র্ক টাইমস্ বুক রিভিউ

ওবামা খুব সাবলীল এবং ধীরস্থিরভাবে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের নিয়ে গেছেন আত্মপরিচয়, শ্রেণী এবং বর্ণের মতো গুরুতর প্রশ্নের মর্মমূলে।

–ওয়াশিংটন পোস্ট বুক ওয়ার্ল্ড

কিঞ্চিৎ দুর্বলতা থাকলেও ওবামার লেখায় তীক্ষ্ণতা রয়েছে, এই বইটি বেশ উপভোগ্য।

–অ্যালেক্স কটলোউইজ, 'দেয়ার আর নো চিলড্রেন হিয়ার' বইয়ের লেখক

আত্ম আবিষ্কারমূলক যত বই আমি পড়েছি তার ভেতর এটি অন্যতম শক্তিশালী একটি বই... বইটি লেখা হয়েছে খুব সুন্দর করে, বিন্যস্ত করা হয়েছে দারুণ দক্ষতার সাথে এবং এতে উপন্যাসের আমেজ রয়েছে।

–চারলেইন হান্টার গল্ট, 'ইন মাই পেস'-এর লেখক

ISBN 978 984 8088 62 3
9 789848 088623